সংবাদ পত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড

অনুজপ্রতিম

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

কাব্যচর্চ্চা তোমার ঐতিহাসিক কৌতূহলকে প্রতিহত করে নাই, এবং ঐতিহাসিক কৌতূহল তোমার কাব্যময় প্রাণকে নীরস করিবে না জানিয়া এই পুস্তক তোমার করে সমর্পণ করিতে দ্বিধা করিলাম না।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড

১৮১৮-১৮৩০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৪৫

মূল্য পঁচিশ টাকা
Rs 2-50

মুদ্রক—শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড বর্দ্ধিতাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং চারি বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। সুধীসমাজ-কর্তৃক এই গ্রন্থ যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সংস্করণে অবশ্য বহু নূতন বিষয় এবং সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয়, অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের সূচী, শত বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত বাঙালী সমাজের চিত্রাবলী, প্রভৃতি সংযোজনা করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির ইতিহাস লেখক ও আলোচনাকারিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ যে বিশেষ উপকারে লাগিবে তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীও স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ-কর্তৃক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে এই পুস্তকখানি ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত-স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধীসমাজ সাদরে গ্রহণ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থ-মুদ্রণের আংশিক সাহায্য স্বরূপ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষৎকে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা পরিষদের আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং এই গ্রন্থ-সম্পাদনের জন্য তাঁহার প্রাপ্য কিঞ্চিদধিক ২০০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের পূর্ব্ব সংস্করণ, এবং ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়ও তাঁহার সম্পাদকীয় পারিশ্রমিকের অর্থ সম্বন্ধে পরিষৎকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। পরিষদের পক্ষে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সঙ্কলয়িতার পরিষৎ-প্রীতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ যে-সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল সে-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমত, এই নূতন সংস্করণে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ড হইতে তুলিয়া আনিয়া বিষয় অনুসারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সঙ্কলিত করিয়া আমি তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করি। ইহাতে বহু নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত হইলে একই যুগ সম্বন্ধে দুই জায়গায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইত। নূতন সংস্করণ প্রকাশকালে পরিশিষ্ট ও মূল পুস্তকের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার কোনও কারণ ছিল না। সুতরাং প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধে যে-সকল সংবাদ ছিল তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঠকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগসংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র পাইবেন।

ইহা ব্যতীত এই সংস্করণে সমগ্র উদ্ধৃত সংবাদের পাঠ মূলের সহিত সযত্নে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; পাঠকদের সুবিধার জন্য 'সম্পাদকীয়'-বিভাগে বহু টীকা-টিপ্পনী যোগ করা হইয়াছে; বিষয়-সূচী অধিকতর পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে; ভূমিকা নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের একটি সূচী সংযোজিত হইয়াছে। আরও বলা প্রয়োজন, এই সংস্করণে শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' হইতে কিছু কিছু সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ও প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে এই সকল ছিল না। মোটের উপর নূতন বিষয়-বিন্যাস ও পরিবর্দ্ধনের ফলে গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পরিশেষে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত-ব্যাপারে আমি যাঁহাদের নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রয়োজন।

শোভাবাজার রাজপরিবারের শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না জানাইলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। তিনি প্রয়োজন-মত রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী হইতে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইলগুলি ও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করিতে না দিলে এই গ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এই জন্য আমি ইঁহাদের চারি জনের নিকটই কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার কেন—ঐতিহাসিকগণেরও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের বদান্যতায় প্রাচীন সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করি পরিষৎ অদূর ভবিষ্যতে, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সন, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত, আবশ্যক সংবাদগুলি প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন। এ-কাজটি সত্বর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নতুবা এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছু দিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

বর্ত্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল সেগুলির ব্লক 'প্রবাসী' পত্রের কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যানের চিত্রের ব্লকখানি 'ক্যালকাটা মিনিউসিপ্যাল গেজেট'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শ্রীরামপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাকে 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার প্রধান কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অপ্রচলিত শব্দের দীর্ঘ সূচীটি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল সহায়তার জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

২২২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা। আষাঢ় ১৩৪৪।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট

শিক্ষা

চিত্র-সূচী



পাঁচ শত পূর্বের বাঙালী মেয়ে

ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্ত্তন, এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল দিক্ সম্বন্ধেই সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবনচরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অপরিহার্য্য। সেকালের একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় এইরূপ সমুদয় তথ্য সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এই সংবাদপত্রটির নাম 'সমাচার দর্পণ'। সে-যুগের বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এই পত্রিকাখানি একক নহে। কিন্তু পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র আজকাল এমনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও একমাত্র 'সমাচার দর্পণে'র প্রায় সকল সংখ্যা এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'বঙ্গদূত' ও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা ভিন্ন ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেকার অন্য কোন সাময়িক-পত্র আমি দেখিতে পাই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান পুস্তক সঙ্কলনে আমি এই কয়েকটি পত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠকেরা লক্ষ্য রাখিবেন, গ্রন্থমধ্যে যে-সকল তথ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 'সমাচার দর্পণ' হইতে গৃহীত; তবে 'সমাচার দর্পণে' সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা হইতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও সংবাদ উদ্ধৃত হইত; 'সমাচার দর্পণে' ধৃত অন্য পত্রিকার এইরূপ সংবাদের মধ্যে যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাহাও আমি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অন্য পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত তথ্য পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। উদ্ধৃত অংশে সর্ব্বত্র মূলকে অনুসরণ করা হইয়াছে। সেজন্য বানাম ও ছেদের অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। বর্ত্তমানে এই সকল বানান ও ছেদের রীতি অপ্রচলিত হইলেও উহার পরিবর্ত্তন আমি সঙ্গত মনে করি নাই। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ-সংক্রান্ত সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের কথা আছে।

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র

এই গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত। সুতরাং ইহার ভূমিকায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশের ইতিহাস-রচনায় এই উপাদানের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও

অনেক সময়েই সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় সত্বর অবহিত না হইলে এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছু দিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে; উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল, তাহা আর জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবনের চিত্র যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমনই অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। একে জল-বায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশী দিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই। এই দুই কারণে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র বা পুস্তকাদি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙালী-পরিবারে এখন আর বড় দেখা যায় না।

আমাদের নিজেদের অবহেলা ছাড়া এদেশে ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে রক্ষিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন গবর্ণ্মেণ্টও ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টও যে সে-চেষ্টা না করিয়াছেন, তাহা নয়। তবে তাঁহারা প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যকলাপের নিদর্শন রাখিবার; তাঁহাদের শাসনাধীনে বাঙালী কি করিল না-করিল, গৌণভাবে ভিন্ন মুখ্যভাবে সে ইতিহাস লিখিবার কোন উপাদান সংরক্ষণের চেষ্টা ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। সেজন্য সরকারী দলিলপত্রে ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা দেশে ইংরেজের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট বিবরণ আছে, কিন্তু ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি-ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড়-একটা প্রমাণ নাই। এই কারণে এদেশের প্রবহমাণ জীবনধারার চিহ্ন উদ্ধার করিয়া ইতিহাস লিখিবার দায়িত্ব আমাদের আরও বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকের ধারণা আছে যে, সংবাদপত্রের বিবরণমাত্রই অকাট্য সত্য। আবার অনেকে বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের অসত্য প্রচারের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে বিপরীত সীমায় পৌছিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, সংবাদপত্রের বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই ধারণার কোনটাই যে ঠিক নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের অন্য উপাদানের মত সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুই-ই আছে। দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের। ঐতিহাসিক প্রমাণে মিথ্যা বা ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কিন্তু সে মিথ্যা বা ভুল-ভ্রান্তি নিপুণ ঐতিহাসিকের হাতে অতি সহজেই ধরা পড়ে। ইতিহাসের দলিলপত্র যাচাই করিয়া লইবার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যে কত সূক্ষ্ম, তাহা যিনি জানেন না, তিনিই সাধারণতঃ ইতিহাসের অপ্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সংশয়বাদী হইয়া পড়েন।

সংবাদপত্রে সত্য অসত্য দুই-ই আছে। সে-সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ভার ঐতিহাসিকের উপর। তবে এদিক্ দিয়া অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী। ইহার কারণ—বর্ত্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। এ-যুগে জন-সমষ্টিকে স্বপক্ষে টানিতে না পারিলে

শাসনক্ষমতা লাভ করা চলে না। সেজন্ত সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যা-কিছু একটা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া লোককে নিজের দলে টানা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা জীবন-মরণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এই কাজের ভার পড়িয়াছে প্রত্যেক দলের সংবাদপত্রের উপর। এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের শুধু মতামতই নয়, সংবাদ-পর্য্যন্ত অনেক সময়ে অতিশয় বিকৃত ; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে লর্ড রদারমিয়ারের ও আমেরিকায় মিঃ হার্‌ষ্টের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ দলীয় কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল, জনমত-গঠনও সংবাদপত্রের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেজন্ত বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সেই পূর্ব্বতন যুগের কাগজগুলি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্ব তাহাতেও যে সত্যের বিকৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি না থাকিত তাহা নয়, তবে এক পক্ষের কথা ভিন্ন অন্ত পক্ষের কথা না-বলা এ-যুগের সংবাদপত্রের যেমন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে-যুগে সাধারণতঃ তেমন ছিল না। এই কারণে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ-যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্।

ব্রিটিশ-প্রভুত্ব স্থাপনের সময় হইতেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কি, সে-বিষয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' দুই-ই এই সম্মানের দাবী করে। দুইটি পত্রিকার মধ্যে প্রথম প্রকাশকালের ব্যবধান দশ-পনর দিনের বেশী হইবার নহে। তবে একেবারে প্রথম হউক আর নাই হউক, 'সমাচার দর্পণ' যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশী ও বিলাতী সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের সারসঙ্কলন, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে উহা পূর্ণ থাকিত এবং মিশনরী-পরিচালিত হইলেও উহাতে পরধর্ম্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই না বলিলে অন্যায় হয় না। স্থায়িত্বের দিক্ হইতেও 'সমাচার দর্পণ' শ্রেষ্ঠ। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

'সমাচার দর্পণ' ছাড়া আরও অনেকগুলি বাংলা সংবাদপত্র ১৮৪০ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে এই কয়খানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

সম্বাদ কৌমুদী	প্রথম প্রকাশকাল	৪ ডিসেম্বর,	১৮২১
সমাচার চন্দ্রিকা	"	৫ মার্চ,	১৮২২
বঙ্গদূত	"	১০ মে,	১৮২৯
সংবাদ প্রভাকর	"	২৮ জানুয়ারি,	১৮৩১
জ্ঞানান্বেষণ	"	১৮ জুন,	১৮৩১
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	"	১০ জুন,	১৮৩৫
সম্বাদ ভাস্কর	"	মার্চ,	১৮৩৯

কাগজগুলির প্রত্যেকটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদপত্রে আমাদের ইতিহাসের উপকরণ প্রসঙ্গে ইংরেজী সংবাদপত্রের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। ১৮১৮ সনের পূর্ব্বে বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম হয় নাই। এই কারণে ১৮০০ হইতে ১৮১৭ সন পর্য্যন্ত সময়ের তথ্যগুলির জন্ম এবং পরবর্ত্তী কালের বিবরণ সম্পূর্ণতর করিবার জন্ম ইংরেজী সাময়িক-পত্রের সাহায্য অপরিহার্য্য। এই সময়কার ইংরেজী সাময়িক-পত্রের মধ্যে 'ক্যালকাটা গেজেট,'* 'বেঙ্গল হরকরা,' 'গবর্মেণ্ট গেজেট,' 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণাল,' 'ক্যালকাটা জর্ণাল,' 'জন বুল,' 'বেঙ্গল হেরাল্ড,' 'রিফর্ম্মার,' 'ইণ্ডিয়া গেজেট,' 'ক্যালকাটা কুরিয়ার,' 'এশিয়াটিক অ্যানুয়েল রেজিষ্টার' ও 'এশিয়াটিক জর্ণাল' উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী এবং প্রধানতঃ ইংরেজ-পরিচালিত এই সকল সাময়িক-পত্রে অবশ্য বাঙালীর কীর্ত্তি-কলাপের কথা বেশী নাই, থাকিবার কথাও নহে; তবুও যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের কাছে অমূল্য। ইংরেজ মিশনরীদের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক-পত্রের মধ্যে এইগুলি প্রধান :—

ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পীরিওডিক্যাল একাউণ্টস' ১৮০০ সনে প্রথম প্রকাশিত।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (মাসিক, ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক)। শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনে প্রথম প্রকাশিত।

'ক্যালকাটা খ্রীষ্টীয়ান অবজার্বার,' ১৮৩২ সনে প্রথম প্রকাশিত।

এই সকল পত্রিকা হইতে আবশ্যক তথ্যগুলি সঙ্কলন ও প্রকাশ করিলে দেশের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইবে।

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ইতিহাস

প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮-৪১ : ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র। ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশেও উদ্যোগী হন। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনের ২৩এ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার)। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক এইরূপ লেখেন :—

সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে২ নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

---

* *Selections from Calcutta Gazettes.* Vols. 1-5 (1784-1823)—ইহাতে কিছু কিছু সংবাদ মিলিবে।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য২ প্রদেশ হইতে যে২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও কার্য্যতঃ পত্রিকা-সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পণ্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও যে বন্ধ থাকিত, তাহার প্রমাণ আছে। ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান যে, "আমাদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। তিনি ১৮২৪ সনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে কাব্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার…পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। (২ জুলাই ১৮৩৬)

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখে সম্পাদক লেখেন :—

পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি…সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদিশাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।…গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও বাক্যোক্তি দ্বারা লিখনের পরিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সনের ১১ই জুলাই হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) পত্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এ পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন হইতে সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১১ জানুয়ারি, ১৮৩২, বুধবার। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়াতে ১৮৩৪ সনের ৮ই নবেম্বর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে থাকে।

মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'—উভয় পত্রই সম্পাদন করিতেন। ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে তাঁহার উপর অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট'-এর সম্পাদনভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৮৪২ : শ্রীরামপুর মিশন ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলা, উভয় ভাষায় ১৮৪২ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ :—

NATIVE NEWSPAPERS :—We are happy to perceive that *Sumachar Durpun*. which the Editor was condstrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued id Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence ; and they will, hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,...Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengales ;..."

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন ভূতপূর্ব্ব 'জ্ঞানদীপিকা'-সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে :—

THE SUMACHAR DURPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon dropped or died. (*Friend of India*, May 15, 1851. p. 309.)

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্শম্যান সাহেব হইয়াছিলেন,...। ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ এপ্রিল ১৮৫২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' অল্প দিনই চলিয়াছিল।

তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১-৫২ : শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় দ্বিভাষিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নবপর্য্যায় 'সমাচার দর্পণে'র "১ বালম, ১ সংখ্যা"র প্রকাশকাল—৩ মে ১৮৫১ (২১

বৈশাখ ১২৫৮)। ইহা দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।·· সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।

প্রথম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস

এই পুস্তকে উদ্ধৃত সংবাদপত্রের বিবরণগুলিতে যে-যুগের পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেটি বাংলা দেশ ও বাঙালী-সমাজের পক্ষে একটি স্মরণীয় যুগ। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে তখন বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনে বাঙালী ইহার বহু পূর্ব্বেই ইংরেজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগের পূর্ব্বে আমাদের সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বাঙালী-জীবনে যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহার শেষ আজিও হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে' এই যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

বাঙালীর সমাজে এবং চিন্তাধারায় এই নূতন প্রভাবের সূচনা কবে হইল, তাহার কোন একটি বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ করা উচিত নয়; কারণ, সে-সূচনা কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবু দুই-তিনটি ঘটনাকে উহার নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। উহার একটি রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমন ও ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন (ইং ১৮১৫) দ্বিতীয়টি হিন্দুকলেজ স্থাপন (১৮১৭), এবং তৃতীয়টি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮১৮)। শেষোক্ত বৎসরে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ এবং উহার সমাদর এই নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 'সমাচার-দর্পণ' ইংরেজ মিশনরী-পরিচালিত কাগজ, সেজন্য উহাতে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'সমাচার দর্পণ' একান্তই একদেশদর্শী ছিল না, ইহাতে প্রাচীনপন্থীদের সংবাদপত্রাদি হইতে পত্র, আপত্তি ও বিবিধ সংবাদের সঙ্কলন প্রভৃতিও স্থান পাইত। সেজন্য সে-যুগের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন চলিতেছিল, 'সমাচার দর্পণ' হইতে তাহার ইতিহাস সঙ্কলন অতি সহজ। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই,—মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র; এমন কি, এই মালমশলাকেও সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই, মোটামুটিভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম—এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে; যে-কথা এই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা 'বিবিধ' নাম দিয়া শেষে দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কয়েকটি ভাগ হইতেই সেকালের বাঙালী-জীবনের প্রায় সকল দিক্‌ সম্বন্ধেই এবং সেকালের বাঙালীর প্রায় সকল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই সংবাদ ও তথ্য আহরণ করিতে পারিবেন। এখানে এই সঙ্কলনে কি পাওয়া যাইবে, শুধু তাহার একটু আভাস দিয়া আমার ভূমিকা শেষ করিব।

১

এই পুস্তকের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিষয়ক। পাশ্চাত্য ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ দ্বারা লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বড় কাজ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এদেশে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলে ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়, নূতন বাংলা-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় হয়, হিন্দুকলেজ, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি উহাদের মধ্যে প্রধান। এই সঙ্কলনে এই তিনটীর সম্বন্ধেই অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইবে। এই যুগেই আবার স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলনও আরম্ভ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা কত-দূর অগ্রসর হইয়াছিল ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা ছিল, ১২-১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংবাদগুলিতে তাহার বিবরণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস শুধু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁহারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে পরজীবনের জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন, তাহার জন্য একটি ক্লাব বা সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। উহার নাম গৌড়ীয় সমাজ। এই সমাজের কার্য্যকলাপের সংবাদ ৮-১২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রচার-চেষ্টার একটি দিক্, তেমনই হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ও মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা উহার আর একটি দিক্। এই দুইটি দিকেই সরকারের স্বার্থ সম্যক ছিল। এক দিকে তাঁহাদের ইংরেজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারীর ও কেরাণীর আবশ্যক ছিল, আর এক দিকে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য সরকার হইতে ইংরেজী শিক্ষার যেমন আনুকূল্য করা হইত, তেমনই আবার সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যই কলিকাতায় মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাড়া প্রাচীন ধরণের বহু চতুষ্পাঠীও এদেশে ছিল। এই সকল চতুষ্পাঠীর বিবরণও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বিবরণগুলির ও সেকালের পণ্ডিতদের কথা (পৃ. ৩৭-৪৮) একসঙ্গে পড়িলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

শিক্ষা-বিষয়ক যে-সকল সংবাদ এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার বুঝা যায়। তাহা এই,—এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গোড়ার দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা সরকার বিশেষ চেষ্টা বা অর্থব্যয় করেন নাই। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্য লোক, বে-সরকারী সাহেব ও বিদেশী মিশনরী। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ এদেশের লোকদের দ্বারাই হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এদেশেরই একজন ভূস্বামী—রাজা বৈদ্যনাথ রায় বিশ হাজার টাকা দান করেন (পৃ. ১৫)। শিক্ষাবিস্তারে অন্তান্যের দানের কথা

৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। সরকার এই সকল ব্যাপারে উৎসাহদান ভিন্ন বিশেষ সাহায্য করেন নাই।

২

১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে' সাহিত্য, ভাষা ও নূতন পুস্তক সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অর্থাৎ সাহিত্য-বিভাগে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ-সকল তথ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাতে বিদেশী শব্দ থাকা উচিত কি না, সংস্কৃত শব্দই বা কত দূর চালান যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সে-যুগেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ৫১-৫৩, ৫৫-৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশগুলিতে বাংলা-গদ্যের ধারা, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে এই ত গেল ভাষার কথা। ইহা ছাড়া বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও ৫৮-৮৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নূতন পুস্তকের বিবরণ, এই দুইটি মিলাইয়া পড়িলে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য ও পুস্তক সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রথম যুগের মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত পাদরি লঙের তালিকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'সমাচার দর্পণে' এমন অনেক পুস্তকের উল্লেখ আছে, যাহার নাম লঙের তালিকায় পাওয়া যাইবে না। 'সমাচার দর্পণে' মাঝে মাঝে পূর্ব্ব-বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত হইত। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের নিকট এ-সকল তালিকার মূল্য খুব বেশী। ১৮২৫, ১৮২৬ ও ১৮৩০ সনে যে-তিনটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ৬৭-৬৯, ৭২-৭৫ ও ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তালিকায় এবং সংবাদে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি-লিখিত অনেকগুলি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে বাঙালী কর্ত্তৃক লিখিত প্রথম ইংরেজী কাব্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং সম্পাদক এই প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব্ব-যুগের তুলনায় ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সনে এদেশে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অনেক বেশী বিস্তার হইয়াছিল।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে ৮৬-৯২ পৃষ্ঠায় সে-যুগের সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বাংলা, উর্দ্দু, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার, প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র, এবং কয়েক জন হিন্দুযুবক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ডিরোজিও কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ 'পার্থিননে'র নাম আছে। এই সমাচারপত্রগুলির সঠিক প্রকাশকাল পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।

৩

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে **সমাজ**। কিন্তু উহাতে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য বহু বিষয়েরও সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমি এই সব তথ্যকে মোটামুটি এই সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করিয়াছি—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন, স্বাস্থ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু বলা প্রয়োজন। 'নৈতিক অবস্থা' এই শিরোনামা দিয়া আমি যে-সংবাদগুলি একত্র করিয়াছি, উহাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর জীবনধারা কি ভাবে চলিতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যেমন শিক্ষায়, তেমনই সমাজেও সেই যুগ নূতনত্বের যুগ। ইংরেজী শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার প্রভাবে তখন বাঙালীর আচার ব্যবহারেরও একটু একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও এই পরিবর্ত্তন ভাল লাগিত, কাহারও আবার তাহা ভাল লাগিত না। যাঁহাদের ভাল লাগিত না, তাঁহারা নববাবুদের চলাফেরা লইয়া পরিহাস করিতেন, আবার নব্যপন্থীরাও পুরাতন-পন্থীদের উপর ঝাল ঝাড়িতে ছাড়িতেন না। এইরূপ অনেকগুলি সামাজিক ব্যঙ্গ বা রঙ্গ-চিত্র এই খণ্ডের ৯৬-১১৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইবে যে, টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতেই বাংলা ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত হয় নাই। উদ্ধৃত সামাজিক চিত্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী সমাজের। এগুলি যে পরবর্ত্তী যুগে'আলালের ঘরের দুলালে' এবং অন্য পুস্তকে অনুকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহারও অসুবিধা হইবে না। নূতন বাবুদের কথা-বলার ভঙ্গী, বাঙালী ছেলেদের ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী প্রথায় নাম লেখা, এরূপ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচনা কয়টি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইহা ছাড়া অন্যান্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ এই অংশে পাওয়া যাইবে।

ইহার পরে সে-যুগের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে বহু সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তখনও বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ সেকালের ধরণেরই ছিল,— যেমন নাচ, সং, যাত্রা, লড়াই, কুস্তী ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু-না-কিছু তথ্য এই খণ্ডে পাওয়া যাইবে। ১২১-১২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় যে সমারোহ হয়, উহা খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে এইরূপ সমারোহ করেন। কাহাকেও খুব ধনী বলিয়া জানিলে নবাবেরা টাকা লইয়া যাইবেন, এই ভয়ে মুসলমান আমলে এদেশে জমীদারেরা ধুমধাম করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে সাহস পাইতেন না। পরে ব্রিটিশ আমলে লোকে আশ্বস্ত হইয়া ধনসম্পত্তি দেখাইতে আর ভীত হইল না। এই অংশ হইতে আর একটি খুব নূতন ধরণের সংবাদও আমরা জানিতে পারি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বালিকাদের মধ্যেও শরীর-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ইহা নূতন জিনিষ নয়। এক শত বৎসর আগেও এদেশে বালিকাদের ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ১২৯ পৃষ্ঠায় বালিকাদের কুস্তী সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

'সমাচার দর্পণে' যে-কয়েকটি দান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল,

তাহা পরবর্ত্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তখনই যে আমাদের দেশে বন্যা বা অন্যান্য দুর্দৈবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা করিয়া টাকা তোলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ১৩২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'আর্থিক অবস্থা,' এই শিরোনামা দিয়া যে-সকল সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এদেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, কোম্পানীর কাগজ, এদেশের বাণিজ্য, বাজার-দর, বীমা কোম্পানী স্থাপন, ইংরেজের অধীনে এদেশের আর্থিক অবস্থা, এরূপ বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই অংশের ১৫৬ ও ১৬২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দুইটি বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের প্রথমটি এক জন চরকা-কাটনির দরখাস্ত। বিলাতী সুতার আমদানি হওয়ায় এদেশের সাধারণ লোকের অবস্থার শোচনীয় অধোগতি হইয়াছিল, তাহা এই দরখাস্তে শান্তিপুরের 'কোন দুঃখিনী সুতা কাটনি' অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিবরণটি এদেশে ইংরেজদের বসবাস (colonization) ও কৃষিকার্য্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর টাউন হলের এক সভায় প্রস্তাব করেন যে ইংরেজদের এদেশে বসতি করিবার বিরুদ্ধে যে আইন আছে, তাহা এদেশের কৃষিকর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির পক্ষে মহাবাধা, এই বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক। পত্রলেখক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখিলেন যে, যন্ত্র-নির্ম্মিত সুতার আমদানি হওয়াতে এদেশের বহু দীনদরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্নাভাব হইয়াছে, বিলাতী শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়াই এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে, 'তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে'।

ইহার পর সে-যুগের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত বহু সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে। এদেশে শান্তিস্থাপন ইংরেজ-শাসনের একটি বড় কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কি ভাবে শান্তি-স্থাপনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার কিছু আভাস শাসন-সংক্রান্ত বিবরণগুলি হইতে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বশেষে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়া সমাজ-বিভাগ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সংবাদ হইতে সে-যুগে ওলাউঠা ও অন্যান্য মড়কের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল বুঝা যাইবে। এবং সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধীয় বিবরণ (পৃ. ১৯২-২২৪) হইতে সে-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত বাঙালী সম্বন্ধেই কোন-না-কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। যে-সকল লোকের উল্লেখ এই অংশে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, লালাবাবু, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামদুলাল দেব, দুর্গাচরণ পিতুড়ি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪

ধর্ম্ম-বিষয়ক বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়; যেমন, পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্থান ইত্যাদি। প্রথমেই মাহেশের রথের বিবরণ দ্বারা এই

বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। মাহেশে রথযাত্রার সময়ে এখনও ধুমধাম হয়, কিন্তু সে ধুমধাম সেকালের তুলনায় কিছুই নয়। ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে মাহেশের স্নানযাত্রায় অনেক গ্লানিকর ঘটনাও ঘটিত। মাহেশে স্নানযাত্রাতে জুয়াখেলায় হারিয়া এক জন লোকের স্ত্রী-বিক্রয়ের একটি সংবাদ ২২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের এই অংশে আমাদের পুজাপার্ব্বণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। এ-সকল সংবাদের মধ্যে ২৩২ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মাণীর পুজা, ২৩২ পৃষ্ঠায় গুপ্তপুজা ও নরবলির বিবরণ, এবং ২৫৬ পৃষ্ঠায় অনির্ণীত বলি ও জিহ্বাবলির বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। ২৩৪ পৃষ্ঠায় মহারাজা গোপীমোহন কর্ত্তৃক কালীঘাটে পুজাদান ও কালীঠাকুরাণীকে চারিটি সোনার হাত ও স্বর্ণমুণ্ড দানের সংবাদ আছে। মুসলমানদের ধর্ম্মোৎসবের কয়েকটি সংবাদও এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পৃ. ২৪৬-২৪৮)।

এই বিভাগে এদেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ আছে। বিবাহের মধ্যে কাসিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মধ্যে দেওয়ান রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ রায় কাসিমবাজারের জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পৌত্র এবং রামদুলাল সরকার বিখ্যাত সাতুবাবুর পিতা। যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করার জন্য আন্দোলনের পর সবেমাত্র সেই প্রথা বন্ধ হইয়াছে ; কিন্তু এই আন্দোলনের জের মেটে নাই। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভা করিয়া আপত্তি করেন ও উহা রহিত করার জন্য বিলাতে আপীল করিতে মনস্থ করেন। এই সভার উদ্যোক্তাদের নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ ২৬৬ ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আছে। এই অংশে বিন্যস্ত সহমরণ-সংক্রান্ত বহু সংবাদের মধ্যে কয়েকটি (পৃ. ২৪৯-২৫৩) হইতে বুঝা যায় যে, এদেশের অনেক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন।

২৭২ হইতে ২৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের অনেক তীর্থ, ধর্ম্মস্থান এবং মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ২৭৬-২৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জগন্নাথদেবের পরিচারকদের বর্ণনায় অনেক নূতন তথ্য আছে।

এই বিভাগেই রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা (পৃ. ২৬৬), ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা (পৃ. ২৮২), ধর্ম্মসভা (পৃ ২৬৯) প্রভৃতির কথা আছে।

৫

এই কয় বিভাগের শেষে বিবিধ শিরোনামা দিয়া নানা বিষয়ের সঙ্কলন করা হইয়াছে। এ-সকল সংবাদের অনেকগুলিই কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে। কলিকাতার সংবাদের মধ্যে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, নিমতলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণের সংবাদ এবং কলিকাতায় প্রথম গ্যাসের বাতি ও প্রথম বাষ্পীয়পোত আসার সংবাদ (পৃ. ২৯৮, ৩০২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ৩৩৪ পৃষ্ঠায় ভূকম্পের সংবাদ এবং ৩৩২ পৃষ্ঠায় একটি বাঙালী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সন্তানরক্ষার জন্য বাঘ মারিবার

সংবাদ উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে যে-সকল সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলা দেশের বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা যাইবে।

'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সকলের শেষে (পৃ. ৩৩৮-৩৫৪) পরিশিষ্ট হিসাবে সে-যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই কাগজখানির নাম 'বঙ্গদূত'।

সমসাময়িক চিত্রাবলী

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান্ উপাদান। বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এ-দেশের জীবনযাত্রা, পরিধেয়, অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ। এইরূপ সকল পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। মাত্র তিনখানির উল্লেখ করা হইল। পুস্তকগুলি এই :—

(১) *Les Hindous* Par E. Baltazard Solvyns, Paris, Vol. I. 1808 ; II. 1810 ; III. 1811 IV. 1812.

(২) Fanny Parkes : *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque* (Calcutta, 1850)

(৩) ১৮৩২ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস. সি. বেলনস্-প্রণীত *Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal* (from Sketches by Mrs. Belnos.)

এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান্ উপাদান এই সকল পুস্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজাপার্ব্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়









১। দৈবজ্ঞ ২। সরকার ৩। হুঁকাবর্দ্দার ৪। পূজারী









১। মেছুনী　　২। সম্ভ্রান্ত মহিলা　　৩। ঢাকী　　৪। সম্ভ্রান্ত লোক



গুরুবন্দনা



সম্ভ্রান্ত বাঙালীর
গৃহে বাই-নাচ



কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন



গঙ্গায় অর্ঘ্যদান



চড়ক-পূজা



চড়ক-পূজা



দাসী-পরিবৃতা সম্ভ্রান্ত মহিলার গঙ্গাস্নান



আলাপন নিরতা পল্লীনারী



অন্তর্জলা

শিক্ষা

সমাচার দর্পণ

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি

১১জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫

পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায়।— গত শনিবারে এই সম্প্রদায়েরা এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়েরা কি ২ কার্য্য করিলেন এবং কত টাকা আয় ও কি ২ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় তাহা শুনিলেন তাহাতে জানা গেল যে গত বৎসরে সতের হাজার টাকা আয় ও পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় বারো হাজার মজুত এ নিবন্ধ করা অত্যাবশ্যক। সম্প্রদায়েরদিগের কর্ম্ম এই পাঠশালার কারণ উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রস্তুত করা এবং নানা দেশীয় বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদি এতদ্দেশীয় ভাষাতে ও অক্ষরে প্রস্তুত করা। ইহাতে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র লোকের জ্ঞান যেমত অস্তমিত আছে তাহাতে এমত ভরসা হয় যে এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে। গত বৎসরে এ বিষয়ে অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্মত হইয়া অনেক টাকা দিয়াছেন।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

স্কুলবুক সোসয়িটী।— ১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত মক্তেণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্টেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯

কলিকাতার স্কুলবুক সোসৈয়িটী।— ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ সোসৈয়িটীর পুস্তকালয় ডোমটুলি অর্থাৎ মুরগীহাটা হইতে উঠিয়া ধর্ম্মতলার পূর্ব্ব দিকে নং ৩৯ মোকরর হইয়াছে।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি

১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫

কলিকাতাস্কুলসোসাইটি।— আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্কুলসোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।

২৯ মে ১৮১৯। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়িটী।— আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়িটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুআর্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাস২ পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়েটী।— কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ৬ পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্তে মেং উইলার্ড সাহেবকে

বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব, বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২৭ ভাদ্র ১২২৬

কলিকাতার স্কুল সোসায়িটীর ইস্তাহাম।— গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পুর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক ২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক ২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্রণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে যে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

স্কুল শোসইটী।— গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন ২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

বিদ্যার পরীক্ষা।—১৭ ফালগুণ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতায় শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটির বালকেরদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া অতিসুধারানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীতে ৭৬ জন, দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪৬ জন চতুর্থ পংক্তিতে ৩৫ জন বালক ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতিসুন্দররূপে দিয়াছে এবং যে ৩০ জন বালক স্কুলসোসৈয়িটির বেতনদ্বারা বিদ্যালয়ে অর্থাৎ হিন্দুকালেজে ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন করে তাহারা অতিউত্তমরূপে পরীক্ষা দিল তাহার মধ্যে শ্রীহরমোহন বসু ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরূপনারায়ণ দে প্রভৃতি ইংরেজী গ্লোবের

অর্থাৎ ভূগোলের ও দেশ বিভাগের এবং নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতাদ্বারা পরীক্ষা দিলেন এই সকল পরীক্ষা শ্রীযুক্ত লার্কিন সাহেব স্বয়ং লইলেন এবং শ্রীযুক্ত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক ২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা সুন্দররূপে দিল। পরে স্ত্রী-পাঠশালার কন্যারা ১৫ জন ভাল মত পরীক্ষা দিল সর্ব্বসুদ্ধা ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল ইহাতে সভাস্থ সকল ভাগ্যবন্ত বিবি ও সাহেব ও বাঙ্গালী যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ঐ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালকেরদিগকে যথোপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া বিদায় করিলেন এ সকল কর্ম্ম আড়াই প্রহর বেলার সময় আরম্ভ হইয়া ছয় দণ্ড রাত্রিকালে সমাপ্ত হইল।

এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের যেপর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন এক প্রধান দপ্তরে তর্জ্জমাকারক আর এক জন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য ২ বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে। অতএব বিদ্যা একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস কখনও হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাবিতরণের নিমিত্তে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারদের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে অধিক আনন্দ হইবেক অতএব প্রকাশ করা গেল।

২০ মার্চ ১৮২৪। ৯ চৈত্র ১২৩০

স্কুলসোসৈয়িটী।— গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সভার লিখিত বিবরণ সকল পাঠ করিলেন।…

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সর আন্তনি বুলর সাহেব প্রসিডেন্ট এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব বাইস প্রসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বেলি সাহেবের পোষকতার দ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত হের সাহেব কহিলেন যে লার্কিন্স সাহেব ও আর এক জন বাইস প্রসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের পোষকতাদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত বেলি সাহেব কহিলেন যে আগামি বৎসরের নিমিত্তে এই কমিটি অর্থাৎ সমাজ স্থির থাকুক ইংগ্লণ্ডীয় কমিটির যে স্থান খালি হইয়াছিল শ্রীযুত ডাং জে হের সাহেব ও শ্রীযুত আদম সাহেব নিযুক্ত হইলেন এতদ্দেশীয় কমিটির স্থানে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ।

শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব কমিটি সাহেবেরদিগকে এবং সেক্রটরি শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা এবং গত বৎসরের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।

অপর সোসৈয়িটীর তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও রামচন্দ্র ঘোষ ও দুর্গাচরণ দত্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসাদ দত্ত ইহারাও সমাজ হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

৮ মে ১৮২৪ । ২৭ বৈশাখ ১২৩১

স্কুল সোসৈয়িটীর পরীক্ষা।— ১৭ বৈশাখ বুধবার শোভাবাজারে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে ঐ সকল বালকেরদিগের এবং স্কুল সোসৈয়িটীর পটলডাঙ্গার কালেজের এবং আড়কুলির ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালার এবং স্কুল সোসৈয়িটিকর্ত্তৃক প্রেরিত হিন্দুকালেজের বালক সকল সমেত অনুমান তিন শত বালকের ছয় ক্লাস হইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত মেং সর আন্টনি বুলর ও শ্রীযুত মেং লারকিন্স ও শ্রীযুত মেং ব্লাকিয়র ও শ্রীযুত মেং ডাং হের ও শ্রীযুত মেং ত্রিএর্স ও শ্রীযুত মেং আদম ও শ্রীযুত মেং ডেবিড হ্যার ও শ্রীযুত মেং লাসন ও শ্রীযুত মেং পেনি ও শ্রীযুত কাপ্তান বিট্সন্ ও শ্রীযুত মেং ওয়াডিন ইত্যাদি অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব লোক ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক প্রভৃতি অনেক ২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালির সাক্ষাতে বালকেরদিগের পরীক্ষা হইল। তাহাতে বালকেরা যেরূপ পরীক্ষা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিল তাহা দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন যে আমরা অনুমান করি এই সোসৈয়িটীর দ্বারা শিক্ষাতে বালকেরদের উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবেক। পরে সোসৈয়িটীর সেক্রটারি সাহেব বালকেরদের যথাযোগ্য অধিক ২ মূল্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক ও মিষ্টান্নাদি সামগ্রী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি

৮ জুলাই ১৮২০ । ২৬ আষাঢ় ১২২৭

কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।— সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিযুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফলের বিষয় ও ধারার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে।

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল এবং সে সার কি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে উত্তম কৃষকেরদের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ

না হয় এই ২ সকল উপায় করিবেন এবং এক ভূমিতে বার ২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এই ২ রূপে তাঁহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোনো দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তমা হইতে পারে না ইহা কখন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পারে এবং যে দেশেতে শত ২ বৎসরাবধি কৃষিকর্ম্ম একই রূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।

অপর বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয় অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে একজন প্রধান এবং অধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর ২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয় অপর যে ২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক ২ মোহর করিয়া সেলামী দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্য তাঁহারদিগের অধিকারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল নয় কিন্তু অন্য ২ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়।

গৌড়ীয়- সমাজ

৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

সভা।— ৬ ফালগুণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার হিন্দু কালেজে এক সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয় এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল তাহার মধ্যে যাঁহারা ঐ নির্ণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং সভাতে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা লিখা যাইতেছে।

ঐ সভায় আগত ব্যক্তিরদিগের নাম। শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রামদুলাল দে ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বীরেশ্বর

মল্লিক ও শ্রীযুত রসময় দত্ত এবং আর ২ অনেক বিজ্ঞ লোক। এঁহারদিগের আগমনানন্তর প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে অদ্য এই সভার চারম্যান অর্থাৎ সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন। পরে শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর তাঁহার পুষ্টি করিলেন পরে শ্রীযুত রামকমল সেন চারম্যান অর্থাৎ প্রধানরূপে মনোনীত হইয়া ঐ সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য এই সভাতে মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে তাহার কারণ এই যে সাধারণ আমারদিগের কোন সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কি ২ ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা গিয়াছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যায়। পরে সকলেই অনুমতি করিলে শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলেন তৎশ্রবণ করিয়া ক্রমে সকলেই কহিলেন যে আমারদিগের দেশে এক সভা হইলে ভাল হয় এবং এ অতি উত্তম বিষয় বটে ইহাতে আমারদিগের সম্মতি আছে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন আমারদিগের দেশে যে পূর্ব্বাপর সভা নাই ইহার মূল কি তাহার উত্তর অনেকে অনেকপ্রকার করিলেন শ্রীযুত রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন শ্রীযুত রামদুলাল দে কহিলেন অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ কর পরে বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তর করা যাইবেক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন এ সভা স্থাপন হইলে কি সুখ হইবেক বিবেচনা কর অদ্য সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছ শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার কহিলেন সে যথার্থ এই সকল ব্যক্তির সহিত পরস্পর কাহারো এক বৎসর কাহারো ছয় মাস সাক্ষাৎ নাই শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক তাহার পোষকতা করিলেন এই প্রকার নানা কথোপকথনান্তর শ্রীযুত রামকমল সেন প্রশ্ন করিলেন যে এ সভাস্থেরদিগের মধ্যে কোনহ ব্যক্তিকে সেক্রটারি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে শ্রীযুত রামকমল সেনকে করা যাউক শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার পোষকতা করিলেন পরে সেনজী কহিলেন আমার বাঞ্ছা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইলে ভাল হয় পরে স্থির হইল উভয়ে সেক্রটারি হউন।

তৎপরে স্থির হইল যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ শুদ্ধ এক গ্রন্থ ছাপা করিয়া প্রকাশ করা যাউক ঐ গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পরে ভাবি রবিবারে বৈঠক করা ও কর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিয়মাদি স্থির করা যাইবেক।

২৯ মার্চ ১৮২৩। ১৭ চৈত্র ১২২৯

গৌড়ীয় সমাজ।—১১ চৈত্র রবিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টায় সময়ে হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যে ২ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত কালীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত রূপনারায়ণ ঘোষাল ও শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাধামোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত ভোলানাথ মিত্র ও শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাস ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্ত ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি ও শ্রীযুত অদ্বৈতচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত মদনমোহন শীল ও শ্রীযুত শিবচরণ মল্লিক।

ইহারদিগের আগমনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে সভার অনুষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন। তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অনুমতি করিলেন; পরে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য অতএব এতদ্দেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ বদ্ধকরণার্থে অর্থ দান করুন। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ইঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন যে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যাহারা ধনদান করিলেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে।

নাম	সকৃৎ দান	ও ত্রৈমাসিক দান
শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর	২০০	৩০
" উমানন্দন ঠাকুর	২০০	৩০
" চন্দ্রকুমার ঠাকুর	৫০০	৬০
" দ্বারিকানাথ ঠাকুর	২০০	৩০
" কালীকান্ত ঘোষাল	২০০	১২
" গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	১০
" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	১০
" বিশ্বনাথ মতিলাল	১০০	৮
" গঙ্গাধর আচার্য্য	৫০	৯
" রামকমল সেন	১০০	২৫
" রাধাকান্ত দেব	২০০	৩০
" চন্দ্রশেখর মিত্র	৫০	১০
" বৈদ্যনাথ দাস	১০০	০
" বিশ্বম্ভর পানি	৫১	০
" বিশ্বনাথ দত্ত	৫০	০
	২১৫১	২৬৪

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের অনুমতানুসারে ঐ সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন তাঁহারদিগের নাম শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক।

১৭ মে ১৮২৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ।— ২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসের বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ সভার এক সভ্য শ্রীযুত বাবু কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রন্থহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকের কএক অংশ সভ্যগণের সন্নিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন যে এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ প্রদান করিলাম। সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন।

আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর ২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্বিন ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ।— শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে ৩০ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণেরা সভা করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৮ পৌষ ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ। — গত ২৩ আগ্রহায়ণ বৈকালে মোং খিদিরপুরে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাসের বাটীতে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল প্রায় তাবৎ সভ্যগণ তত্রাধিষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজের উন্নতিজনক বিষয় পরামর্শ করিলেন তাহার বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনাভাব যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ঐ দিবসে সমাজের এক সভ্য অর্থাৎ অংশী হইয়াছেন।

এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।

৩ জুলাই ১৮২৪ । ২১ আষাঢ় ১২৩১

গৌড়ীয় সমাজ।— ১৪ আষাঢ় শনিবার রাত্রিকালে শহর কলিকাতায় গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল তন্মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে অল্প দিবসের মধ্যে বেদপাঠারম্ভ হইবেক।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি

১৫ মার্চ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯

নূতন চিকিৎসক সভা।— ১ মার্চ শনিবার কতক চিকিৎসক সাহেবেরা একত্র হইয়া স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা শহরের মধ্যে এমত এক সোসয়িটী স্থাপন করা যাইবে তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তার হের সাহেব ঐ সোসয়িটীর অধ্যক্ষ হইবেন ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার আদম সাহেব লেখক হইবেন এবং এক পুস্তকালয় করা যাইবেক ইহার অন্তঃপাতি এক ২ সাহেব ঐ বিষয়ের এক ২ মাসের খরচ দিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা

৬ এপ্রিল ১৮২২ । ২৫ চৈত্র ১২২৮

স্ত্রী শিক্ষা।— এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব ২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডবপত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং

উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমন পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক ২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কার্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যে ২ কবিতা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্তরায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালীপাড়াগ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায়পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯

স্ত্রী শিক্ষার শেষ।—স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহ বা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাই নামে এক জন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রী গণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্য কালে পিতা

মাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামির বশীভূতা থাকিয়া তাহার সেবা ও শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে। স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই ২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।

৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

বালিকাপাঠশালা।— কলিকাতা জুরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন ২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য ২ লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন যে তাহাতে অন্য ২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকারা ঐ পাঠশালাতে আসিয়া মিস কুকহইতে আর ২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়া শিক্ষা করানেতে মিস কুকের অধিক পরিশ্রম ও কর্ম্মের অল্পতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না।

২৭ ডিসেম্বর ১৮২৩। ১৩ পৌষ ১২৩০

পরীক্ষা।— ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেক ২ সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন তাহারা বাঙ্গালি বালিকারদের পাঠ শ্রবণ করিয়া ও শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন পরীক্ষা হইলে পর প্রত্যেক বালিকা এক ২ কাপড় ও কেহ এক টাকা ও কেহ আট আনা ও কেহ চারি আনা এই ধারানুসারে সকলে পারিতোষিক পাইয়াছে ও কতক কমলা সন্দেশ ঐ সকল বালিকারা পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়াছে। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

পরীক্ষা।— ৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা

হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল. দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৮ পৌষ ১২৩২

পরীক্ষা।—২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব ও অন্য ২ অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর রেশম দ্বারা এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক। সেই লিখিত বস্ত্র লইয়া শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব স্বয়ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া সম্ভ্রম করিলেন অপর সকলে স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

৭ জানুয়ারি ১৮২৬। ২৫ পৌষ ১২৩২

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর বালিকারদের বিদ্যাভ্যাসার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাঁহার যেরূপ মহিমাপ্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কাহার আহ্লাদ না জন্মে। ইণ্ডিয়া গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রেতে লিখিয়াছেন যে বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয় এবং তাহাতে লোকোপকারও নাই কিন্তু এইরূপ দানেতে প্রকৃত ফল দেখা যায় যেহেতুক যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের অর্থ ব্যয় করেন তাহারদের নাম ও প্রশংসা কালেতে লুপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। ঐ গেজেটে আরো লিখিয়াছেন যে রাজা বৈদ্যনাথের এই দান আদর্শ স্বরূপ হইবেক যেহেতুক এই দৃষ্টান্তে কলিকাতাস্থ অন্য ২ ভাগ্যবান মহাশয়েরা ঐরূপ কর্ম্মের কারণ অবশ্য অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

২০ মে ১৮২৬ । ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

ফিমেল স্কুল ।— কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতিসমারোহ পূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

১৮ জুলাই ১৮২৭ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৪

বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের পাঠশালা ।— বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদয় বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বর্দ্ধমানস্থা বিবি পীরণ তাঁহার স্বামির পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে ঐ দেশস্থ ১২টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বন্ধ আছে এবং এই বিবির গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষারো অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য ২ স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৩৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়। এই নূতন পাঠশালা যাহার মূল পত্তন ১৮২৬ সালের মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রায় এক্ষণে প্রস্তুত হইল এবং সকল পাঠিকাকে একত্র করিবার আশয়ে বিবি উইল্‌সন তদবধি ঐ বালিকারদিগের ঐ নিকটবর্ত্তি স্থানে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেহেতুক ঐ রিপোর্টেতে প্রস্তাব করে যে বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বর্দ্ধমানে ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে। সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

২৮ জুন ১৮২৮ । ১৬ আষাঢ় ১২৩৫

বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস ।—গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত চিপজুষ্টিস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও আর ২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা পাঠশালা যে প্রধান ২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে পাঠশালাতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্যাম বাজারের পাঠশালাতে ৩ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বর্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটা পাঠশালা বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায়

১০০ বালিকা পড়ে তদনন্তর ঐ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধানা শ্রীমতী বিবি আমহার্ষ্টকে এবং আর২ কএক জন অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইঁহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোসৈটিরা ৮০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে বিক্রয় হইয়া কতক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে ঐ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরাও ২০ ০ টাকা প্রদান করিলেন এবং কতক গুলিন হুনরি দ্রব্য ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্তু ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইঁহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া এ বহু কালের পতিতা ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

কলিকাতা মাদ্রাসা

২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১

বিদ্যাবৃদ্ধি।— ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি প্রধান ২ নগরেতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না এবং পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান্ লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানবান্ হইত না এবং অন্য ২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত না সুতরাং অসভ্যের ন্যায় থাকিত। কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে ২ লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানার্থে নানাস্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনে ২ জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থব্যয়পূর্ব্বক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দিগ্দেশহইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অর্থাৎ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে এবং মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবেরা পার্কস্ত্রিটে ৩৮ নম্বরের গ্রাণ্ডলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া বাদ্যোদ্যম করত ধারানুসারে সেখানহইতে গমন করিয়া ঐ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন করিলেন পরে ঐ সংপ্রদায়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়া যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদুপরি অর্পণ করিলেন। ঐ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সে স্থানে একত্র হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর কলেজ

২০ মার্চ ১৮১৯ । ৮ চৈত্র ১২২৫

শ্রীরামপুরের টোল।— শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতিশাস্ত্রের এক ২ জন পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য ২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গলা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।

৭ আগস্ট ১৮১৯ । ২৪ শ্রাবণ ১২২৬

শ্রীরামপুরের কালেজ।— আমরা পূর্ব্ব ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎসরকার ইস্তাহাম হইয়াছে।…সম্প্রতি পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম্ভ হইবেক। তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে যে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পৃথক্ ২ কুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইস্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করণের সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯

কালেজের পরীক্ষা।— ১ এপ্রিল মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষণার্থ আসিয়াছিলেন। কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উল্যম কেরি সাহেব পরীক্ষা লইলেন প্রথমতো ব্যাকরণের পরীক্ষা হইল তাহাতে শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীতারণ চন্দ্রকে ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ও অভিধানের দুই এক প্রশ্ন করিলেন তাহারা তাহার সদুত্তর করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন এবং অন্য ২ বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ

ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল। পরে জ্যোতিষের পরীক্ষা হইল তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীভবানন্দ ও শ্রীশ্রীনাথ ও শ্রীকাশীনাথ প্রভৃতি লীলাবতীর ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা সে সকল অঙ্ক করিল এবং দীপিকা ও জ্যোতিস্তত্ত্বের বাক্যার্থে শ্রীহরচন্দ্র ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকে যেমত ২ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন। এই পরীক্ষা আট ঘণ্টা বেলার সময়ে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহর সময়ে সমাপ্তা হইল এই কালেজে কোন বালক ৩ বৎসর কেহ ২ বৎসর কেহ দেড় বৎসর কেহবা ১ বৎসর পাঠ আরম্ভ করিয়াছে।

এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের ছাত্রেরদিগকে খগোলীয় বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্ম্মাণ হইবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীযুত জন মেক সাহেব নানাবিধ যন্ত্র সমেত ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়াছেন।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

শ্রীরামপুরের কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়॥— এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান্ লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কালেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে ২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কালেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কালেজে ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কালেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোল বিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পুর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তর কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

ইস্তাহার।— সকল লোককে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে এই শীতকালে শ্রীরামপুরের কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন এই প্রকারে দশ সপ্তাহে দশ উপদেশ দিবেন। এই কর্ম্ম করিবার কারণ আসিয়াটিক সোসয়িটি কলিকাতার আপন বাটী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই বাটীতে প্রথম পাঠ ২৪ দিসেম্বর আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইবেক শ্রীরামপুরের কালেজে যে সকল যন্ত্র আছে সেই২ যন্ত্রদ্বারা কিমিয়া বিদ্যার প্রত্যেক প্রমাণ দিবেন। যে সকল লোক সেখানে যাইয়া দশ উপদেশ শুনিতে বাসনা করেন তাঁহার চল্লিশ টাকা লাগিবেক এবং যে কোন সাহেব বিবি সহিত যাইতে

বাসনা করেন তিনি ষাটি টাকা দিবেন। প্রত্যেক উপদেশ শ্রবণের কারণ ছয় টাকা লাগিবেক বিবী সাহেব উভয়ে গেলে আট টাকা লাগিবেক।

কাশী সংস্কৃত কলেজ

৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈত্র ১২২৭

কালেজ।— মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীযুত দনকিন্ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার ব্যয় প্রতিবৎসর বিশ হাজার টাকা বরাওর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে। সে কালেজে পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪। বেদান্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্যায় ১। ও বৈদ্যক ১। ও স্মৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই। গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়। প্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়া অধ্যয়ন করে ও এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। এইরূপ ছাত্র দিনে২ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে তৈলঙ্গাবধি উত্তরে নেপাল পর্য্যন্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক ইস্তক দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়ন করিতে আইসে। যখন বালকেরা আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাকরণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারম্ভ করান যায় এবং তাহার ব্যবস্থা এই যে আরম্ভাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবেক ইহার অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎসরে চারিবার ক্ষুদ্র ২ পরীক্ষা হইবেক এবং বৎসরে একবার প্রধান পরীক্ষা হইবেক। সেই প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুক্ত ব্রুক সাহেবের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে কোম্পানীর পলটনীয় সাহেব লোক ও জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক। ও বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক সংপ্রদায়ের ক্রমে২ দুই২ ছাত্রে বিচার হইল অধ্যাপকেরা মধ্যস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাঁচ সংপ্রদায়ের পরীক্ষা হইলে শ্রীযুত কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নানা রূপে জ্ঞানবান্ তিনি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সকলকে সাধুবাদ করিলেন ও উপযুক্ত মত পারিতোষিক দিলেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

চতুষ্পাটী॥—মোকাম বারানসের শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের স্থাপিত চতুষ্পাটীর দ্বিতীয় পরীক্ষা শ্রীযুত ব্রুক সাহেবের বাটীতে ২২ দিসেম্বরে হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান্ লোক একত্র হইয়াছিলেন। এ চতুষ্পাটীর সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছে যেহেতুক গত বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন অধ্যয়ন করিতেছে এবং এই চতুষ্পাটীর রক্ষণার্থে তদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরা অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এবং এই পরীক্ষার সময়ে ৪৩৭৮ চারি হাজার তিন শত আটহত্তরি টাকা দিয়াছেন। পরীক্ষার

পরে এক মোহর দুই মোহর তিন মোহর করিয়া ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক হাজার টাকা দিয়াছেন। এখন চতুষ্পাটীতে ১৭২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।

চতুষ্পাটীর ব্যয়ের কারণ এইং লোকে টাকা দিয়াছেন

আসামী		সনাত টাকা
বারানসের মহারাজ শ্রীযুত উদিন নারায়ণ	...	১০১০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ সিংহ	...	৫০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী	...	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র	..	২০০
শ্রীযুত বাবু মুকুন্দলাল	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ	...	২০০
শ্রীযুত বাবু আলাবক সিংহ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু জানকীপ্রসাদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু হরকচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবন দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু নারায়ণ নায়ক পিতড়ি	...	২০০
তঞ্জাবুরের রাজার গুরু	...	১৪০
শ্রীযুত নায়ক সিংহ	...	২৬
মহাজন লোক	...	৭১২
		৪৩৭৮

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯

নূতন কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়॥— শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ধন ও মনোযোগের আনুকূল্যে মোং কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব বিদ্যালয় হইবে সেখানে ব্যাকরণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবেক। তাহাতে কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা ২১ আগষ্টে বোর্ডরিবন্যুর এক প্রধান সাহেবকে ও এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ভাবি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে

তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভবিষ্যদ্বিদ্যালয়ে কি কি বিদ্যা শিক্ষা হইবেক ও কত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যার্থিরদের ব্যয়ের কারণ কি রীতিতে ধন দেওয়া যাইবেক ও পুস্তক ক্রয়ার্থে কত টাকা ও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করণার্থ কত টাকা দিতে হইবেক এবং বিদ্যার্থিরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে ও তাহারদের বিদ্যার পরীক্ষা কিরূপে হইবে। এবং কোন স্থানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ও তাহাতে কত ব্যয় এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া লিখহ।

ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদের এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের যে পাণ্ডুলেখ করিয়া তাহারদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ঐ বিদ্যালয়ে কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরা অধ্যয়নযোগ্য তন্মধ্যেও দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্ক যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য হইবেক এবং যাহার পূর্ব্বে কৌমুদী ও কলাপ ও সারস্বত ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য এবং যে২ বালক পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা প্রথমতো মনোরমা ও শব্দেন্দুশেখর দ্বিতীয় কাশী মিথিলাদি দেশ চলিত স্মৃতি তৃতীয় গৌড় দেশ প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র চতুর্থ তর্ক পঞ্চম অলঙ্কার ও জ্যোতিষ ষষ্ঠ পুরাণ সপ্তম সাংখ্য অষ্টম বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন হইবেক।

শিক্ষক অধ্যাপক ও তাঁহারা যে বেতন পাইবেন তাহার বিস্তারিত।

এক কবি ও আলঙ্কারিক ও এক অঙ্ক পণ্ডিত ও এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত ও এক তার্কিক ও এক জ্যোতির্ব্বেত্তা ও এক পৌরাণিক ও এক সাংখ্যবেত্তা ও এক বৈদান্তিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ। ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা। পুস্তকরক্ষক এক জনের বেতন ৬০ টাকা। লিখিত গ্রন্থ শোধক দুই জনের ৮০ টাকা। এক মুহুরির ও এক লেখকের ৪০ টাকা। এক দরবান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা। আর গ্রন্থক্রয়ার্থ প্রতিমাসে এক শত টাকা এবং প্রথমতো গ্রন্থ ক্রয়ার্থে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবেক ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান মোং বহু বাজারে নূতন রাস্তার নিকট স্থির হইয়াছে সেখানে ঘর প্রস্তুত হওয়াতে ব্যয় ষাটি হাজার টাকা এইরূপ নির্দ্ধারিত বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবেরা কৌন্সিলে লিখিয়াছেন। এবং এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসরবয়স্কাবধি অষ্টাদশ বৎসরবয়ঃ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবালক গ্রাহ্য হইবেক এবং দর্শন অধ্যয়ন করাইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কাবধি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী গ্রাহ্য হইবেক।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালা।— শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর নিকট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে গৃহ যত দিবস প্রস্তুত না হয় তাবৎ কাল মোং বহুবাজারের চৌরাস্থার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটীতে পাঠ হইবেক শুনা যাইতেছে ঐ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন ঐ সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ পাঁচ টাকা মাসিক পাইবেন তাঁহারা স্ব২ মনোনীত স্থানে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ঐ পাঠশালার কর্ম্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া বিজ্ঞতম শ্রীযুত ডাং উইল্‌সন্‌ সাহেব ও শ্রীযুত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবেরা তাঁহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুনা গেল গ্রন্থ পাঠ ও পাঠের সময় এতদ্দেশের রীত্যনুসারে হইবেক ইতি।

১০ জানুয়ারি ১৮২৪। ২৭ পৌষ ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালা।— ১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুআরি ১৮২৪ সাল মোং বহুবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারম্ভ হইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে২ শাস্ত্র পাঠ হইবেক তাহা লিখা যাইতেছে

ন্যায়	শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি।
স্মৃতি	শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।
অলঙ্কার	শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।
কাব্য	শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।
ব্যাকরণ	১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ।
	২শ্রীযুত রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন।
	৩শ্রীযুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

এই কএক শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন না কিন্তু নিরূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিক পাইতে পারিবেন।

পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহ২ দুই প্রহরে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পড়াইবেন আর ২ নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃতকালেজ।— এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সংপ্রতি যে যে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতনভুক ছাত্র।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্র			১৬
কৌমুদী	ঐ	ঐ	৬
কাব্য		ঐ	১১
অলঙ্কার		ঐ	৫
স্মৃতি		ঐ	৬
ন্যায়		ঐ	৬
			৫০

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভুক হইয়াছেন তদন্য ৩০ জন আসিয়া ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিত বেতনভুক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে তত্তৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নানা শাস্ত্রের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একটা ছাপাখানা হইবেক।

পঠনের নিয়মকাল। দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অনধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ও ছাত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাবৎ বন্দোবস্ত হইবেক।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালার নিয়ম।— শ্রীযুক্ত কোম্পানির পাঠশালার বিদ্যার্থিরদের পঠনের নিমিত্ত এই সকল নিয়ম হইয়াছে।

প্রথম। যে কোন বিদ্যার্থী পাঠশালাতে পড়িবার ইচ্ছা করিবেন তিনি বার বৎসর বয়সহইতে আঠার বৎসর বয়সপর্য্যন্ত ব্যাকরণের পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িবার আজ্ঞা পাইবেন।

দ্বিতীয়। তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যদি অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করেন তবে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে তিনি নিযুক্ত হইবেন যদি পরীক্ষা দিতে না পারেন তবে তিনি পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

তৃতীয়। শ্রীযুক্ত কোম্পানির বিদ্যার্থিরদিগের এবং বাহ্য বিদ্যার্থিরদিগের পরীক্ষা প্রতি বৎসর হইবেক।

চতুর্থ। নূতন ও প্রাচীন বিদ্যার্থিরা প্রথম পাঠের দিনহইতে দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাইবেন।

পঞ্চম। যে বিদ্যার্থী অধিক পড়িয়া পরীক্ষা সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিবেন তিনি যদি কোম্পানির বিদ্যার্থী হন তবে প্রতি মাসে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা এবং তদ্ভিন্ন পারিতোষিক পাইবেন অন্য বিদ্যার্থিরা পারিতোষিক মাত্র পাইবেন।

ষষ্ঠ। যে বিদ্যার্থী তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন সেই সময়ে তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিবেন আর সেই সময়ে সেক্রটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসা পত্র ঐ বিদ্যার্থিকে দিবেন।

সপ্তম। যে বিদ্যার্থী প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে না আসিবেন কিম্বা পণ্ডিতেরদিগের অনাদর করিবেন তিনি তৎক্ষণে পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

অষ্টম। বিদ্যার্থির শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন আপনার ইচ্ছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।

নবম। বিদ্যার্থিরা যদি কিছু নিবেদন করিতে চাহেন তবে পণ্ডিতকে জানাইয়া করিবেন।

দশম। যে বিদ্যার্থী দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠশালাহইতে বাহির যাইবেন তিনি সেই সময়ে সেই শাস্ত্রের পণ্ডিত নামাঙ্কিত সংস্কৃতাক্ষর লিখিত এক প্রশংসাপত্র আর ইংরেজী অক্ষরে লিখিত সেক্রটরি সাহেবের হস্তাক্ষরাঙ্কিত এক প্রশংসা পত্র পাইবেন।

একাদশ। সকল বিদ্যার্থী আপন২ অধ্যাপকের নিকটে পড়িবেন অন্য পণ্ডিতের নিকটে পড়িবার নিমিত্ত কখনো যাইবেন না।

দ্বাদশ। যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ও পাঠশালাস্থ আর ২ ভৃত্যবর্গেরা সকলেই সেক্রটরি সাহেবের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

ত্রয়োদশ। বিদ্যার্থিরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া তাহার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাব্যালঙ্কার ও আর ২ শাস্ত্র পড়িয়া তাহার পর এক বৎসরপর্য্যন্ত জ্যোতিষ পড়িয়া সপ্তম বৎসরে আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন।

তারিখ ১ জানুআরি মার্গশীর্ষস্যামাবাস্যায়াম্।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।—২৫ ফেব্রুআরি বুধবার বৈকালে সংস্কৃত কালেজনামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্তু প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। শুনিলাম যে ইহাতে ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে ২ যে সংপ্রদায় আছেন তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব ২ বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে সমারোহপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

সংস্কৃত কালেজ।—…এ কালেজে যে প্রকার পাঠ হইয়াছে এইরূপ প্রায় অস্মদাদির দৃষ্টি শ্রুতি গোচর হয় নাই অন্য ২ স্থানে দুই বৎসর অধ্যয়নে যাহা হইয়া থাকে তাহা এ স্থানে এক বৎসরে হইয়াছে যেহেতুক এ স্থানে অস্বাধ্যায় ও উৎসব দিন ভিন্ন পাঠ বাদ নাই এবং অধ্যাপক মহাশয়েরদিগের বিশেষ মনোযোগ বুঝা যাইতেছে। যদি এ প্রকার অধ্যয়ন ঐ পাঠশালাতে হয় তবে ছাত্রেরা দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক।

এক্ষণে এ পাঠশালায় ১২৫ এক শত পঁচিশ জন ছাত্র আছে…।

সংপ্রতি শ্রীযুত হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন মুগ্ধবোধের তৃতীয় অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২২ অক্টোবর ১৮২৫। ৭ কার্ত্তিক ১২৩২

সহগমন ॥— কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ॥ —শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।

আর কুমারহট্টনিবাসি শ্রীযুত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ঐ কালেজের বৈয়াকরণ অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ঐ কর্ম্ম ৺কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের ছিল।

শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

সংস্কৃত কালেজ ॥ —১ ফেব্রুআরি বুধবার দিবা দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকাতার বহুবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।…পারিতোষিক দেওয়া গেলে পর শ্রীযুত উইলসন সাহেব সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিতেরদের ও ছাত্রেরদের প্রশংসা করিলেন। · শুনা যাইতেছে যে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়া অল্প দিবস পরে পটল ডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর তীরে নূতন ঘরে যাইবেক।

১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২

বিদ্যালয়। —শ্রীযুত কোম্পানীর পাটশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ঘরে আগামি বৈশাখ মাসের মধ্যে সংস্কৃত পাটশালা ও হিন্দুকালেজ

উঠিয়া যাইবেক তদ্বিষয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্যে বন্দোবস্ত হইবেক তাহা অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

·· এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ··ঐ [পটলডাঙ্গার] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃত পাঠশালার কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্তপণ্ডিত ১৮ বৈশাখ শনিবার লোকান্তরগত হইবাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যুগাধ্যান মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃ-শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি যে বৈদ্য শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। সং চং।

২৮ জুলাই ১৮২৭ । ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪

পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিয়োগ। – শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আষাঢ় কালেজের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছেন।

গুজ্জরাটদেশীয় শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারাধ্যাপক অর্থাৎ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং।

২৭ মার্চ ১৮৩০ । ১৫ চৈত্র ১২৩৬

অদ্যকার চন্দ্রিকায় সংস্কৃত কালেজ বিষয়ে এক পত্র প্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্য যাহা তাহা লিখি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাঁহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্ম্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দুকালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধীইত্যাদি প্রায় বিষয়িলোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোন মুৎসদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসদ্দি তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরী করিতে চাহ ইত্যাদি কথায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিবেন অতএব সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক যদ্যপি সাহেবলোকের এতদ্দেশীয় লোককে উভয় ভাষায় পারগ করাইতে বাঞ্ছা হয় তবে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত

কালেজে যে সকল বৈদ্যছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক [সমাচার চন্দ্রিকা]

হিন্দুকেলেজ

২৯ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৮ মাঘ ১২৩১

ইংরাজী বিদ্যার পরীক্ষা।—১১ মাঘ শনিবার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের ইংরাজী বিদ্যার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

ঐ পরীক্ষাকালীন কালেজের প্রিসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ শ্রীযুত আই ই হারিন্টন সাহেব ও শ্রীযুত ডাং উইলসন সাহেবপ্রভৃতি অনেক মর্য্যাদান্বিত ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবলোক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকারপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক উপস্থিত ছিলেন। এঁহারদিগের সম্মুখে শ্রীযুত জেনেরাল সেক্রিটারি সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা হইল। আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভুগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রানামক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সকল পাঠ করিতে এবং তাহার যথার্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে যে বালক যেমত পারক হইল তাহাকে তদনুরূপ পারিতোষিক পুস্তক শ্রীযুত হারিংটন সাহেব দিলেন।

ঐ পরীক্ষা সময়ে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার উপকারার্থে ২০০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন ঐ টাকা তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিবেচনা পুরঃসর ব্যয় করিবেন।

সংপ্রতি এই বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ের লভ্য অতিসংক্ষেপ বোধ হইতেছে যেহেতুক বিদ্যাশিক্ষোপযোগি দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল এক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কৃপা ও সৌজন্য ও দাতৃত্বপ্রযুক্ত তাহার আর অভাব হইবেক না ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের সন্তানেরদের গুণ সমূহ হইতে পারে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচার পত্রহইতে নীত)।

১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

হিন্দুকালেজ।—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।...

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় পূর্ব্বে যে পড়ুয়াদ্বারা পড়ান ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে এ কালেজ

ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন অর্থাৎ প্রায় সকলের ইচ্ছা হইবেক যে ঐ পাঠশালায় আপন ২ বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান আর যেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক। সং চং।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ । ২২ মাঘ ১২৩৩

হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা। -২৭ জানুআরি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল এবং যাহাকে ২ পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ।

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩১০ জন ও তাহারদিগের ইংরাজী শিক্ষক সাহেবেরা ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন ২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া শ্রেণীক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিয়া শ্রেণীক্রমে দশ ঘণ্টার পরে স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবুরা ও সাহেবেরা উপনীত হইলেন। সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিণ্টন সাহেব আইলে রীতিক্রমে ২ সকলে বসিলেন ইহাতে শ্রীযুত বেলী সাহেব ও লসিংটন সাহেব ও শ্রীশ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত কেরি সাহেব প্রভৃতি এবং শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরপ্রভৃতি অনেক প্রধান লোক ছিলেন পরে ১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা যাহারা অন্য ২ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল ও উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা খাতা ২ আসিয়া শব্দশাস্ত্র অঙ্কশাস্ত্র খগোল ভূগোল ও অন্য ২ দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়াছিল পরে তাহারদিগকে কালেজের মোহর অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের নানাবিধ পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া গেল ইহার শেষ বৃত্তান্ত আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।—সং চং।

২৬ জানুয়ারি ১৮২৮ । ১৪ মাঘ ১২৩৪

হিন্দু কালেজ। —দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা একত্র হইল পরে শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীমতী ও শ্রীযুত বেলী সাহেব ও অন্য ২ ভাগ্যবান সাহেবলোকেরা ও মেমলোকেরাও তথাতে আগমন করিলেন। যদ্যপি ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত উইলসন সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক তাহারদের পরীক্ষা লইয়া তাহারদের পটুতা অপটুতার বিশেষ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি ঐ ঘরে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ বালকেরদিগকে ভূগোল ও অন্য ২ প্রকার প্রাচীন ইতিহাসের কতক জিজ্ঞাসা করা গেল এবং তাহারা এমত উত্তমরূপে তাহার উত্তর দিল যে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তেতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাশের বালকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

বড় সাহেবের চৌকির পশ্চাদ্দিগে এক মেজের উপর পাঁচ ক্লাশের বালকেরা যে নানাপ্রকার লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে বালকেরা ইংলণ্ডীয় নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা ইংরাজি ভাষা এমত উত্তমরূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।

এই ইস্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলেরদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদির ভাষা নয় এবং সাক্ষিরদের ভাষাও নয়। আমারদের বিবেচনায় এই হয় যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্ব্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালি লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু সে বাধা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার হিন্দু কালেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য ২ ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের নূ্যন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহারদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত। কলিকাতাস্থ লোকেরদের উচিত যে তাঁহারা এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজি চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহপূর্ব্বক আপনারদের বালকেরদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজ।—গত বুধবারে কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্তে একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য ২ ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন বেলা ১১ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সেই সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল প্রথম ক্লাশের ছাত্রেরদের পারিতোষিক শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তে প্রদান করিলেন শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল।

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীগৌরচাঁদ দে। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু। শ্রীরামতনু লাহড়ি। শ্রীদিগম্বর মিত্র। শ্রীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামগোপাল ঘোষ। শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ। শ্রীশিবচন্দ্র দে। শ্রীরাধানাথ শিকদার। শ্রীরসিকচন্দ্র মুখুয্যা। শ্রীহরিহর মুখুয্যা। শ্রীতারক-

নাথ ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীপ্যারিমোহন সেন। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীহরচরণ ঘোষ। শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীগোপাল মুখুয্যা। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

সেই পরীক্ষার নির্ব্বাহ উত্তমরূপে হইল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার সন্তোষ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদিগকে অবগত করাইয়াছেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬

হিন্দু কালেজ। -গত বুধবার বেলা এগার ঘন্টার সময়ে শ্রীশ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিঙ্ক ও শ্রীমতী অনরবল লেডি গ্রে ও শ্রীমতী আনরবল বিবি বেলি ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি সেক্সপিয়র সাহেব ও অন্য২ বিবিসাহেব ও সাহেবলোকেরদের সমক্ষে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর শ্রীযুত অনরবল বেলি সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিঙ্কের সমক্ষে মেজের উপরে ছাত্রেরদেরকর্তৃক লিখিত ছবি ও লিখিতাক্ষরের আদর্শ রাখা গেল তদ্দৃষ্টে কালেজের ঐ যুবাছাত্রেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হইল।

অপর সিক্সিপিয়রনামক ইংগ্লণ্ডীয় একজন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ কতিপয় যুবাছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল। কিন্তু বোধ হইল যে হরিহর মুখোপাধ্যায়নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষরূপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর দুই প্রহর এক ঘন্টার সময়ে সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

স্কুল ফর্ নেটিব ডক্টর্স

৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯

চিকিৎসা॥ —শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পল্টনের মধ্যে সর্ব্বদা এক২ জন বাঙ্গালি জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু তেমন চিকিৎসকের অভাবপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে শহর কলিকাতায় এক পাঠশালা স্থাপিতা হয় এবং ঐ পাঠশালাতে এক জন বিজ্ঞ ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের অধীন বিশ জন হিন্দু কিম্বা মুসলমান বিদ্যার্থী থাকিবে। যাহারা এই পাঠশালায় নিযুক্ত হইবেক তাহারা পারসিয়ান কিম্বা নাগরি অক্ষর ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা ভালমত জানিবে এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সের অধিক আটার বৎসর বয়েসের কম নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহারা ঐ সাহেবের অধীন থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। ইহারা যখন পাঠশালায় নিযুক্ত হইবে সেই অবধি করিয়া পোনের বৎসর-পর্য্যন্ত তাহারা শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে কিন্তু ঐ কালের মধ্যে এই কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিবে না। পোনর বৎসরের পরে যদি যুদ্ধাদি উপস্থিত না থাকে তবে বাসনামত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে। বিদ্যার্থীরা এক্ষণে আট টাকা করিয়া মাস২ খোরাকী পাইবে কিন্তু কর্ম্মোপযুক্ত হইলে কোন জিলাতে কিম্বা পল্টনেতে কর্ম্ম পাইবে তখন ইহারদের মাহিয়ানা স্থির থাকিবার

সময় কুড়ি টাকা ও পল্‌টন কুচের সময় পঁচিশ টাকা হইবে। যদি তাহারদের ব্যবহার ভাল হয় তবে সাত বৎসর অন্তরে পাঁচ ২ টাকা করিয়া মাহিয়ানা অধিক পাইবে। এই কারণ শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেব আট শত টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইলেন এবং ষাটি টাকা দরমাহাতে এক জন মুন্সী নিযুক্ত হইবে ও এক জন কেরাণী ত্রিশ টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইবে ও পাঁচ টাকা মাহিয়ানাতে এক জন পেয়াদা নিযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যে খরচখরচা লাগিবে তাহা কোম্পানি বাহাদুর বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেন। এই সকল বিদ্যার্থীরা শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেবের অধীন থাকিবে বটে কিন্তু ইহারা কোম্পানির চিকিৎসালয়ে ও রাজ চিকিৎসালয়ে ও দরিদ্রেরদের কারণ চান্দনিচকের চিকিৎসালয়ে ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তরখানায় কর্ম্ম শিক্ষা করিবেক। ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক। ইহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দোষ হইলে পল্‌টনের সিফাহিরদের ধারামত তাহার বিচার হইবেক।

লা মার্ট্টিনিয়ের কলেজ

৪ এপ্রিল ১৮২৯। ২৩ চৈত্র ১২৩৫

জেনরল মার্টিন।—৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিননামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলীন্য ছিল না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে ২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশির বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর ন্যায় বড় এক কবর প্রস্তুত করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানা প্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন ২ উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যে স্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীত্যনুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐর্লণ্ডদেশস্থ এক ব্যক্তি কহিয়াছে যে যত লোক আস্তবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংগ্লণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।

১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫

চতুষ্পাঠীস্থাপন নিমিত্তে ধন দান।— প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল জেনরল মার্টিননামক ধনবান অথচ দয়াশীল এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের বালকের বিদ্যা শিক্ষার্থে কতক ধন দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম এপর্য্যন্ত সংপূর্ণ হয় নাই তদনন্তর শুনা গেল যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন আপিসর কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন জন্যে অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপে ৯১২৩৯০ পণ অর্থাৎ ১১১৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়। আরো শুনা গিয়াছে যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। অতএব অন্য ২ বিষয়াপেক্ষা এমত সব বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাতে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণে থাকে। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত)

১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫

কলিকাতায় নূতন পাঠশালাস্থাপন।…এই সপ্তাহে আমরা শুনিতেছি যে তাহার। জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের। নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সংপ্রতি স্থাপিত হইবে।

গত ১২ মার্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা তাহা আপনারদের ডিক্রীক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর হাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহগ্রন্থনের বরাওর্দ্দ করিবেন সেই গৃহপ্রভৃতি ১৮৩০ সালের দিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কালের পর জেনরল মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

বিশপ্‌স্‌ কলেজ

১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নূতন কালেজ।— কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ ষাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

২৩ ডিসেম্বর ১৮২০। ১০ পৌষ ১২২৭

নূতন কালেজ।— শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব মোং কলিকাতার পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও

শ্রীযুত জে ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও শ্রীযুত জে আদম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযুত অডনী সাহেব ও তাহার পত্নী ও আর ২ ভাগাবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদেশক সাহেব এই সকল লোক একত্র হইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব যে ২ লোক এই কালেজের অন্তঃপাতী হইবেন তাহারদের কারণ শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে এক পিত্তলের পত্রে সন ও তারিখ ও রাজ্যের নাম ও আর ২ বিষয় সকল খুদিয়া এক প্রস্তরের নীচে প্রথম ইষ্টক পুঁতিলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২

বিসোপ সাহেবের কালেজ ॥— শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের কালেজের কতক ইমারত বাকী আছে তাহাতে গত রবিবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব কলিকাতার প্রধান গ্রিজাঘরে গ্রিজা করিয়া শ্রোতারদের সাক্ষাৎ ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চারি সহস্র মুদ্রা সহি হইল।

শিক্ষা-বিস্তারে বাঙালীর দান

১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ মহাশয় বিদ্যাবিষয়ে দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে রাজপ্রসাদে পারিতোষিকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

দান।— গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা মহারাজ সুখময়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর উভয়ে বিদ্যাসম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ও লোকেরদের উপকারার্থে যে ২ সম্প্রদায় হইয়াছে সেই সকল সম্প্রদায়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবকে এক লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতা হইতে কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে আড্ডায় ২ যেমন এক ২ ঘর হইয়াছে তদ্রূপ কাশী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত আড্ডায় ২ এক ২ ঘর ঐ টাকাতে হইবেক।

ঐ সমাচার পত্রদ্বারা রাজা বাহাদুরেরদের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও তাহাতে সম্মত আছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন ইংরাজ নাই যে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন।

৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩

শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট...অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যে ২ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় তিন জন ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারদের প্রশংসা করিলেন ঐ ভাগ্যবান

লোকেরদের নাম এই ২ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০ শ্রীযুত বাবু নরসিংহচন্দ্র রায় ৪৬০০০ ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ১০০০০ সর্ব্বসুদ্ধা ১০৬০০০ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা।

বিদ্যালয়

২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬

শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা।— মোং কাশীতে শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে ইহাতে অনেক নির্ধন বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হইতেছে।

১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬

বিদ্যাদান।— বর্দ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোন ২ গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্বায় যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশ ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাধনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

বর্দ্ধমানের কালেজ।— ১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিরু বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্বা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন।

২৯ ডিসেম্বর ১৮২১। ১৬ পৌষ ১২২৮

ইস্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা।— মোকাম কলিকাতাতে যেখানে ২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে ২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসরহইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায়। তাহাতে ২১ দিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত ড্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন

যে আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎপরামর্শ তাহারা দিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ । ৯ ফাল্গুন ১২৩১

নূতন সোসৈয়িটী।— ইউরোপীয় লোকেরদেরহইতে এতদ্দেশীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত লোকেরা পূর্ব্বাবধি কেরাণীগিরি প্রভৃতি লেখাপড়ার কর্ম্মে প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু দিনে ২ তাহারদের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে তৎকর্ম্মে তাহারদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ হইতেছে পরে আরো হইবেক যেহেতুক লোকবৃদ্ধ্যানুসারে কর্ম্ম বৃদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ লোকেরা এই বিবেচনা করিয়া তাহারদের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার্থে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইলে তাহারদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তৎকর্ম্মের অল্পতা নাই এবং তাহাতে অনায়াসে তাহারদের প্রতিপালন হইতে পারিবেক। এই বিষয় বিবেচনা করিবার কারণ গত বুধবার কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং প্রথম দিবসেতেই ৯৫১৫ টাকা চান্দা হইয়াছে। শ্রীযুত হারিন্টন সাহেব ঐ সভাতে প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৫ অক্টোবর ১৮২৮। ১০ কার্ত্তিক ১২৩৫

ভবানীপুরের ইস্কুল। —মোং ভবানীপুরে একটা ইংরাজি ইস্কুল অর্থাৎ পাঠশালা আছে এই পাঠশালার ছাত্রদিগের পাঠের পরীক্ষালওনহেতুক কএক জন সাহেব গমন করিয়া তাহারদিগকে কএক বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বিলক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এই পাঠশালাতে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ছাত্র পাঠ করে ইহারা সকলেই ইংরাজি পড়ে এবং এই পাঠশালার তাবৎ খরচ পত্র এক ব্যক্তি মহৎ বাঙ্গালি করেন তাঁহার নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু ইহার এ মহৎ কর্ম্মে সকলেই প্রশংসা করিবেন। ইহা প্রকাশের পরে ইনডিএ গেজেট-সম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে এতদ্দেশের ধনাঢ্য লোকেরা এরূপ উত্তম কর্ম্ম না করিয়া সতত নাচ ও রাগ রঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করেন কিন্তু সে ব্যয়ের নাম যখনকার তখনি থাকে কিন্তু এরূপ উত্তম ও পরোপকারক কর্ম্মে ব্যয় করিলে তাঁহার নাম চিরস্মরণে থাকে।

ঐ সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা মান্য বটে কিন্তু আমরা জ্ঞাত আছি যে এতদ্দেশীয় বড় মানুষ মহাশয়েরা যেমত নাচপ্রভৃতি আমোদে ব্যয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ ইহারা বিদ্যাভ্যাসপ্রভৃতি আর ২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে। সং চং

৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫

ভবানীপুরের স্কুল। —গত সপ্তাহে ভবানীপুরের স্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল সেই ভবানীপুরের স্কুল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বসুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা প্রাচীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও

ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিল তাহার পর তাহারা নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং যে ২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা হইল সেই ২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল।

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র ঐ জগমোহন বসু ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন ইহাতে তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসা গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে যে অল্প প্রশংসা করি তাহাতে ঐ জগমোহন বসু বিরক্ত হইবেন না। ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের যে মূল্য থাকে তদ্বিষয়ে আমরা স্তুতি কি অবজ্ঞা করিব না কিন্তু আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল জাতির মধ্যে ইহার অতিসুখ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্যা প্রদানের বিষয়ে অল্প লোকের মন ছিল সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া কি শ্রাদ্ধকরণেতে যেরূপ সুখ্যাতি পাওয়া যায় তাদৃশ সুখ্যাতি অদ্যপর্য্যন্ত এ দেশের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না। এতন্নিমিত্তে যাঁহারা সুখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন তাঁহারদিগের স্তব জ্ঞাপন করা সম্বাদপত্রের দ্বারা অত্যুচিত।

গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবে কিন্তু আমরা ইহা কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতদ্দেশীয় কর্ত্তা সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্তুষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা দিন ২ এ দেশে অধিকরূপে প্রচার হয়।

চতুষ্পাঠী

২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭

নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাটী।— শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার চতুষ্পাটীতে শিষ্যেরা আপন ২ পাঠক্ষতিপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি তাহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন করিতে বাসনা হয় তাঁহাকে ঐ চতুষ্পাটীতে বসাও কিম্বা তাহার নিজ চতুষ্পাটীতে তোমরা গিয়া নির্ভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া ঐ চতুষ্পাটীতে বসাইয়া পাঠ

স্বীকার কর তাহাতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমত বাসনা আমিও সেই মত করিব। ইহাতে শিষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় এক দণ্ডী গোস্বামিকে আনাইয়া বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে তাহাকে বসাইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেক ২ অধ্যাপক আছেন তাহারা থাকিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপনা করিলে তাঁহারদের মান হানি হয় এবং বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পুত্রেরা অকৃতবিদ্য ও অপ্রাপ্ত ব্যবহার আছেন তাঁহারা যাবৎ পর্য্যন্ত উপযুক্ত না হন তাবৎ এই রূপ চলিবেক।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

চতুষ্পাঠী।—মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীযুত হরচন্দ্র তর্কভূষণ চতুষ্পাঠী করিয়া গত ২৮ ফাল্গুণ রবিবারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন তাহার সম্পন্নকর্ত্তা শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব তাবদ্বিষয়ের আনুকূল্য করিতেছেন ঐ দিবস তাবৎ স্বদলস্থ অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া ঐ চতুষ্পাঠীতে সকলে আগমনপূর্ব্বক উত্তমরূপ আহারাদি করিলে পরে নানাশাস্ত্রের বিচার হইল তাহাতে ঐ তর্কভূষণ উপযুক্তমত সদুত্তর করিলেন ইহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিলেন পরে অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।

৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০

সভা।—১৪ পৌষ রবিবার বৈকালে শ্যামবাজারে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজর বাটীতে বেদাধ্যাপনা নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ অনেক পণ্ডিত ও ধনি গুণি বিশিষ্ট লোক গিয়াছিলেন এ দেশে বেদের চতুষ্পাঠী করা সকলের মত হইল এবং অনেকে তাহার ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিয়াছেন···।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

পরমার্থচর্চ্চালয়।—আমরা শুনিলাম খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামী এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিবেন তাহার নাম পরমার্থচর্চ্চালয় স্থির করিয়াছেন সেই আলয়ে বেদ পুরাণোপপুরাণ তন্ত্র ও গোস্বামিরদিগের সংগৃহীত হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন হইবেক উক্ত শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মাসিক পারিতোষিক এবং ছাত্রদিগের আহারাদি গোস্বামী নিজহইতে দিবেন শুনা গেল পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রের ন্যূন থাকিবেক না পণ্ডিতের এবং ছাত্রেরদিগের গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিমাসে দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক ইহার ন্যূন কোন মতেই হইতে পারিবেক না বরঞ্চ অধিক বোধ হয় যাহা হউক এ সম্বাদে আমরা চমৎকৃত হইলাম যেহেতু গোস্বামিজীউর ভিক্ষোপজীবিকা কি প্রকারে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে পারি না মনে করি ধনি শিষ্যাদি দ্বারা ইহার উপায়ান্তর স্থির করিয়া থাকিবেন যাহা হউক এই উত্তম কর্ম্মে তেঁহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নির্ব্বিঘ্নে চিরস্থায়ি থাকুক এজন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। সং চং

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

·· হরিনাভিনিবাসি শ্রীযুত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য খ্যাত অধ্যাপক এই মহানগর কলিকাতার আড়পুলিতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহু দিবসাবধি অধ্যাপনা করিতেছেন·· ।

সেকালের পণ্ডিত

২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৩ ভাদ্র ১২২৫

মরণ।— নবদ্বীপের রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রেতে অতি খ্যাত পণ্ডিত অনেক কালপর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫

শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।— অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এতাবৎ কাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুরূপ পুত্রে স্বকীয় ধন সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।— রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য কাশী প্রস্থান করিয়া পথে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বে যখন কাশী গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকটে করিলেন তিনি তাহারি সদুত্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা আছে।

—•—

তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি।

কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্তে পাঠাইলেন।

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাধার করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এ বার॥

স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।
মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত এত দিনে।
অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়া।
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া॥
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্যের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল॥
মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশী বাস॥

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড়ু ও শালপ্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শালপ্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।— সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬

মরণ।— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক ২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্যকর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

মরণ।— নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কতক দিন হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অনেক শাস্ত্রে বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন পরন্তু তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহুদেশব্যাপিনী ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সমকালে পৃথক্ চতুষ্পাটীতে নিকট দূরদেশাগত শিষ্যেরদিগকে তর্ক শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়া এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহারদের পিতাপুত্রের তুল্য বিদ্যানুভব করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন এবং কতক বৎসর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরদের পাঠক্ষতি ও খেদ ছিল না যেহেতুক তাহারা ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তুল্য সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেন এবং উদাসীন লোকেরদেরও কিছু খেদ জন্মিয়াছিল না ইঁহার বিদ্যাবাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের স্মরণমাত্র করিতেন।

সম্প্রতি ইঁহার পরলোকপ্রাপ্ত হওয়া * * * * * এবং উদাসীন লোকেরদের মনে সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্যদ্বারা হয় এমত প্রত্যাশাও নাই।

২ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ১৯ ভাদ্র ১২২৭

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামদুলাল চূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে···।

২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮

···সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা তিনি মথিল পণ্ডিত অতএব তদ্দেশীয় ব্যবস্থাতে অতিনিপুণ ।

২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

সহমরণ।— মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য ছিলেন সম্প্রতি ২৪ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার মোকাম কোননগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

সহগমন॥— বঙ্গ দেশীয় অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য প্রথমতো নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পাঠ সময়ে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন পরে ঐ নবদ্বীপে চতুষ্পাটী করিয়া অধ্যাপনারম্ভ করিলে প্রধান ২ অধ্যাপকেরদিগের ক্রমে লোকান্তর হওয়াতে তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক ২ ছাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল এবং দেশ বিদেশে অবাধিত নিমন্ত্রণ প্রচররূপে চলিল পরে স্বদেশত্যাগ করিয়া ভাটপাড়া গ্রামে সর্ব্বারম্ভে বসতি করিলেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব দেশে এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন সেখানহইতে নবদ্বীপ মোকামে যে দিবস পঁহুছিলেন সেই দিবস জ্বর বোধ হইলে চিকিৎসকেরা কহিল যে জ্বর হইয়াছে সে ভাল নহে সাবধান থাকিবেন ইহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া নৌকারোহণে বাটী গমনে উদ্যত হইয়া নওয়াসরাইপর্য্যন্ত আসিয়া

১১ বৈশাখ সোমবারে ঐ মোকামে গঙ্গা তীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ঐ সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সহগমন করিয়াছেন।

২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯

মৃত্যু॥— সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কালেজ কৌসিলের বাঙ্গলাখোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯

মরণ॥— ৩ সেপ্তেম্বর করনল উইলফোর্ড সাহেব মোং বানারসে লোকান্তরগত হইয়াছেন এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরলোক হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় বিদ্যার্থীরদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই বিজ্ঞ সাহেব বহু দিবসাবধি এতদ্দেশীয় বিদ্যাতে ও প্রাচীন ইতিহাসাদিতে অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং আসিয়াটিক সোসয়িটির আরম্ভাবধি তিনি তাহার এক অংশী ছিলেন এবং ঐ সোসয়িটীর অভিপ্রেত কর্ম্মের সাহায্য করণেতে অতিশীঘ্র খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানেতে ও বিদ্যাবিষয়ে অশেষ পরিশ্রম করণেতে সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবকর্ত্তৃক অতিসম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার বড় সাহেব ওয়ারণ হেষ্টিংস বাহাদুরের সহায়তাতে তিনি আপন পরমায়ু বিদ্যা চর্চাতে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি উৎসাহের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমত পরিশ্রমের প্রশংসা প্রায় সর্ব্বত্র ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মধ্যে প্রকাশিত আছে এবং অতিজ্ঞানি লোকেরাও তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ মান্য করেন।

১৬ নবেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মরণ॥— মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল। এবং ইনি স্বপিতৃ শ্রীযুত উল্যম কেরি সাহেবের কর্ম্মের অনেক সাহায্য করিতেন ও নানা প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিতেন সংপ্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানেতে এই ২ সকল কর্ম্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ডেকসিয়ানরি যাহা শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও ফিলিক্স কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বর্ম্মা অক্ষরে পালি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গালা। কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর কারণ দিগ্দর্শন। শ্রীরামপুরের কালেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বাঙ্গালা করিতেছিলেন। যাত্রাগ্রসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটীন নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের প্রুফ পড়িতেন ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

১৪ ডিসেম্বর ১৮২২। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯

সহমরণ॥— জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী শাঁতৈর পরগণার উজীরপুরের পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকস্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন গত ভাদ্র মাসে অনুমান চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃসময়ে তাঁহার পরলোক গমন হইল তাহাতে তাঁহার জায়া সহগামিনী হইয়াছেন।

এবং কতক দিবস হইল ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শক্রজিৎপুর গ্রামে অনেক শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ রামদুলাল ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের অনুমান পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে তৎপত্নী তৎসহমৃতা হইয়াছেন।

১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯

মরণ।—৭ মার্চ শুক্রবার বৈকালে দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনহৌসে পাদরি উলিয়ম ওয়ার্দ সাহেব চৌয়ান্নবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল। তাহাকর্তৃক বিউ অফ হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু লোকের বিবরণ সকল ইংরাজীতে তর্জমা হইয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি আর ২ অনেক পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন। এই খ্যাত লোক ১৭৯৯ সালের আক্টোবর মাসে প্রথম শ্রীরামপুরে আইলেন তদবধি তাঁহার তাবৎ জীবন কাল তিনি কেবল এই প্রধান কর্ম্মে অর্থাৎ এ দেশে খ্রীষ্টীয়ানের মত প্রকাশের চেষ্টাতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমেতে ও পুস্তক রচনা করাতে ইউরোপে ও আমেরিকাতে এবং হিন্দুস্থানে খ্যাত ছিলেন এই সময় তাঁহার গুণ অধিক বর্ণন করাতে কিছু লাভ নাই কিন্তু তিনি আপনার তাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমত সুন্দর রূপে সিদ্ধ করিলেন যে তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন। এই জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট যে তিনি অতি-সুশীল লোক ছিলেন এবং রিফ্লেক্সিয়ান্স আন দি ওয়ার্ড অফ গাড অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ নামে এক ইংরাজী পুস্তক তিনি শেষে করিয়াছেন দুই মাস হইল এই গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা পূর্ণরূপে জানা যায় যে কোন উনইহইতে সে উৎপন্ন হইল। এমন সুস্বভাবশালি লোকের কারণ অধিক শোক হয়। তাঁহার সকল জীবদবস্থাতে এই মানস ছিল যে আমার জীবৎ থাকা খ্রীষ্টের নিমিত্তে ও মরণ লাভ।

১৪ জুন ১৮২৩। ১ আষাঢ় ১২৩০

মৃত্যু॥— ২৬ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কোম্পানির কালেজের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা রোগ হওয়াতে তৎপরদিন দিবা দশ দণ্ডের সময়ে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে অনেকে খিদ্যমান হইয়াছেন যেহেতুক তিনি নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও সালঙ্কার বাক্য ব্যতিরেকে প্রায় বাক্ প্রয়োগ করিতেন না।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ২৯ ভাদ্র ১২৩০

পদপ্রাপ্তি॥— ১৮ ভাদ্র ২ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার সুপ্রীমকোর্ট অদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মোং কাঁচকুলির শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

মরণ ॥— শুনা গেল যে কথক কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ১৪ আগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর শুক্রবার প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃকালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস স্থান মোং বেড়ালা বঁইচি ছিল তিনি কথকতা ব্যবসায়দ্বারা সর্ব্বত্র এমন বিখ্যাত ছিলেন যে অন্য ২ কথক কথকতাকে কথক লোকের মনোরঞ্জক কিন্তু এঁহার কথকতা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল। ইনি সদ্বক্তৃতাতে নবরস বশতাপন্ন করিয়াছিলেন বিশেষতো হাস্য রস নিরালম্বরূপে তাঁহার দাস্য কর্ম্ম সদা করিত। তাঁহার মরণে সকলেরি আন্তরিক বেদনা জন্মিয়াছে বিশেষ যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এ কথা শুনিয়া অধিক খেদান্বিত হইবেন।

৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০

ওলাউঠার ঘটা।— শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং বাটীর এক দাসী এই ৫এক জনের ১৬ ফাল্গুন দিনে ওলাউঠা হওয়াতে প্রাতঃকালাবধি প্রভাতপর্য্যন্ত একে ২ সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০

মৃত্যু।— সংপ্রতি বেলগড়ে মালিপোঁতানিবাসি জিলা ঢাকার আপিলের পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় সাংঘাতিক জ্বর উপসর্গে কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাশয় অনেক বিষয়ে অতিনিপুণ ছিলেন এবং বহু দিবসাবধি এই প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে কোন অংশে ক্রটি পাওয়া যায় নাই।

২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২

সহমরণ ॥— পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল ৯ আগস্ত মঙ্গলবার অনুমান রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় জিলা নবদ্বীপের ধর্ম্মদহ গ্রামনিবাসি রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পঞ্চাশবৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাহার অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শহর কলিকাতার হাতিবাগানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন এবং অনেক ভাগ্যবান লোককর্ত্তৃক মান্য ছিলেন। শুনা যাইতেছে যে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ঊনিশ বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আছেন কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অদ্যাপি তর্কালঙ্কারের পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন।

১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২

পণ্ডিতের মৃত্যু ॥— গুপ্তপাড়ানিবাসি রামজয় তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য বহুকাল ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়া ওলাউঠা রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।

২০ মে ১৮২৬। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

গৃহদাহ ।— ...সমাচার পাওয়া গেল যে ৩১ বৈশাখ শুক্রবার নবদ্বীপের কাশীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যের টোলে অগ্নি লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের বাটী ও চতুষ্পাটী এবং অন্য ২ লোকেরদের বাটীও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩

বাঁশাইনপাড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মাহেশের টোলেতে কতকগুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষহইতে এক মোচা নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফল ভরে নিম্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তদ্ভঙ্গাশঙ্কায় বংশদ্বারা তদ্ভঙ্গ রহিত করিয়া ঐ বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।— সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতিবারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং

৯ জুন ১৮২৭। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।— কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চতুর্বিংশতি পরগনাধিপতি বিচারগৃহে পাণ্ডিত্য কর্ম্মাভিষিক্ত হওনজন্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের প্রতিদিন উপনীত বার্ত্তা পুস্তকে অঙ্কিতকরণকালীন কতক দিন ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপকের স্থান শূন্য রাখিবার ঘটনা হইয়াছিল সংপ্রতি কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবেরা তৎপদে কোনো পণ্ডিতকে নিয়োগজন্য চেষ্টা করাতে স্বদেশীয় বিদেশীয় কএক জন পণ্ডিত তৎপ্রাপণেচ্ছায় পত্র প্রদান করাতে ২১ বৈশাখে বিদ্যামন্দিরে নিয়মমতে পরীক্ষা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ব্যক্তির পরীক্ষা হয় তন্মধ্যে এতন্নগরের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুত্তম পরীক্ষা হওনজন্য তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্বিষয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিবেচনামতে এবং তাঁহারদের পক্ষপাত ত্যাগ গুণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক পরমাহ্লাদের বিষয় যে কেবল গুণের বিবেচনা হইল এবং তদ্দৃষ্টে অন্য ২ গুণিগণের আশাবৃদ্ধি হইল। সং চং

১৪ জুলাই ১৮২৭। ৩১ আষাঢ় ১২৩৪

পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংসা।— জেলা মেদিনীপুরের আদালতের পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে সে কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ জেলার জজ সাহেব শ্রীযুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামমোহন ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জনের নামে শ্রীযুত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন গবর্ণর কৌন্সলের সাহেবেরা ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা করিতে কালেজ

কমিটিতে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব শ্রীযুত উইল্সন সাহেব শ্রীযুত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত উইস্‌লী সাহেব শ্রীযুত কেরী সাহেব শ্রীযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট ঐ জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার টাট সাহেব ঐ মেকনাটনপ্রভৃতি পাঁচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালায় দশঘন্টার সময় ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের দুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের এক ঋণাদানের এক অশৌচের এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন ঐ পাঁচ পণ্ডিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ পুস্তকাবলোকন ব্যতিরেকে যথাজ্ঞান ঐ আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন মেকনাটন উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ পাঁচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে তাঁহাকে স্থাপিত করিতে গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে যাবদ্বিশিষ্ট লোকেরা কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ সাহেবেরা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি।

৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫

মরণ।— আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমারদের আফীসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মরণে অনেকেই শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন যেহেতুক তিনি এমত মিষ্টভাষী ও সদ্বক্তা ছিলেন যে তাঁহার সহিত কোন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে তাঁহার বাক্যেতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া গমন করিত এবং তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। এবং তাঁহার পরোপকারিতা সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য ২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও বাঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য ২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব।— নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাষি সদাশাস্ত্রান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচার্য্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শরীরে সবল বিকার সহ জরাগমন করাতে বিবেচনা করিলেন যে বিকার শাস্তারদিগের হইতে বুঝি এ বিকারের তিরস্কার হইবেক না কেননা যখন এ বিকার বিজ্ঞ বৈদ্যেরদিগের তদ্বারক ঔষধ আহার করিয়া দিনদিন প্রবল হইয়া আকারের বলাকর্ষণপূর্ব্বক বলহরণ করিতে লাগিল তখন ইহার শক্ত্যাধিক্যপ্রযুক্ত প্রয়োজিত ঔষধ পরাজিত হইবে অতএব সুরধুনী তীরে ত্বরায় গমন করিলেন পরে গত ৬ কার্ত্তিকে পরলোকে গমন করিয়াছেন ইহার বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সৌজন্য শাস্ত্র নৈপুণ্য শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে প্রকট আছে নবীন ও প্রাচীন স্মৃতি সকল স্মরণেই ছিল এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ সমাজে প্রধানস্বরূপে বিখ্যাত

হইয়াছিলেন এ মহাশয় শাস্ত্রাশয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন ছিলেন কিন্তু বয়ঃক্রমে নহেন বয়ঃক্রম অনুমান বনপ্রস্থানের পূর্ব্বেই ছিল পরলোক যাওনে জ্ঞানত ব্যক্তিরা খেদিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে এ ব্যক্তির নিমিত্ত বিধাতা যদি আমারদিগের পঞ্চত্ব প্রার্থিত হইতেন তদ্দানে আমরা স্বীকৃত ছিলাম অস্মদাদিরও অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশকের অত্যন্ত অল্পতা দৃষ্টা হইতেছে ইনি সামান্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক অধ্যাপক ছিলেন না এক্ষণে ইঁহার ব্যবস্থায় সন্দেহ ভঞ্জন হইত।

১০ জানুয়ারি ১৮২৯। ২৮ পৌষ ১২৩৫

পণ্ডিতের মৃত্যু।— রামতনু বিদ্যাবাগীশনামক সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত গত ২১ পৌষ শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধুনী তীরনীরে তনুত্যাগ করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম ৭৫ পঁচাত্তর বৎসরের ন্যূন নহে বরং অধিক হইবেক এ মহাশয়ের সৌজন্য সুবিদ্যা ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্য কর্ম্ম নৈপুণ্যে বাধিত হইয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি মনে করি যে আরো অনেকে দুঃখিত হইবেন যেহেতুক ইহার পরোপকারিতা শক্তি ও দয়ার্দ্র চিত্ততা ছিল।

২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫

পণ্ডিতের সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্তি।— আমরা শ্রুত হইলাম যে সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ৺রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমন হইয়া তৎপদপ্রাপ্ত প্রত্যাশায় অনেক পণ্ডিত অর্থাৎ প্রায় ২৫ জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ তাবতের প্রতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে কালেজকমিটির সাহেবেরা গত ১৬ মাঘ বৃহস্পতিবারে পরীক্ষাহেতু পণ্ডিতেরদিগের প্রতি ৭ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকলেই তাহার উত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত রামতনু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত জগমোহন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তাহাই সদুত্তর হওয়াতে ঐ তিন জন পণ্ডিত কালেজকমিটির সাহেবেরদিগের কর্তৃক গত ২৯ ফাল্গুন বুধবার সর্টিফিকট অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্র-প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে ঐ পদ কাহার হয় তাহা বলা যায় না কিন্তু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনেক পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন যে ঐ কর্ম্ম তাঁহার হওনের সম্ভাবনা এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে মনু মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ কণ্ঠস্থ সম্প্রতি এমত অত্যল্প সম্ভবে। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬

পণ্ডিত।— সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তৎপদাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনায় অনেক বুধগণ মহাশয়েরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তাহা বিফল হইল কারণ এই যে শ্রীলশ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সভায় বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পণ্ডিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মৈত্র মহাশয় অতিবিদ্বান বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সুপণ্ডিত নাগর দ্রাবিড় উড্ডিয় বঙ্গদেশীয়ইত্যাদি তাবৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাখেন এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থার ঐ পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।

১৭ জানুয়ারি ১৮২৯। ৬ মাঘ ১২৩৫

পণ্ডিতের মৃত্যু।— আমরা অতিশয় খেদিতহইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বস্থলীনিবাসি সদর দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গলা আইন তর্জ্জমাকারক পণ্ডিত রামকুমার রায় বিকার রোগোপলক্ষে গত ১৩ জানুআরি মঙ্গলবার দিবা চারি ঘণ্টার সময় লোকান্তরগত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর হইয়াছিল ইনি পারসী ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার বক্তৃতা ও পরোপকারিতা ও দয়ালুতা ও দাতৃত্ব শক্তি ছিল এবং তাঁহার শিষ্টতাতে প্রায় শ্রীরামপুরস্থ তাবৎ লোক তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াবধি এমন উত্তমরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন যে তাহাতে সেখানে অতিশয় প্রতিপন্ন এবং বহুকালাবধি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে এমত একর্ম্মের পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তত্তুল্য অন্য লোক পাওয়া দুর্লভ।

সংবাদ পত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড

অনুজপ্রতিম

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

কাব্যচর্চ্চা তোমার ঐতিহাসিক কৌতূহলকে প্রতিহত করে নাই, এবং ঐতিহাসিক কৌতূহল তোমার কাব্যময় প্রাণকে নীরস করিবে না জানিয়া এই পুস্তক তোমার করে সমর্পণ করিতে দ্বিধা করিলাম না।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম খণ্ড

১৮১৮-১৮৩০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৪৫

মূল্য পঁচিশ টাকা
Rs 2-50

মুদ্রক—শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড বর্দ্ধিতাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ড ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং চারি বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। সুধীসমাজ-কর্তৃক এই গ্রন্থ যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সংস্করণে অবশ্য বহু নূতন বিষয় এবং সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয়, অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের সূচী, শত বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত বাঙালী সমাজের চিত্রাবলী, প্রভৃতি সংযোজনা করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির ইতিহাস লেখক ও আলোচনাকারিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ যে বিশেষ উপকারে লাগিবে তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীও স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ-কর্ত্তৃক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে এই পুস্তকখানি ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত-স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধীসমাজ সাদরে গ্রহণ করিবেন।

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থ-মুদ্রণের আংশিক সাহায্য স্বরূপ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষৎকে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা পরিষদের আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং এই গ্রন্থ-সম্পাদনের জন্য তাঁহার প্রাপ্য কিঞ্চিদধিক ২০০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের পূর্ব সংস্করণ, এবং ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময়ও তাঁহার সম্পাদকীয় পারিশ্রমিকের অর্থ সম্বন্ধে পরিষৎকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। পরিষদের পক্ষে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সঙ্কলয়িতার পরিষৎ-প্রীতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ যে-সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল সে-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমত, এই নূতন সংস্করণে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ড হইতে তুলিয়া আনিয়া বিষয় অনুসারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সঙ্কলিত করিয়া আমি তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করি। ইহাতে বহু নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত হইলে একই যুগ সম্বন্ধে দুই জায়গায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইত। নূতন সংস্করণ প্রকাশকালে পরিশিষ্ট ও মূল পুস্তকের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার কোনও কারণ ছিল না। সুতরাং প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধে যে-সকল সংবাদ ছিল তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া পাঠকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগসংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র পাইবেন।

ইহা ব্যতীত এই সংস্করণে সমগ্র উদ্ধৃত সংবাদের পাঠ মূলের সহিত সযত্নে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; পাঠকদের সুবিধার জন্য 'সম্পাদকীয়'-বিভাগে বহু টীকা-টিপ্পনী যোগ করা হইয়াছে; বিষয়-সূচী অধিকতর পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে; ভূমিকা নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের একটি সূচী সংযোজিত হইয়াছে। আরও বলা প্রয়োজন, এই সংস্করণে শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যা 'সমাচার দর্পণ' হইতে কিছু কিছু সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ও প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে এই সকল ছিল না। মোটের উপর নূতন বিষয়-বিন্যাস ও পরিবর্দ্ধনের ফলে গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পরিশেষে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত-ব্যাপারে আমি যাঁহাদের নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রয়োজন।

শোভাবাজার রাজপরিবারের শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না জানাইলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। তিনি প্রয়োজন-মত রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী হইতে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইলগুলি ও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করিতে না দিলে এই গ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হইত কি-না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এই জন্য আমি ইঁহাদের চারি জনের নিকটই কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার কেন—ঐতিহাসিকগণেরও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের বদান্যতায় প্রাচীন সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করি পরিষৎ অদূর ভবিষ্যতে, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সন, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত, আবশ্যক সংবাদগুলি প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন। এ-কাজটি সত্বর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নতুবা এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছু দিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

বর্ত্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল সেগুলির ব্লক 'প্রবাসী' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যানের চিত্রের ব্লকখানি 'ক্যালকাটা মিনিউসিপ্যাল গেজেট'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার প্রধান কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অপ্রচলিত শব্দের দীর্ঘ সূচীটি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল সহায়তার জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

২২২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা। আষাঢ় ১৩৪৪।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট

চিত্র-সূচী



শত বর্ষ পূর্বের বাঙালী মেয়ে

ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্ত্তন, এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল দিক্ সম্বন্ধেই সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবনচরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অপরিহার্য্য। সেকালের একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হইতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় এইরূপ সমুদয় তথ্য সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এই সংবাদপত্রটির নাম 'সমাচার দর্পণ'। সে-যুগের বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এই পত্রিকাখানি একক নহে। কিন্তু পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র আজকাল এমনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও একমাত্র 'সমাচার দর্পণে'র প্রায় সকল সংখ্যা এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'বঙ্গদূত' ও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা ভিন্ন ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেকার অন্য কোন সাময়িক-পত্র আমি দেখিতে পাই নাই। সুতরাং বর্ত্তমান পুস্তক সঙ্কলনে আমি এই কয়েকটি পত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠকেরা লক্ষ্য রাখিবেন, গ্রন্থমধ্যে যে-সকল তথ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 'সমাচার দর্পণ' হইতে গৃহীত; তবে 'সমাচার দর্পণে' সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা হইতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও সংবাদ উদ্ধৃত হইত; 'সমাচার দর্পণে' ধৃত অন্য পত্রিকার এইরূপ সংবাদের মধ্যে যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাহাও আমি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অন্য পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত তথ্য পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে। উদ্ধৃত অংশে সর্ব্বত্র মূলকে অনুসরণ করা হইয়াছে। সেজন্য বানান ও ছেদের অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। বর্ত্তমানে এই সকল বানান ও ছেদের রীতি অপ্রচলিত হইলেও উহার পরিবর্ত্তন আমি সঙ্গত মনে করি নাই। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ-সংক্রান্ত সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের কথা আছে।

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র

এই গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত। সুতরাং ইহার ভূমিকায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশের ইতিহাস-রচনায় এই উপাদানের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে। পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও

অনেক সময়েই সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় সত্বর অবহিত না হইলে এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছু দিন পরে হয়ত তাহা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে; উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল, তাহা আর জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবনের চিত্র যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমনই অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। একে জল-বায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশী দিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই। এই দুই কারণে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র বা পুস্তকাদি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙালী-পরিবারে এখন আর বড় দেখা যায় না।

আমাদের নিজেদের অবহেলা ছাড়া এদেশে ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে রক্ষিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন গবর্ণ্মেণ্টও ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টও যে সে-চেষ্টা না করিয়াছেন, তাহা নয়। তবে তাঁহারা প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যকলাপের নিদর্শন রাখিবার; তাঁহাদের শাসনাধীনে বাঙালী কি করিল না-করিল, গৌণভাবে ভিন্ন মুখ্যভাবে সে ইতিহাস লিখিবার কোন উপাদান সংরক্ষণের চেষ্টা ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। সেজন্য সরকারী দলিলপত্রে ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা দেশে ইংরেজের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট বিবরণ আছে, কিন্তু ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি-ভাবে জীবন কাটাইতেছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড়-একটা প্রমাণ নাই। এই কারণে এদেশের প্রবহমাণ জীবনধারার চিহ্ন উদ্ধার করিয়া ইতিহাস লিখিবার দায়িত্ব আমাদের আরও বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকের ধারণা আছে যে, সংবাদপত্রের বিবরণমাত্রই অকাট্য সত্য। আবার অনেকে বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের অসত্য প্রচারের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে বিপরীত সীমায় পৌছিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, সংবাদপত্রের বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই ধারণার কোনটাই যে ঠিক নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের অন্য উপাদানের মত সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুই-ই আছে। দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের। ঐতিহাসিক প্রমাণে মিথ্যা বা ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কিন্তু সে মিথ্যা বা ভুল-ভ্রান্তি নিপুণ ঐতিহাসিকের হাতে অতি সহজেই ধরা পড়ে। ইতিহাসের দলিলপত্র যাচাই করিয়া লইবার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যে কত সূক্ষ্ম, তাহা যিনি জানেন না, তিনিই সাধারণতঃ ইতিহাসের অপ্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সংশয়বাদী হইয়া পড়েন।

সংবাদপত্রে সত্য অসত্য দুই-ই আছে। সে-সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ভার ঐতিহাসিকের উপর। তবে এদিক্ দিয়া অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী। ইহার কারণ—বর্ত্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। এ-যুগে জন-সমষ্টিকে স্বপক্ষে টানিতে না পারিলে

শাসনক্ষমতা লাভ করা চলে না। সেজন্য সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যা-কিছু একটা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া লোককে নিজের দলে টানা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা জীবন-মরণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই কাজের ভার পড়িয়াছে প্রত্যেক দলের সংবাদপত্রের উপর। এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের শুধু মতামতই নয়, সংবাদ-পর্য্যন্ত অনেক সময়ে অতিশয় বিকৃত; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে লর্ড রদারমিয়ারের ও আমেরিকায় মিঃ হার্‌ষ্টের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ দলীয় কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল, জনমত-গঠনও সংবাদপত্রের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেজন্য বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সেই পূর্ব্বতন যুগের কাগজগুলি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য তাহাতেও যে সত্যের বিকৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি না থাকিত তাহা নয়, তবে এক পক্ষের কথা ভিন্ন অন্য পক্ষের কথা না-বলা এ-যুগের সংবাদপত্রের যেমন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে-যুগে সাধারণতঃ তেমন ছিল না। এই কারণে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ-যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্।

ব্রিটিশ-প্রভুত্ব স্থাপনের সময় হইতেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কি, সে-বিষয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' দুই-ই এই সম্মানের দাবী করে। দুইটি পত্রিকার মধ্যে প্রথম প্রকাশকালের ব্যবধান দশ-পনর দিনের বেশী হইবার নহে। তবে একেবারে প্রথম হউক আর নাই হউক, 'সমাচার দর্পণ' যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশী ও বিলাতী সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রের সারসঙ্কলন, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে উহা পূর্ণ থাকিত এবং মিশনরী-পরিচালিত হইলেও উহাতে পরধর্ম্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই না বলিলে অন্যায় হয় না। স্থায়িত্বের দিক্ হইতেও 'সমাচার দর্পণ' শ্রেষ্ঠ। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

'সমাচার দর্পণ' ছাড়া আরও অনেকগুলি বাংলা সংবাদপত্র ১৮৪০ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে এই কয়খানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

সম্বাদ কৌমুদী	প্রথম প্রকাশকাল	৪ ডিসেম্বর,	১৮২১
সমাচার চন্দ্রিকা	"	৫ মার্চ,	১৮২২
বঙ্গদূত	"	১০ মে,	১৮২৯
সংবাদ প্রভাকর	"	২৮ জানুয়ারি,	১৮৩১
জ্ঞানান্বেষণ	"	১৮ জুন,	১৮৩১
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	"	১০ জুন,	১৮৩৫
সম্বাদ ভাস্কর	"	মার্চ,	১৮৩৯

কাগজগুলির প্রত্যেকটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদপত্রে আমাদের ইতিহাসের উপকরণ প্রসঙ্গে ইংরেজী সংবাদপত্রের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। ১৮১৮ সনের পূর্ব্বে বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম হয় নাই। এই কারণে ১৮০০ হইতে ১৮১৭ সন পর্য্যন্ত সময়ের তথ্যগুলির জন্ম এবং পরবর্ত্তী কালের বিবরণ সম্পূর্ণতর করিবার জন্ম ইংরেজী সাময়িক-পত্রের সাহায্য অপরিহার্য্য। এই সময়কার ইংরেজী সাময়িক-পত্রের মধ্যে 'ক্যালকাটা গেজেট,'* 'বেঙ্গল হরকরা,' 'গবর্মেণ্ট গেজেট,' 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণাল,' 'ক্যালকাটা জর্ণাল,' 'জন বুল,' 'বেঙ্গল হেরাল্ড,' 'রিফর্ম্মার,' 'ইণ্ডিয়া গেজেট,' 'ক্যালকাটা কুরিয়ার,' 'এশিয়াটিক অ্যানুয়েল রেজিষ্টার' ও 'এশিয়াটিক জর্ণাল' উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী এবং প্রধানতঃ ইংরেজ-পরিচালিত এই সকল সাময়িক-পত্রে অবশ্য বাঙালীর কীর্ত্তি-কলাপের কথা বেশী নাই, থাকিবার কথাও নহে; তবুও যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের কাছে অমূল্য। ইংরেজ মিশনরীদের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক-পত্রের মধ্যে এইগুলি প্রধান :—

ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পীরিওডিক্যাল একাউণ্টস' ১৮০০ সনে প্রথম প্রকাশিত।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (মাসিক, ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক)। শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনে প্রথম প্রকাশিত।

'ক্যালকাটা খ্রীষ্টীয়ান অবজার্বার,' ১৮৩২ সনে প্রথম প্রকাশিত।

এই সকল পত্রিকা হইতে আবশ্যক তথ্যগুলি সঙ্কলন ও প্রকাশ করিলে দেশের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইবে।

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ইতিহাস

প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮-৪১ : ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা 'দিগ্দর্শন' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র। ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশেও উদ্যোগী হন। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনের ২৩এ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার)। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক এইরূপ লেখেন :—

সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্তর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

*Selections from Calcutta Gazettes. Vols. 1-5 (1784-1823)—ইহাতে কিছু কিছু সংবাদ মিলিবে।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইউরোপের অন্য২ প্রদেশ হইতে যে২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও কার্য্যতঃ পত্রিকা-সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এমন কি, পণ্ডিতেরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও যে বন্ধ থাকিত, তাহার প্রমাণ আছে। ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান যে, "আমাদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। তিনি ১৮২৪ সনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে কাব্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার…পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। (২ জুলাই ১৮৩৬)

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখে সম্পাদক লেখেন :—

পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি…সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদিশাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।…গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও বাক্যোক্তি দ্বারা লিখনের পরিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সনের ১১ই জুলাই হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) পত্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এ পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন হইতে সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১১ জানুয়ারি, ১৮৩২, বুধবার। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়াতে ১৮৩৪ সনের ৮ই নবেম্বর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে থাকে।

মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'—উভয় পত্রই সম্পাদন করিতেন। ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে তাঁহার উপর অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট'-এর সম্পাদনভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৮৪২ : শ্রীরামপুর মিশন ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলা, উভয় ভাষায় ১৮৪২ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ :—

NATIVE NEWSPAPERS :—We are happy to perceive that *Sumachar Durpun.* which the Editor was condstrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued id Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence ; and they will, hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,...Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengales ;...''

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন ভূতপূর্ব্ব 'জ্ঞানদীপিকা'-সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে :—

THE SUMACHAR DURPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon dropped or died. (*Friend of India*, May 15, 1851. p. 309.)

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন,... । ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৭ এপ্রিল ১৮৫২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' অল্প দিনই চলিয়াছিল।

তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১-৫২ : শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় দ্বিভাষিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নবপর্য্যায় 'সমাচার দর্পণে'র "১ বালম, ১ সংখ্যা"র প্রকাশকাল—৩ মে ১৮৫১ (২১

বৈশাখ ১২৫৮)। ইহা দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।·· সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।

প্রথম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস

এই পুস্তকে উদ্ধৃত সংবাদপত্রের বিবরণগুলিতে যে-যুগের পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেটি বাংলা দেশ ও বাঙালী-সমাজের পক্ষে একটি স্মরণীয় যুগ। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে তখন বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনে বাঙালী ইহার বহু পুর্ব্বেই ইংরেজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগের পুর্ব্বে আমাদের সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বাঙালী-জীবনে যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহার শেষ আজিও হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে' এই যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

বাঙালীর সমাজে এবং চিন্তাধারায় এই নূতন প্রভাবের সূচনা কবে হইল, তাহার কোন একটি বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ করা উচিত নয়; কারণ, সে-সূচনা কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবু দুই-তিনটি ঘটনাকে উহার নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। উহার একটি রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমন ও ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন (ইং ১৮১৫) দ্বিতীয়টি হিন্দুকলেজ স্থাপন (১৮১৭), এবং তৃতীয়টি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮১৮)। শেষোক্ত বৎসরে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ এবং উহার সমাদর এই নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। 'সমাচার-দর্পণ' ইংরেজ মিশনরী-পরিচালিত কাগজ, সেজন্য উহাতে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্বেও 'সমাচার দর্পণ' একান্তই একদেশদর্শী ছিল না, ইহাতে প্রাচীনপন্থীদের সংবাদপত্রাদি হইতে পত্র, আপত্তি ও বিবিধ সংবাদের সঙ্কলন প্রভৃতিও স্থান পাইত। সেজন্য সে-যুগের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন চলিতেছিল, 'সমাচার দর্পণ' হইতে তাহার ইতিহাস সঙ্কলন অতি সহজ। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই,—মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র; এমন কি, এই মালমশলাকেও সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই, মোটামুটিভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম—এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে; যে-কথা এই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা 'বিবিধ' নাম দিয়া শেষে দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কয়েকটি ভাগ হইতেই সেকালের বাঙালী-জীবনের প্রায় সকল দিক্ সম্বন্ধেই এবং সেকালের বাঙালীর প্রায় সকল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই সংবাদ ও তথ্য আহরণ করিতে পারিবেন। এখানে এই সঙ্কলনে কি পাওয়া যাইবে, শুধু তাহার একটু আভাস দিয়া আমার ভূমিকা শেষ করিব।

১

এই পুস্তকের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিষয়ক। পাশ্চাত্য ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ দ্বারা লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বড় কাজ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এদেশে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলে ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়, নূতন বাংলা-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় হয়, হিন্দুকলেজ, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি উহাদের মধ্যে প্রধান। এই সঙ্কলনে এই তিনটীর সম্বন্ধেই অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইবে। এই যুগেই আবার স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলনও আরম্ভ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা কত-দূর অগ্রসর হইয়াছিল ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা ছিল, ১২-১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংবাদগুলিতে তাহার বিবরণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস শুধু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁহারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে পরজীবনের জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন, তাহার জন্য একটি ক্লাব বা সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। উহার নাম গৌড়ীয় সমাজ। এই সমাজের কার্য্যকলাপের সংবাদ ৮-১২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রচার-চেষ্টার একটি দিক্‌, তেমনই হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ও মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা উহার আর একটি দিক্‌। এই দুইটি দিকেই সরকারের স্বার্থ সম্যক ছিল। এক দিকে তাঁহাদের ইংরেজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারীর ও কেরাণীর আবশ্যক ছিল, আর এক দিকে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য সরকার হইতে ইংরেজী শিক্ষার যেমন আনুকূল্য করা হইত, তেমনই আবার সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাড়া প্রাচীন ধরণের বহু চতুষ্পাঠীও এদেশে ছিল। এই সকল চতুষ্পাঠীর বিবরণও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বিবরণগুলির ও সেকালের পণ্ডিতদের কথা (পৃ. ৩৭-৪৮) একসঙ্গে পড়িলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

শিক্ষা-বিষয়ক যে-সকল সংবাদ এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার বুঝা যায়। তাহা এই,—এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গোড়ার দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা সরকার বিশেষ চেষ্টা বা অর্থব্যয় করেন নাই। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্য লোক, বে-সরকারী সাহেব ও বিদেশী মিশনরী। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ এদেশের লোকদের দ্বারাই হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এদেশেরই একজন ভূস্বামী—রাজা বৈদ্যনাথ রায় বিশ হাজার টাকা দান করেন (পৃ. ১৫)। শিক্ষাবিস্তারে অন্তান্যের দানের কথা

৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। সরকার এই সকল ব্যাপারে উৎসাহদান ভিন্ন বিশেষ সাহায্য করেন নাই।

২

১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে' সাহিত্য, ভাষা ও নূতন পুস্তক সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অর্থাৎ সাহিত্য-বিভাগে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ-সকল তথ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাতে বিদেশী শব্দ থাকা উচিত কি না, সংস্কৃত শব্দই বা কত দূর চালান যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সে-যুগেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ৫১-৫৩, ৫৫-৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশগুলিতে বাংলা-গদ্যের ধারা, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে এই ত গেল ভাষার কথা। ইহা ছাড়া বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও ৫৮-৮৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নূতন পুস্তকের বিবরণ, এই দুইটি মিলাইয়া পড়িলে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য ও পুস্তক সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রথম যুগের মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত পাদরি লঙের তালিকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'সমাচার দর্পণে' এমন অনেক পুস্তকের উল্লেখ আছে, যাহার নাম লঙের তালিকায় পাওয়া যাইবে না। 'সমাচার দর্পণে' মাঝে মাঝে পূর্ব্ব-বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত হইত। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের নিকট এ-সকল তালিকার মূল্য খুব বেশী। ১৮২৫, ১৮২৬ ও ১৮৩০ সনে যে-তিনটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ৬৭-৬৯, ৭২-৭৫ ও ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তালিকায় এবং সংবাদে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি-লিখিত অনেকগুলি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে বাঙালী কর্তৃক লিখিত প্রথম ইংরেজী কাব্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং সম্পাদক এই প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব্ব-যুগের তুলনায় ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সনে এদেশে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অনেক বেশী বিস্তার হইয়াছিল।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে ৮৬-৯২ পৃষ্ঠায় সে-যুগের সাময়িক-পত্র সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বাংলা, উর্দ্দু, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার, প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র, এবং কয়েক জন হিন্দুযুবক কর্তৃক প্রকাশিত ও ডিরোজিও কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ 'পার্থিননে'র নাম আছে। এই সমাচারপত্রগুলির সঠিক প্রকাশকাল পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।

৩

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে **সমাজ**। কিন্তু উহাতে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য বহু বিষয়েরও সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমি এই সব তথ্যকে মোটামুটি এই সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করিয়াছি—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন, স্বাস্থ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু বলা প্রয়োজন। 'নৈতিক অবস্থা' এই শিরোনামা দিয়া আমি যে-সংবাদগুলি একত্র করিয়াছি, উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর জীবনধারা কি ভাবে চলিতেছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যেমন শিক্ষায়, তেমনই সমাজেও সেই যুগ নূতনত্বের যুগ। ইংরেজী শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার প্রভাবে তখন বাঙালীর আচার ব্যবহারেরও একটু একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও এই পরিবর্ত্তন ভাল লাগিত, কাহারও আবার তাহা ভাল লাগিত না। যাঁহাদের ভাল লাগিত না, তাঁহারা নববাবুদের চলাফেরা লইয়া পরিহাস করিতেন, আবার নব্যপন্থীরাও পুরাতন-পন্থীদের উপর ঝাল ঝাড়িতে ছাড়িতেন না। এইরূপ অনেকগুলি সামাজিক ব্যঙ্গ বা রঙ্গ-চিত্র এই খণ্ডের ৯৬-১১৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যাইবে যে, টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতেই বাংলা ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের সূত্রপাত হয় নাই। উদ্ধৃত সামাজিক চিত্রগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী সমাজের। এগুলি যে পরবর্ত্তী যুগে'আলালের ঘরের দুলালে' এবং অন্য পুস্তকে অনুকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহারও অসুবিধা হইবে না। নূতন বাবুদের কথা-বলার ভঙ্গী, বাঙালী ছেলেদের ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী প্রথায় নাম লেখা, এরূপ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচনা কয়টি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইহা ছাড়া অন্যান্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ এই অংশে পাওয়া যাইবে।

ইহার পরে সে-যুগের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে বহু সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তখনও বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ সেকালের ধরণেরই ছিল,— যেমন নাচ, সং, যাত্রা, লড়াই, কুস্তী ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু-না-কিছু তথ্য এই খণ্ডে পাওয়া যাইবে। ১২১-১২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় যে সমারোহ হয়, উহা খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে এইরূপ সমারোহ করেন। কাহাকেও খুব ধনী বলিয়া জানিলে নবাবেরা টাকা লইয়া যাইবেন, এই ভয়ে মুসলমান আমলে এদেশে জমীদারেরা ধুমধাম করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে সাহস পাইতেন না। পরে ব্রিটিশ আমলে লোকে আশ্বস্ত হইয়া ধনসম্পত্তি দেখাইতে আর ভীত হইল না। এই অংশ হইতে আর একটি খুব নূতন ধরণের সংবাদও আমরা জানিতে পারি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বালিকাদের মধ্যেও শরীর-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ইহা নূতন জিনিষ নয়। এক শত বৎসর আগেও এদেশে বালিকাদের ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ১২৯ পৃষ্ঠায় বালিকাদের কুস্তী সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

'সমাচার দর্পণে' যে-কয়েকটি দান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল,

তাহা পরবর্ত্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তখনই যে আমাদের দেশে বন্যা বা অন্যান্য দুর্দ্দৈবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা করিয়া টাকা তোলা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ১৩২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'আর্থিক অবস্থা,' এই শিরোনামা দিয়া যে-সকল সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এদেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, কোম্পানীর কাগজ, এদেশের বাণিজ্য, বাজার-দর, বীমা কোম্পানী স্থাপন, ইংরেজের অধীনে এদেশের আর্থিক অবস্থা, এরূপ বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই অংশের ১৫৬ ও ১৬২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দুইটি বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের প্রথমটি এক জন চরকা-কাটনির দরখাস্ত। বিলাতী সুতার আমদানি হওয়ায় এদেশের সাধারণ লোকের অবস্থার শোচনীয় অধোগতি হইয়াছিল, তাহা এই দরখাস্তে শান্তিপুরের 'কোন দুঃখিনী সুতা কাটনি' অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিবরণটি এদেশে ইংরেজদের বসবাস (colonization) ও কৃষিকার্য্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর টাউন হলের এক সভায় প্রস্তাব করেন যে ইংরেজদের এদেশে বসতি করিবার বিরুদ্ধে যে আইন আছে, তাহা এদেশের কৃষিকর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির পক্ষে মহাবাধা, এই বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক। পত্রলেখক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখিলেন যে, যন্ত্র-নির্ম্মিত সুতার আমদানি হওয়াতে এদেশের বহু দীনদরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্নাভাব হইয়াছে, বিলাতী শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়াই এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে, 'তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে'।

ইহার পর সে-যুগের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত বহু সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে। এদেশে শান্তিস্থাপন ইংরেজ-শাসনের একটি বড় কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কি ভাবে শান্তি-স্থাপনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার কিছু আভাস শাসন-সংক্রান্ত বিবরণগুলি হইতে পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বশেষে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়া সমাজ-বিভাগ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সংবাদ হইতে সে-যুগে ওলাউঠা ও অন্যান্য মড়কের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল বুঝা যাইবে। এবং সম্ভ্রান্ত লোক সম্বন্ধীয় বিবরণ (পৃ. ১৯২-২২৪) হইতে সে-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত বাঙালী সম্বন্ধেই কোন-না-কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। যে-সকল লোকের উল্লেখ এই অংশে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, লালাবাবু, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামদুলাল দেব, দুর্গাচরণ পিতুড়ি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪

ধর্ম্ম-বিষয়ক বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়; যেমন, পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্থান ইত্যাদি। প্রথমেই মাহেশের রথের বিবরণ দ্বারা এই

বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। মাহেশে রথযাত্রার সময়ে এখনও ধুমধাম হয়, কিন্তু সে ধুমধাম সেকালের তুলনায় কিছুই নয়। ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে মাহেশের স্নানযাত্রায় অনেক গ্লানিকর ঘটনাও ঘটিত। মাহেশে স্নানযাত্রাতে জুয়াখেলায় হারিয়া এক জন লোকের স্ত্রী-বিক্রয়ের একটি সংবাদ ২২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের এই অংশে আমাদের পূজাপার্ব্বণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। এ-সকল সংবাদের মধ্যে ২৩২ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মাণীর পূজা, ২৩২ পৃষ্ঠায় গুপ্তপূজা ও নরবলির বিবরণ, এবং ২৩৬ পৃষ্ঠায় অনির্ণীত বলি ও জিহ্বাবলির বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। ২৩৪ পৃষ্ঠায় মহারাজা গোপীমোহন কর্ত্তৃক কালীঘাটে পূজাদান ও কালীঠাকুরাণীকে চারিটি সোনার হাত ও স্বর্ণমুণ্ড দানের সংবাদ আছে। মুসলমানদের ধর্ম্মোৎসবের কয়েকটি সংবাদও এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পৃ. ২৪৬-২৪৮)।

এই বিভাগে এদেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ আছে। বিবাহের মধ্যে কাসিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মধ্যে দেওয়ান রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ রায় কাসিমবাজারের জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পৌত্র এবং রামদুলাল সরকার বিখ্যাত সাতুবাবুর পিতা। যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করার জন্য আন্দোলনের পর সবেমাত্র সেই প্রথা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই আন্দোলনের জের মেটে নাই। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভা করিয়া আপত্তি করেন ও উহা রহিত করার জন্য বিলাতে আপীল করিতে মনস্থ করেন। এই সভার উদ্যোক্তাদের নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ ২৬৬ ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আছে। এই অংশে বিন্যস্ত সহমরণ-সংক্রান্ত বহু সংবাদের মধ্যে কয়েকটি (পৃ. ২৪৯-২৫৩) হইতে বুঝা যায় যে, এদেশের অনেক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন।

২৭২ হইতে ২৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের অনেক তীর্থ, ধর্ম্মস্থান এবং মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ২৭৬-২৭৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জগন্নাথদেবের পরিচারকদের বর্ণনায় অনেক নূতন তথ্য আছে।

এই বিভাগেই রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা (পৃ. ২৬৬), ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা (পৃ. ২৮২), ধর্ম্মসভা (পৃ ২৬৯) প্রভৃতির কথা আছে।

৫

এই কয় বিভাগের শেষে বিবিধ শিরোনামা দিয়া নানা বিষয়ের সঙ্কলন করা হইয়াছে। এ-সকল সংবাদের অনেকগুলিই কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়ীঘর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে। কলিকাতার সংবাদের মধ্যে অক্টারলোনী মনুমেন্ট, নিমতলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণের সংবাদ এবং কলিকাতায় প্রথম গ্যাসের বাতি ও প্রথম বাষ্পীয়পোত আসার সংবাদ (পৃ. ২৯৮, ৩৩২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ৩৩৪ পৃষ্ঠায় ভূকম্পের সংবাদ এবং ৩৩২ পৃষ্ঠায় একটি বাঙালী স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সন্তানরক্ষার জন্য বাঘ মারিবার

সংবাদ উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে যে-সকল সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলা দেশের বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা যাইবে।

'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সকলের শেষে (পৃ. ৩৩৮-৩৫৪) পরিশিষ্ট হিসাবে সে-যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই কাগজখানির নাম 'বঙ্গদূত'।

সমসাময়িক চিত্রাবলী

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব মূল্যবান্ উপাদান। বহু ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এ-দেশের জীবনযাত্রা, পরিধেয়, অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপকরণ। এইরূপ সকল পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। মাত্র তিনখানির উল্লেখ করা হইল। পুস্তকগুলি এই :—

(১) *Les Hindous* Par E. Baltazard Solvyns, Paris, Vol. I. 1808 ; II. 1810 ; III. 1811 IV. 1812.

(২) Fanny Parkes : *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque* (Calcutta, 1850)

(৩) ১৮৩২ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস. সি. বেলনস্-প্রণীত *Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal* (from Sketches by Mrs. Belnos.)

এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান্ উপাদান এই সকল পুস্তকের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজাপার্ব্বণ ও সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্ব্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়









১। দৈবজ্ঞ

২। সরকার

৩। হুঁকাবর্দ্দার

৪। পূজারী









১। মেছুনী   ২। সম্ভ্রান্ত মহিলা   ৩। ঢাকী   ৪। সম্ভ্রান্ত লোক



গুরুবন্দনা



সম্ভ্রান্ত বাঙালীর
গৃহে বাই-নাচ



কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন



গঙ্গায় অর্ঘ্যদান



চড়ক-পূজা



৮৯ক-পৃষ্ঠা



দাসী-পরিবৃতা সম্ভ্রান্ত মহিলার গঙ্গাস্নান



আলাপন নিরতা পল্লীনারী



অন্তর্জলা

শিক্ষা

সমাচার দর্পণ

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি

১১জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫

পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায়।— গত শনিবারে এই সম্প্রদায়েরা এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়েরা কি ২ কার্য্য করিলেন এবং কত টাকা আয় ও কি ২ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় তাহা শুনিলেন তাহাতে জানা গেল যে গত বৎসরে সতের হাজার টাকা আয় ও পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় বারো হাজার মজুত এ নিবন্ধ করা অত্যাবশ্যক। সম্প্রদায়েরদিগের কর্ম্ম এই পাঠশালার কারণ উপযুক্ত পুস্তকাদি প্রস্তুত করা এবং নানা দেশীয় বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদি এতদ্দেশীয় ভাষাতে ও অক্ষরে প্রস্তুত করা। ইহাতে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র লোকের জ্ঞান যেমত অস্তমিত আছে তাহাতে এমত ভরসা হয় যে এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে। গত বৎসরে এ বিষয়ে অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্মত হইয়া অনেক টাকা দিয়াছেন।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

স্কুলবুক সোসয়িটী।— ১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত মক্কেঞ্জ সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯

কলিকাতার স্কুলবুক সোসৈয়িটী।— ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ সোসৈয়িটীর পুস্তকালয় ডোমটুলি অর্থাৎ মুরগীহাটা হইতে উঠিয়া ধর্ম্মতলার পূর্ব্ব দিকে নং ৩৯ মোকরর হইয়াছে।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি

১৩ মার্চ ১৮১৯ । ১ চৈত্র ১২২৫

কলিকাতাস্কুলসোসাইটি ।— আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্কুলসোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত ২ পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন ।

২৯ মে ১৮১৯ । ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়িটী ।— আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়িটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুআর্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাস ২ পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন ।

৫ জুন ১৮১৯ । ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্কুল সোসৈয়েটী ।— কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক ২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন ।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ৬ পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে

বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব, বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২৭ ভাদ্র ১২২৬

কলিকাতার স্কুল সোসায়িটীর ইস্তাহাম।— গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পুর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক ২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক ২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্রণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে যে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

৯ জুন ১৮২১ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

স্কুল শোসইটী।— গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন ২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮ মার্চ ১৮২৩ । ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

বিদ্যার পরীক্ষা।—১৭ ফালগুণ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতায় শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটির বালকেরদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া অতিসুধারানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীতে ১৬ জন দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪৬ জন চতুর্থ পংক্তিতে ৩৫ জন বালক ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভুগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতিসুন্দররূপে দিয়াছে এবং যে ৩০ জন বালক স্কুলসোসৈয়িটির বেতনদ্বারা বিদ্যালয়ে অর্থাৎ হিন্দুকালেজে ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন করে তাহারা অতিউত্তমরূপে পরীক্ষা দিল তাহার মধ্যে শ্রীহরমোহন বসু ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরূপনারায়ণ দে প্রভৃতি ইংরেজী গ্লোবের

অর্থাৎ ভূগোলের ও দেশ বিভাগের এবং নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতাদ্বারা পরীক্ষা দিলেন এই সকল পরীক্ষা শ্রীযুক্ত লার্কিন সাহেব স্বয়ং লইলেন এবং শ্রীযুক্ত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক ২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা সুন্দররূপে দিল। পরে স্ত্রী-পাঠশালার কন্যারা ১৫ জন ভাল মত পরীক্ষা দিল সর্ব্বসুদ্ধা ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল ইহাতে সভাস্থ সকল ভাগ্যবন্ত বিবি ও সাহেব ও বাঙ্গালী যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ঐ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালকেরদিগকে যথোপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া বিদায় করিলেন এ সকল কর্ম্ম আড়াই প্রহর বেলার সময় আরম্ভ হইয়া ছয় দণ্ড রাত্রিকালে সমাপ্ত হইল।

এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের যেপর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন এক প্রধান দপ্তরে তর্জ্জমাকারক আর এক জন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য২ বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে। অতএব বিদ্যা একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস কখনও হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাবিতরণের নিমিত্তে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারদের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে অধিক আনন্দ হইবেক অতএব প্রকাশ করা গেল।

২০ মার্চ ১৮২৪। ৯ চৈত্র ১২৩০

স্কুলসোসৈয়িটী।— গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সভার লিখিত বিবরণ সকল পাঠ করিলেন।...

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সর আন্তনি বুলর সাহেব প্রসিডেন্ট এবং শ্রীযুত হারিংটন সাহেব বাইস প্রসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বেলি সাহেবের পোষকতার দ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত হের সাহেব কহিলেন যে লার্কিন্স সাহেব ও আর এক জন বাইস প্রসিডেন্ট হউন তাহা শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের পোষকতাদ্বারা সকলের মত হইল।

শ্রীযুত বেলি সাহেব কহিলেন যে আগামি বৎসরের নিমিত্তে এই কমিটি অর্থাৎ সমাজ স্থির থাকুক ইংগ্লণ্ডীয় কমিটির যে স্থান খালি হইয়াছিল শ্রীযুত ডাং জে হের সাহেব ও শ্রীযুত আদম সাহেব নিযুক্ত হইলেন এতদ্দেশীয় কমিটির স্থানে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ।

শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব কমিটি সাহেবেরদিগকে এবং সেক্রটরি শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা এবং গত বৎসরের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।

অপর সোসৈয়িটীর তত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও রামচন্দ্র ঘোষ ও দুর্গাচরণ দত্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসাদ দত্ত ইহারাও সমাজ হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১

স্কুল সোসৈয়িটীর পরীক্ষা।— ১৭ বৈশাখ বুধবার শোভাবাজারে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে ঐ সকল বালকেরদিগের এবং স্কুল সোসৈয়িটীর পটলডাঙ্গার কালেজের এবং আড়কুলির ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালার এবং স্কুল সোসৈয়িটিকর্ত্তৃক প্রেরিত হিন্দুকালেজের বালক সকল সমেত অনুমান তিন শত বালকের ছয় ক্লাস হইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত মেং সর আন্ট্নি স্থলর ও শ্রীযুত মেং লারকিস ও শ্রীযুত মেং ব্লাকিয়র ও শ্রীযুত মেং ডাং হের ও শ্রীযুত মেং ত্রিএর্স ও শ্রীযুত মেং আদম ও শ্রীযুত মেং ডেবিড হ্যার ও শ্রীযুত মেং লাসন ও শ্রীযুত মেং পেনি ও শ্রীযুত কাপ্তান বিট্সন্ ও শ্রীযুত মেং ওয়াডিন ইত্যাদি অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব লোক ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক প্রভৃতি অনেক ২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালির সাক্ষাতে বালকেরদিগের পরীক্ষা হইল। তাহাতে বালকেরা যেরূপ পরীক্ষা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিল তাহা দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন যে আমরা অনুমান করি এই সোসৈয়িটীর দ্বারা শিক্ষাতে বালকেরদের উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবেক। পরে সোসৈয়িটীর সেক্রটারি সাহেব বালকেরদের যথাযোগ্য অধিক ২ মূল্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক ও মিষ্টান্নাদি সামগ্রী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি

৮ জুলাই ১৮২০। ২৬ আষাঢ় ১২২৭

কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।— সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিযুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফলের বিষয় ও ধারার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে।

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল এবং সে সার কি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে উত্তম কৃষকেরদের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ

না হয় এই ২ সকল উপায় করিবেন এবং এক ভূমিতে বার ২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এই ২ রূপে তাঁহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোনো দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তমা হইতে পারে না ইহা কখন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পারে এবং যে দেশেতে শত ২ বৎসরাবধি কৃষিকর্ম্ম একই রূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।

অপর বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয় অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে একজন প্রধান এবং অধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর ২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয় অপর যে ২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক ২ মোহর করিয়া সেলামী দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্য তাঁহারদিগের অধিকারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল নয় কিন্তু অন্য ২ ভাগ্যবান ইংলণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়।

গৌড়ীয়-সমাজ

৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

সভা।— ৬ ফালগুণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার হিন্দু কালেজে এক সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয় এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল তাহার মধ্যে যাঁহারা ঐ নির্ণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং সভাতে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা লিখা যাইতেছে।

ঐ সভায় আগত ব্যক্তিরদিগের নাম। শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রামদুলাল দে ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বীরেশ্বর

মল্লিক ও শ্রীযুত রসময় দত্ত এবং আর ২ অনেক বিজ্ঞ লোক। এঁহারদিগের আগমনানন্তর প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে অদ্য এই সভার চারম্যান অর্থাৎ সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন। পরে শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর তাঁহার পুষ্টি করিলেন পরে শ্রীযুত রামকমল সেন চারম্যান অর্থাৎ প্রধানরূপে মনোনীত হইয়া ঐ সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য এই সভাতে মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে তাহার কারণ এই যে সাধারণ আমারদিগের কোন সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কি ২ ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা গিয়াছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যায়। পরে সকলেই অনুমতি করিলে শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলেন তৎশ্রবণ করিয়া ক্রমে সকলেই কহিলেন যে আমারদিগের দেশে এক সভা হইলে ভাল হয় এবং এ অতি উত্তম বিষয় বটে ইহাতে আমারদিগের সম্মতি আছে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন আমারদিগের দেশে যে পূর্ব্বাপর সভা নাই ইহার মূল কি তাহার উত্তর অনেকে অনেকপ্রকার করিলেন শ্রীযুত রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন শ্রীযুত রামদুলাল দে কহিলেন অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ কর পরে বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তর করা যাইবেক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন এ সভা স্থাপন হইলে কি সুখ হইবেক বিবেচনা কর অদ্য সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছ শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার কহিলেন সে যথার্থ এই সকল ব্যক্তির সহিত পরস্পর কাহারো এক বৎসর কাহারো ছয় মাস সাক্ষাৎ নাই শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক তাহার পোষকতা করিলেন এই প্রকার নানা কথোপকথনান্তর শ্রীযুত রামকমল সেন প্রশ্ন করিলেন যে এ সভাস্থেরদিগের মধ্যে কোনহ ব্যক্তিকে সেক্রটারি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে শ্রীযুত রামকমল সেনকে করা যাউক শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার পোষকতা করিলেন পরে সেনজী কহিলেন আমার বাঞ্ছা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইলে ভাল হয় পরে স্থির হইল উভয়ে সেক্রটারি হউন।

তৎপরে স্থির হইল যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ শুদ্ধ এক গ্রন্থ ছাপা করিয়া প্রকাশ করা যাউক ঐ গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পরে ভাবি রবিবারে বৈঠক করা ও কর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিয়মাদি স্থির করা যাইবেক।

২৯ মার্চ ১৮২৩। ১৭ চৈত্র ১২২৯

গৌড়ীয় সমাজ।— ১১ চৈত্র রবিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যে ২ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত রূপনারায়ণ ঘোষাল ও শ্রীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাধামোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত ভোলানাথ মিত্র ও শ্রীযুত বৈষ্ণনাথ দাস ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্ত ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি ও শ্রীযুত অদ্বৈতচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত মদনমোহন শীল ও শ্রীযুত শিবচরণ মল্লিক।

ইহারদিগের আগমনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে সভার অনুষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন। তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অনুমতি করিলেন; পরে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য অতএব এতদ্দেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ বদ্ধকরণার্থে অর্থ দান করুন। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ইহাঁরা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন যে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যাহারা ধনদান করিলেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে।

নাম	সকৃৎ দান	ও ত্রৈমাসিক দান
শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর	২০০	৩০
” উমানন্দন ঠাকুর	২০০	৩০
” চন্দ্রকুমার ঠাকুর	৫০০	৬০
” দ্বারিকানাথ ঠাকুর	২০০	৩০
” কাশীকান্ত ঘোষাল	২০০	১২
” গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০	১০
” ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	১০
” বিশ্বনাথ মতিলাল	১০০	৮
” গঙ্গাধর আচার্য্য	৫০	৯
” রামকমল সেন	১০০	২৫
” রাধাকান্ত দেব	২০০	৩০
” চন্দ্রশেখর মিত্র	৫০	১০
” বৈষ্ণনাথ দাস	১০০	০
” বিশ্বম্ভর পানি	৫১	০
” বিশ্বনাথ দত্ত	৫০	০
	২১৫১	২৬৪

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের অনুমতানুসারে ঐ সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন তাঁহারদিগের নাম শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক।

১৭ মে ১৮২৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ।— ২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসের বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ সভার এক সভ্য শ্রীযুত বাবু কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রন্থহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকের কএক অংশ সভ্যগণের সন্নিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন যে এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ প্রদান করিলাম। সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন।

আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর ২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্বিন ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ।— শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে ৩০ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণেরা সভা করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৫ পৌষ ১২৩০

গৌড়ীয় সমাজ। — গত ২৩ আগ্রহায়ণ বৈকালে মোং খিদিরপুরে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাসের বাটীতে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল প্রায় তাবৎ সভ্যগণ তত্রাধিষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজের উন্নতিজনক বিষয় পরামর্শ করিলেন তাহার বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনাভাব যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ঐ দিবসে সমাজের এক সভ্য অর্থাৎ অংশী হইয়াছেন।

এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।

৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১

গৌড়ীয় সমাজ।— ১৪ আষাঢ় শনিবার রাত্রিকালে শহর কলিকাতায় গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল তন্মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে অল্প দিবসের মধ্যে বেদপাঠারম্ভ হইবেক।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি

১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯

নূতন চিকিৎসক সভা।— ১ মার্চ শনিবার কতক চিকিৎসক সাহেবেরা একত্র হইয়া স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা শহরের মধ্যে এমত এক সোসয়িটী স্থাপন করা যাইবে তাহাতে শ্রীযুত ডাক্তার হের সাহেব ঐ সোসয়িটীর অধ্যক্ষ হইবেন ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার আদম সাহেব লেখক হইবেন এবং এক পুস্তকালয় করা যাইবেক ইহার অন্তঃপাতি এক ২ সাহেব ঐ বিষয়ের এক ২ মাসের খরচ দিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা

৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮

স্ত্রী শিক্ষা।— এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব ২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডবপত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং

উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমন পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক ২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কার্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যে ২ কবিতা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীবান্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্তরায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালীপাড়াগ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায়পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯

স্ত্রী শিক্ষার শেষ।—স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতি সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহ বা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাই নামে এক জন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রী গণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্য কালে পিতা

মাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামির বশীভূতা থাকিয়া তাহার সেবা ও শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে। স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই ২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।

৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯

বালিকাপাঠশালা।— কলিকাতা জুরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন ২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য ২ লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন যে তাহাতে অন্য ২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকারা ঐ পাঠশালাতে আসিয়া মিস কুকহইতে আর ২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়া শিক্ষা করানেতে মিস কুকের অধিক পরিশ্রম ও কর্ম্মের অল্পতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না।

২৭ ডিসেম্বর ১৮২৩। ১৩ পৌষ ১২৩০

পরীক্ষা।— ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেক ২ সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন তাহারা বাঙ্গালি বালিকারদের পাঠ শ্রবণ করিয়া ও শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন পরীক্ষা হইলে পর প্রত্যেক বালিকা এক ২ কাপড় ও কেহ এক টাকা ও কেহ আট আনা ও কেহ চারি আনা এই ধারানুসারে সকলে পারিতোষিক পাইয়াছে ও কতক কমলা সন্দেশ ঐ সকল বালিকারা পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়াছে। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

পরীক্ষা।— ৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা

হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল. দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৮ পৌষ ১২৩২

পরীক্ষা।—২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব ও অন্য ২ অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর রেশম দ্বারা এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক। সেই লিখিত বস্ত্র লইয়া শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব স্বয়ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া সম্ভ্রম করিলেন অপর সকলে স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

৭ জানুয়ারি ১৮২৬। ২৫ পৌষ ১২৩২

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর বালিকারদের বিদ্যাভ্যাসার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাঁহার যেরূপ মহিমাপ্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কাহার আহ্লাদ না জন্মে। ইণ্ডিয়া গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রেতে লিখিয়াছেন যে বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয় এবং তাহাতে লোকোপকারও নাই কিন্তু এইরূপ দানেতে প্রকৃত ফল দেখা যায় যেহেতুক যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের অর্থ ব্যয় করেন তাহারদের নাম ও প্রশংসা কালেতে লুপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। ঐ গেজেটে আরো লিখিয়াছেন যে রাজা বৈদ্যনাথের এই দান আদর্শ স্বরূপ হইবেক যেহেতুক এই দৃষ্টান্তে কলিকাতাস্থ অন্য ২ ভাগ্যবান মহাশয়েরা ঐরূপ কর্ম্মের কারণ অবশ্য অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

২০ মে ১৮২৬ । ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

ফিমেল স্কুল ।— কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতিসমারোহ পূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন ।

১৮ জুলাই ১৮২৭ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৪

বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের পাঠশালা ।— বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদয় বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বর্দ্ধমানস্থা বিবি পীরণ তাঁহার স্বামির পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে ঐ দেশস্থ ১২টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বন্ধ আছে এবং এই বিবির গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষারো অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য ২ স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৩৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয় । এই নূতন পাঠশালা যাহার মূল পত্তন ১৮২৬ সালের মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রায় এক্ষণে প্রস্তুত হইল এবং সকল পাঠিকাকে একত্র করিবার আশয়ে বিবি উইল্‌সন তদবধি ঐ বালিকারদিগের ঐ নিকটবর্ত্তি স্থানে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেহেতুক ঐ রিপোর্টেতে প্রস্তাব করে যে বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বর্দ্ধমানে ১৪।১৫ বর্ষ বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে। সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]

২৮ জুন ১৮২৮ । ১৬ আষাঢ় ১২৩৫

বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস ।—গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত চিপজুষ্টিস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও আর ২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা পাঠশালা যে প্রধান ২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে পাঠশালাতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্যাম বাজারের পাঠশালাতে ৩ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বর্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটা পাঠশালা বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায়

১০০ বালিকা পড়ে তদনন্তর ঐ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধানা শ্রীমতী বিবি আমহার্ষ্টকে এবং আর২ কএক জন অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইঁহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোসৈটিরা ৮০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে বিক্রয় হইয়া কতক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে ঐ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরাও ২০ ০ টাকা প্রদান করিলেন এবং কতক গুলিন হুনরি দ্রব্য ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্তু ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইঁহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া এ বহু কালের পতিতা ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

কলিকাতা মাদ্রাসা

২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১

বিদ্যাবৃদ্ধি।— ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি প্রধান ২ নগরেতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না এবং পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান্ লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানবান্ হইত না এবং অন্য ২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত না সুতরাং অসভ্যের ন্যায় থাকিত। কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে ২ লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানার্থে নানাস্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনে ২ জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থব্যয়পূর্ব্বক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দিগ্দেশহইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অর্থাৎ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে এবং মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবেরা পার্কস্ত্রিটে ৩৮ নম্বরের গ্রাণ্ডলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া বাদ্যোদ্যম করত ধারানুসারে সেখানহইতে গমন করিয়া ঐ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন করিলেন পরে ঐ সংপ্রদায়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়া যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদুপরি অর্পণ করিলেন। ঐ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সে স্থানে একত্র হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর কলেজ

২০ মার্চ ১৮১৯ । ৮ চৈত্র ১২২৫

শ্রীরামপুরের টোল ।— শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতিশাস্ত্রের এক ২ জন পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন ।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য ২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গলা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন ।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন ।

৭ আগস্ট ১৮১৯ । ২৪ শ্রাবণ ১২২৬

শ্রীরামপুরের কালেজ ।— আমরা পূর্ব্ব ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন । এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎসরকার ইস্তাহাম হইয়াছে।···সম্প্রতি পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম্ভ হইবেক । তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে যে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পৃথক্ ২ কুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইস্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করণের সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীঘ্র আরম্ভ হইবে ।

১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯

কালেজের পরীক্ষা ॥— ১ এপ্রিল মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষণার্থ আসিয়াছিলেন । কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উল্যাম কেরি সাহেব পরীক্ষা লইলেন প্রথমতো ব্যাকরণের পরীক্ষা হইল তাহাতে শ্রীকমলাকান্ত ও শ্রীতারণ চন্দ্রকে ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ও অভিধানের দুই এক প্রশ্ন করিলেন তাহারা তাহার সদুত্তর করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন এবং অন্য ২ বালকেরা ব্যাকরণের অর্দ্ধেক ও ত্র্যংশ

ও চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল। পরে জ্যোতিষের পরীক্ষা হইল তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীভবানন্দ ও শ্রীশ্রীনাথ ও শ্রীকাশীনাথ প্রভৃতি লীলাবতীর ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা সে সকল অঙ্ক করিল এবং দীপিকা ও জ্যোতিস্তত্ত্বের বাক্যার্থে শ্রীহরচন্দ্র ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকে যেমত ২ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন। এই পরীক্ষা আট ঘণ্টা বেলার সময়ে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহর সময়ে সমাপ্তা হইল এই কালেজে কোন বালক ৩ বৎসর কেহ ২ বৎসর কেহ দেড় বৎসর কেহবা ১ বৎসর পাঠ আরম্ভ করিয়াছে।

এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের ছাত্রেরদিগকে খগোলীয় বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে দেখাইবার কারণ এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নির্ম্মাণ হইবে। এই কর্ম্মের নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীযুত জন মেক সাহেব নানাবিধ যন্ত্র সমেত ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়াছেন।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

শ্রীরামপুরের কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়॥— এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান্ লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কালেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে ২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কালেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কালেজে ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কালেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোল বিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পুর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তর কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

ইস্তাহার।— সকল লোককে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে এই শীতকালে শ্রীরামপুরের কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ উপদেশ দিবেন এই প্রকারে দশ সপ্তাহে দশ উপদেশ দিবেন। এই কর্ম্ম করিবার কারণ আসিয়াটিক সোসয়িটি কলিকাতার আপন বাটী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই বাটীতে প্রথম পাঠ ২৪ দিসেম্বর আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইবেক শ্রীরামপুরের কালেজে যে সকল যন্ত্র আছে সেই২ যন্ত্রদ্বারা কিমিয়া বিদ্যার প্রত্যেক প্রমাণ দিবেন। যে সকল লোক সেখানে যাইয়া দশ উপদেশ শুনিতে বাসনা করেন তাঁহার চল্লিশ টাকা লাগিবেক এবং যে কোন সাহেব বিবি সহিত যাইতে

বাসনা করেন তিনি ষাটি টাকা দিবেন। প্রত্যেক উপদেশ শ্রবণের কারণ ছয় টাকা লাগিবেক বিবী সাহেব উভয়ে গেলে আট টাকা লাগিবেক।

কাশী সংস্কৃত কলেজ

৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈত্র ১২২৭

কালেজ।— মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীযুত দনকিন্ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার ব্যয় প্রতিবৎসর বিশ হাজার টাকা বরাওর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে। সে কালেজে পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪। বেদান্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্যায় ১। ও বৈদ্যক ১। ও স্মৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই। গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়। প্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়া অধ্যয়ন করে ও এতদ্ভিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। এইরূপ ছাত্র দিনে২ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে তৈলঙ্গাবধি উত্তরে নেপাল পর্য্যন্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক ইস্তক দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়ন করিতে আইসে। যখন বালকেরা আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাকরণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারম্ভ করান যায় এবং তাহার ব্যবস্থা এই যে আরম্ভাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবেক ইহার অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎসরে চারিবার ক্ষুদ্র২ পরীক্ষা হইবেক এবং বৎসরে একবার প্রধান পরীক্ষা হইবেক। সেই প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুক্ত ব্রুক সাহেবের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে কোম্পানীর পলটনীয় সাহেব লোক ও জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক। ও বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক সংপ্রদায়ের ক্রমে২ দুই২ ছাত্রে বিচার হইল অধ্যাপকেরা মধ্যস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাঁচ সংপ্রদায়ের পরীক্ষা হইলে শ্রীযুত কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নানা রূপে জ্ঞানবান্ তিনি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সকলকে সাধুবাদ করিলেন ও উপযুক্ত মত পারিতোষিক দিলেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

চতুষ্পাটী॥—মোকাম বারানসের শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের স্থাপিত চতুষ্পাটীর দ্বিতীয় পরীক্ষা শ্রীযুত বুরুক সাহেবের বাটীতে ২২ দিসেম্বরে হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান্ লোক একত্র হইয়াছিলেন। এ চতুষ্পাটীর সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছে যেহেতুক গত বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাশী জন অধ্যয়ন করিতেছে এবং এই চতুষ্পাটীর রক্ষণার্থে তদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরা অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এবং এই পরীক্ষার সময়ে ৪৩৭৮ চারি হাজার তিন শত আটহত্তরি টাকা দিয়াছেন। পরীক্ষার

পরে এক মোহর দুই মোহর তিন মোহর করিয়া ছাত্রেরদিগকে পারিতোষিক হাজার টাকা দিয়াছেন। এখন চতুষ্পাটীতে ১১২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।

চতুষ্পাটীর ব্যয়ের কারণ এই২ লোকে টাকা দিয়াছেন

আসামী	...	... সনাত টাকা
বারানসের মহারাজ শ্রীযুত উদিন নারায়ণ	...	১০১০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ সিংহ	...	৫০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী	...	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র	..	২০০
শ্রীযুত বাবু মুকুন্দলাল	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ	...	২০০
শ্রীযুত বাবু আলাবক সিংহ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু জানকীপ্রসাদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু হরকচাঁদ	...	১০০
শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবন দাস	...	১০০
শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর রায়	...	১০০
শ্রীযুত বাবু নারায়ণ নায়ক পিণ্ডড়ি	...	২০০
তঞ্জাবুরের রাজার গুরু	...	১৪০
শ্রীযুত নায়ক সিংহ	...	২৬
মহাজন লোক	...	৭১২
		৪৩৭৮

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯

নূতন কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়॥— শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ধন ও মনোযোগের আনুকূল্যে মোং কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব বিদ্যালয় হইবে সেখানে ব্যাকরণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবেক। তাহাতে কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা ২১ আগষ্টে বোর্ডরিবন্থুর এক প্রধান সাহেবকে ও এতদ্দেশীয় রীতিবর্ত্ম বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ভাবি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে

তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভবিষ্যদ্বিদ্যালয়ে কি কি বিদ্যা শিক্ষা হইবেক ও কত অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন ও বিদ্যার্থিরদের ব্যয়ের কারণ কি রীতিতে ধন দেওয়া যাইবেক ও পুস্তক ক্রয়ার্থে কত টাকা ও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করণার্থ কত টাকা দিতে হইবেক এবং বিদ্যার্থিরা কি রীতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে ও তাহারদের বিদ্যার পরীক্ষা কিরূপে হইবে। এবং কোন স্থানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ও তাহাতে কত ব্যয় এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়া লিখহ।

ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদের এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্ত্যনন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের যে পাণ্ডুলেখ করিয়া তাহারদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ঐ বিদ্যালয়ে কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরা অধ্যয়নযোগ্য তন্মধ্যেও দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্ক যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য হইবেক এবং যাহার পূর্ব্বে কৌমুদী ও কলাপ ও সারস্বত ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য এবং যে২ বালক পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা প্রথমতো মনোরমা ও শব্দেন্দুশেখর দ্বিতীয় কাশী মিথিলাদি দেশ চলিত স্মৃতি তৃতীয় গৌড় দেশ প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র চতুর্থ তর্ক পঞ্চম অলঙ্কার ও জ্যোতিষ ষষ্ঠ পুরাণ সপ্তম সাংখ্য অষ্টম বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন হইবেক।

শিক্ষক অধ্যাপক ও তাঁহারা যে বেতন পাইবেন তাহার বিস্তারিত।

এক কবি ও আলঙ্কারিক ও এক অঙ্ক পণ্ডিত ও এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্মার্ত্ত ও এক তার্কিক ও এক জ্যোতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক ও এক সাংখ্যবেত্তা ও এক বৈদান্তিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ। ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা। পুস্তকরক্ষক এক জনের বেতন ৬০ টাকা। লিখিত গ্রন্থ শোধক দুই জনের ৮০ টাকা। এক মুহুরির ও এক লেখকের ৪০ টাকা। এক দরবান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা। আর গ্রন্থক্রয়ার্থ প্রতিমাসে এক শত টাকা এবং প্রথমতো গ্রন্থ ক্রয়ার্থে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবেক ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান মোং বহু বাজারে নূতন রাস্থার নিকট স্থির হইয়াছে সেখানে ঘর প্রস্তুত হওয়াতে ব্যয় ষাটি হাজার টাকা এইরূপ নির্দ্ধারিত বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবেরা কৌঁসিলে লিখিয়াছেন। এবং এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে দ্বাদশ বৎসরবয়স্কাবধি অষ্টাদশ বৎসরবয়: পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবালক গ্রাহ্য হইবেক এবং দর্শন অধ্যয়ন করাইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কাবধি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী গ্রাহ্য হইবেক।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালা।— শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর নিকট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে গৃহ যত দিবস প্রস্তুত না হয় তাবৎ কাল মোং বহুবাজারের চৌরাস্থার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটীতে পাঠ হইবেক শুনা যাইতেছে ঐ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন ঐ সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ পাঁচ টাকা মাসিক পাইবেন তাঁহারা স্ব২ মনোনীত স্থানে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ঐ পাঠশালার কর্ম্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া বিজ্ঞতম শ্রীযুত ডাং উইল্‌সন্ সাহেব ও শ্রীযুত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবেরা তাঁহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুনা গেল গ্রন্থ পাঠ ও পাঠের সময় এতদ্দেশের রীত্যনুসারে হইবেক ইতি।

১০ জানুয়ারি ১৮২৪। ২৭ পৌষ ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালা।— ১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ : জানুআরি ১৮২৪ সাল মোং বহুবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারম্ভ হইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে২ শাস্ত্র পাঠ হইবেক তাহা লিখা যাইতেছে

ন্যায়	শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি।
স্মৃতি	শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।
অলঙ্কার	শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।
কাব্য	শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।
ব্যাকরণ	১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ।
	২শ্রীযুত রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন।
	৩শ্রীযুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

এই কএক শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন না কিন্তু নিরূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিক পাইতে পারিবেন।

পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহ২ দুই প্রহরে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পড়াইবেন আর ২ নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃতকালেজ।— এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সংপ্রতি যে যে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতনভুক ছাত্র।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্র			১৬
কৌমুদী	ঐ	ঐ	৬
কাব্য		ঐ	১১
অলঙ্কার		ঐ	৫
স্মৃতি		ঐ	৬
ন্যায়		ঐ	৬
			৫০

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভুক হইয়াছেন তদন্য ৩০ জন আসিয়া ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিত বেতনভুক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে তত্তৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নানা শাস্ত্রের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একটা ছাপাখানা হইবেক।

পঠনের নিয়মকাল। দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ও ছাত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাবৎ বন্দোবস্ত হইবেক।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃত পাঠশালার নিয়ম।— শ্রীযুক্ত কোম্পানির পাঠশালার বিদ্যার্থিরদের পঠনের নিমিত্ত এই সকল নিয়ম হইয়াছে।

প্রথম। যে কোন বিদ্যার্থী পাঠশালাতে পড়িবার ইচ্ছা করিবেন তিনি বার বৎসর বয়সহইতে আঠার বৎসর বয়সপর্য্যন্ত ব্যাকরণের পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িবার আজ্ঞা পাইবেন।

দ্বিতীয়। তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যদি অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করেন তবে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে তিনি নিযুক্ত হইবেন যদি পরীক্ষা দিতে না পারেন তবে তিনি পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

তৃতীয়। শ্রীযুক্ত কোম্পানির বিদ্যার্থিরদিগের এবং বাহ্য বিদ্যার্থিরদিগের পরীক্ষা প্রতি বৎসর হইবেক।

চতুর্থ। নূতন ও প্রাচীন বিদ্যার্থিরা প্রথম পাঠের দিনহইতে দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাইবেন।

পঞ্চম। যে বিদ্যার্থী অধিক পড়িয়া পরীক্ষা সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিবেন তিনি যদি কোম্পানির বিদ্যার্থী হন তবে প্রতি মাসে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা এবং তদ্ভিন্ন পারিতোষিক পাইবেন অন্য বিদ্যার্থিরা পারিতোষিক মাত্র পাইবেন।

ষষ্ঠ। যে বিদ্যার্থী তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন সেই সময়ে তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিবেন আর সেই সময়ে সেক্রটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসা পত্র ঐ বিদ্যার্থিকে দিবেন।

সপ্তম। যে বিদ্যার্থী প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে না আসিবেন কিম্বা পণ্ডিতেরদিগের অনাদর করিবেন তিনি তৎক্ষণে পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

অষ্টম। বিদ্যার্থির শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন আপনার ইচ্ছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।

নবম। বিদ্যার্থিরা যদি কিছু নিবেদন করিতে চাহেন তবে পণ্ডিতকে জানাইয়া করিবেন।

দশম। যে বিদ্যার্থী দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠশালাহইতে বাহির যাইবেন তিনি সেই সময়ে সেই শাস্ত্রের পণ্ডিত নামাঙ্কিত সংস্কৃতাক্ষর লিখিত এক প্রশংসাপত্র আর ইংরেজী অক্ষরে লিখিত সেক্রটরি সাহেবের হস্তাক্ষরাঙ্কিত এক প্রশংসা পত্র পাইবেন।

একাদশ। সকল বিদ্যার্থী আপন২ অধ্যাপকের নিকটে পড়িবেন অন্য পণ্ডিতের নিকটে পড়িবার নিমিত্ত কখনো যাইবেন না।

দ্বাদশ। যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ও পাঠশালাস্থ আর ২ ভৃত্যবর্গেরা সকলেই সেক্রটরি সাহেবের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

ত্রয়োদশ। বিদ্যার্থিরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া তাহার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত কাব্যালঙ্কার ও আর ২ শাস্ত্র পড়িয়া তাহার পর এক বৎসরপর্য্যন্ত জ্যোতিষ পড়িয়া সপ্তম বৎসরে আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন।

তারিখ ১ জানুআরি মার্গশীর্ষস্যামাবাস্যায়াম্।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।--২৫ ফেব্রুআরি বুধবার বৈকালে সংস্কৃত কালেজনামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্তু প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। শুনিলাম যে ইহাতে ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে ২ যে সংপ্রদায় আছেন তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব ২ বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে সমারোহপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

সংস্কৃত কালেজ।—···এ কালেজে যে প্রকার পাঠ হইয়াছে এইরূপ প্রায় অস্মদাদির দৃষ্টি শ্রুতি গোচর হয় নাই অন্য ২ স্থানে দুই বৎসর অধ্যয়নে যাহা হইয়া থাকে তাহা এ স্থানে এক বৎসরে হইয়াছে যেহেতুক এ স্থানে অস্বাধ্যায় ও উৎসব দিন ভিন্ন পাঠ বাদ নাই এবং অধ্যাপক মহাশয়েরদিগের বিশেষ মনোযোগ বুঝা যাইতেছে। যদি এ প্রকার অধ্যয়ন ঐ পাঠশালাতে হয় তবে ছাত্রেরা দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক।

এক্ষণে এ পাঠশালায় ১২৫ এক শত পঁচিশ জন ছাত্র আছে…।

সংপ্রতি শ্রীযুত হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন মুগ্ধবোধের তৃতীয় অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২২ অক্টোবর ১৮২৫। ৭ কার্ত্তিক ১২৩২

সহগমন ॥— কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ঞিহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ॥ —শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।

আর কুমারহট্টনিবাসি শ্রীযুত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ঐ কালেজের বৈয়াকরণ অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ঐ কর্ম্ম ৺কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের ছিল।

শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—সং চং [সমাচার চন্দ্রিকা]।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

সংস্কৃত কালেজ ॥ —১ ফেব্রুআরি বুধবার দিবা দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকাতার বহুবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।…পারিতোষিক দেওয়া গেলে পর শ্রীযুত উইলসন সাহেব সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিতেরদের ও ছাত্রেরদের প্রশংসা করিলেন। · শুনা যাইতেছে যে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়া অল্প দিবস পরে পটল ডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর তীরে নূতন ঘরে যাইবেক।

১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২

বিদ্যালয়। —শ্রীযুত কোম্পানীর পাটশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ঘরে আগামি বৈশাখ মাসের মধ্যে সংস্কৃত পাটশালা ও হিন্দুকালেজ

উঠিয়া যাইবেক তদ্বিষয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্যে বন্দোবস্ত হইবেক তাহা অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

··এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ··ঐ [পটলডাঙ্গার] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃত পাঠশালার কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্তপণ্ডিত ১৮ বৈশাখ শনিবার লোকান্তরগত হইবাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যুগাধ্যান মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃ-শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি যে বৈদ্য শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। সং চং।

২৮ জুলাই ১৮২৭ । ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪

পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিয়োগ। –শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আষাঢ় কালেজের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছেন।

গুজ্জরাটদেশীয় শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারাধ্যাপক অর্থাৎ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং।

২৭ মার্চ ১৮৩০ । ১৫ চৈত্র ১২৩৬

অদ্যকার চন্দ্রিকায় সংস্কৃত কালেজ বিষয়ে এক পত্র প্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্য যাহা তাহা লিখি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাঁহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্ম্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দুকালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধীইত্যাদি প্রায় বিষয়িলোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোন মুৎসদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসদ্দি তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরী করিতে চাহ ইত্যাদি কথায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিবেন অতএব সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক যদ্যপি সাহেবলোকের এতদ্দেশীয় লোককে উভয় ভাষায় পারগ করাইতে বাঞ্ছা হয় তবে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত

কালেজে যে সকল বৈদ্যছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক [সমাচার চন্দ্রিকা]

হিন্দুকেলেজ

২৯ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৮ মাঘ ১২৩১

ইংরাজী বিদ্যার পরীক্ষা।—১১ মাঘ শনিবার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের ইংরাজী বিদ্যার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

ঐ পরীক্ষাকালীন কালেজের প্রিসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ শ্রীযুত আই ই হারিন্টন সাহেব ও শ্রীযুত ডাং উইলসন সাহেবপ্রভৃতি অনেক মর্য্যাদান্বিত ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবলোক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকারপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক উপস্থিত ছিলেন। এঁহারদিগের সম্মুখে শ্রীযুত জেনেরাল সেক্রিটারি সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা হইল। আর্থগ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্ট্রোনামক খগোল বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সকল পাঠ করিতে এবং তাহার যথার্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে যে বালক যেমত পারক হইল তাহাকে তদনুরূপ পারিতোষিক পুস্তক শ্রীযুত হারিংটন সাহেব দিলেন।

ঐ পরীক্ষা সময়ে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার উপকারার্থে ২০০০০ বিংশতি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন ঐ টাকা তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিবেচনা পুরঃসর ব্যয় করিবেন।

সংপ্রতি এই বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ের লভ্য অতিসংক্ষেপ বোধ হইতেছে যেহেতুক বিদ্যাশিক্ষোপযোগি দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল এক্ষণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কৃপা ও সৌজন্য ও দাতৃত্বপ্রযুক্ত তাহার আর অভাব হইবেক না ইহাতে অস্মদাদির বোধ হয় যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের সন্তানেরদের গুণ সমূহ হইতে পারে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচার পত্রহইতে নীত)।

১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

হিন্দুকালেজ।—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।...

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় পূর্ব্বে যে পড়ুয়াদ্বারা পড়ান ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে এ কালেজ

ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন অর্থাৎ প্রায় সকলের ইচ্ছা হইবেক যে ঐ পাঠশালায় আপন ২ বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান আর যেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক। সং চং।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ । ২২ মাঘ ১২৩৩

হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা। -২৭ জানুআরি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল এবং যাহাকে ২ পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ।

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩১০ জন ও তাহারদিগের ইংরাজী শিক্ষক সাহেবেরা ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন ২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া শ্রেণীক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিয়া শ্রেণীক্রমে দশ ঘণ্টার পরে স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবুরা ও সাহেবেরা উপনীত হইলেন। সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিণ্টন সাহেব আইলে রীতিক্রমে ২ সকলে বসিলেন ইহাতে শ্রীযুত বেলী সাহেব ও লসিংটন সাহেব ও শ্রীশ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত কেরি সাহেব প্রভৃতি এবং শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরপ্রভৃতি অনেক প্রধান লোক ছিলেন পরে ১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা যাহারা অন্য ২ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল ও উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা খাতা ২ আসিয়া শব্দশাস্ত্র অঙ্কশাস্ত্র খগোল ভূগোল ও অন্য ২ দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়াছিল পরে তাহারদিগকে কালেজের মোহর অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের নানাবিধ পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া গেল ইহার শেষ বৃত্তান্ত আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।—সং চং।

২৬ জানুয়ারি ১৮২৮ । ১৪ মাঘ ১২৩৪

হিন্দু কালেজ।—দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা একত্র হইল পরে শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীমতী ও শ্রীযুত বেলী সাহেব ও অন্য ২ ভাগ্যবান সাহেবলোকেরা ও মেমলোকেরাও তথাতে আগমন করিলেন। যদ্যপি ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত উইলসন সাহেব মনোযোগপূর্ব্বক তাহারদের পরীক্ষা লইয়া তাহারদের পটুতা অপটুতার বিশেষ অবগত হইয়াছিলেন তথাপি ঐ ঘরে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ বালকেরদিগকে ভূগোল ও অন্য ২ প্রকার প্রাচীন ইতিহাসের কতক জিজ্ঞাসা করা গেল এবং তাহারা এমত উত্তমরূপে তাহার উত্তর দিল যে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তেতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাশের বালকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

বড় সাহেবের চৌকির পশ্চাদ্দিগে এক মেজের উপর পাঁচ ক্লাশের বালকেরা যে নানাপ্রকার লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্কৌশল করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা ইংরাজি ভাষা এমত উত্তমরূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।

এই ইস্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলেরদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদির ভাষা নয় এবং সাক্ষিরদের ভাষাও নয়। আমারদের বিবেচনায় এই হয় যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্ব্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালি লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু সে বাধা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার হিন্দু কালেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য ২ ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহারদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত। কলিকাতাস্থ লোকেরদের উচিত যে তাঁহারা এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজি চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহপূর্ব্বক আপনারদের বালকেরদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজ।—গত বুধবারে কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্তে একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য ২ ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন বেলা ১১ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সেই সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল প্রথম ক্লাশের ছাত্রেরদের পারিতোষিক শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তে প্রদান করিলেন শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল।

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীগৌরচাঁদ দে। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু। শ্রীরামতনু লাহড়ি। শ্রীদিগম্বর মিত্র। শ্রীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামগোপাল ঘোষ। শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ। শ্রীশিবচন্দ্র দে। শ্রীরাধানাথ শিকদার। শ্রীরসিকচন্দ্র মুখুয্যা। শ্রীহরিহর মুখুয্যা। শ্রীতারক-

নাথ ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীপ্যারিমোহন সেন। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীহরচরণ ঘোষ। শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীগোপাল মুখুয্যা। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

সেই পরীক্ষার নির্ব্বাহ উত্তমরূপে হইল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার সন্তোষ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদিগকে অবগত করাইয়াছেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬

হিন্দু কালেজ। -গত বুধবার বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে শ্রীশ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও শ্রীমতী অনরবল লেডি গ্রে ও শ্রীমতী আনরবল বিবি বেলি ও শ্রীযুত সর এড্‌ওর্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি সেক্সপিয়র সাহেব ও অন্য ২ বিবিসাহেব ও সাহেবলোকেরদের সমক্ষে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর শ্রীযুত অনরবল বেলি সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সমক্ষে মেজের উপরে ছাত্রেরদেরকর্তৃক লিখিত ছবি ও লিখিতাক্ষরের আদর্শ রাখা গেল তদ্দৃষ্টে কালেজের ঐ যুবাচ্ছাত্রেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হইল।

অপর সিক্সিপিয়রনামক ইংগ্লণ্ডীয় একজন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ কতিপয় যুবাচ্ছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল। কিন্তু বোধ হইল যে হরিহর মুখোপাধ্যায়নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষরূপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

স্কুল ফর্ নেটিব ডক্টর্স

৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯

চিকিৎসা॥ —শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পল্টনের মধ্যে সর্ব্বদা এক ২ জন বাঙ্গালি জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু তেমন চিকিৎসকের অভাবপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে শহর কলিকাতায় এক পাঠশালা স্থাপিতা হয় এবং ঐ পাঠশালাতে এক জন বিজ্ঞ ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের অধীন বিশ জন হিন্দু কিম্বা মুসলমান বিদ্যার্থী থাকিবে। যাহারা এই পাঠশালায় নিযুক্ত হইবেক তাহারা পারসিয়ান কিম্বা নাগরি অক্ষর ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা ভালমত জানিবে এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সের অধিক আটার বৎসর বয়েসের কম নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহারা ঐ সাহেবের অধীন থাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। ইহারা যখন পাঠশালায় নিযুক্ত হইবে সেই অবধি করিয়া পোনের বৎসর-পর্য্যন্ত তাহারা শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে কিন্তু ঐ কালের মধ্যে এই কর্ম্ম স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিবে না। পোনর বৎসরের পরে যদি যুদ্ধাদি উপস্থিত না থাকে তবে বাসনামত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে। বিদ্যার্থীরা এক্ষণে আট টাকা করিয়া মাস ২ খোরাকী পাইবে কিন্তু কর্ম্মোপযুক্ত হইলে কোন জিলাতে কিম্বা পল্টনেতে কর্ম্ম পাইবে তখন ইহারদের মাহিয়ানা স্থির থাকিবার

সময় কুড়ি টাকা ও পল্টন কুচের সময় পঁচিশ টাকা হইবে। যদি তাহারদের ব্যবহার ভাল হয় তবে সাত বৎসর অন্তরে পাঁচ ২ টাকা করিয়া মাহিয়ানা অধিক পাইবে। এই কারণ শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেব আট শত টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইলেন এবং ষাটি টাকা দরমাহাতে এক জন মুন্সী নিযুক্ত হইবে ও এক জন কেরাণী ত্রিশ টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইবে ও পাঁচ টাকা মাহিয়ানাতে এক জন পেয়াদা নিযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যে খরচখরচা লাগিবে তাহা কোম্পানি বাহাদুর বিবেচনাপূর্ব্বক দিবেন। এই সকল বিদ্যার্থীরা শ্রীযুত ডাক্তর জিমিসন সাহেবের অধীন থাকিবে বটে কিন্তু ইহারা কোম্পানির চিকিৎসালয়ে ও রাজ চিকিৎসালয়ে ও দরিদ্রেরদের কারণ চান্দনিচকের চিকিৎসালয়ে ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তরখানায় কর্ম্ম শিক্ষা করিবেক। ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ম্মাণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক। ইহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দোষ হইলে পল্টনের সিফাহিরদের ধারামত তাহার বিচার হইবেক।

লা মার্ত্তিনিয়ের কলেজ

৪ এপ্রিল ১৮২৯। ২৩ চৈত্র ১২৩৫

জেনরল মার্টিন। —৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিননামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলীন্য ছিল না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে ২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশির বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর ন্যায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানা প্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন ২ উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যে স্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীত্যনুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐর্লণ্ডদেশস্থ এক ব্যক্তি কহিয়াছে যে যত লোক আস্তবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংলণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।

১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫

চতুষ্পাঠীস্থাপন নিমিত্তে ধন দান॥— প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল জেনরল মার্টিননামক ধনবান অথচ দয়াশীল এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের বালকের বিদ্যা শিক্ষার্থে কতক ধন দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম এপর্য্যন্ত সংপূর্ণ হয় নাই তদনন্তর শুনা গেল যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন আপিসর কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন জন্যে অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপে ৯১২৩৯০ পণ অর্থাৎ ১১১৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়। আরো শুনা গিয়াছে যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। অতএব অন্য ২ বিষয়াপেক্ষা এমত সব বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাতে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণে থাকে। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত)

১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫

কলিকাতায় নূতন পাঠশালাস্থাপন।...এই সপ্তাহে আমরা শুনিতেছি যে তাহার। জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের। নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সংপ্রতি স্থাপিত হইবে।

গত ১২ মার্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা তাহা আপনারদের ডিক্রীক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর হাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহগ্রন্থনের বরাওর্দ্দ করিবেন সেই গৃহপ্রভৃতি ১৮৩০ সালের দিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কালের পর জেনরল মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

বিশপ্স্ কলেজ

১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নূতন কালেজ।— কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ ষাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

২৫ ডিসেম্বর ১৮২০। ১০ পৌষ ১২২৭

নূতন কালেজ।— শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব মোং কলিকাতার পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও

শ্রীযুত জে ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও শ্রীযুত জে আদম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযুত অডনী সাহেব ও তাহার পত্নী ও আর ২ ভাগাবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদেশক সাহেব এই সকল লোক একত্র হইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব যে ২ লোক এই কালেজের অন্তঃপাতী হইবেন তাহারদের কারণ শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে এক পিত্তলের পত্রে সন ও তারিখ ও রাজ্যের নাম ও আর ২ বিষয় সকল খুদিয়া এক প্রস্তরের নীচে প্রথম ইষ্টক পুঁতিলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২

বিসোপ সাহেবের কালেজ॥— শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের কালেজের কতক ইমারত বাকী আছে তাহাতে গত রবিবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব কলিকাতার প্রধান গ্রিজাঘরে গ্রিজা করিয়া শ্রোতারদের সাক্ষাৎ ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চারি সহস্র মুদ্রা সহি হইল।

শিক্ষা-বিস্তারে বাঙালীর দান

১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ মহাশয় বিদ্যাবিষয়ে দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে রাজপ্রসাদে পারিতোষিকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

দান।— গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা মহারাজ সুখময়ের পুত্রদ্বয় শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর উভয়ে বিদ্যাসম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে ও লোকেরদের উপকারার্থে যে ২ সম্প্রদায় হইয়াছে সেই সকল সম্প্রদায়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবকে এক লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতা হইতে কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে আড্ডায় ২ যেমন এক ২ ঘর হইয়াছে তদ্রূপ কাশী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত আড্ডায় ২ এক ২ ঘর ঐ টাকাতে হইবেক।

ঐ সমাচার পত্রদ্বারা রাজা বাহাদুরেরদের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও তাহাতে সম্মত আছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন ইংরাজ নাই যে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন।

৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩

শ্রীশ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট…অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যে ২ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে তদ্বিষয়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় তিন জন ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অর্থ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারদের প্রশংসা করিলেন ঐ ভাগ্যবান

লোকেরদের নাম এই ২ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ৫০০০০ শ্রীযুত বাবু নরসিংহচন্দ্র রায় ৪৬০০০ ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ১০০০০ সর্ব্বসুদ্ধা ১০৬০০০ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা।

বিদ্যালয়

২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬

শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা।— মোং কাশীতে শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে ইহাতে অনেক নির্ধন বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হইতেছে।

১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬

বিদ্যাদান।— বর্দ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোন ২ গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্মায় যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশ ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাধনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

বর্দ্ধমানের কালেজ।— ১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিরু বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্মা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন।

২৯ ডিসেম্বর ১৮২১। ১৬ পৌষ ১২২৮

ইস্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা।— মোকাম কলিকাতাতে যেখানে ২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে ২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসরহইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায়। তাহাতে ২১ দিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত দ্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন

যে আমি এই স্কুলে পাঁচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎপরামর্শ তাহারা দিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ৯ ফাল্গুন ১২৩১

নূতন সোসৈয়িটী।— ইউরোপীয় লোকেরদেরহইতে এতদ্দেশীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত লোকেরা পূর্ব্বাবধি কেরাণীগিরি প্রভৃতি লেখাপড়ার কর্ম্মে প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু দিনে ২ তাহারদের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে তৎকর্ম্মে তাহারদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ হইতেছে পরে আরো হইবেক যেহেতুক লোকবৃদ্ধ্যনুসারে কর্ম্ম বৃদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ লোকেরা এই বিবেচনা করিয়া তাহারদের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার্থে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইলে তাহারদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তৎকর্ম্মের অল্পতা নাই এবং তাহাতে অনায়াসে তাহারদের প্রতিপালন হইতে পারিবেক। এই বিষয় বিবেচনা করিবার কারণ গত বুধবার কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং প্রথম দিবসেতেই ৯৫১৫ টাকা চান্দা হইয়াছে। শ্রীযুত হারিন্টন সাহেব ঐ সভাতে প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৫ অক্টোবর ১৮২৮। ১০ কার্ত্তিক ১২৩৫

ভবানীপুরের ইস্কুল।—মোং ভবানীপুরে একটা ইংরাজি ইস্কুল অর্থাৎ পাঠশালা আছে এই পাঠশালার ছাত্রদিগের পাঠের পরীক্ষালওনহেতুক কএক জন সাহেব গমন করিয়া তাহারদিগকে কএক বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বিলক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এই পাঠশালাতে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ছাত্র পাঠ করে ইহারা সকলেই ইংরাজি পড়ে এবং এই পাঠশালার তাবৎ খরচ পত্র এক ব্যক্তি মহৎ বাঙ্গালি করেন তাঁহার নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু ইহার এ মহৎ কর্ম্মে সকলেই প্রশংসা করিবেন। ইহা প্রকাশের পরে ইনডিআ গেজেট-সম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে এতদ্দেশের ধনাঢ্য লোকেরা এরূপ উত্তম কর্ম্ম না করিয়া সতত নাচ ও রাগ রঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করেন কিন্তু সে ব্যয়ের নাম যখনকার তখনি থাকে কিন্তু এরূপ উত্তম ও পরোপকারক কর্ম্মে ব্যয় করিলে তাঁহার নাম চিরস্মরণে থাকে।

ঐ সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা মান্য বটে কিন্তু আমরা জ্ঞাত আছি যে এতদ্দেশীয় বড় মানুষ মহাশয়েরা যেমত নাচপ্রভৃতি আমোদে ব্যয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ ইহারা বিদ্যাভ্যাসপ্রভৃতি আর ২ নানা উত্তম কর্ম্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে। সং চং

৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫

ভবানীপুরের স্কুল।—গত সপ্তাহে ভবানীপুরের স্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল সেই ভবানীপুরের স্কুল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বসুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা প্রাচীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও

ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিল তাহার পর তাহারা নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং যে ২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা হইল সেই ২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল।

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র ঐ জগমোহন বসু ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন ইহাতে তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসা গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে যে অল্প প্রশংসা করি তাহাতে ঐ জগমোহন বসু বিরক্ত হইবেন না। ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের যে মূল্য থাকে তদ্বিষয়ে আমরা স্তুতি কি অবজ্ঞা করিব না কিন্তু আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল জাতির মধ্যে ইহার অতিসুখ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্যা প্রদানের বিষয়ে অল্প লোকের মন ছিল সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া কি শ্রাদ্ধকরণেতে যেরূপ সুখ্যাতি পাওয়া যায় তাদৃশ সুখ্যাতি অদ্যপর্য্যন্ত এ দেশের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না। এতন্নিমিত্তে যাঁহারা সুখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন তাঁহারদিগের স্তব জ্ঞাপন করা সম্বাদপত্রের দ্বারা অত্যুচিত।

গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবে কিন্তু আমরা ইহা কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতদ্দেশীয় কর্ত্তা সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্তুষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা দিন ২ এ দেশে অধিকরূপে প্রচার হয়।

চতুষ্পাঠী

২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭

নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাটী।— শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার চতুষ্পাটীতে শিষ্যেরা আপন ২ পাঠক্ষতিপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি তাহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন করিতে বাসনা হয় তাঁহাকে ঐ চতুষ্পাটীতে বসাও কিম্বা তাহার নিজ চতুষ্পাটীতে তোমরা গিয়া নির্ভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া ঐ চতুষ্পাটীতে বসাইয়া পাঠ

স্বীকার কর তাহাতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমত বাসনা আমিও সেই মত করিব। ইহাতে শিষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় এক দণ্ডী গোস্বামিকে আনাইয়া বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাটীতে তাহাকে বসাইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেক ২ অধ্যাপক আছেন তাহারা থাকিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপনা করিলে তাঁহারদের মান হানি হয় এবং বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পুত্রেরা অকৃতবিদ্য ও অপ্রাপ্ত ব্যবহার আছেন তাঁহারা যাবৎ পর্য্যন্ত উপযুক্ত না হন তাবৎ এই রূপ চলিবেক।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

চতুষ্পাটী।—মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীযুত হরচন্দ্র তর্কভূষণ চতুষ্পাটী করিয়া গত ২৮ ফাল্গুণ রবিবারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন তাহার সম্পন্নকর্ত্তা শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব তাবদ্বিষয়ের আনুকূল্য করিতেছেন ঐ দিবস তাবৎ স্বদলস্থ অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া ঐ চতুষ্পাটীতে সকলে আগমনপূর্ব্বক উত্তমরূপ আহারাদি করিলে পরে নানাশাস্ত্রের বিচার হইল তাহাতে ঐ তর্কভূষণ উপযুক্তমত সদুত্তর করিলেন ইহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিলেন পরে অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।

৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০

সভা।—১৪ পৌষ রবিবার বৈকালে শ্যামবাজারে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজর বাটীতে বেদাধ্যাপনা নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ অনেক পণ্ডিত ও ধনি গুণি বিশিষ্ট লোক গিয়াছিলেন এ দেশে বেদের চতুষ্পাঠী করা সকলের মত হইল এবং অনেকে তাহার ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিয়াছেন···।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

পরমার্থচর্চ্চালয়।—আমরা শুনিলাম খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত কিশোরীমোহন গোস্বামী এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিবেন তাহার নাম পরমার্থচর্চ্চালয় স্থির করিয়াছেন সেই আলয়ে বেদ পুরাণোপপুরাণ তন্ত্র ও গোস্বামিরদিগের সংগৃহীত হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন হইবেক উক্ত শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মাসিক পারিতোষিক এবং ছাত্রদিগের আহারাদি গোস্বামী নিজহইতে দিবেন শুনা গেল পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রের ন্যূন থাকিবেক না পণ্ডিতের এবং ছাত্রেরদিগের গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিমাসে দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক ইহার ন্যূন কোন মতেই হইতে পারিবেক না বরঞ্চ অধিক বোধ হয় যাহা হউক এ সম্বাদে আমরা চমৎকৃত হইলাম যেহেতু গোস্বামিজীউর ভিক্ষোপজীবিকা কি প্রকারে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে পারি না মনে করি ধনি শিষ্যাদি দ্বারা ইহার উপায়ান্তর স্থির করিয়া থাকিবেন যাহা হউক এই উত্তম কর্ম্মে তেঁহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা নির্বিঘ্নে চিরস্থায়ি থাকুক এজন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই শুভসম্বাদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন। সং চং

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

·· হরিনাভিনিবাসি শ্রীযুত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য খ্যাত অধ্যাপক এই মহানগর কলিকাতার আড়পুলিতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহু দিবসাবধি অধ্যাপনা করিতেছেন·· ।

সেকালের পণ্ডিত

২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৩ ভাদ্র ১২২৫

মরণ।— নবদ্বীপের রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রেতে অতি খ্যাত পণ্ডিত অনেক কালপর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫

শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।— অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এতাবৎ কাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুরূপ পুত্রে স্বকীয় ধন সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।— রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য কাশী প্রস্থান করিয়া পথে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বে যখন কাশী গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকটে করিলেন তিনি তাহারি সদুত্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা আছে।

—•—

তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি।

কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্তে পাঠাইলেন।

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাধার করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এ বার॥

স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।
মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত এত দিনে।
অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়া।
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া॥
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্যের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল॥
মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশী বাস॥

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড়ু ও শালপ্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শালপ্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।— সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬

মরণ।— মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক ২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্যকর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

মরণ।— নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কতক দিন হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অনেক শাস্ত্রে বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন পরন্তু তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহুদেশব্যাপিনী ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সমকালে পৃথক্ চতুষ্পাটীতে নিকট দূরদেশাগত শিষ্যেরদিগকে তর্ক শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়া এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহারদের পিতাপুত্রের তুল্য বিদ্যানুভব করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন এবং কতক বৎসর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরদের পাঠক্ষতি ও খেদ ছিল না যেহেতুক তাহারা ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তুল্য সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেন এবং উদাসীন লোকেরদেরও কিছু খেদ জন্মিয়াছিল না ইঁহার বিদ্যাবাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের স্মরণমাত্র করিতেন।

সম্প্রতি ইঁহার পরলোকপ্রাপ্ত হওয়া * * * * * এবং উদাসীন লোকেরদের মনে সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্যদ্বারা হয় এমত প্রত্যাশাও নাই।

২ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ১৯ ভাদ্র ১২২৭

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামদুলাল চূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে…।

২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮

…সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা তিনি মথিল পণ্ডিত অতএব তদ্দেশীয় ব্যবস্থাতে অতিনিপুণ ।

২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

সহমরণ।— মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য ছিলেন সম্প্রতি ২৪ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার মোকাম কোননগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

সহগমন॥— বঙ্গ দেশীয় অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য প্রথমতো নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পাঠ সময়ে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন পরে ঐ নবদ্বীপে চতুষ্পাটী করিয়া অধ্যাপনারম্ভ করিলে প্রধান ২ অধ্যাপকেরদিগের ক্রমে লোকান্তর হওয়াতে তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক ২ ছাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল এবং দেশ বিদেশে অবাধিত নিমন্ত্রণ প্রচররূপে চলিল পরে স্বদেশত্যাগ করিয়া ভাটপাড়া গ্রামে সর্ব্বারম্ভে বসতি করিলেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব দেশে এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন সেখানহইতে নবদ্বীপ মোকামে যে দিবস পঁহুছিলেন সেই দিবস জ্বর বোধ হইলে চিকিৎসকেরা কহিল যে জ্বর হইয়াছে সে ভাল নহে সাবধান থাকিবেন ইহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া নৌকারোহণে বাটী গমনে উদ্যত হইয়া নওয়াসরাইপর্য্যন্ত আসিয়া

১১ বৈশাখ সোমবারে ঐ মোকামে গঙ্গা তীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ঐ সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সহগমন করিয়াছেন।

২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯

মৃত্যু ॥— সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কালেজ কৌঁসিলের বাঙ্গলাখোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯

মরণ ॥— ৩ সেপ্তেম্বর করনল উইলফোর্দ সাহেব মোং বানারসে লোকান্তরগত হইয়াছেন এই বিদ্বান্ ব্যক্তির পরলোক হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় বিদ্যার্থীরদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই বিজ্ঞ সাহেব বহু দিবসাবধি এতদ্দেশীয় বিদ্যাতে ও প্রাচীন ইতিহাসাদিতে অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং আসিয়াটিক সোসয়িটির আরম্ভাবধি তিনি তাহার এক অংশী ছিলেন এবং ঐ সোসয়িটীর অভিপ্রেত কর্ম্মের সাহায্য করণেতে অতিশীঘ্র খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানেতে ও বিদ্যাবিষয়ে অশেষ পরিশ্রম করণেতে সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবকর্তৃক অতিসম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার বড় সাহেব ওয়ারণ হেষ্টিংস বাহাদুরের সহায়তাতে তিনি আপন পরমায়ু বিদ্যা চর্চাতে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি উৎসাহের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমত পরিশ্রমের প্রশংসা প্রায় সর্ব্বত্র ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মধ্যে প্রকাশিত আছে এবং অতিজ্ঞানি লোকেরাও তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ মান্য করেন।

১৬ নবেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মরণ ॥— মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল। এবং ইনি স্বপিতৃ শ্রীযুত উল্যম কেরি সাহেবের কর্ম্মের অনেক সাহায্য করিতেন ও নানা প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিতেন সংপ্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানেতে এই ২ সকল কর্ম্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ডেকসিয়ানরি যাহা শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও ফিলিক্স কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বর্ম্মা অক্ষরে পালি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গালা। কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর কারণ দিগ্দর্শন। শ্রীরামপুরের কালেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বাঙ্গালা করিতেছিলেন। যাত্রাপ্রসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটীন নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের প্রুফ পড়িতেন ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

১৪ ডিসেম্বর ১৮২২। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯

সহমরণ॥— জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী শাঁতৈর পরগণার উজীরপুরের পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকস্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন গত ভাদ্র মাসে অনুমান চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃসময়ে তাঁহার পরলোক গমন হইল তাহাতে তাঁহার জায়া সহগামিনী হইয়াছেন।

এবং কতক দিবস হইল ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শত্রুজিৎপুর গ্রামে অনেক শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ রামদুলাল ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের অনুমান পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে তৎপত্নী তৎসহমৃতা হইয়াছেন।

১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯

মরণ।—৭ মার্চ শুক্রবার বৈকালে দুই প্রহর পাঁচ ঘন্টার সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনহৌসে পাদরি উলিয়ম ওয়ার্দ সাহেব চৌয়ান্নবৎসরবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর ছত্রিশ ঘন্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল। তাহাকর্তৃক বিউ অফ হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু লোকের বিবরণ সকল ইংরাজীতে তর্জমা হইয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি আর ২ অনেক পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন। এই খ্যাত লোক ১৭৯৯ সালের আক্টোবর মাসে প্রথম শ্রীরামপুরে আইলেন তদবধি তাঁহার যাবৎ জীবন কাল তিনি কেবল এই প্রধান কর্ম্মে অর্থাৎ এ দেশে খ্রীষ্টীয়ানের মত প্রকাশের চেষ্টাতে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমেতে ও পুস্তক রচনা করাতে ইউরোপে ও আমেরিকাতে এবং হিন্দুস্থানে খ্যাত ছিলেন এই সময় তাঁহার গুণ অধিক বর্ণন করাতে কিছু লাভ নাই কিন্তু তিনি আপনার যাবৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এমত সুন্দর রূপে সিদ্ধ করিলেন যে তাহাতে তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন। এই জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট যে তিনি অতি-সুশীল লোক ছিলেন এবং রিফ্লেক্সিয়ান্স আন দি ওয়ার্ড অফ গাড অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ নামে এক ইংরাজী পুস্তক তিনি শেষে করিয়াছেন দুই মাস হইল এই গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বারা পূর্ণরূপে জানা যায় যে কোন উনইহইতে সে উৎপন্ন হইল। এমন সুস্বভাবশালি লোকের কারণ অধিক শোক হয়। তাঁহার সকল জীবদবস্থাতে এই মানস ছিল যে আমার জীবৎ থাকা খ্রীষ্টের নিমিত্তে ও মরণ লাভ।

১৪ জুন ১৮২৩। ১ আষাঢ় ১২৩০

মৃত্যু॥— ২৬ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কোম্পানির কালেজের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা রোগ হওয়াতে তৎপরদিন দিবা দশ দণ্ডের সময়ে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে অনেকে খিদ্যমান হইয়াছেন যেহেতুক তিনি নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও সালঙ্কার বাক্য ব্যতিরেকে প্রায় বাক্ প্রয়োগ করিতেন না।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ২৯ ভাদ্র ১২৩০

পদপ্রাপ্তি॥— ১৮ ভাদ্র ২ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার সুপ্রীমকোর্ট অদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মোং কাঁচকুলির শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

মরণ ॥— শুনা গেল যে কথক কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ১৪ আগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর শুক্রবার প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃকালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস স্থান মোং বেড়ালা বঁইচি ছিল তিনি কথকতা ব্যবসায়দ্বারা সর্ব্বত্র এমন বিখ্যাত ছিলেন যে অন্য ২ কথক কথকতাকে কথক লোকের মনোরঞ্জক কিন্তু এঁহার কথকতা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল। ইনি সদ্বক্তৃতাতে নবরস বশতাপন্ন করিয়াছিলেন বিশেষতো হাস্য রস নিরালস্যরূপে তাঁহার দাস্য কর্ম্ম সদা করিত। তাঁহার মরণে সকলেরি আন্তরিক বেদনা জন্মিয়াছে বিশেষ যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এ কথা শুনিয়া অধিক খেদান্বিত হইবেন।

৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০

ওলাউঠার ঘটা।— শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং বাটীর এক দাসী এই ৫এক জনের ১৬ ফাল্গুন দিনে ওলাউঠা হওয়াতে প্রাতঃকালাবধি প্রভাতপর্য্যন্ত একে ২ সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০

মৃত্যু।— সংপ্রতি বেলগড়ে মালিপোঁতানিবাসি জিলা ঢাকার আপিলের পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় সাংঘাতিক জ্বর উপসর্গে কর্ম্মস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাশয় অনেক বিষয়ে অতিনিপুণ ছিলেন এবং বহু দিবসাবধি এই প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে কোন অংশে ত্রুটি পাওয়া যায় নাই।

২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২

সহমরণ ॥— পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল ৯ আগষ্ট মঙ্গলবার অনুমান রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় জিলা নবদ্বীপের ধর্ম্মদহ গ্রামনিবাসি রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পঞ্চাশবৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাঁহার অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শহর কলিকাতার হাতিবাগানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন এবং অনেক ভাগ্যবান লোককর্ত্তৃক মান্য ছিলেন। শুনা যাইতেছে যে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উনিশ বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আছেন কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অদ্যাপি তর্কালঙ্কারের পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন।

১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২

পণ্ডিতের মৃত্যু ॥— গুপ্তপাড়ানিবাসি রামজয় তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য বহুকাল ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়া ওলাউঠা রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।

২০ মে ১৮২৬। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

গৃহদাহ ॥— ⋯সমাচার পাওয়া গেল যে ৩১ বৈশাখ শুক্রবার নবদ্বীপের কাশীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যের টোলে অগ্নি লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের বাটী ও চতুষ্পাটী এবং অন্য ২ লোকেরদের বাটীও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩

বাঁশাইনপাড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মাহেশের টোলেতে কতকগুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষহইতে এক মোচা নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফল ভরে নিম্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তদ্ভঙ্গাশঙ্কায় বংশদ্বারা ভঙ্গ রহিত করিয়া ঐ বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।— সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতিবারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং

৯ জুন ১৮২৭। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।— কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চতুর্বিংশতি পরগনাধিপতি বিচারগৃহে পাণ্ডিত্য কর্ম্মাভিষিক্ত হওনজন্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের প্রতিদিন উপনীত বার্ত্তা পুস্তকে অঙ্কিতকরণকালীন কতক দিন ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপকের স্থান শূন্য রাখিবার ঘটনা হইয়াছিল সংপ্রতি কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবেরা তৎপদে কোনো পণ্ডিতকে নিয়োগজন্য চেষ্টা করাতে স্বদেশীয় বিদেশীয় কএক জন পণ্ডিত তৎপ্রাপণেচ্ছায় পত্র প্রদান করাতে ২১ বৈশাখে বিদ্যামন্দিরে নিয়মমতে পরীক্ষা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ব্যক্তির পরীক্ষা হয় তন্মধ্যে এতন্নগরের এক জন অধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুত্তম পরীক্ষা হওনজন্য তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্বিষয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিবেচনামতে এবং তাঁহারদের পক্ষপাত ত্যাগ গুণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক পরমাহ্লাদের বিষয় যে কেবল গুণের বিবেচনা হইল এবং তদ্দৃষ্টে অন্য ২ গুণিগণের আশাবৃদ্ধি হইল। সং চং

১৪ জুলাই ১৮২৭। ৩১ আষাঢ় ১২৩৪

পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংসা।— জেলা মেদিনীপুরের আদালতের পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে সে কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ জেলার জজ সাহেব শ্রীযুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামমোহন ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জনের নামে শ্রীযুত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন গবর্ণর কৌন্সলের সাহেবেরা ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা করিতে কালেজ

কমিটিতে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব শ্রীযুত উইল্‌সন সাহেব শ্রীযুত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত উইস্‌লী সাহেব শ্রীযুত কেরী সাহেব শ্রীযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট ঐ জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার টাট সাহেব ঐ মেকনাটনপ্রভৃতি পাঁচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পাঠশালায় দশঘণ্টার সময় ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের দুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের এক ঋণাদানের এক অশৌচের এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন ঐ পাঁচ পণ্ডিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ পুস্তকাবলোকন ব্যতিরেকে যথাজ্ঞান ঐ আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন মেকনাটন উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ পাঁচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে তাঁহাকে স্থাপিত করিতে গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে যাবদ্বিশিষ্ট লোকেরা কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ সাহেবেরা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি।

৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫

মরণ।— আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমারদের আফীসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মরণে অনেকেই শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন যেহেতুক তিনি এমত মিষ্টভাষী ও সদ্বক্তা ছিলেন যে তাঁহার সহিত কোন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে তাঁহার বাক্যেতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া গমন করিত এবং তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। এবং তাঁহার পরোপকারিতা সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য ২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও বাক্যোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য ২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব।— নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাষি সদাশাস্ত্রান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচার্য্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শরীরে সবল বিকার সহ জ্বরাগমন করাতে বিবেচনা করিলেন যে বিকার শাস্তারদিগের হইতে বুঝি এ বিকারের তিরস্কার হইবেক না কেননা যখন এ বিকার বিজ্ঞ বৈদ্যেরদিগের তদ্ধারক ঔষধ আহার করিয়া দিনদিন প্রবল হইয়া আকারের বলাকর্ষণপূর্ব্বক বলহরণ করিতে লাগিল তখন ইহার শক্ত্যাধিক্যপ্রযুক্ত প্রয়োজিত ঔষধ পরাজিত হইবে অতএব সুরধুনী তীরে ত্বরায় গমন করিলেন পরে গত ৬ কার্ত্তিকে পরলোকে গমন করিয়াছেন ইহার বিদ্যাব্রাহ্মণ্য সৌজন্য শাস্ত্র নৈপুণ্য শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে প্রকট আছে নবীন ও প্রাচীন স্মৃতি সকল স্মরণেই ছিল এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ সমাজে প্রধানস্বরূপে বিখ্যাত

হইয়াছিলেন এ মহাশয় শাস্ত্রাশয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন ছিলেন কিন্তু বয়ঃক্রমে নহেন বয়ঃক্রম অনুমান বনপ্রস্থানের পূর্ব্বেই ছিল পরলোক যাওনে জানত ব্যক্তিরা খেদিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে এ ব্যক্তির নিমিত্ত বিধাতা যদি আমারদিগের পঞ্চত্ব প্রার্থিত হইতেন তদ্দানে আমরা স্বীকৃত ছিলাম অস্মদাদিরও অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশকের অত্যন্ত অল্পতা দৃষ্টা হইতেছে ইনি সামান্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক অধ্যাপক ছিলেন না এক্ষণে ইঁহার ব্যবস্থায় সন্দেহ ভঞ্জন হইত।

১০ জানুয়ারি ১৮২৯। ২৮ পৌষ ১২৩৫

পণ্ডিতের মৃত্যু।— রামতনু বিদ্যাবাগীশনামক সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত গত ২১ পৌষ শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধুনী তীরনীরে তনুত্যাগ করিয়াছেন ইঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ পঁচাত্তর বৎসরের ন্যূন নহে বরং অধিক হইবেক এ মহাশয়ের সৌজন্য সুবিদ্যা ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্য কর্ম্ম নৈপুণ্যে বাধিত হইয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি মনে করি যে আরো অনেকে দুঃখিত হইবেন যেহেতুক ইঁহার পরোপকারিতা শক্তি ও দয়ার্দ্রচিত্ততা ছিল।

২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫

পণ্ডিতের সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্তি। — আমরা শ্রুত হইলাম যে সদরদেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত৺রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমন হইয়া তৎপদপ্রাপ্ত প্রত্যাশায় অনেক পণ্ডিত অর্থাৎ প্রায় ২৫ জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ তাবতের প্রতি পরীক্ষা দিতে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে কালেজকমিটির সাহেবেরা গত ১৬ মাঘ বৃহস্পতিবারে পরীক্ষাহেতু পণ্ডিতেরদিগের প্রতি ৭ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সকলেই তাহার উত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত রামতনু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত জগমোহন ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য যে উত্তর লিখিয়াছিলেন তাহাই সদুত্তর হওয়াতে ঐ তিন জন পণ্ডিত কালেজকমিটির সাহেবেরদিগের কর্তৃক গত ২৯ ফাল্গুন বুধবার সর্টিফিকট অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে ঐ পদ কাহার হয় তাহা বলা যায় না কিন্তু সরস্বতী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনেক পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমান করেন যে ঐ কর্ম্ম তাঁহার হওনের সম্ভাবনা এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে মনু মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ কণ্ঠস্থ সম্প্রতি এমত অত্যল্প সম্ভবে। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬

পণ্ডিত।— সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তৎপদাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনায় অনেক বুধগণ মহাশয়েরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তাহা বিফল হইল কারণ এই যে শ্রীলশ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সভায় বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পণ্ডিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মৈত্র মহাশয় অতিবিদ্বান বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সুপণ্ডিত নাগর দ্রাবিড় উড়িয়া বঙ্গদেশীয়ইত্যাদি তাবৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাখেন এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থার ঐ পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।

১৭ জানুয়ারি ১৮২৯ । ৬ মাঘ ১২৩৫

পণ্ডিতের মৃত্যু।— আমরা অতিশয় খেদিতহইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বস্থলীনিবাসি সদর দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গলা আইন তর্জমাকারক পণ্ডিত রামকুমার রায় বিকার রোগোপলক্ষে গত ১৩ জানুআরি মঙ্গলবার দিবা চারি ঘন্টার সময় লোকান্তরগত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর হইয়াছিল ইনি পারসী ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার বক্তৃতা ও পরোপকারিতা ও দয়ালুতা ও দাতৃত্ব শক্তি ছিল এবং তাঁহার শিষ্টতাতে প্রায় শ্রীরামপুরস্থ তাবৎ লোক তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াবধি এমন উত্তমরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন যে তাহাতে সেখানে অতিশয় প্রতিপন্ন এবং বহুকালাবধি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে এমত একর্ম্মের পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তত্তুল্য অন্য লোক পাওয়া দুর্লভ।

সাহিত্য

২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ১২ ফাল্গুন ১২২৯

সমাচারদর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।— আমার এই পত্রখানি কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন।

৫১ সংখ্যক সমাচারচন্দ্রিকা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম তাহাতে এক প্রেরিত পত্র ছাপাইয়াছেন যে পূর্ব্বে মুসলমানেরদের অধিকার কালে ও বর্ত্তমান ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে ২ হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে। কিন্তু সকলে সর্ব্বদা সেরূপ ব্যবহার করেন না যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বিষয়কর্ম্মে নানাজাতীয় ও নানাদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুতরাং তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয়। কিন্তু স্নানাদি সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ি ভাষা কহেন এবং পূর্ব্ব পুরুষ রীত্যনুসারে ব্যবহার করেন। যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন। তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ করণের কারণ যে প্রার্থনা করিয়াছেন সে অনর্থক। যেহেতুক জ্ঞানের মূল বুদ্ধি ও তৎসহকারিণী চেষ্টা এই দৃষ্ট কারণদ্বয় ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে যে হউক সে দূরে থাকুক দৃষ্ট কারণদ্বয় একত্র নহিলে ফলসিদ্ধি কদাচ হয় না অতএব নূতন গ্রন্থের কিছু প্রয়োজন নাই মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে এবং তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নানা সংগ্রহ আছে এবং অজ্ঞানের বোধার্থ এই সকল গ্রন্থের যথার্থ ভাষাতে ও সংস্কৃতে সংক্ষেপে ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে যাঁহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা তদভাববিশিষ্ট তাহারা তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না। যথা লোচনেন বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতীত্যাদি। সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরসঘটিত যে ২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবা রাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্ম্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধমাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ৷৷০ আধ টাকার ঊর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে বাহাত্তরে বেটারদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে গ্রন্থ করিয়াছে ইহা পড়া ভাল নহে যেহেতুক না জানিয়া কর্ম্ম করা ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না। অতএব অন্য গ্রন্থ করণের কি আবশ্যক যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে সে সকলেরি এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে। শ্রীযথার্থবাদিনঃ সাং নিশ্চিন্তপুর।

৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫

এই মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচারপত্র প্রচারপ্রযুক্ত স্বদেশীয় বা বিদেশীয় তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে যেহেতুক ধনি লোক অত্যল্প ব্যয়দ্বারা প্রতিসপ্তাহে নানা সম্বাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন যদ্যপি অন্য লোক মূল্য প্রদানদ্বারা পত্র গ্রহণের পাত্র হইতে না পারেন তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রয়েতে প্রায় প্রতিসপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবগত হইয়া বিবিধ বৃত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহারদের অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ। ইত্যাদি নানাপ্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু তত্তৎপত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি হইতেছে। তদ্বিবরণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা যে ২ পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দোষ ছাপা রহে না ও ষত্বণত্বের তত্ত্বও পাওয়া ভার অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিয়া নিজ ২ বালকেরদিগকে তদনুসারে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষা দেন এবং আপনারাও তদনুসারে অভ্যাস করেন। আরো শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই ২ পত্র প্রমাণত্বে উপন্যস্ত করেন অতএব এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইলে তৎপত্রদৃষ্টে শিক্ষিত লোকেরদের কুসংস্কার যুগ সহস্রেতেও লুপ্ত হইতে পারে না সুতরাং হিতে বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়াছে।

অতএব বিনয়পূর্ব্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্ব্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ ২ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে যেহেতুক শুদ্ধ বর্ণদ্বারা নীচবর্ণও লব্ধবর্ণ হয় এবং বর্ণ সংস্কারব্যতিরেকে সুবর্ণেরও বর্ণমালিন্য হয়।

এবং অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত নূতন ও পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয়দ্বারা স্বার্থসিদ্ধ করিতেছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষপ্রযুক্ত সে অনেকের মূর্খতার কারণ হইতেছে অতএব যে মহাশয় যখন যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে আপনার সম্ভাবিত উপকার হয় এবং পরেরও উপকার হইতে পারে কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ পত্রগ্রাহকস্য।

১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬

চিহ্নবিষয়ক পত্রের উত্তর।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় কস্যচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না। ঐ ভিন্নদেশীয় মহাশয়ই তাহার প্রমাণ কেননা তাঁহার

বালককালে ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ভাষা অভ্যাস হইয়া থাকিবে তত্তৎ পুস্তকাদিতে যে সকল ছেদ ভেদ চিহ্ন আছে তাহাতেই সংস্কার হইয়াছে অন্য ভাষায় তাদৃশ চিহ্ন না থাকিলে ক্লেশকর হয় যাহা হউক তিনি যেপ্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া সুকঠিন যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাঁড়ি আছে তাহাই ভাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা বাবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে যদ্যপি ইংগ্লণ্ডীয় অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত চিহ্ন বাঙ্গলা অক্ষরে ব্যবহার করা যায় তবে তত্তৎ চিহ্নানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ চিহ্নসকল কোন অক্ষর জ্ঞান করিয়া যথার্থে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন যদ্যপি লেখক মহাশয় ইহার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন ও তাহা পাঠশালায় ব্যবহার করান তবে কালে চলিত হইবেক আমার বোধ হয় পত্রলেখক বিজ্ঞ ইহাকর্ত্তৃক চিহ্ননিমিত্তে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে অলমিতিবিস্তরেণ ২১ আষাঢ়।— কস্যচিৎ হিন্দুপাঠকস্য।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৭ মাঘ ১২৩৬

বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।— লিটিরেরি গেজেটনামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জ্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায়নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলিহইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশহওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর

ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নাম ও ইংগ্লণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জ্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার টাইটেল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

অপর তিনি বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসনামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদ্যরচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাঙ্গলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহারদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গ্রন্থ গত তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত না হইয়া বারম্বার নকল হইয়াছে অতএব মূর্খেরা আপন ২ ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার তাহাতে ভাষার অন্যথা করিয়াছে এমত বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ তরজমা অতিরসাল এবং তাহার যদি অপভাষা সকল বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ পুস্তক অতি গ্রাহ্য হয়। অতিশয় খ্যাতাপন্ন এক সুপণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর পদ্যরচকের মধ্যে কাশীদাসনামক এক শূদ্র পদ্যরচক হইল এবং তিনি মহাভারতের কএক

পর্ব্ব বাঙ্গলা ভাষায় পদ্যেতে রচনা করিয়া পাণ্ডববিজয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত গোবিন্দানন্দনামক এক ব্রাহ্মণ ঐ রূপ চণ্ডীর স্তবাদি বিস্তারকরণপূর্ব্বক চণ্ডীনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দুই পুস্তকও অপভাষা রহিত নহে। চণ্ডীর প্রশংসা ঘটিত অন্নদামঙ্গলনামক এক গ্রন্থ ভারতচন্দ্র নামে ব্রাহ্মণকর্তৃক ঐরূপ রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ঐ কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ ছিলেন। ঐ রাজা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কর্তৃক রচিত পূর্ব্বোক্ত রাজার চরিত্র শ্রীরামপুরে তিন বার মুদ্রিত হয় তদ্বিষয়ে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কহেন নাই। পণ্ডিত লোকেরদের সমাগমেতে তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে সুশোভিত ছিল ঐ পণ্ডিতেরদিগকে তিনি অনেক ২ ভূমি বৃত্তিদান করিলেন এবং অদ্যপর্য্যন্ত তাঁহারদের সন্তানেরা ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বংশের রাজকীয় অধিকার দুই তিন শত ধনবান লোকের মধ্যে খণ্ড ২ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সভায় ভাঁড় অন্য ২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার অনেক ২ রহস্য কথা অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচররূপ চলিত আছে তাহা সকল যদি সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদপ্রমোদের অত্যুত্তম এক পুস্তক হয়।

অপর কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দরনামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কএক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক কাব্যরস দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে ২ অনেক আদিরসঘটিত কথার দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে।

অপর তিনি কহেন যে কলিকাতার যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত রাধামোহন সেন বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষের এই এক উত্তম লিখিতপত্র আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল তাহার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলাম কিন্তু আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ইঙ্গরেজী বুঝেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহা পাঠ করুন ইহা আমারদের পরামর্শ।...

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬

পূর্ব্ব সপ্তাহের দর্পণে চক্ষু অর্পণ করাতে কবিকাব্য রসাস্বাদনে সরসচিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্ত্তৃক লিটেরেরি গেজেটে প্রকাশিত পত্রের সংক্ষেপে সংগ্রহ সংদর্শনে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং গদ্য পদ্যরচনায় এক প্রকার সারোদ্ধার বোধ হইল যাহা পাঠকগণের বিজ্ঞাপন ও মনোরঞ্জনার্থে এতৎপত্রে পুনরঙ্কিত করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষজ মূলপত্রে লিখেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকের মনোযোগের অল্পতা ছিল ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষার শোধন হয় নাই এ অনুমান অসম্ভব নহে কিন্তু

ইদানী তদ্ভাবাভাবিত কোষাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিতহওয়াতে বিশেষতঃ তদ্ভাবোক্ত সমাচারপত্র দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হওয়াতে যে অনুশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নির্বাহ করা যাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই বর্ণশুদ্ধিক্রমে পত্র লিখিতে পারিতেন না এক্ষণে অনেকপত্রে সাধুভাষায় সবিন্যাস সানুপ্রাস বচন রচনা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু এখনো ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বক্তব্যে বৈয়র্থ্য হওনে ব্যাঘাত নাই সুতরাং বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সাধারণের দুঃসাধ্য অথচ এ বঙ্গভাষা সাধারণে সিদ্ধ অতএব কোন সাধারণ উপায়দ্বারা সাধারণ ভাষাবগতির সঙ্গতি হইলে সুলভেই দুর্লভ লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অস্মদাদির বোধে এই অনুভব হয় যে যেপ্রকার সকল ভাষার ব্যাকরণ আছে সেইপ্রকার এ ভাষায়ো সংস্কৃত বৈয়াকরণদ্বারা সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হয় এবং এ ভাষায়ো অলঙ্কার শাস্ত্রবৎ নির্ম্মিত হয় যদ্যপি বিদেশজ্ঞ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত। পূর্ব্বে পারসী ভাষায় ব্যাকরণ ছিল না কেবল আরবী ভাষার বৈয়াকরণ যাঁহারা তাঁহারাই শুদ্ধ কহিতেন ও লিখিতেন কিন্তু কালক্রমে পারস্যেতেও আরবীর রীতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয় যাহা অদ্যাপি চলিত আছে এবং অল্পকাল হইল ঐপ্রকারে জবান উর্দ্দূর অর্থাৎ হিন্দীভাষার ব্যাকরণ হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায়ো ব্যাকরণ লাতিন ভাষোক্ত ব্যাকরণানুযায়ি দৃষ্ট হইতেছে তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে বঙ্গভাষাতে পারস্য ও আরবী ও হিন্দি ও ইদানী ইঙ্গরাজীপ্রভৃতি নানাভাষা মিশ্রিত হইয়াছে এমতে এ ভাষার শোধন কি প্রকারে সম্ভব এ সন্দেহ অমূলক কেননা এই বঙ্গভাষা যে সংস্কৃতমূলক সে সংস্কৃতের দৈন্য নাই অথচ কোন ভাষা ভাষান্তর রহিত দেখা যায় না পারস্য ও আরবী সংযোগব্যতীত সুশ্রাব্য হয় না এবং তাহাতে অন্যান্য ভাষায়ো সংস্রব আছে কেবল শাহনামানামক এক গ্রন্থ শুদ্ধ পারস্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং জবান উর্দ্দূ সংস্কৃত ঠেঠ ও আরবী ও পারস্যপ্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তর জানসন ইঙ্গরেজী ভাষার অভিধান প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্ব্বকালে অনিয়মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচপ্রভৃতি ভাষা মিলিত আছে সুতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে পারস্য যেমন আরবীর সংযোগে সাধুত্বপ্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংস্কৃতাধিক্যদ্বারা সাধুভাষারূপে খ্যাত হয়। কেননা ভারতবর্ষমধ্যে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত প্রায় তাবতি সংস্কৃতমূলক।

অতএব যে সকল বিজ্ঞ পাঠক বঙ্গভাষায় সংশোধনরূপ উন্নতির বাঞ্ছা করেন তাঁহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রার্থনা যে এই ভাষায় ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সৃষ্টিনিমিত্তে কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক কোন উপায় স্থির করেন যে তদ্দ্বারা আপামর সাধারণের উপকার দর্শে। তাহাতে ব্যাকরণ রচনার সাহায্য নিমিত্ত শ্রীযুত হালহেড সাহেব ও শ্রীযুত কেরী সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়প্রভৃতির কৃত ব্যাকরণ সহায়ক এবং পূর্ব্ব ২ কবির উক্তি কাব্যালঙ্কারের বিধায়ক হইতে পারিবেক তাহাতে কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী ও কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রইত্যাদির দোষগুণ বিচার করিলেই অনুপ্রাস ও যমক ও শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও

নিদর্শনপ্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না এ বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের স্বাভাবিক চেষ্টার আতিশয্য প্রতীত আছে স্বজাতীয়েরদিগের স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্টা বিজাতীয় নহে।... বং দূং [বঙ্গদূত]

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।— হরকরানামক সম্বাদপত্রদ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোলরচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয়ৎসংগ্রহ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে যদি সমুদায় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্ত্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক। তৎ পুস্তকহইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমারদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাতে তৎকবির কাব্যীয় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে সুযোগ বুঝিয়া আমারদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতি-বিস্ময়নীয়। ইহার পূর্ব্বে কএক জন মধ্যমরূপে তদ্ভাষাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে দুই এক জনও তদ্ভাষায় যশঃপ্রাপক দুই এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন তাঁহারা কেবল পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে তৃপ্ত হইতেন এবং লিখন পঠনকরণে যৎকিঞ্চিৎ নৈপুণ্যপ্রাপ্তহওন এবং তদ্ভাষায় যে কোনরূপে বাকপ্রয়োগাদিকরণহইতে অন্য কিছু মাত্র তাঁহারদের আকাংক্ষা ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চর্য্য তদ্ভাষানুশীলন হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়। তাঁহারদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন।

৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬

এ সপ্তাহে কোন বঙ্গভাষা সংশোধনেচ্ছুক দূত পাঠককর্তৃক প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম যদ্যপি নামধাম লিখিত না থাকায় অনুমানদ্বারা লেখকের তথ্য জানিতে অশক্ত কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন সকলি সত্য লিখিয়াছেন এমতে লেখক অপ্রকাশ থাকিলেও তাঁহার নানা বিদ্যায় বিজ্ঞতা প্রকাশহেতুক আমরা পরমোল্লাসে তৎপত্র প্রকাশ করিলাম প্রথমতঃ লিখেন যে পারস ও হিন্দুস্থান অতিব্যাপক দেশজন্য স্থানস্থানের বাক্যের এবং উচ্চারণের তারতম্যহেতুক বিজ্ঞকর্তৃক পারসের মধ্যে কেবল ইরান ও তুরানের এবং হিন্দুস্থান মধ্যে কেবল দিল্লীর মোগলপুরার উর্দ্দু ভাষাই প্রশংস্য ইহা অতি সত্য এবং কেবল আরবী ও পারসীর আধিক্যে উর্দ্দুর মাধুর্য্য স্বীকার করা যায় না ইহাও যথার্থ এমতে কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার

কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না এ কথাও আমারদিগের সম্মতা অতএব ভাষার মাধুর্য্য বিধায় অস্মদাদির অনুমানে ইহাই অনুমেয় যে সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধুভাষারূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্যা বিশেষতঃ এ বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম গৌড়দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনানন্তর ভাষা প্রসিদ্ধা আছে কিন্তু ইতর বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বে বিবিধ ভাষানুশীলন শীলসুশীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব মহাশয় স্কুলবুক সোসৈটির উপকারার্থে বাঙ্গলা শিক্ষক নামে যে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদুল্লেখিত ভূমিকার কিঞ্চিত লিখিতেছি ইহাতেই ব্যাপক দেশের মধ্যে কোন দেশে সম্ভাষা তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ মাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔঢ়ীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষাহইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকারপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে ২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতি কটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়-তীরস্থ লোকের বাক্য উত্তম ও সুশ্রাব্য। অপরঞ্চ ঐ পূর্ব্বোক্ত বাবুকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী।

অতএব সুশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্ব্বত্র সমান ভাষা নহে সুতরাং ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্য ভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সভ্য লেখক মহাশয় সংস্কৃতাধিক্যে শ্রুতি কটুতা ও দুর্জ্জ্রেয়তা শঙ্কায় যে উদাহরণ দিয়াছেন "যথা লুলাপ দধ্যগ্রভাগ কিঞ্চিজ্জলপানার্থানয়ন কর" এপ্রকার সন্ধি সঙ্কট ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাষাও অপ্রকট হয় কেননা সামান্য কথায় বলে পাঁচির প্রাকৃতে ও ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃতে ঘর পুড়িয়া নির্ধূম। অতএব সে আশঙ্কায় আমরাও নিঃশঙ্ক নহি এজন্য সকোমলা অথচ সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষার প্রশংসা বোধে তাহারি রচনার নিয়ম নির্ব্বন্ধনের প্রত্যাশা করি এমতে প্রার্থনা যে বঙ্গভাষা ক্রমে এরূপ সংশোধনরূপ বারিসিঞ্চন কারণ যে কোন প্রস্তাব যে কেহ লিখিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা তদ্ভাষা ভিজ্ঞ বিজ্ঞসকলের বিজ্ঞাপনার্থে পরমাহ্লাদে প্রকাশ করিব যেহেতুক অভিপ্রেত ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সংগ্রহে অনেকের অনুগ্রহ সংগ্রহ আবশ্যক ইহা পরিগ্রহ হওয়াতেই পূর্ব্বে অনুগ্রহাথা হইয়াছি। বং দূং [বঙ্গদূত]

নূতন পুস্তক

২৫ জুলাই ১৮১৮। ১১ শ্রাবণ ১২২৫

ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণঃ। এতদ্দেশীয় অনেক ২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদিলিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমর

সিংহকৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ানরীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।

১৫ আগষ্ট ১৮১৮। ৩২ শ্রাবণ ১২২৫

হাত্রাসের রাজা দয়ারাম কর্ত্তৃক গ্রন্থ।—এই রাজা যখন সিংহাসনে ছিল শনি সার নামে এক গ্রন্থ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল সেই গ্রন্থে এক শত আশী শ্লোক খড়িভাষা ও ব্রজভাষাতে মিশ্রিত তাহাতে প্রস্তাব স্থানে ২ বেদান্ত দর্শনের অনুসারে কিন্তু তাহাতে দয়ারাম লিখিয়াছে যে সকল পদার্থ অসৎ ব্রহ্ম বস্তুও অসৎ সে গ্রন্থ শ্রীশ্রীযুত কলিকাতায় আনিয়াছেন।

৩ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫

নূতন কেতাব।—ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণপর্যান্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫

সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫

পুস্তক ছাপান।…যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫

পঞ্জিকা।—এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমারদের নিকটে পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।

২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫

নূতন পুস্তক।— শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।

৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫

পুস্তক ছাপান। — এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যে হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে ২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।

এই ক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতেঁপারে।

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

নূতন পুস্তক।— শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

নূতন পুস্তক।— শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস ২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক ২ নম্বরের মূল্য ২ টাকা।

১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬

জগন্নাথ মঙ্গল।— মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।— শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা প্রতিপুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে ২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযু৩ জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ৩ আশ্বিন ১২২৬

নূতন পুস্তক। – সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।

৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬

নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত। — শ্রীযুত ডক্তর উলসন সাহেব এক দিকে সংস্কৃত ও আর এক দিকে ইংরাজী এই রূপ এক অভিধান গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক বহু দিনের পর সমাপ্ত করিয়াছেন সে গ্রন্থে এগার শত ষোল পৃষ্ঠ সে অত্যুত্তম গ্রন্থ তাহাতে সংস্কৃত যাবৎ শব্দ ও তাহার ইংরাজী

ভাষা ও এক ২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ ও নানা কোষ প্রমাণ দিয়া সকল শব্দার্থ সপ্রমাণীকৃত সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক লিখিয়া কত জানাইব। তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।

৪ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬

নূতন পুস্তক।— সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।

১১ মার্চ ১৮২০। ২৯ ফাল্গুন ১২২৬

নূতন পুস্তক ছাপা।— শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাতে ছাপা করিয়াছেন তাহাতে অন্য ২ পঞ্জিকার মত অঙ্কদ্বারা বার তিথিপ্রভৃতি জানা যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষরূপে অক্ষরেতে পৃথক্ ২ লিখিত আছে যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে সেও ঐ পঞ্জিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে।

এবং খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় একজন পণ্ডিতের দ্বারা নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়াছেন ও সে পুস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।

২৫ মার্চ ১৮২০। ১৪ চৈত্র ১২২৬

নূতন পুস্তক।— শ্রীযুত কাপ্তান কেল সাহেব মেদিনী অভিধান ইংরেজী তর্জমা করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাতে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবেন। ঐ সাহেব সংস্কৃতে অতিবিদ্যাবান্ এবং যে ইংগ্লণ্ডীয় লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তাহার ঐ পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক।

৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈত্র ১২২৭

ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।— শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।

২ জুন ১৮২১। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

ইস্তাহার।— মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধুভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচররূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।…

…কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাবার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।… শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান্।

৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮

নূতন পুস্তক।— এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতি ভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি ২ সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।

১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮

ইস্তাহার। — হিন্দুলোকেরদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি নিষেধসূচক ১০৮ শ্লোক কর্ম্মলোচন নামে সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল তাহা সকলের বোধগম্য নহে এ কারণ শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি তাহার ভাষা পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইয়াছেন কেতাব প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ছাপা খরচ কারণ প্রত্যেক কেতাবের মূল্য ॥০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আইলে পাইতে পারিবেন ইতি।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

নূতন পুস্তক ॥— মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সম্বাদযুক্ত ভগবতীগীতা নামক গ্রন্থ ছিল সংপ্রতি শ্রীযুত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন তাহার প্রতিশ্লোকের ভাষা পয়ার করিয়াছেন এবং তাহার সংস্কৃত সমেত ভাষা পয়ার ছাপা হইয়া জেলদ বন্দ হইয়াছে। তাহাতে বৃষযুক্ত বৃষধ্বজ নারদ গোস্বামিকে যোগ কহিতেছেন এই ছবি। এবং মেনকার ক্রোড়দেশাবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন এই ছবিও আছে। তাহাতে উনসত্তরি পৃষ্ঠা।

১৭ নবেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮

চিকিৎসা গ্রন্থ ॥ — নানা প্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালী গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু অনুমান করি যে ভাষাতে চিকিৎসা গ্রন্থ ছাপা হইয়া প্রায় প্রকাশ হয় নাই তাহাতে অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে এবং এক রোগে অন্য ঔষধি প্রয়োগ করায় এইহেতুক সকল লোকের উপকারার্থ শ্রীযুত রাবট ডগলেস সাহেব ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থহইতে ও আর ২ গ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী ভাষায় এক চিকিৎসাগ্রন্থ তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কোন ২ দ্রব্যেতে কোন ঔষধি প্রস্তুত হয় এবং কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে এ সকল তাহার মধ্যে থাকিবেক এ গ্রন্থে অনেক লোকের উপকার হইবেক কিছু দিনের মধ্যে গ্রন্থ ছাপা আরম্ভ হইলে ইহার বিশেষ সমাচার দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই ২ পুস্তক ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য এই।

সংস্কৃত ॥

ইংরেজী সমেত রামায়ণ প্রথম ভাগ	....	৩০ টাকা
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	...	ঐ
ঐ তৃতীয় ভাগ	...	ঐ
ইংরেজী সমেত অমরকোষ ছাপা হইতেছে		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
সাংখ্যসার	...	৬ ঐ

বাঙ্গালা ॥

শ্রীযুত কেরি সাহেবকৃত ইংরেজীসমেত ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
বাঙ্গালা ডেক্সনরী প্রতিনম্বর	...	৫ ঐ
ইংরেজী বাঙ্গালা কালাকুইস	...	৪ ঐ
বত্রিশ সিংহাসন	...	৫ ঐ
হিতোপদেশ তৃতীয়বার ছাপা হইতেছে।		
রাজাবলী	...	৫ ঐ
দিগ্দর্শন ১২ ভাগ	...	৬ ঐ
গোলাধ্যায়	...	২ ঐ
সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্তাহে	...	।০ আনা
ইংরেজীসমেত কর্ণাট ব্যাকরণ	...	৪ টাকা
ইংরেজীসমেত পঞ্জাবী ব্যাকরণ	...	৪ ঐ
ইংরেজীসমেত তৈলঙ্গ ব্যাকরণ	..	৫ ঐ
ইংরেজীসমেত ব্রহ্মা ব্যাকরণ	...	৬ ঐ
গুরুদক্ষিণা	...	১
বিল্বমঙ্গল ভাষা সংস্কৃত	...	৸০
কর্ম্মলোচন ঐ	...	॥০

৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮

স্ত্রী শিক্ষা ॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব ২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে···।

১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নূতন পুস্তক ॥—মোকাম খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন বহুদর্শী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি [শব্দাব্ধি] নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন ইহাতে অনেক২ অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক উপকার হইবেক।

১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯

নূতন পুস্তক।—মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্র প্রণীতাধ্যাত্মবিদ্যোদ্বোধ প্রবোধ-চন্দ্রোদয়নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী।

রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয় অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোত্তম দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ এক শত পৃষ্ঠ।

এবং গঙ্গামাহাত্ম্যনামে এক নূতন পুস্তক হইয়াছে তাহাতে গঙ্গার রূপ ধ্যান সহিত বর্ণনা ও গঙ্গাস্তবের অর্থ এবং পদ্মপুরাণোক্ত ভেক সর্পের উপাখ্যান ও রাজা সত্যধরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং রাজা সত্যধরের মোক্ষলাভ ইত্যাদি বিষয় আছে ঐ পুস্তক অতি সুকোমল গৌড়ীয় এবং সংস্কৃত ভাষায়।

২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯

ইস্তাহার।—বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্থ প্রসিদ্ধ জান্‌সন্‌ ডিক্স্যানেরি। শ্রীযুত জন মেণ্ডিস সাহেবকর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮ টাকা।

১৪ ডিসেম্বর ১৮২২। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯

ইশতেহার।—শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে তিনি শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদরের সম্মতিতে কালেজ কৌন্সিলের অনুমতিদ্বারা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ সংকলন করিয়া তত্তৎ ঋষিবাক্যসম্বলিত সংস্কৃত পদ্য প্রবন্ধে এতদ্দেশীয় সমস্ত বিষয়ি লোকেরদের ব্যবস্থা-জ্ঞানার্থে বাঙ্গলা ভাষায় সুললিত পয়ার বন্ধে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই গ্রন্থের ফল সমস্ত দায়ভাগের ব্যবস্থা ও নানাবিধ দাস দাসী নিরূপণ এবং পোষ্য পুত্রের প্রকরণ সে পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৩০০ তিন শত এবং তাহার পয়ার ৫০০ পাঁচ শত এবং উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহার মূল্য প্রতিপুস্তক তিন টাকা। অতএব যাহার লওনের ইচ্ছা হয় তিনি লালদিঘীর নিকটে কালেজের ঘরে কালেজের কেরাণি শ্রীযুত জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লোক পাঠাইলে পাইবেন।

১৭ জানুয়ারি ১৮২৪। ৫ মাঘ ১২৩০

ইশতেহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে বক্তিয়ার নামা নামে ফারসীয়ান ইতিহাস পুস্তক যাহা এতদ্দেশে প্রকাশ আছে ঐ পুস্তক কোন লোককর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষাতে তর্জ্জমা করা গিয়াছে কিন্তু তাহার বাঙ্গালা হয় নাই এ নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ইংরেজী বিদ্যার্থীরা ঐ পুস্তক সুন্দর মত বুঝিতে পারেন না। অনুমান করি যদি ঐ পুস্তক ইংরেজী বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হয় তবে অনেকের উপকার হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডি ডিক্রুশ সাহেব ঐ পুস্তক বাঙ্গালাতে তর্জ্জমা করিয়া এক পৃষ্ঠ ইংরেজী ও এক পৃষ্ঠ বাঙ্গালা করিয়া উত্তম ইংরেজী কাগজে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপাইবেন। পুস্তকের সংখ্যা অনুমান আড়াই শত পৃষ্ঠ হইবেক। এবং ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য চারি টাকা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু ছাপার ব্যয়োপযুক্ত অর্থ সংস্থান না হইলে ছাপা আরম্ভ করিতে পারেন না। এ কারণ সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যাহার ঐ পুস্তক লইবার বাসনা হয়

তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কিম্বা শ্রীরামপুরে ঐ সাহেবের নিকটে আপন নাম ও নিবাস সম্বলিত পত্র লিখিবেন। পুস্তক প্রস্তুত হইলে তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া টাকা লওয়া যাইবেক।

১৩ নবেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১

প্রাণতোষণী নামধেয় লতা।—খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুণ্ডমালা মৎস্যসূক্ত মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র ও মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় ও মহানির্ব্বাণ মালিনী-বিজয় মহানীলতন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা ও মেরুতন্ত্র ও ভৈরবী ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ও তারারহস্য শ্যামারহস্য ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণতোষণী নামধেয় লতানামে এক গ্রন্থ বহুকালে বহু পরিশ্রমে বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন যেহেতুক এক গ্রন্থে বহু কার্য্য সাধন হয় না এই গ্রন্থে প্রায় কোন কার্য্য সাধনাবশিষ্ট থাকে না।...

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

শন ১৮২৪ শালে যে ২ কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক কৃত আনন্দ লহরীর সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং মোং বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তর্জমা সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবকর্ত্তৃক সংগ্রহীত জানসেন ডিকস্যানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা।

মোং মীরজাপুরে সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানায় শ্রীকৃষ্ণ মোহন দাস কৃত জ্যোতিষ দিন কৌমুদী।

রতিমঞ্জরী	১
তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ।	১
পদাঙ্ক দূত।	১
পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী	১
আনন্দলহরীর পয়ার	১
রাধিকা মঙ্গল	১

মোং শাঁখারি টোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানাতে

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন	১
শ্রীবদনচন্দ্র পালিতকৃত নারদসম্বাদ	১

মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায়

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কৃত লেডিক্সল নামে পারসী
ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে এক কেতাব হয়। ১

মোং আড়পুলির ছাপাখানায় শ্রীবারাণসী আচার্য্যকর্তৃক ছাপাকৃত

কালীর সহস্র নাম ১

বিষ্ণুর সহস্র নাম ১

রাধিকার সহস্র নাম ১

হনুমচ্চরিত্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষুরাদি
স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ ১

এবং ঐ ব্যক্তিকৃত ভাষাতে জ্যোতিষের তর্জমা এক গ্রন্থ ১

এবং শ্রীমন্ত রায়কর্তৃক ছাপাকৃত

ভগবতীগীতা এবং তাহার ভাষা ১

এবং কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে

শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্য গুণ ভাষা ১

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃত সমেত ভাষাতে উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাহার পত্র সংখ্যা পাঁচ শত পাঁচ পৃষ্ঠ। এই গ্রন্থ বড় উপকারী তাহার মূল্য ষোল টাকা যাহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি কলুটোলায় চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে গেলে পাইতে পারিবেন।

অন্য পণ্ডিতকর্তৃক মনু গ্রন্থেরও ভাষা হইয়াছে কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই। মনু গ্রন্থ ব্রাহ্মণের অবশ্যই গ্রাহ্য ইহাতে যে এদেশে গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে ক্রমে ২ ছাপাকর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক।

১৯ মার্চ ১৮২৫। ৭ চৈত্র ১২৩১

সামান্য সমাচার।—শ্রীযুত হপ সাহেবকৃত এক বর্ম্মা ডেকসিয়ানরি অর্থাৎ অভিধান শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া ১০ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইবেক।

ঐ পুস্তকের ক্রম এই যে প্রথম ইংরাজী অক্ষরে কথা তাহার দক্ষিণে ইংরাজী অক্ষরে বর্ম্মা কথার উচ্চারণ ও তাহার দক্ষিণে বর্ম্মা অক্ষরে ব্রহ্মদেশীয় কথা ঐ পুস্তকের পত্রসংখ্যা চারি শত পৃষ্ঠার কিছু অধিক হইবেক তাহার মূল্য দশ মুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে।

১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

বাঙ্গলা ডেক্সিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসরপর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্ঠি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ডসমেত ১১০ এক শত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।···

১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২

জন্সনস ডিকসিয়ানারি।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তর জানসন সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক ২ নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ঐ পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে ..।

আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে ঐ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে যেহেতুক প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ হইয়াছে।

ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানা· বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ ২ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী করণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা বৃক্ষমূলে বসিয়া নূতন ২ কাব্য পাঠ করিতে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন কিন্তু ইহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসরপর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন যত কালপর্য্যন্ত ভাষা থাকে ততকালপর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।

৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২

অমরকোষ।—পূর্ব্বে কোলব্রুক সাহেব ইংরাজী অর্থের সহিত অমরকোষ গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন সেই গ্রন্থ কালক্রমে দুর্ল্লভ হওয়াতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ক্ষুদ্র নাগরী অক্ষরে ইংরাজী অর্থের সহিত পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে যদি কেহ তাহা লইতে বাসনা করেন তবে দ্বাদশ মুদ্রাতে পাইতে পারিবেন।

কপিলদেবকৃত সাংখ্যসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য ৬ ছয় টাকা।

২৩ জুলাই ১৮২৫। ৯ শ্রাবণ ১২৩২

নূতন গ্রন্থ।—এতদ্দেশে পূর্ব্বকালে ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ পুরাণপ্রভৃতি শাস্ত্রের অধিক আলোচনা ছিল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ছিলেন অদ্যাপি তাহারদিগের কৃত গ্রন্থ চলিতেছে পরে কিছু কালাবধি সে সকলের ক্রমে২ ক্ষীণতা হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে এতদ্দেশে ছাপাযন্ত্র প্রকাশ হওয়া অবধি ভাবল্লোকের পূর্ব্বানুষ্ঠিত বিষয়ে অধিকানুশীলন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তত্তদুপযুক্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ও পারসী ও ইংরাজী প্রভৃতি নানাভাষাতে নানাবিধ পুস্তক নানাবিধ রসঘটিত নানাবিধ রসিকগণেরা ছাপাইতেছেন ইহাতে ভাবল্লোকের আহ্লাদ জন্মিতেছে। সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও স্বরোদয় ও সর্ব্বার্কচিন্তামণিপ্রভৃতি গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্ব্বক জ্যোতিষের ফল ঐক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ভ এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল অতএব এই সংগ্রহগ্রন্থ হওয়াতে এ সকল গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ভ পুনঃপ্রকাশিত হইল তদ্দ্বারা লোকেরা অনায়াসে শুভাশুভ জানিতে পারিবেক এবং পরম্পরা সম্বন্ধে চিরকাল থাকিবেক।

৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত ডাক্তর ব্রিটন সাহেব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ইংরাজী ও হিন্দি ও ফারসি ও আরব্বি ও সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষাতে শরীরের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জ্জমা করিয়া এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তক এক্ষণে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে। আরো শুনা গেল যে ঐ ছাপাখানাতে এতদ্দেশের তাবৎ রাজপথ এক শত পেলেটে খোদিত হইয়া ছাপা হইতেছে কিন্তু ঐ সকল ছাপা আগামি বৎসরের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইবেক না। প্রস্তুত হইলে তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৩৬ ছত্রিশ টাকা করিয়া হইবেক। এমন উপকারক পুস্তক এতদ্দেশে আর হয় নাই যেহেতুক ইহা দেখিয়া এতদ্দেশের সকল নগরে ও প্রদেশে অনায়াসে গমনাগমন করা যাইবেক।

২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় বহুদর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তকদ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতুক ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮২৬। ১৬ পৌষ ১২৩৩

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার বহুপরিশ্রমপূর্ব্বক সংস্কৃত বাঙ্গলা পারসি আরবি ও ইংরাজি লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষার প্রচলিত প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহার পত্রসংখ্যা ১৫০। ও মূল্য ৩ টাকা। যাহার আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে সম্বাদ দিলে পাইতে পারিবেন।

১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২

নূতন পুস্তক॥—শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড শ্রীযুত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। পুস্তকের পরিমাণ আকটেবো পেজের ৪৩ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ও পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মূল্য আট আনা স্থির হইয়াছে যদ্যপি কাহার ঐ পুস্তক গ্রহণেচ্ছা হয় তবে কলিকাতার চন্দ্রিকাযন্ত্রে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।…

৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২

কলিকাতার নক্সা।—অল্প দিবস হইল কলিকাতার মেজর সক সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতা নগরের এক নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। ঐ নক্সাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণপর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক স্থানে বৃহৎ ২ বাটী ও সেই বাটীর স্বামিরদের নামও লিখিত আছে। যাহারা কলিকাতার সৌন্দর্য্য ও বৃহত্ব দর্শন করিতে বাসনা করেন তাহারা ঐ নক্সা ক্রয় করিলে অনায়াসে স্পষ্টরূপে তাবৎ জানিতে পারিবেন।

অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কখন শুনি নাই। চিতপুরের যে ব্যাঘ্র ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গির বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে।

১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২৭ ভাদ্র ১২৩২

কাশীর নক্শা।—শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেব কাশীধামে গমনপূর্ব্বক ঐ স্থানের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি ও অট্টালিকা এবং কাশীতলবাহিনী গঙ্গাপ্রভৃতির নক্শা করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে পাথুরীয়া ছাপাখানাতে ঐ নক্শা ছাপা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রত্যেক নক্শার মূল্য ১২ বার টাকা। যদি কেহ ঐ নক্শা ক্রয় করিতে বাসনা করেন তবে কলিকাতায় বাঙ্গাল হরকরা আপিসে গেলে পাইতে পারিবেন।

১৫ অক্টোবর ১৮২৫। ৩১ আশ্বিন ১২৩২

নূতন ছবি ॥—কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুরপর্য্যন্ত গঙ্গানদীর এক নক্সা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল তাহাতে লিখিত আছে এতদ্ভিন্ন যেখানে যত খাল কিম্বা নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলে সে সকল স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ঐ নক্সার উপর উত্তমরূপে রং দেওয়া গিয়াছে ইহার দ্বারা পথিক লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২

মেপ অর্থাৎ দেশের নক্সা ॥—ইংগ্লণ্ডদেশে এক জন সাহেব ভারতবর্ষের নক্সা খুদিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও নগরপ্রভৃতির নাম দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙ্গলা অক্ষরে এরূপ নক্সা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এইহেতুক ঐ মেপের উপর এমত লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের প্রথম বাঙ্গালা নক্সা এই।…প্রত্যেক সাঙ্গ মেপের মূল্য ১০ দশ টাকা এবং অপ্রস্তুত মেপের মূল্য ৮ আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে।

৫ নবেম্বর ১৮২৫। ২১ কার্ত্তিক ১২৩২

স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষা॥ —সকলের উপকারার্থ শ্রীযুত কুমার কালীকান্ত ঘোষাল মহাশয় আপন সভাপণ্ডিত শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীযুত রামমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরদিগকে লইয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা প্রস্তুত করিতেছেন প্রস্তুত হইলে কৌমুদী প্রকাশকের-দিগকে প্রদান করিবেন ও তাঁহারা তাহা ছাপাইয়া পৃথক ২ গ্রন্থ করিয়া বিক্রয় করিবেন। এ পুস্তকে সকলেরি উপকার আছে যেহেতুক ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা প্রায়শ্চিত্ত দায়ভাগপ্রভৃতি সকলি তদধীন হয় এবং কি কর্ম্মে নিষেধ ও কি কর্ম্মে বিধি তাহা তদ্ভিন্ন জানিবার সম্ভাবনা নাই। এ গ্রন্থ ছাপা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিবেচনা পুরঃসর তাহার মূল্য এক শত টাকা স্থির করিয়াছেন।—সং চং।

৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২

নূতন পুস্তক ॥—সম্প্রতি কলিকাতার ছোট আদালতের এক জন জজ শ্রীযুত সি কে বারিসন [রবিন্‌সন্] সাহেব গৃহগ্রন্থনবিষয়ে এক নূতন পুস্তক করিয়াছেন তাহাতে গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তম্ভের উচ্চত্ব ও স্থূলত্ব এবং কুঠরি করিবার ধারা ও কোন স্থানে কেমন ক্ষুদ্র কুঠরি করা যাইতে পারে এবং কিসেতেই বা শোভা হয় এ সকল বিবরণ তাহাতে আছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালি লোকেরা কিরূপে ঘর করিয়া থাকেন এবং তাহার ক্রম কেমন ও কোন দিগে কেমন প্রকোষ্ঠ করিলে শোভা হয় তাহার বিশেষ ২ নকশা করিয়াছেন। ঐ পুস্তক তিন ভাগে সমাপ্ত হইবেক তাহার মধ্যে প্রথম ভাগ আগামি মাসে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ভাগের মূল্য আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকদ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তাঁহারা ঐ পুস্তক দেখিয়া ইউরোপীয় ধারানুসারে সুন্দররূপে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২

বিজ্ঞাপন ॥— সর্ব্বগুণগ্রাহকের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় অনেক ২ পণ্ডিতকর্তৃক নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ সাধুভাষাতে তর্জ্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিষয়ি লোকেরদেরও নানাপ্রকার উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে যাহা হিন্দুলোকের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অর্থাৎ তিথিতত্ত্ব তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিতকর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই অতএব জনপদের উপকারার্থে ঐ তিথিতত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বের ব্যবস্থা সকল এবং তিথিবিশেষ বিহিতকর্ম্ম সকল সাধুভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি। ভরসা যে এই গ্রন্থ সভ্য লোককর্তৃক অবশ্য গ্রাহ্য হইবেক যেহেতুক বিষয়ি লোক যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যগ্র অথচ দৈব পৈতৃক কর্ম্মানুষ্ঠানে রত তাঁহারা এই গ্রন্থদৃষ্টে ব্রতোপবাস পূজা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। যদি গ্রন্থ গ্রাহ্য হয় তবে ইহার নাম তিথিকর্ম্মপ্রকাশ দেওয়া যাইবেক।

এই গ্রন্থ অনুমান ১৫০ দেড় শত পৃষ্ঠা হইবেক ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৩ তিন টাকা নিরূপিত করা গিয়াছে অতএব যাঁহার যত গ্রন্থের প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় নীচে স্বাক্ষরকারির নিকট আপন নাম ও নিবাসসমেত সমাচার পাঠাইবেন পরে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা যাইবেক।

শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মণঃ।

১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২

ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে ২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।

মোং কলুটোলা চন্দ্রিকা আপীসে শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্য্য সূচক পুরাণবোধদ্দীপননামক ভাষা গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত নায়ক নায়িকাবিষয়ক দূতী বিলাসনামক গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং মাধবশর্ম্মকর্ত্তৃক রচিত শ্রীভাগবতের দশমস্কন্দের ভাষা বিবরণ ভাগবতসার নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং বেতালকর্তৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়।

হরগোবিন্দ দত্তকৃত সাত্বত সভাপ্রবেশ প্রবন্ধ নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।

এবং চাণক্যকৃত হিতোপদেশসূচক ১০৮ শ্লোক শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা ভাষা করিয়া সংস্কৃত সমেত ছাপাইয়াছেন।

এবং শৃঙ্গারতিলক নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপান।

এবং মোহমুদ্গরনামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ ব্যক্তি ছাপান।

এবং ভাষা সমেত দায়ভাগ ঐ ব্যক্তি ছাপান।

মোং বহুবাজার লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে।

ব্যঙ্কটাধ্বরি নামধেয় মহাকবি প্রণীত বিশ্বরূপাদর্শনামক উত্তম গ্রন্থ তাহাতে নানা দেশের দোষ গুণবিষয়ক বিশ্বাবসু কৃশানু নামকোভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে শ্রীরামস্বামী ছাপাইয়াছেন।

এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার রচিত দায়ভাগ সংগ্রহ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

এবং জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত ছাপা হইয়াছে।

মোং মৃজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ভাষা করিয়া শ্রীযুত তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ছাপা করিয়াছেন।

শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে।

নারদসম্বাদ ছাপা হইয়াছে।

শোভা বাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে বত্রিশসিংহাসন ছাপা হয়।

মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায় নীলের আইন ১ দফা।

মনোরঞ্জন ইতিহাস রিপ্রিন্ট নাগর অক্ষর।

পাঠশালার রীতি কাশীর আদম সাহেবকৃত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর।

উপদেশ কথা ঐ সাহেবকৃত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিন্ট।

তারিণীচরণ মিত্রকৃত গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ কাএতী নাগরী।

কিট সাহেবকৃত ব্যাকরণ।

সমশুল আখবার প্রেসে।

জহুরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদসাহী বিবরণ ইত্যাদি।

তৌফিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা।

দস্তরল্‌এন্‌সা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা।

এআর মহম্মদ অর্থাৎ শ্যাখৎ।

এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে অতএব ইহাতে যে ২ বিষয় তাহা লিখা গেল।

কালেজ প্রেসে।

ব্যাকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়।

কবিতারত্নাকর নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

জ্যোতিষ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানায়।

ভাষা ব্যাকরণ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে।

ভাষা অভিধান হইতেছে।
পারসী ও বাঙ্গলা আইন হইতেছে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ১ ফাল্গুন ১২৩২

বিজ্ঞাপন।— সর্ব্ব গুণগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতি নিবেদনপূর্ব্বক জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ি ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীযুত রাধামোহন সেনকৃত কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিকপ্রভৃতির সভায় আগমন এবং ব্রহ্ম নিরূপণার্থে তাঁহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে যদ্যপি মহাশয়েরদিগের প্রয়োজন হয় তবে ঐ রাজবাটীতে কিম্বা ঐ ছাপাখানায় অথবা সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ২ দুই টাকা নিরূপিত হইয়াছে। সং চং

১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২

বিজ্ঞাপন।— বহুকারণপ্রযুক্ত বহুকাল জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ জ্যোতিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল পুনর্ব্বার সকলকার উপকার এবং প্রত্যক্ষতার নিমিত্তে বহুতর আকুঞ্চন ও বহুবিধ গ্রন্থের অনুশীলন এবং বহুদেশীয় জ্যোতির্জ্ঞের মতের একত্রীকরণপূর্ব্বক যাহা ফলের সহিত ঐক্য হইল তাহার মধ্যে আদৌ জাতকোষ্ঠী প্রকরণে জ্যোতিষের প্রথম আভার প্রথম কিরণে পরমায়ুঃ প্রকাশ নামক এক গ্রন্থ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের সুগম বোধার্থে গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ৭২ বাগান্তর আকটেবো পেজে স্বকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিতপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে সকলেই পরমায়ুঃ সংখ্যাকাল যথার্থরূপে জানিতে পারিবেন।…

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

গ্রন্থ প্রকাশ।— বাঙ্গাল হরকারানামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্যদ্বারা সর্ব্বত্র ধন্য ২ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি বাঙ্গলা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কানুতর্কদ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।— সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

১৫ জুলাই ১৮২৬। ১ শ্রাবণ ১২৩৩

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।— শহর শ্রীরামপুরের কালেজের ছাত্রেরদের পাঠার্থে বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ঐ কালেজের পণ্ডিতকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা বিষয়ি লোকেরদের অনেক উপকার দর্শিবেক যেহেতুক ইহার প্রথম সংস্কৃত সূত্র পরে তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় অতি স্পষ্ট হইয়াছে ইহাতে সকলেই অনায়াসে অর্থবোধ করিতে পারিবেন।

১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩

প্রাচীন পদ্যাবলি ॥ — চাতকাষ্টক ও ভ্রমরাষ্টক পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন ও বানরাষ্টক ও বানর্য্যষ্টক এই ছয় প্রকার প্রাচীন সংগ্রহ অর্থাৎ প্রথমে অশেষ শ্লেষ ঘটিত চাতকের উক্তি মেঘের প্রতি এবং দ্বিতীয়ে ভ্রমর ও পদ্মিনী ও কেতুকাপ্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং তৃতীয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশারদ পঞ্চরত্নের সারোদ্ধার নীতি শিক্ষা ও চতুর্থে ঐ মহাতেজা রাজার হিতোপদেশ এবং পঞ্চমে ও ষষ্ঠে ঐ রাজসমীপস্থিত দেবরাজ প্রেরিত বানরী ও বানরাকৃত দেবতা বিশেষের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিবিধ কৌশলে রাজনীতিইত্যাদির মূল শ্লোক ও তদীয়ার্থ পয়ার ছন্দে সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরামপুরে রত্নাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। ..

১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩

শাস্ত্র সর্ব্বস্বনামক গ্রন্থ। প্রকাশার্থে অনুষ্ঠান। — ভারতবর্ষের মধ্যে যখন হিন্দুরদিগের রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল তখন তাবৎ শাস্ত্র দেদীপ্যমান ও তদধ্যয়নাধ্যাপনাকারিদিগের তদ্বিষয়ে মনোযোগের এবং ঔৎসুক্যের আধিক্য ছিল তদনন্তর তদ্রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে পর যবনেরদের আধিপত্য হওয়াতে বিদ্যার প্রায় লোপ হইয়াছিল এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের তত্তদ্বিষয় সংস্থাপনার মনোযোগ রূপ প্রভাত প্রকাশ হইবাতে এবং রাজার আনুকূল্যেতে অনেকের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে এবং বিদ্যা বিষয়ে অনেকের সাধারণ যত্ন ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে এবং মুদ্রাযন্ত্রালয়ের বাহুল্য হওয়াতে অনেক ২ পুস্তক সংগ্রহ হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে প্রায় যাবনিক ও অন্য ভাষাহইতে উদাসীনকথা ও বিষয় মাত্র সংগৃহীত সে কেবল বালকেরদিগের শিক্ষার্থে।

স্বদেশীয় শাস্ত্রের স্বজাতীয় ভাষায় প্রাচীন কাশীদাসী পাঁচালি আর তত্তুল্য কয়েকখানি পুস্তক দেখিতেছি সংপ্রতি যেরূপ সময় ও তত্তৎ আকর গ্রন্থের সমাধান হইয়াছে তদুপযুক্ত কোন গ্রন্থ সংগ্রহ দেখা যায় না ও সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞাত বিষয়ি লোকেরদিগের পাঠার্থে সমাচারের কাগজ আর উদাসীন ভাষায় তদ্দেশীয় বিবরণ ব্যতীত কোন সংগ্রহ নাই এমত ব্যক্তিরদিগের অল্পায়াসে তদুপকার হয় এ বিষয় বহুকাল ও ব্যয়সাধ্য এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুষ্কর অতএব বিবেচনা করা গেল যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের মূলবেদ তাহার ফলিতার্থ মহর্ষি বেদব্যাস সংগ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল ২ বিবরণ সকল সাধু গৌড়ীয় ভাষায় সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ হইলে ভাল হয় অর্থাৎ আপনারদিগের যাহা আবশ্যক জানা উচিত হয় এমত যত বৃত্তান্ত তাহার কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে লেখা যাইতেছে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি ব্রহ্মসৃষ্টি দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি অবান্তর যুগাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম মনুবংশাবলী গ্রহ নক্ষত্র লোকপালাদি সূর্য্য চন্দ্র বংশাবলী ও তত্তৎকীর্ত্তি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ এবং তাহারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ব্যবহার আচার কত প্রকার বা সংস্কার বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দেশ নির্ণয় তীর্থস্থান পীঠস্থান ভগবান্ পরমেশ্বরের অবতার ও তৎপূর্ব্ব কারণ উপাস্য দেবতা উপাসনা ভেদ কথন রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহাপুরুষাদির বিবরণ রাজারদিগের বিবরণ অষ্টাদশ বিদ্যা বর্ণন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরিমাণ ও নাম আর কোন ২ শাস্ত্র কোন ২ দেশে প্রচলিত তদ্বিবরণ বৈদ্যক শাস্ত্রের স্থূলবিবরণ দ্রব্যগুণ ইত্যাদি স্থূল ২ এই এক ২ প্রকরণের মধ্যে অনেক ২ প্রকরণ অবস্থান করিবেন

তাহাতে তাবৎ গ্রন্থের যে পরিমাণ এক্ষণে নিশ্চিত করিতে পারা গেল না কিন্তু ছোট পত্রের এক শত ১০০ পৃষ্ঠাতে ঐ গ্রন্থের এক ২ সংখ্যা ৪ চারি সংখ্যা হইলে এক পুস্তক হইবেক অতএব শুদ্ধছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে প্রতি সংখ্যার ২ দুই টাকা আর ঐ এক ভাগ অর্থাৎ চারি সংখ্যার মূল্য আট টাকা স্থির করা গেল।

এতদ্দেশীয় স্বধর্ম্ম সংস্থাপক প্রতিপালন এতদ্বিষয় সম্পাদক মহাজন সমাজে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যাঁহার গ্রন্থ গ্রহণে বাসনা হয় তিনি চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথবা এই গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের নিকট সংস্কৃত কালেজে বা কোম্পানির কালেজ বারিকে আপন নাম ও গ্রন্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন ইতি। ১২ শ্রাবণ ১২৩৩ শাল।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ৭ ফাল্গুন ১২৩৩

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি ও শব্দাম্বুধি [শব্দাব্ধি] ও প্রাণতোষণী ও ভস্মকৌমুদীনামক গ্রন্থচতুষ্টয় ক্রমে স্বব্যয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি বাবুজী মহাশয় যে এক প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলীনামক বৈদ্যক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কি পর্য্যন্ত লোকোপকার হইয়াছে ও হইবেক তাহা সকলেই অনুভূত হইতেছেন ঐ গ্রন্থের পরিমাণ প্রায় ১৫০ এক শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ঐ গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কাপ্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে আর ঐ গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন…। বাবু বৈদ্যেরদিগের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন যেহেতুক তাহারা ঐ ভাষাগ্রন্থ দেখিয়া চিকিৎসা করিলেই অনায়াসে বিজ্ঞতমস্বরূপে খ্যাতিপ্রাপ্ত হইবেক…বাবুজীর বিবেচনা ও পরোপকারার্থ পরিশ্রম ও সদ্ব্যয়শীলতা ও দয়ালুতা যেরূপ দেখিতেছি তাহা অন্যাধারে অদৃষ্ট কেবল তদাধারেই দৃষ্ট হইতেছে। কস্যচিৎ তদৌষধ পরীক্ষকস্য। —সং চং

১৭ মার্চ ১৮২৭। ৫ চৈত্র ১২৩৩

বিজ্ঞাপন।— সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কারণ এই যে তদ্গ্রন্থ পাঠে হরিভক্তি ও দেহশুদ্ধি ও বুদ্ধি নির্ম্মলা হইয়া থাকে এতৎপ্রযুক্ত অনেকে তদ্গ্রন্থ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত আছেন কিন্তু লেখনীদ্বারা লিখিত পুস্তকের অল্পতাহেতুক তদ্গ্রন্থ লওনে ইচ্ছুক হইলেও অপ্রাপ্তি নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না মুদ্রাঙ্কিত হইলে অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ দূর হইতে পারিবেক অতএব তাহাতে উদ্যোগী হইয়াছি গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠ হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পূতচিত্ত ব্যক্তিরদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে পুস্তকের মূল্য ১০ দশ টাকা স্থির করিয়াছি যাহারদিগের তৎপুস্তকে প্রয়োজন হইবেক তাহারা কৃপাপূর্ব্বক চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলুটোলায় আমার বাটীতে সংবাদ পাঠাইবেন নাম ও ধাম জ্ঞাত হইলে অনুষ্ঠানপত্র নিকটে পাঠাইব তাহাতে ধাম সম্বলিত নামাঙ্কিত করিয়া দিবেন গ্রন্থ তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইব প্রস্তুত হইলে গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া ঐ নিরূপিত মূল্য লওয়া যাইবেক ইতি। তারিখ ৩ চৈত্র।— শ্রীবেণীমাধব দত্ত। কলিকাতা। আমড়াতলার গলি।

৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩

আগামি বৎসরের নবপঞ্জিকা।— বিজ্ঞবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি বৎসরের অর্থাৎ ১৭৪৯ শক অথবা ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক চন্দ্রিকা যন্ত্রে নির্ম্মিত পঞ্জিকা যে প্রকার হইয়া থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন তথাপি অজ্ঞাত ব্যক্তিরদিগের বিজ্ঞাত করণ কারণ স্থূলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপাধিপতির অভিমত পঞ্জিকা প্রতিদিনের বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানন্তর যে দিন যে যে কর্ম্ম শুভাশুভ ও বিধি নিষেধ স্থির করা আছে বিশেষতঃ যে যে রাশির শুভ তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে অপর জ্যোতিষ গণনার বহুতর ব্যাপার গণনা আছে এ সকল এমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে যাহা পাঠ করিবামাত্র অনায়াসে সকলেরি বোধগম্য হয় ইহা ভিন্ন কলিকাতাস্থ অধ্যাপকের নাম ও ডাকের মাসুল ইত্যাদি নানা প্রকরণ আছে এই বাহুল্য পঞ্জিকার মূল্য এক টাকামাত্র যাঁহার গ্রহণে বাঞ্ছা হয় তিনি ঐ যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ পাইবেন।

১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪

নূতন পুস্তক।— ইংরাজি পাঠার্থি বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় নিউগাইড নামে ইংরাজি বাঙ্গালাতে এক পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রথমে ইংরাজি বর্ণমালার উচ্চারণ বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা গিয়াছে পরে বর্গক্রমে ইংরাজি কথা সংগৃহীত হইয়াছে ঐ কথা ২৫০০ ন্যূন নয় তাহার ক্রম এই প্রথম ইংরাজি অক্ষরে ইংরাজি কথা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ ও অর্থ। তৎপরে ইংরাজি বাঙ্গলাতে কতকগুলিন ডাইএলাগ অর্থাৎ কথোপকথন তৎপরে অন্য ২ প্রকরণ আছে। ইহার মূল্য এক টাকা। যাহার যত গ্রন্থে প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় সম্বাদ পাঠাইলে ২৫ এপ্রিলের পর পুস্তক পাইতে পারিবেন। ইতি তারিখ ১৪ এপ্রিল।

২৫ আগষ্ট ১৮২৭। ১০ ভাদ্র ১২৩৪

সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ৩২ টাকা।— চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নান্য গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি যিনি গ্রাহকত্বসূচক পত্র পাঠাইবেন তাঁহার নাম স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের মধ্যে গণিয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া মূল্য লওয়া যাইবেক কিন্তু যদি কলিকাতাহইতে দশ ক্রোশের অধিক দূর হয় তবে গ্রন্থ প্রেরণ করণজন্য যাহা ব্যয় হইবেক তাহা দিতে হইবেক ইতি।

৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫

নূতন পুস্তক।— মহাকবি বররুচিকৃত পত্র কৌমুদী পত্রদ্বারা এই উভয় প্রকরণ শ্রীকৃষ্ণলাল দেব মোং শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা করিতে স্থির করিয়াছেন।

২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫

রাস্তার নক্সা।— গত মাসের মধ্যে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানাহইতে ভারতবর্ষের তাবৎ রাস্তার নক্সার একখান পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকে পৃথক ২ এক শত একবিংশতি রাস্তার নক্সা আছে এবং তাবৎ রাস্তার পরিমাণ এইমত নিশ্চিতরূপে লিখিত হইয়াছে যে তাহা হস্তে থাকিলে কোন ব্যক্তির অনর্থক ভ্রমণ করিতে হয় না।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

রামায়ণ।— কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক ২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে দুই তিন কাণ্ড মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে সকলকে জানান যাইবে। কিন্তু আমারদের বোধ হয় যে ইহার মূল্য ১২ টাকার অধিক হইবে না।

২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।— বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা।

১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।— গত ১ আগস্ত তারিখে সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জ্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১ টাকা।

১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬

বিজ্ঞাপন।—চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশ পত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৪ শ্রাবণ তারিখের তিমিরনাশকনামক সমাচারপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি চন্দ্রকান্তনামক পুস্তক কোন ব্যক্তির অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ পুস্তক আমারদিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয় হয় নাই যদ্যপি তিনি ঐ চন্দ্রকান্ত পুস্তক পুনর্ব্বার ছাপা করেন তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের বিক্রয়ের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ের যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন জ্ঞাপনমিতি তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল। শ্রীদেবীচরণ পরামাণিক।

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

বিজ্ঞাপন।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে ৪০৬ সংখ্যার চন্দ্রিকাতে যাহা প্রকাশ হয়। চন্দ্রকান্তনামক গ্রন্থ তৃতীয়বার হইবার অন্তে কোন ব্যক্তি উত্তম কাগজ দিয়া নূতন হরপে উত্তম করিয়া ছাপাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা কোন ব্যক্তির শৈর্য্যোদ্ধারা অধৈর্য্য হইয়া আইন দর্শাইয়া স্বগুণপ্রকাশ করিয়াছেন যখন তিনি রিপ্রীণ্ট বহীর অর্থাৎ তৃতীয় বারে আপনি ছাপিয়াছেন তখন তাঁহার আইন দরিয়াপ্ত গুপ্ত ছিল সে যাহা হউক এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু যে ব্যক্তির অনুমতিঅনুসারে ছাপিতে আরম্ভ করিতেছি তিনি ঐ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আছি পশ্চাৎ নিবারণোদ্যোগপত্র পাঠমাত্র চমৎকৃত হইলাম। ··তিং নাং [সম্বাদ তিমিরনাশক]

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

ইশতেহার।—খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামির প্রেরিত পত্রীদ্বারা বোধ হইল এতদ্দেশে সসর্ব্বোপায় শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টাদশ পুরাণোপপুরাণ এবং গোস্বামি পাদকৃত হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃত সিদ্ধাদি গ্রন্থাধ্যাপনানিলয়াভাবঃ অতএব নানাশাস্ত্রাধ্যাপকদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাহরণানন্তরস-প্রমাণক ভগবদুপাসনা তত্ত্ব সংগ্রহাখ্য গ্রন্থ করিয়াছেন অভিলাষ উক্ত সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপনা হয় যে ছাত্রসকল খড়দহের বাটীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারদিগের অধ্যয়নানুকূল্য করিবেন অতএব সকলের জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি ইতি।

১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণনামক এক ক্ষুদ্র নূতন গ্রন্থ গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশ পাইয়াছে ঐ গ্রন্থের পরিমাণ ২৪ পত্র তাহার প্রকাশকেব নাম ব্যক্ত হয় নাই যাঁহার স্থানে পাওয়া যায় তাঁহার নাম ধাম ঐ গ্রন্থোপরি লিখিত আছে মাত্র যাহা হউক ক্রমে প্রকাশকও প্রকাশ হইবেন ঐ গ্রন্থ আমরা গত দিবস পাইয়াছি. যদ্যপিও তাহার পূর্ব্বাপর তাবৎ পাঠ করিয়া বিবেচনা করিতে সুবকাশ কাল পাই নাই তথাপি তাহার অনুষ্ঠান ও ভূমিকাপাঠে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক অনুষ্ঠানপত্রের প্রথম কএক পংক্তি লেখেন যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয় তৎকালীন সকলেই প্রায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে বাঞ্ছিত হয় তদ্বৃদ্ধ্যর্থে নূতন পুস্তকাদির আবশ্যক হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রেঞ্চ এবং আর ২ সর্ব্ব উপদ্বীপে নানাপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া তত্তদ্দেশীয় লোকের বিবিধরূপে বিস্তার এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য্য হইয়াছে ইত্যাদি অনেক লিখেন তাহা আমরা ক্রমে ২ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও তাহার নিম্নভাগে লিখিব। সংপ্রতি ঐ অনুষ্ঠানপত্রের কএক পংক্তিতে বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোক অসভ্য অভব্য ছিলেন এক্ষণে সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন কিন্তু পুস্তকাভাবে হইতেছেন না তজ্জন্য ঐ মহাশয় এই অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন পরে আর ২ হইবেক তাহাতে লোকের জ্ঞান জন্মিবেক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। যাহা হউক সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক মহাশয় ধন্য যেহেতুক এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যাহা

পূর্ব্বকালীন মহামুনি ঋষিবর এবং নানা কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রবক্তারা যাহাতে অক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ কোন ব্যক্তিকেই করিতে পারেন নাই তাহা যদ্যপি হইত তবে তাঁহারদিগের রচিত গ্রন্থ অনেক আছে এবং অনেকে পাঠ করিয়াছেন সে সকল লোকের সভ্যতা ও ভব্যতা দীপিকাপ্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত হইয়া ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ব্যবহার ও রীতিপ্রভৃতি দর্শাইয়া এ দেশের লোককে জ্ঞানি করিবেন অতএব ইঁহার পর আত্মীয় উপকারক বিজ্ঞ গুণজ্ঞ আর কে আছেন। যদ্যপিও অন্য ২ ব্যক্তিরা সংস্কৃত শাস্ত্রহইতে ভাষা করিয়া নানাপ্রকার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং কএকটা সমাচারপত্র এতদ্দেশীয় ভাষায় আছে তাহা পাঠে কাহারো উপকার নাই কেননা তাঁহারা কেবল আপন লভ্যের নিমিত্তে করিতেছেন জ্ঞান জন্মে এমত কথা তাহাতে থাকে না ইনি এই গ্রন্থ কেবল এক টাকা মূল্যে দিবেন ইহাতে ইঁহার লাভের অংশ কিছুই দেখি না যেহেতুক ঐ ২৪ পত্র পুস্তকের মূল্য ২৪ টাকার ন্যূন নহে তাহা ১ টাকায় দিবেন কোন প্রকারে লোকের জ্ঞান জন্মে অতএব এক্ষণে এতদ্দেশের উপকারক যত আছেন বা ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাশয় শ্রেষ্ঠ।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকার ভূমিকা।—আমারদিগের মধ্যে এইক্ষণে ভাষায় এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন ২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হইতে পারা যায়। সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা পড়িতে এবং তদর্থ বুঝিতে আমরা সমর্থ নহি যেহেতুক বিষয়ি লোকের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বড় দুই এক ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞবিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতেও আমারদের মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই এই নিমিত্তে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দীপিকাপ্রকাশক বুঝি এতদ্দেশীয় লোক না হইবেন কেননা আপনিই দক্ষিণ হস্তে করিয়া লিখিয়াছেন যে আমারদিগের মধ্যে ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই এতদ্দেশীয় লোক হইলে অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন যে মহাভারতের ১৮ পর্ব্ব ভাষায় কাশীদাসকৃত। রামায়ণ কৃত্তিবাসকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষা দ্বিজমাধবরচিত। অপর কৃষ্ণমঙ্গল কালিকামঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল জগন্নাথমঙ্গল মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গল যাহাতে দেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় এমত অনেক ২ মঙ্গল আছে। অপর গোস্বামিরদিগের কৃত চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতপ্রভৃতি ভাষায় রচিত কতই গ্রন্থ আছে তাহার তাবৎ নাম ও স্থূল বিবরণ লিখিতে হইলে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকামতে এক শত গ্রন্থের অধিক হইতে পারে। অপর লেখেন সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা বিষয়ি লোক বুঝিতে ও পড়িতে অক্ষম। উত্তর। এই নিমিত্ত ইদানী এদেশের পরমোপকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা শ্রীভগবদ্গীতা হিতোপদেশ যোগবাশিষ্ঠ আনন্দলহরী মার্কণ্ডেয়পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি নানা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল রাখিয়া তদীয়ার্থ ভাষা করিয়া কত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আমরা সকল অদ্যাপি জ্ঞাত হইতে পারি নাই অধিকন্তু কেবল ভাষা আদিরস ও ভক্তিরসঘটিত এবং দিগ্দর্শনাদি কতপ্রকার গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা কি সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক দেখেন নাই কিম্বা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে উক্ত গ্রন্থসকলে জ্ঞানোপযোগি কোন কথা নাই। এইহেতুক সে সকল গ্রন্থের

নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল চণ্ডী গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতে মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয়নিমিত্ত কোন সদুপায় নাই লিখিয়াছেন। উত্তর। তিনি যদ্যপি ঐ গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া থাকেন এবং তাহার অর্থসকল বোধ হইয়া থাকে এমত জানিতে পারি তবে তাহাতে আমারদিগের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব। সং চং

৩ অক্টোবর ১৮২৯। ১৮ আশ্বিন ১২৩৬

...অপর ৩০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় পুনরায় লিখেন যে দীপিকাকার লিখিয়াছেন যে আমারদের মধ্যে এক্ষণে ভাষাতে এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন ২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হওয়া যায় এইরূপ লিখিয়া পরে লিখেন যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে ২ আছে তাহাতে জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই পূর্ব্বোক্ত কামনায় কোন কথা না কহিয়া অথবা তদর্থ প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া শেষ কথার বিপরীতার্থে প্রমাণ দিয়া মনসামঙ্গলপ্রভৃতি অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু লাউসেনের পালা ও দূতীবিলাস ও নববাবুবিলাস এই কয়েকখানি গ্রন্থের নাম কেন লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন হায় ২ সোণা ফেলে অঞ্চলে গিরা এ বড় খেদের বিষয় যেহেতুক তাহাতে অনেক জ্ঞানোদয়ের সদুপায় ছিল চন্দ্রিকাকার যে ২ জ্ঞানোদয় নিমিত্তে ভাষা পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের চরিত্রাদি কোন কথা নাই ইহা চন্দ্রিকাকার বুঝি না দেখিয়া থাকিবেন দৃষ্টি করিলে এমত অসম্ভব কথা কেন লিখিবেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন তবে তাহার এরূপ দোষ উল্লেখ করায় প্রয়োজন থাকিত না অলমিতিবিস্তরেণ। তিমিরনাশক পাঠকস্য।

৭ নবেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬

মহাভারত।—চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে সংপ্রতি সংস্কৃত মহাভারত ছাপাকরণের আরম্ভ হইয়াছে প্রকাশক তাহার মূল্য ৬৪ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং পুস্তকের বাহুল্যদৃষ্টে মূল্য অধিক বোধ হয় না তথাপি তাহা লওনে অনেকে অক্ষম হইবেন। সংস্কৃত পুস্তক যে প্রকারে লেখা যায় তদনুরূপে তাহা তুলাত কাগজের উপরে ছাপা হইবে সেই প্রকারকরণ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে কিন্তু ব্যবহারানুপযোগী। কলিকাতায় অন্য এক যন্ত্রালয়ে ঐ মহাভারত দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় শ্রীযুত কাশীর রাজার খরচে ছাপা হইতেছে।

২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

নূতন পুস্তক।—সংপ্রতি কলিকাতানগরে দক্ষিণ দেশজাত কাবেলি বেঙ্কাটরাম স্বামিনামক এক জনকর্তৃক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে দক্ষিণ দেশের কবিরদের তাবৎ বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে ১৭০ পৃষ্ঠা আছে এবং প্রত্যেক কেতাব দশ টাকা করিয়া বিক্রীত হইতেছে। সেই পুস্তক অদ্যাবধি আমারদের নিকটে আইসে নাই অতএব তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারি নাই।

পুস্তকের লিখিত কথার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রী লোকেরা কেবল পাঠকরণে সুশিক্ষিত হইত তাহা নয় কিন্তু তাহারা সংস্কৃত ভাষায় এমত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে যে অদ্যাপিও বিজ্ঞ লোকেরদের মধ্যে তাহার প্রশংসা আছে। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষরূপে চারি ভগিনীর বিবরণ লিখিয়াছেন তাহারদের নাম অভয়া ও উপাগা ও মরিগা ও বাল্লী। উপাগা রজকীর গৃহে প্রতিপালিতা হয় তথাপি নীলীপাপাতাল নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে। মরিগা তাড়িবিক্রয়িণীর স্থানে বাল্যকালে শিক্ষা পাইয়া নানাবিধ বিষয়ে প্রকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে। অভয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূগোল বিদ্যার নানা গ্রন্থ প্রস্তুত করিল এই বিবরণের দ্বারা বোধ হয় যে স্ত্রীলোকেরদের সকলপ্রকার বিদ্যা শিক্ষানিবারণের যে রীতি তাহা আধুনিক। বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্ত্রীলোকেরদিগের নিমিত্তে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন কেহ ২ এই হেতুতে তাহার আপত্তি করেন যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওন দেশের চলিত ব্যবহারের বিপরীত। কিন্তু পুস্তকে দৃষ্ট হইল যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেন এবং তাঁহারা সেই ভাষায় অতিনিপুণা হইতেন অতএব আমারদের ভরসা এই যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওনের বিষয়ে যে ওজর হইয়াছে তাহা লুপ্ত হইবে এবং অল্প কালের মধ্যে এ দেশের লোকেরা যেমন আপন পুত্রেরদিগকে শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত তেমন আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন। আমারদের স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহের পুস্তকে বার জন স্ত্রীলোকের লেখনের চুম্বক আছে ইহার ন্যূন হইবে না। পুনশ্চ এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের এক পুরাতন আইনে হুকুম আছে যে পিতৃহীন কন্যারদের সংসারাধ্যক্ষ তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত গুরু রাখিবেন।

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬

ভূপালকদম্ব।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদীয় রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে কিন্তু ইদানীন্তন কলিযুগজাত বিশেষতঃ দিল্লীর সিংহাসনস্থ নানা জাতীয় রাজা যাঁহারা প্রায় সাগরান্ত রাজ্যে সাম্রাজ্য করিয়া নানাবিধ কীর্ত্তি করিয়াছেন সে সকল রাজার বংশাবলী বর্ণনপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারপ্রভৃতি নানাবিধছন্দে বিজ্ঞতম পরম পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক রচিত ভূপালকদম্বনামক এক গ্রন্থ প্রস্তুত আছে সেই গ্রন্থের স্থূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গুণিজন সমাজে প্রেরণ করিতেছি ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে এ গ্রন্থ প্রকাশে কিপর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে প্রথমতঃ ভূগোল শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের আদ্য সৃষ্টি পত্তন কল্কিদেবের জন্ম ও তপস্যাদি বর্ণনপূর্ব্বক জম্বুদ্বীপের বিভাগ বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দেশ ও পর্ব্বত নদীপ্রভৃতি তন্মধ্যে যে যে বংশে দিল্লীর সাম্রাজ্য হইয়াছিল তাহার বিশেষ ২ নাম ও রাজ্যভোগের বৎসর সংখ্যা যুধিষ্ঠির রাজাদির জন্ম ও পরিক্ষিতের বংশের শেষপর্য্যন্ত সংখ্যা তথা গৌতমের বুদ্ধমতাবলম্বী হওয়া তদনন্তর দিল্লীতে যাবদীয় রাজা সম্রাট হন তাহার সংক্ষেপ নিরূপণ ও ইন্দ্রশাপে তৎপুত্র গন্ধর্ব্ব সেনের পৃথিবীতে আগমন ও তাঁহার ধাররাজার কন্যার সহিত বিবাহ এবং তদৌরসে ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যের জন্ম এবং মালবা দেশে রাজা ভর্তৃহরির রাজ্যভোগানন্তর বৈরাগ্যপ্রাপ্তি পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব তাঁহার সাম্রাজ্য বিধান জন্য নানা

দিগ্‌দেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গে কৌচবেহারের রাজার চরিত্র ও তদ্দেশের বিস্তার ও তাঁহার সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের জয় এবং বিক্রমাদিত্যের নাশে সমুদ্রপাল যোগী বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনের প্রাণহরণ করিয়া রাজা হন তদবধি তাঁহার চেলা গোবিন্দপাল সম্রাট হইলেন ও তাঁহার বংশ বিস্তার পরে আদিশূর বল্লালপ্রভৃতি পরে রাজপুত জাতি জীবন সিংহ ও পৃথুরাজার চরিত্র বিস্তার বর্ণন অনন্তর জবন জাতীয় সুলতান শাহাবুদ্দীন কোতবুদ্দীনপ্রভৃতি বাদশাহের বর্ণন পরে ইঙ্গরেজের এতদ্দেশে আমলকারণ যুদ্ধাদি তদধিকার বর্ণন এই স্থূল বৃত্তান্তের বাহুল্যরূপে রচনায় রচিত ঐ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে ছাপা হইতেছে মূল্য ৪ চারি তঙ্কামাত্র যে কেহ গ্রহণেচ্ছুক হন কলিকাতায় ঐ যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়স্য। বঙ্গদূত।

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬

ভর্তৃহরি ত্রিশতক।— শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ নিখিল রাজনীতি রীতিবিৎ বিচক্ষণ ভূমণ্ডলস্থ মণ্ডলেশ্বর নিকরকরগ্রাহক বেতালাদি অষ্টসিদ্ধ যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার বৈমাত্রেয় বিখ্যাত বিক্রান্ত শান্ত দান্ত তেজস্বী যশস্বী দূরদর্শী মনস্বী সকল মনুষ্যেশ্বরাগ্রগণ্য মান্য শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজা ভর্তৃহরি যিনি দিল্লীর সিংহাসনস্থ চক্রেশ্বর হইয়া পৃথিবীস্থ যাবদীয় ভূপাল শাসনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং সুরপতিপুত্র গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসজাত পুত্র বিখ্যাত যিনি বয়োবসানে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত তাঁহার স্বনাম খ্যাত স্বপ্রণীত নীতিশতক বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতক এতত্রিখণ্ডে শতত্রয় শ্লোকের গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারচ্ছন্দে অর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক সংস্কৃত মূল সমভিব্যাহারে এক গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে ছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে ২ দুই তঙ্কা মূল্য নিরূপিত হইয়াছে যে কেহ গ্রাহক হন বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরামদাস ন্যায়পঞ্চাননস্য। বঙ্গদূত।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

শুড়া লিথোগ্রেফিক প্রেষ। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা।— এই পাষাণযন্ত্রের অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সংপ্রতি তিন কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে ।

অপূর্ব্ব এক যন্ত্র স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যাহাতে ইঙ্গরেজী ১৬০০ সালঅবধি ১৯৯৯ সনপর্য্যন্ত ৩৯৯ বৎসরের দিবস স্থিরহইতে পারিবেক এই অপূর্ব্ব এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন।

অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রী৺প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়াআদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এপ্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্ব্বজন শিক্ষার নিমিত্ত ইঙ্গরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া ও

চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ গুড়া পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।

এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য গুড়া পাষাণযন্ত্রাধ্যক্ষ অতিসুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন · । —সং চং

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।— …সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক।– আমরা অতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক গতবৎসরে কলিকাতার মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত সংখ্যা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের ফর্দ্দ এক্ষণে আমরা প্রকাশ করিলাম সেই ফর্দ্দে দৃষ্ট হয় যে গতবৎসরে বাঙ্গলা ভাষায় ছোট বড় ৩১ খান পুস্তক হয়। ইহার মধ্যে কএক খান পাম্‌প্লেট অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বটে তথাপি হিন্দুরদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণ-করণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে এইরূপ পুস্তক মুদ্রিতকরণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ঐ ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কিন্তু যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যার চর্চ্চা হয় তদনুসারে বুঝি যে অন্য ২ নানাবিধ বিদ্যাসম্পর্কীয় মুদ্রিত পুস্তক সকল আরো বিদ্যার্থি লোককর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লোকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

আমরা ইতস্ততো নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কারপূর্ব্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে যে ২ দেশের নামপর্য্যন্তও কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতিআহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয়

তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্নদেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত শুশ্রূষা হইয়াছে। ইহার এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রমাণ অল্পকাল হইল আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন এবং তত্তদ্দেশের নাম বিশেষ করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিখিত ছিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর আমারদের সম্বাদ পত্র মফঃসলনিবাসি কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদপত্রে যত দূরদেশীয় সম্বাদ ব্যক্ত থাকে তত্তদ্দেশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব।

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রালয়ে

নীচে লিখিত পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।—

শঙ্করীগীতা। বায়ুব্রহ্ম। আসাম বুরঞ্জি। ভাগবতের একাংশ ছাপা হইতেছে।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে মোং চোরবাগান

আদিপর্ব্ব। সভাপর্ব্ব। বিদ্যাসুন্দর। নিত্যকর্ম্ম। রসমঞ্জরী। পদাঙ্কদূত। মানসিংহোপাখ্যান। পঞ্জিকা।

শ্রীযুত মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়।

সংসারসার। গঙ্গাভক্তি। বিষ্ণুর সহস্র নাম। অভয়ামঙ্গল। চন্দ্রকান্ত। রতিমঞ্জরী। ভাগবত। আদিরস। ভগবদ্গীতা। চাণক্য। নিত্যকর্ম্ম। বিদ্যাসুন্দর।

পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়।

ব্যবস্থার্ণব। নলদময়ন্তী। বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গল। চাণক্য। মহিম্ন। কর্ম্মবিপাক। নিত্যকর্ম্ম। বেতাল। চন্দ্রবংশ। পঞ্জিকা।

মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়।

ইঙ্গরেজী ভাষায়।

মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক। ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলাতে সেল্পগাইড। বকেবিলরী ও হিতোপদেশ সংগৃহীত। বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি। মনোড়ি প্রভৃতি পীর ও ডাক্তার। বিক্রয় পুস্তকের বিবরণ বহী। নূতন বাজারের কেতাবের বিবরণ বহী। লার্ড লিবরপুলের যৌবনকালের বিবরণ। ঐরলণ্ডীয়েরদের ইংগ্লণ্ডদেশে আগমন। মিমায়ের অফ মিস ফেনউইক্। কালিডসকোপ মাগজিন নং ১।৫ পর্য্যন্ত। কাটিকিজম। চার্চ কাটিকিজম।

সাময়িক-পত্র

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫

কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ। এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতিসপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহারা

মাস ২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।

২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮

সম্বাদ কৌমুদী।— এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র।— ··· সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন ২ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়। অতএব আমার এই প্রার্থনা যে পরস্পর নিন্দা প্রকাশ রহিত করিয়া নানাদেশীয় নানাবিধ সুসম্বাদ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করেন ইহা হইলে পাঠকেরা আনন্দিত হইয়া পাঠ করিবেন এবং উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক এবং যদর্থে করিতেছেন তাহারও সিদ্ধি হইবেক।

এই যে প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল তাহা দর্পণে প্রকাশ করিলাম এবং পত্র প্রেরক যেমত লিখিয়াছেন এ অতিসুন্দর লিখিয়াছেন যেহেতুক বিশিষ্ট দ্বয়ের মধ্যে ভেদ জন্মিলে বিশিষ্ট লোকের খেদ হয় এবং বিশিষ্টের মধ্যে ভেদ না থাকে বিশিষ্টের এই প্রার্থনা অতএব উভয়েই বিবেচনা করিবেন।

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইতেছে।

২৩ মার্চ ১৮০২। ১১ চৈত্র ১২২৮

ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানা-দিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।··

১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৩০ ভাদ্র ১২২৯

পারসীয়ান কাগজ।— নানাস্থানহইতে অনেক লোক পারসীয়ান খবরের কাগজের কারণ পত্র লিখিয়াছেন এবং কোন ২ সমাচার দর্পণপাঠকও বাসনা করেন যে পারসীতে খবরের কাগজ প্রকাশ হয়। অতএব

এই সকল লোকেরদের তুষ্টির কারণ পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি পারসীয়ান খবরের কাগজের প্রার্থনায় আগত পত্র নীচে প্রকাশ করিতেছি দৃষ্টি করিবেন।

আগত পত্র॥

সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।— নানা দেশীয় নানাপ্রকার সমাচার সম্বলিত সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইয়া অনেক ২ লোকের সন্তোষ জন্মায় এবং এই জিলার জজ সাহেবের নিকটে বাঙ্গালি সমাচার দর্পণ আইসে তাহাতে আমলাহায় ঐ কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু এ জিলার আমলালোক অনেকেই প্রার্থনা করেন যে পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ হয় যেহেতুক আমলা লোকেরা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসী অধিক ভাল বাসেন অতএব যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করেন তবে অনেক লোকে লয় ও অনেকের সন্তোষ জন্মে যেহেতুক যাহারা পারসী না জানেন তাঁহারা বাঙ্গালিতেই তৃপ্ত থাকেন কিন্তু যাঁহারা পারসী ও বাঙ্গালি উভয়জ্ঞ তাঁহারা বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসীতে অধিক বাসনা করেন অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

এই পত্র কেবল আমি একাকী লিখিতেছি এমত নয় কিন্তু ইহাতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতি আছে।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯

ইস্তাহার।— সকলকে জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বাবধি সর্ব্বদেশে সমাচারপত্র প্রকাশিত আছে কিন্তু হিন্দুস্থানে বাদশাহের বাদশাহীর সময়ে কেবল ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঐ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না এইক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওয়াতে ইংগ্লণ্ডের ন্যায় শহর কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে অনেক ছাপাখানা হইয়া ইউরোপীয় সমাচার ও অন্য ২ দেশীয় সমাচারসম্বলিত সমাচারপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালি ভাষাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সাহেব লোকের নিকটে ও ইংরাজীজ্ঞাতারদের নিকটে ও বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে পঁহুছিতেছে তাহাতে ঐ সকল লোকের সন্তোষ জন্মিতেছে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় অতিপ্রধান ও ভাগ্যবান লোকেরা ঐ ভাষাদ্বয়ানভিজ্ঞতাহেতুক স্বয়ং পাঠ করণে অক্ষম হওয়াতে কেহ ২ ক্ষান্ত থাকেন কেহ বা ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গালিজ্ঞাতারদের দ্বারা সমাচারাবগত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে পরায়ত্তভোজনবৎ তাঁহারদের তাদৃক তৃপ্তি হয় না অতএব যদি পারসী সমাচার পত্র প্রকাশ করা যায় তবে তাঁহারা পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ রসপান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

অতএব সে সকলের তুষ্টি ও ইষ্টসিদ্ধির কারণ নিশ্চয় করা গেল যে নানা দেশীয় সমাচার পারসীভাষাতে ছাপা হইয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হয় তাহাতে যে সকল লোক ঐ সুখভোগেচ্ছুক হইয়াও পাঠ করণ শক্তি না থাকাতে ক্ষান্ত ছিলেন কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতারূপে প্রতিদেশীয় সম্বাদাবগত হইয়া আত্মমনোবিনোদ করিতে পারিবেন। এবং পারসী ভাষায় সমাচার পত্র

হওয়াতে অনেক ভাগ্যবান লোকের অনুমতিও আছে। ঐ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক। ইহা ব্যতিরেকে কোম্পানির রীত্যানুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক অর্থাৎ যেখানে চিঠীর মাশুল আট আনা সেখানে পৈকনামাবরের দুই আনা লাগিবেক। ঐ কাগজ মঙ্গলবারে ছাপা হইয়া বুধবারে স্বাক্ষরকারিরদিগের নিকট পাঠান যাইবেক।

অতএব জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদিগের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন যে তদনুসারে পৈকনামাবর প্রতিসপ্তাহে বুধবারে তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায়। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক।

৬ মে ১৮২৬। ২৫ বৈশাখ ১২০০

ইশ তেহার।··শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।··ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাসুলের চতুর্থাংশ লওয়া যাইবেক।···

১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে ২ কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।

১৪ জুন ১৮২৩। ১ আষাঢ় ১২৩০

নবীন সম্বাদপত্র॥— শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দ্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্‌হুল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে···।

২৯ নবেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সুসম্বাদ॥ — একনবতিসংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে ·।

৮ মার্চ ১৮২৮। ২৬ ফাল্গুন ১২৩৪

তিমিরনাশকযন্ত্রদাহ। - আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত শুক্রবার তিমিরনাশক পত্র প্রকাশ হয় নাই কিন্তু প্রকাশ না হওনের কারণ একখানি ক্ষুদ্রপত্র তৎপ্রকাশক অন্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা

মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে তিমিরনাশক যন্ত্রালয়ে অগ্নি লাগিয়া সেই আলয় এবং যন্ত্রাদি তাবৎ দগ্ধ হইয়াছে।

১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

ওরিএণ্টেল মেরকিউরি॥— ওরিএণ্টেল মেরকিউরি নামে এক ইংরেজী সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে সে কাগজ ১৮ সংখ্যাপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে…। মেরকিউরি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রকাশ হয়…।

৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০

জরনেল আফিসের বৃত্তান্ত।— আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক সমাচার দিতেছি যে এক নূতন ইডিটর কলিকাতা জরনেল আফিসে দি স্কাটসোমেন ইন দি [ইষ্ট] নামক এক নূতন কাগজ প্রকাশ করিতেছেন এ জন্যে লাইসেন্সও পাইয়াছেন। ১ মার্চ তারিখে এই কাগজ প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে জনপদের অনেক উপকার হইবেক…।

১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২

নাগরীর নূতন সম্বাদ পত্র॥— ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অদ্যপর্য্যন্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ দেশান্তর্গত কাহ্নপুর গ্রামনিবাসি স্বদেশজনসুখাভিলাষি কান্যকুব্জ জাতীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানী ব্যক্তিরদিগের বিদ্যারূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্ব্বোক্ত সুকুলের কর্তৃত্বে এখানকার এবং অন্যান্য হিন্দুস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সজ্জন মহাজন এবং ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ উদন্ত মার্ত্তণ্ড নির্ব্বাহানুকূল্য জন্য দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যে২ মহাশয়ের ঐ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাঁহারা মোং আমড়াতলার গলির ৩৭ নং বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন। সং চং।

১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩

নাগরির সমাচারপত্র।— সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহ্লাদের সীমা নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগ্দেশীয় রাজসম্পর্কীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা সামান্য সমাচার ও নানা বিষয়ের দোষগুণপ্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্য্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এই ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এদ্দেশে প্রথমত

বাঙ্গলা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পারসী ভাষায় হয় এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হইল উরদু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা ঐ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্‌ভতাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন তাঁহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তবে তাঁহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবেক তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

উদন্ত মার্ত্তণ্ড।— আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

নাম পরীবর্ত্তন।— সকলে বিদিত আছেন যে কলম্বিয়ন প্রেস গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্র প্রায় ঐ নামে এক বৎসরপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল সংপ্রতি ২ জুলাই রবিবার অবধি তৎসম্পাদক ঐ কাগজের বেঙ্গাল ক্রোনিকল নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন আর নিয়ম করিয়াছেন যে মঙ্গল শুক্র ও রবি এই তিন বারে প্রকাশ করিবেন।

২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নূতন সমাচার প্রকাশ।— মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু [বেঙ্গল ?] হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেস নামক এক নূতন ইংরেজী ও বাঙ্গলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতি রবিবারে প্রকাশ হইতেছে···।

৭ জুলাই ১৮২৭। ২৪ আষাঢ় ১২৩৪

নূতন সমাচার পত্র।— গত ৪ জুলাই অবধি অরিএনটেল রিকার্ডরনামক এক নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ হইতেছে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত হইবে ইহার মাসিক মূল্য গ্রাহকেরদিগের নিমিত্ত এক টাকা স্থির হইয়াছে।— সং কৌং

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬

নূতন সম্বাদপত্র।— সংপ্রতি প্রার্থিননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নূতন সম্বাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয়হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে ২ মুদ্রিত হইবে অনুমান প্রতি সপ্তাহে একবার। তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক। তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা

অতিসম্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চ্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।

৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬

পার্থিনন।— যে পার্থিনন সম্বাদ কাগজ ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় এতদ্দেশীয় কএক জন অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ যুবা মহাশয়েরদেরকর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম।

৩০ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

প্রার্থিননামক সমাচারপত্রের উত্থান ও পতন —প্রার্থননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠকবর্গের গোচরার্থ গত ১২ ফালগুণ চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে ঐ কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু কএক জন হিন্দু বালক যাঁহারা উত্তমরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লাসকরণে তৎ প্রকাশকদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেননা বালকেরা প্রায় সর্ব্বদাই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞপ্তি হইলে অবশ্যই তৎ কর্ম্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় প্রার্থননপত্রের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা শুনিলাম ধর্ম্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিবৃত্ত হইয়াছে ইহাতে প্রার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল। সং চং

বিবিধ

২৫ আগষ্ট ১৮২৭। ১০ ভাদ্র ১২৩৪

বাঙ্গালায় ছাপাখানার স্বাধীনতাবিষয়ে।— বিলাতে ইণ্ডিয়া হৌসে শ্রীযুত কর্ণেল ইষ্টানহোপ সাহেব বাঙ্গালায় ফ্রি প্রেস অর্থাৎ ছাপাখানার স্বাধীনতা স্থাপন করণার্থে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে অনেকের মত হইল না এতন্মাত্র প্রকাশ হইয়াছে। সং চং

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

টিপুসুলতানের পুস্তকসংগ্রহ।— এতদ্দেশীয় ভাষায় যে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ হয়দরালিকর্তৃক সংগ্রহ আরম্ভ হইয়া টিপুসুলতানকর্তৃক যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল সংপ্রতি লণ্ডন নগরে কোম্পানি বাহাদুরের পুস্তকালয়ে তাহা অর্পিত হইয়াছে। সেই পুস্তক প্রায় সকলি আরবী ভাষায় রচিত তন্মধ্যে অতি সুশোভিত জিল্দ করা এবং প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত কোরাণের কএক নক্কা আছে। টিপুসুলতান যে কোরাণ পাঠ করিতেন তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং সুশোভা হীন কিন্তু তাহার অক্ষর অতি পাকা। ঐ পুস্তকসমূহের মধ্যে হিন্দুরদের প্রাচীন ভাষায় লিখিত অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ আছে।

সমাজ

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।— · উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক মহাকুলীন সদ্বক্তা ছিলেন তাহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্ব্বদা বয়স্যতা করিতেন ও তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এক দিন ঐ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন মহারাজ অনেক ব্যঞ্জন দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় কোন ব্যঞ্জন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুণ পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়া মুখে যাহা খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু অথচ সদুত্তর শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপ অনেক ২ কথা আছে।

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২৮ ভাদ্র ১২২৫

অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাতে কেহ কোন প্রকার ও আর কেহ কোন প্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ এইপ্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া গত রবিবারের সমাচার পত্রেতে এক দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লোকের লিখনের মত দরখাস্ত। তাহার বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জা ঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ। যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন মুখ ফিরায় সেই দিকের লোক মরে। এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করিয়া থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকে। আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঘাটে গেল সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়া আছে তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথাহইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথাহইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল সেখানেও তাহারদের দিকে মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তিন জনের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ছিল সেই দুই জন আর দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না অতএব ওলাউঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয় জন যুবা ছিল এইপ্রযুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল। অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে কএদ করা যায় তবে ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হয় ইতি।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১। ১৪ ফাল্গুন ১২২৭

বাবুর উপাখ্যান।—আমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড় ২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচররূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জ্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকৃটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কলিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে সে কি কি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

ইহার তাবতেরি চিহ্ন আছে ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কতকাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কি ২

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্য্য কত ২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে

থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক অভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোক-হইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড় ২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার যাথার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে ২ করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য ২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহুরী কিম্বা মুনসী অথবা কেরানী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জ্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্পহইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার ২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু

চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উমেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্যায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই উমেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম ২ কর্ম্ম দিবেন; ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন ২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কান লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উম্মেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উমেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে ২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম ২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন অনুসন্ধান করেন কেহ ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। উমেদওয়ারেরা স্ব ২ বাসায় যান তাহারা কেহ ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন ২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে ২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপর্দা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পরদিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায়কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর - শব্দে দুর্ব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদী সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ

হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ার; ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছে কি না আনতনি বত্রিশু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এম্রাণ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে শুষ্ক বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে উমেদওয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। উমেদওয়ারেরা বাবুর মন.সন্তোষজনক দিনফল যে যাহা ২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে ২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা উমেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব্বে ছাপান গিযাছিল তাহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্ব্বার পাঠাইয়াছেন।

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন ২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে ২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার ২ গির্জায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্‌গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি

মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।

২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে ২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে ২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পূরাইতে পারে-- দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব - শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুর্ণসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮

শৌকীন বাবু। নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাদ্য লইয়া বজরা অথবা পিনীস কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর একজন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর ২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর ২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকাহইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেত ইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রার শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে ২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে ২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান ২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।

অজ্ঞাত কুলশীল নামক এক ব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।

৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮

বৃদ্ধের বিবাহ।—দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে ২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না। ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে ২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু ২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক ২ গুড় ২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না। অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ দশ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত ২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ ২ গোপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ে ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও

গোঁফে কলঙ্ক লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অসুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তরের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে ২ বৈষ্ণবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনের জন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান ২।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন সেখানে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই সকল ধর্ম্মতো আছেই তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক গুণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তাঁহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অনুগ্রহও করা আছে তাঁহারা সকালে গিয়া বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন অনেক ২ প্রসঙ্গ হইয়া থাকে তাহার একটা লিখি।

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচার্য্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মা তাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছে ও চৈতন্য অতিসামান্যরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রাদ্ধে আমারদের নিমন্ত্রণ করাইতেই হইবেক। বাবু কহিলেন ভাল আগেতো তাঁহার কাল হউক তখন বোঝা যাইবেক। মহাশয় কি আজ্ঞা করেন তাঁহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা পূজা করিয়া জল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপকথনের দ্বারা প্রায় বেলা দুই প্রহর হইল। বাবু স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাসায় গিয়া কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে ভাগীরথীতে গেলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া বৈদিক তান্ত্রিকাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন ওহে ভৃত্য অদ্য হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই ইহাতে শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের খাড়া। তাহাই চড়চড়ি করিলেন আর ঘৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব্ব সেলা তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে কোন মান্য লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। তাহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহারু কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

বিদায় করিয়া কহিয়া দিব। চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একটা সন্দেহ আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা যায় কোন স্থানে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ সঞ্জয় উবাচ ইত্যাদি বহু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস উবাচ তবে কি প্রকারে বলি এ ব্যাস কৃত। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন ও অনেক কথা আপনি কোন দিবস প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়াছেন। যে আজ্ঞা তাহাই করিব। চট্টোপাধ্যায় গেলেন।

ভট্টাচার্য্য বাবুর কাছে গেলেন পথমধ্যে ঐ গঙ্গাযাত্রার সম্বাদ পাইলেন যে অন্ত দেখিয়া আসিয়াছি কিছু ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্ব্বাদে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কল্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল অন্ত বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মনে ২ কহিতেছেন হে দেবতা কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহার কিছু আছে। না ঐ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গা মঙ্গল করিবেন। তাহা যে পক্ষে হউক। মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা যে দিবসাবধি ইঁহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি।

এই কথা কহিয়া গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড। কেমন ভট্টাচার্য্য অন্ত বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেমন ২ বল দেখি। আর বলিব কি ছাই কথা হইয়াছে। সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না কল্য বাক্‌রোধ ছিল অন্ত বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া আমার বাক্‌রোধ হইল। তবে কি ওবিষয়টা বৃথা হইল। না মহাশয় ইহার মধ্যে একটা সুসম্বাদ আছে আহার নাই এইটা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম। আর ২ মহাশয়েরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া কহিলেন রাম বাঁচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায়া ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদের এখানে কতগুলি টোল আছে। বিদ্যানিধি কহিলেন যে বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্তু সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহিবার বাধা কি।

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া এক টোল করিয়া দিলেন তাঁহার বিদ্যা নাই ব্যবসায় কি প্রকারে করেন অনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতো জানান যে তাহারা আমার পড়ো তাঁহারা কখন ২ একবার পুথি খুলিয়া বৈসেন এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মন্ত ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদপান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরমা কথাদ্বারা বাবু তুষ্ট হইয়া টোল করিয়া দিলেন।

এবং কোন ভট্টাচার্য্যের টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন এ বড় নূতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। একজন বিষয়ী লোক আপন বাসায় এক ব্রাহ্মণকে কহিলেন। ওহে

ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্ব্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন না ও বিদায়ও এত পাইতেন না এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কর্ম্মে কোন লাভ নাই যাহারা ২ টোল করিয়াছেন এক ২ নিমন্ত্রণ হইলে ১০০ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠ ও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল করিয়া দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোজ্যের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচার্য্য ইঁহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। মহাশয় এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা কাহারো বাবুর উপরোধ কাহারো বা যজমান কিম্বা শিষ্য কোন সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নানাপ্রকার উপরোধে উপায় হয়।

ভাল ভট্টাচার্য্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিম্বা বিদায় কালীন যদি সেই বাটীর কর্ত্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভায় কিম্বা বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল লেঠা পল্লীগ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে।

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ। এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার কিছু তত্ত্ব তোমরা কেন না কর অনেক ২ বিষয়ে তাহারা ক্লেশ পায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটি সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ্য হয় তবে করিবেন কিম্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই করিবেন।

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাকে বৈদ্য ডাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান্ চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায় ২ বেড়ায় তাহারাই গরীব দুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরূপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারে না কেহবা ঔষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোবা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পেঁতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচিতে পারে তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য। পীড়া হওনের সম্ভাবনা অনেক আছে কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই।

ঐ সকল কবিরাজেরা কি প্রকার চিকিৎসা করে তাহা বুঝি আপনারা অবগত নহেন আমি অনেক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক রোগীকে যে প্রকার চিকিৎসা করিয়াছে তাহা লিখি জ্ঞাত হইবেন।

দুঃখি এক ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাতে এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া আনাইলেক কবিরাজ বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র দর্শনি টাকা লইয়া হাত ধরিয়া দেখিয়া রোগ নিরূপণ করিতে লাগিলেন রোগীকে নানামতে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু বিবেচনার পর কহিলেন পীড়াটী কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে আর কোন বৈদ্যকে দেখাইয়াছিলা। বাটীর কর্ত্তা সে সকল কবিরাজের নাম কহিলেন।

পরে কবিরাজ কহিলেন হায় আমার কি দুরদৃষ্ট আর লোকেরি বা কি বিবেচনা যখন দেখিলেন যে আর কোনো কবিরাজহইতে রোগ ভাল হইল না তখন বলেন কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে ডাক ঈষৎ হাস্য করিতে ২ কহিলেন ভাল আর চিন্তা নাই যখন আমি আসিয়াছি তখন বুঝি ইহার পরমায়ু আছে আমি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। লিখক কহে অত্র সন্দেহো নাস্তি।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন শুন আমার ঠাঁই এলোমেলো চিকিৎসা নাই যদি আমার উপর চিকিৎসার ভার দেও তবে আমি যাহা বলি তাহা কর আমি অন্য ২ কবিরাজের মত ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব রোগীর শেষ করিতে পারিব না এ আমার রীতি নহে। যেমন পীড়াটী শক্ত তেমনি ঔষধটী শক্ত করিতে হইবেক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক কারণ কি যাহার নাম রামভদ্র তাহাকে কেবল রাম বলিলে উত্তর দিবেক না রোগটী জ্বর অতীসার ঔষধি করিতে হইবেক। বৃহৎ ধাসাবলেহ চুর্ণ। ইহাতে সোনা রূপা মুক্তা প্রভৃতি ধাতু সকল জারিতে হইবেক যদি টাকা দিতে মনে কিছু সন্দেহ কর তবে আমি পেঁতে করিয়া দি তোমরা দ্রব্যাদি আয়োজন কর বাটীতে ঔষধি প্রস্তুত করিয়া দিব আমার কাছে সে পাঠ নাই।

বাটীর কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া আত্মীয়গণকে লইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন কর্ত্তব্য হইল কিন্তু এক জন বিচক্ষণ লোক সেখানে ছিল সেই সময়ে কহিলেক যদি তুমি এত টাকা দিতে রাজী আছ তবে ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন না আন আমার বোধ হয় সেই ভাল কারণ তাহারা বিজ্ঞ এবং প্রকৃত ঔষধি দিবেক তঞ্চক করিবেক না।

কণ্ঠাভরণ ডাক্তরের নাম শুনিয়া মহারাগতো হইয়া কহিলেন এমত স্থানে আসাই কর্ত্তব্য নয় যেখানে মান না থাকে সেখানে এই সকল শুনা হয় ওহে মহাশয়েরা তোমরা জান না শুনিয়াছ ইংরাজ ডাক্তর বড় গাড়ী চড়িয়া আইসে পেয়াদা সঙ্গে বাক্স সঙ্গে তবে বুঝি বড় চিকিৎসক হয় শুনদেখি বলি তাহারা চিকিৎসার কি জানে কেবল জোলাপ দিতে জানে জোলাপ দিয়া ২ মানুষগুলাকে আছাড়িয়া মারে। নিদানে লিখে। মল ভাণ্ড ন চালয়েৎ। কাহারে দেখিয়াছ যে ইংরাজ ডাক্তরে ভাল করিয়াছে। পরে সেই ব্যক্তি কহে অমুক ২কে ভাল করিয়াছে। কবিরাজ কহিলেন আরে তুমি জান না সেখানে আমার মামা বিশারদ মহাশয় ছিলেন তাহাতে সে ২ লোক রক্ষা পাইয়াছে।

কবিরাজের সহিত আর এক বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি কহিলেন ভাল তোমরা আমার একটা কথা শুন এমত কি পীড়া ইহার হইয়াছে যে ইংরাজ ডাক্তর আনিতে হইবেক যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাণ যায় ও বাঁচিবে এমন আশ্বাস না থাকে তাহাকেই ডাক্তর দেখাইতে হয়।

ইত্যাদি অনেক কথার পর বাটীর কর্ত্তা কহিলেন কবিরাজ মহাশয় এক কর্ম্ম কর আমারদের বাটীর যে চিকিৎসক আছেন তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহা কর।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন সে বড় মঙ্গল আমি এমত নহি যে আপন মত বলবৎ করি তাহাকে ডাকাইতে লোক

পাঠান এ দিগে আমি এই অবকাশে ফর্দটা করি তিনি আইলে যেমত হয় করা যাইবেক। সোনা মুক্তা জারিতে হইবে তাহাতে অনেক টাকা তোমারদের ব্যয় হইবে তাহা তোমরা পারিবা না আর কালবিলম্ব হইবেক আমার স্থানে প্রস্তুত আছে ১৫০ টাকা আমাকে দেও আমি দিব আর এই ফর্দ গোবর্দ্ধন শাহার দোকানে লইয়া যাও কহিবা কণ্ঠাভরণ মহাশয় পাঠাইয়াছেন ৫০ টাকা তাহাকে দিবা কোন কথা কহিতে হইবেক না সে সকল মশলা গুলি দিবেক দেখ কত সুসার আমা হইতে হইল।

ঐ বাটীর চিকিৎসক ধন্বন্তরি মহাশয় আইলেন। কণ্ঠাভরণ তাহাকে দেখিয়া মহাসমাদর করিয়া কহিলেন আইস ২ বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক ভাল ২ ওগো মহাশয়েরা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি কেমন লোক ইনি আমার অন্য নন আমার মাসতিতো ভায়ার পুত্র আমারদের এক ঘরের কথা।

কণ্ঠাভরণ কহিতেছেন শুন বাপু আমি ব্যাধি এই নিরূপণ করিয়াছি ঔষধি এই ব্যবস্থা করিয়াছি ইহাতে এই ফর্দ দেখ যাহা ভাল হয় তাহা কর কিছু অন্য মত হইয়া থাকে তাহাও বল।

ধন্বন্তরি কহিলেন মহাশয়ের কাছে কি আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয় অতিভাল হইয়াছে। আমি এই ঔষধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা কি করিব ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ এই নিমিত্ত হয় নাই ঔষধি ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে আহারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাপাজী তাহা কি বাকী রাখিয়াছি তুমি কি বিবেচনা কর। মহাশয় আমি বুঝি চিনির মুড়কী দুই চারিটা এইমাত্র। ভাল ২ বাপু হে না হবে কেন।

ইহা শুনিয়া রোগির মাতা কহিলেক ওগো বাছা আমার বড় ক্ষীণ হইয়াছে কিছু আহার দেও দুই একটা মুড়কী খাইয়া কত দিবস থাকিবেক আমি বলি পুরাণা তণ্ডুলের অন্ন আর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ দিলে ভাল হয়।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন তোমরা জান না নিদানে লিখিয়াছেন। কপ পীত্তি করে মাছে কপ পীত্তি করে দোঁই। তাহা কদাচ দেওয়া হইবেক না।

পরে অনেক বেলা হইল ১৫০ টাকা লইয়া বেন্যার দোকানে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।

এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন ২ করিতেছে দেখিয়া কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা সুদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল ২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্রা করাও ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন।

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ

কহিলেন এক দ্রব্য তস্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল।

অতএব প্রার্থনা এই মহাশয়েরা একটা মহাসভা করিয়া কবিরাজেরদিগকে আনাইয়া বিবেচনা করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হয় সকল বিষয় বুঝিতে পারে এমত ব্যক্তিকে এক আজ্ঞাপত্র দেন যে সে ব্যতিরেকে অন্য কেহ চিকিৎসা না করিতে পারে। আর এই রীতি বরাবরি থাকে যখন যে চিকিৎসক হইবেক ঐ মহাসভার আজ্ঞাপত্র লইয়া চিকিৎসা করিবেক এবং কতকগুলি উত্তম ২ ঔষধি ঐ মহাসভা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে পারে নচেৎ ঐ সকল কবিরাজ যমরাজ স্বরূপ হইয়া বাটী গিয়া ধনপ্রাণ দুই হরণ করে তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। ইহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১ আশ্বিন ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে ইহাতে তাঁহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে। আমি মনে করি যে আপনি নিজ দর্পণে অর্পণ করিলে কুপথহইতে সুপথে গমন করিবেক।

এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টানুশিষ্ট সন্তানেরদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাঁহারা বুঝি ইতর ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচনা করেন কিন্তু তাঁহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর আর যদি না জান কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা কেবল ব্যবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাহা একবার মনে কর না শুধু অভিমান। আমি কতক ব্যবহার স্মরণ করাই।

১॥ বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহপর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক।

২॥ সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়ে রাঙ্গাপেড়ে শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপেড়ে ধুতি পরিধান করেন এ সকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয় আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।

৩॥ বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হুদ্দ

মজা: করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুঁচুড়া চুঁড়া ফারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম ব্যাঁৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা যাহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা সকলকে লইয়া আমোদ করেন।

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠী লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। সে সকল চিঠীর নকল আগামিতে পাঠাইব তাহা দেখিলে বিদ্যার বিষয় আমাকে বড় পরিচয় দিতে হইবেক না।

অতএব বলি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তখন লোকের নিকট আমি বিশিষ্ট লোক আমি বড় লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক।

২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮

বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্র॥ সমাচার দর্পণকারক মহাশয়েষু। — আমি এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক এঁহারা পরমধার্মিক দয়ালু দীনহীনশরণ্য প্রতিপালকোল্লসিতচিত্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ব্বক পুরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতুক কোন জাতীয় মহাশয়েরা বৈষ্ণবমহাশয়েরদিগকে ব্রাহ্মণোপরি মান্য করেন। যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূলাবলুণ্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ৷৷ পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন। অতএব ধন্য ২ কলিযুগে আশ্চর্য্য প্রভুর লীলা। পরন্তু তাহারদিগের পরিজনের ব্যবহার লিখিতেছি প্রথমতঃ তাঁহারদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মণ নমস্য হন না এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদাদি গ্রাহ্য হন না। কহেন যে উহারা বেদমাতা গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত। তবে যে গোস্বামিরাও ঐ উপাসক বটেন কিন্তু প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য। পরন্তু ঐ পুণ্যবতীরা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উষ্ণজলাভিষিক্তান্তে রসকলিকা তিলক ও র নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়। পরে শ্রীরসামৃত ও শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীপ্রেমপথবিনীত পাঠক পরমপ্রেমদায়ক মহাশয়কর্তৃক পরমপ্রেম প্রাপ্তা হন। কোন পুণ্যবতী স্বজাতীয় অন্ন গ্রহণ করেন না ও আত্ম গৃহের বাস্তু দেবতা গণ্ডকী শিলা বিশিষ্ট যে মূর্ত্তি থাকেন তাঁহার প্রসাদাদিও গ্রহণ করেন না কহেন যে উনি শ্রাদ্ধসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন অতএব কি প্রকারে প্রসাদ গ্রহণ

করা যায়। যগুপি অতিদূরে কোন অধিকারি মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে ঐ পুণ্যবন্তী বৈষ্ণবদ্বারা সেখানহইতে মহাপ্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ করেন। তাহা ছত্রিশ জাতি স্পর্শেও দুষ্ট হয় না এবং একাদশী দিবসে বিধবার গ্রহণ করণে ব্রত ভঙ্গ হয় না। এক আশ্চর্য্য সমাচার শ্রবণান্তে গোপনার্থে যথোচিত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু তাহাতে অপারক হইয়া প্রকাশ করিতেছি। এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ রজতনির্ম্মিতান্নপাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্নসংযুক্ত ভূরি ২ অন্তঃপুরে গৃহিণী সমীপে উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জ্জন গর্জ্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণুপরায়ণ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্বারে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যথোচিত প্রহার করিলেন। ঐ দ্বারপাল ব্রজবাসী বিশেষতঃ কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষ হইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন। এই কর্ম্মে প্রতিদিন মোর আগমন॥
এমন বিপাকে আমি কভু ঠেকি নাই। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই॥
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি। সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি॥
নাহি ছুল্যাম নাহি পালোম সুখ উদ্দীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন॥
রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি। এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি॥
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এ বেটা মারিবে॥
রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ। দুই মতে দায়ে কাটে কুমড়া যেমন॥

দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ॥
সুন্দর করিল সুখ বিস্তারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া॥
বার ২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এইবার মুরগীর বধ্য যাবে প্রাণ॥

ভক্তগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য ২ এই রূপ কর লীলা খেলা ॥
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোঁসাই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই ॥
আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে। জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৫ ফাল্গুন ১২২৮

বিজ্ঞাপনপত্র॥ শুনা গেল যে গত সপ্তাহে বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত যে পত্র ছাপান গিয়াছে তাহাতে কেহ ২ বিরক্ত হইয়াছেন। যিনি ২ বিরক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারদিগের উচিত হয় যে ইহার সদুত্তর লিখিয়া পাঠান পাঠাইলে আমরা দর্পণে অর্পণ করিব যেহেতুক সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই। কোন লোকের পক্ষীয় নহি তাহাতে যে কোন লোক আশ্চর্য্য প্রেরিত পত্র পাঠান তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়া ছাপাই।

৫ মার্চ ১ ২৫। ২৫ ফাল্গুন ১২:১

সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—······রাঢ় দেশান্তর্গত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকালপর্য্যন্ত কার্ত্তিকেয় ব্রত করিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি হইলে ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টাতে অবশেষে প্রায়োবয়ঃশেষে দেশে বিদেশে মনোভিলাষে ঘটক নিবাসে এক দিবস প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঘটক সিংহ মামা মহাশয় প্রণাম করি আমাকে চিনিতে পারেন ঘটক কহিলেন আইস বাপা তুমি আমার পেলারাম দাদার পুত্র তোমাকে না চিনিবার বিষয় কি। ভাল তোমার সন্তান কি। নকড়ি কহিলেন মামা সে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। ঘটক কহিলেন ভাল তবে দ্বিতীয় পক্ষের সংসার করণের বাধা নাই এমত অনেকেই করেন তোমার বয়স বা কি অনুমান পঞ্চাশের ন্যূন হইবে না। ইহার শাস্ত্রও আছে যে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। নকড়ি কহিলেন মামা দ্বিতীয় পক্ষের বিষয় কি প্রথম পক্ষই হয় নাই। ঘটক খেদ করিয়া কহিলেন হায় এমত সুপাত্রের বিবাহ হয় নাই। ভাল বাপু চিন্তা করিও না। নকড়ি কহিলেন ভরসা তুমি যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহা কর এবং বিবাহ সংস্কার প্রধান তাহা ব্যতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় না। শাস্ত্রও এই সংস্কারাদ্বিজমুচ্যতে। ঘটক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন আমি এবিষয়ে চেষ্টা করিব যে হউক মূল ভবিতব্য প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট এবং আমার হাত যশ ভাল বাপু তোমার সঙ্গতি কি আছে। নকড়ি কহিলেন নগদ কিছু ও ভূম্যাদি তদ্ভিন্ন ভিক্ষা শিক্ষাতে যত পারি। ঘটক কহিলেন শুন বাপা আহার ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জ সদা হবে। অতএব বাপু আমাকে অধিক দিতে হইবে না নগদ দুই শত টাকা আর পারিতোষিক যাহা দেও কেননা তুমি ঘরের ছেলে যে হউক কন্যার পণাপণ এখন কিছু কহিতে পারি না জানিয়া কহিব ইহা কহিয়া ঘটক চেষ্টাতে গেলেন।

পরে ঘটক জাহানাবাদ পরগণার আমড়াগাছী গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের বাটীতে উপস্থিত হইলে ঘোষাল সমাদরপূর্ব্বক আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় বাকুল ছাড়া কবে। ঘটক কহিলেন আমারদিগের গ্রামের তিনের হাটের দিন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহারাদির কি হইয়াছে। ঘটক কহিলেন স্যাখেরদের বড় পখুরের পাড়ে হাত পা ধোয়া হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ব্যাঁতে কুটা কাটি নাই

ইহা শুনিয়া ঘোষাল এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন পরে অম্বল সম্বলিত সদ্যো রোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক হইয়া ঘটকের ভোজন হইল। পরে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মহাশয় এ দেশ্‌কে কিস্‌কে আগমন। ঘটক কহিলেন যে যে ব্যবসায় করি তাহাতে সর্ব্বত্রেই যাইতে হয় সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব পাত্র উপস্থিত বাসনা করি তোমার কন্যা প্যারিমণির সহিত শুভসম্বন্ধ করিয়া দি। পাত্র উত্তম কোন অংশে ত্রুটি নাই জাত্যংশে কুলের মুখুটী দাসুবাঁড়ুয্যার সন্তান কাশ্যপগোত্র নাম নকুড় মোহন গাঙ্গুলী কিন্তু চক্রবর্ত্তিরূপে খ্যাত। পাত্র গুণবান বানান সিদ্ধিকলা জানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে এবং চাকরি আছে নাগসরকারের বাটীতে ঠাকুরের সেবা করে। মেয়েটী দুঃখ পাইবে না দুইটা হাল্যে গরু আছে শুন ঘোষাল মহাশয় অন্যান্য ঘটকের মত আমি মিথ্যা কহি না তথাপি আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন কলায় নম পরিচায় নম অর্থাৎ ফলেন পরিচীয়তে· ঘোষাল কহিলেন সে সকল কন্যার কপাল সম্প্রতি পণাপণের কি ৪০০ টাকা অনেকে কহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের কন্যার পণ ৫০১ টাকার কম হইলে মুনাফা থাকে না ইহাতে যদ্যপি সম্মত হন তবে কর্ত্তব্য কেননা ঘরবর ভাল।

পরে ঘটক বরের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে বাপা শুভকর্ম্ম এক প্রকার স্থির করিয়াছি এখন তোমার শক্তি লইয়া কথা। আমড়াগাছি গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের কন্যা মেয়েটী উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্টব আছে বয়স ১১ বৎসর কিন্তু একটু লক্ষ্মীটেরা সে মঙ্গলসূচক। ঘোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম সুবল যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান এমত ঘরের কন্যা পাওয়া ভার ৬০০ টাকা পন তদ্ভিন্ন ডেলা সেলামী ও মোড়চা ৫০ টাকা লাগিবেক গহনা যে দিবা সে তোমারি থাকিবে এই কথাতে ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড বকাণ্ড প্রত্যাশাবৎ জলপিণ্ডাশাতে ঐ গণ্ড মূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল ও একখানি মুগ্ধবোধ প্রস্তুত করিয়া রাখিল অর্থাৎ পরোপকৃতয়ে মরা।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন আমি যে পত্র পাঠাইতেছি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করেন তবে অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হয় ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন।

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো ২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক ২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপদ্বারা ক্রমে ২ ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতুক সংসর্গজাদোষগুণাভবন্তি ইত্যাদি।

যে ২ বাবু এই পথবর্ত্তী হন তাঁহারা ঐ সকল লোকেরদের মধ্যে অতিশয় সুখ্যাত হন। যে বাবু আপন পূর্ব্ব পুরুষের ধারা পালন করেন তাঁহার অখ্যাতির সীমা নাই। কহে যে অদ্যাপি চুলকাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়েকোঁচা হইল না অমুক বাবু কোন কালে মনুষ্য হইবেন। অতএব শিষ্ট সন্তানেরা এরূপ চলনে শিষ্ট মধ্যে গণনীয়া না হইয়া নিন্দনীয় মধ্যে গণিত হন এ বড় দুঃখের বিষয়। ভাগ্যবান লোকেরদিগের উচিত যে আপন ২ বালকেরদিগকে শাসিত করেন যে কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ করেন।

৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯

প্রেরিত পত্র। সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—আপনকার সমাচার দর্পণ অনেক ভাগ্যবান লোকে পাঠ করিয়া থাকেন ও নানা দেশে গিয়া থাকে অতএব এতদ্দেশের এক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনার দর্পণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্পণ করিলে আমি পরমোপকৃত হই। এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা পাকা বাটী করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাহার শেষ করেন না অর্থাৎ কোন ২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থানে কেবল ভিতরে বালির কর্ম্ম করে ও বাহিরে তাহাও হয় না এবং কোন ২ স্থানে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু বাহিরে ভারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে। ইহাতে বাটীর অসৌন্দর্য্য ও দর্শনে মন্দ ও দর্শকেরদের অসন্তোষ ও গৃহকর্ত্তার ক্ষতি হয়। অতএব ইহার কারণ কিছু বুঝিতে ন পারাতে প্রশ্ন করিতেছি যদি কেহ ইহার কারণ লিখিয়া পাঠান তবে বাধিত হইব ইতি।

২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯

আশ্চর্য্য বিবাহ॥— জেলা নদীয়ার মোতালক সাঁকোমথনপুর গ্রামে শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহারা দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ বৎসর এতাবৎ কাল কেবল কার্ত্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্তু বিবাহপ্রযুক্ত ঐ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারেন না তাহাতে সর্ব্বদা মনোদুঃখী ও সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন কোন ক্রমে কোথাও বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহারা নিজে বংশজ তাহারদের সংসারে ১২।১৪ বর্ষীয় দুইটী ভাগিনেয়মাত্র আছে। এবং অনিবৃ'তি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন মহাপ্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেখানে প্রকৃত কন্যা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু যখন শ্যামনগরের বরকর্ত্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন। অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং ঐ লগ্নানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যাবেশ করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীর ছালনাতলায় উপস্থিত হইলে ঐ কন্যাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা ঐ পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা উপযুক্তা বটে যা হউক অমুকের ভাগ্য ভাল। বরও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যূষে তাবৎ বরযাত্র শ্যামনগরে

গিয়া ঐ চক্রবর্ত্তিকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

বালকের ইংরাজী পোশাক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়। আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ ২ ছোট ২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন ২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্য করত কহিলেক "কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা" "বাবুকা লড়কা" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানাপ্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে।

শুনিয়াছি এতদ্দেশজাত অথবা যাহার পিতা গোরা ও মাতা কালা তাহারদিগের সন্তানেরাও ইংরাজ হয় কিন্তু কিছু মলিন বর্ণ হয় ইহাও বুঝি তাহাই হইবেক পদাতিকের কথায় প্রত্যয় না করিয়া বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী—ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক। যখন মস্ত যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।

অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার খোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।

২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

বর যাত্রিকের অবস্থা।—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়ণী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল

তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্তত: পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বর যাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈ:স্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহা ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে ২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক ২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই। - সং কৌং

১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২

কন্যা বিক্রয়। কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমানহইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচারপত্র-হইতে নীত।)

১ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২

বলাৎকার।—শুনা গেল যে মোং মীরজাপুরনিবাসি কোন কায়স্থের এক পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিদ্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাহা হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবেক। সং কৌং

১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন।—বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসক্ত কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ

বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে ২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ বৃদ্ধের এই সম্বাদ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ কএকটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তদুপোপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন বৈরাগী খোল করতাল ও রণ শিঙ্গাদির বাদ্যের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্ম্মান্তিক আয়োজন পুরঃসর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার সমভিব্যাহারে অনেক যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাত্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ বরের নাড়ী পরীক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তন ও তৃণগুচ্ছের চামর ব্যজন করিতে ২ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দীপাদি নির্ব্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লগিলেন বিবাহ কার্য্য সুন্দররূপে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিতা সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রসূতিপ্রভৃতি স্বজাতি স্ত্রীলোকেরা শিরে করাঘাত করিয়া খেদে (তালসাশ কাটম বসের বাটম আমারদের ঝিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ) মেয়ালি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে স্বীয় মান্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত সুবর্ণলতিকা সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল তাহাতে ঐ গুণনিধি বর রসিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসর্জ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।—তিং নাং [সম্বাদ তিমিরনাশক] .

৩১ মে ১৮২৮। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৫

এক নবীন যোগির উপাখ্যান।—কোন এক নগরনিবাসি নবীন যোগী আপন শৈশবাবস্থায় অতিশয়াস্থাপুরঃসর দেবস্থানে তদ্দর্শনে যোগারাধনা করিত কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গসঙ্গে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল। যোগবল নির্ব্বল হইল তদ্দৃষ্টে স্বগণ সজল নয়নে আক্ষেপ করিতে লাগিল ভিন্নগণ পরমাহ্লাদে গদগদ হইল নবীন যোগী সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত। এক দিবস দেবযাত্রায় তদুপলক্ষে কোনস্থানে নিশিযোগে বহুতর নাটক এবং গায়কের সমারোহ হইয়াছিল নবীন যোগী তথায় গমনপূর্ব্বক নানা কেলি কৌতুকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণাবলোকনে সর্ব্বজন বেষ্টিত প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনঃপুন ধন্যবাদ করিল। এতৎসময়ে নবীন যোগির এক প্রবীণ পরমার্থদর্শির তথায় তদ্দর্শন মানসে সমাগম হইয়াছিল ইতোমধ্যে গুণনিধি যোগির সদ্ব্যবহার এরূপ মহৎ ব্যাপারে নিরীক্ষণ করাতে কিপর্য্যন্ত সন্তোষ হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থা। নবীন যোগির একে নবানুরাগ তাহে কতক-গুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে তদ্ধর্ম্মানুসারে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপ্রদায়ক কর্ম্মে অর্থাৎ সুন্দর নামে এক সুন্দর নাটক নিরীক্ষণে নিগূঢ় সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ

মন্তনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন মননে পূর্ব্বের সিদ্ধ যোগবলে যুগ্ম ভাবে পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল সংযোগ কর্ত্তার কঠোর যোগাভ্যাসে এবং নাটকের নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। সংপ্রতি এই বিবরণ শ্রবণে মনে করি যুগধর্ম্ম রক্ষার্থে মনুষ্যদিগের এতাদৃশ যোগমার্গে আশুতোষ প্রবৃত্তির উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে। কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ।

১৪ জুন ১৮২৮। ২ আষাঢ় ১২৩৫

এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ।—সৎ কায়স্থ কুলোদ্ভব এতন্নগরস্থ এক ব্যক্তি আপন শৈশবাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষার্থ বহুপরিশ্রম করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যাধীন তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই ইহাতে তাহার দোষ নাই যেহেতুক বিদ্যা আর বিভব এবং রূপ হওয়া জন্মান্তরের বিস্তর পুণ্যাপেক্ষা করে কিয়ৎ কালানন্তর ঐ ব্যক্তি যোগারাধন মানসে কোন এক উদ্যানে সর্ব্বত্যাগী ও তান্ত্রিক এবং সাত্ত্বিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তদুপাসনাদ্বারা তৎকর্তৃক ইষ্টানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষানুসন্ধানাবগত হইতে লাগিল পরে বৈধাবৈধাচার বিবিধ বিধানে সুবিদিতও হইল আর সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল দৈব বলে মহাকুতূহলে বেদান্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে সহসা উদ্যত হইল ইতিমধ্যে বিবাহদ্বয় করিয়া অদৃষ্টবলে অপত্যের মুখাবলোকনে মহাপুলকিতান্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর যৌবনাধীনহেতুক এক প্রবীণা নায়িকার প্রেমে মোহিত হইয়া নানাভোগোপভোগে পারলৌকিক ভোগান্তর যাতনা বিস্মৃতা হইল এই সুখ সময়ে দৈবাধীন অবিদ্যার প্রাণ বিয়োগে বিরহ-সংযোগে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে সংসার অসার এই বোধে শ্মশান বৈরাগ্যাশ্রয়ে বিবেক গ্রহণে সাংসারিক সুখাভিলাষে অনায়াসে পুনশ্চ বিরত হইল। অপর ভেবাং এষাণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে ইতি প্রমাণাৎ। শূদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠা তদবলম্বনে মহাহর্ষমনে দিনান্তে অথবা নিশা যোগে যথাকালে একাহারে কালযাপন করিতেছে। এইক্ষণে দুরদৃষ্টবশতঃ ঐ বিবেকী অর্থাকাঙ্ক্ষায় এতন্নগরে সর্ব্ব দ্বারে ২ স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না এ কি কলিস্বভাব। অপর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমহইতে বিশ্রামপ্রাপ্ত তাহার অনুচিত যে লোকালয়ে থাকিয়া অর্থের নিমিত্ত অনর্থ-কোপাসনাতে দাসত্ব স্বীকার করে। দেখ বিবেকি ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে তীর্থপর্য্যটন করা উচিত তদন্যথা করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বৃথা হয় বরঞ্চ ভণ্ড বিবেকিরূপে জগতে বিখ্যাত হইতে পারে। এইক্ষণে অনাহারে বিবেকি মহাশয়ের অস্থিচর্ম্ম সার হইল অর্থোপার্জ্জন দূরে থাকুক জীবন রক্ষা করা ভার ইতি। কস্যচিৎ গৃহিণো নিবেদনং।

২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ শ্রাবণ ১২৩৬

আসামদেশেতে জবন জাতি অত্যল্প অনুমান দুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে এবং পিরমুরসীদ-প্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞিইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম রাজার আমলে গোহত্যা করিতে পারিত না তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ শরার প্রায় জারী ছিল না গুয়াহাটি ও রঙ্গপুর রাজধানীতে

যাহারা থাকে তাহারা বরং শরানুসারে চলে মফঃসলে বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত কাজী পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু যাপারূপে থাকিত এইক্ষণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল হওয়াতে মীরজা তাজবেগকে কাজী মোকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল তাহাতে ঐ কাজী অকদখানিরুখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয়া মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহা হুজুরে জাহির হওয়াতে বারম্বার তহকীয়ত করাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জানা গেল যে এক জবন বালক অনুমান ১৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে ঐ কাজীর তরফ এক জন মুসলমান গোগমন রূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তঙ্কা দণ্ড চাহাতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে ৪০ তঙ্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়া টাকা লইয়াছিল তাহাতে ঐ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল তাহাতে শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু ইহাতে তাহার উপর গোমৈথুনাপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে কজাই কর্ম্মহইতে মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাহার যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক।

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

প্রেরিত পত্র।—গত আষাঢ়মাসে কলিকাতা মহানগরমধ্যে হাটখোলা গ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রানন্তর ঐ স্থানে মাণিকচন্দ্র বসুজর বাটীতে অবস্থিত হইলে তথাকার বিশিষ্টশিষ্টধর্ম্মিষ্ঠ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত অধিকন্ত সেবানিতান্ত অন্তঃকরণেচ্ছুক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য ২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল আপনারা পাইয়াছিলেন তাহাতে তত্রস্থ অন্য দলস্থ কতকগুলিন হিংস্রক নিন্দক বিদূষক ভণ্ডপাষণ্ডষণ্ড কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা কৃপণতাস্বভাবপ্রযুক্ত বাবুদিগের মতের বিপরীত হইয়া দ্বেষাদ্বেষ উপস্থিত করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমিদং কলিভবে। এতন্নগর মধ্যে কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন অপেয়পান ত্বক্ ছেদনপ্রভৃতি বিবিধবিধ কুকর্ম্ম করিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন কিন্তু শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের প্রসাদ সেবনে ঐ স্থানে নিন্দনীয় কুকর্ম্ম ঘটাইয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।—সং চং

২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

নামত্যাগ। শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।-ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন ২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠি লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য ২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থূল লিখি যদি ইহাতে কি

অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান সুবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এ কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird গোষ্ঠীর উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা Mrs. Bird; কিন্তু R. লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Royর স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee, কৃ বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।—সং চং

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

জাবনিক রুটিভক্ষণ।—আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্রঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের এক জন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমন করত ঐ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সুতরাং তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধ কল্পাবলম্বী হইলেন যে কাব্যরত্ন ঐ রত্নাকর হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে। কিন্তু ঐ অভাগ্য বালকের সপক্ষে কৌমুদীতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং চন্দ্রিকার এক প্রেরিত পত্রের একাংশে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয়েষু।—...কোন কলিকাতানিবাসি বিজ্ঞ মহাশয় যিনি এক্ষণে অস্মদাদির গ্রামবাসী হইয়াছেন তিনিই সাধারণের উপকারের নিমিত্তে ইষ্টকাদির দ্বারা রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাঁহার প্রশংসা করা গিয়াছিল কিন্তু মনে করি চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার চাঁদার ফর্দ্দের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে না পাইয়া তৎপ্রশংসাপত্র প্রকাশ করেন নাই।...

দ্বিতীয় কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দুকালেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটী খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তেঁহ কহিলেন যে ইহা কেবল চন্দ্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি ঃইয়াই থাকে তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতুক কেহ ঐরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহাশয়ের যে ২ লোককে ধর্ম্মসভার সম্পাদক করিয়া তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা যদি সেরূপ কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর কিম্বা

তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটী ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রতা ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক অতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষয় ঘটিবেক। কস্যচিৎ শুড়া নিবাসিনঃ। সং কৌং

আমোদ-প্রমোদ

১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬

নর্ত্তকী।—শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭

মোং গরেটীর বাগানের বড় নাচঘর অতিপুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে…।

২২ নবেম্বর ১৮২৩। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০

নাচ॥—গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

১৭ অক্টোবর ১৮২৯। ২ কার্ত্তিক ১২৩৬

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীতইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্য-গীতাদিতে যেপ্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে

আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্ট করা অনুচিত হইতে পারে যে কাহারো ২ তাদৃক্ ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কতক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড় ২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালির ক্রমে ২ হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাসহওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাহারা জ্ঞানকাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এইপ্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।

সমারোহপূর্ব্বক এই উৎসবকরণ অল্প কাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গ দেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ২ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক ২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎ কালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এই ২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০

নূতনগৃহ সঞ্চার ॥—মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১

সং করার ফল ॥—শুনা গেল যে ধোপাপাড়ানিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংসুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচারকর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

৫ এপ্রেল ১৮২৮। ২৫ চৈত্র ১২৩৪

ইশ্‌তেহার।—চুঁচুড়া মোকামে পূর্ব্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। ইস্তক শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় চৌধুরির বাটীর সম্মুখহইতে চাণকের লাইনপর্য্যন্ত এ সঙ্গের গমনাগমন হইবেক অতএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫

হাজি সাহেবের সং।—গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎশ্রবণাবলোকনে ঐ ভবনে এতন্নগরস্থ বহুতর বাবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমৎকার সভা হইয়াছিল সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই য়িহুদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাকে বড় লোক জ্ঞান হওয়াতে সভামধ্যে আসিতে বারণ করিতে কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম করত সকলকেই সম্বোধন করিয়া উপবেশনানন্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে অনেকে সংজ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন যাহা

হউক ইহা হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা যগুপি ইনি ইহার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর নহে কিন্তু হাজি সাহেবের সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

ওলাউঠারোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে ২ ঐ রোগে অনেক লোক মরিতেছে। কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল…।

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।

২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮

নূতন যাত্রা॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর তুচ্ছকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮

নূতন যাত্রা।—নেপ্তেনস্ত উইলেম ফ্রেঙ্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া তাহাহইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।

৪ মে ১৮২২। ২৩ বৈশাখ ১২২৯

নূতন যাত্রা।—মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতিসুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবিরা স্বীয় ২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যহইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশ ভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

নূতন যাত্রা।—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।—পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষপর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি।

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।
ললিতা বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।
ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা।

গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।
বাদ্যতালে নৃত্য ঘটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ২ আশ্বিন ১২৩৩

নৌকামগ্ন।—পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে চারি পাঁচ দিবস হইল এক সম্প্রদায় কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাপুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল ··। সং কৌং।

৬ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগম্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া যোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচররূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন।

২১ আগষ্ট ১৮২৪। ৭ ভাদ্র ১২৩১

মরণ।—২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতিসুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১

সকের কবিতার বৃত্তান্ত।—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পূজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের * কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন তাহাতে আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সজ্জা এবং নৃত্য সন্দর্শনে

বদ্ধিষ্ণু মহাশয়েরা যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্ব২ ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সন্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

১৯ নবেম্বর ১৮২৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২

মৃত্যু॥—শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুই ভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলুঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইহাঁরদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।
· তিং নাং

২৬ নবেম্বর ১৮২৫। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩২

গত সপ্তাহে আমরা নীলুঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জ্বরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

১১ মার্চ ১৮২৭। ২৯ ফাল্গুন ১২৩৩

…ঐ বৈকাল্য গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতাহইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণিপ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল…।

২০ নবেম্বর ১৮২৮। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদনমিদং কএক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সূতার আমদানি হওয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাঝি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত ২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষা পাইয়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন

নেড়ারদিগের দায়হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।—ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১২ মাঘ ১২৩৫

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়া সাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়া সাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায় দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্যোগ যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলনকরণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী গিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গায়কগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবায় তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাঁন্ধিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২

পরিহাস॥—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এক সময় একটা বিল্লফল হস্তে করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ইতোমধ্যে আপন বৈবাহিককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় ভাজি তাহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ ভাঙ্গও খাউন।

অপর এক দিবস মহারাজের বৈবাহিক ঐ মুখোপাধ্যায় কিছু মাগুর মৎস্য মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে মুখোপাধ্যায় মহারাজের নিকট আগমন করিলে মহারাজ কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় তুমি যে মৎস্য প্রেরণ করিয়াছিলা তাহার অন্ত ছিল না সুবোধ মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ এই ব্যঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ তাহার আদিও ছিল না।

১২ নবেম্বর ১৮২৫। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩২

পরিহাস॥ …মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের বৈবাহিক আগমন করিলে মহারাজ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বৈবাহিক মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে তোমারদের দেশে মাগু বিক্রয় হয় বৈবাহিক তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ লইয়া যাইবামাত্র।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।—২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদরের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উলটাপালটি লপ টালপ্‌টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর এক জন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি ২ বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিলাম।

শ্রীযুত বাবু নন্দদুলাল ঠাকুরের বৈদ্যনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবেক সে ঐ যুদ্ধ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন দুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জয়ী হইল। দুই বার সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন। বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈদ্যনাথকে কোল দিলেন এবং তাহার উৎসাহবৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সে স্থানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায় যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সবিক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংগ্লণ্ডীয় ভদ্র লোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।

১৩ আগষ্ট ১৮২৫। ৩০ শ্রাবণ ১২৩২

কুস্তি লড়াই।—বর্ত্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ম্মপুরের শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা দুই ২

জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর ২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।

৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩

কুস্তি লড়াই। সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীলশ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

১৬ অক্টোবর ১৮২৪। ১ কার্ত্তিক ১২৩১

স্ত্রীলোকের সাহস।—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২

কলিকাতা॥ – অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি থিয়াটরমেকানিক নামে একটা যাত্রা মধ্যে ২ রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দর্শান যাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবেন।

২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪

ঘোড়দৌড়।—কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবর্ট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্ব ২ অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময়ে এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মুখে পড়িল তাহাতে ঐ দ্রুতগামি অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাটুর উপরে পড়িল তাহাতে তাঁহারা অশ্বহইতে পতিত হইলেন তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোআল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠিলোকের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা শুনিয়াছি ঐ রূপ এক চিকিৎসালয় যে৷ কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক টাকা ও ভূমি দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সপ্তাহেতে ছাপান যাইবে।

৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২১ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎসালয় কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে কর্ম্ম এই হইবে কুষ্ঠি লোকেরদের তত্ত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকারের কারণ ঔষধাদি প্রস্তুত করণ এবং এতদ্দেশে কোন নগরে যদি এমত চিকিৎসালয় হইয়া থাকে তবে তাহার উপকার করণ। এই নিবন্ধের নানা কর্ম্ম চব্বিশ জন অধ্যক্ষের দ্বারা করা যাইবে তাহারদের মধ্যে এক ভাগ এতদ্দেশীয় লোক। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্ম্মে পাঁচ হাজার টাকা ও বার বিঘা ভূমি দিয়াছেন অতএব যাবজ্জীবন তিনি এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন। যে ২ লোকেরা এ বৎসর ও আগামি বৎসর এ নিবন্ধের অধ্যক্ষ হইবে তাহারা এই ২।

শ্রীযুত কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব। শ্রীযুত জোসেফ বারেটো সাহেব।...শ্রীযুত কলবিন সাহেব। শ্রীযুত লসিংতন সাহেব।... শ্রীযুত দিস্‌জা সাহেব।...শ্রীযুত রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতভিন্ন পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক এ বিষয়ের অধ্যক্ষ হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাকা দিয়াছেন ও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবেন এবং শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ নিয়মে টাকা দিয়াছেন ও দিবেন।

অতএব এই উত্তম কর্ম্ম কেবল পরোপকারার্থক এ কর্ম্মের আনুকূল্য করিলে উত্তম হয় যে হেতুক অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান ও রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা এ নিবন্ধের মুখ্য কর্ম্ম। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রভৃতিরা যে রূপ এ কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন সে রূপ সাহায্য যদি অন্য ২ ধার্ম্মিক লোকেরা করেন তবে এ নিবন্ধের বাহুল্য প্রযুক্ত সহস্র ২ দুঃখি রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।

৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত

হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্ ২ বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুঠরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

২৯ জুন ১৮২২। ১৬ আষাঢ় ১২২৯

দয়া প্রকাশ ॥—শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার [জলপ্লাবনের ফলে] দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতাহইতে সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ও তৈল লবণ ডালি ঘৃত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। এবং বাখরগঞ্জের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা।

আসামী	তঙ্কা
*	*
উলিয়ম আদম	১২৫
রামরত্ন মল্লিক	৫০০
রূপচরণ রায়	৫০
ডি হের	১০০
রামগোপাল মল্লিক	৫০০
রাধামোহন পাইন	৫০
রসময় দত্ত	৩২
সনফর্ড আরনট	৫০
জে এস বকিংহেম	২০০
বিশ্বম্ভর সেন	৫০
মধু মোহন সেন	২০
নিমাইচাঁদ দত্ত ও কোম্পানি	১০০
রামমোহন রায়	১০০
গোপীমোহন দেব	১০০
রঘুরাম গোস্বামী	৫০
গঙ্গানারায়ণ দাষ	১০০
গঙ্গাধর আচার্য্য	৫০
জি জে গার্ডিন সাহেব	২০০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	২০০
রামদুলাল দে	২০০
নবকিশোর মিত্র	২৬

১২ অক্টোবর ১৮২২। ২৭ আশ্বিন ১২২৯

সভা॥—আইর্লণ্ড দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে অতএব তদ্দেশের উপকারার্থে ২ আক্‌টোবর বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং অনেক দয়াশীল সাহেব লোকেরা ঐ বিষয়ের কর্ম্মসম্পাদক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন ও বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরা অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত মহারাজ রামচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ রায় ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী ও শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতিরা কর্ম্মসম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ও কমবেশ চল্লিশ হাজার তিন শত পঁয়ষট্টি টাকার চাঁদা হইয়াছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ৩ ফাল্গুন ১২৩০

সভা।—মান্দরাজ রাজধানীর লোকেরদের দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ দূর করিবার উপায় করণার্থে ৮ ফেব্রুআরি রবিবার শহর কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু কাওয়ালি বাহকাতার রামস্বামির ঘরে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতানিবাসি অনেক ২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালি লোকেরা ছিলেন। ঐ সভাতে এই স্থির হইল যে এক চান্দা করিয়া সকল লোকের স্থানে কিছু ২ লইয়া তণ্ডুলাদি এখানহইতে ক্রয় করিয়া সেখানে প্রেরণ করা যাউক। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামস্বামী কর্ম্মকারী হইয়াছেন এবং শ্রীযুত পামর কোম্পানি খাজাঞ্চি হইয়াছেন।

৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২

সৎপরামর্শ।—এই কলিকাতা মহারাজধানীতে অনেক ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে রত বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা আছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা স্ব২ কীর্ত্তি রক্ষার্থে যথোচিত ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু কোথায় কি করিলে কত উপকার তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন না। এই কলিকাতা নগরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক লোক আছে এবং তাহারদের মধ্যে অধিক হিন্দু এবং তাহারা মৃত্যুকালে প্রায় সকলে গঙ্গাতীরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়া সুখে থাকিতে পারে না যেহেতুক গঙ্গাতীরে অধিক স্থান নাই এবং অনেক লোক এক কালে গঙ্গাতীরে গেলে রাত্রিকালে ঘরও পাইতে পারে না ইহাতে পীড়িত লোকেরদের যে প্রকার ক্লেশ তাহা সকলেই বোধ করিতে পারেন: এমত মহানগরীতে এত ভাগ্যবান লোক থাকিতে যে ইহার উপায় না হয় এ বড় খেদের বিষয় অতএব আমারদের পরামর্শ এই যে যদি কোন ভাগ্যবান লোক দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশটা ক্ষুদ্র ২ পাকা কুঠরী প্রস্তুত করিয়া দেন তবে পীড়িত লোকেরা গঙ্গাতীরে গিয়া সুখে থাকিতে পারে এবং হইতে পারে যে সেখানে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলে অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে। ইহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই আছে যাঁহারা এই কর্ম্মে উদ্যোগী হইবেন তাঁহারদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক এবং পীড়িত লোকেরা সুখে থাকিয়া নিত্য আশীর্ব্বাদ করিবেক।

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে গঙ্গাতীরে ভাল স্থান ও চিকিৎসালয় না থাকাতে যাহারা গঙ্গাতীরে আগমন করে তাহারা ভাবে যে আমরা মরিতে চলিলাম এমত ভয় হইলে সুতরাং তাহারদের বাঁচিবার ভরসা কি কিন্তু যদি গঙ্গাতীরে উত্তম স্থান থাকে ও চিকিৎসক থাকে তবে রোগিরা কদাচ ভরসাহীন হয় না বরং এমন ভাবে যে আমি চিকিৎসালয়ে যাইতেছি ইহাতে অনেকের রক্ষা হইবেক।

২৫ মার্চ ১৮২৬। ১৩ চৈত্র ১২৩২

অতিথিশালাবিষয়ে প্রসঙ্গ।—৪ মার্চ তারিখে বাবুরামস্বামী শহর কলিকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে এই ২ প্রসঙ্গ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যে এই কলিকাতা নগরেতে নানা প্রকার লোকের উপকারার্থে যে ২ সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং এতদ্দেশের বড় সাহেবের সর্ব্বলোকহিতকারিতা দেখিয়া সকলেরি সন্তোষ জন্মে কিন্তু এমত কতক লোক আছে যে তাহারদের উপকারার্থে কোন উপায় অদ্যাপি হয় নাই এবং তদ্বিষয়ে কেহ কিছু প্রসঙ্গও করেন নাই বিশেষতঃ উদাসীন লোকেরদের বাসার্থে কোন স্থান নিরূপিত হয় নাই। সেই উদাসীন লোকেরা তিন প্রকার হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান ইহারদের মধ্যে হিন্দু লোকেরা দক্ষিণ দেশহইতে স্থলপথে কলিকাতায় আগমন করে এবং কলিকাতা-হইতে কাশীপ্রভৃতি তীর্থে গমন করে ও সেস্থান হইতে ফিরিয়া কলিকাতা দিয়া আপনারদের দেশে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু ঐ লোকেরা যখন কলিকাতায় আইসে তখন রাত্রি প্রবাসের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে এমত একটা অতিথিশালাও নাই যে সেখানে গিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করে অতএব ঐ বাবুরামস্বামী এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন যে কলিকাতানিবাসি পরহিতাভিলাষি ভাগ্যবান লোকেরা যদ্যপি চান্দা করিয়া ঐ সকল উদাসীন লোকেরদের উপকারার্থে এক ২ সাধারণ অতিথিশালা করেন তবে যে কিপর্য্যন্ত উপকার তাহা লেখা যায় না। যদি এ প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হয় তবে তাঁহার ইচ্ছা যে তিন জাতির কারণ তিন স্থানে পৃথক ২ তিন অতিথিশালা হয়। তাহার মধ্যে হিন্দুলোক অধিক অতএব তাহারদের কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যেতে এক বিঘা ভূমি ক্রয় করা যায় ও দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সেই ভূমির উপর একটা পাকা অতিথিশালা করা যায়। দ্বিতীয় মুসলমান তদপেক্ষা ন্যূন অতএব তাহারদের কারণ পাঁচ হাজার টাকা মূল্যেতে দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও পাঁচ হাজার টাকাতে এক পাকা ঘর প্রস্তুত করা যায়। তৃতীয় খ্রীষ্টীয়ানেরদের কারণ আড়াই হাজার টাকায় পাঁচ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও আড়াই হাজার টাকায় একটা ঘর গাঁথান যায় ইহা হইলে ঐ সকল লোকের অনেক উপকার দর্শে। যদি এই কর্ম্ম হয় তবে শ্রীযুত পামর সাহেব ইহার খাজাঞ্চি হইবেন অতএব যিনি এই সৎকর্ম্মের কারণ অর্থদান করিতে বাসনা করেন তিনি ঐ সাহেবের নিকট টাকা প্রেরণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার নামে জমা করিয়া লইবেন এবং তৎকর্ম্ম সম্পন্নপর্য্যন্ত আপন জিম্মায় রাখিবেন। ঐ কর্ম্মের কারণ এই ২ লোকেরা কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষতো বাবু উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মজুমদার ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সীতারাম শাস্ত্রী এতদ্ভিন্ন নৃসিংহ শব্দপূর্ব্বক এক ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু ইংরাজীতে সেই নাম এমত

কদর্য্যরূপে লিখিয়াছে যে আমরা অর্দ্ধদণ্ডপর্য্যন্ত তাহা লইয়া বিবেচনা করিয়া কোনমতে তাহার অর্থ সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সে নামে প্রকাশ করিলাম না।

২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩

সুরীতি।—সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ৺সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বোধিত মহাশোভা এবং সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ ভদ্রোপকার বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট হইয়াছে তাহারদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথার্থ বিষয় তাহার শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহ বা খরচার টাকার অভাবে কেহ বা সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না এপ্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে তাহা অনির্ব্বচনীয় এ আনন্দ এবং সুখ ঐ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়। সং কৌং

২০ অক্টোবর ১৮২৭। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৪

ঔষধ দান।—শুনিলাম শহর চুঁচড়া নিবাসি দ্বিজমিহভাবি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।—সং চং।

আর্থিক অবস্থা

২৩ মে ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের বিবরণ।—হিন্দুস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক। এ দেশের ধনের প্রধান কারণ এই এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড়

আবশ্যক রাখে না অন্য দেশীয় লোকেরদের গ্রাহ্য বস্তু এখানে উৎপন্ন হয় ইহার দ্বারা অন্য২ লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় কারণ অনেক ধন আনে। আরও পূর্ব্ব কালের রাজারদিগের অধিকারে দস্যুপ্রভৃতি ভয়প্রযুক্ত লোকেরদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিল না। যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে এবং বিচার যথার্থ না হয় সে স্থানে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বস্তু ক্রয় কারণ টাকা কখন আনে না। এই ক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্যাদি ও ব্যবসায়েতে ধনবৃদ্ধি অতিশয় হইতেছে।

হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা অন্য ২ দেশীয়েরদের যে বাণিজ্য হয় সে এই ২ বস্তু। প্রথম। নীল ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কৃষি আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থানে ২ প্রায় ইংগ্লণ্ডীয় সম্পর্কীয় নীলের কুটী হইয়াছে সেই নীল কাপড়ে নানা প্রকার রঙ্গ করিবার কারণ আবশ্যক। এবং অনুমান হয় হিন্দুস্থানে প্রতিবর্ষ নব্বই হাজার মন নীল উৎপন্ন হয় যদি কি মন দেড় শত টাকা হয় তবে বৎসরে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় সকল নীল প্রায় ইংগ্লণ্ডে যাইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় তুলা পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে অনেক উৎপন্ন হইত এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে অধিক উৎপন্ন হয়। যখন কলিকাতা সহরে তুলা আইসে তখন সেই তুলার রাশি জাহাজ মধ্যে অল্পস্থানে রাখিবার কারণ একটা মহাকলের দ্বারা চাপিয়া অতি ক্ষুদ্র করা যায়। তুলা চীন দেশে প্রতিবৎসর অধিক যায় এবং তিন বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডে অনেক যাইতেছে এবং সেখানে সেই তুলা দ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে অনেক ২ লোকেও কার্য্য পায়।--

তৃতীয়। আফিম মগধ ও কাশীতে প্রতি বৎসরে অনেক জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানির অধীন অন্যের কোন বিষয় নাই। তাহার জন্মের বৃত্তান্ত এই আফিম পোস্তবৃক্ষেতে উৎপন্ন হয় তাহার ফল বৈকাল সময়ে অস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখে রাত্রি যোগে তাহাতে ফলের রস জমা করা যায় প্রাতঃকালে সেই রস লওয়া যায় তাহাতে আফিম জন্মে সে আফিম কলিকাতাতে আইলে মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়। সে দেশীয়েরা যাবৎ মত্ত না হয় তাবৎ তামাকু ন্যায় খায় ইউরোপ দেশ মধ্যে আফিম কেবল তুরুকে জন্মে এবং সেখানকার মুসলমানেরা অধিক খায়। বাঙ্গালার পূর্ব্ব যত দেশ সেখানে হিন্দুস্থান হইতেই আফিম যায়।—

চতুর্থ। বস্ত্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে অনেক জন্মে ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে।
এই কথার শেষ আগামী সপ্তাহের পত্রে ছাপান যাইবেক।

৩১ অক্টোবর ১৮১৮। ১৬ কার্ত্তিক ১২২৫

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।--আমরা পূর্ব্ব সমাচার দর্পণে লিখিয়াছি যে পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষের সকল প্রকার বাণিজ্য কোম্পানির হাতে ছিল কিন্তু ১৮১৪ শালে যখন কোম্পানির সহিত মহাসভা নূতন নির্ধারণ করিল তখন ভারতবর্ষে অন্য ২ লোক সকলকেই বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা হইল সেই অবধি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইতেছে ১৮১৪ শালের পূর্ব্বে যে বাণিজ্য ছিল এখন তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

তুলা।—আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিশসালা বন্দোবস্ত হইল তখন

এ দেশের যে বাণিজ্য পূর্ব্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল সে বাণিজ্য অন্য ২ লোকেরাও করিতে পারিবেক এই আজ্ঞা ইংগ্লণ্ডের মহাসভা দিয়াছেন সেই অবধি এ দেশের বাণিজ্য অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্য ২ ব্যবসায়হইতে কেবল তুলার বাণিজ্য অধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। আটার শত সতের সালে এই দেশহইতে ষোল লক্ষ মোন তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে সে তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বাণিজ্যের দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক যে দেশহইতে অনেক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুদ্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার দ্রব্য আমদানী হয় তবে সে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্য দেশহইতে লোকেরা আসিয়া যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তবে সে শহরে লক্ষ টাকা প্রবেশ করে সুতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা ঐ শহরেই থাকে। এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান্ হইতে পারে সেই গণনাতে বড় দেশের সম্পত্তির হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়। এই বাঙ্গালা দেশের দ্রব্যের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অল্প এই প্রযুক্ত এ দেশের ধন বাণিজ্যদ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব্ব নবাবের অধিকার কালহইতে এখন স্থানে ২ দেশের সম্পত্তিবৃদ্ধি হইতেছে এখন যত ভাগ্যবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্ব্বে নবাবের অধিকার কালে এত ভাগ্যবান ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বাণিজ্যদ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান্ হইতেছে।

২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫

তুলার বাণিজ্য।—আটার শত চৌদ্দ সালে কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে। আটার শত চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এই দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে। আটার শত পোনের সালে আশী হাজার গাঁটি। এবং আটার শত ষোল সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গাঁটি। আটার শত সতের সালে দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার গাঁটি। আটার শত আটার সালে তিন লক্ষ আটাইশ হাজার গাঁটি অন্য দেশে গিয়াছে।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

বাণিজ্য।— গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মো° মৃজাপুরে তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবানগোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গাঁটি ১৩॥০ সাড়ে পোনর টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মো° কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে এই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানহইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে আসিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে।

এবং হিন্দুস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্ব প্রকাশ হইলে তাহাহইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

জিনিস রপ্তানী।—মোং কলিকাতাহইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্য্যন্ত এই ২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

	তুলা		১৭৬	গাইট
	চিনি		৩৪৬৭৩	মোন
	শোরা		১৪৫০৫	ঐ
	আফীম		১৮৭৫	ঐ
	চালু		৭০০৪	ঐ
	সুঁউট্		১৮০০	ঐ
	রেসম		১৯৪	ঐ
	ভেরণ্ডা তৈল		৪৪	ঐ
	গজ দন্ত		১৯	ঐ
	গোচর্ম্ম		৫০০	ঐ
	নীল কুঠীর মোন		৩১৫৬	ঐ
	বস্ত্র		১৯৫৯৯২	থান
	সাল		৫৫	থান
আমদানী	কলিকাতা ই০	ঐ	৯।০	ঐ
	ধাতু দ্রব্য			তঙ্কা
	স্বর্ণ			৫৯৮০০
	রূপা			২১৮২৯৪৫

১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮

মোকাম কলিকাতাহইতে নানা দেশে রপ্তানি জিনিস
সন ১৮২১ সালের ইং জানুআরি লাগাদ দিসেম্বর।

তুলা	—	—	৪২৫১০	বস্তা
চালু	—	—	৪৪৭৫৬৭	ঐ
চিনি	—	—	৩০৫৩৭৯	মোন
সোরা	—	—	২৭৮১০৪	ঐ

সুঁট	—	—	২৩৯৫৮	ঐ
রেশম	—	—	৪৯৮২	মোন
নীল	—	—	২৩৪১১	ঐ
আফীম	—	—	৪২৭৯৮	সিন্দুক
নানাপ্রকার বস্ত্র		—	২৭৩২০৯৪	থান

কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ড দেশে জিনিস রপ্তানি সন ১৮২১ শালের ই০ জানুআরি লাং দিসেম্বর।

হিঙ্গু	—	—	৬	মোন
সোহাগা	—	—	১৯২	মোন
ভেরেণ্ডা তৈল		—	২৬০৪	ঐ
লবঙ্গ	—	—	৯১৯	ঐ
নারিকেল তৈল		—	৬	ঐ
সুঁতা	—	—	৮	ঐ
গজদন্ত	—	—	১১২	ঐ
মাজুফল	—	—	৩৮০	ঐ
ছাগচর্ম্ম	—	—	১১৫৩১	থান
মহিষ শৃঙ্গ	—	—	১২৭৭৯	মোন
পিপ্পল	—	—	৫০	ঐ
মঞ্জিষ্ঠা	—	—	২৮৪১	ঐ
জায়ফল	—	—	৮	ঐ
কুচিলা	—		১৭১	ঐ
বেত	—	—	২৫০০	গোছা
রক্তচন্দন	—	—	১০২৭	মোন
কুসুম পুষ্প	—	—	৩৮২৯	মোন
শাল	—	—	৮৮৯	যোড়া
গুয়ামউরি	—	—	৭৮	ঐ

২ এপ্রিল ১৮২৫। ২১ চৈত্র ১২৩১

এতদ্দেশীয় বাণিজ্য।—১৮২২।২৩ শালে এতদ্দেশে নানা স্থানহইতে চারি কোটি আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যূন এ দেশে না থাকে।

২ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ১৮ ভাদ্র ১২৩৩

ইউরোপীয় বস্ত্র॥—এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসর ২ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।

সাল	—	—	কাপড়ের মূল্য।
১৮১৫			১৪৯০৬৮
১৮১৬			১৬৫৬১৫
১৮১৭			৪২৩৮৩৪
১৮১৮			৭০১৫৯২
১৮১৯			৪৬৬০১৬
১৮২০			৮৬৩৬৩১
১৮২১			১১৩৬০৭৪
১৮২২			১১৬৭২৪৬
১৮২৩			১১৮১৬৭১
১৮২৪			১১৩৮১৬৭

২৩ জানুয়ারি ১৮২২। ১১ মাঘ ১২২৮

কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে পৌষ মাসে তণ্ডুল অল্প মূল্য ও আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্মূল্য হয় ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আষাঢ় মাসে যখন কৃষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয় প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্য লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় যখন পৌষ মাসে ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না। পৌষ মাসে তাহারদের আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক অতএব তাহারা অল্প মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে।

১৭ নবেম্বর ১৮২৭। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৪

এতদ্দেশের বাণিজ্য।—সকলেই অবগত আছেন যে ১৮১৪ সালে কোম্পানি বাহাদুরের ইংগ্লণ্ডদেশের পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিশ বৎসরের কারণ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে কোম্পানি-ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ইংগ্লণ্ড দেশের দ্রব্যাদি এ দেশে আনিয়া বাণিজ্য করিতে পারিত না। সেই

বন্দোবস্তের সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশের মহাজনেরা পার্লিয়ামেণ্টের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে তাহারাও এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে পায়। পার্লিমেণ্ট সেই সময়ে এদেশনিবাসি অনেক লোকেরদিগকে ডাকিয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কহিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং ইউরোপীয় দ্রব্য এ দেশের মধ্যে বিক্রয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্ট তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া ইংগ্লণ্ড দেশের তাবৎ মহাজনেরদিগকে এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

গত বার বৎসরের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে ঐ সাহেবের পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে তুলার কাপড়ের যেরূপ আমদানীর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ ১৮১৫ সালে দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংগ্লণ্ডদেশহইতে এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ১৮১৬ সালে ১৪ লক্ষ টাকা। ১৮১৭ সালে :৬ লক্ষ টাকা। :৮১৮ সালে ৪২ লক্ষ টাকা। ১৮১৯ সালে ৭০ লক্ষ টাকা। ১৮২০ সালে ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৮২১ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা। ১৮২২ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ইহাতে দেখা যায় যে বাণিজ্যকর্ম্মের উত্তরোত্তর বাহুল্য হইতেছে।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

বাণিজ্য।— ১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংগ্লণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই উভয় দেশের মধ্যে কিপ্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশহইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধানরূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ১২৬৬ মোনমাত্র এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে রপ্তানি হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মোনের অধিক হইবে কিন্তু অন্য পক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতিঅল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এ দেশহইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংগ্লণ্ডে যায় তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশহইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিগে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্যবিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিরদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতি লোহার আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে পোনর লক্ষ টাকার লোহা আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে .৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও

আমদানি বাড়িয়াছে ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়। এই আমদানির জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে ১৭৯২ সালে ইংগ্লণ্ডহইতে এ দেশে সর্ব্বসুদ্ধা সত্তরি লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় অর্থাৎ ১৭৯২ সাল অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছে রপ্তানিবিষয়ে দেখা যায় যে ১৭৯২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য চারি কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য। এই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা ব্রহ্মদেশীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে যে ২ সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্বলোকজ্ঞাপনার্থে আমরা প্রকাশ করিতেছি ব্রহ্মদেশে এই ২ বস্তু অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহারা আপনারদের ব্যয়োপযুক্ত রাখিয়াও অন্য ২ দেশে প্রেরণ করিতে পারে বিশেষতঃ তণ্ডুল তুলা নীল এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি সোরা লবণ সেগুণকাষ্ঠ মদিরা মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত পদ্মরাগমণি এবং ধাতুর মধ্যে লৌহ তাম্র সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের পাথর। যাহারা বনহইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে তাহারা কহে যে সেগুণ কাষ্ঠের বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না এবং তাহাতে এত গাছ আছে যে কখন তাহার অল্পতা হইবেক না। সেখানকার চিনি অতি সফেদ ও উত্তম এবং চীনদেশীয়েরা তাহা প্রস্তুত করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় বাদশাহ সেই চিনি দেশহইতে বাহিরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে বিশেষতঃ সালেয়া ও সরাবদি প্রদেশে নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে সেই দেশে নীল গাছ বনের মধ্যে আপনি জন্মে এবং তদ্দেশের লোকেরা আপনারদের ব্যয়ের কারণ কিছু ২ নীল প্রস্তুত করে। যখন প্রথম যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দুই তিন জন সাহেব লোক সেখানে নীল কুটী করিয়াছিলেন।

এবং অন্য ২ দেশহইতে এই ২ দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিক্রয় হয় বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও মন্দ্রাজ ও ইংগ্লণ্ডদেশজাত বস্ত্র এবং বিলাতি বনাত ও লৌহ ও লৌহাস্ত্র সীসা পারা সোহাগা গন্ধক সোরা বারুদ বন্দুক চিনি রমসরাপ আফীম চিনারবাসন এবং ইংগ্লণ্ডদেশীয় নানা প্রকার গ্লাস ও নারিকেল ও সুপারি। সেদেশে অল্প দিনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে অধিক বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে তত্তুল্য মন্দ্রাজী বস্ত্রের মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমাতে চীনদেশীয়েরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বভাগস্থেরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্য হয় এবং ঐ বাণিজ্যের দুই প্রধান স্থান নিরূপিত আছে প্রথমতঃ চিনারদের সীমার নিকট বালমো নামে এক স্থান দ্বিতীয়তঃ অমরপুরহইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তর মিলায়নামক স্থান। ঐ স্থানেতে ব্রহ্মদেশীয়রা চীনদেশীয়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং কখন ২ চীনদেশীয়েরা মিলায়নামক স্থানেতে ইহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। চীনদেশীয়েরা আপনারদের দেশহইতে তাম্র ও হরিতাল ও হিঙ্গুল ও লৌহপাত্র ও রূপা রেউচিনি চা উত্তম মধু রেশম মদিরা মৃগনাভি, বেরদি শুষ্ক ফল এবং কতক ২ টাটকা ফল ও কুকুর ও মুরগমনোহরনামক পক্ষিবিশেষ আনে। চীনদেশীয়

মহাজনেরা ক্ষুদ্র ২ খচ্চরের উপর আইসে এবং তাহারা কহে যে আমারদের দেশহইতে এই স্থানে আসিতে আমারদের দুই মাস লাগে।

চীনদেশীয়েরা বিক্রয়ার্থে যে চা আনে সে কাল ও তাহারা তাহার ক্ষুদ্র ২ গুলি করিয়া আনে সে চা অতিসুস্বাদু ও যে কাল চা ক্যানটান নগরে বিক্রয় হয় তদপেক্ষা. উত্তম। এই চা কিছু দুর্মূল্য সুতরাং যাহারা ভাগ্যবান তাহারাই তাহা লয় কিন্তু এমত উক্তি আছে যে ব্রহ্মদেশে এক প্রকার চা জন্মে তাহা সুমূল্য এবং সাধারণ লোক তাহাই ব্যবহার করে। তাহারা ভোজনের পর রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে এবং কোন লোক আইলে প্রথম ঐ দ্রব্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা করে এক্ষণে এতদ্দেশে যেমন তামাকু।

ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে এই ২ বস্তু প্রেরিত হয় বিশেষতঃ তুলা হস্তিদন্ত মোম এবং বিলাতি বনাত। আরো শুনা গিয়াছে যে সত্তরি হাজার গাইট তুলা বৎসর ২ ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে যায় সে সকল তুলা প্রায় তাহারা পরিষ্কার করিয়া পাঠায় ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ ভাগে যে তুলা জন্মে সে তুলা কিছু খাটো কিন্তু উত্তর ভাগে যে জন্মে সে লম্বা। আরো আমরা শুনিতেছি যে পিগুদেশহইতে চট্টগ্রামে যে তুলা আইসে সেই তুলা দ্বারা ঢাকাই উত্তম মলমল প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশে আর এক প্রকার বাণিজ্য আছে বিশেষতঃ যে দেশকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা লাওস বলেন এবং চীনদেশীয়েরা সান বলে তদ্দেশীয়েরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্যবাহুল্য আছে অবর্ষাকালে তাহারা আবাহইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে প্রেকনামক স্থানে আসিয়া মোম ও একপ্রকার বকম কাষ্ঠ এবং গোঁদ ও রেশম ও তুলাভরা মাজা ও পেঁয়াজ রসুন হরিদ্রা ও মসালা বিক্রয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মদেশহইতে লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ঐ প্রেক স্থান বিনা ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে ২ গোলাগঞ্জ আছে তাহাতে দেশীয় লোকেরা আপনারদের মধ্যে বাণিজ্য করে।

২০ নবেম্বর ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।—

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।
কাছোড়া তুলা সত্তর টাকা মোন।
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।
নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

১২ জানুয়ারি ১৮২২ । ৩০ পৌষ ১২২৮

বাজার ভাও ॥

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩৸
...			
নারিকেল তৈল	১	১০	১২
...			
চাল্ পাটনাই	১	২	২৵
মুগী	১	১।৵.	১॥
পাছড়ি উত্তম	১	২।	২॥
পাছড়ি মধ্যম	১	১৸	১৸৵
বালাম	১	১৵	১৶
দুধা গোম	১	১৶	১।
অড়হর ডালি	১	১॥৴	১॥৵
উত্তম গায়া ঘৃত	১	২৭	২৮
ভৈসা ঘৃত	১	২৫	২৬
মোমবাতী	১	৫০	৬০
মিছরি উত্তম	১	১৪।	১৫
চিনি কাশীর	১	১০	১০।
মধ্যম	১	৯।৵	৯॥
তামাকু	১	৩	৬
হরিদ্রা	১	৩	৩।
কর্পূর	১	৫০	৫২

২৭ জুন ১৮১৮ । ১৪ আষাঢ় ১২২৫

একশ্চেঞ্জ অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় স্থান।—ইংগ্লণ্ডের অনেক ২ নগরে এমত অট্টালিকা আছে যে সেখানে যাহারদিগের বাণিজ্য কর্ম্ম আছে তাহারা প্রতিদিন গিয়া বাণিজ্যের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয় এবং সকল জিনিষের বাজারভাও জ্ঞাত হয় এবং নানা সুদের কাগজ প্রভৃতি ও জিনিষ ক্রয় বিক্রয় অনেক টাকার বায়না পত্রদ্বারা হয় ইহাতে লোকের অনেক উপকার হয়। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম কলিকাতাতে এই মত

এক স্থান হওনের কল্প ছিল এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর খানিক জমীও এই কারণ দিয়াছিলেন এখন শুনা গেল যে যে স্থানে পূর্ব্বে কালেজ ছিল সেই স্থান এই কর্ম্মের কারণ ক্রেয়া হইয়াছে এবং ২১ জুনে সে খোলা যাইবেক।

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

হাসীল দপ্তরখানা। কলিকাতার পুরাণা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসীলদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহা শহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভ্রম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ৩ ফাল্গুন ১২২৫

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।—কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা একশ্চেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারি ২ হইয়া চলিয়া পুরাণা কুঠী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

নূতন হাসীলের ঘর।—মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিস ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে নোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাসুল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যে ২ জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারিমাত্র মাসুল আদায় হইত। এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাশুল ছিল না। এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬

জাহাজ।—১ সেপ্তম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের এক শত পচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসরহইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।

১২ আগষ্ট ১৮২০ । ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা। ১ আগস্ত ১৮২০ সাল।—কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান। ইংলণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান। অন্য ২ স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ উনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ দুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্ত্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধা ছেয়ানব্বই জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে।

২৯ জুলাই ১৮২৬। ১৪ শ্রাবণ ১২৩৩

জাহাজ ভাসান।—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্ম্মাভাব হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি এদেশে ও বেলাতে জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছে ইদানীন্তন মোং সালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানির কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২ জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম উইলেম রাখিলেন কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানার প্রধান ছিলেন এবং ঐ কারখানাহইতে বহুদিবস পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এই জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত থাকিবেক ইহা স্থির করণানন্তর জাহাজের কর্ত্তা ঐ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে প্রধান ২ সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ ২ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় করিলেন ইতি।

৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক।—১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপর্য্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এফরেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য ২ কুঠীতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত

প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংলণ্ড দেশে এই মত বাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই বাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এফরেলে বাঙ্কের হিসাব করা যাইবে এবং সে কালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঐ দুএর উপরে আগামি বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এফরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে বাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইরূপ বাঙ্কে থাকিবেক।

৮ দফা। বাঙ্কহইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে বাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ ঐ ব্যক্তিরদের নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য ২ যে খরচ বাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকাহইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নূতন অধ্যক্ষ বাঙ্কে প্রবেশ করিলে বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই ২।

শ্রীযুত উইল্যম কেরি সাহেব। শ্রীযুত জসুআ মার্সমন সাহেব। শ্রীযুত উইল্যম ওয়ার্ড সাহেব। শ্রীযুত জন মার্সমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই বাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেক্সান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীত লইবেক।

২৬ জুন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ ১২২৬

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক।— শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত সপ্তাহে এক ফর্দ্দ কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখা গিয়াছে যে মাস ২ বাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা

থাকিলে অধিক লাভ বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় বিশ বৎসরে পাঁচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত চৌষট্টি টাকা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা তিন শত ষাটি ও ঐ তিন শত ষাটি টাকার সুদ নয় শত ছয় টাকা। এবং যদি দশ টাকা করিয়া মাস ২ বাঙ্কে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই কর্ম্ম কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।

৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬

কমরস্যল বাঙ্ক।— খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হয় রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে ২ বখরাদার হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফি কেতা ৫০০০।১০০০।৫০০।২৫০।১৬০।১০০।৮০।৫০।৩০।১৬।১০।৮।৫ টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইলাম ফুলর্তন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি। কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১

কলিকাতা বাঙ্ক।— ওল্ডকোর্ট স্ট্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতা বাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে। ঐ কর্ম্মের অংশী শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ব্রোন রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এড্বার্ড আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এফ টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী হইয়াছেন।

ইহারাই ঐ বাঙ্কে লাভ নোকসানের দায়ী। যদ্যপি ঐ বাঙ্কের আর বিশেষ জ্ঞাত হইতে কাহার ইচ্ছা হয় তবে ঐ দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক — গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয়

করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায় [দাস ?]। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৮ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

২৭ জুন ১৮২৯। ১৪ আষাঢ় ১২৩৬

নূতন ব্যাঙ্ক।— গত সোমবারে কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জঘরে নূতন ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং ঐ অংশিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন কিন্তু কে ২ মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারদের নাম কোন ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে লেখা নাই।

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।— আগামি ১৭ আগষ্টঅবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কর্ম্মারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাঁহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক। এই ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারাতে বোধ হইতেছে যে ইহার অংশিভিন্নও অন্য ব্যক্তিরদিগের উপকার হইবেক যেহেতুক ধনব্যতিরেকে বাণিজ্যাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারি কুঠী ইহাতে টাকা দেওয়ানেওয়া বিষয়ে যে ২ নিয়ম হইয়াছে সুতরাং তাহাতে কারবারি লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল বুঝা যাইতেছে যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারানুসারে বাণিজ্যের সাহসবৃদ্ধি হইবেক কেননা ঐ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার স্বচ্ছলতা হইবেক ঐ ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার আবশ্যক জন্য তাহার তর্জমা হইতেছে পশ্চাৎ বঙ্গদূতের সহিত পাঠকবর্গের পাঠার্থে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করা যাইবেক।—বঙ্গদূত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।— শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ত্রষ্টির কর্ম্মে ইস্তফা দেওয়াতে ঐ ব্যাঙ্কে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক নূতন ত্রষ্টি মনোনীতকরণার্থে আগামি ১ অক্টোবর তারিখে এক বৈঠক হইবেক।...

১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের গত কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি সংবাদ।

এই ইশ্‌তেহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার শহরস্থ মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের মহাজনেরদিগের মধ্যে যাহারা আপন২ দাবির হিসাব ঐ সাহেবানের ট্রষ্টীদিগের নিকট রেজেষ্টরি করাইয়াছেন সেই সকল মহাজন তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেণ্ট অর্থাৎ অংশ আগামি ১ জানুআরি সন ১৮২৮ সাল অথবা ঐ তারিখের পর মোং কলিকাতার রাণীমুদির গলিতে মিঃ ক্রুটেনডেন মেকিলপ কোম্পানি সাহেবানের আফিসে একটিং ট্রষ্টি জেমস মেং জিমিস কলন সাহেবের নিকট পাইবেন।···তারিখ ২৩ এপ্রিল। কলিকাতা। ১৮২৭ সাল।

এ কালবিন। জে কালেন। ই ট্রটর। রাজচন্দ্র দাস। রসময় দত্ত। জান মেকেঞ্জি। কে আর মেকেঞ্জি। ডবলিউ এস বএড।

মিসিউঅস´ ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানির গত কারমের ট্রষ্টীরা।

৩ জানুয়ারি ১৮২৪। ২০ পৌষ ১২৩০

সঞ্চয় ভাণ্ডার।— সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ এই। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে ঐ অংশের টাকার সুদহইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন ইহার বিশেষ ঐ ভাণ্ডারের নিমিত্ত যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

ঐ আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের যে প্রকার বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। অপর অত্যল্প অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতি মাসে দশ টাকা এমত চারি বৎসরকালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্তু লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে। না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং যদি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভাণ্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেক প্রকার নূতন ২ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন।

১২ জানুয়ারি ১৮২৮। ২৯ পৌষ ১২৩৪

সঞ্চয় ভাণ্ডার।— আমরা দুঃখিত হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু গদাধর সেট রূপনারায়ণ বসাক বিজয়কৃষ্ণ সেট ভুবনমোহন বসাক ইহারা চারি জনে সখ্যভাবে ঐক্য হইয়া

সঞ্চয় ভাণ্ডার নাম দিয়া এক লোকোপকারজনক ব্যাপার ইংরাজী ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৮২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম চলিবেক এমত ভরসা পূর্ব্বে ছিল না যেহেতুক কর্ম্মারম্ভ সময়ে সম্পাদকেরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত নিয়ম করিয়াছিলেন তথাচ খেদের বিষয় এই যে সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে সুধারা হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যদ্যপি বিস্মৃত হইয়া থাকেন তাহা স্মরণ কারণ কিঞ্চিৎ স্থূল লিখি সঞ্চয় ভাণ্ডারের কর্ম্ম ৬৪ চৌষট্টি অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া স্থির হয় ঐ সকল অংশ ঐ মূল্য দিয়া লইয়া অংশিরা প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া দিবেন এই সকল টাকার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের লাটরি টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যত টাকা প্রাইজ হইবেক তাহা অংশিরা বিভাগ মত পাইবেন লভ্য না হইলেও মূল ধনের কোন হানি হইবেক না ইত্যাদি এই নিয়মানুসারে চারি বৎসরপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গত ১ জানুআরি অবধি অংশিরদিগের মূল ধন ফিরাইয়া দিতেছেন যখন যিনি আপন ২ কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অংশ ৫২০৵০ পাঁচ শত কুড়ি টাকা দুই আনা ফিরাইয়া দিতেছেন ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম যদি বল ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয় কি হইয়াছে উত্তর অস্মদাদির দেশে সাধারণে অর্থাৎ বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত দুই তিন জনে এক কর্ম্মারম্ভ করিয়া তাহার সংবৎসরের লভ্য ও ক্ষতি বিবেচনা না হইতেই বিবাদ উপস্থিত হয় ঐ ব্যক্তিরা বাঙ্গালি চৌষট্টি জনকে বুঝাইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ সন্দেহ করেন নাই। যদি বল অল্প বিষয় ইহাতে ভদ্রলোকের সন্দেহ কেন হইবেক উত্তর আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ অর্থাৎ কেহ কোন কর্ম্মারম্ভ করিলে অগ্রে তাহাতে নানাদোষারোপ করেন তাহাতেই প্রায় সাধারণে ঐক্য হইয়া কোন কর্ম্ম হয় না অতএব ইহারদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ইহারদিগের দ্বারা এমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে আমারদিগের দেশে ঐক্য হইয়াও কর্ম্ম হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় ভাণ্ডার হইল।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে প্রথম সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনাবধি নিয়মিত কালপর্য্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইয়াছে এক্ষণে তদধ্যক্ষেরা দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার নামরূপে পুনরুত্থান করিয়াছেন। তাহার অনুষ্ঠানপত্র অধ্যক্ষেরদিগের অনুমত্যনুসারে চন্দ্রিকায় প্রথম পত্রে প্রকাশ করিলাম···। সঞ্চয়ভাণ্ডারের গুণ অধিক লেখা লিপিবাহুল্যাশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম কিন্তু তৎকর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দিতে নিরস্ত নহি কেন না দশ জন ঐক্য হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাহা অস্মদ্দেশীয়েরদিগের সুদূরপরাহত হয় তাহা ইহারা একবার প্রচার করণানন্তর তাবতের মনোরঞ্জন করত পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫

উড়ে বেহারা।— হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎও ফিরিয়া আনে না।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

কাশীতে নিমক্‌সার।— কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কূপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্তা হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলিপরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদুরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসান হয়।

২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯

প্রেরিত পত্র। দর্পণ প্রকাশকেষু। – চৈত্র সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল তাহাতে লবণ দুর্ম্মূল্যতা কারণ বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে অতএব অস্মদাদির বুদ্ধ্যনুসারে লবণ দুর্ম্মূল্যতা বিষয়ে যাদৃশ অনুমান হইল তাহা লিখি…।

নিজযশঃপ্রখ্যাপনেচ্ছু কোন ব্যক্তি অন্য ২ লোকের নানাবিধ কীর্ত্তি শ্রবণ দ্বারা স্বয়ং খিদ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এমত এক কর্ম্ম কি আছে যে তাহা করিলে আপামর সাধারণ সকল লোকের অপকার নিষ্পন্ন করিয়া সে সকলের নানা কটূক্তিভাজন অর্থাৎ নানাবিধ গালির স্থান হওয়াতে খ্যাত হইতে পারি। ইহাতে আপনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আত্মীয় বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বাবুজীর পুরোহিত কুকর্ম্ম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কহিলেন যে বাবুজী বিলক্ষণ আজ্ঞা করিয়াছেন ইহার উত্তর হটাৎ করিতে পারি না ভাল কল্য বিবেচনাপূর্ব্বক নিবেদন করিব।

পর দিন পঞ্চানন বাবুর নিকটে আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন যে মহাশয় আমি হয়ে এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি অন্যের কি সাধ্য দেখুন এই পৃথিবীতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরি লবণে প্রয়োজন লবণরসে অরসিক প্রায় মনুষ্য দেখি না লবণ ব্যতিরেকে কাহারো নির্ব্বাহ হয় না অতএব তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন তবে কেবল এই এক কর্ম্মেতে আপামর সাধারণ তাবতেরি অপকার করিতে পারিবেন এবং নানা দেশে নানা স্থানে নানাবিধ লোকের গালি ভোগ করিতে পারিবেন ইহাভিন্ন আর কোন পথ দেখি না। ইহা শুনিয়া বাবুজী পঞ্চাননকে অনেক সাধুবাদ করিলেন ও কহিলেন যে না হবেক কেন তোমার নামানুযায়ী গুণ বিলক্ষণ মহাশয় তাহাই কর্ত্তব্য।

অতএব আমরা অনুমান করি যে এইরূপ ঘটনা হওয়াতে লবণের মূল্যাধিক্য হইয়াছে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ৪ আশ্বিন ১২৩৬

কোম্পানির লবণের মাসুলের পূর্ব্ব বিবরণ। -- যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায়করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গলাতে বাণিজ্যের কুঠীস্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লীহইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্যস্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাসুলরহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য ২ কর্ত্তারদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহপ্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব ২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্যসামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুলরহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্তছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজউপকারের নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকুইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপনকর্ত্তৃক স্থাপিত সমাজ যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহাহইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৭৬৬ সালে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইল এবং ঐ লবণের সমাজস্থেরা এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহারা লবণ কেবল কলিকাতানগরে মোনপ্রতি দুই টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবেন এবং দেশের মধ্যে এই বস্তুর খুজরা বিক্রয় এতদ্দেশস্থ লোকেরদিগের দ্বারা হইবেক এবং কোম্পানিকে তাঁহারা যে মাসুল দিতেন তাহার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাসুল ধার্য্য করিলেন। কিন্তু কোর্ট আফ ডাইরেক্তার্স এই প্রদত্ত লাভেতে আকৃষ্ট না হইয়া ঐ বাণিজ্যের সমস্ত কল্পনাতে অসম্মত হইলেন এবং নিশ্চয় এই হুকুম পাঠাইলেন যে ১৭৬৮ সালের সেপ্তম্বর মাসে তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা লবণপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় ত্যাগ করিবে ১৭৬৫ সালে কলিকাতানগরে লবণের মূল্য একশত মোনপ্রতি ১৭০ একশত সত্তরি টাকা ছিল।

এই ব্যবসায়কারি সমাজ ১৭৬৮ সালে এইরূপে রহিত হইলে নিমকপোক্তানীর কার্য্য ভিন্ন ২ মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল। ১৭৭২ সালে অন্য এক পরিবর্ত্তন হইল গবর্নমেণ্ট এই হুকুম করিলেন যে লবণ কোম্পানি বাহাদুরের লাভের নিমিত্তে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং লবণের ইজারদারেরা নির্দ্ধারিত মূল্যে নিমক দাখিল করিবে। ১৭৮০ সালে এই নিয়মের পুনর্ব্বার মতান্তর হইল এবং আজ্ঞা হইল যে লবণের সরবরাহ এজেণ্টসাহেবদিগের দ্বারা হইবেক এবং সমস্ত দেশজাত লবণ তাঁহারদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের অর্থে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং সেই লবণ মধ্যম অথচ নির্দ্ধারিত মূল্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করা

যাইবেক এবং সেই নিয়মিত মূল্য প্রতিবৎসর কার্য্যারম্ভকালে নিমকপোক্তানীর গবর্ণমেণ্টকর্তৃক ইশ্‌তিহারের দ্বারা প্রকাশ হইবে। ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবেরা প্রথমতঃ লবণোৎপন্ন কোম্পানির লাভের উপরে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইলেন কিন্তু কালক্রমে তাহা ন্যূন করিয়া তিন টাকা পরে আড়াই টাকা করিয়া স্থির হইল। ১৭৮৭ সালে সমস্ত লবণ নীলামে বিক্রয় করিতে হুকুম হইল।

১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজ্জোয়ানামক মলঙ্গীরদের দ্বারা জবরদস্তীতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল তাঁহারা আরো দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্তে যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজ্জোয়ারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহারদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালে ১৩৩৮৮ তের হাজার তিন শত অষ্টাশী পরিজনসমেত আজ্জোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজ্জোয়ারা স্বকীয় ভূমি নিষ্করারূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজানায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমীদারেরা নানাছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই ২ ভূমির খাজানা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীরদের স্থানে লইতে লাগিলেন। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজ্জোয়ারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীরদের লবণের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টকে আরো এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকাঅবধি ৭৭ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরো লাভ হইল।

নিমক পোক্তানীর দ্বারা সরকারের যে লাভ হয় তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত তফসীল প্রকাশ করা যাইতেছে।

		টাকা।
১৭৬৬ সালের লবণ জাত রাজস্ব।	...	১৩০০৫০০
১৭৮০ সালে।	...	৪০০০০০০
১৮১০।১১।১২ সালে।	...	১১১২৫৭০০
১৮২১।২২ সালে।	...	১২৮৪০৮৯০
১৮২৫।২৬ সালে।	...	১৫৮৮৫৩৭৬

বর্ত্তমানকালে কলিকাতা ও বোম্বে ও মান্দ্রাজজাত সমস্ত লবণের বিক্রয়েতে ২৫৮২০৩৮৬ টাকা উৎপন্ন হয়। নিমকপোক্তানীর খরচ ৭৭০৮৪৫৯ টাকা হয় অতএব নিমকের কার্য্যে কোম্পানির খরচা বাদে লাভ বৎসরে ... ১৮১০০০০০

৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮

কোম্পানির কাগজ।—১৮১১ ও ৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নীলকারকের দৌরাত্ম্য॥—মপস্বলে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে সে গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাঁকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমাচার চন্দ্রিকাদ্বারা এই সমাচার পাওয়া গিয়াছে।

৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩

নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্দ কোর্ট ইস্ট্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯ নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হাল-সালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কিপ্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা

পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুন। যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যন্ত কোন ২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের কাগজ আছে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।—সং চং।

১৯ জুলাই ১৮২৮। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৫

অগ্নিবিষয়ক বিমা।—গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রুস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাঁহারা সেই গৃহপ্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

নূতন বিমা।—কতক দিন পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা ডাক বাঙ্গির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিমা করিবেন।

৫ জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪

চরকাকাটনির দরখাস্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়। আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন ২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাট্টি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহর-পর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত।—সং চং।

১৭ জুলাই ১৮১৯। ৫ শ্রাবণ ১২২৬

নূতন গঞ্জ।—শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে নূতন এক গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক ২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যে ২ দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকামহইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণ বক্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

নদী মিলন। মহারাজ শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এই বাসনা করিয়াছেন যে আপনার নূতন রাধাগঞ্জ বাড়াইবার কারণ খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ ঐ গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তি বক্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন যেহেতুক বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেক ২ জিনিসের আমদানী হইবেক তৎপ্রযুক্ত মহারাজ শ্রীযুত পরাণচন্দ্র বাবুপ্রভৃতিকে ঐ সকল নদী তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তদারক করিয়া মহারাজকে সকল জ্ঞাত করাইলেন। মহারাজ সে বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যুক্ত আছেন। সে কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে দিন ২ তাঁহার রাজধানী শহরের বৃদ্ধি হইবেক।

৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭

নূতন বন্দর।—শ্রীযুত মুন্সী গোলাম হোসন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বান্ধা রাস্তার পূর্ব্ব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আর ২ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন ২ ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোনপ্রকারে বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারো দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সে ২ দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যে ২ জিনিস পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেখানে সেরূপ জিনিস না পায় তবে ঐ ব্যাপারিরদের যে মুনফা তাহাতে হইত তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। এবং যে ২ লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাকা দিতেছেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা। এবং বৈদ্যবাটীর জমীদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪

কলিকাতার নূতন বাজার।—নানাপ্রকার পক্ষী ও মাংস বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় এক বাজার বসাইবার উ:দ্যাগ হইতেছে ও তাহার ব্যয়ের আন্দাজি হিসাব নীচে লেখা যাইতেছে।

কলিকাতার জানবাজারের ৬/১৶

জমীর মূল্য	...	৯০০০০
ইমারতী খরচ	...	১৬০০০
চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি	...	৭৯৫০
ভূমি সমান করা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির খরচ	...	৫০০০
উপস্থি খরচ	...	৬৫০
শহরের বাহিরে পশ্বাদি পালনের স্থান খরিদ	...	১৯৫০
ঐ স্থান ঘিরিতে খরচ	...	৭৯০০
পশ্বাদি ক্রয়ের জন্যে	...	৩০০০
একুনে দেড় লক্ষ টাকা		১৫০০০০

এমত শুনা যাইতেছে যে এই টাকা তিন শত অংশেতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক। পরে ঐ বাজারে যে লাভ হইবেক তাহা বৎসর অন্তর হিসাব করিয়া অংশিরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

আমরা দেখিতেছি যে শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও কলিকাতাস্থ অন্য ২ সওদাগর সাহেবলোকেরা এই বাজারের অংশী হইয়াছেন তাহাতে ৪৫ জন অংশির নাম সহী হইয়াছে অর্থাৎ যত অংশী হইবে তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের নাম সহী হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় সফল হইবে কি না তাহা এক্ষণে বলা যায় না।

৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫

বাজার ভঙ্গ।- বারাশত পরগনার মধ্যে ঠাকুর পুকুরনামক গ্রামের দক্ষিণাংশে ভট্টাচার্য্যদিগের এক বাজার আছে এবং তাহার উত্তরাংশে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এক বাজার বসাইতেছিলেন তাহাতে ভট্টাচার্য্য অনিবার্য্য বিরোধ বুঝিয়া প্রভুবর্জ্জ্য জজসাহেবের নিকট দরবার করাতে এমত আজ্ঞা দিয়াছেন যে ঐ নূতন বাজার অবিলম্বে স্বহস্তে উৎপাটন করিবেন তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় সুতরাং তাহাই করিলেন অতএব নূতন বাজার কিয়ৎকাল রহিত হইল। তিং নাং

৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬

সুপ্রিম কোর্ট।-গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্মের আরম্ভকালে ২০ বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড় ২ ঘর সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে

বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারদের ক্রমে ২ এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহারদের প্রতি ঐ মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালতহইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। অনেক লোক ইহার পূর্ব্বে ধনি ও সম্রান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মোকদ্দমাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে তাহা একপ্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন কিন্তু একবারও সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাঁহারদের মনে সুতরাং এই জিজ্ঞাস্য হয় যে তাঁহারা যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে পারি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাঁহারা বিবাদ উপস্থিত হইবামাত্র সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন এই রীতি বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃশ্য।

১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

কলিকাতায় সভা।—আগামি ১৫ তারিখে কলিকাতার টৌনহালেতে নীচের লিখিতব্য অভিপ্রায়ে কলিকাতানিবাসি সাহেব লোকেরদের এক বৈঠক হইবেক। কোম্পানির ফরমানের মিয়াদ অতীতে চীনদেশ ও ইংগ্লণ্ডদেশে যে বাণিজ্যব্যাপার চলে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিকার ও ইউরোপীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিতে পারেন এই উভয় কর্ম্মের নিমিত্তে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আমারদের বোধ হয় যে সেই সভায় অনেক সাহেবলোক একত্র হইবেন এবং সেখানে যে বাদানুবাদ হইবে তাহার শুশ্রূষা সকলেরি হইবে।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১১ পৌষ ১২৩৬

টৌনহালে সভা।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংগ্লণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা

করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান পামর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান স্মিত সাহেব-প্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন ২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইঁহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেরদিগের সহিত ঐক্য হইল কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কাহার মত আছে ইহাও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই।

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিস্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন তবে এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সং চং

২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬

ক্লোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এপ্রদেশে চাসবাসবিষয়ক :—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৯ ডিসেম্বর ৬ পৌষের সমাচারদর্পণ ও বঙ্গদূত কাগজে দেখিলাম টৌনহাল সমাজে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ লিখি চন্দ্রিকায় স্থান দিবেন।

প্রথমতঃ প্রকাশ পায় যে কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের অর্থাৎ ইজারার মিয়াদ অতীত হইলে যে বিষয়ের নিয়মের আবশ্যকতা হয় তদ্বিষয়ে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ সভায় কত এবং কে কে সমাগত হইয়াছিলেন তাহা কি কারণে প্রকাশ করেন নাই। অনুমান করি দর্পণপ্রকাশক কোন ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রহইতে তরজমা করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে বঙ্গদূতে প্রকাশ হইয়াছে যাহা হউক ঐ সমাচার প্রথম প্রচারকের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা হইল অপর ঐ সভায় যে কএক বিষয়ের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে আমার যে ২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব সংপ্রতি।

পরামর্শসিদ্ধ পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন ঐ পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহারদের স্বচ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক বসতির যে

নিষেধ আছে তাহাতে এদেশের বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম্ম কি শিল্পকর্ম্মের উন্নতিহওনের এক মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দূরীকরণার্থে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত দেওন কর্ত্তব্য হয়।

ইহাতে আমি বলি এদেশে যেপ্রকারে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এদেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্পযন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই নগর মধ্যে ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়াঅবধি কত আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে ঐ বাবুরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে ইঙ্গরেজ লোক শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে। অপর গোরা লোক কৃষিকর্ম্ম করিলে এদেশের দীন কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন তাহা স্থির করিয়া গোরা কৃষক আনিবার প্রার্থনা করিলে ভাল হয় নচেৎ আপন দেশীয়েরদিগের অমঙ্গল করিয়া বিদেশীয়েরদিগের মঙ্গল চিন্তা বা প্রার্থনা করা কি পরামর্শসিদ্ধ হয় অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব নিবেদনমিতি ১২ পৌষ।—কস্যচিৎ জমীদারস্য।

৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬

ক্লোনিজেসিয়ান। অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এদেশে চাসবাসকরণবিষয়ক।— উপর উক্তবিষয় সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার ২ বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশামাত্র যেহেতুক তাঁহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসায়দ্বারা এদেশের লোকের বর্ত্তমান কালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐর্লণ্ডদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ইমারতি কর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যখন এই রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না তখন সুলতান আজদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রীপ্রভৃতি অনেক এদেশীয় মিস্ত্রী ঐ ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছিল তাহারদিগের বিভব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে পরে কতকগুলিন গোরা মিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন তাহার মধ্যে বুরুস স্মাইলবরণকরি প্রভৃতি মিস্ত্রীরা অনেক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন কেহ বা কলম লইলেন অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন ইত্যবধানে বিবেচনা করিতেছি ইঙ্গরেজ লোক রাজমিস্ত্রীর কর্ম্মকরাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম। এই কর্ম্মে পূর্ব্বে পালপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন। তাহারদিগের পরিবারেরা অদ্যাপি তদ্ধনদ্বারা খ্যাত্যাপন্ন ও সুখী আছেন পরে রেণ্ট কোম্পানিপ্রভৃতি অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে মৃত রামতনু ঘোষপ্রভৃতি এদেশীয়েরা সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ইহাতে উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।

স্বর্ণকারের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া শিবমিস্ত্রীপ্রভৃতি অনেকলোক ভূরি ধনোপার্জন করিয়াছে পরে মিং হেমিণ্টন কোম্পানিপ্রভৃতি আসিয়া ঐ কর্ম্মকরাতে এদেশীয় স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় অন্ন ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালী মিস্ত্রী ধনবান হইতেছে কেহ কহিতে পারিবেন না।

দরজীর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগরপ্রভৃতি কতলোক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল ইহারদিগের ভূমিসম্পত্তি হওয়াতে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনবানরূপে খ্যাত। পরে মিং গিবসন কোম্পানিপ্রভৃতির আগমনে সূচীব্যবসায়িরা এক্ষণে সূচাগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।

নৌকার ব্যবসায়। পূর্ব্বে দত্তপ্রভৃতি স্লুপাদি ভাড়াদেওন কর্ম্মে বহু ধনোপার্জন করিয়াছিলেন সাহেবেরা বোট আফিস করিয়া নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝিপ্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন ইহাতে উক্ত ব্যক্তিরদিগের অনেক লক্ষ টাকার স্লুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে ২ জল হইয়া গেল।

অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা দুই জন পাঁচ জন এই নগরে আসাতে এদেশীয় শিল্পকর্ম্মকারিপ্রভৃতি লোকের কি অবস্থা হইয়াছে পরে ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।

১৫ জানুয়ারি ১৮৩০। ৩ মাঘ ১২৩৬

প্রতারণা।— মোং শান্তিপুরে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন অন্য জীবিকা তাহাদের ছিল না অনেক ২ লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বারা ধনোপার্জন করিতেন। এক কালে দুই মামা ভাগিনেয় পরামর্শ করিয়া দেশান্তরে গেলেন ও সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মামা সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে যদি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করুন আপনকার বাটীতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীকৃত হইল ও উভয় সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মূল্য স্থির হইল এবং অন্ন বস্ত্র সরকারহইতে পাইবেক। এই নিয়মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় ঐ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচয়ন ও পাক ও জলাহরণাদি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল ক্রমে ২ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ভাগ্যবান ব্যক্তির নানা প্রকারে আহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক দুই মাস গত হইলে ঐ ধূর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্পবনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যবন জ্ঞান করিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম এ কদাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে। দুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয় যবনজ্ঞান করিল ও শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন পিতা মাতার নিকটে যাও। ধূর্ত্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন কর্ম্মে ক্রটি পাইয়া আমাকে বিদায়

করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সুখে আছি আপন পিতা মাতার নিকটে গিয়া কি খাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা ভীত হইয়া আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়া বিদায় করিল ঐ ধূর্ত্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মামা শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয় বটে। শ্রীগুরু গোপেশ্বরের এই রূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে।

১৮ জানুয়ারি ১৮২৩। ৬ মাঘ ১২২৯

কুবাণিজ্য বারণ।— ইংগ্লণ্ডে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীশ্রীযুত ডিউক আফ গ্লাষ্টর সাহেব আফ্রিকা দেশের নূতন আবাদবিষয়ে এক প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে শ্রীযুত লিষ্টের ষ্টনহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন ও প্রার্থনা করিয়াছেন যে আফ্রিকা দেশে ও হিন্দুস্থানমধ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়রূপ বাণিজ্য বারণ কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ের বিশেষ লিখিয়াছেন ও শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবকৃত এতদ্বিষয়ক হিন্দুস্থানীয় ব্যবস্থাও পাঠাইয়াছেন তাহাতে সপ্তপ্রকার দাসত্ব লিখিত আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দ্বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসন্তান চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দণ্ডার্হ। ইহারা দুই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এক গৃহকর্ম্মে অন্য কৃষিকর্ম্মে। গৃহকর্ম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটীতে অধিক থাকে এবং বেশ্যা বাটীতে ক্রীতা দাসী অধিক থাকে তাহারদের মধ্যে কেহ গৃহকর্ম্ম করিয়া অন্নবস্ত্র পায় কেহ বা বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা যে উপার্জন করে তাহা কর্ত্রীকে দিয়া আপনি অন্নাচ্ছাদনমাত্র পায়। এবং কৃষিকর্ম্মকারী দাসেরাও কেবল অন্নবস্ত্র পাইয়া কৃষিকর্ম্ম করে। হিন্দুস্থানে গৃহকর্ম্মকারী দাস দাসী অনেক আছে এবং করমণ্ডল ও মালাবা ইত্যাদি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশে কৃষিকর্ম্মকারী অনেক দাস আছে। অন্য ২ দেশ অপেক্ষায় এই কএক দেশে অর্থাৎ আরকট ও মাদুরা ও কনারা ও কৈয়ম্বটুর ও তিন্নিবেলী ও ত্রিচীনাপল্লী ও মালাবা ও বেনাদ ও তঞ্জাউর ও চিঙ্গলিপটাম প্রভৃতি দেশে কৃষিকর্ম্মকারী দাস বিস্তর আছে মোং কনারাতে অনুমান ষোল হাজারের ন্যূন নাই। ইহারদের মূল্য কিছু নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকা অবধি ১৫ টাকাপর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের ১৬ টাকা অবধি ২৪ টাকাপর্য্যন্ত। পুরুষের মূল্য ২৪ টাকাঅবধি এক শত যাটিপর্য্যন্ত। এইরূপ দাসত্বগ্রস্ত অনেক লোক অতিকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যে এরূপ হয় সে কেবল দুঃখের বিষয় তাহা নহে কিন্তু অখ্যাতির বিষয়ও বটে অতএব এই প্রার্থনা যে কোনরূপে এই বাণিজ্য বারণ করা যায়।

১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫

ভার্য্যা বিক্রয়।— শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ২ মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্মাত্র শুনা গেল। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।— ১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার এক জন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্দ হয়।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।— যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৭ ভাদ্র ১২৩৪

কৃত্রিম ঘৃত।— পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই কলিকাতা নগরে কএক স্থানে ঘৃত বিক্রেতারা ঘৃতের সহিত চরবি মিশ্রিতপূর্ব্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এতদ্রূপ ব্যাপার কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইবাতে তন্মধ্যে এতদ্দেশ জাত এক জন সাহেব দয়া পুরঃসরে পুলিসে সম্বাদ দিবাতে বিচারকর্ত্তারা ঘৃত বিক্রেতারদিগকে ঘৃতের সহিত আনয়ন করিতে পদাতিকে আজ্ঞা দিলেন পদাতিককর্তৃক কএক জন ঘৃতবিক্রেতা ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল এবং বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বারা ঘৃতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল এমতে বিচারকর্ত্তারা তাহারদের মধ্যে দুই জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ ২ মুদ্রা দণ্ড এবং ছয় ২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতারদের সে দিন বিচার না হইবাতে দণ্ডের নির্ণয় হইল না আগামিতে যাহা জানা যায় প্রচার করা যাইবেক।

আমরা ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ করিলাম যেহেতুক এখনকার ব্যবসায়ি অধমেরা এমত কর্ম্ম নাই যে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে না পারে পূর্ব্বে শুনা যাইত যে অন্য ২ বস্তু সংযুক্ত করিত একক্ষণে চরবি মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেক। ইহাতে হিন্দুলোকের ধর্ম্ম কি মতে রক্ষা হইতে পারে এবং লোক সমূহের নানা মতে পীড়িত হইবারই ইহাতে কি ২ সম্ভাবনা না আছে একক্ষণে অভিপ্রায় করি যে বিচারকর্ত্তারদের শাসনে এমত বা আর না হয় আমরা এই বিষয় কোন বিশিষ্ট লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া প্রকাশ করিলাম। তিং নাং

২৩ নবেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯

ঋণদেনকের পত্রের অবশিষ্ট কথা।—ঋণগ্রস্ত হওনেচ্ছা কেবল এক অঞ্চলে কিম্বা এক গ্রামে কিম্বা এক জাতির মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ কর্ম্মেতে আলস্য যে লোক বিশ বৎসরপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে সে যদি চেষ্টা করে তবে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমন ইচ্ছা প্রায় নাই। এক ঋণহইতে মুক্ত না হইতে ২ অন্য ঋণ করে আপন সংভ্রম পর্য্যন্ত যাহার স্থানে যত পাইতে পারে তাহা লইতে অনিচ্ছুক হয় না। অনুমান হয় যে ষোল আনার মধ্যে বার আনা ঋণগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন। হিন্দু লোকেরা কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাতে অলঙ্কার ও লওয়াজিম বাসন প্রভৃতি করে এই সকল দ্রব্য করাতে আত্মোপকার অধিক হয় না। যেহেতুক কোন দায় উপস্থিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যে মহাজনের নিকটে বন্ধক রাখে পরে অল্প দিবসের মধ্যে শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়। প্রথম অলঙ্কার বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয় পরে ক্রমে ২ বাটীর সকল জিনিস দিয়া কেবল আপনারদের ব্যবহার্য্য দুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে। পরে অতিদায়গ্রস্ত হইয়া তাহাও মহাজনকে দেয় অবশেষে থালের পরিবর্ত্তে কদলীপত্রে ভোজন করে কিন্তু এ সকল অতিদুঃখির চিহ্ন।

২৪ মার্চ ১৮২৭। ১২ চৈত্র ১২৩৩

প্রেরিত পত্র। চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সেবক শ্রীরসিকারমণ পোদ্দারস্যনিবেদনমিদং। মহাশয়ের ২৩ ফালগুণ তারিখের চন্দ্রিকাতে কোন এক বিজ্ঞ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নাগরির সমাচারের কাগজে মারবাড়ি মহাজনেরা আমারদিগকে যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা তরজমা করিয়া প্রকাশ করাতে আমরা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম এক্ষণে সেই মহাজনেরদিগের কথার উত্তর প্রদান করি।

প্রথমতঃ লেখেন বাঙ্গালি ক্ষুদ্রমহাজনেরদের সহিত আমরা ব্যবহার রাখিব না ইহারদিগের সহিত ব্যবহারে আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে। উত্তর ক্ষুদ্রের সহিত ব্যবহার করিলে অবশ্যই অপচয় হয় ইহাতে কি বাঙ্গালি কি মারবাড়ি কি অন্যান্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় যে ব্যক্তি তত্তুল্য সেই তাহার সহিত ব্যবহার করে আমি এমত অনেক প্রমাণ দিতে পারি যে কত ক্ষুদ্র মারবাড়ির দ্বারা কত বাঙ্গালির ক্ষতি হইয়াছে যে দেশে যাহারদিগের বাস তাহার তাবৎ লোকেরি যদি একস্বভাব হইত তবে মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না এ সকল ব্যবসায়ের কর্ম্ম লভ্য ও অপচয় হইয়া থাকে ইহাতে জাতির গ্লানি হয় এমত নহে।

দ্বিতীয়তঃ পোদ্দার লোক যে এক ২ জন তাবৎ মহাজনের কুটিতে আছে তাহারদিগের হস্তে ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠান যাইবেক না মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয় কখন কে উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক আর আপন ঘরের ব্রাহ্মণ অথবা পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাইবেক। উত্তর মাথাখোলা বাঙ্গালি পোদ্দার না থাকিলে তাঁহারদিগের কদাচ কর্ম্ম উদ্ধার হয় না যদি তাহা হইত তবে তাঁহারদিগের স্বদেশীয় শুঁয়াতোলা লাল উষ্ণীষধারি কোমরবান্ধা পানগুয়া গালভরা কি দরবান কি চাকর কি ব্রাহ্মণ কি পাচক ব্রাহ্মণ কি গোমাস্তা যাহারদিগের সকলেরি সমান জ্ঞান সমান অবয়ব

তাহারদিগের দ্বারা তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন আমারদিগকে রাখিতেন না দুঃখের কথা কি কহিব এক দিবস একখান ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গাইতে হইবে গদির গোমাস্তা কহিলেন এক আদমি বেঙ্কুলমে যাও নোটকা রূপেয়া লেআও অর্থাৎ ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা আন ইহা শুনিয়া শুঁয়াতোলা উষ্ণীষবান্ধা এক মহাশয় রাস্তায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাঙ্কুলমে কোন রাস্তাসে যাঙ্গে। এই কথা পাঁচ সাত জনকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন কহিল সেখানে জাহাজের দ্বারা যাইতে হয় ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোমাস্তাকে কহিল হামকো জাহাজমে ভেজতেহো। পরে আমি গিয়া টাকা আনিলাম ইত্যাদি কত কথা আছে যদি বল যে কর্ম্মের লোক তোমরা বট কিন্তু অবিশ্বাসী উত্তর অদ্যাপি কেহ বলিতে পারিবেন না যে কোন পোদ্দার কাহারও কুঠীহইতে টাকা লইয়া পলাইয়াছে বরং অনেক ক্ষুদ্র মারবাড়ি পোদ্দারের মাহিয়ানা বাকী রাখিয়া স্বদেশে গমন করিয়া আর আইসে নাই কিমধিক নিবেদনমিতি ২৮ ফালগুণ। সং চং

১৮ এপ্রিল ১৮১৯। ৭ বৈশাখ ১২২৬

নূতন পয়সা।— পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ এক টাকায় প্রায় তিন পয়সা বাট্টা যায় এই দুঃখ নিবারণহেতুক শুনা যাইতেছে যে গবরনরমেণ্টের আজ্ঞায় নূতন পয়সা বাহির হইবে শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা রাঙ্গেতে নির্ম্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্ত্তে এই পয়সা চলিবে। সং চং

শাসন

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।— এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পাটনা ও বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই ২ প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণা।

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ও নিজ ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিলা ও মইমনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা।

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুঙ্গের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও মুরশেদাবাদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও পুরণিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই।

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পাটনা শহর ও রামগড় ও সাহরণ ও শাহাবাদ ও তীরহুত।

বানারসের অন্তঃপাতী দশ বিচারস্থান। ইলাহাবাদ ও ইলাহাবাদের অন্তঃপাতী ফতেহ্‌পুর ও বন্দেলখণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানারস শহর ও গোরকপুর ও গোরকপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও জৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর ও মীরজাপুর।

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও কানপুর ও ইটায়া ও ফরক্কাবাদ ও মুরদাবাদ ও দক্ষিণ সাহারণপুর ও উত্তর সাহারণপুর।

১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা। -- শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।

যখন [ফোর্ট উইলিয়ম] কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমত রীতি আছে যে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাহেবেরদের যে ২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা গত ইস্তাহামের পর শ্রীশ্রীযুত এই রূপে তাহারদিগকে কহিলেন।

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্য ২ বহী পূর্ব্বদেশীয় যোল ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এখনও আমারদিগের ভরসা আছে যে শ্রীযুত লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্ত্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওয়ারীয় ভাষাতে দুই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু তাহারদিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কর্ম্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি কিন্তু যে উচ্চপদে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ ২ স্মরণার্থ আমার কথনের আবশ্যকতা আছে কোম্পানীর কর্ম্মের প্রথম আবশ্যক ভারতবর্ষের ভাষা জ্ঞাত হওয়া তাহা আপন সম্ভ্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমরা ইহাহইতে ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা তোমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কর্ম্ম মনের গোচরে আইসে না কালক্রমে তোমরা অত্যল্প লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে স্বদেশস্থেরদের প্রতিনিধি হইবা এবং স্বদেশের সম্ভ্রম ও দেশের ব্যবস্থা তোমারদিগের হস্তে সমর্পণ করা গেল। আমারদের রাজ্য এ দেশের সুখ কিম্বা দুঃখ জন্মাইবে সে তোমারদিগের হাতে। আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রাপ্ত হই কিম্বা শাপগ্রস্ত হই সে তোমারদিগের কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ। চতুর্দ্দিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কি রূপ ভরসা রাখে এবং আমারদিগের

শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের প্রীতির উপর তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত ভরসা। ও মধ্য হিন্দুস্থানীয়েরদের যে অশ্রুত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ আমারদিগের রাজকর্ম্ম ও সৈন্যীয় কর্ম্মের লোকেরদিগের উদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে পারিত আরও এই স্নিগ্ধ বৃক্ষের একটী পাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা শুষ্ক করিও না কালক্রমে তোমারদিগের সকলকে এই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে। এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছ এমত মনে করিও না যেহেতুক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের উপরে যে অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে বাসনা করহ যে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে উপকার হয় ও স্বদেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীযুত কোম্পানির এতদ্ভিন্ন অন্য চেষ্টা নাই।

আমি আরও বিশেষ কিছু তোমারদিগকে কহিব তোমরা সাধু স্বভাবে সর্ব্বদা সৎপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্যক ছিল না যেহেতুক বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ ও যে সকল লোকের মধ্যে সর্ব্বদা রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরসা হয় যে ইহা আমার কহার আবশ্যক নাই তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাক ও খোসামুদে লোকের প্রতি কর্ণ অধিক দিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না যে সকল কর্ম্ম তোমারদিগের হাতে সমর্পণ করা গেল তোমরা ইহা অন্যের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহারা কুকর্ম্মদ্বারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন ষড়বর্গে সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত বারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্তু হইলে দুষ্ট হস্তে পতিত হইয়া তাহার বশীভূত হইয়া এবং তোমার নামে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্যায় করিয়া তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্ব্বনাশ করিবেক ধৈর্য্যাবলম্বনে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ রাখিয়া যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি তুমি ক্রোধ করিবা না যেহেতুক তাহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈর্য্য হইতে হইবেক তোমার সকল কর্ম্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই ২ উপকার হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বৃদ্ধি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনারদিগের প্রীতি পাইবা ও তোমার চতুর্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিবা এই সকল হইতে অধিক আর কি।

২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।—গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সে স্থানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিপীট করিল এবং ঢোলপ্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত ২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিসে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধ বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে ২ ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা

হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোঁয়ারা বাহিরে যাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন।—মোকাম কালনার নিকটবর্ত্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতা হইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়া সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্থা দিয়া ঐ তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার ২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই আর কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুষ্ট জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অর্দ্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে ২ জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট দুই ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহারদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকূল্যে ভাসিতে ২ অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জলহইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতো দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘেরিয়া প্রাতঃকালপর্য্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুষ্ট জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুষ্ট জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে।

এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী খ্যাত হইয়াছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ২৬ মাঘ ১২৩০

হুগলী।—জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তার সদ্বিচারানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ইত্যাদি রাজনীতি বিষয় ব্যবহারে প্রশংসা বহুতর শুনা যাইতেছে। ২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি কালে শ্রীযুক্ত স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালা পোশাক পরিধানপূর্ব্বক কিছু দূর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে মোং শাহাগঞ্জের চৌকীদার দেখিয়া এককালে হস্ত ধরিয়া কহিলেক যে কে তুমি এত রাত্রিতে যাইতেছ আমারদের সাহেবের এমত হুকুম নাই তাহাতে কিছু টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চৌকীদার কহিলেক যে এক শত টাকা দিলেও এ রাত্রিতে তোমাকে ছাড়িতে পারি না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে শ্রীযুতের

পশ্চাদ্বর্ত্তী নিজের লোকেরা আসিয়া কহিলেক যে ইনি সাহেব এঁহাকে ছাড়িয়া দে তখন চৌকীদার জানিতে পাইয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কহিলেন যে তোর ভয় নাই তুই কল্য আমার নিকট যাইস ইহা কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পর দিন ঐ চৌকীদার শ্রীযুতের সমীপে উপস্থিত হওয়াতে পঞ্চাশ টাকা বকশীশ করিয়াছেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

এতদ্দেশীয় ডাকাইতি।—গত দশ দিবসের মধ্যে কলিকাতার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রের মধ্যে কোম্পানির রাজশাসনের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে…কিন্তু তাহার মধ্যে ডাকাইতি নিবৃত্তির বিষয়ে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। ১৮০৩ সালেতে কৃষ্ণনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয় পরে ১৮০৪ সালে ১৩০ এবং ১৮০৫ সালে ১৬২ ও ১৮০৬ সালে ২৭৩ এবং ১৮০৭ সালে ১৫৪ এবং ১৮০৮ সালে ৩২৯ তারপর ১৮২৫ সালে কেবল ২১ স্থানে ডাকাইতি হয় ইহাতে দেখা [যায়] যে পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতির কত অল্পতা হইয়াছে।

২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯

সুপ্রীমকোর্ট।—জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমীদার আপন পুত্রের অসুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুই দিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা, করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হাঁটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকটহইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না বরং জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল পুনর্ব্বার উঠাইয়া আর দশ বেত মারিলেন পরে দুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার উত্তর ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্দুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সংকার করাইলেন। এই রূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল।

পরে আসামীর সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দিল যে প্রতাপনারায়ণ মফস্‌সলে কোম্পানির খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দণ্ডা হইয়াছিল সে অতিবলবান ও তাহার বয়ঃক্রম ৪০.৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও স্বচ্ছন্দে চাপরাসীর-দের সহিত জেলখানায় গিয়াছিল এবং যে বেত্রাঘাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি ডাক্তরের দুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিনদিন উপশম বোধ হইয়া তৃতীয় দিনে ঐ ক্ষত শুষ্ক হইল তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহির্ভাগে বেড়াইত ও সেইখানে আহারাদি করিত পরে তাহার শয্যায় চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ওলাউঠারোগ হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার কুটুম্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বন্দুয়ানেরা সৎকারের কারণ কেবল কাষ্ঠাহরণার্থে গিয়াছিল সুতরাং সিফাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার দ্বারা শ্রীযুত হেজ সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০

দাঙ্গা।—শুনা গেল যে ২ কার্ত্তিক মোং চাকদহ গ্রামে দুই জমিদারে কাজিয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ। রাণাঘাটনিবাসি শ্রীযুত উমেশ পাল চৌধুরী ঐ গ্রামের ছয় আনি জমিদার এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জমিদার উভয়ে আপন ২ অভিমত স্থানে হাট বসাইবার কারণ বিবাদ হইয়া উভয় পক্ষের লোক আসিয়া হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়া আপন ২ স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল। অনন্তরে দুই জমিদারের লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটাকাটি হইয়া এক পক্ষের তিন জন ও এক পক্ষের চারি জন লোকের হস্ত ছেদন হইয়াছে। পরে হাকিম পক্ষীয় লোক আসিয়া ঐ ছিন্ন হস্ত কএকখান ও দাঙ্গাদার লোকেরদিগকে বন্ধন করিয়া মোং কৃষ্ণনগরে বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

১৯ এপ্রিল ১৮২৩। ৮ বৈশাখ ১২৩০

নূতন আয়িন॥ কলিকাতা শহরের বন্দোবস্ত কারণ শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জেনেরেল বহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ১৪ তারিখের কৌসলের সভাতে যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই।

এইক্ষণে বারম্বার সমাচার পত্রাদিতে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ কলিকাতা নগরস্থ ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার নিবারণার্থে এবং শহরের মধ্যে সমাচারপত্র এবং অন্য ২ লিপি ও পুস্তক প্রভৃতি যাহা প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত দিবসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে সরকারী সমাচারের বিশেষতো রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের প্রসঙ্গাদি থাকে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হওনের ধারা আয়িন অনুসারে নিরূপণ করা অতিকর্ত্তব্য এবং আবশ্যক এ কারণ শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের আয়িন মতে যে ভার ও ক্ষমতা তাঁহাতে আছে তদনুসারে কৌসলের সভাতে নীচের লিখিত ধারানুসারে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

প্রথম ধারা॥ কলিকাতা শহরের সুপ্রীমকোর্ট অদালতে এই আয়িনের রেজষ্টরী হওনের তারিখ অবধি ১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যের দ্বারা শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিম্বা অন্য কোন কাগজ অথবা কোন কেতাব উপরের লিখিত বিবরণ বিষয়ে অর্থাৎ সরকারী সমাচার ও রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের ও সরকারের রীতি ও ধারাদির প্রসঙ্গে কোন ভাষাতে প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত কালে হুজুরের প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির দস্তখত সম্বলিত শ্রীশ্রীযুতের হুজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে ছাপা করে কিম্বা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ধারা॥—যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীযুতের ঐ অনুমতিপত্র লইতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য এই যে আপন দরখাস্ত সম্বলিত নীচের লিখিত বিষয়ে এক আফিডেবিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া প্রধান সেক্রটারি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি যে সাহেব থাকেন তাঁহার নিকটে দাখিল করে। তাহাতে এই সমস্ত লেখা থাকিবেক প্রথম যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও উপাধি ও নিবাস। দ্বিতীয় প্রত্যেক এডিটরের নাম ও ঠিকানা। তৃতীয় কাগজ ও কেতাবের মালিকের নাম ও ঠিকানা যদি তাহারা প্রিন্টর ও এডিটর ব্যতিরিক্ত দুই জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে যে দুই জন কলিকাতা শহর কিম্বা তাহার আশপাশের নিবাসী ও অন্যাপেক্ষা অধিক অংশের মালিক হয় তাহারদের নাম ও ঠিকানা। চতুর্থ যে ছাপাখানায় ঐ কাগজ ও কেতাব ছাপা হইবেক তাহার ঠিকানা। পঞ্চম যে কাগজ ও কেতাব ছাপা করণের মনস্থ হয় তাহার নাম।

তৃতীয় ধারা।—উপরের লিখিত তাবৎ বিষয় এক কাগজে লিখিয়া শপথ পূর্ব্বক আপন ২ দস্তখত করিয়া দাখিল করিবেক তাহার প্রমাণার্থে তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা এই শহরের কোন জষ্টিস সাহেবের সাক্ষাতে হলফ করে এ কারণ পুলিসের তাবৎ জষ্টিস সাহেবেরদিগকে হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ তাঁহারদের নিকটে এ বিষয়ের কারণ হলফ করিতে আইসে তবে তাঁহারা তাহার স্থানে রসুম রূপে কিছু না লইয়া দস্তুর মত তাহাকে হলফ করাইবেন।

চতুর্থ ধারা॥—আফিডেবিট মতে এক কাগজে ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক লোকের নাম লিখিয়া দেওনের নিমিত্তে দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে অতএব যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক না হয় এবং তাহারা শহর কলিকাতার কিম্বা ঐ শহরের আশপাশ দশ ক্রোশের মধ্যের নিবাসী হয় তবে ঐ সকল লোকের হলফ ও দস্তখত পূর্ব্বক ঐ কাগজ দাখিল হইবেক যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে চারি জন কিম্বা যয় জন উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদের দস্তখত ও হলফের আবশ্যকতা হইবেক।

পঞ্চম ধারা॥—উপরের লিখিত লোক অর্থাৎ ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক যাহারদের নাম আফিডেবিটের কাগজে লেখা থাকিবেক তাহারদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে কিম্বা পূর্ব্ব নিবাস ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং ছাপাখানা ও ছাপার কাগজ ও কেতাবের নাম বদল হইলে এবং শ্রীশ্রীযুতের কৌসলের সভাহইতে এ বিষয়ের হুকুম হইলে প্রথম আফিডেবিটের কাগজের মত দ্বিতীয় এক

কেতাব কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক। ও এমন হুকুম হইলে এ বিষয়ের এক এস্তালানামা প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতে উপরের লিখিত ব্যক্তিরদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক ও যে বাটীতে মেয়াদী কাগজ অথবা কেতাব ছাপা হওনের প্রসঙ্গ পূর্ব্ব আফিডেবিটের কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথায় ঐ এস্তালানামা পাঠান যাইবেক ও দ্বিতীয় বার আফিডেবিটের কাগজ উপরের লিখিত নিয়ম মতে দাখিল না হইলে মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।

ষষ্ঠ ধারা।—যে লাইসেন্স শ্রীশ্রীযুতের হুজুরহইতে কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ত্তে। ও জানান যাইতেছে যে লাইসেন্স রদ হওনের বিষয়ে হুজুরহইতে প্রধান সেক্রটারি সাহেবের কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠী প্রাপ্তি হওনমাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক। ও যদি লাইসেন্স রদ হওনের পরে ঐ মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব ছাপা হয় তবে তাহা লাইসেন্স না পাওয়া কালের ছাপা হওয়ার ন্যায় বোধ হইবেক। এ প্রকার চিঠী মেয়াদী কাগজের কিম্বা কেতাবের ছাপাখানায় পাঠান যাইবেক এবং ঐ লাইসেন্স রদ হওনের সম্বাদ সকল লোককে শহর কলিকাতা সরকারী গেজেটের দ্বারা দেওয়া যাইবেক।

সপ্তম ধারা।—শহর কলিকাতার নিরূপিত সহরদ্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকারহইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া যদি প্রথম ধারার উক্ত কোন মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব জ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপা করায় অথবা প্রচার করে কিম্বা স্বয়ং কর্ত্তা অথবা তাহার মোক্তারকার অথবা চাকর ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব বিক্রয় করে কিম্বা কাহার সহিত বদলও করে কিম্বা কোন প্রকারে কোন জনকে দান করিয়া কি চাওয়াতে দিয়া বিলি লাগাইতে চাহে এবং যদিস্যাৎ কোন কেতাবখানার কর্ত্তা কিম্বা দোকানদার অথবা যে স্থানে লোকেরা পড়িবার কারণ একত্র হয় সে স্থানের মালিক অথবা কোন সামান্য সভার স্থানের কর্ত্তা কিম্বা তথাকার কর্ম্মের নির্ব্বাহকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব লোকেরদিগের দৃষ্টি করণার্থে লয় কিম্বা কেহ চাহিলে দেয় কিম্বা পড়া যাইবার কি অন্য বাসনায় কোন ব্যক্তিকে দেয় তবে উপরের উক্ত প্রকারসকলের কোন প্রকার করণ জন্য অপরাধী হইবেক এবং ঐ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারি শত টাকা করিয়া জরীমানা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।........

৩ জুন ১৮২৩। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

সমাচার পত্রবিষয়ে।—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে কোম্পানির কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন সাহেব লোক সমাচার পত্রের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না কিন্তু গত বুধবারের বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ আজ্ঞা গবর্ণমেন্ট গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রপ্রকাশক শ্রীযুত উইলসন সাহেবব্যতিরেকে অন্য সকলের উপর প্রবল থাকিবেক এবং ইহা শুনিলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মিবেক।

১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪। ৫ পৌষ ১২৩১

শ্রীরামপুর।—শুনা যাইতেছে যে আগামি জানুআরি মাস অবধি শহর শ্রীরামপুরে ধারানুসারে টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু ২ কর নিরূপিত হইবেক কিন্তু শহর কলিকাতা অপেক্ষা ন্যূন।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

অত্যাবশ্যক ইশ্‌তেহার।—৮ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ডরিবিনুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকরবিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহার পরীবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

যে কলিকাতা নগরস্থ যে প্রজারা স্ব ২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন। যিনি সংপ্রতি একেবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন তিনি দশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগ দখল করিবেন। এতদ্রূপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দ্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। যাহারা পঞ্চাউঞ্জুরূপে পাট্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ডরিবিনুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্তরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

কলিকাতার ঘরের টাক্স।—গত ১৬ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত স্মোলট সাহেব কলিকাতার ক্লার্ক আফ দি পিস সাহেব এই ইশ্‌তেহার দিয়াছেন যে কলিকাতার ঘরওয়ালা লোকেরা বাটী খালি থাকা বলিয়া কোন ২ সময় টাক্স দিতে ওজর করে এবং তাহাতে হিসাবের অনেক গোলমাল পড়ে অতএব সেই গোলমাল না হইবার কারণ কলিকাতার চিপ জুষ্টিস আফ দি পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন যে যাহার ঘর যখন খালি হইবেক তখন সে ব্যক্তি আপন ঘর খালি হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে টাক্সের কালেক্তর সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিবে এবং কালেক্তর সাহেব তাহা এক বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন যে পরে তদ্বিষয়ে কোন ওজর না হয় কিন্তু বাটী খালি হইলে পর সাত দিনের মধ্যে সমাচার না দিলে তাহার কোন ওজর শুনা যাইবে না পূর্ব্ববৎ পূরা টাক্স লওয়া যাইবেক।

২৮ আগষ্ট ১৮২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩১

নূতন আয়িন।—কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৪ মাঘ ১২৩৩

নূতন ষ্টাম্পের আইন।—১ যে অবধি কলিকাতার তাবৎ দেনা পাওনার কাগজ পত্র ও রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক। অত্যল্প দিবসের মধ্যে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তদ্বিষয়ক আইনও এই সমাচার পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় এমত বিষয়ি লোক নাই যাহার উপর এই আইন না অর্শিবে অতএব সে আইন প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক এবং যাহার ক্রয় করিবার বাসনা হয় তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজের উত্তর বড় রাস্তার পূর্ব্ব ধারে কেতাবের গুদামে শ্রীরামতনু সরকারের নিকট গেলে অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলে পাইতে পারিবেন।

১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪

কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।

আমরা (যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে) তোমার নিকট যাচ্ঞা করি যে তুমি কলিকাতাস্থ টৌনহালে কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে সভাস্থ হইতে আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তত্তদ্বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিতে পার্লিমেন্টের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।

তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নূতন ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্যতঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৪ ধারার ৯৮ ৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধ্যে টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যতিরেকে যাহারা মরে তাহাদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্ট্রেটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়া হইতে পারে এবং যে তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমিহইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংগ্লণ্ডদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে তাহা দান করিতে অনুমতি পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

চতুর্থ প্রকরণ।—দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের মধ্যে তাহারদের ধন সমানাংশে বিভক্ত হয় এতদ্বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম।

জে পামর। আলেকজেণ্ডর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব। জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।...রস্তম জি কাবাস জি।.. রসময় দত্ত। রামনারায়ণ দত্ত। জি জে গার্ডন। জে কালডর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক বৈষ্ণবদাস মল্লিক। রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।

১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য ২ সভা প্রার্থকেরদের প্রতি।

লিখিতং শ্রীটি প্লৌডন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ৮১৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত বাইসি প্রিসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যে ২ বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সে ২ বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্সের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা বসিতে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে পালিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অনুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট যাচ্ঞা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রানুসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে জানাইতেছেন যে আগামি বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যে ২ বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস। মনোহর দাস।···চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ···হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র।··

২১ জুলাই ১৮২৭। ৬ শ্রাবণ ১২৩৪

ইষ্টাম্প।··গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আদালতে তিন জন জজ সাহেব বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নূতন ইষ্টাম্প আইনে রেজিষ্টরি করিয়া আইন জারি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন অতএব অতঃপর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য না দিয়া আর কেহ বাঁচিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে লোকেরা

আপনারদের পাট্টা কবুলিয়ৎপ্রভৃতির উপর যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিত তাহা এক্ষণে কলিকাতার লক্ষপতিরদের উপরেও পড়িবে।

৩০ জুন ১৮২৭। ১৭ আষাঢ় ১২৩৪

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।—শ্রীযুত সর ই এচ্‌ ইয়েষ্ট যিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও মাজিস্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান কিন্তু কর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।

অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাঁহারাই তদুপস্বত্বে সুখী হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই সুখী হইয়া থাকে এবং তদুপস্বত্বে বড় ২ জমীদারেরা বাদশাহের ন্যায় হইয়া সুখ ভোগ করেন বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব্ব ২ প্রজালোকেরা গবর্ণমেন্টকে জমীদার ও সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রূপ মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [যে ব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে তাহাকে] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্যপি আপন জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহিয়ানা দিতে হয় তবে প্রজালোকের স্থানে চাঁদা করিয়া লয়েন কোন ২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন ২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন তাহার কারণ এই যে ইহাতে কর্ত্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়।

গবর্ণমেন্ট যদ্যপি এক নূতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে ভাল হয়।

গত ২৪ এপ্রিল কলিকাতা ক্রোনিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জ্জমা করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম।—সং চং

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২২ মাঘ ১২৩৩

সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে।—বড় আদালতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জুরি হওন বিষয়ে অসন্তুষ্টি দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূলমাত্র আমরা নীচে প্রকাশ করিতেছি।

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোক সুপ্রিমকোর্টে জুরির পদে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে ঐ কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা

যে আইন অর্থাৎ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরি অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছে তাহার কারণ এই যে ঐ নিয়মে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব থাকে ও যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার কেরেয়ার যোগ্য বাটীতে বাস করে সেই ব্যক্তি জুরির যোগ্য হইবেক কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির ঐ পূর্ব্বোক্ত টাকার সম্ভাবনা ও ঐ প্রকার বাসস্থান নাই অথচ তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সম্যক্ প্রকারে যোগ্যতা আছে তাহারা ঐ নিয়মদ্বারা তৎপদহইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাহারা সামান্য সরকারাপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে অযোগ্য তাহারা ঐ ধন ও বাসস্থান স্বত্বে তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক বিচারসম্মত এই হয় যে ধন ও বাটীর উপর লক্ষ না করিয়া দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞমাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য হন এমত আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গাল হরকরা ৯ জানুআরি।

আমরা এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যেহেতুক বিচারকর্ত্তার নিরূপিত আইনে যদ্যপিও এমত উল্লেখ আছে যে ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি জুরি হইবেক তত্রাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর আছে কিন্তু এ লেখকের অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেই জুরি হইতে পারে ধনী হইলে পক্ষপাত শূন্য ও মার্জ্জিত বুদ্ধি হয় এমত নহে। ২৭ জানের।

১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫

পেটি জুরি।—আমরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যে ২ ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে ৩১ জন ইংলণ্ডে জাত ইউরোপীয় লোক ও ২৬ জন এতদ্দেশীয় ইংরাজ ও তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র।

১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪

বাঙ্গালা জুরি।—এই কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ বাঙ্গালিরদিগকে এই উচ্চ জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে বিশেষ অনুসন্ধান করাতে এক্ষণে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে ঐ ব্যক্তিরা যাহারা আইন মতে পিটি জুরি হইতে অন্যথা হইয়াছেন এবং গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন কি না ইহার প্রশ্ন করাতে তাঁহারা অনেকে অক্ষম স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহারদিগের কথনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা এই আপত্তি করিয়া কহেন যে তাঁহারদিগের এমত ইংরাজীতে দখল নাই যে তাঁহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন এবং আরো কহেন যে এই জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে হইলে তাঁহারদিগের পরমার্থ ও জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক এবং জুরির আসনে নিয়মিত সময়াবধি আটক থাকনে কঠিন এবং অসুসার বোধ হইবেক এবং তাঁহারা কহেন যে জুরির আসনে বসিয়া এক ব্রাহ্মণের বিষয়ের ক্ষতি কিম্বা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কদাচ পারিবেন না। শীলন দেশে তদ্দেশীয় জুরি স্থাপিত হইলে তাঁহারা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনে কোন আপত্তি করেন নাই। ঐ শীলনদেশস্থ অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান এবং অবশিষ্ট লোকেরা বৌদ্ধ। অতএব উভয়েই জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত বাঙ্গালার লোকেরা হিন্দু ইহারা যদবধি এই ব্যবস্থাতে থাকিবেক তদবধি ইংরাজী জুরির কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক না এবং পারিলেও করিবেক না এইমত গবর্ণমেণ্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সং চং

১১ ডিসেম্বর ১৮২৮। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

জুরি।—নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে অন্য ২ পীটি জুরির মধ্যে ব্রজমোহন সেন এক জন পীটি জুরি হইয়াছেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত)

৩ নবেম্বর ১৮২৭। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৪

সৈন্য। - গত সোমবার তেলিকা নামে বাষ্পের জাহাজ গোরা সৈন্য লইয়া শ্রীরামপুরের নীচে গঙ্গা নদী দিয়া চুঁচড়ায় গমন করিল। সেই সকল সৈন্য অনুমান আড়াই শত তাহারা ইংগ্লণ্ড হইতে একটা জাহাজদ্বারা গত বৃহস্পতিবারে এখানে পঁহুছিল। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডহইতে যে সকল গোরা সৈন্য এখানে পঁহুছিয়াছে তাহাদের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পূর্ব্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি দেশে বিংশতি রেজিমেণ্ট গোরা সৈন্য আছে সেই সকল রেজিমেণ্টের মধ্যে অনুমান বিশ হাজার গোরা সৈন্য হইবে তাহারদের মধ্যে বৎসরে ২ অনেক লোক পীড়া এবং কারণান্তরে মরে অতএব সেই সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ইংগ্লণ্ডদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত আছে এবং তাহারা ইংগ্লণ্ডদেশে নূতন গোরা সৈন্য একত্র করিয়া এ দেশে প্রেরণ করে এতদ্দেশে সেই সৈন্যেরা প্রেরিত হইলে যে স্থানে সে রেজিমেণ্ট থাকে সে স্থানে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ভর্ত্তি হয়। ইহার পূর্ব্বে যখন নূতন সৈন্য এ দেশে পঁহুছিত তখন তাহারা কলিকাতার কিল্লাতে আসিয়া কিছুদিন থাকিত কিন্তু কলিকাতা নগরহইতে কিল্লা অতিনিকট এপ্রযুক্ত তাহা দেখিবার কারণ আগত নূতন সৈন্যের ছুটি লইয়া কলিকাতা নগরের মধ্যে যাইয়া রৌদ্রেতে ভ্রমণ এবং মদ্যপান ও লম্পটতাদি এরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার করিত তাহাতে অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেণ্টে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইত।

যখন হলণ্ডীয়েরা চুঁচড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিল তখন শ্রীশ্রীযুত এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই চুঁচড়াতে ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন আগত সৈন্য সংগ্রহ হইবে পরে সেখানহইতে আপন ২ রেজিমেণ্টেতে বিলি হইবেক ইহাতে এই উপকার দর্শিল যে নূতন সৈন্য সকল কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না তাহাতে তাহারা ঐ সকল লম্পটতাদিহইতে নিবৃত্ত রহিল। শ্রীশ্রীযুত এ বিষয়ে আরো এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন সৈন্য এখানে পঁহুছে তখন জাহাজহইতে বাষ্পের জাহাজদ্বারা তাহারদিগকে ও তাহারদের পরিবার লোককে ও লওয়াজিমা দ্রব্য সকল একেবারে চুঁচড়ায় পঁহুছিয়া দিবেক তাহাতে ঐ সৈন্য কলিকাতার কোন লেটার মধ্যে যাইতে পারিবেক না।।

ইহাতে উভয়দিগে উপকার দর্শিয়াছে সৈন্যেরদের উপকার এই যে তাহারা এখানে পঁহুছিবামাত্র অধিক শাসনের নীচে থাকে। কোম্পানির উপকার এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোক মরে। যেহেতুক যত গোরা সৈন্য ইংগ্লণ্ডহইতে এতদ্দেশে আইসে তাহারদিগের প্রতেককে কেবল এ দেশে আনিবার কারণ হাজার টাকার কম লাগে না।

১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫

মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহিত দাঙ্গাকরণ অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে পরে বিচারে যাহা হয় বিশেষ অবগত হইয়া সমুদায় বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

বেগারেরদিগকে রাস্তাতে ধরণ।—লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলে এই মত এক হুকুম হইয়াছিল যে কোম্পানির কোন এক সেনাপতি পথিমধ্যে যাত্রাকরত যদি গ্রামস্থ কোন ব্যক্তিকে বেগার ধরিয়া আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শাস্তি হইবে আমরা সংপ্রতি শুনিতেছি যে শ্রীশ্রীযুত লাড কম্বরমীর সাহেব সেইমত হুকুম করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করেন তবে তাঁহার অতিশয় শাস্তি হইবে।

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

বিচারকর্ত্তার নূতন নিয়ম।—সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিথ সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতিরা সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রি কালে যষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোক প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অন্যথা বিচার কর্ত্তার নিকট যথা বিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক।—তিং নাং।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

সুপ্রিমকোর্ট।—গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেল্ডনামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিমকোর্টের ওয়াইটনামক উকীল সাহেবের গ্লানিপ্রকাশকরণাপরাধবিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।

স্বাস্থ্য

৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২

ওলাউঠা।—শহর কলিকাতার মধ্যে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থা যাঁহারা মফঃস্বলে আছেন তাঁহারা প্রায় ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু তাঁহারা ভাগ্য করিয়া মানুষ যে এ সময় তাঁহারা কলিকাতায় নহেন। কলিকাতায় যত লোক প্রতিদিন মরিতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায় তবে প্রায় সমান হইতে পারিবে এবং কিছু কমিও বা হয়। এই সপ্তাহে মুসলমান অধিক মরিতেছে

বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি যে এক দিনের মধ্যে ৫৭১ পাঁচ শত একাত্তর জন লোক মরিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না যে হউক তাহার কারণ সকলেই কহিতেছে যে সম্প্রতি মুসলমানেরদের মহরমেতে একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল ও আর ২ অত্যাচার করিয়াছিল এইহেতুক অধিক মুসলমান মরিতেছে। এবং যাহারা কদর্য্য গলির মধ্যে বাস করে তাহারদের মধ্যেও অধিক লোক মরিতেছে যেহেতুক কদর্য্য স্থানের দুর্গন্ধেতে ও মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে। যাহারা বড় রাস্তার ধারে উচ্চ স্থানে বাস করে তাহারদের মধ্যে এত লোক মরে নাই এবং আমরা শুনিয়াছি যে ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে প্রায় এ রোগ হয় নাই। মুসলমানেরা এক হস্ত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর দেয় তাহাতে আরো মন্দ হয় যেহেতুক রাত্রিকালে শৃগালাদি আসিয়া মৃত্তিকার মধ্যহইতে শব বাহির করে পরে সেই সকল শব পচিয়া অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

অনেকে ভয়েতে মরে ওলাউঠা রোগের ভয় অপেক্ষা প্রবল উপসর্গ আর নাই এবং অনেকে ঐ ভয়েতে রোগগ্রস্ত হয় পরে হঠাৎ গঙ্গাতীরে লইবার উদ্যোগ হয় তাহাতে রোগির যত সাহসবৃদ্ধি হয় তাহা প্রায় সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। যখন রোগিকে কহা যায় যে তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তখন সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা আরো আমরা দেখিতেছি যে রোগের প্রথমাবস্থাতে যাহারা সাহেব-লোকেরদের ঔষধ সেবন করে তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয় এবং অনেকে রক্ষা পায় কিন্তু খেদপূর্ব্বক লেখা যাইতেছে যে অনেক লোক রোগের প্রথমাবস্থাতে না আসিয়া শেষাবস্থাতে আইসে তাহাতে ঔষধে কিছু করিতে পারে না কিন্তু রোগ হইবামাত্র যত লোক ঔষধ সেবন করিয়াছে তাহারদের মধ্যে প্রায় অনেকে রক্ষা পাইয়াছে।

সংপ্রতি মোং শালিখাতে এক জন ভাগ্যবান লোক এই রোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কণ্ঠাভিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুত করিল ও মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর তুলিয়া অগ্নি দিল। কিঞ্চিৎকাল পরে অগ্নির উত্তাপে সে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার আত্মীয় অথবা উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ খুন করিল এবং অগ্নির মধ্যে পুনর্ব্বার নিঃক্ষেপ করিল। এই সমাচার অমূলক নয় যে সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহার প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে।

শহর শ্রীরামপুরেও ওলাউঠা রোগ আগমন করিয়াছে কিন্তু বড় প্রবল হয় নাই চাতরা ও শ্রীরামপুর দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন তিন চারি জন করিয়া মরিতেছে।

কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ একবার কিম্বা দুইবার ভেদ হইলে যাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যায় তাহারদের মধ্যে প্রায় কেহ মরে না। সম্প্রতি চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ঔষধ দেওয়াতে অনেকের রক্ষা হইতেছে। গত বুধবারে শ্রীরামপুরের যুগল আঢ্যের বান্ধাঘাটেতে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত এক জন অনাথ বৈষ্ণবকে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার মুখে জল দিতে কোন লোক ছিল না পরে আমারদের প্রেরিত চিকিৎসক সেখানে গিয়া তাহাকে ঔষধ দিতে লাগিল ও তিন দিবসের মধ্যে সে ব্যক্তি সুস্থ হইল। ঐ ঘাটে তৎকালে আর এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল এবং সেও ঔষধ খাইয়াছিল কিন্তু সে মৃতা হইয়াছে।

২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫

যশোহর।—যশোহরে যে ২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম ঔষধি সেবন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং যাহারদিগের নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল তাহারাও ঐ হরিতাল ভস্ম দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে হিন্দুস্থানমধ্যে পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে সম্বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগ হইতেছে তথাপি ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার হইতে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।

৬ মে ১৮২০। ২৫ বৈশাখ ১২২৭

ওলাউঠা।—ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্বরণ করিয়াছে যেহেতুক যাহারদের ২ ঐ দুর্জ্জয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশয়। সেখানে কোন ২ গ্রাম ঐ রোগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার উঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয়া ক্ষণেক কাল পরে মরে।

১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে নবদ্বীপে রোজ ২ ওলাউঠা আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে গমনানন্তর অবিরোধে রাজ্য শাসন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া বসিয়াছেন। এবং তাহার সহকারী হইয়া অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। ঐ রোগরাজের আজ্ঞানুসারে সন্নিপাত সৈন্য মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে এবং করিতেছে. এক দিবস ঐ রোগরাজ নবদ্বীপে বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া সন্নিপাতকে কহিলেন তুমি আমার কর্ম্মে আলিস্য করিতেছ তাহাতে সন্নিপাত আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এক দিবসেই ছত্রিশ জনের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতিদিন দশ বারো জনকে নষ্ট করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না। ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক নবদ্বীপে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে ও প্রতিদিন ক্রন্দন ধ্বনিতে সুস্থ লোকেরো ভয় জন্মিতেছে এবং শোকাবিষ্ট লোকেরো শোকশান্তি হইতেছে এরূপ যদ্যপি আর কিছু কাল নবদ্বীপে ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ওলাউঠা প্রবল হইয়া বসতি করেন তবে ঐ নবদ্বীপ দ্বীপমাত্র হইবেক।

১৭ এপ্রিল ১৮২৪। ৬ বৈশাখ ১২৩১

মেদিনীপুর।—৪ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্বারা জানা গেল যে কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তরীয় কিম্বা পশ্চিমা বায়ুও প্রায় বহে নাই তৎপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে এবং জ্বরেতে

অনেক লোক পীড়িত হইয়াছে। এবং ওলাউঠা রোগও ঐ প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া ঐ জিলার দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক লোককে সংহার করিতেছে। আরো জানা গেল যে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিরদের ও মহামহা-বারুণীযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল তাহারদের এত লোক মারা পড়িয়াছে যে মড়ার গন্ধেতে পথে চলা অতিকঠিন হইয়াছে। যে লোকেরা পথ প্রস্তুত করিতেছিল তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ রোগে মারা পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন তিন জন অবধি বার জনপর্য্যন্ত মরিতেছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ৩রা আশ্বিন ১২৩২

ঢাকা॥—ঢাকার পত্রদ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষয় যেরূপ শুনা গেল তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না বিশেষতো গতো মাসের শেষ সপ্তাহে আট শত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে সাত শত লোক মারা পড়িয়াছে। পত্রলেখক সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহাতে লোকেরদের মধ্যে অতিশয় ভয় জন্মিয়াছে এবং হাহাকার রব উঠিয়াছে লোকেরা স্থান ও কাষ্ঠের অভাবপ্রযুক্ত শব দাহ করিতে পারে না। এক্ষণে আদালত ও অন্য ২ কার্য্যকর্ম্ম সকল বন্দ হইয়াছে এবং লোকেরা পলায়ন করিতেছে। এই রোগে সকলেরি ভয় জন্মিতে পারে যেহেতুক কোন ঔষধেতে কিছু উপকার দর্শে না।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৪ আশ্বিন ১২৩৪

ওলাউঠার ঘটা।—পরম্পরা অবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি শহর হুগলির সামিল চুঁচড়া ও কেকসিয়ালি প্রভৃতি কএক গ্রামে ওলাউঠা রোগ অতিপ্রবল হইয়া বসিয়া তত্রস্থ অনেক লোককে সংহার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতি দিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক ঐ সকল গ্রামে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। তিং নাং

২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুণধাম ওলাউঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন তাঁহাকে কাতর করিবার নিমিত্তে কবিরাজসকলে সন্ধান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান না হইবাতে ঐ ওলাউঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে আর যাহার নিকটে ঐ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন।

গং চং

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

জ্বর।—মোকাম কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের মধ্যে অতিশয় জ্বর হইতেছে তাহাতে এক দিন দুই দিনের জ্বরে অনেকে মরিয়াছেন গত রবিবারে দশ জন সাহেবের কবর হইয়াছে।

৭ আগষ্ট ১৮২৪। ২৪ শ্রাবণ ১২৩১

জ্বরাগমন॥—শহর কলিকাতায় জ্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে যে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চূর্ণ করে তাহাতেই জ্বররাজ অতিসন্তুষ্ট আছেন অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে আহ্বান করেন না। এ জ্বররাজ অতি দয়াশীল যেহেতুক প্রজারদিগের প্রাণরূপ করগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন ইহার আগমনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগরাজ এই রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণরূপে করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রাজস্ব দিয়াছে তাহাতে তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব জ্বররাজ বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন ইহার সংপ্রতি কিছু দিন স্থিতি হইবে তাহার কারণ এই যে এ নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে সকলে এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ক্রমে ২ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন।

৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২

ঢাকা।— এস্থানে সর্ব্ব সাধারণ জ্বরোৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিনা অন্যের উপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের প্রারম্ভ হয় কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক থাকে না জ্বরত্যাগ হইলেও রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। সং চং।

২৭ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৪ পৌষ ১২২৫

কালের গতি।— ওলাউঠার রাজ্য শাসনকালে জ্বরাদি রোগ মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিৎ আলস্য দেখাতে ঐ জ্বরাদি রাজ্য করিতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন ইনিও এক্ষণে বড় মন্দ নহেন শ্রুত হওয়া গেল যে অল্প দিনের মধ্যেই অনেককে কাতর করিয়া প্রাণরূপ কর গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন যাহা হউক এ নিরাশ্রয় প্রজারদিগের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না। সং চং

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

তমোলুক।— তমোলুকহইতে আগত পত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে তথায় জ্বররোগ আসিয়া প্রবেশ করণানন্তর বহু জনের কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তত্রস্থ রাজার ছোট রাণীর প্রাণ পক্ষিকে দেহ পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া লইয়াছে তাহাতে বৈদ্য মহাশয়েরা মহাভাবিত হইয়াছেন ও তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অশক্ত আছেন।

১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬

মুরশিদাবাদ।— আমরা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে মুরশিদাবাদে একপ্রকার

সর্ব্বসাধারণ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অধিকন্তু ঐ জ্বর অনেক ভাগ্যবন্ত লোককে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে তাঁহারদের পরিজনলোকেরা শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন।

৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫

বসন্ত রোগ।—এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে ২ লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠা রোগনিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

বসন্ত রোগ।—মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪

বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন।—পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তগত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিপ ওলাউঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যে ২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অরিবোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন ২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা ভীত হইয়া লিখিতেছি যে যদ্যপি তাঁহারদিগের পরস্পর পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শক্র পরে ২ অর্থাৎ তাঁহারদের উভয়ের কোন হানি হইবেক না মধ্যে ২ মাদারি মারা যায় অর্থতো অস্মদাদির প্রাণপক্ষী তদুভয়ের একতরের পক্ষপাতে পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধ্যস্থ হইয়া করেন তবেই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ। সং চং

১৩ জুন ১৮১৮। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

হসপিতাল।— কএক সপ্তাহ হইল ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে লেখা ছিল যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকদ্বারা একটা হসপিতাল হওনের কল্প হইয়াছে কিন্তু তাহার পর সে বিষয়ের কিছু শুনি না যদি এমত কখন হয় তবে ইতর লোকের অনেক উপকার হইবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে যে চিকিৎসাবিদ্যা আছে সে বিদ্যা বাঙ্গালি বৈদ্যকে শিখাইবার কারণ যদি একটা বিদ্যালয় স্থাপন হয় তবে সকল দেশের লোকের উপকার হয় যাহারা ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের চিকিৎসার বিবেচনা দেখিয়াছে তাহারা অবশ্য জানিতে পাইয়াছে যে অনেক রোগী এতদ্দেশের চিকিৎসকের হস্তগত হইলে প্রায় রক্ষা পায় না ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের হস্তগত হইলে তাহার পরিশ্রমে ও বিবেচনাতে রক্ষা পায় ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসক সর্ব্বত্র গ্রামে ২ পাঠানের সঙ্গতি হয় না কিন্তু যদি তাহারা গ্রামে ২ যাইত তবে ইতর লোকের অনেকের উপকার হইত কিন্তু কলিকাতার মধ্যে যদি এমত এক হসপিতাল করিয়া দুই চারি জন ইংগ্লণ্ডীয় ডাকতর ও তাহারদিগের নীচে শতাবধি বাঙ্গালি চিকিৎসক রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা শিখাইত তবে এতদ্দেশের লোকের উপকার হইত এবং তাহারদিগকে যৎকিঞ্চিৎ দরমাহা দিলে তাহারা পাঁচ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত সেই খানে থাকিয়া চিকিৎসাভ্যাস করিয়া পরে ঐ আপন ব্যবসায় করিত এখন যেমত অজ্ঞান চিকিৎসকেরা ব্যবসায়দ্বারা কালক্ষেপণ করিতেছে এই মতে তাহারাও কালক্ষেপণ করিত কিন্তু তাহাতে লোকের অনেক উপকার হইত গত বৎসরে ওলাউঠা রোগে কত লোক মরিল তাহার সংখ্যা নাই কিন্তু বুঝা যায় যদি গ্রামে ২ এমত জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিত তবে অনেক বাঁচিত। ইহা নিশ্চয় জানা আছে যে ২ গ্রামে গোরা লোক ছিল না সেই ২ গ্রামে অধিক লোক মরিয়াছে যে ২ গ্রামের নিকট গোরা লোক থাকিয়া ঔষধি দিয়াছে সে গ্রামে অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে।

২৭ নবেম্বর ১৮২৪। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩১

চক্ষুরোগের চিকিৎসালয়।— সর্ব্বহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর এতদ্দেশীয় চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকেরদের রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ১৮ নবেম্বর তারিখে তচ্চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই চিকিৎসালয়ে যত ব্যয় হইবেক সে সকল কোম্পানি বহাদর দিবেন। চিকিৎসালয়ের কারণ ও চিকিৎসক সাহেবের বাসার কারণ কলিকাতা নগরের মধ্যে স্থান নিরূপণ করা যাইবেক। চিকিৎসক সাহেব স্বপদবৃত্তিব্যতিরেকে এই কর্ম্মের কারণ পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসিক পাইবেন এবং ঔষধি ও বস্ত্রাদির কারণ প্রতি মাস এক শত পঁচিশ টাকা এতদ্ভিন্ন স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির কারণ প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।

প্রধান চিকিৎসার কারণ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস নিরূপিত হইবেক। ইহার পর ইংগ্লণ্ডহইতে যত চিকিৎসক সাহেবেরা এদেশে আসিবেন তাহারা ঐ দুই দিন সে স্থানে যাইবেন। এবং এতদ্দেশে কোম্পানি বহাদরের সৈন্যের চিকিৎসক সাহেবেরা তচ্চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার কারণ অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।

৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।···এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়াহইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্ত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলাহইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দররূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই ২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক। · সং চং

১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ শালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন দুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে সেই হাসপাতালে ইস্তক ১৭৯৪ সাল লাগাইদ সন ১৮২৩ শালপর্য্যন্ত যত রোগির চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সংখ্যা।

শাল — — — — — — —	ব্যক্তি
১৭৯৪	২৪৭
১৭৯৫	৪২০
১৭৯৬	৪৯৫
১৭৯৭	৬১৬
১৭৯৮	৬৭৩
১৭৯৯	৮২৫
১৮০০	২০২৪
১৮০১	২৪৪৫
২	৪৯৪৯
৩	৬১১২
৪	৪৩২৮
৫	৪৩৮০
৬	৩৭৪১

শাল	ব্যক্তি
৭	৪৭৯৪
৮	৭০৭৮
৯	৮৯২৬
১০	৭৩৭৬
১১	১১৭৬৪
১২	১২৮৩২
১৩	১৪৫৬৩
১৪	১৩৭৫৩
১৫	১৫৬৫৯
১৬	১৬৫৩১
১৭	২০৪১১
১৮	২৩৫৬৮
১৯	২৮১৯৩
২০	২৯১৩৭
২১	৩২১৩২
২২	৩৯৭২৬
২৩	৪১১৬৬
একুন	৩৫৮৮২৫

(বাঙ্গালা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২

নেটিব হাসপাতাল।— নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগারহইতে যে উপকার হইতেছে তাহার বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক তদধ্যক্ষেরদিগের বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে এই শহরের মধ্যে দুই ডিসপেনসরি অর্থাৎ ঔষধাগার সংস্থাপন হয় আর ঔষধাগারদ্বয়হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিনা মূল্যে ও অনায়াসে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের চিকিৎসা করা যাইবেক। ও যাহারা ঐ স্থানে অথবা হাসপাতালে থাকিয়া ঔষধাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে তাহারদিগকে পথ্যও দেওয়া যাইবেক।

নিয়ম

১ যে দুই ডিসপেনসরি হইবেক তাহার একটা সরতির বাগানে আর একটা শোভাবাজারে সংস্থাপিত হইবেক।

২ পীড়িত লোকের গমনাগমন নিমিত্তে দুইখান ডুলি অর্থাৎ পালকী দুই ডিসপেনসরিতে প্রস্তুত থাকিবেক আর প্রয়োজন মতে ঠিকা বেহারা করা যাইবেক।

৩ বর্ত্তমান নেটিব হাসপাতালহইতে পীড়িত লোকের নিমিত্তে ছয়খান খাট মায় বিছানা দেওয়া যাইবেক।

৪ ঐ হাসপাতালহইতে এই দুই ডিসপেনসরির নিমিত্তে বিলাতি ঔষধ সরবরাহ হইবেক।

৫ নেটিব হাসপাতালের খরচে ডিসপেনসরির নিমিত্তে সংপ্রতি কতকগুলিন বিলাতি ও দেশী ঔষধ ও ঔষধমারা খল্ল ও অস্ত্রইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবেক পরে নেটিব হাসপাতালের সঞ্চিত ও সংগৃহীত যে ঔষধ থাকে তাহাহইতে তন্নির্ব্বাহক ডাক্তর সাহেবের দস্তখতি চিঠিতে মাস ২ দেওয়া যাইবেক।

৬ নূতন ডিসপেনসরিতে ঔষধ ও চিকিৎসার নিমিত্তে ঐ স্থানে বাস করণেচ্ছু রোগিরদিগকে তদর্থে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক না কিন্তু আগত রোগির বিশেষ পীড়া হয় কিম্বা তাহাকে ডিসপেনসরিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায় তবে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

৭ ঔষধ কিম্বা চিকিৎসার নিমিত্তে রোগিরা প্রাতে ইংরেজি ৮ ঘণ্টা লাং ১ ঘণ্টাপর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক আর বর্ত্তমান হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও চিকিৎসা করা যাইবেক।

ব্যয়ের বরাওর্দ্দ।

বাটিভাড়া		৬০
বৈদ্যক পাঠশালায় শিক্ষিত ছাত্রেরদিগের মধ্যে উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তর ১ জন		২০
মোসলমান ১		২০
ঔষধবাটা ও দেওয়া হিন্দু এক জন		৫
মুসলমান এক জন		৫
জল দেওয়া ভারি কিম্বা ভিস্তি এক জন		৪
মেহতর		৪
বাজে খরচ গড়া কাপড় দেশী ঔষধের মসলা তৈল মাটির পাত্র ঔষধের বটির ডিবা ইত্যাদি	১০০ হইতে	১৫০
মাসিক ব্যয় — —	সীং	২৬৮

এই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা ব্যয়সাধ্য বর্ত্তমান হাসপাতালের যে সংস্থান আছে সে যথোপযুক্ত মাত্র সে ধনহইতে নূতন কোন কর্ম্মহইতে পারে না কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে এ সাধারণ উপকারক পুণ্যজনক বিষয়ে দাতা মহৎ বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোকের নিকট নিবেদন করিলে ব্যর্থ হইবেক না ও প্রত্যেক দয়াশীল শ্রেষ্ঠ মহাশয়েরা স্ব ২ মহত্বেতে এই সাধন হিতজনক ব্যাপারে অনায়াসে ঔৎসুক্যপূর্ব্বক ইহার বৃদ্ধি চেষ্টা করণে পরাঙ্মুখ হইবেন না এই অভিপ্রায় ও প্রত্যাশাতে এক চাঁদার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে যাহার ২ ইহাতে উপকার ও সাহায্য করণে ইচ্ছা হয় তাহারা বেঙ্ক আপ বাঙ্গাল ও হিন্দুস্থান বেঙ্ক ও মিসিএরস কালবিন এণ্ড কোং সাহেবকে লিখিবেন ঐ সাহেব টাকা পাইয়া রসিদ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

চিকিৎসালয়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় নং ২২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক স্ট্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।

১৩ ফেব্রুয়ারি ৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

হাবড়ার হাসপাতাল।—গত শনিবারে হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত জান মাষ্টর সাহেব সভাপতি হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেবলোকেরা আগামি বৎসরের কর্ম্মসম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত এস লাপ্রিমাদি ও শ্রীযুত ষ্টকর্ট সাহেব ও শ্রীযুত পাদরি হোম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত পাদরি হুপ সাহেব সেক্রেটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব ঐ চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইল যে গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যক্তি ঐ হাসপাতালে ঔষধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে ৯২ জন ঐ চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর বিবি কুপরনামক এক স্ত্রীর এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারাভাবে গবর্ণমেন্টে বাজেআপ্ত হইয়া গবর্ণমেন্ট তাহা ঐ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন। গত বৎসরে ঐ চিকিৎসালয়ে কেবল সাড়ে চারি শত টাকা ব্যয় হয় এবং তাহার সংস্থান ছয় হাজার আট শত টাকা ফারগিসন কোম্পানির কুঠীতে গচ্ছিত আছে। এত রোগি ব্যক্তির চিকিৎসাতে যে এত অল্প টাকা ব্যয় হয় তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেন্ট সকল ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিলেন। কিন্তু গত অক্টোবর মাসঅবধি ঐ রূপ দান রহিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় হওয়াতে দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন।

১৯ মে ১৮২১। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

নূতন হুকুম।— শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালালখোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা স্বব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপন ২ কর্ম্ম করিতেছে।

সম্ভ্রান্ত লোক

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫

মরণ।— গোপীমোহন বাবু এতদ্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সন্ততিতে অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান্ ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এভাবৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ৩ আশ্বিন বুধবার ইহ লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্ম্মানুযায়ি ফলভোগী হইয়াছেন।

৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৬

মরণ।— গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চৈত্র বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর পরোলোকগত হইয়াছেন কলিকাতাতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল অতএব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭

ওলাউঠা।— ...ওলাউঠা রোগে কলিকাতার এই ২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য কুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একশ্চেঞ্জ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু। এবং ইংগ্লণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

২০ মে ১৮২০। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।— ...ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট যাইবেন।

৩ জুন ১৮২০। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।— সকলকে জানান যাইতেছে যে সূর্য্যকুমার ঠাকুর কমরস্যল বাঙ্কের খজাঞ্চী ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

শুভজন্ম।— ১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সদ্বিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি

লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবদীয় বাস্তকরকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহুত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।

২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫

আসিয়াটিক সোসৈটি।—আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫

মরণ। মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫

মরণ।—গত ২১ ফেব্রুআরি ইং ৭ ফাল্গুণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাঁহার রচিত অনেক উত্তম ২ গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেন।

৩ জুলাই ১৮১৯। ২০ আষাঢ় ১২২৬

ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ।—গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক ২ গরীব লোকের বিনামূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

১৩ নবেম্বর ১৮১৯। ২৯ কার্ত্তিক ১২২৬

পোষ্যপুত্র।—শুনা যাইতেছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শ্রীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর আপনার ঔরস সন্তানানুৎপত্তি প্রযুক্ত পোষ্য পুত্র লইয়াছেন।

১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬

মরণ।—২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোকপ্রাপ্ত

হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে আপন সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি অদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।

২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬

শ্রীযুত লালাবাবু।—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ এই হয় যে যাহার এক সন্ধ্যার আহারোপযুক্ত সামগ্রী সঙ্গতি থাকে সেও এই সংসার মায়া রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটুম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেন না তাঁহার যাবদ্বিষয়ের অধিকারী তাঁহার পুত্র আছেন।

১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭

লালাবাবুর মৃত্যু।...তিনি অনুমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিন শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র ২ লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন ২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওর্দ্দরূপ পাইত বিশেষ ২ দিনে ইহাহইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে

ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই ২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন ঐহিক সুখ লিপ্সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যে ২ কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমীদারি ও অন্য ২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর ২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

মরণ।—কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ সুখ্যাতিমান্ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়া পথে আপন বিভবানুসারে ধন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ফাল্গুন ১২২৬

শ্রীযুত সর্ জেম্স্ কোলব্রুক সাহেব।—অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত সর্ জেম্স্ কোলব্রুক সাহেব পশ্চিম অঞ্চলে ফতেহগড় মোকামে থাকিয়া সন্ধিপ্রাপ্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের প্রধান অধ্যক্ষতা পাইয়া আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তত্তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি যখন সেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৌঁসিলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কারণ ফতেহগড়হইতে মোং কলিকাতায় আইসেন তখন তত্তৎপ্রদেশীয় সমুদয় লোক রাজা অবধি প্রজাপর্য্যন্ত নানা স্থানহইতে মোং ফতেহগড়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইল এবং তাহার স্থানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল। তাহারা ঐ সাহেবকে এমত স্নেহ করিত যে তাঁহার স্মরণের কারণ তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল। এবং তাহারা অনেক রূপাময় দ্রব্য সাহেবকে দিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তাহা সাহেব গ্রহণ করিলেন না।

১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭

মরণ।—কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলস্বভাব ছিলেন এবং তাহার আর ২ গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭

মরণ।—মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্লাকির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎ কর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।

১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

মরণ।— ৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭

জেলা নদীয়ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ উলাগ্রামের শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় বহুজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্ত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবন্ত…।

২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

সরিফ দপ্তরের নিলাম।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

৪ নবেম্বর ১৮২০। ২০ কার্ত্তিক ১২২৭

মরণ।— গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

২৩ অক্টোবর ১৮২৪। ৮ কার্ত্তিক ১২৩১

টর্ণি।— …যোড়াসাঁকোনিবাসি প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মরিয়াছেন তাহার টর্ণি ঐ স্থাননিবাসি শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সিংহ হইয়াছেন।

১১ নবেম্বর ১৮২০। ২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায়।—কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিম্বাতে ছিল এই বৎসর তিনি উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন জমিদারির খোদ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

৫ মার্চ ১৮২৫। ২৫ ফাল্গুন ১২৩১

শ্রীশ্রীযুতের দরবার।— ২৫ ফেব্রুআরি শুক্রবার কলিকাতার রাজগৃহে এক দরবার হইয়াছিল…তাহাতে শ্রীশ্রীযুত এই ২ মহাশয়েরদিগকে খেলাৎ দিলেন।……

শ্রীযুত কুঙর হরিনাথ রায় রাজা ও বহাদর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক সাত পার্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা ও এক সরপেচ ও মুক্তার চৌকরা পাইলেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

আগমন।— ছয় সাত দিবস অতীত হইল শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর মুরশেদাবাদহইতে আগমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক কবরডাঙ্গার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছেন। (বাঙ্গালা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ২৪ ভাদ্র ১২৩৪

নবকুমার।— পত্রদ্বারা জানা গেল গত ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মোকাম কাশীমবাজারের শ্রীযুত হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভ তৃতীয় রাজকুমার জন্মিয়াছেন তদুপলক্ষে মহারাজ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কাঙ্গালিদিগেরে বস্ত্রালঙ্কার মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নানাবিধ নাচগান হইয়াছিল এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল বিশেষ জ্ঞাত হইলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭

মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর।— বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর ৩ জানুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান হইতে কালনাতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়াছিলেন তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে। তাঁহার কারণ খেদ সর্ব্বলোক সাধারণ তাঁহার অনেক সৌজন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর কলিকাতায় জরনলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর আপনার দুর্ভগা দুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা ও গোষ্ঠী কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া ২৯ উনত্রিশ বৎসর দুই মাস দশ দিনবয়স্ক হইয়া ৩ জানুআরি বুধবারে মোকাম কালনাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

বর্দ্ধমানাধিপের মোকদ্দমা।— শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার মৃত পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বহাদরের রাণীরা সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদ্দমা হইয়া যে রূপ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ। মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারিকুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বর্দ্ধমান চাকলার দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাঁহার বিয়োগে আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোম্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ার দুই বৎসরের কারণ বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ের মোকদ্দমা পূর্ব্বে জেলা ও কোর্টে

হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল কারণ তাঁহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই সমাচার চন্দ্রিকাহইতে লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন ২ কথার তাৎপর্য্য গ্রহ হইল না।

২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২

খেদজনক সমাচার॥ · সমাচারদ্বারা প্রচার হইল যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানের মহারাজের পূর্ব্বে যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া হত হইয়াছিল সেই মহারাণীর গর্ভহইতে পুনরায় ১৩ পৌষ এক সন্তান হইয়াছিল সে সন্তানও সেই দিবস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে গতিকের উপর কি কহা যায়। সং কৌং।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২৯ মাঘ ১২৩৩

খেদজনক সমাচার।— শ্রীযুত বর্দ্ধমানের বড় মহারাজের শেষ বিবাহিতা স্ত্রীর দুই পুত্র হইয়া মৃত হইবার সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এক্ষণে শুনা গেল যে সংপ্রতি ঐ মহারাণীর গর্ভহইতে পূর্ণ অষ্টম মাসে এক পুত্র নির্গত হইয়া মৃত হইয়াছে এবং তদুপসর্গে মহারাণীও পীড়িতা হইয়া বর্ত্তমান ১৩ মাঘ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইয়াছেন। সং কৌং।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

ইস্তাহার।— জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলত যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে···।

১২ মে ১৮২১। ৩১ বৈশাখ ১২২৮, শনিবার

মরণ।— শ্রীযুত করনল মেকিঞ্জী সাহেব মহা জ্ঞানী ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোন ২ স্থানে কি ২ আছে এবং পূর্ব্ব কালের কোনহ আশ্চর্য্য প্রস্তর পাওয়া যায় এই সকল্প সঙ্কর ও তদারক কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাঁহার মরণ হইয়াছে।

৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮

মৃত্যু॥— দিল্লীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের ১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অতিসুন্দর পুরুষ ছিলেন তাঁহার অপস্মর রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হইল ঐ দিবস বৈকালে তাঁহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী ও ঘোড়া গাড়ীপ্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় ৫০ হাজার লোক সঙ্গে গেল তাঁহাকে উত্তম সিন্ধুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্তর ও রেজেষ্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি সাহেবেরা সে স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়া শাহাজাদাকে মসজিদে লইলেন

পরে সে দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বৎসরবয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আজমল কোরাণপ্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরের অনুসারে গড়ে বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে মসজিদহইতে সিন্দুক সমেত পুনর্ব্বার চসরুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সৈন্য চলিল ও শোক চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়া তাঁহাকে কবর দিল। মোকাম কলিকাতাতেও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত নিশান উঠান যাইবেক।

১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮

মুরশেদাবাদ॥—সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িস্যার সুবেদার মুরশেদাবাদের নবাব সুজাউল্‌মুলুক মুবারকদ্দৌলা আলীজাহ্‌ জিনওদ্দীন্‌ আলীখাঁ বাহাদুর ফীরোজ জঙ্গ্‌ ৬ আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ সোমবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতিপ্রাতঃকালে মোং বহরমপুরহইতে গোরা পল্টন ও সিফাহী পল্টন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাত্যেরা ও আত্মীয় লোকেরা ঐ মৃত শরীর ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি তাঁহাকে উঠাইয়া কবর স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহার অগ্রে ২ ঐ সকল সৈন্য বন্দুক উল্টাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শোকসূচক বাদ্য করিতে ২ চলিল। এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সরকারী হাতী ও ঘোড়া ও সৈন্য চলিল এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদহইতে এক ক্রোশ নাজীমেরদের কবরস্থান জাফরগঞ্জপর্য্যন্ত সকল সমেত গেলেন সেখানে পঁহুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাঁহারদের বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহাকে সেইখানে কবর দিয়া সকলে স্ব ২ স্থানে গমন করিলেন।

২৫ ডিসেম্বর ১৮২৪। ১২ পৌষ ১২৩১

মুরশেদাবাদের নবাব শ্রীশ্রীযুত মবারক আলী খাঁ যে সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্যে ২৩ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে শহর কলিকাতার গড়ে উনিশ তোপ হইয়াছে।

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের বাবু নীলমণি মল্লিক অতিভাগ্যবান লোক ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল না এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন সেই তাঁহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে।

১৭ নবেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮

ইস্তাহার।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রোস্তমজী বইরমজী কোম্পানী

খ্যাত ছিল সন ১৮২১ শাল ১৪ নবম্বর ইস্তক বইরমজী কওয়াশজী আপন অংশ লইয়া ভিন্ন হইলেন এই তারিখ ইস্তক রোস্তমজী কোওয়াশজী কোম্পনী খ্যাত থাকিল।

৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৩ পৌষ ১২২৮

প্রশংসা পত্র।—সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এধ্বর্ড হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং কলিকাতার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান্ লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অস্তকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।

১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮

প্রশংসা পত্র।—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোকেরা শ্রীযুত সর এধ্বর্ড হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্ম্মে লিখিত চতুর্দিগে স্বর্ণ মণ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসরপর্য্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম্ম করিয়া অতিশীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় বিস্ময়মান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যেহেতুক ভরসা করি যে আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল

বিবরণ ইংগ্লণ্ডে কহিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের সৌষ্ঠব সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন। এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে পঁহুছিয়া পরমসুখে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের প্রতি অতিসন্তুষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাবৎ ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবে।

২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ জষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় মর্য্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় অদালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সৎকীর্ত্তিপত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্তৃক পাঠানন্তর শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল। তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বুল প্রদান দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।

মহামহিম করুণাসাগরাসদ্বিচার তিমিরহর মিহির নানাদিদ্দেশীয়াশেষশাস্ত্রবেদক সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপকোচ্চপদাভিষেকাবধি অষ্ট বর্ষপর্য্যন্ত সদ্বিচার বিস্তারানন্তর সংপ্রতি তদ্বিরতি বাঞ্ছাকরণ নিদারুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোৎকণ্ঠিত সুবিচার পালিত প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীশ্রীযুক্তের এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্ব্বক ন্যায় বিতরণ প্রভুতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার সুগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুঞ্জ জনিত কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্য ধন্যেতি গুণানুবাদ করণার্থ অনুমত্যনুসারে সমীপস্থ হই।

বিবিধ ব্যবহারাবলম্বি ভিন্ন ২ ভাষাভাষি নানাদিদ্দেশীয় জনগণপ্রতি ন্যায় বিস্তরণে তথা হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্গ্রন্থের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক বৈষম্যবিধ্বংসন এবং সদ্ব্যাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য

আজ্ঞানুবর্ত্তি অস্মদাদি সর্ব্ব জনের সম্যক্ সুবিদিত আছে। অপরাশ্চর্য্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই বরঞ্চ তাবদ্বক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্ম্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনাথিবর্গ শ্রীশ্রীযুত সন্নিধানহইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাতিশয় পূর্ব্বক বিবেচনাক্রমে অক্ষোভে অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগের বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধর্ম্মাবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর প্রযত্নে অস্মদাদির এবং এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি। মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ প্রদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বহুতর পাঠশালার সহকারিতার উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের বিদ্যানীতিজ্ঞা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে। পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানেরদিগের বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদহইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখ ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রীমুখ স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্মাধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং তদধোভাগে সুবিচারকারক করুণাসাগর ধর্ম্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে কৃতোপকার স্মরণে অস্মদাদি সর্ব্বজনান্তঃকরণে যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।

শাকে রামাব্ধিশৈলেন্দুমানেঽমুং কীর্ত্তিপত্রিকাং। প্রালিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেষাং স্মরণকারিকাং॥

সুখ্যাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী॥

হরিমোহন ঠাকুর	কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
নবকুমার ঠাকুর	রামকান্ত চক্রবর্ত্তী
দ্বারিকানাথ ঠাকুর	তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
কালীপ্রসাদ ঠাকুর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
কাশীকান্ত ঘোষাল	শিব রাও
হেরম্ব মিশ্র	জগন্নাথ দাস বাবু
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রামকমল সেন
মতিলাল বাবু	রাজা গোপীমোহন দেব
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গোপীকৃষ্ণ দেব
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়	রাধাকান্ত দেব
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	সীতানাথ বসু

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কালীশঙ্কর ঘোষবাল
রামজয় তর্কালঙ্কার
রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত
লাডিলিমোহন ঠাকুর
উমানন্দ ঠাকুর
কালীকুমার ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ বাবু
নীলরত্ন হালদার
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
চৈতন্যচরণ শেঠ
কৃষ্ণপ্রসাদ শেঠ
মদনমোহন শেঠ
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ
রামগোপাল মল্লিক
মহারাজ রামচন্দ্র রায়
রূপচরণ রায়
রঘুনাথ চন্দ্র
কৃষ্ণমোহন দত্ত
গোলকচন্দ্র দাস
চন্দ্রশেখর দাস
বিষ্ণুলাল চৌবে
উদয়করণ দাস শাহা
লালা খোসালচন্দ্র

তারিণীচরণ মিত্র
মদনমোহন বসু
মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর
ভুবনমোহন দেব
মহেন্দ্রনারায়ণ দেব
গঙ্গানারায়ণ দাস
ভগবতীচরণ মিত্র
রাধাকৃষ্ণ মিত্র
জগমোহন বসু
রামদুলাল দে
রসময় দত্ত
গুরুপ্রসাদ বসু
রামকৃষ্ণ দে
তারাচাঁদ বসু
চন্দ্রশেখর মিত্র
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত
ভোলানাথ মিত্র
রামচন্দ্র ঘোষ
নীলকমল মজুমদার
বৈষ্ণবদাস মল্লিক
কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রাজনারায়ণ সেন
স্বরূপচন্দ্র দে
মদনমোহন মল্লিক
হলধর দে
মৌলবি আবদোল হামিদ
মৌলবি দোরবেশালি
সেখ আবদোল্লা
সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর
মৌলবি মহম্মদ রাশেদ

প্রাণভূষণ দাস। ইত্যাদি মহাজনবর্গ
নবকৃষ্ণ সিংহ
নীলমণি দত্ত
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
রামচন্দ্র বিশ্বাস
নীলমণি দে
পীতাম্বর ঘোষ

মৌলবি মহম্মদ মোরাদ
সেখ গোলাম হোসেন
মির বন্দেআলি খাঁ
শেরাজুদ্দীন আলী খাঁ
এফ পরেরা
জান হেনরি

বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

১২ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮

গত পরীক্ষা।— কলিকাতার শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসুর বিষয় ২৯ দিসেম্বরের সমাচার দর্পণে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে জানা গেল যে সেই পরীক্ষার সুখ্যাতিদ্বারা শ্রীযুত মেকিণ্টস্ ফুলণ্টন কোম্পানীর বাটীতে শ্রীযুত কালডর সাহেব তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ৫ জানুআরিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮

মরণ।— ২৫ পৌষ সোমবার ৭ জানুআরি মহিষাদলের জমীদার জগন্নাথ গর্গ লোকান্তর গত হইয়াছেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ৫ মাঘ বৃহস্পতিবার সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছে।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

মৃত্যু।— গত ২৩ বৈশাখ শনিবারে টাকী গ্রামের বাবু গোপীনাথ মুন্সীর মোং বরাহনগরে পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে ছোট বড় তাবৎ লোক খেদিত যেহেতুক ভাগ্যবানের সন্তান অল্পবয়সে অধিক গুণশালী হইয়াছিলেন বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দাম দাতা ও ধার্ম্মিক ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ এতাবান গুণ একাধারে ছিল।

১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯

প্রতিমূর্ত্তি।— শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদরদেওয়ানি অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন এবং সে কর্ম্মে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। সম্প্রতি সদরদেওয়ানি অদালতের উকীল শ্রীযুত মুন্সী আমিন উদ্দীন অহম্মদ ও শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও অন্য ২ উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীযুত চেনরি সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত হারিস্তন সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সদরদেওয়ানি অদালতে রাখিয়াছে।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

হারিন্টন সাহেব।— শেষজাহাজদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে হারিন্টন সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হারিন্টন সাহেব ৪০ বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার আগমনাবধি তিনি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নানা ক্ষুদ্র ২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ পূর্ব্বক শেষে সদরদেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হন সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করণে এ দেশে যেরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এমত কোন লোক নাই যে হারিন্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাঁহাকে না জানেন। তিনি কোম্পানির আইনের সারসংগ্রহ করিয়া দুই কিম্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং সে পুস্তক অদ্যাপি অতিশয় চলিত আছে।

অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাঁহার এই পীড়া জন্মিয়াছিল এবং আট বৎসর হইল তিনি সুস্থহওনার্থে ইংগ্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন আপন দেশের বায়ুতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার এ দেশে আইলেন এবং শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন যখন তিনি পুনর্ব্বার এ দেশে পঁহুছিলেন তখন কৌন্সেলের কোন পদ শূন্য ছিল না এইপ্রযুক্ত তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালপর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন পরে কৌন্সেলের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে ভর্ত্তি হইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন পরে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে তিনি চীনদেশে গমন করিলেন এবং সে দেশহইতে ইংগ্লণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু আপন দেশে পঁহুছিবামাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

মরণ॥—৮ জুলাই সোমবার এগার ঘণ্টা রাত্রি সময় তামস ফেনশ মিডিলটন্ কলিকাতার লার্ড বিসোপ সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তিপ্পান্ন বৎসর ছয় মাস। তাঁহার মৃত শরীর বৃহস্পতিবার বৈকালে ছয় ঘণ্টার সময় তাঁহার নিবাসস্থান চৌরঙ্গীহইতে আনিয়া টাকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে কবরের সময় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের চাকর সম্পর্কীয় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোক সেখানে হাজির হইবেন।

২০ জুলাই ১৮২২। ৬ শ্রাবণ ১২২৯

মরণ —গত সোমবার ১৫ জুলাই মোং বালিতে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগামী হইয়াছেন তিনি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি এই দপ্তরে সন ১৭৯৪ সালে মকরর হন তদবধি শেষ দিনপর্য্যন্ত ঐ দপ্তরে অতিসম্ভ্রমরূপে ও অতিযথার্থরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার এই গুণে কেবল তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয় কিন্তু ঐ দপ্তরের তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ দপ্তরের সকল লোক তাহার কারণ অত্যন্ত খেদ করিতেছে বিশেষতঃ তিনি ১৩ জুলাই শনিবার দপ্তরখানাহইতে মোং বালিতে আইলেন পরে সোমবারে তাঁহার পরলোক হইল।

৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯

মরণ।—১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকান্তরগত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংলণ্ডীয় সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর ২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিপাহীরা তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল। তাহার বয়ঃক্রম পূর্ণ উনষাটি বৎসর হইয়াছিল···।

১৯ অক্টোবর ১৮২২। ৪ কার্ত্তিক ১২২৯

মরণ।—দিনামার কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর বিকেডী সাহেব শহর শ্রীরামপুরে ১২ আকটোবর শনিবার রাত্রিতে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পর দিন ১৩ আক্‌টোবর রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরে তাহার কবর হইয়াছে। এই মেজর সাহেবের পরলোক হওয়াতে অনেক লোক শোকান্বিত হইয়াছে যেহেতুক ইনি অতিবড় বিদ্বান ও অত্যন্ত দয়ালু ও অতিশয় পরোপকারী ছিলেন।

২ নবেম্বর ১৮২২। ১৮ কার্ত্তিক ১২২৯

মৃত্যু।—কলিকাতার পশ্চিম আঁদুল গ্রাম নিবাসি রামসেবক মল্লিকের ভ্রাতৃ পুত্র কাশীনাথ মল্লিক কলিকাতার বাসাবাটীতে ওলাউঠা রোগে ১১ কার্ত্তিক শনিবার পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হইবেক। ইনি শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের কলিকাতার বিষয় কর্ম্মের মোক্তিয়ার ছিলেন। আর শুনিতে পাই যে ইনি বিষয় চতুর মনুষ্য ছিলেন।

২৩ নবেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মোং কলিকাতার পাথরীয়া ঘাটার দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে পীড়িত থাকিয়া ২৬ কার্ত্তিক রবিবার দিবা দশ দণ্ড সময়ে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ অনেকে শোকান্বিত হইয়াছে ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ পরোপকারী ছিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে হিন্দু কালেজের এক জন সহকারী হইয়া বালকেরদের বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিতেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মরণ।—১৬ নবেম্বর শনিবার মোং কলিকাতার ভবানীপুরের হরমোহন বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি নল দময়ন্তী যাত্রাতে নল রাজা সাজিতেন তৎপ্রযুক্ত সকলেই তাহাকে নল রাজা করিয়া কহিত তাহার মত সুন্দর পুরুষ অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়া যায় না তাহার মরণে অনেক লোক বিষাদিত হইয়াছে।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস।—গত ১৬ দিসেম্বর সোমবার কলিকাতার সাহেব লোক টৌনহালে সকলে একত্র হইয়াছিলেন তখন শ্রীযুত লেষ্টর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক করা গেলেন তিনি সে সভাস্থ সাহেব লোকেরদিগকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি করিতে যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইলেন না যেহেতুক তাহাতে লোকেরদের অধিক ব্যয় হইবেক। অতএব সে কথা শুনিয়া সে সভাস্থ সাহেব লোক নিয়ম করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের এক ছবি ও টৌনহালস্থিত লর্ড কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া টৌনহালে স্থাপিত করা যাউক। এবং আরো নিরূপণ করিলেন যে আটার জন সাহেব লোক শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গিয়া এই ২ বিষয় তাহার আজ্ঞা লইবেন। অতএব ঐ সাহেব লোক সেখানে গিয়া সে বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণরমেন্ত গেজেটহইতে এক সমাচার লওয়া গেল যে শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলী মোহন ঠাকুর ইঁহারা কলিকাতার সরীফ শ্রীযুত কালডর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা কলিকাতার মধ্যে এক সভা করেন ও ঐ সভাতে শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্র প্রস্তুত করা যায় তাহাতে কালডর সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে ঐ সভা ২১ দিসেম্বরে শনিবারে টৌনহালে হইবেক।...

২৮ ডিসেম্বর ৮২২। ১৫ পৌষ ১২২৯

প্রশংসাপত্র॥—গত ২১ দিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস বহাদরের বিদায় ও সুখ্যাতি-পত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান্ একত্র হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত সরীফ কালডর সাহেব তৎ সভা হওনের কারণ সকলকে জ্ঞাত করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকীতে বসুন।

পরে তিনি চৌকীতে বসিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে ঐ সভা সমক্ষে নিবেদন করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করণার্থ সভা একত্র হইয়াছেন এবং আরো কহিলেন যে এতাদৃশ দয়াশীল ও জ্ঞানী শ্রীশ্রীযুত আমারদের এখানহইতে প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন এ অস্মদাদির অতিশব খেদের বিষয় অতএব তাঁহার শুভ প্রস্থান কালে আমরা যে তাঁহার বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করি সে আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর পূর্ব্ব প্রস্তুত ইংরেজী ও বাঙ্গালি ও পারসী ভাষাতে লিখিত প্রশংসাপত্র ঐ সভার সম্মুখে পাঠ করিলেন পরে তৎসভাসদ সকলে সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া কহিলেন যে এই পত্র অত্যুত্তম ও অত্যুপযুক্ত কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয় অতএব নিবেদন করি যে এই সভা এক সম্প্রদায়রূপে মিলিত হইয়া এই পত্রে যেখানে যে কথা বিন্যাস করিলে উপযুক্ত হয় তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক বিন্যাস করেন ইহা কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে এই পত্রে এই সভ্যেরা

স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব আমরা যে সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এই পত্র অন্য মত করি ইহা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে ছাপার প্রেষ করিতে অনুমতি করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশের মহোপকার জন্মিয়াছে এতদ্বিষয়ক কোন কথা ঐ পত্রে অর্পণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবও ঐ কথার অনুবাদ করিলেন ও ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিন্যাস করিতে চাহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত অস্মদাদির ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীযুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্যে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় সকলেই স্বস্ব সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বার উঠিয়া সভার প্রতি কহিতে লাগিলেন যে আমি বাসনা করি যে আমারদের প্রিয় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রন্থন হয় ও তাহার উপরে শ্রীশ্রীযুতের মূর্ত্তি থাকে ও দুই পার্শ্বের থামে তাঁহার প্রশংসাপত্র খুদিয়া রাখা যায়।

এই কথা শুনিয়া সভার মধ্যে কেহ ২ অধিক সাধুবাদ করিলেন কিন্তু সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর নিবেদন করিলেন যে এই সভা করণের কারণ উপকার স্বীকার শ্রীযুত সরীফ সাহেবের প্রতি হউক তাহা হইল।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে এই সভাকর্ম্মসম্পাদনের উপকার স্বীকার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতি হউক তাহা হইল।

এই সভাতে কলিকাতার মধ্যে সকলহইতে ভাগ্যবান্ ত্রিশ চল্লিশ জন ছিলেন। এই সভার কর্ম্মেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ঐ সকল কথা ২০ দিসেম্বরের কলিকাতার জরনেলহইতে আমরা লইলাম কিন্তু পরদিনকার জরনেলে ঐ বিষয় এমত ছাপিয়াছে যে কোন ভাগ্যবান বাঙ্গালিহইতে এই সমাচার পাওয়া গেল যে এতদ্দেশীয়েরদের ছাপা যন্ত্র করণে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রযুক্ত প্রশংসাপত্রে তাঁহার স্তব করারকল্প হইয়াছিল তাহাতে কাহারো অনভিপ্রায়হেতুক সে কথা দেওয়া যায় নাই। এবং শ্রীশ্রীযুত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়া আমারদের দেশের নিন্দনীয়া অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না। এইরূপ কলিকাতার জরনেলে ছাপা গিয়াছে।

আর এক বিষয় তৎসময়ে স্থির হইল যে অন্য এক সংপ্রদায় নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা গবর্ণরমেন্ত পারসীয় সেক্রটারির নিকটে গিয়া নিশ্চয় করিবেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের এই পত্র কোন দিন শুনিতে ইচ্ছা করেন। সে সংপ্রদায় এই শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল।

১ মার্চ ১৮২৩। ১৯ ফাল্গুন ১২২৯

মরণ ॥—১৮ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার কলিকাতার বহুবাজারে বিবী জোহানা বটেলো এক শত বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন যে কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন তখন এই বিবী আপন সন্তানেরদিগকে লইয়া মোং বজবজিয়ায় কোম্পানির কিল্লাতে পলাইয়াছিলেন এবং যাবৎপর্য্যন্ত কলিকাতার পুরাণা কুঠীতে সাহেব লোক স্থির হইয়া না বসিলেন তাবৎ সেইখানে বাস করিয়াছিলেন।

৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

মৃত্যু ॥—কলিকাতার জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল এবং ইনি একচল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে শ্রীযুত পামর কোম্পানির কুটীতে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহার মধ্যে তাহার নাম ও সংভ্রম ও বিশ্বাসের হানি কখনও হয় নাই। এবং তিনি চালাক ও প্রজ্ঞ ও নম্রশীল ছিলেন অতএব তাঁহার মরণে অনেকের খেদ হইয়াছে।

৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

টর্ণি।— ··বাগবাজারনিবাসি হরিশ্চন্দ্র মিত্র জমিদার মরিয়াছেন তাঁহার টর্ণি বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত রাজচন্দ্র মিত্র হইয়াছেন।

৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০

পঞ্চত্ব ॥— আমরা অত্যন্ত খিদ্যমান মানসে প্রকাশ করিতেছি যে মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর শন ১২৩০ শালের ৪ ভাদ্র ইং শন ১৮২৩ শালের ১৯ আগস্ত মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন কালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় ও প্রতিবাসি লোক যে কেবল খিন্ন হইয়াছেন সে নহে কিন্তু তাঁহার নাম যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে তিনিও ইহাতে খেদপ্রাপ্ত হইবেন যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বিচত্বারিংশদ্বৎসরের অধিক হইয়াছিল না এবং তিনি নিজে গুণজ্ঞ এবং বিদেশী ও স্বদেশী নানা গুণিজনের এক অবলম্বন স্থান ও তিনি প্রকৃত মহাশয় ছিলেন তাঁহার সকল গুণ বর্ণন করিতে হইলে পত্রবাহুল্য হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ২৯ ভাদ্র ১২৩০

মরণ ॥—শহর কলিকাতার যোড়াবাগাননিবাসি মথুরামোহন সেনের পুত্র রূপনারায়ণ সেন অষ্টম দিবস বিকারপ্রাপ্ত জ্বরভুক্ত হইয়া সন ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল ইহার মরণে অনেকে খেদিত আছেন।

৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০

বড় খানা।—বড় অদালতের কৌঁশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতিত্বরায় বিলাত গমন করিবেন

তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেবকে এবং উভয়ের আত্মীয় শ্রীযুত পেম্বরটন ও শ্রীযুত টরটন ও শ্রীযুত হুইটলি ও শ্রীযুত ওডৌডা সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় অদালতের কৌশিলি এবং শ্রীযুত ইস্‌মন্ট সাহেব প্রভৃতি কএক জন উকিল সাহেবেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও নানা প্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত হইয়া গান এবং উৎসাহজনক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন পরে মেং ফারগিসন সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে খানাঘরহইতে সাহেবেরা নাচঘরে গিয়া অপূর্ব্ব ২ নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণানন্তর সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ··

আমার বোধ হয় যে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেবের প্রীত্যর্থে অনেকেই খানা দিতে পারেন যেহেতু ইহার বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ধার্ম্মিকতা দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেকে বিশেষরূপে বিদিত আছেন এবং অনেক দীন দরিদ্র লোক উপকারদ্বারা নিতান্ত বাধিত আছে অতএব এমত লোকের যাহাতে প্রীতি জন্মে তাহা তাঁহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা অবশ্য করিবেন।

৩১ জানুয়ারি ১৮২৪। ১৯ মাঘ ১২৩০

শ্রীযুত ফারগীসন সাহেবের ইউরোপ প্রস্থান।—২৪ জানুআরি ১২ মাঘ শ্রীযুত ফারগীসন সাহেব অদালতের ঘরে গিয়া তৎসম্পর্কীয় সাহেব লোকের ও অন্য ২ সাহেব লোকেরদের সহিত ও এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোকের সহিত বহুবিধ শিষ্টাচার করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

২৯ নবেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০

শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেবের উদ্যান দর্শন॥— ৮ অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের গুপ্ত বৃন্দাবননামক উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূল বিবরণ।

দিবা দুই প্রহর পাঁচ ঘন্টার সময় সাহেব বিবি সাহেবের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তৎকালে বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃপুত্র দৌহিত্র বন্ধু বান্ধব ভৃত্য বর্গে বেষ্টিত হইয়া সাহেবের আগ্‌বাড়ান হইলেন। লার্ড সাহেব বাবুর সহিত এবং পাত্র বিশেষের সহিত সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে বিবি সাহেবকে এক তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া বাবুরা উভয় পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করত নানাশ্চর্য্য দর্শন করাইতে লাগিলেন।

প্রথম মৎস্য ক্রীড়া তৎপরে জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলনপ্রভৃতি দেখিতে ২ রাত্রি হইল তথাচ বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বৃদ্ধি করণ হেতুক লণ্ঠনের আলোকদ্বারা গোশালা ও অন্তঃপুরের পুষ্করিণী এবং পরিবারেরদিগের বাস স্থানপ্রভৃতি দেখাইলেন অপরঞ্চ তাঁহারা গৃহে গমনোদ্যত হওন সময়ে আতর গোলাব

অতিউত্তম গোলাব পুষ্পের তোররা এক খুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবেরা বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

ইশতেহার।—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে জানাইতেছেন যে তিনি বহুকালাবধি মোং কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী ছিলেন সে বাটী কোন কাজিয়াতে ছাড়া হইয়াছে মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে আছে সময়ানুসারে হইবেক। এইক্ষণে সন ১২২৭ শাল অবধি মোং কলিকাতা জোড়াসাঁকো চাসাধোপা পাড়ার ৩৬ নম্বরের বাটী খরিদ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন ইহা সকলকে বিজ্ঞাপন কারণ জানাইতেছেন। আর কিঞ্চিৎ বাসনা এই যে বহুকাল অর্থাৎ সতর আটার বৎসর যশোহর জিলার হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে মেং ইংলাস এনকো সাহেবের সরকারে প্রসিদ্ধরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন সে দেশ গঙ্গাহীন তৎপ্রযুক্ত এই ক্ষণে বাসনা যে যদি শহরে কেহ উপযুক্ত উপলক্ষ্য দিয়া রাখে তবে তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার সীমা নাই ইতি।

২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু॥ -আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত রাকিম্বর সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বহুকালাবধি দেওয়ান হইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠারোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে এতন্নগরের আবাল বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমারদিগের এবং অনেককে যেমত সুখে রাখিয়াছিলেন তদনুরূপ তাহার পরকাল সুখে যাপন হয়।—তিং নাং

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায়ের মোকদ্দমার জয়॥—মহারাজ রাজবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের পোষ্য পুত্র লইবার জন্য অনুমতি ছিল। পরে সেই অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায় রাজা মুকুন্দবল্লভ রায়ের রাণীর পোষ্য পুত্র হয়েন। তাহাতে ঐ মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু ঐ পোষ্য পুত্র অন্যথা করিবার মানসে আদালতে মোকদ্দমা করিয়া শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদিগের নিকট হইবার মহারাজের অনুমতি ছিল না এমত সপ্রমাণ করাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারা শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবুকে বিত্তাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যদ্যপি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করে তবে পুনর্ব্বার তাহার নালিস গ্রাহ্য করা যাইবেক। ইহাতে সংপ্রতি ঐ পোষ্য পুত্র বিত্তপ্রাপ্তি জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রভৃতি অনেকের প্রমাণ এবং অন্যান্য নিদর্শন পাওয়াতে তিনি যথার্থ পোষ্য পুত্র ও মৃত রাজার উত্তরাধিকারী এমত বোধ হইয়াছে।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ৬ পৌষ ১২৩০

মেং য়্যারনট সাহেবের ইউরোপ প্রেরণ।—২২ দিসেম্বর তারিখের হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা জরনেল কাগজের এক অংশী বা লেখক মেং য়্যারনট সাহেব কলিকাতাহইতে মোং চন্দননগরে গিয়া তাঁহার আত্মীয় কাং কামনর সাহেবের সহিত কিছু কাল ছিলেন গত ১০ দিসেম্বর বুধবারে প্রবল আজ্ঞার দ্বারা পুলিসের এক বিজ্ঞ মাজিস্ত্রিট শ্রীযুত পাটন সাহেব পুলিসের তরফ হামরাও লোক সঙ্গে লইয়া তথায় মেং য়্যারনট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা আনিয়া ঐ দিবসেই শ্রীযুত অনরবল কোম্পানির কেমনামক জাহাজদ্বারা স্বজন্মভূমি প্রেরণ করিয়াছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ । ৩ ফাল্গুন ১২৩০

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।—৭ ফেব্রুআরি শনিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এতদ্দেশীয় ও অন্য ২ দেশীয় প্রধান ২ লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর রাজসভারোহণ করিয়া রীত্যনুসারে সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষাপূর্ব্বক এই ২ লোকেরদিগকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন।····

মৃত রাজা লোকনাথের পুত্র শ্রীযুত কুমার হরিনাথ রায়কে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজের উকীল শ্রীযুত বাবু হরিনাথ মল্লিককে এক নিমাস্তিন ও এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

কোচবেহারের রাজার উকীল শ্রীযুত দেবনাথ রায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।···

ত্রিপুরার রাজার উকীল শ্রীযুত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক জোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।···

অপর আতর তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক সকলের সম্মান করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০

খানা।— ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম ২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্রণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

১ মে ১৮২৪ । ২০ বৈশাখ ১২৩১

সভা।— ২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের বাটীতে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও শ্রীযুত চিপজুষ্টীস সাহেব

প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চ পদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহিমান্বিতা বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাদ্যোদ্যমে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু লালচাঁদ বসু ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নির্ণীত সময়ে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাঁহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্ষে অভ্যর্থনা করিলেন বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীযুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেককে আতর ও গোলাপ ও পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

১৪ আগষ্ট ১৮২৩। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১

সহগমন।— কএক দিবস হইল মোং খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রের দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগবিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে তাঁহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলাতনা হইয়া শবসহ জলজানে জ্বলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর বহাদর॥ –কাশীতে শ্রীশ্রীযুতের প্রতিনিধি শ্রীযুত ব্রুক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় রাজানুমত্যনুসারে গত ১১ মার্চ তারিখে কাশীধামে রাজদরবারে বসিয়া শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালকে রাজা ও বহাদর আখ্যা দিয়াছেন এবং সাত পার্চ্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক শিরপেচ ও এক ছড়া মুক্তার হার ও ঝালর দেওয়া একখান পালকী দিয়াছেন।

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩

দরবার ।— ১৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার দিবা এগার ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এক দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এই ২ লোকেরা আসিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন।···

দেওয়ান গোবর্দ্ধন মিত্র ত্রিপুরার রাজা কাশীচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তিহেতুক এক যোড়া শাল ও এক গোসবারা পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার মৃত রাজার উকীল রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় আপন প্রভুর মরণহেতুক এক যোড়া শাল পাইয়াছেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র সীতাচরণ ঘোষাল শ্রীশ্রীযুতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণহেতুক পাঁচ পার্চার খেলাৎ ও এক সরপেচ পাইয়াছেন।···

২ অক্টোবর ১৮২৪। ১৮ আশ্বিন ১২৩১

মৃত্যু।— ২৫ সেপ্তম্বর শনিবার প্রাতে জোজেফ বেরাটো সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন তাহাতে ২৬ সেপ্তেম্বর রবিবার প্রাতে রোমাণকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোর্ত্তুগীশীয় গির্জার তাঁহার গোর হইয়াছে। তৎকালে সমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক অনেক ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোক ও নানাদেশীয় খৃষ্টীয়ানেরদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে অনেকের সমাগম হইয়াছিল।

এই সাহেবের মৃত্যুতে কলিকাতানিবাসি যে সকল লোক তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা সকলেই মহাখেদিত হইয়াছেন এবং আমরা মনে করি যে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার হইলে অনেকেই খেদিত হইবেন যেহেতুক ইনি অতিধনাঢ্য এবং পরোপকারী ও সুশীল ও নিরহঙ্কার মনুষ্য ছিলেন।

৯ এপ্রিল ১৮২৫। ২৮ চৈত্র ১২৩১

মৃত্যু।— মোং কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী বাবু রামদুলাল সরকার অতিভাগ্যবানরূপে খ্যাত ছিলেন সংপ্রতি গত ২০ চৈত্র শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন।

২৮ মে ১৮২৫। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

আশ্চর্য্য মৃত্যু।—ভাজনঘাটনিবাসি জনমেজয় রায় নামক এক জন বৈদ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।…গত রবিবার…প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিল। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান আটাইশ বৎসর হইয়াছিল।

৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

গুণবানের মৃত্যু।— হাটখোলানিবাসি বাবু মদনমোহন দত্তের পৌত্র হরলাল দত্তের পুত্র মণিমাধব দত্ত গত ২৬ বৈশাখে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ।

২৪ বৈশাখ শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল তদুপলক্ষে ২৬ তারিখে জ্বর হওয়াতে ২৭ বৈশাখ দিবা দুই প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অস্মদাদিরও মহাখেদ হইয়াছে যেহেতু ঐ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান্‌রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কোন ২ কর্ম্মস্থানে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ দত্ত বাবু অতিসুশীল মিষ্টভাষী বিজ্ঞ প্রেমাভিলাষী গুণজ্ঞ রসজ্ঞ বিজ্ঞ রসিক ছিলেন তাঁহার কৃত এক আদিরসসংযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইলে তাহার রসিকতা প্রকাশ পাইত অতএব এমত গুণবানের মৃত্যু হওয়াতে সুতরাং অনেকে খেদিত হইয়াছেন।—সং কৌং।

৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

ধনবানের মৃত্যু।— গত মঙ্গলবার দিবাভাগে মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুর রোগবিশেষে পরলোকগত হইয়াছেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৮ পৌষ ১২৩২

দরবার।—গত ২৪ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘন্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটীতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ সুবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্তলোক বিশেষত: শ্রীশ্রীযুত মহারাজরাজচক্রবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় বাহাদুরের অধীন যাঁহারা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ ২ স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর্ জেনেরাল বাহাদুরের নিকট হাজির হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারদিগকে খেলাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভ্রম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি লোকোপকারার্থে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান করিয়াছেন।..

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ৬ ছয় পারচার খেলাৎ এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।...

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

রাজা বৈদ্যনাথ রায়।—গত সপ্তাহে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে গত ফেব্রুআরি মাসে বিংশতি হাজার টাকার এক কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ এবং কৃত্রিম জানিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল সেই নালিশেতে জুরীর সাহেবেরা রাজাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন।

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

দরবার।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সাত ঘন্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে দরবারে যে ২ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশ্রীযুতকর্ত্তৃক কে কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে...।

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ
এক জিগার ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ।
এক জিগা ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

৮ ডিসেম্বর ১৮২৭। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৪

রাজা শিবচন্দ্র রায়।— গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজা শিবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত হইয়া কালযাপন করিয়াছেন তাঁহার পৈত্রিক যে ধন ছিল তাহা পাঁচ সহোদরে সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক করিয়াছিলেন তাঁহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই বরঞ্চ সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা ব্যয় করিতেন যদ্যপি তাঁহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত গমনাগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ম্মনাশা নদী আছে তাহার জল স্পর্শে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত হইয়া তাঁহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহায্যদ্বারা এক রজ্জুময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ নদীর উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ব্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন না তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সজ্জান্বিত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদত্ত মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশাপর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম

করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্ব্বক করিতেন অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যন্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও ঐ সময় ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন দিবাবসানে অর্থাৎ দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাঁড় খোসামুদে তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহুরির মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মসহরা পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতমাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কিপর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।—সং চং

৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

রাণীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।— এতন্নগরস্থ মৃত মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের কএক বাটী আছে তন্মধ্য নিজ বাটীতে তাঁহার মহারাণী থাকিতেন তিনি কোন বিশেষ পীড়ায় ক্লিষ্টা ছিলেন ১৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের পর পরলোকপ্রাপ্তা হইলেন পরে তাঁহার বর্ত্তমান দুই পুত্র শ্রীলশ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকাযোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজ ঘাটে জাহ্নবীর তটে চন্দনাদি কাষ্ঠে ও ঘৃত ধূনাদিদ্বারা দাহ করিয়াছেন মহারাণী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বটেন যেহেতুক রাজপত্নী ও রাজজননী ইহাতে ভাগ্যের সীমা কি পুণ্যবতী ও অতিযথার্থ কেননা প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যু।— মোং বহুবাজারনিবাসি দুর্গাচরণ পিতড়ী যিনি একাল পর্য্যন্ত কলিকাতার সরিপ দপ্তরের মুৎসুদ্দী হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন তিনি কালবশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম শ্রীযুত বাবু গৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশীও তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।—তিমিরনাশক।

৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২

মৃত্যু॥—কাঁচড়াপাড়ানিবাসি রামসুন্দর ঘটক মহাশয় যিনি নবলভ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজ্যান্তঃপাতি আরাকাণ প্রদেশে বর্ত্তমান নিয়োজিত পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্সি সাহেবের তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি জ্বররোগে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং।

২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২

মৃত্যু।— সেরাজুদ্দিন আলী খাঁ নামে কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি সংপ্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন তিনি আরবি ও পারসি বিদ্যাতে অতিনিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি

বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে অনেক দিবসপর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতি ছিলেন পরে কাজিউলকোজ্জাত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জরাগ্রস্ত হইলে কোম্পানি তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিবস হইল তিনি আপন দেশ লক্ষ্ণৌতে যাইতে বাসনা করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকট নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পর্কীয় তাবৎ সাহেব লোকের উপর পারসী ও ইংরাজীতে এইরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন যে ইহার কর্ম্মেতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং ঐ পত্রে কোম্পানির সাধারণ মোহর দিয়াছিলেন বিশেষতঃ কাশী ও লক্ষ্ণৌর শ্রীশ্রীযুতের উকীলেরদের উপর বিশেষপত্র দিয়াছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার পীড়া হইয়া তিনি কলিকাতাতেই কালপ্রাপ্ত হইলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ৮ ফাল্গুন ১২৩২

…মেছোবাজারে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের যে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুতা হইতেছে…।

২২ এপ্রিল ১৮২৬ । ১১ বৈশাখ ১২৩৩

লার্ড বিসোপ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে গত সপ্তাহে কলিকাতায় এই দুঃসমাচার পঁহুছিয়াছে যে ৩ এপ্রিল তারিখে মন্দ্রাজের দক্ষিণ ত্রিচিনাপল্লীনামক স্থানে লার্ড বিসোপ সাহেব হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন।…

১৩ মে ১৮২৬ । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মধুসূদন সান্ন্যালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেলিয়াস নামে পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নিলামে এই ২ বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা নবদ্বীপে যে তালুক সর্ব্বত্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ও হিস্যার মধ্যে ও হিস্যার উপরে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং জিলা জলালপুরের পরগণে নসিবশইতে বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক সর্ব্বত্র নসিবশই নামে খ্যাত তাহাতে দুই শত বাষট্টি মৌজা সেই তালুকেতে ও তালুকের মধ্যে ও তালুকের উপরে ঐ পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং ঐ উপরে লিখিত জিলাতে বা টাঙ্গার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলের কুঠী আছে ও তাহার সঙ্গে যে খণ্ড ও অংশ ভূমি অনুমান বিশ বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমী হউক এবং তাহার সঙ্গে নীল প্রস্তুত করিবার যে সকল দ্রব্যাদি আছে সে সকলেতে ও সে সকলের মধ্যে ও সে সকলের উপর পূর্ব্বোক্ত

আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং পূর্ব্ব লিখিত জিলাতে মহবৎপুর পরগণায় ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং কলিকাতা নগরের মধ্যে যোড়াসাঁকোতে সুতালুটির সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা গৃহ বাটী বসতি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমি হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

১৭ জুন ১৮২৬ । ৪ আষাঢ় ১২৩৩

মিত্রের প্রতি।—১২২৪ শালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্তব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার তাবৎ বিষয় ও জমীদারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩১ শালের প্রথম বৈশাখ অবধি বাবু মৌসুফ বয়ঃপ্রাপ্তহওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন পৈতৃক তাবৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়া ২৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসলন্দে বসিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বাবুজী নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাসাবধি মজলিস ও নৃত্যগীতাদির বাহুল্য হইয়াছিল।

৭ এপ্রিল ১৮২৭ । ২৬ চৈত্র ১২৩৩

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর ৪৮ বৎসর-বয়স্ক হইয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইহেতুক গত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে ৪৮ তোপ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই।

১১ আগষ্ট ১৮২৭ । ২৭ শ্রাবণ ১২৩৪

বাবু কানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন।—আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ২৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্য্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘন্টার সময়ে বহির্দেশে গমন করিয়া সেখানহইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এইপ্রকার দুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাসাদিমৃত্যু লক্ষণ হইবাতে ঐ বাটীর মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা

হইয়াছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সহ্বশীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। সং চং

১৯ এপ্রিল ১৮২৮ । ৮ বৈশাখ ১২৩৫

জেনরল ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু।—জেনরল ষ্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টনভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইহাঁকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর এমত সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্ব্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শত ২ অনাথ ইহাহইতে প্রতিপালিত হইত গত দুই বৎসরাবধি জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটীতে বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নানাপ্রকার পুরাতন চমৎকার ২ দ্রব্য সকল অর্থাৎ উত্তম ২ প্রতিমা ও অভরণ ও অস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোক দ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার এ আশা নিরাশা হইয়াছে।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮ । ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

মৃত্যু।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় এমন লোক নাই যে সরকীল সাহেবকে না জানেন দশ পোনর বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন কিন্তু সমাচারে আমরা দেখিতেছি যে তাঁহার স্ত্রী গত সপ্তাহে ৭৬ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন।

৮ নবেম্বর ১৮২৮ । ২৪ কার্ত্তিক ১২৩৫

৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি দুইপ্রহরের পর পাথরঘাটানিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর৫৭বৎসর বয়স্ক হইয়া উদরাময় ও জ্বর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৺রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠীপতিত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যশ কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে ইহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাঠী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন শুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন ২ ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া টোল করিয়া পড়াইতেছেন তাঁহারদিগের টোল ও অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আনুকূল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এপ্রযুক্ত বাবু ও ঠাকুর

উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা ইঁহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা তাঁহারদিগের দুই জনের দুই পুত্র হইয়াছে। সং চং

৯ মে ১৮২৯ । ২৮ বৈশাখ ১২৩৬

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পরিবর্ত্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশে একটা বাণিজ্য কুঠীর স্থাপনার্থে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। এখন সেই মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছেন।

৯ জানুয়ারি ১৮৩০ । ২৭ পৌষ ১২৩৬

ইশতেহার।— স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলাম-ঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পাবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতিউত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পঁহুছান যায়।

ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে সুকেশের ষ্ট্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিকে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।

১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন। আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর

পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক ঐশ্বর্য্যশালি লোক তদ্ভোগ না করিয়া অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে। [সমাচার চন্দ্রিকা]

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৩ ফাল্গুন ১২৩৬

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি।—গবর্ণমেন্ট গেজেটের এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাণাঘাটের ও সংপ্রতি দিনামারের বসতি শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি শ্রীযুত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির দরখাস্ত করাতে গত শনিবার ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন তাহা ঐ আদালতে স্বীকৃত হইয়া ইনশালবেন্ট অর্থাৎ যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃতহওনের যোগ্য হইয়াছেন।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

বিজ্ঞাপন। বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা হুগলি এবং চব্বিশ পরগনার মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত মিসোর্স টালা এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা তাঁহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রয় করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী সম্বাদে পাইতে পারিবেন।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

উপকার স্বীকার।—হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট হওনাবধি ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা অত্যল্প হইয়াছিল যেহেতু প্রায় ভদ্র লোকের সন্তানসকল পারসী ও ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল শাস্ত্রব্যবসায় করিতেন তাঁহারদিগের বালকগণের বিদ্যা হওয়া দুষ্কর ছিল এবং কোন উপায় ছিল না। পরে শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রধান উপায় হইলেন যেহেতু তিনি এতদ্দেশীয় বিদ্যোপার্জনার্থে বহুকাল শ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন তত্তুল্য ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না।

সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রাচীন ও বহু ভাষার মূল এতদ্বিষয়ে অন্য ২ দেশীয়েরদিগের ভ্রান্তি ছিল ইনি স্পষ্টরূপে সে ভ্রান্তির শান্তি করিয়াছেন এই মহানুভব মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা ঐ শাস্ত্ররক্ষা ও প্রতিপালনার্থে রাজার মনোযোগ ও সাহায্য হইয়াছে।

অপর উইলসন সাহেব আপন চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

এবং হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে তৎপ্রযুক্ত ও সুশীলতা নিমিত্ত হিন্দুরদিগের প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ নাই। তৎপ্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে যেহেতু শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যার্থ বালকের বিদ্যাভ্যাসার্থ ও বিদ্যার্থির প্রতিপালনে ও কৃতবিদ্য ছাত্রের ভাবি উপপত্তি নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী। অপর

সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রকাশ হইলে ও রচনা করিলে লোকোপকার আছে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট তাহাও সফল করিয়াছেন তাহার বিশেষ বর্ণনের প্রয়োজনাভাব তাঁহার মনোযোগ ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তের স্থল হিন্দুদিগের কালেজ। অতএব এমত উপকারকের উপকার স্বীকার করা উচিত। ইনি ধনবান প্রধান পদস্থ ও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ইঁহার পরিশ্রমাদি জন্য উপকারের প্রত্যুপকার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা উপকার স্বীকার করি এমতও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নহে যেহেতুক কোন প্রকারে অভিমান বোধ হয় না বরঞ্চ আমরা বলিতে পারি তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।

কিন্তু কাহারোকর্ত্তৃক উপকৃত হইলে মনুষ্যের সেই উপকার স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য না করিলে ইহার পরে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা কেহ করিবেন না অতএব কতিপয় প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই পরামর্শ স্থির হইয়াছে যে মেং উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়া বিদ্যাবিষয়ক কমিটির অনুমতিক্রমে কালেজ ঘরে স্থাপিত করা যায় এ জন্যে তাবৎকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ ছবি প্রস্তুত করণের ব্যয়ার্থে সকলে অর্থাৎ যাঁহারা উক্তোপকার স্বীকার করেন এবং যাঁহারদিগের বালকেরা কালেজে পড়েন কিম্বা বিদ্যানুরাগী হয়েন তাঁহারা যদ্যপি কিঞ্চিৎ চাঁদা দেন তবে চাঁদার বহী শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের নিকট এবং শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে তাঁহারদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন পশ্চাৎ তাঁহারদিগের নাম সমাচারপত্রে প্রচার হইবেক। চৌরঙ্গীতে বিচি সাহেব ছবি লিখিতেছেন ত্বরায় প্রস্তুত হইবেক ইহার চাঁদাতে যিনি যাহা দিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	৩০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামনাথ বসাক।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ দত্ত।	...	৫০
সং চং।		১৫০০

৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎসব।—গত ১ জানুআরি শুক্রবার

রজনীযোগে গবর্ণমেন্ট হৌসে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডাধিপের বর্ষবৃদ্ধিনিমিত্তক এতন্নগরস্থ ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্ম্মসংক্রান্ত সাহেব-লোককে নাচ ও খানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। ··গবর্ণমেন্টহৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীযুত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করাতে তাবতেই মহাসুখী হইয়াছেন।

ঐ সভায় এতদ্দেশীয় যিনি ২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জঙ্গ বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মুদ সেরাজি ও আকবর আলি খাঁ ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাঁদ বসু ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও বাবু রূপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার দুই পুত্র বাবু সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামকমল সেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।)

ཐ་སྙོ

১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫

রথ।—২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসরে রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন ২ বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পসারী কলিকাতাহইতে এবং অন্য ২ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথহইতে নামাইল ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোক যাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬

রথযাত্রা।—১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক ২ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুরপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর ২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক ২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো ২ লাভ হয় ও কাহারো ২ সর্ব্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

সামান্য সমাচার।—...শ্রীমতী মহিষাদলের রাণী ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেকে পাঁচ ২ শত করিয়া এক সহস্র দীন দরিদ্রেরদিগের কারণ কর দিয়া তাহারদিগকে দর্শন করাইয়াছেন। খেদের বিষয় এই যে ঝড় বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম ও লোকাধিক্যপ্রযুক্ত এ বৎসর অনেক লোক হত হইয়াছে। সং কৌং।

২৫ নবেম্বর ১৮২০। ১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭

জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে।...

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্নানযাত্রা।—আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

স্নানযাত্রা।—১৫ জুন ৩ আষাঢ় শুক্রবার মোং মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু স্থানে ২ অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮

দোলযাত্রা॥—মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

বারুণী।—গত বারুণীতে এ বৎসর অগ্রদ্বীপে অধিক লোক হয় নাই তথাপি অনুমান হয় যে পঞ্চাশ হাজার লোক হইয়াছিল। এবং মোং কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।

২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬

চড়ক।—গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭

কানপুর।—আমরা শুনিয়াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্দেশীয় যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যে ২ পূজা ও পর্ব্বাদি করা ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়েরা করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত উদ্যোগ হইতেছে।

২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪

চড়কপূজা।—চড়ক পূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে কেহ ২ মত্ত হইয়া পথেতে এমত কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার সময় এইরূপ অতিনির্লজ্জ তিন চারি জন সন্ন্যাসিকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি হইবেক···। হরকরা প্রকাশক লিখিয়াছেন যে এরূপ কর্ম্ম হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যাহার তাহাতে অনুরাগ হয় সে কোন নির্জন স্থানে বনে কিম্বা নিজ ভবনে গিয়া তাহা করুক কিন্তু এরূপ ভদ্রলোকের সম্মুখে না করুক।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসিরা প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাটহইতে আসিয়া থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপটবেশী ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া অতিকুৎসিৎ সং সাজিয়া

ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের আজ্ঞা শাসকেরা ঐ দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহারা দুই সপ্তাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে অমুক বাবুর গাজনের সন্ন্যাসী সাজা পাইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা ও গাজনের সন্ন্যাসী নহে কুৎসিৎ সং বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসিরা অন্য গাজনে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অনেক সন্ন্যাসির ঐ গাজন জানিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল অতএব বলি অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট তাহা এত কালের পর প্রমাণ পাওয়া গেল ইতি। (বাংলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ৯ আশ্বিন ১২২৭

দেবীপূজা।—হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যে রূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠদ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অম্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারি পিট করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাঁহার আগমন হয় সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

দুর্গোৎসব।—এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।...

২৬ অক্টোবর ১৮২২। ১১ কার্ত্তিক ১২২৯

স্ফূর্ত্তির দুর্গোৎসব।—কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে স্ফূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ।—পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ক্রটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুঁচড়া নপাড়া চন্দননগরপ্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল…। তিং নাং

২০ নবেম্বর ১৮১৯। ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক ২ সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানের অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।…

১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮

বৈষ্ণবাটীর বারএয়ারি পূজা ।—বৈষ্ণবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতিআশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিষ্প্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

বারএয়ারি পূজার বিরোধ ।—সংপ্রতি মোং জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্ত পাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারী পূজাতে বারএয়ারী মারামারি প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্দমা সদরে হইতেছে।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

শান্তিপুরের পূজা ।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শান্তিপুরে অতিসমারোহপূর্ব্বক যে বারওয়ারী মহাপূজা হইয়াছে তাহার বিষয় লিখিত আছে অনেকে কহিয়াছেন এ শান্তিপুরের বারওয়ারী

পূজা যে প্রকার ঘটাপূর্ব্বক হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ঐ পূজা আর কখন এপ্রকার হয় নাই কিন্তু সে কল্পনামাত্র যেহেতুক পূজা সমারোহপূর্ব্বক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে কেননা এমত কথিত ছিল যে ঐ প্রতিমা ৪৫ হাত উচ্চ কিন্তু তাহা ১৫ হাতের অধিক উচ্চ হয় নাই এবং পঁচিশ কি ত্রিশ হাজার রাজমজুর আসিয়া ঐ গৃহ গ্রন্থন করিল ইহাও কল্পনামাত্র।

৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬

পূজা।—২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে এক স্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন ২ পাড়ার পূজায় ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানহইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর ২ প্রকার তামাসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক ২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬

ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন ২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে ২ ও ছাত্রে ২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

গুপ্ত পূজা।—মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও

তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই ২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্ব্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।

১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

চুরি।—মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে ২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮

গুপ্তপূজা।—সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিখান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্থ তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিত্তলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ ২ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

পূজা।—গত ৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু মোং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই খান ও জড়াও বাজু দুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক রূপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্ট বস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণেতে নাট মন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা হইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।—মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাঘ রবিবার সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরাণী সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা।—আলাপসীংহ পরগণার জিলা ময়মুনসিংহের মোতালকের এক তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুন মাসে বারানসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পাঁচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে নগদ চারি টাকা ও এক ২ লুই দিয়াছেন তাহার পর এক শত কুমারী ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে নগদ জিনিসে দশ টাকা দিয়াছেন রবাহুত ব্রাহ্মণকে এক টাকা সামান্য কাঙ্গালিকে আট আনা প্রত্যেক জনকে দিয়াছেন। এবং যে সকল অধ্যাপকেরা কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে তিন শত চারি শত টাকা প্রত্যেককে দিয়াছেন।

২৪ জুন ১৮২৩। ১১ আষাঢ় ১২৩০

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন।—গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরীয়া ঘাটার আপন নূতন বাটীতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে এক ২ যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ্য ৪৫ ঘর গোস্বামিরদিগকে এক ২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটী খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন গঙ্গাবংশ্য প্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাহারাও প্রায় তাদৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া

বিদায় করিয়াছেন অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল। সং কৌং

৭ এপ্রিল ১৮২১। ২০ চৈত্র ১২২৭

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক ২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈষ্ণবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈষ্ণবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দ্দয় ঐ বৈষ্ণবাটীতে যে ২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে ২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল। তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কচিৎ কেহ ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় অন্য ২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

৩ এপ্রিল ১৮২৪। ২৩ চৈত্র ১২৩০

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিগের লোক দশ দিবসের পথ হইতে আসিয়াছিল। ও চাকদহ ও ত্রিবেণী ও বৈষ্ণবাটিতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈষ্ণবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈষ্ণবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

চৈত্র মাসে গয়া মোকামে মধুগয়া উপলক্ষ্যে যেমত যাত্রিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ ওলাউঠা বৃদ্ধি হইয়া অনুমান ত্রিশ চল্লিশ জন প্রতিদিন মরিয়াছে। বাঙ্গালি যাত্রিক চল্লিশ হাজার ও মহারাষ্ট্রীয় ত্রিশ হাজার ও অন্য ২ দেশীয় ত্রিশ হাজার একুনে কম বেশ লক্ষ যাত্রিক হইয়াছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬

প্রয়াগ।—বৎসর ২ নানা দেশ হইতে যাত্রিকেরা প্রয়াগ তীর্থে মাঘমাসে গমন করে সে সময় এখন গত হইয়াছে। অন্য ২ বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে গিয়াছিল এবং পূর্ব্ব ২ বৎসর

অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং সেখানে কোন ২ লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে গেলে তাহারা তাহারদিগকে কিছু ২ ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর ঐ রূপ দুই জন লোক পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে। এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় একজন রাজা প্রয়াগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল সে অনেক ধন দান করিয়াছে।

৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯

তীর্থ যাত্রা। জেলা মুরশিদাবাদের কান্দি গ্রামের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব ইত্যাদি এবং রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকিল ইত্যাদি প্রায় সাত আট শত লোক সমভিব্যাহারে এবং বজরা ও ভাউলিয়া ও পিনিশ ইত্যাদি আটাইশখান নৌকা সমভিব্যাহারে ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ১৭ বৈশাখ মোং পাটনাতে পঁহুছিয়া ঐ সকল লোক সমভিব্যাহারে ও গয়া ধামে গিয়াছেন এবং ঐ সকল লোকের গয়া শ্রাদ্ধ করণের যে ব্যয় তাহা শ্রীযুত দেওয়ানজী আনুকূল্য করিয়াছেন। সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অবিমুক্ত বারাণশী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিবেন।

২২ জুন ১৮২২। ৯ আষাঢ় ১২২৯

নরবলি ॥—শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়াছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।

১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২০ মাঘ ১২২৯

অনির্ণীত বলি ॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুআরি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাঁছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালী ঠাকুরানীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্ম্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।—আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত ২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাবেক। এবং তাহার বিশেষ ২ বিবরণ ছাপান যাইবেক।

৩০ জানুয়ারি ১৮১৯। ১৮ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।—কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রোশনাই হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপন ২ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচ প্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বরকর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রোশনাই প্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতিসুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রোশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐমত দুঃখি ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট আদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহু কালপর্য্যন্ত থাকিবে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।—ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পূরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।

২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরাওর্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারস কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট ২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক ২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওগনি রোশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানে ২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজআভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক ২ দিন এক ২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস নাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুর ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় শ্রীযুক্ত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে ২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া

স্ব ২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক ২ পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরদানার শাড়ী ও অসংখ্য মসালা ও ওগয়রহ ও এক ২ পিত্তলের থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোশাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের তুষ্টি হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহা হইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগতপ্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্গুন ১২২৬

বিবাহ।—গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে ২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান ২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহা হইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্গুন ১২২৬

বিবাহের ইস্তাহার।—৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার গবরণরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১।২ ফাল্গুণ এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮

ত্রিপুরা রাজার অভিষেক।—ত্রিপুরা ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্গা মাণিক্য ইংগ্লণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তারদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শাসনকর্ত্তারা সে বিষয় তদারক করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা ত্রিপুরার জজ ও মেজেষ্ট্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত উত্তম

সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ভ করিয়া রাজবাটী নিকটবর্ত্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত জজ সাহেবপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল। পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল।

অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিস্ত্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটী পর্য্যন্ত অতিবড় ৩০ ত্রিশ সুসজ্জ হস্তীর উপরে ডঙ্কা হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবেরা রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট সম্ভাষা করিলেন ও আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল। রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে আইলেন। সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা ঐ খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া ঐ খীলাত পরিধান করিলেন ও পাগ বান্ধিলেন এবং অপূর্ব্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। পরে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য ২ লোক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহাসনের উত্তর ভাগে দাঁড়াইলেন তৎকালে ব্রাহ্মণেরা অনেক শান্তিবাক্য পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে সিংহাসনের চতুর্দিকে শুভ্র বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে ব্রাহ্মণেরা পুনঃ ২ শান্তি করিলেন।

পরে রাজা সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাভ্যুক্ষণ করিলেন এবং রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলারা রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বস্ত্র আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান ২ লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাজা তৎকালে আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বসিলেন সে সিংহাসন হস্তি দন্তে নির্ম্মিত ও স্বর্ণে মণ্ডিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর। পরে যথাযোগ্য সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

সেই দিনে সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন ও তাবৎ লোককে উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা সাহেবেরদের গৃহে গিয়া তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রিযোগে উত্তম খানা হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক আমোদ হইল।

১০ নবেম্বর ১৮২১। ২৬ কার্ত্তিক ১২২৮

আশ্চর্য্য বিবাহ॥—মোকাম বর্দ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আপন কন্যার বিবাহ দিতে এই পণ করিল যে যে ব্যক্তি চারি শত টাকা পণ দিয়া আর ২ খরচ করিতে পারিবেক তাহার সহিত এই কন্যার

বিবাহ দিব ইহাতে যে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই পণে কতক দিন গত হইলে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পরপর পণের বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যূন করিতে স্বীকার করেন না সুতরাং কন্যারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার গ্রামের তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি এক সাম্র চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি ঘটক আনাইয়া কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্যা একটী অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আমার বিবাহ দেও টাকা দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারি শত টাকা দিতে পার তবে অমুক গ্রামে অমুকের কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্যাও উপযুক্তা বটে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয় লোক ডাকাইয়া পত্রাদি করিব। ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন। বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কীর পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল যে তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া কন্যা সেখানে গেলে বর স্নান করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীঘ্র আমার বাটী হইতে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পারে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এখানে বর পীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কন্যার নিকটহইতে এক স্ত্রী লোক আসিয়া বরের নিকটহইতে পঁচিশ টাকা লইয়া গেল। ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহাআনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার পিতার এই দুষ্কর্ম্ম হেতুক সকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কন্যা পুরোহিত ও নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দ্বিগুণ ২ দিয়া সকলকে বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ঐ রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমাদের বাটীতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার

বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা চোর তুই কাহার কন্যা কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়াচোর বেটাকে বান্ধ এখনি ইহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে এইরূপ কটু কহিতেছে এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত কন্যার এই কথা শুনিয়া তাহাকেও যথেষ্ট কটু কহিতে লাগিল তাহাতে কন্যা কহিল যে শুন যদি আমি অকুলে কিম্বা অজাতিতে বিবাহ করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাপণ ও জাতিকুল সকল স্থির করিয়াছিলা কেবল টাকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে এখন আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত না হইয়া গ্রামের থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়াছিল অথচ তাহার অনুরোধে একজন পেয়াদা দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই তবে তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।

পেয়াদা গেলে পর কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্ব্বক পিতা আনেন তবে একশত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর ২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছুই পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদর-পূর্ব্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল। এমত আশ্চর্য্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮

বিবাহ।—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতি-পূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মিরীপ্রভৃতি প্রধান ২ গায়ক আর ২ অনেক তয়কাও আসিয়াছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও

অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে। এবং বিবাহের দিবসে মোং কাশীপুরের শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসুজার বাগানের নিকট হইতে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীপর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ বান্ধা রোশনাই হইয়াছিল···।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

বিবাহ ॥—গত ১৩ কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব্ব দেশে আর কখনও হয় নাই জাহাঙ্গীর নগর ইস্তক পূর্ব্ব দেশের সমস্ত জিলার এবং কোর্ট আপীলের সাহেবান ও আর ২ সাহেবান ও ওমরাও লোক ও রাজ্যের সমস্ত প্রজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নানামতেই হইয়াছে আর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতি ভিক্ষুক যে সকল লোক গিয়াছিল সকলেই দান এবং আহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ মহারাজ চন্দ্রবংশীয় রাজা তাঁহাদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়···।

১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১

বিবাহ নির্ব্বাহ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক ২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিৎপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর নাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে ২ এমত

বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তুষ্ট হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্ব্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়েরদিগকে বাক্যামৃতদানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পুর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।

২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩

বিবাহ॥ মোং বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ গত বুধবার তারিখে হইয়াছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম নাচ গান দানপ্রভৃতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল।

২৭মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

বিবাহ॥—১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাদৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগ্দেশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে ২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়া-আড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত॥ আমারদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহপূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

মৈথিলির বিবাহ।—মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহার ২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে ঐ গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর ২ এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে

প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহবা পুত্রের বিবাহার্থী কেহবা কন্যার বিবাহার্থী কেহবা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে।

ইহারদিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দ্বারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটা চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধূতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটা আর পানবাট্টা একযোড়া বরযাত্র খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দূর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে।

বর আপন বাটীহইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্দ্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্ব্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোমটা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে ২ প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাট্টাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃসৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্য কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্ত্তা মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধূনা জ্বালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতূহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিত ধূনা জ্বালাইয়া সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতূহল গৃহে ৭।৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

চূড়াকরণ।—নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পৌত্র পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার হইয়াছে এই কর্ম্মেতে নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কিছু ত্রুটি হয় নাই আরো শুনা গেল যে ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৯ অক্টোবর ১৮১৯। ২৪ আশ্বিন ১২২৬

মুরশেদাবাদ।—১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাঁহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর সে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোন ২ স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৭ আশ্বিন ১২২৮

বেরা ভাসান॥—২১ সেপ্তম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহাহইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাপ্রকার বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ৩ আশ্বিন ১২৩২

বেরা ভাসান।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতায় অনেক প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধ্যে হিন্দু মহাশয়েরা পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়ে অন্য জাতির সঙ্গে ঐক্য করেন না তজ্জন্য অন্য জাতির দেবার্চ্চনা করা দূরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু যবনাদি জাতির দেবোৎসবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু ঐক্য হইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও জ্ঞাত আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থ-

তুল্যজাতি কোন যবনীবারাঙ্গনার নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়া মহরমের সময় তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে আহার বিহার করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই তাহাকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়েরা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে এবং তাহার ভৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘুতা স্বীকার করিয়া সে দায়ে উদ্ধার হয় তথাচ সে অপবাদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটীতে যিনি ২ গিয়াছিলেন তাহারদিগকে লোকেরা কলঙ্কী করিত সে একটা হঙ্গাম হইয়া কতক কাল ছিল· সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষণে কলিকাতাস্থ হিন্দুলোকের মধ্যে অনেকের যবনাদি নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি এই মহানগরে কত মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পর্ব্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভাসান হইয়াছে তাহাতে কএক জন হিন্দু বাবু আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য ব্যয় দ্বারা সেই পর্ব্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মশীল বাবুর পুত্র বিদ্যাসৌজন্যার্জিত যশে যশস্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর ঐ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখা অসাধ্য স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লইয়া বেরার পশ্চাৎ ২ গমন করিয়াছিলেন ভেরা নির্ম্মাণের বিষয় কি লিখিব সঙ্গে রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঙ্খা শক্কা দস্তিমসাল রণমসাল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেননা ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা সুসজ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে ব্যয় কে করে সুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাচ্ঞায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করে ধার্ম্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্ম্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেষাদ্বেষ না করে সুতরাং এসকল গুণ ঐ বাবুতে বর্ত্তে।

অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্য দূর হইতেছে বাবুরদিগের বেরা ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাহার যাহা বাঞ্ছা সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ। কস্যচিৎ রাগদ্বেষশূন্যস্য।— সং চং

২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১০ আশ্বিন ১২৩২

ধমকি বেরাপার।—শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়॥ তোমার চন্দ্রিকা পত্রে গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎপত্রে উজ্জ্বল করাতে অনেকের মুখ উজ্জ্বল

করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারদিগের মনের মালিন্য দূর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারদের অন্তকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়া মুখ মলিন হইয়া থাকিবেক যেহেতুক।

গত ৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাসিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথা নয় দৃষ্টিমাত্র আমীর উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কারণ বেরার সর্ব্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা রক্তপতাকা নীলপতাকা পীতপতাকা নানাপ্রকার পতাকাতে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা ২ খাসগেলাপওয়ালা খাসবরদার আসাবরদার চোপদার জমাদার ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ জগঝম্প বাজে তাসাকড়কা বাজে দেশী ঢুলিকমাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোসনচৌকী মৌন হয় লাজে। শতশত গেলাসের সিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাদি।

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য্য চমৎকৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ্ম ময়ূর যুত বাই ধর্ম্মপ্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া অভিনব নির্ম্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর চতুর্হস্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধরমকি বেরাপার ইতিমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই সুসজ্জ সজ্জাসজ্জিত বাই বাটীতে পুনরাগমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি।—সং চং

১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬

মহরমের উৎসব।—মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ ২ ইহার মূল সুজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন অতএব গত সোমবারের গবরনরমেণ্ট গেজেট হইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহম্মদের পৌত্র কালিফালীর ফতেমা নাম্নী স্ত্রীজাত পুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়া-প্রযুক্ত সর্ব্ব লোককর্ত্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০ সালে দমাসকসের নির্দ্দয় রাজা য়েজীদের প্রতিকূলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে হোসেন মারা পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতাবলম্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে মুসলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী হোসেন আপনার স্ত্রীকর্ত্তৃক হত হন তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

দুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র ২ পদ্ধতি আছে তাহা উত্তম ভাষায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যন্ত্রণা অতিকোমলরূপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচার হয়। অন্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকসূচক উৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায়

এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনাদের সামান্য পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততো বাদ্য ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে পারসীদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই হউক শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুলাই মহম্মদ প্রতিরাত্রিতে ধর্মানুষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্গৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহাদের গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়েরা এই উৎসবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে যে য়েজীদ যৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহাদের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫

সহমরণ।— কএক দিবস হইল দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকাহইতে নামিয়া দেখিল যে এক জন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্ত্তমধ্যে দাঁড়াইল তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্ত্তে তিন বার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল। পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হবে না কিন্তু এখন অন্যও দেখা যায়।

২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫

সহমরণ। শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

সহমরণ।—তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্য ২ জেলাহইতে জেলা হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।

পশ্চিম হিন্দুস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যূন এবং সেখানে এমন গ্রাম আছে যে সেখানকার লোকেরা কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্তু কখন চক্ষে দেখে নাই। সেখানে সহমরণ হইলে পর চিহ্নার্থে গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।

৮ জানুয়ারি ১৮২০। ২৫ পৌষ ১২২৬

সহমরণ।—…হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি মোং বল্লভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৬ জানুআরি ২৩ পৌষ বৃহস্পতিবারে তাহার পর লোক প্রাপ্তি হইয়াছে পরে তাহার দুই পত্নী সহগমন করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে এক জনের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর আর এক জনের বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল।

৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭

সহমরণ।–গত মহাবারুণী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পরদিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর ২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাম্প দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

সহমরণ।–দুই সপ্তাহ হইল জিলা বৰ্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী গ্রামের শ্যামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার স্ত্রী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা তাঁহার সহিত মোকাম গোপীপুরের গঙ্গার তীরে চিতারোহণ করিয়া আত্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে।

১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮

সহমরণ।—এই সহমরণবিবরণ এক সাহেবের পত্র প্রমাণে মোং কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরাও ছাপা করিতেছি কিন্তু কোন মোকামে ও কোন লোকের মধ্যে তাহা লিখিত নাই। কোন স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল পরে বৈকাল বেলাতে শ্রীযুত জজ সাহেব ও যে সাহেব এই পত্র লিখিয়াছেন এই দুই জন একত্র হইয়া তাহার বাটীতে গেলেন যে বাটীতে তাহার মৃত প্রাণপতি ছিল সে বাটীতে সে স্ত্রী ছিল না যেহেতুক চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য হইয়াছিল। সাহেবেরা সেখানে দেখিলেন যে ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাখিয়া আম্রশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছে। জজ সাহেব ঐ স্ত্রীকে কহিলেন যে আমি তোমার সহিত কিঞ্চিত কথা কহিতে বাসনা করি; তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী আপনি জজসাহেবের নিকটে আইল।

সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন যে তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা অতএব দগ্ধা হইয়া মরণে ক্ষান্তা হও তোমার বংশ্যেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা মনে করিয়া চিন্তা করিও না আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয় কহিল যে হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর আমি তিন জন্ম এই স্বামির সহিত সহগমন করিয়াছি। এই কথোপকথন হইতে ২ সূর্য্যাস্ত হইল তখন জজ সাহেব কহিলেন যে এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল যে অদ্য রাত্রি হইল অদ্য হইবে না কল্য সূর্য্যোদয় হইলে সহগমন করিব। তখন সাহেব ঐ স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন। কারণ সে স্ত্রী কোনহ মাদক দ্রব্য ভক্ষণ না করে। পরে তাহার আত্মীয় বর্গেরা সে মৃত শরীর সেই স্থানে আনিল এবং আপনি মৃত স্বামির সহিত বসিয়া পূর্ব্ববৎ জাগরণে সে কামিনী যামিনী প্রভাত করিল।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার বন্ধু লোকেরা সহমরণোদ্যোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিকটে বসিল পরে আত্মীয় বর্গেরা ঐ খট্টা স্কন্ধে করিয়া শ্মসানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না কেবল চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক এক ব্রাহ্মণবালক ছিল সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া স্থিরভাবে চিতারোহণ করিল তখনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা ও ঘর ও পালকী দিতে চাহিলেন তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল যে আমি এই পালকীতে আরোহণ করিলাম ইহা কহিয়া ঐ মৃত স্বামিকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল তাহাকে কেহ ধরিল না ও বান্ধিল না ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহাতে তাহার অঙ্গস্পন্দও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল। ঐ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আপন স্থানে গেলেন।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

সহমরণবিবর।—সহমরণে গর্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। গর্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ ২ নিষেধ লিখিয়াছেন যে গর্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকারদিগের সহমরণ অকর্ত্তব্য। এবং কোন ২ লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া অচৈতন্য করিয়া তাহারদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি

প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় অনুচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত রাজশাসনকর্ত্তার অনুমতিতে সকল থানাদারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারদিগের স্বাধীন স্থানমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দ রীতি অর্থাৎ অশাস্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যে কেহ সহগমন করিবেক সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রে স্বয়ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লইয়া সেখানে গিয়া বৃত্তান্তাবগত হইবেক। যে সে স্ত্রীর সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং যদ্যপি সে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভের লক্ষণ হইয়া থাকে অথবা মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানা হইয়া থাকে তবে থানাদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য বিষয়হইতে নিবর্ত্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম্ম পুনঃ ২ প্রচার হইলে দণ্ডার্হ হইবেক। যদি বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্ব্বাহ না হয় তাবৎ থানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে যে শ্রীযুত রাজ শাসনকর্ত্তার কখন এমত মনস্থ নহে যে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগের শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম করণে প্রতিবন্ধক হয়।

এই সহগমনের পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্যক নাই পুলিসের দারোগারদিগের উপরে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা বিধিপূর্ব্বক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। এবং মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে ও শাস্ত্র সম্মত এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে আপন ২ প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়।

২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮

সহমরণ।—কলিকাতার অন্তঃপাতি কোর্ঠের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

	সন ১৮১৫ সাল	১৮১৬ সাল	সন ১৮১৭ সাল
কলিকাতার অন্তঃপাতী	২৫৩	২৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুরশেদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বানারস	৪৮	৬৫	১০৩
বরেলী	১৭	১৩	১৯
	৩৮০	৪৪২	৬৯৬

১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০

সতী।—মঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে

কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সেস্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধা হইতে বাসনা করিতেছ। কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রকালপর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকেরদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃ স্নেহ জন্মিল না। পরে ঐ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও ঐ দুই বালকের প্রাণ রক্ষা করিবার অনেক যত্ন করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল। ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম তোমার ইচ্ছা। ইহার পরে সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।

তাহার বিবরণ। ঐ স্ত্রী আর ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বান্ধিল তৎপরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

সহগমন।—ওলাউঠা রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যতা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

২ আগষ্ট ১৮২৩। ১৯ শ্রাবণ ১২৩০

সহমরণ।—১৪ শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রামনিবাসি ষটপঞ্চাশদ্বৎসরবয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজসম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সহমরণ।—মোং কোন নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে স্ব ২ পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে

অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোদ্যতা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদরহইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি পঞ্চানন বসুনামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জ্বরবিকারে অসুস্থ হইয়া ৩ চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই স্ত্রী তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

২৯ মে ১৮২৪। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩১

সহমরণ॥—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন।

২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১

শ্রীক্ষেত্র।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পুরীতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু ঐ স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ না করিয়া একবারমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্বামী এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার এবং ঐ জিলার মধ্যে তাহার অনেক ভূমিও আছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক। দুই বৎসরাবধি এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত থাকিয়া মরণের দুই তিন মাস পূর্ব্বে আপন মৃত্যুকাল নিকট জানিয়া পুরীতে আসিয়াছিল। তার স্ত্রীর বয়ঃক্রম অনুমান ষাটি বৎসর হইবেক।

বঙ্গদেশে যেরূপে স্ত্রী লোকেরা সহগমন করে সে স্থানে সেরূপ নয় তাহারা প্রথম মৃত্তিকার মধ্যে এক কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে কতক কাষ্ঠ সাজায় ও তদুপরি ঐ শব শোয়াইয়া বিধ্যনুসারে অগ্নি দেয় এবং যখন অগ্নি অতিপ্রজ্বলিত হইয়া উঠে তখন সতী সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করে তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইলে লোকেরা ঐ কুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া স্ত্রীপুরুষকে কুণ্ডহইতে বাহির করে এবং ঐ কুণ্ডের নিকট দুই চিতা করিয়া দুই শরীর পৃথক করিয়া দাহ করে। কুণ্ডহইতে উঠাইয়া পৃথক ২ দাহ করিবার কারণ এই যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে পুত্রেরা অস্থি লইয়া গিয়া গঙ্গাতে সমর্পণ করে যদি কুণ্ডহইতে না উঠায় তবে অস্থি পাওয়া যায় না এইপ্রযুক্ত এরূপ করে। এই ব্যবহার কেবল পুরীর মধ্যে আছে অন্যত্র কোথাও নাই।

১৩ নবেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১

সহগমন।—লখিপুরনিবাসি আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী তীরে তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায়

কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন। সং কৌং

২৭ আগষ্ট ১৮২৪। ১৩ ভাদ্র ১২৩২

সহগমন।—সিমল্যানিবাসি ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাউঠারোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের নিকট সুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জলচ্চিতারোহণ-পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।

৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪

শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—পূর্ব্বে সহমরণ ও অনুমরণের বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদ্বারা বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি তাবতেই এতকাল ক্ষান্ত হইয়াছেন (পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ ঐ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে সুপ্তদশাহইতে জাগ্রৎ করণ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকাশ রাখা এবং বৃহৎ আড়ম্বর দেখাইয়া এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত এ কারণ মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে এই আশ্চর্য্য সমাচাররূপ ডালি পাঠাইতেছি…।

হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসরবয়স্কা নিজপতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল। নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্ম্মায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত ইতি। টীকাকারকস্য।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

সমাচার চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সহমৃতাবিষয়ক। ২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেটনামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নমেন্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় বিবেচনাকরণনিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা তিন প্রকার। ইহার প্রথম

প্রকরণ এই যে বর্ত্তমান যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরীকরা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া সহগমন করাতে যে নিবারক আইন আছে তাহা অতিকঠিনরূপে নিযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকরণ সুবে বাঙ্গলা ও বেহারের সরহদ্দমধ্যে এই রীতি একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় এই রাজধানীর মধ্যে বিনা কোন নিয়মে এই রীতি উঠিয়া যাইবে। অতএব এই বিষয় প্রকাশ করিয়া ঐ ইণ্ডিএ গেজেট সম্পাদক মহাশয় ও প্রায় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা রহিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন সে যাহা হউক খেদের বিষয় এই যে আমারদিগের বিবেচক দেশাধিপতিরও ঐ বিষয় রহিত করিতে মনঃস্থ হইয়াছে ইহাতে আমরা ভীত আছি কিন্তু এমত সকল আবশ্যক বিষয়েতে কাগজের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে শ্রীযুত গবর্নরমেন্টের অনুমতি আছে অতএব যেমত ঐ বিষয় এইক্ষণে বিশেষ বিবেচনা হইতেছে আমরা ঐ সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুতের কর্ণগোচরের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষ প্রথমতঃ শ্রীযুত গবর্নরমেন্ট এই বিষয় নিবারণ নিমিত্তে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতেছেন এবং আমারদিগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে ইহার প্রমাণ এবং মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন কিন্তু ঐ এক ব্যক্তির কিম্বা অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস হইতে পারিবে যেহেতুক ধর্ম্ম এবং ব্যবহারবর্জ্জিত ব্যক্তিরদিগের যে নূতন প্রমাণ এবং ধারা তাহা জগতের মান্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যে তিন প্রকরণ প্রদান করিতে আশ্বাস করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ শ্রুত আছি যে কএক বৎসর গত হইল এই বিষয় রহিত করিতে আর একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন তাহাতে মহামহিম শ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এবং নানা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরত যথার্থ জ্ঞাত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত যে প্রথম প্রকরণ তাহাই স্থাপিত করিলেন তদবধি সেই রীতি সর্ব্বত্র চলিতা হইতেছে এবং ইহাও সর্ব্বদা প্রচার আছে যে যখন যে স্থানে সহমৃতা হয় সেই স্থানে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা এবং রাজসংক্রান্ত লোকেরা স্বয়ং গমন করেন এবং ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমননিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান কিন্তু তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে পারেন নাই সুতরাং ইহাহইতে অধিক সন্দেহভঞ্জনের কারণ আর কি আছে। এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম্ম কিম্বা অশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ অধীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের এই বিষয়ে এতাদৃশ প্রতিবন্ধকতা এবং সন্দেহহওনের কারণ এই অনুভব হয় যে হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকের এতাদৃশ অসম সাহস কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক হয় এমত তাহারদিগের মতে কোনরূপে বিশ্বাস হয় না কিন্তু তাঁহারা এমত দেখিয়া কিম্বা শুনিয়াও থাকিবেন যে স্ত্রীলোক পতিপ্রাণা হয় সে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্য বদনে স্বামির জ্বলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে অতএব এবিষয়ে জোরাবরি ইত্যাদির সম্ভব কোনরূপে হয় না স্ত্রীলোকদিগের এ আশ্চর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিহওনের বিশেষ ফল এই আছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে সকল ফল আছে তদ্ভোগী হন এবং লোকতঃ আপন নাম ও কুল উজ্জ্বল করেন। অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব যিনি দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।

১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

.. লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জ্জনগর্জ্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কিপ্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজ সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।—চন্দ্রিকা ৩ ডিসেম্বর।

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল মহামহিমেষু কোর্ট উলিএম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে শ্রীলশ্রীযুতের অনুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ ও দুর্নাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগ্‌গে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপন ২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণা বেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ধর্ম্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপন ২ শরীর

দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ওই স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারাও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত্ত হইয়া আপনারদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা হন তাঁহার যে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোরূপ ধর্ম্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধর্ম্ম আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক. তাহাকে ও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন ২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ্ধ হইয়া করেন নাই॥ বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ মতে অন্যথা করিয়া পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগকে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদুপযোগ্য রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপন ২ ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ ২ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতাহইতে পলায়নপূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ ২ বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে নিবর্ত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহারদের প্রবর্ত্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে বিধবাদিগকে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহারদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকার করিবাতে তাঁহারা আপনারদের জ্ঞাতি ও আত্মীয়কর্ত্তৃক ভৎর্সন রাশিকে আপনাদের উপর স্বীকার করিয়াও সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন। তাবৎ সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতিদারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংলণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্য বোধ এই ২ নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্ন পূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুদের অতি প্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেন। সম্প্রতিক এ অধীনদের জ্ঞাতসার হইল যে ওই আজ্ঞানুসারে মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেন।

শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায় ; যদি এ সময় এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্ব্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চক রূপে গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার, যাহা যদ্যপি ও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন। ও যাঁহারা শ্রীল-শ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ এ সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করেণ সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায় চৌধুরী
রামমোহন রায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ইত্যাদি

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

সতীর পক্ষে আরজী বিষয়ক।—সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুতকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় অদ্য বৃহস্পতিবার ২ মাঘ ১৪ জানুআরি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতাস্থ নীচের লিখিত কএক জন শ্রীশ্রীযুতের নিকট গমন করিয়াছিলেন গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন অনন্তর সতীর বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদানন্তর কহিলেন তোমারদিগের আরজী ও ব্যবস্থাপত্রে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই কাগজে লিখিয়াছি সেই কাগজ দিলেন। প্রার্থনা-কারিরা কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহার উত্তর আমরা অতিত্বরায় হজুরে দরপেস করিব এ দিবস এইপর্য্যন্ত হইল।

গবর্ণমেণ্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষঃ কলিকাতাস্থদিগের এক আরজীতে ৬১২ জন বিষয়ি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহ প্রভৃতি গ্রামবাসিরদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্টলোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।

অদ্য গবরনর জেনরলের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত নিমাই চাঁদ শিরোমণি ও হরনাথ তর্কভূষণ ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও বাবু রামগোপাল মল্লিক।

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

সতী।—গত ১৪ তারিখে বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু ভবানীচরণ মিত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় কএক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে নিয়মিতকালানুসারে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন। শ্রীশ্রীযুতকর্তৃক তাঁহারা কৌন্সেলের গৃহেতে গৃহীত হইলেন।…

শ্রীশ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকটে যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। হিন্দুয়দের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামিমরণানন্তর তাঁহারদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্‌গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুখ্যকল্পরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল · ।

শ্রীশ্রীযুত অতিসম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে ২ বিবেচনাপূর্ব্বক রহিতকরণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন।

January 14th, 1830. (Signed) W. C. Bentinck.

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচকপত্র দেওনার্থে কএক জন এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়েরা শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় উপস্থিত-হওনের কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুত কাপ্তান বেন্সন সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন। অপর তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্রীশ্রীমতী লেডি বেণ্টিঙ্ক ও কএকজন বিবিসাহেবও তৎসময়ে তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য ২ সাহেবেরাও ছিলেন। অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযুতের সন্নিহিত হইয়া ইঁহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজারদের পত্র বাঙ্গলা ভাষায় পাঠ করিলেন তদনন্তর তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল। ঐ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে ··।

২৪ অক্টোবর ১৮১৮। ৯ কার্ত্তিক ১২২৫ ·

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ।··সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি সারসরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধা

দান করিয়াছেন। এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান বিদায় একশত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং কাঙ্গালি ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান দুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে আপনারা থাকিয়া আট আনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই এত সমারোহেতে যে কেহ বঞ্চিৎ না হইয়া সকলেই পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্ব শুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৫ জুলাই ১৮২০। ১ শ্রাবণ ১২২৭

শ্রাদ্ধ।—কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিতরূপ অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণপত্র লোকদ্বারা ও অতি-দূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাহার অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে সুবর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্বভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এই রূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক ২ সুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম বোল ঘোড়া শাল ও দুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগদ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পতি পশ্চিম দেশ হইতে আনাইয়া দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ-গণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহুত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়াছে। আর ২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল ২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।—শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার হইয়াছে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্যয় বাহুল্য প্রায় অন্যত্র দেখা যায় না। নবদ্বীপ অবধি এতদ্দেশ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাটী অতিশয়।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

একোদ্দিষ্ট॥—কলিকাতার শামবাজারের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ আপন পিতার অশৌচপ্রভৃতি বন্ধক পতিতৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৮ ফাল্গুন রবিবারে করিয়াছেন তাহাতে আন্দাজ সবস্ত্রোপকরণ আট শত থাল ও সবস্ত্রোপকরণ সামান্য ভোজ্য পাঁচ শত করিয়া তাবদ্দশস্থ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া অপূর্ব্ব সভা করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যাপকেরা স্বস্বাধ্যয়ন শাস্ত্রানুসারে ন্যায় ও স্মৃতি ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ করিয়া অনেক ২ শাস্ত্রের বাদানুবাদ করিলেন পরে সভা উঠিলে মিষ্টান্ন সম্মিলিত সবস্ত্র থাল ও মুদ্রা লইয়া তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব ২ চতুষ্পাটীতে গমন করিলেন। পরে তাবৎ নিমন্ত্রিত সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে সমাদরে অভীষ্টমত জল পানাদি করাইয়া এক ২ সবস্ত্রভোজ্য দিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন।

২৩ আগষ্ট ১৮২৩। ৮ ভাদ্র ১২৩০

শ্রাদ্ধ॥—১২ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীরামপুরের রামচন্দ্র দের শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপার দানসাগর ও কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কর্ম্মেতে সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে ক্রটি হয় নাই।

৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০

শ্রাদ্ধ॥—১১ আশ্বিন ২৬ সেপ্তম্বর শুক্রবার মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রজতময় দানসাগরদ্বয় হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দ্রব্য উত্তম ও উপাদেয় তদ্ব্যতিরিক্ত রাশীকৃত পিত্তলময় ঘড়া ও গাড়ু ও থাল ও বগুণা প্রভৃতি এবং শাল ও বনাতের প্রাচুর্য্য ও বস্ত্র সকলি গরদ এবং হস্তী ও ঘোটক ও নৌকা ও পালকী দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন। এবং নানা-স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদের বিবেচনাপুরঃসর সন্তুষ্টিপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন এবং অনাহুত ও রবাহুত ও ভাট ও রাঘব প্রভৃতি যজ্ঞোপবীতধারী ও ফকীর ও বৈষ্ণব যত আসিয়াছিল তাহারদের সকলেরি উপযুক্ত বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালিবিদায় ও আর ২ ক্রিয়া সুন্দররূপ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিবরণ লিখিতে হইলে পত্র বাহুল্য হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

শ্রাদ্ধ।—১১ ফেব্রুআরি ৩০ মাঘ বুধবার মোং পানিহাটীনিবাসি দেওয়ান ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এক রূপ্যময় দানসাগর ও তদুপযুক্ত আর ২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালি বিদায়াদি অতিসুন্দর মত হইয়াছে। এবং শুনা যাইতেছে যে এই কর্ম্মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১

শ্রাদ্ধ।—১০ আষাঢ় মঙ্গলবার শহর কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপাময় চারি দানসাগর ও স্বর্ণময় চারি ষোড়শ ও তদুপযুক্ত শয্যা ও আর ২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৌত্রেরা পাঁচ সহোদর নিজালয়ে পৃথগ্দানস্থান করিয়া দুই রূপাময় দানসাগর ও দুই স্বর্ণময় ষোড়শ ও তদুপযুক্ত আর ২ দ্রব্য এবং শ্রেণীক্রমে থাল পূর্ণ মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে নানা দিগ্দেশহইতে যে সকল কাঙ্গালি আসিয়াছিল তাহারদিগকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এক ও দুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে কোন বিষয় ত্রুটি হয় নাই।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। মহানগর কলিকাতার মধ্যে ২০ বৈশাখ রবিবার বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত তৈজস এবং হস্তী ও নৌকা গাড়িপ্রভৃতি কত ২ দান সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে তৎ সন্তানেরা ও অধ্যক্ষ সকলে ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কাশী ও কাশ্মীর ও সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ও কাঞ্চী ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় অধ্যাপকেরদিগের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধা প্রায় সাত আট সহস্র জন হইবেন এঁহারদিগের বিদায়ের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা অতিবাহুল্য অধিকন্তু ভাগ্যের কর্ম্ম এই হইয়াছে যে লক্ষ ২ কাঙ্গালী বিদায়কালীন কোন গোলযোগ হয় নাই সকলেই কষ্টব্যতীত প্রত্যেকে এক ২ টাকা পাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে নাই যেহেতুক অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর নহে যাহা হউক বাস্তবিক তাহার বিশেষ বর্ণনে বর্ণাভাব হয়।—সং কৌং

২৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান।—বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান ২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও রূপার ঘড়া এক। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধ্যাপকেরদিগের নগদে ও রূপার তৈজসে ৭০।৬০।৫১।৪০।৩২।২৫ টাকা। উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা এক পিত্তলের ঘড়া কাহার বা গাড়ু এবং সিধায় ১ কিম্বা ২ টাকা।

সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা এক পিত্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু।

টিকিট পত্রের বিদায় :॥ কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহার ১ টাকা কেহবা এক থাল ইত্যাদি।

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা। কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে তাবতেই পাইয়া অনুরাগ করিয়াছে। এবং কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে।

জনশ্রুতি সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের অপূর্ব্ব ধারা করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাও আমরা উৎসাহপূর্ব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব। সং চং

২২ এপ্রিল ১৮২৬। ১১ বৈশাখ ১২৩৩

কাশীধামে গমন।—৺রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ সরকার সংপ্রতি কলিকাতা হইতে কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন শুনা যাইতেছে যে গয়াধামে পিতার সপিণ্ডনাদি কর্ম্ম করণানন্তর কাশীধামে গমন করিবেন তথায় গিয়া পিতার অনুষ্ঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয়ে শিব স্থাপন করিয়া পুনরা গমন করিবেন। জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দেশে সপিণ্ডন ও শিবস্থাপন সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে যেহেতুক শ্রীশ্রী৺প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্যাশালী ও সৎস্বভাবান্বিত বটেন এবং দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মে ব্যয় করিতে কোনমতে কাতর নহেন তাহা পিতার আদ্যকৃত্য করণেই তাবতে বিদিত আছেন সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিব। সং কৌং

২ জুলাই ১৮২৫। ২০ আষাঢ় ১২৩২

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত বৃহস্পতিবার মৃত মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যয়পূর্ব্বক আপন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। যাহা হউক জনরব-দ্বারা এক্ষণে আমারদের এই প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে যে ঐ দিবস কোন নিমন্ত্রিত গোস্বামির নামে নয় শত টাকার ওয়ারেণ হওয়াতে তিনি পথিমধ্যে সরিপের পেয়াদাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া মুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিস্তর পুরুষত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইয়াছে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক কিন্তু এ শ্রাদ্ধ অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে যেহেতুক মৃত রাজার মাতা ও পিতামহী বর্ত্তমানা আছেন এপ্রযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তারদিগের এ শ্রাদ্ধে এতদ্ব্যয়েও মনঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ শোকজন্য স্থির মনে ইচ্ছামত আয়োজন করিতে পারেন নাই।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।—গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্বাদপত্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্ব্বক

হইয়াছে রজত নির্ম্মিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদনুরূপ পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্ডকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্চর্য্য শয্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্যাদানাদির মধ্যবর্ত্তি মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্শ্বে পিত্তল কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপূর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তদুপরি এক পার্শ্বে গোস্বামিবর্গ এবং তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রান্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়েরা গোষ্ঠীপতি বেষ্টিত হইয়া ধাঁয়ামত বসিয়া কিবা সভায় শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবর্ত্তি দলপতি ও তাঁহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্ত্তনাদি করিতেছে স্তুতি পাঠক ভাট বাক্কৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক ২ স্থানে দানাদি রক্ষার্থে শাস্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎসর্গ করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল।

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিত হইলেন না কেননা আপন ২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আঁটি থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপকদিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙ্গালিদিগকে।০ ॥০ আনা করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক ঐ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে মাসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন। সং চং

২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬

গয়ায় শ্রাদ্ধের ঘটা।—গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে ৺মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজা বিনায়ক রাও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৺গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা অত্যন্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত স্থূল লিখিতেছি শ্রীশ্রী৺ গদাধরের পাদপদ্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী আর হীরার কলিকা ১০০ জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া পূজাপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেন আর ২ দ্রব্য ও ব্রাহ্মণভোজনের পরিপাটীর কি লিখিব দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাহ্মণকে একেবারে অদৈন্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন। সং চং

আত্মীয় সভা

২২ মে ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

বেদান্ত মত।—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর

আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

বৈদান্তিক।—৩০ যে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচান্দের ঘরেতে অনেক ২ বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

ধর্ম্মসভা

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মবিষয়ে সভা।—৪ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে প্রথম শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবরনর জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন এতৎশ্রবণে সভাগণেরা কহিলেন যে সতীবিষয়ে বিলাতে আঁপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যেপর্য্যন্ত বিলাতহইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। অপর প্রশ্ন হইল বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাঁহারাই তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন ঐ কথা ভাবতের সম্মতহওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বৈঠক হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাতে সকলের মত

হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্ম্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্ব্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ।

নাম।			টাকা।
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক	...	...	২৫০০
— গোকুলনাথ মল্লিক	...	...	২০০০
— আশুতোষ দে	...	...	১০০০
— গোপীমোহন দেব	...	...	৫০০
— হরিমোহন ঠাকুর	...	...	৫০০
— বৈষ্ণবদাস মল্লিক	...	...	৫০০
— কাশীনাথ মল্লিক	...	...	৫০০
— শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	....	৫০০
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতপ্রভৃতি	...	...	২৫০
শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	...	....	২০০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ	...	...	২০০
— রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২০০
— রামমোহন দত্ত	..	...	২০০
— নীলমণি দে	...	...	২০০
— প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	...	...	২০০
— গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	....	২০০
— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০০
— রামকমল সেন	...	...	১০০
— ভবানীচরণ মিত্র	..	...	১০০
— জগন্নাথ দাস বর্ম্মণঃ	...	...	১০০
— শিবচন্দ্র দাস	...	...	১০০
— ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	১০০
— কৃষ্ণচন্দ্র বসু	...	...	১০০
— রাধাকৃষ্ণ মিত্র	...	...	১০০
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	...	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু	...	...	৫১
— লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	...	...	৫১

নাম।			টাকা।
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ ঠাকুর	...	...	৫০
— রূপনারায়ণ ঘোষাল	...	...	৫০
— মদনমোহন সেন	...	...	৫০
— মধুসূদন রায়	....	...	৫০
— রাজবল্লভ শীল	...	...	৫০
— চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র	...	...	৫০
— জয়নারায়ণ মিত্র	...	...	৫০
— দেবনারায়ণ দেব	...	...	৫০
— তারিণীচন্দ্র মল্লিক	...	...	৫০
— কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ	...	...	৫০
— শিবনারায়ণ দে	...	...	২৫
শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	...	...	২৫
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১৬
— কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০
— লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত	...	...	১০
— ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	...	৫
— শ্যামচাঁদ দাস	...	...	৫
— তারাচাঁদ মজুমদার	...	...	৫
শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ	...	...	৫
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	...	২
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ আচার্য্য	...	...	১
			১১২৬০

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্ম্মিকের নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকা অবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্য শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে ব্যয় হইবেক তাহার অনুমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্ব্বাহক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্ব্বত্র পত্র পাঠাইবেন।

এই সভায় শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্মহইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভ্যগণ কহিলেন ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে।

কিন্তু অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাঁহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক আমরা এই ধর্ম্মসভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব।—সং চং

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মসভার আনুকূল্যে যে সকল টাকা চাঁদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার সহী দেখিতেছি।

শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাণ্ড্যাল।	৩০০
—উদয়চাঁদ দত্ত।	২০০
—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
—নবীনচন্দ্র বসু।	৫০
—ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।	৫০
— শিবচরণ বসু।	৩৫

এতদ্ব্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬

মিশ্রিত সম্বাদ।— চন্দ্রিকায় কহে যে শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে গত সপ্তাহে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় স্থাপিত ধর্ম্মসভার অনুগুণ ঐ সভাতে তত্রস্থ লোকেরদের দুই হাজার দুই শত নিরানব্বই টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মসভা।—হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং।

আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্ত্তৃত্বাভাবে ধর্ম্মহানি হইতেছে অতএব স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি-রক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্তু অনেকে একত্র হওয়া দুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অস্মদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্ত্তমান শকের গত ৫ মাঘের এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্ম-সভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে হইবেক।

বিলাতে যে আরজী পাঠান যাইবেক তাহা কি প্রকারে কোন্ ভাষায় কাহার দ্বারা প্রেরয়িতব্য তাহা পশ্চাৎ জ্ঞাত করান যাইবেক এই বিষয়ে কাহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন।

অপর ইহার পর সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহা বিবেচনামতে বিহিত করিতে হইবেক।

উক্ত বিষয় সকলে যে ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত ধনসংগ্রহ আবশ্যক বিধায় পূর্ব্বোক্ত সভায় সমাগত ব্যক্তিদিগের মত চাঁদাকরা কর্ত্তব্য হইয়াছে অতএব বিশিষ্টলোক যাঁহার যত টাকা দিতে ইচ্ছা হইবেক তাহা স্বাক্ষরপূর্ব্বক অঙ্কপাত করিবেন।

ঐ সভায় সমাগত তাবৎ সভ্যগণের অনুমতানুসারে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধনরক্ষক এক আর সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম এতৎপত্রে লিখিত হইল এসভার নিয়ম ও অভিপ্রায়মতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থির হইবেক তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক ধনদাতা ও স্বধর্ম্মরক্ষকাঙ্ক্ষিরদিগকে দেওয়া যাইবেক। সংপ্রতি নিয়মের স্থূল লেখা যাইতেছে।

ধনরক্ষকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রমাণে সম্পাদকের দ্বারা টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকের নিকট জমা হইবেক।

সভার অংশী। সভার নিমিত্ত অল্প টাকা দিলেও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের অংশী হইবেন।

ধনরক্ষকের কর্ত্তব্য। আপন নাম স্বাক্ষরে রসিদ দিলে ধনদাতারদিগের নিকট টাকা পাইবেন ধর্ম্মসভার বহিতে দাতার নাম দিয়া জমা করিবেন।

ধনব্যয়বিষয়।—ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ বিবেচক ১২ জন ঐক্য হইয়া যে বিষয়ে ব্যয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন তজ্জন্য অনুমতিসূচক লিপি দিলে ধনরক্ষক সম্পাদককে টাকা দিবেন।

অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য। মধ্যে ২ বৈঠক করত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন এবং সম্পাদকের হিসাব লইবেন সেই হিসাব সর্ব্বসাধারণ অংশিরদিগের যখন সভা হইবেক তখন সকলকে জ্ঞাত করাইবেন। কোন ভারি বিষয় উপস্থিত হইলে সাধারণ সভার আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন এবং যখন যে বিষয় সম্পাদককে করিতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

অংশিরদিগের কর্ত্তব্য।—সম্পাদকের সভা আহ্বানের পত্রদ্বারা নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।—যে বিষয়ে অধ্যক্ষেরদিগের অনুমতির আবশ্যক হইবেক তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরদিগের মত হইলে সেই মত বলবৎ জানিয়া সে কর্ম্মসম্পন্ন করিবেন এবং যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত অধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক আবশ্যক বুঝেন তজ্জন্য বৈঠকের নিমিত্ত আহ্বান করিতে পারিবেন অপর অধ্যক্ষেরা যিনি যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন তখনি তাহার উত্তর লিখিয়া দিবেন।

অধ্যক্ষের মধ্যে যদি কেহ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উপস্থিত না হন তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে ধনদাতারদিগের মধ্যে যাঁহাকে উপযুক্ত বুঝিবেন সেই পদে নিযুক্ত করিয়া অন্য অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

সভাবাটীবিবরক।—বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইলে পর কোন্ স্থানে কিপ্রকার বাটী নির্ম্মিত করিবেক তাহা স্থির হইবেক ইতি। শকাব্দা ১৭৫১।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক। শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব। শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে। শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক। শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসম্পাদক।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

ধর্ম্মসভা।—গত ২৬ মাঘ রবিবার কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরির বাটীতে সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ কএক জন এবং কাশীপুর বরাহনগর আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর বেলঘরিয়া পানিহাটি কুমারহাটি টাকি সুখনগরপ্রভৃতি গ্রামবাসি বিশিষ্ট শিষ্টসমূহ লোক সভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন পরে ধর্ম্মসভার কারণাবগত হইয়া চাঁদার বহিতে আপন ২ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাক্ষরাঙ্কিত করিলেন তাঁহারদিগের নাম ধনদাতার শ্রেণীতে লিখিত হইল এবং ঐ সভায় ইহাও ধার্য্য হইল যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।

অপর সভাধ্যক্ষ বারজনকে ঐ সভারোহণের সম্বাদ করা গিয়াছিল তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধি শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন ইহারদিগের সাক্ষাতে সম্পাদককর্ত্তৃক উক্ত হইল যে বার জন সভাধ্যক্ষ হইয়াছেন আর কএক জন অধিক এবং সম্পাদকের সহকারী এক জন হইলে ভাল হয় তাঁহারদিগের দ্বারা সমাজের কারণের অনেক উপকার হইতে পারিবেক তাহাতে অধ্যক্ষেরা উত্তর করিলেন ধনদাতারদিগের মধ্যে তুমি যাঁহাকে ২ বিবেচনা করিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর পরে কথিত হইল।

শ্রীযুত মহারাজা বনয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
—প্রাণনাথ চৌধুরী।
—শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
—ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
—রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।
—উদয়চাঁদ দত্ত।
—রামরত্ন রায়।
—নবকৃষ্ণ সিংহ।
—উমানন্দ ঠাকুর।
—শিবনারায়ণ ঘোষ।

ইহারদিগকে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত করিলেন সম্পাদকের সহকারিতা জন্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে কহিলেন যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে ভাল হয় তাহাতে

অধ্যক্ষেরা সম্মত হইয়া কহিলেন ধর্ম্মসভার লিখিত পত্রাদিতে যাহা সম্পাদকের স্বাক্ষরের আবশ্যক হয় যদ্যপি সম্পাদক কোন কারণপ্রযুক্ত স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন সহকারি সম্পাদক তাহা স্বাক্ষর করিলে গ্রাহ্য হইবেক এবং সম্পাদক তাঁহাকে যে কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন তাহা তিনি করিবেন।

অপর অধ্যক্ষেরা কহিলেন অদ্য যে কএক জন মনোনীত হইলেন তাঁহারদিগকে পত্রের দ্বারা অবগত করাইয়া তাঁহারদিগের স্বীকৃত উত্তর সকল অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করাইবেন। সং চং

৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক।—গত ১১ ফালগুণ রবিবার পটলডাঙ্গার শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণনাথ দাসের দরুন ২৮ নম্বরের বাটীতে সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে সভার নানা কর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক পদ পরিত্যাগের যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত হইবাতে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন অনন্তর সম্পাদক প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি ধনী শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কহিলেন বাবু রামদুলাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব নিযুক্ত হইলে ভাল হয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ঐ কথার পোষকতা করিবাতে সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন পরে সম্পাদকের প্রশ্নমতে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন অনন্তর পাটনা মালদহাদি নানা স্থান হইতে ধর্ম্মসভাসম্পর্কীয় যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার সদুত্তর লিখিতে সম্পাদককে অনুমতি হইল। সং চং

ধর্ম্মস্থান

১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

হরিদ্বারের মেলা।—গত মাসে মোং হরিদ্বারে বৎসর ২ এক মেলা হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রাজপুতানা ইত্যাদি নানা দেশ হইতে অনেক ২ লোক সেই মেলা দর্শনার্থ ও গঙ্গাস্নানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার লিখা যাইতেছে। সেখানে ছাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড ও ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোঘাট ও কুশাবর্ত্ত ও চণ্ডিকাদেবী ও নীলেশ্বর মহাদেব ও বিষ্ণুতীর্থ ও সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি এই সকল স্থান পরস্পর দূর। এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাঁচ পুরী সেখানে দুই হাজার ব্রাহ্মণ অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন ২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকেই দক্ষিণা প্রভৃতি দেয় ঐ অধিকারিরদিগকে দেয় না। এই বৎসর লোক যাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে মেলা হইবেক সে অতিশয় তাহার নাম কুম্ভিকামেলা সে মেলা বার বৎসর অন্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাবহইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহর হইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল।

অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় অধিকারিরা তাহা উঠাইয়া লয়। কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচিরা ব্রহ্মকুণ্ডেতে স্নান করিয়াছিল। ইহাতে

ব্রাহ্মণেরা কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গা জল রক্ত বর্ণ হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা অনেকে তাহারদিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল তদবধি চামারেরা সেখানে যায় কিন্তু সে অপহৃতারা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না।

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা জন পাঁচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে ঐ হিন্দু গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে দিলাম।

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নানার্থে জলে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া ঐ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে সমুদায় টাকা এক ২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকারিরা কহিল যে এই বানর এই টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়া আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে চোরে লইয়াছে।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ২৪ মাঘ ১২২৬

হরিদ্বারের যাত্রা।—হরিদ্বারের কুম্ভকামেলা নামে এক যাত্রা আগামি কুম্ভসংক্রান্তিতে হইবেক। সে যাত্রা বার বৎসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সূর্য্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিগত হন সেই বৎসর কুম্ভযাত্রা সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জমা হইয়া থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক এইবার জমা হইবেক। এইবার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সিংহলদ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সিন্ধু নদীর তীর হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত তাবৎ দস্যু প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্য ২ বৎসরে আইসে নাই তাহারা অবশ্য এই বৎসর আসিবে।

এই যাত্রাতে দুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকেরা যায় প্রথম বাণিজ্য দ্বারা ধন লাভ দ্বিতীয় তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজ্যের জন্যে অনেক দূর দেশহইতে আইসে। গত যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ রুষিয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের মহাজনেরা হিমালয় পর্ব্বত দিয়া চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক ঐ স্থান আসিয়ার মধ্যবর্ত্তি সেখানে হাজার দেড় হাজার মহাজনেরা সকল দেশহইতে আসিয়া মহাবাজারের মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬

কাশীর প্রাচীন কথা।—কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন ২ পায়ের নীচে রাখিল।

মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তি পর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

কাশী।—জেম্স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে ২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তাদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজনেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজস্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল। কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে ২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাঁড় ষাঁড় সিঁড়ি।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

কাশী।—মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেকে ২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পোত্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে ২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাটমন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬

আনন্দধাম।—কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের বীরঘাটের উপরে চতুর্দ্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণ কুণ্ডহইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া

ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও ঐ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন সে স্থান অতিমনোরম। এতদ্দেশে অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরা অনেক ২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ কেহই সংস্থাপন করেন নাই।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।—মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে স্বস্বস্থানে রাখা যাইবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

চুরি।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য ২ ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে।

৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৬

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন প্রতিদিন কাটা যাইতেছে এবং দিনে ২ লোক বসতির আশা বাড়িতেছে।

আমরা তিন চারি মাস হইল এই বিষয় কোন সমাচার দেই নাই কিন্তু ইহারি মধ্যে অনেক ২ ইংগ্লণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা সেখানে অনেক ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। যে সাহেব লোকেরা ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ আছেন তাহারদের নিকটে কতক দিন হইল শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক এই যাচ্ঞা করিয়াছেন যে তাহারা গঙ্গাসাগর মোকামে কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত বিঘা ভূমি তাহাকে দেন। এবং ঐ মল্লিক সে স্থানে এক মন্দির ও সে স্থানের ঘাট বান্ধা ও ব্রাহ্মণেরদের বেতন এই ২ সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন। এবং ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগকে তিনি কহিয়াছেন যে এই ২ ব্যয়ের কারণ লক্ষ টাকা আমি তোমারদের নিকটে অর্পিত করি তোমরা এই সকল খরচ করহ কেবল আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে নিযুক্ত করিব তাহারদের বেতন তোমরা দিবা। এবং যদি এই খরচপত্র করিয়া লক্ষ টাকার কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয় তবে কলাগাছী অবধি গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা করা যাইবেক।

ইহার কারণ এই যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা না বুঝেন যে মল্লিক আত্ম লাভের নিমিত্ত এই রূপ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ হইলে গঙ্গাসাগর ক্রমে ২ শহর হইতে পারিবেক যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা লোকেরদের দ্বারা শহর জন্মে। প্রথমে ক্রেতা লোক বসতি করিলে সুতরাং বিক্রেতা লোকেরা সেখানে আপনারা যায়।

যদ্যপি ঐ সাহেব লোকেরা পাঁচ শত বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে না দেন তবে মল্লিক অন্যতো উপযুক্ত

মূল্য দিয়াও তাহা লইবেন। তিনি ঐ সাহেবরদের নিকটে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ স্থানে তীর্থ করিবার নিমিত্ত যে যাত্রিকেরা যাইবেক তাহারদের স্থানে আপনি কিছু লাভ করিবেন না।

৩০ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৭ পৌষ ১২২৭

দ্বারকা।—এই সপ্তাহে মোকাম কলিকাতাতে সমাচার আসিয়াছে যে ওকামণ্ডলের অন্তঃপাতী মহাতীর্থ স্থান দ্বারকাপুরী ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হস্তগতা হইয়াছে।...

২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮

জগন্নাথক্ষেত্র॥—জগন্নাথক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসর যাত্রিক লোক অতিন্যূন গিয়াছিল তাহাতে সেখানকার অধিকারীরা ও আর ২ লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল যে আগামি বৎসর লোক অধিক হইবেক। কিন্তু এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল যে পূর্ব্ব বৎসরহইতে এই বৎসর অতিন্যূন লোক হইয়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠা রোগের দ্বারা সেখানকার লোক বিব্রস্ত হইয়াছে এই বৎসর সেখানকার কোন লোক জগন্নাথ দেবের রথ টানে নাই ও সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অন্য কোন উপায়দ্বারা রথযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন।

৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১

শ্রীক্ষেত্র।—১৮ মার্চ তারিখের এক সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত দোলযাত্রার সময় বন্দেলখণ্ডের রাজা অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন এবং জগন্নাথজীকে দর্শন করিয়া আট হাজার টাকা মূল্যের এক হার দিয়াছেন এবং ভোগের কারণ ও আর ২ দেবতারদের পূজার কারণ পাণ্ডারদিগকে পোনর হাজার টাকা দিয়াছেন ও দুঃখিরদিগকে কতক টাকা বিতরণ করিয়াছেন।

১ অক্টোবর ১৮২৫। ১৭ আশ্বিন ১২৩২

শ্রীক্ষেত্র॥—...সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন যেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত নহেন।

১ মুদিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চনা এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।

২ রস্থয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহারা হোম করিয়া সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজার ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে বেশ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত পূজা করেন।

৩ তিন জন পশুপালক॥ ইহারা অবকাশপূজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পূজানন্তর যখন অবকাশ পায় তখন পূজা করে এবং রত্ন সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক তিন পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।

৪ ভীতবাহ। ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে ২ যায় সওয়ার অর্থাৎ

ভোগবাহকেরদিগকে একেকালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না যদি ভোগ মারা যায় তবে পুজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।

৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্দ করে যদি ইহারা না থাকে তবে ভীতবাহু দ্বার বন্দ করিয়া খাড়া থাকে।

৬ পতিমহাপাত্র। ইহারা প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও সুদ বদনকে বহন করে এবং স্নানযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্য্যন্ত অর্চনা করে ও অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস পুজা করে।

৭ পবিত্রবড়ু। এই ব্যক্তি পুজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাণ্ডারদিগকে ডাকে।

৮ গরাবড়ু। এই ব্যক্তি পুজার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশুপালক পাণ্ডারদিগকে জল দেয়।

৯ খুটীয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশুপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যুষে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহারদিগকে ডাকে এবং বেশের সময় বস্ত্র ও সম্ভামালা যোগাইয়া দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে।

১০ পানিয়ামেকাপ॥ এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে। যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের দ্বারা গণনা করিয়া দেয়।

১১ চাঙ্গড়ামেকাপ॥ মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়া দেয় ও গণিয়া রাখে যাত্রিরা কাপড় দিলে একবার পরাইয়া গণিয়া রাখে।

১২ ভাণ্ডারমেকাপ॥ অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়ামেকাপ অলঙ্কার খুলিবার সময় গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়া ইহার জিম্মায় রাখে।

১৩ সওয়ার বড়ু॥ এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মার্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল দেয় এবং মহাপ্রভুর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া সেবকেরদিগকে দেয়।

১৪ পরীক্ষবড়ু॥ পুজার সময় দর্পণ লইয়া দণ্ডায়মান থাকে। অখণ্ড মেকাপ প্রদীপে তৈল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে। পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। ভাবখাট। শয্যা নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে। জয় বিজয় দ্বারের পড়িচারী ভোগ মণ্ডপের চৌকী থাকে এবং ভোগের সময় কাহাকেও ছাড়ে না।

১৫ খড়্গনায়ক। পুজা সমাপ্তা হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাণ্ডাকে দেয় ও নিবেদন করায়। চতুর্দ্ধ্ম নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বস্ত্রাদি দ্বারা যে বেশ হয় তৎকালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে।

১৬ খাটশয্যা মেকাপ। খাট শয্যা সম্মুখে পাতিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাণ্ডারে রাখে। আস্তান পড়্যারি অবকাশ বল্লভভোগ সময়ে পুজার পরিচর্য্যা করে।

১৭ মুখপাখল পড়্যারী। অবকাশ সময়ে সুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়।

১৮ সওয়ার কোট॥ ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা করিয়া দেয়।

১৯ মহাসওয়ার॥ প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে। গোপালবল্লভ পরিবেশন করে।

২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়া খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।

২১ রোসপাইব॥ রন্ধনশালায় প্রদীপ জালায় এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের সঙ্গে ২ চৌকী দিয়া জয় বিজয় দ্বার ছাড়াইয়া দেয়।

২২ বিরিবহা সওয়ার॥ সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়া সওয়ারেরদের জিম্মা করিয়া দেয়।

২৩ ধোয়া পাখালিয়া ব্রাহ্মণ॥ রন্ধএর স্থান ধোয়া পাকলা করে।

২৪ অঙ্গারবহা ব্রাহ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

২৫ দয়িতা সওয়ারী। মহাপ্রভুকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

২৬ দাতা। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।

২৭ স্থধু সওয়ার। বল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ও ভোগ মারা গেলে অন্নাদি ভিতর হইতে বাহির করে। পর্ব্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়া দেয়।

২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে।

২৯ মহাজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে।

৩০ বিমানবড়ু। মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে।

৩১ মুদলীভাণ্ডার। দ্বারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয় এবং জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।

৩২ ছুতার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে।

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে তরাস ধরে।

৩৪ মেঘডম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডম্বুর লইয়া বাহির হয়।

৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে।

৩৬ পানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়।

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুষ্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।

৩৮ ঘণ্টুয়া॥ ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাজায়।

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুয়ারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।

৪০ প্রধানি পাণ্ডা ওগয়রহ॥ সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে স্বর্ণের বেত দেয় ও মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেচরী দেয়।

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়া মেকাপের জিম্মা করিয়া দেয় এবং পর্ব্ব যাত্রায় ধূপ লইয়া সঙ্গে যায়।

৪২ বরীদিগা। পাকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে।

৪৩ সমদ্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।

৪৪ গৃহ মেকাপ॥ কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।

৪৫ যোগকমা॥ কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে।

৪৬ তোমাবতী ॥ রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়া যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।

৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২

৪৭ চাউল বাছা॥ চাউল ও মুগ বাছে।

৪৮ এলেক ॥ মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।

৪৯ পাত্রক ॥ সকল সেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দেউল শোধন করিয়া চৌকি শোয়।

৫০ চুনরা॥ গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।

৫১ খড়্গাধোয়ানিয়া॥ পশ্চিম দিগহইতে জগমোহননামক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করে।

৫২ নাগাধ্যাস॥ মহাপ্রভুর স্নানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়।

৫৩ দারিগানী॥ মহাপ্রভুর চন্দন লেপনের পূর্ব্বে গীত গায়।

৫৪ পুরাণ পাণ্ডা॥ মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে।

৫৫ বীণকার॥ বীণা বাজায়।

৫৬ তনবোবক॥ জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে।

৫৭ শংখুয়া॥ পূজার সময় শংখ বাজায়।

৫৮ মাদলী॥ পূজার সময় মাদল বাজায়।

৫৯ তুরীনায়ক। তুরী বাজায়।

৬০ মহাসেটী॥ মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে।

৬১ পানীপাইমাহার॥ বেড়ার ভিতর হইতে ময়লা বাহির করে।

৬২ হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছা ও ছোট পরিছা করে এবং ভোগ বিবেচনা করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় লেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর নিয়মিত কর্ম্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও দেখে।

মহাপ্রসায়েত॥ পর্ব্বযাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাজভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের পাওনা তাহারদিগকে দেওয়াইয়া দেয়। চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভাঁড়ারের হিসাব লেখে।

২৬ মে ১৮২৭। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

শ্রীক্ষেত্রের নিষ্করহওন মনস্থ।—আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রিম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহায্য করণহইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরাদার রাজার উপরে

অর্পণ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত ঐ পথে গমনকারিদিগের স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মনস্থ করিয়াছেন।—সং চং।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

প্রাচীন কথা॥—মোং তমোলোকের অন্তঃপাতি পদ্মশাননামক স্থানে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন সেখানকার লোকেরা কহে যে এই স্থানে পুর্ব্বে এক রাজা ছিলেন তিনি প্রতিদিন শৌল মৎস্যের পোনা আহার করিতেন তন্নিমিত্ত এক জন জালিয়ার প্রতি ঐ মৎস্য পোনা আনয়নের ভার ছিল। ঐ জালিয়া কিছু কাল অনেক চেষ্টাতে তাহা যোগাইল পরে নিতান্ত অপারক হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে এক দিন স্বপ্ন দেখিল যে এই জেয়াঁচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মৎস্যের পোনা পাইবা। সে জাগিয়া ঐ স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল। এইরূপে প্রতিদিন মৎস্য লইয়া অনায়াসে রাজাকে দেয়। রাজা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া চরদ্বারা সমাচার জানিয়া আশ্চর্য্যবোধপূর্ব্বক ঐ জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে জালিয়া কহিল যে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে আমার মৃত্যু হইবে। তথাপি রাজা পুনঃ ২ জিজ্ঞাসা করিলে জালিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া সেই কুণ্ডে অনেক পূজাদি করিলেন এবং সেখানকার লোকের পীড়া হইলে সেই কুণ্ডের জলে ভাল হয় ও মৃত লোক প্রাণ পায় এই মত দুই চারিটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহাতে রাজা সেই কুণ্ডের চারি পার্শ্বে ভিত্তি গাঁথিয়া তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন পরে সেই মন্দিরে ভগবতীর মূর্ত্তি স্থাপিতা করিয়া পুজা করিলেন তদবধি সে কুণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে কিন্তু উপরে দেবী মূর্ত্তি প্রকাশিতা আছেন।

এবং সেই স্থানে জিষ্ণুহরি নামে এক বিগ্রহ আছেন তাহার কারণ এই কহে যে পুর্ব্বে এই স্থানে তাম্রধ্বজ নামে এক মহারাজ ছিলেন তাঁহার সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া কাতর হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জিষ্ণু অর্জ্জুন ও হরি কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সেই বিগ্রহকে জিষ্ণুহরি করিয়া লোকে কহে। যখন তাম্রধ্বজ রাজা সেখানে ছিলেন তখন তাঁহারি নিকট ময়ূরধ্বজ রাজাও থাকিতেন নারায়ণ গড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল কিন্তু সেখানে অদ্যাপি অসংখ্য ময়ূর আছে তাহারদিগকে হিংসা কেহ করে না এবং যে ব্যক্তি তাহারদের হিংসা করে তাহার মন্দ হয় ইহার কিছু ২ প্রমাণ মহাভারতেও আছে।

১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

ঐ [কাটোয়ার] পত্রেতে আরো সমাচার জানা গেল যে অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কুলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ববাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্ব মত বাটী প্রস্তুতা হইতেছে।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

হরিহর ছত্রের মেলা॥—মোং পাটনাহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে মোং পাটনার উত্তর হাজীপুরের নীচে যেখানে গঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে তথাতে প্রতিবৎসর

কাৰ্ত্তিকী পূর্ণিমাতে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে তৎপ্রদেশের হিন্দু লোক আসিয়া থাকে এবং অনেক দেশীয় শওদাগর এবং নানাপ্রকারের ঘোড়া ও নানা দেশীয় নানা জাতীয় বলদ গরু ও হাতী ও উটপ্রভৃতি নানাবিধ আসিয়া থাকে অত্যন্ত লোক যাত্রা হয় তাহার নাম হরিহর ছত্রের মেলা। এই বৎসর ১৪ কাৰ্ত্তিক ২৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার ঐ মেলা হইয়াছিল ইং ১০ কাৰ্ত্তিক লাগাএদ ১৭ তারিখ এ সপ্তাহ তথাতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল। সুবে বেহারের ছয় জিলার যত সাহেবান রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহেবান এবং অনেক ২ বিদেশী সাহেব লোক প্রধান ২ সাহেবেরা তিন চারি শত এবং পক্কহৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক ২ প্রকার ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান। এবং সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য অনুমান পাঁচ লক্ষ একত্র হইয়াছিল ইহার মধ্যে অনেকে কেবল স্নান দান করিবার কারণ দুই প্রহর ও আড়াই প্রহরপর্য্যন্ত ছিলেন এবং সাত দিবসপর্য্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়ী শওদাগর ইত্যাদি অনুমান দুই লক্ষ লোক হইবেক ইহাতে অনুমান চারি শত সাহেব লোক ও পঞ্চাশ জন রাজা ও পঞ্চাশ জন নবাব ও ভাগ্যবান ওমরা ও জমীদার বিশ হাজার ও নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পঞ্চাশ হাজার ও দণ্ডী ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার ও নানকশাহী ও কবিরশাহী রামগুলেলা শাহ ফকীরপ্রভৃতি দশ হাজার হইবেক ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোক চারি পাঁচ হাজার ও অশ্বব্যবসায়ী দশ হাজার অশ্ব পঞ্চাশ হাজার ও বলদ গরু পাঁচ হাজার হস্তী দুই শত ইতর জন্তু বকরী ও ভেড়া ও মহিষ ও কুক্কুর বিড়ালপ্রভৃতি পাঁচ শত ও নানাপ্রকার পক্ষী অনুমান বিশ হাজার এবং নাচ গীত বাদ্যোদ্যম নানা স্থানে নানাস্বরে নানা গন্ধে বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। এই বৎসর অশ্ব অতিসুলভ এবং শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২৭ মাঘ ১২২৯

নূতন ঘাট॥—মোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের স্ত্রী বিধবা শ্রীমতী টুনুমণী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বান্ধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

বক্রেশ্বর তীর্থ॥—২৬ নবেম্বর তারিখে মেরকিউরি কাগজে বক্রেশ্বর তীর্থের বৃত্তান্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল আমরা তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।—

মোং বীরভূমের নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উষ্ণোদক স্ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে ঘাট আছে। ঐ কুণ্ড হইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে পড়িতেছে কিন্তু তাহাতে কুণ্ডের জল কখন ন্যূনাধিক হয় না। কুণ্ড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে পারে না কিন্তু কোন শস্য দিলে সিদ্ধ হয় না ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে তাহার অতিনিকটে আর কএকটা কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল।

২৭ মার্চ ১৮২৪। ১৬ চৈত্র ১২৩০

তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ।—শুনা গেল যে তারকেশ্বরনিবাসি শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ২৮ ভাদ্র ১২৩১

ফাঁসী।—পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মস্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ত্রষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ত্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সহরদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

শ্রীযুত যথার্থ বাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব্ব ২ গ্রন্থকারেরা ধূম

দৃষ্টিকরত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবম্ভূতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দ্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বর বিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি" এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ব্বশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্প চন্দন বোধ করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন এ কি আশ্চর্য্য যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।— সং কৌং

১৫ আগষ্ট ১৮১৮। ৩২ শ্রাবণ ১২২৫

নূতন গির্জ্জা ঘর॥—কলিকাতার নিকট দমদমাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের একটা নূতন গির্জ্জা ঘর হবেক সে কারণ গত শনিবারে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সেখানে গিয়া সেই গির্জ্জা ঘরের আরম্ভে প্রথম এক প্রস্তর আপনি বসাইলেন সেই প্রস্তরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় ও অন্য২ দেশীয় কএক রকম টাকা দেওয়া গেল এবং পিত্তলের পাতে আরম্ভের সন ও বাদশাহের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে দেওয়া গেল।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

কলিকাতা।—কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানীর এক গ্রিজা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে একজন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্লণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

১৮ নবেম্বর ১৮২০। ৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

গ্রিজা ঘর।—মোকাম কলিকাতায় বৈঠকখানাতে মদরসার নিকটে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য ২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

২১ এপ্রিল ১৮২১। ১০ বৈশাখ ১২২৮

নূতন গ্রিজাঘর।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজাঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

চুচুঁড়া ॥—মো° চুচুঁড়াতে এক আরমানী গ্রিজাঘর আছে সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ শালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রিজাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না। তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবি বেগরাম ঐ গ্রিজাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। ইহাতে চুচুঁড়ার বড় সাহেব শ্রীযুত ওবেরবেক্ সাহেব ও ও তত্রস্থ হলণ্ডীয় সাহেবেরা ও আরমানীয় সাহেবেরা ও কলিকাতাস্থ আরমানীয় সাহেবেরা ঐ বড় সাহেবের বাটীতে একত্র হইয়া ৫ মার্চ মঙ্গলবার বেলা আট ঘণ্টা সময়ে আপনারদিগের পল্টন ও বাদ্য সমেত সমারোহপূর্ব্বক গ্রিজাঘরের নিকটে আইলেন এবং রীতিক্রমে বড় সাহেব প্রথম ইষ্টক স্থাপন করিলেন সে সময়ে পল্টনীয় বাদ্য হইল ও তিনবার দেওড় হইল। পরে সকল সাহেবেরা বড় সাহেবের বাটীতে আহারাদি করিলেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

দরগা ॥—পাটনা শহরে আরজানি সাহেব নামে এক ফকীরের দরগা বহুকালাবধি আছে সে স্থান অতিমনোরম প্রতি বৃহস্পতিবারে সেখানে মেলা হয় এবং সেখানে অনেক ফকীর থাকে সে দরগার জাঁক অতিশয় তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে বৈশাখের প্রথম দিবস এক মেলা হয় তাহাতে সম্প্রতি ১ বৈশাখ ১২ এপ্রিল শুক্রবারে সেই মেলাতে হিন্দুস্থানীয় ও বাঙ্গালি ও অন্যান্য দেশীয় কম বেশ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল তাহাতে ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ সং উপলক্ষে নানা দেশীয় গুণবান আগমন করিয়া দিবা রাত্রি নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি তামসা স্থানে ২ অতিসুন্দররূপে হইয়াছে। ইহাতে নেজামত পল্টন ও থানার হামরাও প্রভৃতি বরওক্ত রুজু ছিল সেমতে কোন দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

গ্রিজাঘর।—সমাচার জানা গেল যে কলিকাতার গড়ের মধ্যে চৌরাস্থাতে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইবে এবং চৌরাস্থার চতুর্দিগে বৃক্ষ আছে তাহার ছায়াতে লোকেরা অনায়াসে যাতায়াত করিবেক এবং গ্রিজাতে সহস্র লোক বসিতে পারিবেক।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ৪ আশ্বিন ১২৩১

দিল্লী।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল স্কিনর সাহেব দিল্লী শহরে এক গিরিজাঘর নির্ম্মাণ করাইবার কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।...

১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩

নূতন গ্রীজাঘর।—গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নূতন গ্রীজাঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধনা হইয়াছে এবং তৎসময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাঁহার মোসাহেবেরা ও অন্য ২ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন।

এই গ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে এমত সুন্দররূপে কোন গ্রীজাঘর হয় নাই।

৮ জুন ১৮২২। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

জীসাহেব।—মোং বন্দেলখণ্ডহইতে সম্প্রতি এক সাহেব মোং কলিকাতাতে আসিয়াছেন তিনি এক প্রকার লোকের বিবরণ কহিলেন। ঐ সাহেব ১৮১৪ শালের মে মাসে মোং পান্নাতে গিয়াছিলেন সেখানে হীরার মহাজনেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে ঐ পান্নাতে জীসাহেবের মন্দির আছে। বৈকাল বেলা ঐ সাহেব আর ২ সাহেবেরদিগকে সঙ্গে করিয়া ঐ মন্দির দর্শনার্থ গেলেন কিন্তু সেখানকার অধিকারিরা জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিল না। পরে সাহেবেরা জুতা খুলিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন যে তাহারদের পুজাদি ব্যবহার সকল নানকপন্থিরদের মত।

এবং তাহারদের নিকটে ঐ জীসাহেবের বিবরণ শুনিলেন যে এক শত বৎসর পুর্ব্বে কোন এক বাদশাহ আপন উজীরকে এক দিন কহিলেন যে হিন্দু লোক কখনও মুসলমান হয় না। তাহাতে উজীর কহিল যে ভাল আমি হিন্দুকে মুসলমানের মধ্যে আনিতে পারি। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ ধন লইয়া এক ছোকরা চেলাকে সঙ্গে করিয়া মোকাম পান্নাতে পঁহুছিল এবং ঐ চেলাদ্বারা আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার বুজুরুকী কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলে কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল যে হে সাঁই সাহেব আমি শুনিয়াছি যে আপনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন অতএব আমি দায়গ্রস্ত আমি যেরূপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন। ইহা শুনিয়া ঐ বুজুরুক কহিল যে ভাল তুমি এখন যাও বৈকালে আসিও। ইহা কহিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া আপন চেলাদ্বারা এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিল। বৈকালে ব্রাহ্মণ আইলে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রুকুটী করিয়া কহিল যে অমুক বৃক্ষের নীচে তোমার কারণ ঈশ্বর টাকা রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তথা গিয়া ঐ এক শত টাকা পাইল। ইহাতে ঐ বুজুরুকের প্রতি ঐ ব্রাহ্মণের নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল ও সে ক্রমে ২ আপন মত ত্যাগ করিয়া ঐ মতাবলম্বী হইল। কিন্তু ঐ বুজুরুক অতিশয় জ্ঞানী সে মৃত্তিকা বিবেচনা করিয়া মৃত্তিকার নীচস্থ বস্তুর বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারিত তাহাতে এক স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া চতুঃশাল নামে এক রাজাকে কহিয়াছিল যে এই স্থানে হীরা আছে। ঐ রাজা সে স্থান খনন করিয়া হীরা পাইয়াছিল তাহাতে ঐ রাজা অতিশয় ভক্তি করিয়া আপন রাজ্য সমেত তন্মতাবলম্বী হইল। তদবধি ঐ বুজুরুক মুসলমানেরদের নিকটে জীসাহেব নামে ও হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল এবং কতক হিন্দু ও মুসলমানকে আপন মতে আনিয়াছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবর হইয়াছিল এবং সে কবরের উপরে এখন প্রস্তরময় এক মস্তক ও তাহার কপালে ত্রিশূলের আকৃতি আছে এবং মস্তকের উপরে এক ত্রিশূল আছে।

ঐ সাহেবেরা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ও দেখিয়া অনুমান করিলেন যে আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে তাঁহার উজীরের এই কীর্ত্তি হইতে পারে যেহেতুক এক শত বৎসর পুর্ব্বে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বিষয়ে তাঁহার অনেক ২ কথা শুনা যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থা

৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ভাদ্র ১২৩৬

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—মহাশয়ের ৪০৮ সংখ্যক চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন

ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম যে কোন মহাশয় শ্রীশ্রীযুত জগন্নাথ দেবের এতদ্দেশীয় প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত ও তৎস্পৃষ্ট ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোন ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ঐ ভক্ত ভোক্তা ভক্ত রাগাসক্ত হইয়া যাহা শিষ্টেরদিগের সর্ব্বথা অযুক্ত তাহাই তাহার উপর উক্ত করিয়াছেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে···শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদন্নভোজী প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় যদ্যপি নিবেদিতে দোষাভাব কহেন তথাপি অন্নাতিরিক্ত দ্রব্যে তাহা কহিতে হইবেক কেননা নিবেদিতা নিবেদিত সাধারণ তদন্নভোজনেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি দৃষ্ট হইতেছে অতএব দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য হয় তাহা সতের বিবেচনাতেই বিবেচিত হইবেক।

১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮

প্রেরিত পত্র॥—সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহ চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণদ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।

প্রথম॥ হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্রদৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যস্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়ারচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন তদনুরূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞানবশতো অহং ও জগৎ সত্যন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেকে উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমনি অজ্ঞানে আত্মাতে এই জগৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এগতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোশ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়ই অবিনাশী এবং দিগ্দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকারে তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেননা তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদি ও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্ম ফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান ও অল্পৈশ্বর্য্যবান মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীবি মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতে ও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়ই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম।

চতুর্থ॥ সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনকদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয় এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি।

পঞ্চম। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরুকরণীর গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতিআশ্চর্য্য আদৌ এমতে নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নাম রূপ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে এ কথা উত্তমা কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চরচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপবিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরুবাক্যে নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক বরং বোধ হয় যে ব্যক্তিদ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন দেশ চলিত লৌকিক গুরুকরণীর দ্বারা লাভ কি।

ষষ্ঠ। হিন্দুরদের শাস্ত্রমতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কেচিৎ-মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কেচিৎমতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কিক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮

পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন।—শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান

আছে। কিন্তু অভিজ্ঞানিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র ॥—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি সকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।

প্রথম প্রশ্নঃ। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গড্ডরিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা। সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞো স্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ। যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্তস্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাস কারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ।

তৃতীয় প্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণসজ্জনের অবৈধহিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিরদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদিচ্ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। যথা। যো জন্তূনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কচিৎ।

চতুর্থ প্রশ্নঃ। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়েরদিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা গঙ্গায়াং ভাস্কর ক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং। তথাচ। যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। তপোপহা ব্রহ্মহাচৈব স্যা স্যাদস্মিন লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ। অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম

মপ্তেনাপ্নাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ তথাচ॥ চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিযো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবানদয়ঃ। ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।

১৮ অক্টোবর ১৮২৩। ৩ কার্ত্তিক ১২৩০

শুভাগমন॥—শ্রীযুত রাইট রিবরেণ্ড রিজিনাল্‌ড হেবর সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসোপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে গত শুক্রবার বৈকালে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। তাহার সংভ্রমার্থে শনিবার গড়েতে তোপ হইয়াছে এবং গত রবিবারে শহর কলিকাতার প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন তাহাতে শহর নিবাসি সাহেব লোকেরা অনেকে আসিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

———

বিবিধ

কলিকাতার রাস্তাঘাট যানবাহনাদি

১৩ জুন ১৮১৮ । ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

কলিকাতা।—লালদিঘীর শোভার কারণ পুরাণা কুটীতে যে পুরাতন গড় ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার গাঁথনি দেখিয়া বোধ হয় যে এখনহইতে পুর্ব্ব কালের গাঁথনি বড় শক্ত সে গড় সন ১৬৯৬ শালে গাঁথা গিয়াছিল।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১৫ ফাল্গুন ১২২৬

নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্থা হইতেছে সে রাস্থা মোং চান্দনী বাজারের পূর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্থার পুর্ব্ব ও বাহির রাস্থার পশ্চিমে। ঐ রাস্থা চানকের রাস্থার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্থার সম্মুখে যে ২ লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া শোজা রাস্থা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্থা মোং বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান দুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

২৭ মে ১৮২০ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

কলিকাতার নরদামা।—কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক ২ গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।

তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরেরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পূর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুর-প্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে দুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতিকর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এই রূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে।

৫ আগষ্ট ১৮২০ । ২২ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্থা হইতেছে এই রাস্থা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্থাতে উপকার

হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

২ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭

কলিকাতা।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজারপর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাই টোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানাপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭

নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতার গঙ্গার ধারে প্রবল রাস্তা নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গারধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্তার ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ৫ ফাল্গুন ১২২৯

নূতন রাস্তা॥—গত শুক্রবারে কলিকাতার জরনেলেতে এক পত্র ছাপা হইয়াছে যে এমত পরামর্শ হইতেছে যে খিদিরপুরে জাহাজের য়াডি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরিচ পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইবে এবং টালির খালের উপরে এক নূতন সাঁকো হইবে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে কলিকাতা অবধি গার্ডিনরিচপর্য্যন্ত সাবেক রাস্তা দিয়া যত দূর হয় এই নূতন রাস্তা হইলে তাহাহইতে এক ক্রোশ কম হইবে কিন্তু এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে মল্লিকেরদের ও দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ও শ্রীযুত বাবু তারাচান্দ ঘোষ ইত্যাদির অনেক উপকার আছে যেহেতুক ইহাতে তাহারদের সেখানকার স্থান অধিক মূল্যবান হইবেক অতএব লেখক এই পরামর্শ কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত করিবার কারণ শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দেউন ও মল্লিকপ্রভৃতিরা নয় হাজার তিন শত পঁচহত্তরি টাকা দেউন ও যে ২ সাহেব লোকেরদিগের ঘর গার্ডিনরিচেতে আছে তাহারা তিন হাজার এক শত পঁচিশ টাকা দেউন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে রাস্তা তৈয়ার হইতে পারে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

নূতন রাস্তা।—শুনা যাইতেছে যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা গারডিনরিচপর্য্যন্ত হইবেক আর ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ হইবেক এ প্রকার প্রস্তুত হইলে বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের

যানবাহনাদিদ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক এবং গঙ্গাতীরের শোভা দেখিয়া দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষ্মীর প্রার্থনা কে না করিবেন।

২৭ অক্টোবর ১৮২৭। ১২ কার্ত্তিক ১২৩৪

নূতন রাস্তা।—জনরবে শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন পথ কিল্লার সম্মুখবর্ত্তি ময়দান দিয়া যাইবার বিবেচনা হইয়াছে এবং ইহা ত্বরাতেই আরম্ভ হইবেক এমতও শুনা যাইতেছে ইহা প্রস্তুত হইলে এদেশের অত্যুত্তম শোভা হইবেক ও এতদ্দেশস্থ লোকের সকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিদা হইবেক।

২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪

নূতন রাস্তা।—শুনা গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাইতে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে। তিং নাং

১২ এপ্রিল ১৮২৮। ১ বৈশাখ ১২৩৫

গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা।—শহর কলিকাতার গঙ্গাতীরে যে নূতন রাস্তা হইয়াছে যেই রাস্তা কলিকাতাহইতে কোম্পানির বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাওনের বিষয়ে গত শনিবার রাত্রিতে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতে এই স্থির হইল যে যে সাহেবেরা তাহার এক অংশে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে বিনামূল্যে দুই টিকিট পাইবেন এবং মেং কালবিন কোম্পানি এই চান্দার টাকা সংগ্রহ করিবার কারণ খাজাঞ্চি হইলেন এবং মেং টরটন সাহেব ও উড সাহেব ও কিড সাহেব ও কালবিন সাহেব ও স্মোলট সাহেব ও আলেগজান্দর সাহেব ও হরিমোহন ঠাকুর ও প্রিন্সপ সাহেব ও রাজা বৈদ্যনাথ রায় কমিটি হইয়া ঐ বিষয়ের সাহায্য করিবেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের মঙ্গল প্রার্থনা করি যেহেতুক এ অত্যুপকারক কর্ম্ম এবং গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার শেষ ভাগ যাহা সকলেই কহে যে কলিকাতার মধ্যে যে ২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এ এক প্রধান কর্ম্ম।

২ আগষ্ট ১৮২৮। ১৯ শ্রাবণ ১২৩৫

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—চাঁদপালের ঘাটহইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গাতীরে কোম্পানির বাগানের আড়পাড়পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া কিয়ৎ দূরপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবলোকেরা এমত মনোযোগ করিতেছেন যে এবৎসর পূর্ণ না হইতে তাহা সমাপ্ত হইবেক।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

নূতন রাস্থা।—কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাস্থা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোমিট্রীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্থা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক। আরও এক রাস্থা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্বে বারিকার নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল

তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্না থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে। এবং লাল দীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গোখানা হইবেক বহুবাজারে যে গোখানা ছিল সে গোখানা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গোখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে ২ কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮

কলিকাতা॥—দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিতপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছে ঐ রাস্তা প্রস্তুত হইলে শহরের শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেরদের নৌকা লাগানের ও জিনিস পত্র উঠানের ভাল হইবেক। ও সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবেক।

এবং ধর্ম্মতলাহইতে যে রাস্তা বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার এক দিকে যে নূতন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট ২ পুষ্করিণী পুরাণ গিয়াছে তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজারহইতে চিতপুরের পূর্ব্ব আর এক রাস্তা হইবেক এবং পুরাণ কুঠীতে যে পরমিটের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইয়াছে ও লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নূতন তিন বারান্দা হইয়া অতিশয় শোভা হইয়াছে এবং কোম্পানির কালেজ পূর্ব্ব স্থানহইতে উঠিয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়াছে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

নূতন রাস্তা॥—কলিকাতার মধ্যে যে নূতন রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এখন বহুবাজার ছাড়াইয়া তাহার উত্তরে গোয়ালপাড়াপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান হয় যে দুর্গোৎসবের মধ্যে শ্যামপুকুরিয়ার থানাপর্য্যন্ত আসিবে রাস্তারও যেরূপ নক্সা হইয়াছে তাহাতে শ্যামবাজারের এক ভাগ্যবান লোকের অতিবৃহৎ বাড়ী রাস্তাতে পড়ে শুনা যায় ইহার কারণ এক দিন কোমেটী হইয়া সে বাড়ী বজায় থাকিয়া তাহার নিজ পশ্চিম দিয়া রাস্তা যাইবেক এবং গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছিল তাহাও হইতেছে এ দুই রাস্তা হইলে যাতায়াতের অধিক সুগম হইবেক এবং শহরের শোভা উত্তমা হইবেক।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

নূতন জলাশয়॥—মোকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গার রাস্তার ধারে যে নূতন জলাশয় হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মৃত্তিকার নীচে বৃহৎ২ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমত বৃহৎ বৃক্ষ সম্ভব আশ্চর্য্য।

২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

অকস্মাৎ গোলদীঘি ভগ্ন।—গত বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময় মোং পটলডাঙ্গাতে শ্রীলশ্রীযুত রাজ রাজাধিপ কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীর্ঘিকার উত্তর অন্তরীপঅবধি পূর্ব্ব অন্তরীপ সোপানপর্য্যন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়া পতিত হইতেছে যে কি পর্য্যন্ত নিম্ন গত হইয়া স্থির হইবে তাহার অনুমান বিজ্ঞতম মহাশয়েরা সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ কি তাহাও জানা যায় নাই। তিং নাং

১ জুলাই ১৮২৬। ১৮ আষাঢ় ১২৩৩

...শবদাহবিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর ২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহারি পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায় তাহারা তত্তৎকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি হিন্দুলোক সকলেই এক ২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়া থাকে কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন ২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।

যে বাটীর কেহ মরে তাহার পুর্ব্বে তৎপরিবারেরা তাহার সেবার্থে রাত্রি জাগরণ ও মনোদুঃখেতে মহাক্লিষ্ট হইয়া থাকে মরিলে যাঁহারা কখন পদব্রজে চলেন না তাঁহারা ঐ শবস্কন্ধে করিয়া এক বা দুই ক্রোশ বহন করিয়া মিত্রজার ঘাটে আসিয়া পুর্ব্বোক্ত মতে বাস করেন কোন ২ লোক ঐ ক্লেশ পায় না কারণ তাহারা ক্লেশ লয় না পিতা কিম্বা মাতা মরিলে দাহ করিতে হয় কোন প্রকারে দাহ করায় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের লোক আছে তাহারদিগের প্রতি এ উক্তি নহে কিন্তু সর্ব্বদেশে সকল জাতি আপন ২ মধ্যে কেহ মরিলে তাঁহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমত প্রথা আছে।

ভাগ্যবান্ লোকের অনেক বিষয়ে ক্লেশ হয় না ধনসম্বন্ধে নানা উপায় আছে কিন্তু ধনী কত আর ধনহীন বা কত ইহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহা হউক এ বিষয় সকলেরি নিশ্চিত আছে এনিমিত্ত অন্যান্য দেশে রাজকর্তৃক নিশ্চিত বা তদ্দত্ত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে কারণ এবিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন তেঁহ জীবদ্দশায় রক্ষা করেন অন্তকালে ব্যবহারানুসারে প্রজারদিগের শব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন করান যেখানে রাজাহইতে এ বিষয় নির্ব্বাহ না হয় তবে তত্তদ্দেশের ধনী লোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করে এই শহরে রাজদত্ত কৃষ্টিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিয়েল

গ্রেব আছে মুসলমানেরদিগের কেশেবাগান ও মানিকতলা নিশ্চিত আছে আরমানিরদিগের আরমানি গোরস্থান তত্তজ্জাতির ব্যয়ে ক্রীতা ভূমি আছে এসকল স্থানের পরিমাণ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যল্প হিন্দুরদিগের শব যদ্যপি ভস্ম করিয়া থাকে আর এতো অধিক স্থানে প্রয়োজন নাই কিন্তু ক্ষুদ্র মৃত্তিকাতে অর্পণ করিতে ও দুই লক্ষ লোকের মরা দাহ করিতে দুই বিঘা স্থানের প্রয়োজন বটে।

আমরা জানি না যে এ বিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে কি না যদি না হইয়া থাকে তবে প্রার্থনা পত্র দিলে ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা অন্য প্রকার চেষ্টা উচিত এ শহরে প্রায় ষাটি হাজার বাটী আছে ইহার দুই ভাগ হিন্দু হইবেক ইহারা বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন কিংবা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন কিম্বা যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জ্বালায় তাহার উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিগে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্ম্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিগ খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য্য হয়।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন তবে ইহার নক্সা ও ব্যয়ের সংখ্যা ইত্যাদি আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে প্রকাশ করিব। কেষাঞ্চিদুদ্যোগিনাং। সং চং

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন ২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলাহইতে বাগবাজারপর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে ইহা ব্যক্ত হইতেই কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ঐ টাকায় তিনটা ঘাট হইয়া এতৎসংক্রান্ত আর ২ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নূতন স্থান।—অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।—তিং নাং

১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

কলিকাতায় স্থাপিত নূতন স্তম্ভ।—আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে সর ডেবিড আক্তর-লোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাঁথিবার কারণ চাঁদা হইয়াছিল আমরা এখন শুনিতেছি যে সেই

চাঁদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ ময়দানে এক উচ্চ স্তম্ভ গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তম্ভ মৃত্তিকা-অবধি শৃঙ্গপর্য্যন্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে…। সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানের-দের প্রতি অতি কৃপাবান ছিলেন অতএব তাহার স্মরণরাখনার্থে সেই স্তম্ভ মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল অনুসারে গাঁথা যাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকেতে ও কতক ভাগ চণ্ডালগড়ের [চুনারের] প্রস্তরেতে নির্ম্মিত হইবে…।

এই স্তম্ভের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বহুকালপর্য্যন্ত থাকিবে এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইবে।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

অক্তরলোনি সাহেবের স্তম্ভ।—মৃত সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে। এক বৎসর গত হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্দ্বারা জানা যায় যে তাহার বাহিরের চতুর্দ্দিগে দুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকাহইতে ৮৩ হাত উচ্চ দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁথিতে বাকী আছে তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাপ প্রস্তুত হইয়াছে যদি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণা যায় এবং স্তম্ভের নীচের ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণ্য হয় তবে অনুমান হয় যে তাহা ৭৫ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই স্তম্ভ যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দ্বারা যে কলিকাতানগরের সৌন্দর্য্য হইবে এমত সম্ভাবনা হয়।

১৬ নবেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯

নূতন দ্বার।—কলিকাতার ফোর্টউলিয়ম কিল্লার প্লাসি নামে যে দ্বারের নূতন রাস্তা হইয়াছে ৯ নবেম্বর শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে এখন কলিকাতার লোকেরদের কিল্লাতে গমনা-গমনের অতিসুগম হইয়াছে।

২৯ জুন ১৮২২ . ১৬ আষাঢ় ১২২৯

ধনলাভ। - কালীঘাটের নীচবর্ত্তি আদিগঙ্গাতে যে পুল হইতেছে তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন ঐ পুলের কর্ম্ম বন্দুয়ান লোকেরা করিতেছিল…।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯

নূতন সাঁকো। – পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কালীঘাটে টালির খালের উপরে এক সাঁকো প্রস্তুত করা যাইবে। ঐ সাঁকোর লোহার কর্ম্ম তাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে কেবল একত্র করিয়া দিলেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ সাঁকোতে পাকা গাঁথনির যে আবশ্যক তাহাও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রস্থ অনুমান ছয় হাত হইবে এবং আলীপুরে ও খিদিরপুরে যে সাঁকো আছে তাহাহইতে এই সাঁকো কিছু উচ্চ হইবেক। কএক দিবসের মধ্যে সাঁকো প্রস্তুত হইলে পর সমাচার দেওয়া যাইবেক।

১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯

রজ্জুময় পুল ।—যোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের ডাক ঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কর্ত্তৃক এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে যেখানে ২ বড় ২ খাল-প্রভৃতিপ্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জম্মে সেখানে এই পুলদ্বারা অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক। অনুমান হয় যে ইহাতে গাড়ী ও হাতীপ্রভৃতি পার হইতে পারিবে এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত ও চৌড়া ছয় হাত এই পুল কেবল নমুনামাত্র প্রস্তুত হইয়াছে আর একটা এক শত ছয় হাত লম্বা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইতেছে ইহা হইলে তাহার গুণ প্রকাশ করা যাইবে।

১৫ জানুয়ারি ১৮২৫। ৪ মাঘ ১২৩১

খিদিরপুরের সেতু।—আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে খিদিরপুরের খালের উপর যে নূতন সেতু প্রস্তুত হইবেক তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। তথাকার পুরাতন সেতু কলিকাতার লজ্জার বিষয়। এই নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখলদ্বারা উদ্বদ্ধিত।

১৪ নভেম্বর ১৮১৮। ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

নূতন খাল।—কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্রপর্য্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিমহইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখানহইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পহুঁছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয় যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে। হরধাম অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইছামতীহইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াসে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের লোকেরা যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খালহইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া যাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া করে ও পৌনে পোনের হাত গহেরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। জমীর মূল্য এই যদি চৌড়াতে এক শত চল্লিশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিস্যাবে কি বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায়

তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজেখরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর নৌকার হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল সুদ পোষাইতে পারে। কলিকাতার পূর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে নৌকা যায় তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইতে অবশ্য ইহার অধিক হাঁসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে দশগুণ উপকার এই খালে হইবেক।

১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শ্রম দূরকরণজন্য মোকাম টাকির দক্ষিণ পার্শ্বহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া কুড়ের হাটখোলা-পর্য্যন্ত মিলিয়াছে শুনিতে পাই যে ঐ খাল ভাগীরথীপর্য্যন্ত আসিয়া মিলন হইবেক যাহা হউক ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে সমাচার পঁহুছিবে কিন্তু কোন ২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই।—সং কৌং।

১৮ আগষ্ট ১৮২৭। ৩ ভাদ্র ১২৩৪

রাস্তা ও খাল।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে বজবজিয়াপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সে রাস্তা আরো কতক দূরপর্য্যন্ত অর্থাৎ মায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা আরো শুনিতেছি যে দামোদর নদী তীরে আমতা স্থানের নিকট একটা খাল কাটা গিয়াছে এবং এক্ষণে বর্দ্ধমানহইতে নওয়াসরাইপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটাইবার কল্প হইয়াছে যে বর্দ্ধমানহইতে কয়লাপ্রভৃতি নৌকাদ্বারা অতিশীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

নূতন খাল।—অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে বালিয়াঘাটার খালপর্য্যন্ত যাইবে তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক সে খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থানহইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পঁহুছিতে পারিবে।

এই খাল কাটনের কল্প ইহার পূর্ব্বে তেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন। ঐ মেজর সক সাহেব এই সকল বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্তুল্য অল্প

কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের যে নক্সা এখন কলিকাতায় সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহা মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকারকরণে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্গকরণের পুর্ব্বে অকালে তিনি লোকান্তর গত হইলেন।

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক বড় ২ পুষ্করিণী কাটাইয়া মৃত্যুজনক অনেক ক্ষুদ্র ২ ডোবা পুর্ণ করিতে শ্রীযুত লার্ড বেণ্টিক সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমত সাঙ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবস্থিতি করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং সেখানে আপনারদের কুটীর তুলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পুর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আসিত এই সকল উপকারের উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জলপ্রভৃতিতে লোকেরদের পীড়া জন্মে কিন্তু এইমত সাঙ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাসা হয় তবে তাহাতে পীড়ার নামও থাকে না।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পুর্ব্ব অঞ্চলহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেল্যাঘাটাপর্য্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেল্যাঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পঁহুছিবে এবং পুর্ব্ব অঞ্চলে নৌকারোহণে অতিসুখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোন ২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে দুই পার্শ্বে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬

নূতন খাল।—আমরা অতিসন্তোষপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার পুর্ব্বদিগে যে সকল উপকারক কর্ম্ম হইতেছিল তাহা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ খাল ভাগীরথী নদীঅবধি সরকিউলার রোড ঘুরিয়া লোণা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমত সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রায় ইটালিপর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে এবং দুই সাঁকো প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথা গিয়াছে লোণাজলের অন্তরে খালের ১৫ ক্রোশপর্য্যন্ত পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব এই যে সকল কর্ম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্তকরণের অত্যল্প বাকী আছে। এই খাল কাটনের তাৎপর্য্য এই যে উত্তরপ্রদেশজাত দ্রব্যাদি পুর্ব্ববৎ ঘুরিয়া না আসিয়া সহজ ও সুগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইলে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল

পূর্ব্বদিগে হাসিনাবাদের অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।

৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬

করস্থাপন। –কলিকাতা এবং তৎউত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়েহইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুইআনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পুর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬

ডাক বেহারা।—পুর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না তাহার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খয়চ।

১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬

ইস্তাহার।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদীগর বশান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫

কলিকাতার ডাকঘর।—২৬ এপ্রিল তারিখে ডাকঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এলিয়েট সাহেব এই সমাচার দিলেন যে চৌরঙ্গীর ১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

কলিকাতা।—ইংগ্লণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপস্বত্বহইতে কলিকাতার রাস্থাতে ঐ রূপ আলো করিবেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

ছকড়া গাড়ি।—মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্থায় চলা ভার…।

২ জুন ১৮২৭। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

ঠিকা বেহারা।—…আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারারদিগকে পুলিসে ডাকাইয়া মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ত্রিট সাহেবেরা ঐ মূল্য তাহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমনকালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব ২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতাহইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক ২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্য্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক ২ টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেঁকহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্রদ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

সে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার পালকী বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

১ ডিসেম্বর ১৮২১ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২২৮

সভাবাটী।—বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নূতন এক সভা এ প্রদেশে স্থাপিতা হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে আমারদিগের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে পুনশ্চ ঐ বিষয়ের আরো কিঞ্চিৎ অবগত হওয়াতে পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের গড়ের মাঠের নিকট এসপ্রেভরো নামে এক উত্তম চৌতালা বাটী লওয়া গিয়াছে ঐ বাটীতে দুইটা খানা খাইবার এবং দুইটা পঠনের ঘর আছে ঐ সকল ঘর অত্যুত্তম দ্রব্যেতে সুশোভিত ও পঠনের ঘরে নানাপ্রকার নূতন ও বিলাতের প্রকাশিত পুস্তক এবং এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদযুক্ত কাগজ প্রস্তুত আছে। এই সভাবাটীতে যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে মাসিক এক মোহর কিম্বা প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা দিতে হইবেক। আর হাজিরি খাইলে প্রত্যেক লোককে এক তঙ্কা ও টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১॥ টাকা এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করিলে ৩ টাকা দিতে হয়। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮

কলিকাতার ২৬ লাটরী॥—৮০৯ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে ২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।...

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ১৩ ফাল্গুন ১২২৮

ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাঁচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরসা। এই টিকীট কলিকাতার টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন।...

১ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৯ পৌষ ১২৩১

কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবর্ণমেণ্টদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরি-কমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট

করিলেন তাহার ধারা গত বারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালবেঙ্কে বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।

১০ মে ১৮২৩ । ২৯ বৈশাখ ১২৩০

কলিকাতার শোভা ॥—এই মহানগরের সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ ও নরদামা করা গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা বোধ করিতে পারেন যে পুর্ব্বাপেক্ষায় কলিকাতার সুগঠন ও শোভা কত হইয়াছে। সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে নূতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও ঐ রাস্তার পার্শ্বে পাকা নরদামা হইতেছে তাহা দিয়া গঙ্গার জল কলদ্বারা উঠিয়া সমস্ত শহরে যাইবে। এবং ঐ পোস্তার সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়াদ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে তাহাতে ঐ সকল পোস্তা জলপ্রবাহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কর্ম্ম এইক্ষণে অতিশীঘ্ররূপে হইবে এমত বোধ হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপূর্ণ হইলে পর ভারতবর্ষের মধ্যে এ এক অপুর্ব্ব স্থান হইবেক।

১৪ মার্চ ১৮২৯ । ২ চৈত্র ১২৩৫

এতন্নগরের শোভা।—এতন্নগর শোভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পুর্ব্বদিগে এক খাল চিতপুরের উত্তরদিগ দিয়া বেলিয়াঘাটার খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা২৭ ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের দুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক রাজা রামলোচনের পথের নিকট কএক হাজার লোক এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আর শুনা গেল যে অর্দ্ধেক খাল ও দুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক এবং নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক এবং ঐ খালের মৃত্তিকা সকলেতে খানা খন্দকপ্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক এবং ঐ খাল এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বারা জুয়ার ভাটা খেলিবে শুনা গিয়াছে যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পনা হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই তদনন্তর আরো শুনা গেল মোং ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যে অনেক পুষ্করিণী ও চৌড়া রাস্তা সকল প্রস্তুত করিতে গবর্নমেণ্টের মনস্থ হইয়াছে এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে যে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ হইয়াছে।

২১ নবেম্বর ১৮২৯ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

কলিকাতা শহরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে বাসিন্দা ও আগত লোকের ক্লেশ এবং সুখের নানাপ্রকারে তদনুসারে বৃদ্ধিও হইতেছে। ইহার কারণ নূতন রাস্তা পুষ্করিণী গঙ্গাতীরে ঘাট শবদাহের স্থান রাস্তায় ধূলা নিবারণ-পোলীস কমিটী নেটিব জুরিপ্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু রোগ হইলে তাহার শান্তির উপায় যৎসামান্যরূপে আছে এই শহরে নেটিব হাসপাতাল ও গরাণহাটায় চিকিৎসালয় যে আছে তাহাতে হিন্দুবর্গের উচিত মতে উপকার হয় না কারণ নেটিব হাসপাতাল ইংরেজটোলায় চাঁদনির বাজার মধ্যে এবং যে রীতিতে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে

যায় না এবং যাইতেও পারে না কেবল সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারাইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়। গরাণহাটার হাসপাতালে এক জন ঔষধকোটা গোরা থাকে সে ব্যক্তির বৈদ্যক শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও তৎচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত প্রায় উপকার হয় না। সকলেই অনুভূত আছেন যে এই মহানগরে সহস্র ২ বিদেশি দরিদ্র ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে ইহারা পীড়িত হইলেই শহর হইতে পলায়নপূর্ব্বক ঔষধ পথ্য পাইয়া বাঁচে কেহবা পথেই পঞ্চত্ব পায় এবং অনেকে দুই পয়সা ব্যয়ের ঔষধের অভাবে মারা পড়ে। দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ হয় এমত উপায় কোন প্রকারেই নাই সুতরাং যাহারদিগের লোক ও বিষয় নাই যে ঔষধ হয় এই মত লোক ১০০ জন পীড়িত হইলে অনেকে এই শহরেই পঞ্চত্ব পায়। ইহাতে শুনিতেছি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা ঐ পাঠশালার সন্নিধানে একটা চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক তাহা কতক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের দত্ত ধনহইতে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক ইংরেজী ঔষধ কোম্পানির ঔষধাগারহইতে দিবেন আর ২ ঔষধ ঐ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ ২ চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন যদি এ বিষয় নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক আর পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোক যাইয়া ঔষধ পথ্যদ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা এক্ষণে বড় মান্য ও চিকিৎসাবিষয়ে প্রধান কল্প হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রাচুর্য্য হইবেক।—সং চং।

মফস্বলের রাস্তাঘাট

১৬ জুন ১৮২১ । ৪ আষাঢ় ১২২৮

নূতন রাস্তা।—মোং চানকের আরদালীবাজারহইতে এক নূতন রাস্তা করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে রাস্তা মোং ঢাকা পর্য্যন্ত যাইবেক তাহার আড়ের মাপ তের কাঠা।

৪ মে ১৮২২ । ২৩ বৈশাখ ১২২৯

নূতন রাস্তা।—মেদিনীপুরহইতে নাগপুর ও তথাহইতে কানপুরপর্য্যন্ত এক রাস্তা হইতেছে। এবং আগরাহইতে মালোয়া রাজপুতান পর্য্যন্ত আর এক রাস্তা হইতেছে এই সকল রাস্তা হইলে লোকেরদিগের অনেক উপকার হইবে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬ । ৪ ভাদ্র ১২৩৩

নূতন পথ।—সংপ্রতি শুনা গেল যে যশোহর জিলার বকচরনিবাসি শ্রীযুত কালীপ্রসাদ পোতদার স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন এই পথ যশোহরহইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত আসিবেক এক্ষণে ঐ জিলা মোতালকের চৌগাছা গ্রাম অবধি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে অনুমান করি কাল্গুণ চৈত্র তক সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সাজ হইবেক এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইতেছে যেহেতুক তৎপথগামিরা

অতিক্লেশে শঙ্কাযুক্ত হইয়া গমনাগমন করিতেন এক্ষণে যাতায়াতে সুগম হইল। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৬ জুলাই ১৮২৮ । ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য।—মুরশিদাবাদের পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ শহরের গঙ্গাতীরের রাস্তা উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইতেছে যে প্রকার কলিকাতায় হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে ঐ রাস্তা বহরমপুরঅবধি লালবাগপর্য্যন্ত হইবেক এক্ষণে খাগড়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ রাস্তার ধারে চানকের রাস্তার মত বৃক্ষ রোপণ হইয়াছে ইহাতে শহর অতিআশ্চর্য্য শোভাকর দেখা যাইতেছে শহর মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে ২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে বহরমপুরে ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এপর্য্যন্ত শহর আছে এক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যে প্রকার মনোযোগ দেখা যাইতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ শহরের পুনরুন্নতি হইতে পারিবেক।—তিং নাং

৪ অক্টোবর ১৮২৮ । ২০ আশ্বিন ১২৩৫

নূতন পথ।—ভাগীরথীর পুর্ব্ব অংশ টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড়হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ত্রবর এবং সিক্সিপিয়র সাহেবপ্রভৃতি সেই রাস্তা ভাঙ্গিয়া কৃপাপুর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপুর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছেঃ।

২৫ মে ১৮২২ । ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নূতন ঘাট॥—শ্রীযুত লেপ্টেনন্ত ডিবিউন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রমাণে মোং হরিদ্বারে এক অতিসুন্দর ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেখানে বড় রাস্তার ধারে এক পুষ্করিণী সাবেক আছে তাহারও পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন এবং অনেক খরচ করিয়া সেখানে অনেক প্রকার স্থান প্রস্তুত করিতেছেন।

৩০ আগষ্ট ১৮২৩ । ১৫ ভাদ্র ১২৩০

রজ্জুময় সাঁকো।—শুনা গেল যে শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্ম্মনাশা নদীতে এক রজ্জুময় সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে শ্রীযুত সেক্সপিয়র্স সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিসুগম হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাঁকো নির্ম্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের

খালেতে যেমন রজ্জুময় সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সাঁকো কর্ম্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ৪ আশ্বিন ১২৩১

রজ্জুময় পুল।—উইকলি মেসেঞ্জর পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত সৈন্য গমনাগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে তিন নদীর উপর তিনটা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে অন্য লোক সকলও স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে।

প্রথম। কলিকাতাহইতে ন্যূনাতিরেক ৪০ ক্রোশ বাঙ্কুড়ার নিকট যে নদী আছে তাহার উপর এক সাঁকো দীর্ঘ ১১০ হাত ও প্রস্ত ৬ হাত ৬ইঞ্চি।

দ্বিতীয়। হাজিরা বাগানের পশ্চিম যে নদী তাহার উপর এক সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত।

তৃতীয়। কর্ম্মনাশা নদীর উপর যে সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ২২১ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত। এই সাঁকো শ্রীশ্রীযুত মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের অর্থদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

ঐ সকল সাঁকোর রজ্জু অতিশয় শক্ত যেহেতুক কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপ্‌ড়ার রজ্জুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তার রক্ষণ করা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল রজ্জুময় পুল বহুকালস্থায়ী হইবেক।

অপর আরো অবগত হওয়া গেল যে তৎপ্রকাশকেরা অনুমান করিতেছেন যে ক্রমে ২ ঐ রূপ পুল হিমালয় পর্ব্বতপর্য্যন্ত হইবেক। ঐ সকল পুল ব্যয়বাহুল্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক। যেহেতুক যে যে স্থানে পুল প্রস্তুত হইবেক সেই ২ স্থানে তদুপযোগি দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ সকল হওয়াতে নানাপ্রকার উপকার দেখা যাইতেছে।

আদৌ। যে সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্যুহস্তে মারা পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্যুভীতি নাই যেহেতু পুলরক্ষকেরা সে স্থানে সর্ব্বদা থাকে।

দ্বিতীয়। যে সকল লোক উষ্ট্র বলদ ও মহিষাদিদ্বারা সওদাগারি করিত তাহারদিগের ঐ নদী সকল পার হওনে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল এক্ষণে সে সকল ক্লেশ দূর হওয়াতে তাহারা অনায়াসে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

তৃতীয়। নানাদেশী তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসিরা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক পার হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই।

২০ জুন ১৮২৯ । ৮ আষাঢ় ১২৩৬

লৌহময় সেতু।—পরম্পরা শুনা গেল যে জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেব হুগলি শহরের শোভার সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনাগমনের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক

লৌহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কিপর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলার ঐ জজসাহেব আর কিছু কাল স্থায়ী হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করত উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।

১ জুন ১৮২২ । ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

খাল বন্ধ ॥—জিলা যশোহরের মধ্যে ভৈরব নদীর ধারে কচুয়ার থানার নিকটে ভেওটা নামে এক খাল ছিল সে খালদ্বারা ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাপথে অনায়াসে যাতায়াত হইত। সে খাল খেলারাম মূখোপাধ্যায় নামে এক জমীদার বন্ধ করিয়াছে ইহাতে নৌকা যাতায়াতে ছয় ক্রোশের পথের ফের পড়িয়াছে।

১৬ আগষ্ট ১৮২৩ । ১ ভাদ্র ১২৩০

হিতে বিপরীত ॥—সকলে অবগত আছেন যে ভৈরব নদ উত্তরহইতে আসিয়া মোং সিংহনগরের নীচে দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বাদাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক কাল হইল ঐ সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবত্তী অর্থাৎ ইছামতী নদী ঐ ভৈরবহইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়াছে। কাল ক্রমে ইচ্ছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ঐ ধারা বন্দ হইয়া ক্রমে২ ঐ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহনা প্রায় মারা পড়িয়াছিল। কোন ২ বৎসর বন্যা অধিক হইলে ঐ ভৈরব নদ বহতা হইত অন্য সময়ে ঐ স্থানে জলবিন্দুও থাকিত না তৎপ্রযুক্ত গত বৎসর শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর ঐ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ তদুপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা সেখানে গিয়া বাদাবন গমনশীল ভৈরবের প্রবাহ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া ঐ নদের মধ্যে ২ যেখানে বক্রতা আছে তাহা কাটিয়া সোজা করিয়াছেন এবং যে মোহনা বন্ধ করিয়াছেন তাহার উত্তরে এক নূতন খাল কাটিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এই নূতন খাল দিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ঐ নদ মিলাইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করণের এবং যশোহর ও ঢাকা শহরপ্রভৃতি গমনাগমনের অতিসুগম হইবে কিন্তু তাহাতে এ বৎসর বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় নাএবং বাদার মোহনাও দৃঢ়রূপে বন্ধ এবং বন্যাও এ বৎসর অতিশয় এবং বর্ষাও তাদৃশী এই নানা কারণেতেও জলবৃদ্ধি হইয়া দশ বারো ক্রোশের গ্রাম সকল জলপ্লাবিত হইয়াছে ইহাতে লোকের ও পশুর ও প্রস্তুত আউস ধান্যের ও কৃষিকর্ম্মের যে প্রকার অবস্থা তাহা লেখা যায় না। যদি ইহার কোন উপায় না হয় এবং বন্যার আরো বৃদ্ধি হয় তবে মনে করি যে বরিশালের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

২৭ মে ১৮২৬ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

নূতন দীপগৃহ।—আমরা শুনিতেছি যে জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকট পাইণ্ট পালমযরাস নামে যে অন্তরীপ আছে তদুপরি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর একটা দীপগৃহ গ্রন্থন করাইয়াছেন এবং অতিশীঘ্র তাহাতে দীপ দেওয়া যাইবেক ইহা হইলে হঠাৎ জাহাজ ঐ চড়ায় পড়িয়া মারা যাইবেক না।

ঐ স্থানে এত ঘর হওয়াতে জাহাজ আগমনের অতিশয় সুগম হইবেক যেহেতুক ইংগ্লণ্ডদেশহইতে যে সকল জাহাজ বাঙ্গলায় আইসে সে সকল জাহাজ চারি মাস কিম্বা সাড়ে চারি মাসপর্য্যন্ত অকূল সমুদ্রের মধ্যে থাকে পথিমধ্যে কোন স্থান বা কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। এই সাড়ে চারি মাসের মধ্যে তাহারদের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয় তবে সমুদ্রহইতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে ইহাতে সুতরাং চড়ায় পড়িয়া জাহাজ মারা যাইবার আটক নাই এইপ্রযুক্ত সেই স্থানে সতত শঙ্কা আছে কিন্তু এক্ষণে যদি সেখানে সর্ব্বদা দীপ জ্বলে তবে দূরহইতে লোকেরা ঐ আলোক দেখিয়া অনায়াসে আপনারদের পথের অনুসন্ধান করিতে পারিবেক।

বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ২৮ ভাদ্র ১২২৫

গঙ্গাসাগরের বসতি।—১ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে ইংগ্লণ্ডীয় অনেক লোক একত্র হইয়া গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটাইয়া বসতি করাইবার কারণ সকলে পরামর্শ করিলেন যেহেতুক সেখানকার বায়ু সুখদ অতএব কলিকাতাস্থ লোক প্রভৃতির কোন রোগ হইলে তথা গিয়া থাকিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহারা শীঘ্র সুস্থ হইতে পারেন। তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে এই কর্ম্মে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক। এই টাকা উৎপন্ন করিবার কারণ এক কোম্পানি স্থাপন হইবে তাহাতে দুই শত লোক থাকিবে তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক লোক ইংগ্লণ্ডীয় ও অর্দ্ধেক এতদ্দেশীয় এবং তাহারা প্রতিজন এক ২ হাজার টাকা করিয়া দিবেন যদি এই কর্ম্ম স্থির হয় তবে সেখানে বসতি হইলে যাহারা টাকা দিবেন তাহারদের যথেষ্ট লাভ হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকার অতিশয় যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পীড়া হইলে তাহারা জাহাজে অন্য দেশে যাইয়া অরোগী হইয়া আইসেন এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরা জাহাজে চড়িয়া অন্য দেশে যাইতে পারেন না অতএব গঙ্গাসাগরে বসতি হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা তথা গিয়া অনায়াসে রোগমুক্ত হইয়া আসিতে পারেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ৪ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই। প্রথম সেখানে অত্যুত্তম প্রকার তুলা জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয়। জাহাজের কারণ যে ২ বস্তু প্রয়োজনযোগ্য হয় সে বস্তু সেখানে থাকে ও যে জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভগ্নাদি হইয়া থাকে তাহা সেখানে মেরামত হয় কলিকাতা অতিদূর অতএব সেখানে না আইসে।

তৃতীয়। যে সকল জীবজন্তু ইংগ্লণ্ডে লইয়া যাইতে হয় তাহা কলিকাতাহইতে লইয়া গেলে পথে অনেক অপচয় হয় অতএব সেখানে ক্রমে২ সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনানুসারে জাহাজে উঠাইতে হইলে এত অপচয় হয় না।

চতুর্থ। সেখানে এক চিকিৎসালয় হয় এখানকার লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয় যেহেতুক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু সুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লোকেরদের রোগ হইলে জাহাজে অন্যত্র গিয়া অরোগী হইতে পারেন না যেহেতুক তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ১১ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে এবং ইহার ব্যয়ের কারণ আড়াই শত ভাগ হইয়াছে প্রতিভাগ এক হাজার টাকা করিয়া হইবেক। কোম্পানি পঁচিশ বৎসরপর্য্যন্ত বিনা রাজস্বে তাহারদিগকে দিবেন। এবং আমরা দেখিয়াছি মঙ্গলবারে এক শত তের ভাগ সহী হইয়াছে ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালি লোকেরা সহী করিয়াছেন তাহারা এই ২ শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ভাগ সহী করিয়াছেন। শ্রীযুত রামদুলাল দে ৫ ভাগ। শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল ১ ভাগ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ ১ ভাগ। শ্রীযুত রাইচরণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ৫ ভাগ। শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসু ৫ ভাগ। শ্রীযুত রামদুলাল দে মারফতে অন্য কোন ব্যক্তি ২ ভাগ। শ্রীযুত রসময় দত্ত ১ ভাগ। শ্রীযুত শিবনারায়ণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ভাগ সহী করিয়াছেন।

১০ অক্টোবর ১৮১৮ । ১৮ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর · শেষ সমাচার দর্পণ ছাপা করিলে পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে আর ২ ভাগ সহী হইয়াছে এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে এই দ্বীপ পরিষ্কার হইলে প্রথম তুলার চাস করা যাইবে এবং সেখানে জাহাজের নিমিত্ত সকল সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতেছে যে সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর ও তাহারদের সমুদ্রে স্নান করিবার উপায় কি করা যায়। এবং সেখানহইতে শীঘ্র কলিকাতাতে সমাচার পাওয়া যায় এ নিমিত্ত একটা টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখা যাইবে এবং কেহ বুঝে যে ইহার পর যে ২ জাহাজ এখন কলিকাতাতে আইসে সেই সকল জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাহাজের বোঝাই একটা নূতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে এই সকল ফল যদি সিদ্ধ হয় তবে এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজন্তু থাকে ও যাহাহইতে অনেক শারীরিক পীড়া জন্মে এমন যে বন সে অতি রম্য স্থান হইবে।

১৪ নবেম্বর ১৮১৮ । ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—যাহারা গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবার একত্র হইল এবং দশ জন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই ২ সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কমদোর হেএস সাহেব। ও শ্রীযুত চার্লস ত্রোএর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন মুলার্ডন সাহেব। ও শ্রীযুত জেম্‌স কিদ্‌ সাহেব।
ও শ্রীযুত উলিএম রিচার্ডসন সাহেব। ও শ্রীযুত এল এ দেবিদসন সাহেব।

ও শ্রীযুত জন হস্তের সাহেব। ও শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
ও শ্রীযুত রবট মাক্লিনতক সাহেব। ও শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর।
ও শ্রীযুত রামদুলাল দে।

২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

গঙ্গাসাগর।—অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশ্রীযুত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ভাগ করিয়া এতদ্দেশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীযুত তাহারদের সে দানপত্র অন্যথা করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন কাটাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্রণ্ডীয় লোকেরদের মিলিত সংপ্রদায় স্থির হইয়াছে তাহারা এখন ঐ বন কাটাইতেছেন।

যে ভূমি বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বৎসর ধান্য বীজ রোপণ করা গিয়াছিল। এখন সে ২ ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্ত্তাকু ও তরমুজ ও রামতরাইপ্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। এবং নারিকেল বৃক্ষও অনেক উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষা প্রভাতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহারদেরহইতে অধিক দুষ্কর কর্ম্ম হইতে পারে।

সর্ব্বশুদ্ধ গঙ্গাসাগরে এক লক্ষ আশী হাজার বিঘা ভূমি আছে তাহার মধ্যে নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাৎ বিংশতি অংশের এক অংশ। যাহারা স্বতন্ত্র ২ ভূমি লইয়া বন কাটাইতেছে তাহারদের কর্ম্ম শীঘ্র চলিতেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গত বুধবারে ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্রণ্ডীয় এক জন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এই ২ সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতিশীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

১৫ জানুয়ারি ১৮২০ । ৩ মাঘ ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে সেখানে লোকেরদের অতিশয় পীড়া ও ব্যাঘ্র ভয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই।

এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না।

এক শত মঘ লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের বসতির কারণ ঐ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। সেখানে যে স্থান বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থানে কৃষাণেরা কৃষি করিতেছে।

২২ এপ্রিল ১৮২০ । ১১ বৈশাখ ১২২৭

গঙ্গাসাগর।—শ্রীযুত রামমোহন মল্লিক গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে কপিল দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঘাট বান্ধাইবার কারণ পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সে বিষয় স্থির করিবার কারণ গত ১৫ এপ্রিল তারিখে অধ্যক্ষ সাহেবেরদের সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রামমোহন মল্লিকের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। তাহার চেষ্টা এই ছিল যে কপিল দেবের যে সাবেক অধিকারিরা ছিল তাহারদিগকে দূর করিয়া আপনার অভিমত ব্রাহ্মণেরদিগকে সেই অধিকার দেন এবং তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়। এই বিষয় যদি অধ্যক্ষেরা গ্রাহ্য করিতেন তবে ঐ এক জন বিনা তাবৎ হিন্দু লোকেরদের অসন্তোষ হইত তৎপ্রযুক্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না এবং অন্য কোন লোক এই রূপ দরখাস্ত আর না করে এই নিমিত্ত সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই মত অনুভব হয় যে শ্রীশ্রীযুত পূর্ব্বে কল্প করিয়াছিলেন যে গঙ্গাসাগরের তাবৎ ভূমি ভাগ্যবান হিন্দু লোকেরদের বসতি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহারদিগকে দিবেন কিন্তু কপিল দেবের মন্দিরের অধিকার ও সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান কতক ভূমি কাহাকেও দিবেন না। এই বিবেচনার কারণ শ্রীশ্রীযুতের নিকটে অধ্যক্ষেরা নিবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন ও তাঁহার আজ্ঞা পাইলে অধ্যক্ষেরা কপিল দেবের মন্দির ও এক হাজার বিঘা ভূমি আপনারদের আয়ত্তে রাখিবেন তাহাতে অন্যের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না।

১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯

নূতন রাস্তা।—মোং কলাগাছীহইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইতেছে অনুমান হয় যে

বর্ষারম্ভ না হইতে ২ সে রাস্তা প্রস্তুত হইবেক। খাজুরি হইতে যে ডাকের রাস্তা ছিল তাহাতে সাড়ে ত্রিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইত এবং গঙ্গা পার হইবার কারণ ৫ পাঁচ ক্রোশ নৌকায় যাইতে হইত যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট এবং কল্লাগাছীর নিকটে যাইত না। ইহাতে সাগরের জাহাজস্থ লোকের কলিকাতা গমনাগমন অতিদুষ্কর ছিল এবং ইংগ্লণ্ডে পত্র প্রেরণার্থে সাগরে জাহাজে যাইতে হইলে অতিদুষ্কর ও অধিক কালবিলম্ব হইত তৎপ্রযুক্ত জাহাজ খুলিয়া গেলে পত্র ফিরিয়া প্রেরকের নিকটে আসিত কিন্তু এই নূতন রাস্তা হইলে কোন দুষ্কর থাকিবেক না যেহেতুক গঙ্গা পার হইতে হইবে না এবং কল্লাগাছীর মধ্য দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন হইবেক ও সাড়ে ত্রিশ ক্রোশের অধিক চলিতে হইবে না ও সকল কালেই সমানভাবেই যাতায়াত হইবে। অনুমান হয় যে এই নবীন রাস্তাতে শকটদ্বারা গমনাগমন হইবেক। এই রাস্তা কলাগাছীহইতে কল্পির মধ্য দিয় রাঙ্গাফলার যে তিন ক্রোশ জঙ্গল ছিল তাহা কাটাইয়া রাস্তা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া এক কালে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ ভাগে উঠিবেক। ইহাতে গঙ্গাসাগরের যাত্রিকেরদের যাতায়াতের কোন ভয় ও দুঃখ থাকিবেক না। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য যেহেতুক নানা ভয়প্রযুক্ত লোক যাইত না যদ্যপি কেহ ২ যাইত তাহারা নানাবিধ কষ্ট পাইত।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯ । ১৩ মাঘ ১২৩৫

গঙ্গাসাগর।—১০।১২ বৎসর হইল এতদ্দেশের কর্ত্তারা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদিগকে গঙ্গাসাগরের জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন ইহাতে ঐ স্থানের সকল বন কাটিবার নিমিত্তে এবং শস্যাদি জন্মাইবার নিমিত্তে এক কোম্পানি স্থির হইয়াছিল প্রত্যেক অংশিতে এক হাজার টাকা করিয়া সহী করিলেন কিন্তু সকল অংশিরা সেই লেটায় প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহাতে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাজন সাহেবেরা ঐ গঙ্গাসাগরের কওএক ভাগ অংশ করিয়া লইয়া সেখানকার বন কাটিতে এবং শস্যাদি জন্মাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার তাহারদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হইল যেহেতুক সে স্থান অতিশয় পীড়াজনক এবং বন কাটিতে ২ কতকজন মজুর ও সাহেব লোক জরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন এবং সেই মিথ্যা উদ্যোগে তাঁহারা অনেক টাকা ব্যয় করিলেন তথাপি তাহারা তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল দেখা যাইতেছে যেহেতুক অনেক স্থানের বন কাটাইয়া এক্ষণে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মিতেছে এবং সেইখানে অনেক কৃষকেরা বাস করিতেছে ও এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের অধীনে যে ভূমি আছে তাহাপেক্ষা এক্ষণে গঙ্গাসাগরের ভূমির অধিক মূল্য হইয়াছে কৃষকেরদের জমীদার সাহেবের সঙ্গে কখন কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারদের খাজনা কখন কিছু বাকী থাকে না এবং সেই স্থানে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হওয়া অবধি কোন দাঙ্গাপ্রভৃতিও হয় নাই এবং সেখানে পোলীসের কোন চাপরাসিও নাই।

কলিকাতা হইতে আট ক্রোশ অন্তরে বজবজের সম্মুখে যে এক হাজার বিঘা ভূমি এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবের জমীদারীর মধ্যে আছে সেই ভূমি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের পুর্ব্বে এক জন ইংগ্লণ্ডীয়কে দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহাতে তাঁহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে যে সম্বাদ শুনা যাইতেছে তাহা

অত্যাশ্চর্য্য সেখানকার রাইয়তেরা এমত সুখে বাস করিতেছে যে তাহারদের নিকটে খাজানা আদায়ের কারণ কখন লোক পাঠান যায় না এবং তাহারা আপনারা আসিয়া খাজানার টাকা দেয় সেই জমীদারী এক নালার দ্বারা এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের ভূমিহইতে বিভক্ত আছে সেই নালার যে পার্শ্বে ইংগ্রণ্ডীয়েরদের ভূমি আছে তাহা হইতে তাহাতে দ্বিগুণ খাজনা পাওয়া যায়।

২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ । ১৩ পৌষ ১২২৫

প্রাচীন কথা।—চাকদহের উত্তর পুর্ব্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ তাহার চারি কোণে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিটা পর্ব্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠেতেই দুই ২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং স্থানে ২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে। এই বাটীর বিষয়ে লোকে কহে যে এখানে পুর্ব্বে দেবপালনামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত এই।

ঐ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুম্ভকার ছিল একদিন এক সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইল পরে ঐ সন্ন্যাসী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া স্নানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমণি ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুম্ভকারের স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিল। কুম্ভকার সেই মণি হরণ করিল। সন্ন্যাসী ঐ মণি না পাইয়া কুম্ভকারকে অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মণিহরণ করিলি ঐ ধন তোর কিম্বা তোর বংশের ভোগার্থ না হউক ও তুইও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী গেল। কুম্ভকার ঐ স্পর্শমণি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজা হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটীর চারি কোণে চারিটা হ্রদ করিয়া ধনেতে পুর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া ঐ ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ নির্ম্মাণ করিল তাহাতে যে স্থানে মালির বালক রাখিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি জাতিতে চারি বুরুজের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া দিল্লীর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদি দরবারে আমার অমঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত অগ্রে এখানে আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে। এই কহিয়া আপনি কয়েদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে গিয়া অনেক ধন ব্যয়দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপুর্ব্বক বাটী আসিতেছে দৈবাৎ ঐ দুই কপোত উড়িয়া বাটী আসিবামাত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবপালও কপোত উড়িয়া যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিয়া দেখে যে সকল পরিজন ডুবিয়া মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল যে তবে একেলা আমার জীবন নিষ্ফল আমি প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও ঐ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া

মরিল। এই রূপ অনেকে কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমত ২ বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে জানা যায় যে এ বাটী যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিস্তর দিনের‌ও নয় এবং লোকেরা প্রায় কথায় ২ ঐ দেবপাল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্যক যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহার মূল জানা যায়।

৯ জানুয়ারি ১৮১৯ । ২৭ পৌষ ১২২৫

কাটোয়া।—যখন বাঙ্গালা দেশ মূরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।

১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬

বাঙ্গালার সিংহাসন।—শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি মুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হেষ্টিংস সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন ঐ সিংহাসন ইংগ্লণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন ঐ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।

২৩ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১১ মাঘ ১২২৫

জিলা বর্দ্ধমান।—আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুত বেলিসাহেব জিলা বর্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপ্পান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অনুমানে সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে অনুমান জাত্যনুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।

ব্রাহ্মণ	২৬০০০০	দৈবজ্ঞ	৮০৬৪
ক্ষত্রিয়	৯৭২	কৈবর্ত্ত	৯৫০৪
রজপুত	১৩৩৯২	স্বর্ণবণিক	১২৮৫২
বৈদ্য	৪৪৬৪	স্বর্ণকার	১৪০৪০
কায়স্থ	৮০৯৬৪	তিলি	৪৬৭৬৪
গন্ধবণিক	৫৫১৫২	কলু	৩১৫৭২
কংসবণিক	৬৩৩৬	জালিয়া	১০৩৬৮

শংখবণিক	১৮০০	ছুতার	১৪০০৪
অগ্রহারী	১০৭৬৭৬	রজক	৮২০৮
মালাকার	৩৭৪৪	যোগী	৩৫৬৪
নাপিত	২৫৫৬০	বাইতি	৩৫৬৪
কুম্ভকার	১৬৭০৪	সারণী	২৭০০
মদক	১৭৬০৪	লোহার	১৪৭৬
তন্ত্রবায়	২৭১৮০	বাউরী	৩৫৬৭৬
কর্ম্মকার	৩০২ ৪	কোতাল	৪৭৯৭৪
বারুই	৫৭৬	হাড়ী	২২০৬৮
তাম্বূলী	১৮৩৯৬	বাগদী	১৬৭১৬৮
সদ্গোপ	১৬১৭৮৪	ডুলে	১০৪০২
গোপ	৬৬৮৫২	মাল	৭৯২
বৈষ্ণব	১৮৬৪৮	চণ্ডাল	৪১৪০
মহন্ত	৫০৪	ডোম	৩৭২২৪
ভাট	৭৬৩২	শুড়ী	২১৫৪০
পাঁচেব	৫০৪	মুচী	১৮৮৬৪

অন্য ২ দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী কিন্তু বর্দ্ধমানের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার দুই শত পঁচাশী পুরুষ সেখানে একাশী হাজার একশত উনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী অধিক কিন্তু সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক।

১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ৪ পৌষ ১২২৬

বর্দ্ধমানের বিবরণ।—বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসহী ও বীরভূমি দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পুর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও পাচেটি। পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই হাজার পাঁচ শত সাতাশী চতুরস্র ক্রোশ। ঐ বর্দ্ধমান উনষাটি বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে সে এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন আর নাই ও উড়িস্যা ও মেদিনীপুর ও পাচেটি ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে ঐ বর্দ্ধমান আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুর্দ্দিকে মহাবনে বেষ্টিত মহাপুষ্পোদ্যান।

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান এবং ভূমি উর্ব্বরা লোকেতে পরিপুর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বাহাদুর অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তাহার অনেক কীর্ত্তি এতদ্দেশে আছে। সতর শত নব্বই সনে রাজা

কোম্পানিকে বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত চৌরাশী সনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন প্রধান নগর বর্দ্ধমান ও ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ও দুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে তাহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।

এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণ্য যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র এক মহারাজ্য ছিল সেখানকার রাজারা ক্রমে ছাপ্পান্ন পুরুষ এক হাজার নিরানব্বই বৎসর এক সিংহাসনে রাজ্য করে তাহারা ইহার হিসাব রাখে। সতর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ সে রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫

ইতিহাস।—কৃষ্ণনগর মোকামে এক ময়রা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট লোক ঐ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় করিয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল যে আমার টাকা ইহা কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই। পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সম্ভুচন্দ্র রায়ের নিকট ঐ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না মোকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুত্র আপন চাকরের দ্বারা এক বাটী জল আনাইয়া সেই জলে ঐ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃত ভাসিয়া উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্তি হইল।

২৫ আগষ্ট ১৮২১। ১১ ভাদ্র ১২২৮

চানক॥—মোকাম চানকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানা দেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ না হয় এমত লোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন প্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলগা নামে এক প্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মত উচ্চ ও অতিদুর্ব্বৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পর্ব্বতীয় চারি পাঁচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লণ্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্যাঘ্র চারি পাঁচ প্রকারের দশ বারটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এই দেশীয় বৃহৎ তিনটা ব্যাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্যাঘ্র আছে তাহার গায় গোল ২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

এক স্থানে সিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণ্ডুবর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার

লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহারদের কথানুসারে সে চলে। ছোট ২ চারি পাঁচ ব্যাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় যে শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্যাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহারদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলণ্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের দুই পা অতিক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে তাহার স্তনও সে থৈলীতে আবৃত ঐ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন ২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। যে হউক সে অতিআশ্চর্য্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মত আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গাণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশরূপে অদ্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমূদ হইয়াছে সে অতিশান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া এক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই। এবং তিন চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

১১ ডিসেম্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১

যাতায়াতে সুগম।—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত ২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক ২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই ২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে।

রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনে অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতুক তাম্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই।

অনুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বাসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক।

কলিকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট সিকরোলস্থ ইংগ্রণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।

২৩ জুলাই ১৮৩৫। ৯ই শ্রাবণ ১২৩২

কাশী।—সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে। কলিকাতাহইতে কাশীপর্য্যন্ত যে পথ তাহাতে সর্ব্বসুদ্ধা পাঁচ নদীর উপর পাঁচ সেতু আছে সে পাঁচ সেতু এই ২ স্থানে স্থাপিত। প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু দ্বিতীয়তো বাঁকুড়ার পশ্চিম দুই দিবসের পথ দল্লারা নামে নদীতে এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু। তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু। এই সেতু ১৮২৫ শালের মে মাসে স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থত ঐ হাজারিবাগের পশ্চিম পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর ঘুসিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু সে সেতু ১৮২৪ শালের মে মাসে স্থাপিত হয়। পঞ্চমতঃ কাশীহইতে আটার ক্রোশ অন্তর কর্ম্মনাশা নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্বা এক সেতু এই সেতু মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের ব্যয়েতে প্রস্তুত হইয়া গত বৎসরে স্থাপিত হইয়াছে। ভৈরব নদের সেতু ব্যতিরেকে অন্য তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু ভৈরব নদের সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত হইয়াছে এই বৃক্ষ রামগড়ের নিকট পর্ব্বতে অধিক জন্মে।

এই সকল সেতুব্যতিরেকে আলিপুরের নিকট বেত্রনির্ম্মিত এক সেতু আছে সে সেতু পশ্চাৎ শ্রীহট্টে যাইবেক। আমরা শুনিয়াছি যে মন্দ্রাজ ও বোম্বের বড় সাহেবেরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে সে দেশের মধ্যে যেখানে ২ সেতুর প্রয়োজন হইবেক সেখানে এইরূপ রজ্জুময় সেতু হইবেক।

২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

কাশীপর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকার গমন।—এ সপ্তাহে ইংরেজী সমাচারপত্রে কাশীপর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকা প্রেরণের বিষয়ের অনেক কথোপকথন লেখা আছে। লেখক সাহেবেরা বাষ্পের নৌকার বিষয়ে কহেন যে যদি প্রত্যেক ঘণ্টায় ২ ক্রোশ করিয়া প্রতিদিন ১২ বার ঘণ্টা চলে তবে ১৩ দিনে কাশী পঁহুছিতে পারে এবং ৩।৪ চারি দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে। অন্য নৌকাদ্বারা এখন সেখানে যাইতে দুই মাসের ন্যূন কাল লাগে না।…

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

বারাণসের লোকসংখ্যাপ্রভৃতি।—অতিশয় বিখ্যাত এই মহানগরের অতিসুন্দররূপে সংপ্রতি যে লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাপ্ত হইয়াছে তদ্দারা বোধ হয় যে তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল বেওরা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা প্রকৃতাতিরিক্ত।

১৮০০ সালে তন্নগরের গৃহ সকল গণনা করিয়া হিসাব করা গেল যে ঐ মহানগরনিবাসি ছয় লক্ষ লোক হইবে। পরে তাহার অন্য এক হিসাবে তত্রস্থ আট লক্ষ লোক স্থির হইল কিন্তু ঐ দুই হিসাবের ফর্দ্দে বাটীর সংখ্যায় ভ্রান্তি ছিল না বটে কিন্তু গৃহপ্রতি নিবাসিরদের যে সংখ্যার অনুমান করা গেল তাহা যথার্থাতিরিক্ত। সংপ্রতি যে লোক সংখ্যা করা গিয়াছে তদ্দারা বোধ হয় যে গড়ে গৃহপ্রতি ছয় জন নিবাসি করিয়া নিশ্চিত করা উপযুক্ত। যে যাত্রিলোকেরা সময় বিশেষে বারাণসে যাত্রা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করে তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে। কোন এক গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে রাজপথে ও খেয়ার নৌকার দ্বারা যে সকল লোকেরা ছাকনায়২ নগরে প্রবিষ্ট হইল তাহারদের সংখ্যাকরণের চেষ্টা পাওয়াতে চল্লিশ হাজার লোক গণিত হইয়াছিল। কিন্তু অনুমান হইল যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নগরে প্রবিষ্ট হইল।

মোটে ঐ নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ মাত্র করা যায় এবং যদি সিক্রোলের এবং তাহার আশপাশের নিবাসিরা হিসাবের মধ্যে গণিত হয় তথাপি দুই লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না।

নগরনিবাসি লোকের সংখ্যা।	১৮১৪৮২
সিক্রোলনিবাসী।	১৮৭৮০
	২০০২৬২
বারাণসে বাটীর সংখ্যা।	৩০২০৫
সিক্রোলের গৃহসংখ্যা।	২৮৮০
	৩৩০৮৫
উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা।	৩৯০
পাকাঘর অর্থাৎ ইষ্টক ও পাথর নির্ম্মিত।	১১৩৯৮
কাঁচা ঘর।	১৯১৯১
কাঁচা পাকা ঘর।	২৪১৬
তন্মধ্যে একতালা বাটী।	১৫০৩৪
দোতালা বাটী।	১২১২০
তেতালা বাটী।	২৯৭৮
চৌতালা বাটী।	১০১৯
পাঁচতালা বাটী।	২০০
ছয়তালা বাটী।	০৭

সাততালা বাটী।	১
ভগ্ন গৃহ ও শূন্ত স্থান।	১৫৭০
বাগান।	১৭৪
শিবালয়প্রভৃতি।	১০০০
মুসলমানের মসজিদ।	৩৩০

প্রত্যেক বর্ণের প্রধানলোকের স্থানে অনুসন্ধান করাতে বোধ হইল যে তন্নগরস্থ বর্ণসকলের নীচে লিখিতব্য ইয়ৎ২ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

মহারাষ্ট্রদেশের।	১২০০০
নাগরদেশস্থ।	৩০০০
মোর।	৬০০
উদীচ্য।	১২০০
গৌড়ীয়।	২০০০
কান্যকুব্জের।	৭০০০
খেরেওয়ালী।	১৬০০
বাঙ্গালি।	৩০০০
গঙ্গাপুত্র।	১০০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ণ।	৩৬০০
	৩৫০০০

ক্ষত্রিয়বর্ণ।

রাজপুত।	৬৫০০
ভূচার।	৫০০০
অন্য পাঁচবর্ণ।	৩০০০
	১৪৫০০

বৈশ্যবর্ণ।

আগুরওয়ালা।	২০০০
কংসর বণিক।	২৫০০
অন্য বিংশতি ক্ষুদ্রবর্ণসঙ্কর।	৩৫০০
	৮০০০

শূদ্রবর্ণ।

কায়স্থ।	৬৫০০
কায়েরি।	৮৫০০
আভীরী।	৫৫০০
কহার।	৫০০০
কলওয়ার।	৬৫০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর।	৩৭০০০
	৭০০০০
এগারপ্রকার বর্ণসঙ্করীয় ভিক্ষুক।	৩৫০০
অতএব কাশীনিবাসি তাবৎ হিন্দুলোকেরদের সংখ্যা।	১৩৪০০০
তন্নগরনিবাসি মুসলমান।	৩২৬০০
অবশিষ্ট রাহাগিরী অতিথি ও চৌধুরীদের হিসাবে যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা অনুমান।	১৩৪০০
বারাণসনিবাসি সর্ব্বসুদ্ধা	১৮০০০০

১০ আগষ্ট ১৮২২। ২৭ শ্রাবণ ১২২৯

কলিকাতার লোকসংখ্যা।—আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলনে তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত চতুর্দ্দশ শালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের সাহেব লোকেরা কি অনুসারে গণনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা পুলিসের অধ্যক্ষেরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার আট শত আটত্রিশ। মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাবট্টি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার দুই শত তিন। চীন দেশীয় চারি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।

কলিকাতার বৃত্তান্ত। —এই মহানগর কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন মেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে কুঠী উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯।৯০

২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৯ পৌষ ১২৩০

সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।

১৬৭৮।৭৯ সালে এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ সহগমী হইতে উদ্যতা হইবাতে ঐ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস সুখেতে কালযাপন করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে ঐ সাহেবের ঔরসে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে ঐ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় ঐ স্থানে চারনক সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি ঐ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক কহা যায়।

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তিদ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনৌজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।—সং চং।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

চুঁচুড়া।—৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বলাই সাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐদিন অতিপ্রত্যূষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ শহরের বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলণ্ডীয় অধিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্য্যন্ত হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইল। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।

(৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

চুঁচুড়া।—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চুঁচুড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ ব্যারিক বসাইবেন।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

প্রেরিত পত্র।

সংপ্রতি কনিষ্ঠ কলি হইল বর্ষিষ্ঠ
ইহাতে শিষ্টের মনে মিলে মহাকষ্ট।

আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেককালাবধি বিভক্ত। ভাষাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার হওয়াতেও তদ্রূপ দুই কমিস্তনর মোকরর হইয়াছেন। কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার আছে শৌমারপীঠেতে পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার ছিল না। সে স্থানের রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন তাহারদের উপাস্য চ্ছঙ্গ দেওনামে দেবতা ছিল ক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতির সঞ্চার হইল। অনুমান এক শত চল্লিশ বৎসর হইল শৌমারেশ্বর শক্রবংশাবতংস স্বর্গ দেবগদাধর সিংহ হিন্দুর ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন তদবধি ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল তাহার পুত্রপৌত্র রুদ্র সিংহাদি ক্রমে তদ্ধর্ম্মকে বর্দ্ধিষ্ণু করিতে লাগিলেন এবং জিলা নবদ্বীপের অন্তর্গত শিমলিয়াহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং ৺কামাখ্যা হয়গ্রীব মাধবপ্রভৃতি দেবতা যন্ত্রেতে যোগিনীতন্ত্রাদ্যুক্ত তত্তদ্দেবতার কল্পোক্তক্রমে পূজার বিস্তার করিলেন ও বার্ষিক দুর্গোৎসবপ্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করিলেন। ঐ সকল দেবস্থানেতে সেবার অত্যন্ত পারিপাট্য হইল যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল সদসৎপাত্রা-পাত্র বিচারপ্রচার হইল ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়ারহিত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজা তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেন এবং পারদারিক কুকর্ম্ম মোটেই ছিল না যদি দৈবাৎ কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত তবে তাহাকে যেরূপ শাস্তি করিত তাহা লেখা ভার বেশ্যার সমাগম ও মদিরার গন্ধও ছিল না দেবনর্ত্তকীরা যাহারা থাকিত তাহারা কেবল নৃত্য গীতেতে রতা থাকিত কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না লালুঙ্গ মিকিরপ্রভৃতি কতকগুলো বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত তাহারাই মদ্যামেধ পান ভক্ষণ করিত জবনাদি অস্পৃশ্য জাতি নগরোপান্তে থাকিত দৈবাৎ স্পর্শ হইলে সচেল জলপ্রবেশ করিত নগরেতে কেহ মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণতা ছিল যেহেতুক কলির স্থান শাস্ত্রেতে লিখিয়াছেন যে পানং দ্যূতং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ। সুতরাং এই সকলের অবিদ্যমানে কলির কিরূপে অবস্থান হইবেক এইক্ষণ ইংগ্লণ্ডীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত বর্ষিষ্ঠ হইয়াছে লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে নগরেতে স্বচ্ছন্দে গণিকা বাস করিয়াছে হট্টেতে যথেষ্ট মদিরা বিক্রয় হইতেছে লোকেরা পারদারিক হইয়াছে দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ থাকিত এইক্ষণে কেবল যাত্রিক তল্লাস করিয়া বেড়ায় হে ভগবতি মহামায়ে রাজরাজেশ্বরি কামাখ্যে তুমি এই মহাশয়ের প্রতি তুষ্ট হইবা। এতদ্ধি রামায়ণং। বস্তুপ্রাপ্তীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ কার সংপ্রতি কামাখ্যার দেবালয়েতে ২।৩ জন বিপ্রবিধবা গর্ভবতী হইয়াছে তাহার বিচার করাতে কএক জনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা মিথ্যা করার কল্পনা করিয়াছে এবমাদি কত অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে তাহা লেখা ভার। স্থূল তাৎপর্য্য।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

মুন্ধরদেও পূজা।—করকপুর নামে পর্ব্বতে মূর্খর এক জাতি আছে তাহারা দেওহরি নামে পুরোহিতের অতিশয় সম্মান করে যখন তাহারা মুন্ধরদেওর পূজা করে তখন সে পুরোহিত একস্থান পরিষ্কার করিয়া স্নান করে ও অন্য ২ লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করে। পরে পুরোহিত ঐ পরিষ্কৃত স্থানে বসে ও লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ২ লইয়া বৃক্ষের পত্রে করিয়া তাহার সাক্ষাতে রাখে এবং তাহার সম্মুখে এক প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে পরে ঐ পুরোহিত ছুরিদ্বারা আপন বামউরু ছেদন করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করে ও দেওর প্রসন্নার্থে সেই রক্ত অগ্নিতে আহুতি দেয়। অনন্তর দেওহরি নামে পুরোহিত এক পায়ে দাঁড়াইয়া মন্ত্র জপে। সেই সময়ে আর এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিতে ধূপ দেয় তাহাতে ঐ পুরোহিতের শরীর ধূমেতে আচ্ছাদিত হয়। শেষে ঐ পুরোহিত অতিব্যথাযুক্ত মনুষ্যের মত আপন মাথা ঘুরায়। তাহাতে লোকেরা ভাবে যে পুরোহিতের উপরে দেও চড়িয়াছে। পরে ক্ষণে ২ জিহ্বা বাহির করে ও অস্পষ্ট কথা কহে এবং লোকেরা যে তাহার কাছে পূজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকেত করে। তাহাতে লোকেরা ঐ দেওর অনুগ্রহ প্রাপণার্থে শূকর ও মুরগী ও ছাগল ও ডিম্ব চিনি প্রভৃতি দ্রব্য আনিয়া ঐ পুরোহিতের পূজা করে। ঐ পুরোহিত আহুতির চালু কিঞ্চিৎ ২ লইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ দেয় তাহার কারণ এই যে ঐ পর্ব্বতীয় লোকেরা যখন কাষ্ঠাদি আহরণের কারণ বনে যায় তখন কোন অমঙ্গল না ঘটে।

২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮

সিংহভূমি॥—সিংহভূমির মধ্যে লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে তাহারা হিন্দু তাহারদের পূর্ব্ব নিবাস কোথা ছিল তাহা জ্ঞাত নাই কিন্তু এক শত বৎসর অবধি এই স্থান অধিকার করিয়াছে অনুমান হয় তাহারা পশ্চিম হইতে আসিয়া থাকিবে তাহারদের বসতি পাহাড়ের মধ্যস্থল সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা তাহারা উত্তমরূপে কৃষিকর্ম্ম করে ও গোমেষ শূকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি পালন করে ও ভক্ষণ করে তাহারদের দেশের মধ্যে ছোট দুই নদী আছে এবং প্রত্যেক গ্রামের নিকটে এক ২ গোরস্থান আছে কিন্তু লোককে গোর দেয় না। লোক মরিলে তাহাকে পোড়াইয়া সেই ভস্ম গোরের মধ্যে রাখিয়া এক এক পাথর তাহার উপরে দিয়া চিহ্ন রাখে। সে লোকেরা বলবান ও সাহসী ও নিরালস্য ও দস্যুকর্ম্মে পটু তাহারা পরিধানে এক বস্ত্রমাত্র রাখে তাহারদের যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ এবং এমত জানা আছে যে এক লেড়কাকোল এক আঘাতে এক ঘোড়ার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারে।

তাহারদের দুই প্রকার বাণ ছোট ও বড় কিন্তু ইহাতে বিষ নাই। তাহারদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত নিকটস্থ

লোকের অনেক ভয় হইত যেহেতুক তাহারা আপন দেশে বিদেশিরদিগকে পাইলে খুন করিত। অতএব তাহারদের দমনার্থ সেখানে সৈন্য পাঠাওনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে দুই হাজার সৈন্য সমেত শ্রীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন তাহারা এ সৈন্য দেখিয়া পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন সৈন্য সে পর্য্যন্তও পঁহুছিল তখন তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া শোধ দিবার চেষ্টা পাইল। পরে সৈন্যেরা যখন তাহারদের খাদ্য প্রভৃতি আমল করিল তখন অনুপায় ভাবিয়া সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন দেশাচার মত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম স্পর্শ করিয়া দিব্য করিল ও বন্দোবস্ত করিল।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

স্বাভাবিক চোর ॥—মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে তাহারা স্বাভাবিক চোর পরদ্রব্যাপহরণ দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহারা কহে যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর গবাদি সেবা আমরা করিতাম তাহাতে তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা পরদ্রব্যাপহরণপূর্ব্বক কাল যাপন করিবা ইহাতে তোমার দিগের পাপ নাই। এই জাতীয় লোকেরা তিন পুরুষ পূর্ব্বে মাড়োয়ার দেশ ত্যাগ করিয়া মালোয়া দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে এখন তাহারা দেড় শত ঘর হইয়াছে। তাহারা মহিষ ভক্ষণ করে একারণ হিন্দুদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্য্যতা নাই এবং হিন্দুলোকেরা তাহারদিগকে অতি তুচ্ছ করে। তাহারা ভূতকে অধিক ভয় করে তাহারদিগের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক ভূতের অনুগ্রহ লাভার্থে কোন দ্রব্য বিশেষ হস্তে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহারা জানে যে তাহারা মরিলে ভূত হয় ও যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে সে মরিলে তাহার নিকটে আইসে এবং তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা চিনী ও নারিকেল ভক্ষণ করে না ও রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে না তাহারদিগের নাম রাথর ও পোয়ারভটী ও মকোনাহারা ও চোহান প্রভৃতি রাজপুত নামের সদৃশ নাম। ইহাতে কেহ কেহ কোন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এ লোকেরদিগের নাম তোমারদিগের সদৃশ ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা তোমারদিগের জাতিহইতে নির্গত হইয়াছে। তাহাতে ঐ রজপুত রাগ করিয়া কহিল যে না উহারা অতিনীচ জাতি আমারদিগের জাতি হইতে কখন নির্গত হয় নাই কেবল লোক জানান কারণ এ সকল নাম রাখে এবং সেই লোকেরা যত শীঘ্র নাশ হয় সেই ভাল। ইহারদিগের মধ্যে কতক লোক মোকাম ভোপালে থাকে সেখানে শ্রীযুত মেজর হেন্রি সাহেব মোক্তিয়ার আছেন তিনি তাহারদিগের কুস্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অনেক শান্ত হইয়াছে তথাপি চুরি করিতে গিয়াছে কি ঘরে আছে ইহা জানিবার কারণ রাত্রির মধ্যে দুইবার দেখিতে হয়। তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে তাহারদিগকে পুলবন্দি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তথাপি তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে যেহেতুক ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই তাহারদিগের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয় সেই পঞ্চাইতেরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ জরিপানা করে। পরস্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপানা করে জরিপানার টাকা লইয়া মদ্য ক্রয় করিয়া সকলে পান করে বিশেষত আসামী কৈয়াদী অধিক পান করিয়া মত্ত হয় তখনি স্থির করে যে অন্য কোন ঘরে চুরি করিব।

১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯

গোরক্ষনাথ যোগী।—মাড়বার দেশের অন্তঃপাতি গিরিনার নামে পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন তিনি কতক রাজাকে ও অনেক উদাসীনকে শিষ্য করিয়াছিলেন উদাসীন শিষ্যেরদের বিশেষ চিহ্নের কারণ ঐ মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন তদবধি তাহারা কানকাটা নামে খ্যাত আছে এবং তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রাধারণ করে। সে কুণ্ডল গণ্ডার শৃঙ্গের ও প্রস্তরের ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে। তাহার শিষ্যেরা গোরক্ষনাথ যোগী নামে খ্যাত তাহারদের মধ্যে কতক নাথ নামে ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যোধপুরের রাজা এই মতাবলম্বী তৎপ্রযুক্ত তিনি মোং হরিদ্বারে এতন্মতাবলম্বিরদের থাকিবার কারণ দুই উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে। এই মতাবলম্বি লোকেরা সর্ব্বসুদ্ধ অনুমান দশ হাজার হইবে। হরিদ্বারভিন্ন তাহারদের অন্য চারি তীর্থ আছে অর্থাৎ গোরখপুর ও যোধপুর ও পেশোর ও উত্তর দেশীয় পর্ব্বত। ইহারদের দুই ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে এক গোরক্ষবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ কিন্তু ইহারদের পণ্ডিত লোকেরা পাতঞ্জল মতাবলম্বী। তাহারদের শব সন্ন্যাসির শবের ন্যায় বসাইয়া গোর দেয় তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করে না। হরিদ্বারের পর্ব্বত শ্রেণীর নীচে তাহারদের মন্দির সে মন্দিরে শিবপাদুকা আছে অতএব তাহারা সেই স্থানে অর্চ্চনা করে।

২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩

জলখাই ব্যবস্থা।—কটকের অন্তঃপাতি এক গ্রামে জলখাই ব্যবস্থানামক এক ঘর তদ্দেশীয় কায়স্থ বাস করেন তাঁহারদিগের রীতি এই আছে যে গোত্রের প্রধান ব্যক্তি কেবল জলপানেই কালযাপন করেন এই প্রকার ক্রমিক তিন পুরুষাবধি চলিয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তি সকল অসত্য জ্ঞান করিবেন তথ্যানুসন্ধান করিলে সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক ২৬ জ্যৈষ্ঠ। সংপ্রতি কটকাগতস্য। সং চং

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪

নেওয়ার জাতি।—নেপালের পর্ব্বতের তলিতে ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের প্রান্তভাগে এই জাতীয় লোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্ববৃক্ষের সহিত হয় এবং বিবাহ হইলে পর সেই বৃক্ষের একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া পুরুষের সহিত বিবাহ করে বিবাহকালীন বরপাত্র ১০।৫ টা তাহার স্থৈর্য্য নাই সুপারি আপন স্ত্রীকে দেয় সেই সুপারি যে পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকট থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক ইহার মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয় তবে তাহার পতিকে এই বিবাহকালীনের দত্ত সুপারি ফিরিয়া দিয়া পুনরায় তাহার অর্থাৎ নূতন বরের সুপারি গ্রহণ করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়। ইহারদিগের পতির বিয়োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি পুর্ব্বোক্ত শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয় বিধবার লক্ষণ কেবল সিন্দুর পরিত্যাগ মাত্র। সং চং

৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪

কোচ।—এই জাতি অনেক মোরাঙ্গর মধ্যে রঙ্গনি পরসনাথ এবং কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাপ্যের মধ্যে মেঘা পহুবান পরগণা ও আর২ পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক স্থানে বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকৃলি অর্থাৎ চট বিশেষ তাহাও কটিদেশে না পরিধান করিয়া স্তনদ্বয়ের উপর পরিয়া থাকে সুতরাং স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না ইহারদিগের স্ত্রীলোকেরা যুবতি না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটীতে বিবাহ করিতে যায় কুলাচার প্রমাণ বিবাহ হইলে পর বরপাত্র আপন ঘরের চালের উপর আরোহণ করিয়া কহে যে আমি বিবাহ করিব না কারণ তোমাকে প্রতিপালন করিবার আমার ক্ষমতা নাই তাহাতে ঐ স্ত্রী কহে উঠ২ কোচের পুং ধোকড়া খান বুনমু পোষপোত্তক বরপাত্র এই বাক্য শুনিবা মাত্র চালহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দূর দান করে তবে বিবাহ পূর্ণ হয়।

৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪

যসি।—নেপালি যসিনামক এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছে তাহারদিগের উৎপত্তির বিবরণ এই যে বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত হয় তাহারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরষজাত এ জন্যে যদিও অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় মান্য তথাচ অনেক বিশেষ আছে আর অন্য জাতি স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া এবং কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার স্বামী তাহার উপপতির প্রাণ দণ্ড যত দিনের পরে হউক যেকাননি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেক তৎক্ষণাৎ জার হান এই শব্দ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয় এবং নেপালের অধীন বিচারস্থানে পারিতোষিক পায় কিন্তু এমত কুকর্ম্ম ব্রাহ্মণহইতে হইলে তাহার প্রাণদণ্ড নিষেধ।

৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪

থারু।—মোরঙ্গে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের বিবাহের কাল ইং ১ লাং ১০ বৎসরপর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে তাবতের বিবাহ হয় এবং কন্যা যাবৎপর্য্যন্ত কন্যাবস্থা থাকে তাবৎ শ্বশুরালয় গমন করে না পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিড়ম্বনা শ্বশুরালয় যাইয়াও ক্রমশঃ পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত স্বামির সহিত আলাপ হয় না এবং তাহার হস্তে কোন দ্রব্যাদি আহার করে না একারণ নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ আর যদি কোন স্ত্রীলোকের কোন কুকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে তাহাতে কন্যার পিতার কলঙ্ক কেবল হয়। আর যদি ঐ ছয় মাসের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না হয় এবং পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না যেহেতুক প্রথম পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬

বৎসরারম্ভ।—অদ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নূতন বৎসরারম্ভ হইল অতএব গত বৎসরে স্থুল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি। এই বৎসর এতদ্দেশীয় লোকেরা সহমরণ বিষয়ে সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারেই চলিতেন এখন এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক। সংপ্রতি কেবল সহমরণের বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ভ হইয়াছে আমরা অনুমান করি যে অন্য২ বিষয়েও এইরূপ সদসদ্বিবেচনা হইবেক। কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায়। পূর্ব্ব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞানলোক জানিতে পারিত না এখন এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধারা সর্ব্বত্র আছে।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর ব্যহাদুর পুর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই বৎসরে শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ইহাতে তাহার এই লাভ হইল যে পুর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ত্র এক রাজা হইলেন।

এই বৎসরে কচ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া সে দেশাধিকার করিয়া সেখানে রাজ্য করিতেছেন।

এই বৎসরে ব্রহ্মা দেশের প্রাচীন রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা দেশের নাম পুর্ব্বে বগু ছিল পরে এই রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বগু দেশ জয় করিয়া তাহার নাম ব্রহ্মা দেশ রাখিলেন। এই রাজারদের বংশের মধ্যে এই ব্যক্তি অনেক কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছেন।

এই বৎসরে সিংহলদ্বীপে সেখানকার দুষ্ট লোকেরা কতক লোকেরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ক্ষুদ্র ২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।

এই বৎসর জুন মাসে এক মহাভূমিকম্প হইয়াছে তাহার মত ভূমিকম্প তৎকাল হয় নাই সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদ্দেশে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই কিন্তু অন্য ২ দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি দেশে ঐ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে।

১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ডাকাতি।—এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পুর্ব্ব এই অঞ্চলে

এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

১০ জুলাই ১৮২৪। ২৮ আষাঢ় ১২৩১

দুষ্টের নাশ।—শুনা গেল যে অল্প দিবস হইল উলা গ্রামের মুস্তফিরদের বাটীতে শিবেশনি নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংঘনোদ্যত হইবামাত্র ঐ বাটীস্থ এক জন দেখিতে পাইয়া প্রাচীরে উঠিয়া তৎপশ্চাতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। অপর শুনা গেল যে যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে সে জেলা কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯

পিস্তল লড়াই॥—মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর হুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়া ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না। দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পুরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৩

বাষ্পের জাহাজ॥—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ-হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮

ব্যাঘ্র।—কলিকাতার পূর্ব্ব দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র ভীতিও অতিশয়। এক

গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিঁড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া অল্পে ২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছু কাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পর গ্রামস্থ লোক গৃহহইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চালহইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

ভাগীরথী নদী।—সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল যাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। যাটি বৎসর হইল চৌষট্টী বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলীপর্য্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোনো প্রকারে কোনো সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারণ এই যে বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে২ ঘাট বন্ধন করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এই২ কারণে ভাগীরথীর ও মাথা ভাঙ্গা প্রভৃতির জল চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্ব্বে করনল কৌলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহময় নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই ক্ষণে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁশ না পোতে ইহা হইলেও যে আছে সে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় নিউষপেপরে ছাপা গিয়াছে।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

পাড় ভগ্ন।—সংপ্রতি কোন মাণ্য লোকের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মোং শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহা প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এ বৎসরও পুনরায় বর্ত্তমান মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থানা ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ১৩ ভাদ্র তারিখের বৈকালে গঞ্জঅবধি হাটখোলার বাজার পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটী এবং বৃহৎ২ বৃক্ষপ্রভৃতি যাহা অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়া এককালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই এক্ষণে ঐ সকল কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার যদ্যপি রাত্রিকালে আরো ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থল হইবেক। তিং নাং

৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭

বেগম সমরু।—উজ্জয়নীহইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমরু শ্রীযুত নবাব নসীর-দ্দৌলাকে [স্যর ডেবিড অক্টরলোনীকে] বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

বেগম সমরু॥—উত্তরের আখবারদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।

১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও কচ্ছ দেশ-হইতে সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চারি হাজার পাঁচ শত ঘর ছিল তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই বর্ষাতে থাকিবেক না।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখের ভূমিকম্পের সমাচার দূর ২ দেশহইতে আসিতেছে। বোম্বইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহর হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পেতে সেখান-কার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেউর মত কাঁপিয়াছিল ও নয়টা গুম্মেজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে ও তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেখানকার লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয়

কাল জ্ঞান করিয়াছিল সে শহরের অনেক ২ পাকা ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যে ও না পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতনভয়ে সেখানকার রাজা ও আর ২ শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে।

সেই শহরের কিঞ্চিৎ দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে পুর্ব্ব দিন পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহা সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল স্থানহইতে সমুদ্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক আছে। মংগল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভুজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের নীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ শব বাহির হইতেছে ঐ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে। যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে। মান্দাবী শহরে এক শত ষোল লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকস্মাৎ জল উঠিয়া ব্যপ্ত হইয়াছিল। কচ্ছ দেশে যত শুষ্ক নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপুর্ণ হইয়াছিল।

এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার দিতে আমাদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্বারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদূর সেখানে রাজকর বন্দ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা সকলে ঐ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদূর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি রূপে সকলে দিতেছেন।

২ অক্টোবর ১৮১৯। ১৭ আশ্বিন ১২২৬

ভূমিকম্প।—কচ্ছ দেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্যাস্পদ হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশীয়েরা কেহ২ কহে যে এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক রজ্জুতে ঝুলান সমুদ্রে ভাসিতেছে কেহ২ কহে যে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছ দেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত নিত্য ভূমিকম্প হয়।

৬ নবেম্বর ১৮১৯। ২২ কার্ত্তিক ১২২৬

ভূমিকম্প।—মোং চাটিগ্রামে ১৩ আক্‌টোবর অবধি বিশ দিনপর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

২০ নবেম্বর ১৮২৪। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩১

ভোজবিদ্যা।—রাম স্বামী নামে এক জন এতদ্দেশীয় লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্যাপ্রভাবে একুশ বুরুল একখান তলবার পুনঃ২ গ্রাসোদগার করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি পুর্ণ করিতেছে।

২৭ জানুয়ারি ১৮২১ । ১৬ মাঘ ১২২৭

নূতন ছাপা প্রকরণ।—ছাপার কর্ম্ম প্রথম ইংগ্লণ্ড দেশহইতে নানা দেশে হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থাদি ছাপা করিলে সে গ্রন্থ অনেক হয় ও কখনও লুপ্ত হয় না ইত্যাদি ছাপা কর্ম্মের গুণের পরিসীমা নাই। সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে জর্ম্মণি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য তাহার বিবরণ এই।

এক প্রকার কালি করিয়াছে সেই কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া এক প্রকার কোমল পাথরের উপরে চাপা দিলে তাবৎ অক্ষর কাগজহইতে উঠিয়া ঐ পাথরে লাগে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই সকল পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে অল্প কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলে উত্তম ছাপা হয় এবং এক লক্ষ পর্য্যন্ত ছাপা হইলেও কিছু মন্দ হয় না আদ্যন্ত সমান ছাপা হয়। এই রূপে যে ছাপা হইতেছে সে ছাপার কাগজ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আসিয়াছে এবং সে কল ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শীঘ্র আসিবেক।

১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬

নেপালের কাগজ।—নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পুর্ব্বে প্রাপ্য সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চূণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহাহইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।

১ আগষ্ট ১৮২৯। ১৮ শ্রাবণ ১২৩৬

দীর্ঘজীবী।—জিলা নবদ্বীপের উখড়া পরগনার মধ্যে শিমহাট গ্রামের শ্রীযুত রামশরণ ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ১১০ এক শত দশ বৎসর হইয়াছে অদ্যাপিও আহার বিলক্ষণ আছে এবং এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন বুদ্ধির ভ্রম কিছুমাত্র হয় নাই শ্রবণপথের ব্যাঘাতের বিষয় কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই ইহাতেই অনুমান হয় আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন। আমারদিগের এ প্রদেশে এতাদৃশ বয়স্ক মনুষ্য সংপ্রতি দেখা শুনা যায় নাই...।—সমাচার চন্দ্রিকা।

১ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৯ পৌষ ১২৩১

গত বৎসরের মধ্যে আমাদের জ্ঞাতসারে যেং কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।...

১ মার্চ তারিখে কলিকাতার জরনেল আপিসে এক নূতন ইংরাজী সমাচারপত্র প্রকাশ হয়।

২৮ মার্চ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যকর্তৃক গোয়াহাটি আয়ত্ত হয়।

২৬ জুন তারিখে কলিকাতাতে বেদ পাঠার্থে গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভা হয়।

জুলাই মাসে কলিকাতা নগরে ও তচ্চতুর্দিকস্থ স্থানে জ্বরের প্রাবল্য হয়।

১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর কর্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।

২ আগস্ত তারিখে কলিকাতা নগরে কলিকাতাবাঙ্ক নামে নূতন বাঙ্ক হয়।

৬ আগস্ত তারিখে কলিকাতানিবাসি প্রধান গায়ক হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

২৫ সেপ্তম্বর তারিখে কলিকাতাতে জোজেফ ব্রাটু সাহেবের মৃত্যু হয়।

২১ জানুয়ারি ১৮২৬ । ৯ মাঘ ১২৩২

১৮২৫ শালের মধ্যে এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

* * * * *

খিদিরপুরের খালের উপর লৌহময় নূতন সেতু হয়।

সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।

শালিখাতে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের এক নূতন ছাপাখানা হয়।...

৮ জানুআরি তারিখে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আসাম অবধি মণিপুরপর্য্যন্ত নূতন পথ করিতে আরম্ভ হয়। আসামদেশের রাজধানী রঙ্গপুর ব্রহ্মদেশীয়েরদের অধিকার হয়। শতকরা পাঁচ টাকা সুদের নূতন কোম্পানির কাগজ হয়।

শহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি হালদার নূতন ছাপাখানা করেন।

জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়।

জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাহুলবিষয়ে নূতন আইন হয়।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয় নামে এক নূতন ছাপাখানা হয়।

পরিশিষ্ট

['বঙ্গদূত' হইতে সঙ্কলিত]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাগারে ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদূত' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষের কতকগুলি সংখ্যা আছে ; তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলিত হইল। 'বঙ্গদূত' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনের ১০ই মে। প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন—নীলরত্ন হালদার। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই মাস তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।

শিক্ষা

১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬

শিমুলাতে স্কুল। শিমুলার এমহর্ষ্ট স্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীযুত মেকালি সাহেবনামে একব্যক্তি এক স্কুল করিবেন কল্প হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি পাঠের আলোচনা হইবেক দুইপ্রকার হার হইয়াছে শুনিতেছি যে পারস্য সংস্কৃত এবং লাটিনের পাঠে ৪ চারি মুদ্রা আর তদ ভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিন মুদ্রা মাসিক বেতন লাগিবেক আমরা অনুষ্ঠান পত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচনা বুঝি ইহাতে না থাকিবেক অর্থাৎ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও পাঠ করিতে পারিবেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম কেননা অন্য২ পাঠশালায় বয়ঃক্রমের বিবেচনা জন্য অনেকজন পাঠাভিলাষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্য তাহা হইতে পারিত না ইহাতে হইবার সম্ভাবনা বটে অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন ইতি।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।—শ্রীযুত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত উইলসন সাহেবের ধর্ম্মতলা একেডেমি নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রের্দের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত রিবেরেণ্ড উলিএম আদম সাহেব এবং শ্রীযুত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক অপূর্ব্ব রূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকেরদের কর্ত্তৃক কোন২ বালক পুস্তক ও কেহ২ রৌপ্যনির্মিত গোলাকৃতি বিশেষে গ্রথিত হার স্বরূপ উপহার পাইয়াছেন।—সং কৌং

সাহিত্য

৭ নবেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬

আসামবুরঞ্জি।—পূর্ব্বে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন্‌ মহাশয়ের আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়াছিল এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ

করিতেছি যে ঐ বিজ্ঞ মহাশয় কর্ত্তৃক পুর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরণ হইতেছে এই খণ্ডে আসামের রাজ বিবরণ সমাপন হইয়াছে পরে রাজশাসন ও অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন২ খণ্ডে ক্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে। অতএব রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন …।

৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২১ ভাদ্র ১২৩৬

বঙ্গদূতের সহচর বেঙ্গাল হেরাল্‌ডের সম্পাদক শ্রীযুত আর এম্ মার্টিন সাহেব যিনি ষোড়শ সংখ্যায় ষোড়শকলা পরিপুর্ণ রচনা করিয়া অধিকন্তু ন দোষায় ইত্যবধানে তদতিরিক্ত এক সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি ঐ মহাশয় সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়াতে প্রিয়জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যুক্ত এ প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত শ্রীযুত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব এতৎ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদ্যপি পুর্ব্বোক্ত সম্পাদকের বিচ্ছেদে অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ, কিন্তু পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন না যে বঙ্গদূত তজ্জন্য ক্ষুণ্ন হইবেন যেহেতুক ইহার সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্ত্তন মাত্র।

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬

…ছাপা যন্ত্রে সমাচার প্রচার হইয়া থাকে তাহারি বৃত্তান্ত লিখিতেছি…।

সমাচার পত্রের নাম	অধ্যক্ষের নাম
ইংরাজী ভাষায় প্রত্যহ প্রকাশ হয়॥	
১ বেঙ্গাল হরকরা ও ক্রাণিকল্	সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
২ জানবুল	মেং জার্জ প্রিচার্ড
৩ কলিকাতা গেজেট	মেং বিলিয়স´ হালক্রাফ্ট
সপ্তাহে দুইবার অথবা তিনবার প্রকাশ হয়॥	
১ গবরণমেণ্ট গেজেট	মেং জি, এচ, হটমান্
২ ইণ্ডিয়া গেজেট	মেশুয়স´ টি, বি, স্কাট এণ্ড কোং
৩ বেঙ্গাল্ ক্রাণিকল	মেশুয়স´ সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।	
১ বেঙ্গাল্ হেরাল্ড	মেশুয়র্স সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং
২ লিটেরেরী গেজেট	ঐ ঐ
৩ ওরেণ্টেল অবজর্বর	মেং জার্জ প্রিচার্ড
সাপ্তাহিক দ্রব্যমূল্য।	
১ কলিকাতা একস্‌চেঞ্জ প্রাইস করেণ্ট	মেকেঞ্জিলাইয়ল এণ্ড কোং
২ কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেণ্ট	সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং
৩ ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস করেণ্ট	মোণ্ট ডিরোজারিও

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়।

১	সমাচার দর্পণ	মেং জান মার্শমন

কলিকাতাতে পারস্য ভাষায় সাপ্তাহিক সম্বাদ।

১	জামিজাহাঁনুমা	শ্রীযুত হরিহর দত্ত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়।

১	বঙ্গদূত	Editor	শ্রীযুত নীলরত্ন হালদার
২	সমাচারচন্দ্রিকা		শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	সম্বাদ কৌমুদী		শ্রীযুত হলধর বসু
৪	সম্বাদ তিমিরনাশক		শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন দাস

এতদ্ভিন্ন ইংরাজিতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা হইয়া প্রতি নিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।

পুর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পুর্ব্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহুদর্শী হইতে পারেন।

সমাজ

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

মহামহিম শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক।—প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালাদেশ শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরদিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লণ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্যোগ পাইতেছেন ইহাঁরা এনিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীন দেশে ক্রিস্ত্রেডর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্য জনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পুর্ব্ব হইতে ক্রিস্ত্রেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বৃদ্ধি হইতে পারে

তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন তদনন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাস করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় দেড়কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি কিপর্য্যন্ত উর্ব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন ॥

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

যশোহর।—যশোহরের নীলের কৃষিকর্ম্মকরণ বিষয়ে এবং তদ্‌ঘটিত আইনের বিষয়ে কলিকাতার ইংরাজী সমাচারের কাগজে অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে ইংরাজী ১৮২৩ সালে নীলকর সাহেবেরদের প্রজা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যে আইন হইয়াছিল তাহার অর্থ সংপ্রতি সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবেরা এই মত করিয়াছেন যে তাহাতে নীলকর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষতির বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি কিন্তু অনুমান করি যে সেই আইনে এমত লিখিত আছে যে যদি প্রজা লোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরদ্দুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া তাহার স্থানে পাইতে পারেন। এক্ষণে এমত অনুমান হয় যে কর্ম্মকারক সাহেবেরা তাহার এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে কোন প্রজা লোক নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাসবাস করিতে না পারিলে ঐ দাদনীর টাকা এবং শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা লোক ঐ দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে।

এই বিবেচনাতে সেখানকার নীলকর সাহেবেরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাঁহারা কহেন যে যদি আইনের অর্থ এইরূপ করা যায় তবে কোন প্রকারে নীলের কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাইতে পারে না যেহেতুক যদি কোন ব্যক্তি আক্‌টোবর মাসে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নীলের দাদনী দেন তবে এইমত হইতে পারে যে এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে নীলের কিছু আবাদ হইতে পারে না যদি প্রজা লোকেরা এই সাত মাসের মধ্যে সেই টাকা অন্য কাহার স্থানে টাকা প্রতি ৵১০ অর্দ্ধ আনা সুদে কর্জ্জ দিয়া থাকে তবে তাহারা এপ্রিল মাসে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ ও দাদনীর টাকা অক্লেশে ফিরিয়া দিতে পারে এবং যদি সকল প্রজালোক এইরূপ করে তবে কোন প্রকারে সেই বৎসরে নীল জন্মিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি এরূপে নীল পাওনের ভরসাতে এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়া হইতে পারেন যেহেতুক তিনি যখন ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদনী দিয়াছেন তখন তিনি অবশ্য চাকর নফরের মাহিয়ানাতে অন্যঅন্য প্রকারে আর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন অতএব যখন তিনি নীল পাওনের ভরসা করেন সেই সময়ে যদি তাঁহার ঐ দাদনীর ৫০ হাজার টাকা ও তাহার সুদ ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে যেরূপ ক্ষতি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

নীলকর সাহেবেরা আরও কহেন যে নীলের প্রজারা সহজে আপনারদের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত করণে অনিচ্ছুক থাকে অতএব যদি তাহারা বন্দোবস্ত হওনের আর এই উপায় জানিতে পারে তবে নীলকর সাহেবেরদের উপরে অশেষ দায় ঘটিবে ॥

১১ জুলাই ১৮২৯। ২৯ আষাঢ় ১২৩৬

শ্রীযুত বেঙ্গাল হেরাল্ড সম্পাদকেষু—

আমার পূর্ব্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্ত্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় স্বীকৃত ছিলাম, অতএব এই কএক পংক্তি লিখিতেছি। নিবেদন এরূপ দোষারোপ সকারণ ব্যতীত নিষ্কারণ নহে, যেহেতু মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়, সুতরাং ইহাতে আপনকারদিগের তাদৃক্ ক্রোধোৎপত্তি হইতে পারে যেমন পুর্ব্বে দেড়শত বৎসর গত হইল আপনকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধাস্ত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত এবং তজ্জন্য জলে মগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তদ্রূপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ব্রতি কহিবেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদ্যপি তাহাকে ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি নাকরেন কিন্তু সাল্ট এজেণ্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তদ্ভাষায় দুর্ব্বাক্য কহিতেন, সে যাহা হউক আমার এরূপ লেখাতে এমত জ্ঞান করিবেন না যে এতদ্দেশীয় রাজকীয় কোন কর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যকারক বাঙ্গালিরদিগের দুর্নাম দূরীকরণার্থে তাবৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে ষষ্টি বর্ষ গত হইলে লার্ড কার্ণওয়ালিস্ সাহেব কর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতন নিরূপণের পুর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যাদৃক্ দোষাস্পদ ছিলেন এক্ষণে এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী কার্য্যকারকেরা তদ্রূপ অবস্থাধীন তাদৃক্ বটেন। অনুমান এই যে এতদ্দেশীয় থানাদার ও আমীন নমকের দারোগা প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মে তিন চারি কোটি টাকা এককালে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতের রাজ্যে প্রস্থান পুর্ব্বক বৃহৎ অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু পুর্ব্বকার এতদ্দেশবাসি ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এদৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য্য ছিল না যেকালে কৌন্সলের মেম্বর কেবল ষোল শত তঙ্কা বার্ষিক বেতন পাইতেন ও সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত, কিন্তু অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে আমারদিগের স্বদেশীয়েরা আপনকারদিগের পুর্ব্বপুরুষেরদিগ্‌কে অতিশয় নিন্দাবাদ করিতেন, এবং এদেশীয় নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের স্ত্রীলোককে অপমান পুর্ব্বক ডাকিতেন, অধিকন্তু অঙ্ক দোষে পাদুকা বা বংশ দ্বারা রোষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেন যে আহা দুঃখিরদিগ্‌কে কিছু বলিওনা, যেহেতুক উহারা বিষয়জ্ঞান রহিত এবং উহারদিগের অত্যল্প বেতন, সুতরাং দুঃস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে, অতএব উহারদিগ্‌কে ক্ষমা কর এবং উহারদিগের ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিওনা, যদি কস্মিন্‌কালে যথাযোগ্য বেতন নিরূপণ হইয়া উহারদিগ্‌কে উদর ভরণের দায়ে দুষ্কর্ম্মী না হইতে হয়. তবে উহারা শিষ্ট হইবেক। সংপ্রতি কালক্রমে আমারদিগের পুর্ব্বপুরুষের সেই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে, অর্থাৎ "এক্ষণে

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় কার্য্যকারিরা যেপ্রকার পরাক্রম প্রাপ্ত অথচ বহুবিধ লোভ সত্বেও নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট, ও আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক এপ্রকার ভূমণ্ডল মধ্যে কুত্রাপি সম্ভব হয় না।

যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত তাঁহারা অবশ্যই এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে সদালাপে কখন কখন অন্যথা করেন, এবং যাঁহারা সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত লার্ড হেবর কহেন যে তাঁহারা এদেশস্থ ভূম্যধিপতিরদিগ্‌কে আসন দানেও পরাঙ্‌মুখ হয়েন, অধিকন্তু যে সকল রাজার ও নওয়াবের দেশ তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন তাঁহারদিগ্‌কে অনায়াসে অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুরের ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মকারিরা আপন আপন অধীন লোকের প্রতি ব্যবহারত অতিশয় উদার ও উৎসাহযুক্ত ও যাথার্থিক ও অস্বার্থপর ও অনুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে অন্বিত ইহা নিঃসন্দেহ বটে, এবং এপ্রকার আর সংসার মধ্যে পাওয়া ভার, সে যাহা হউক আমি ইহাঁরদিগের এতাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিলাম কিন্তু যদি ইহাঁরদিগের বেতন ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন বা ঘাটের দারোগা বা নমকের দারোগা অথবা সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয় তবে ইহাঁরদিগের এ সকল গুণ স্থায়ী হইবেক এমত ভরসা হয়না, ফলিতার্থ একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা, কারণ ইহাও সম্ভব বটে যে তাঁহারা পূর্ব্বকার কর্ম্মকারিরদিগের ন্যায় কুমার্গানুগত না হইয়া বরং লঘুবেতনে শুষ্ক কলাই খাইয়া ও দুস্থিতির পরিচ্ছদ পরিয়াও কাল যাপন করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু বাস্তবিক আমি এমত বাসনা করিনা যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যাহাহউক, বিচারসঙ্গত এই যে সমুদায় বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত নাহয় তাবৎ তাহারদিগকে অপবাদ করা সহজেই অনুচিত, বরং যে প্রকার আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনকারদিগের সহিত প্রাচীনদিগের ব্যবহার করিতেন সেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও বাক্যেতেও সেইরূপ কহা উচিত, যে "আহা দুঃখীলোক ইহারদিগের জ্ঞান আমারদিগের ন্যায় উজ্জ্বল নহে ইহারদের বিড়ম্বনা বাহুল্য অথচ প্রাপ্তির অল্পতা, কিন্তু ইহাতেও যদি কেহ ভাবেন যে এ প্রকার আচরণ খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের অযোগ্য, তবে আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী প্রার্থনা করি যে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান পুরঃসর পরমাপ্যায়িত করেন। যাহা লিখিলাম ইহাতে আমার তাৎপর্য্য এমত নহে যে সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী আমলারদিগকে নির্ম্মলরূপে প্রকাশ করি ফলিতার্থ কি কারণে তাহারা অন্যের ন্যায় যাথার্থিক নহে ইহাই বিজ্ঞাপন তাৎপর্য্য যেহেতুক অন্যেরা তাহারদিগ্‌কে সহজেই কুবাক্য কহিয়া থাকেন।

"মলিন কোকিল কহে শুন শিখিবর।
পাইয়া বিচিত্র চিত্র পুচ্ছ মনোহর॥
আমারে বিবর্ণ দেখি না করো অখ্যাতি।
যেহেতু তুমিও পক্ষী নহ অন্য জাতি॥
যদি তব পুচ্ছ মম অঙ্গেতে থাকিত।
এ অঙ্গ তোমার অঙ্গ সমান হইত॥

পাইলে আমার পক্ষ তুমিও কুৎসিত।
অতএব অহঙ্কার তব অনুচিত॥...

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

কোম্পানির লবণের মাস্থলের পূর্ব্ব বিবরণ॥—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আপনারদের সমাচরপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লী হইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য স্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাস্থল রহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অস্থ২ কর্ত্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাস্থল রহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেকটর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহাদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকার নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায় করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপন কর্তৃক স্থাপিত সমাজে যত লবণ বিক্রয় করিবেঁক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাস্থল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহা হইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক॥

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬

কলিকাতার টৌনহালের সমাজ।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মের আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দেওনার্থে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক গত মঙ্গলবারে সমাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ

ধার্য্য হইল। সেসকল পশ্চাৎ পার্লিমেণ্টে প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল এবং ঐ দরখাস্তে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্বাক্ষর হওনার্থে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যাইবে।

ঐ সভায় পরামর্শসিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বাহুল্য হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উপরে যে অধিক মাসুল ধার্য্য আছে এবং ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্মে আপনারদের নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক আছে এই উভয় কারণে উভয় দেশের মধ্যে চলিত বাণিজ্যের বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজে সমাগত লোকেরদের এই ভরসা আছে যে পার্লিমেণ্টে সুবিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গল জনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।

পরামর্শসিদ্ধ তৃতীয় বাক্য এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিষ রফ্‌ত হয় তাহা প্রস্তুত করণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর আপনার রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে এবং দেশের অমঙ্গল এবং কোম্পানি বাহাদুরেরও ক্ষতি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত কোম্পানি এতদ্দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে নিবৃত্ত না হন সেপর্য্যন্ত এব্যাঘাতের কিছু প্রতিকার হইবে না ...

পরামর্শসিদ্ধ ষষ্ঠ কথা এই যে এদেশে ইউরোপীয় লোকদের প্রতি গবরণমেণ্ট যে করুণা ও বিবেচনা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজে সমাগত লোকেরদের তুষ্টি আছে বিশেষতঃ কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ করণার্থে ইউরোপীয় লোকেরদিগকে ১৮২৪ সালে আপন২ নামে ভূমি দখল করণের বিষয়ে যে অনুমতি প্রদান হইয়া ছিল তাহার বিধি বিস্তারকরণেতে সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান গবরণমেণ্টের সদ্বিবেচনা ও সুস্বভাবের বিষয়ে সমাজে সমাগত কোনব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই তথাপি তাঁহারদের ইহা বাঞ্ছনীয় যে বাদশাহের সমস্ত প্রজা এদেশে আপনারদিগকে সংস্থাপন করিতে এবং যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে এদেশে বাস করিতে পার্লিমেণ্টের হুকুমের দ্বারা অনুমতি পান।

পরামর্শসিদ্ধ সপ্তম বাক্য এই যে ইংলণ্ডদেশের বাদশাহের অন্য২ চাকলার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে যে মাসুল ধার্য্য আছে এদেশ হইতে অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্নদ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

পরামর্শসিদ্ধ অষ্টম বাক্য এই যে যেসকল আইনে ইংলণ্ডদেশের কর্ম্মকারক সাহেবরদিগের অনুমতির অপেক্ষা থাকে তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয় কারণ যে সেই আইনের বিরুদ্ধ তাঁহারা যাঁহারা আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে আপনারদের আপত্তি জানাইতে পারেন।

পরামর্শসিদ্ধ নবম কথা এই যে এই সকল পরামর্শের কথা লইয়া পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ এক দরখাস্ত প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে সকলের স্বাক্ষর হওনার্থে এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যায়।

অপর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আঠার জন সাহেব লোক সেই দরখাস্ত প্রস্তুত করিতে সম্মতি পাইলেন ও কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল॥ সং সং

২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬

জেনরলব্যাঙ্ক।—আমারদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মতে গত সোমবার এক্সচেঞ্জ ঘরে এই ব্যাঙ্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহকের নিয়োগ নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল তথায় তাবৎ অংশি এবং অপরাপর ধনি মানি গুণি প্রভৃতি বহুবিধ লোক আগমন করিয়াছিলেন, এই সভায় শ্রীযুত জান স্মীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্ম্মকারিরদিগের নাম নির্দ্দেশ উদ্দেশে অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট দিতে পারিবেন তদনন্তর এই বোটের সংখ্যাকর্ত্তারা ঐ পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরের প্রকাশ স্থান হইতে স্বতন্ত্র এক স্থানে প্রস্থান করিয়া সংখ্যায় নিযুক্ত হইলেন এখানে সভা স্থানে সভাপতি প্রভৃতি এতদ্বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্ত হইলেন ফলিতার্থ ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুনা যায় নাই কিন্তু কোষাধ্যক্ষের পক্ষে অনেক গোলযোগ হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার তৎকর্ম্মাভিলাষী ছিলেন তজ্জন্য অংশি সমূহের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বোটের সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্যমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল অর্থাৎ তাঁহারা কহিলেন যে ঠাকুর বাবুর পক্ষে অংশিদিগের সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে এমতে সেই পক্ষের সম্মতি পত্রানুসারে এই নীচের লিখিত কএক জনের পশ্চাদুক্ত কএক কর্ম্মে নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে বিশেষতো রমার কটাক্ষ রমানাথেই হইল, আশুতোষ আপন নামের যোগার্থানুসারে অমাত্যের কথায় আশু সম্মত হইয়া একর্ম্মের প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্ম না হওয়াতেও তাঁহার আশুতোষ হইল।

নামের বিবরণ।

ত্রষ্টী অর্থাৎ বিশ্বস্ত।—শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়।

ডাইরেকটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ।—শ্রীযুত জান পামর, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপ্‌ক্যার, মেং সটন, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক।—শ্রীযুত হরি সাহেব।

ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি।—শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।

পরন্তু গত বৃহস্পতিবারে পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষগণের এক সভা হইয়া কোষাধ্যক্ষের মাসিক ৫০০ তঙ্কা বেতন নিরূপণ হইয়াছে এবং তৎকর্ম্মের নিমিত্তে ৪০০০০০ চারিলক্ষ তঙ্কার বোধ দিতে হইবেক তাহার অর্দ্ধেক কোম্পানির কাগজে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের অংশে এবং অপরার্দ্ধের জন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রতিভূ দেওনের কল্প স্থির হইয়াছে। অপর শ্রুত যে শ্রীযুত হরি সাহেবের সেক্রেটরীকর্ম্ম স্বীকারে বিকার জন্মিয়াছে এ প্রযুক্ত শ্রীযুত কার সাহেব ও শ্রীযুত গাডার্ড সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হওনে উদ্যুক্ত আছেন, পুনশ্চ ঐ রূপ সভায় অংশিরদের সম্মতির দ্বারা নিযুক্ত হইলে সমাচার প্রচার করা যাইবেক। ফলিতার্থ

এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মাধিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল ॥

৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬

জেনরল ব্যাঙ্ক ॥—গত ৩ জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের শেষ সভা পুর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরে হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হরি সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত কার সাহেব সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫ জন ডাইরেক্টরের আনুষঙ্গিক আর পাঁচ জন ডাইরেক্টর অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্রের সংখ্যাতিশয্য দ্বারা দুই জন বাঙ্গালী ও তিন জন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ॥

২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নবীন নিয়ম ॥—জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েক বার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্বেও দুর্বৃত্তেরা অত্যাচারে ক্ষান্ত নাহইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশগ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীরদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা।—"শ্রীযুত মাকনাটন সাহেবের হিন্দুলা অর্থাৎ ব্যবস্থা সংগ্রহইতে সংগৃহীত"—হিন্দুরদিগের পৈতৃক ধনবিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যবস্থা দৃষ্টি মাত্রেই আপাতত অন্যায় ও অসঙ্গত বোধ-হয় তাহা এই যে অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের প্রমার্জিত ধনের অংশী হয়েন যেমন অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চিত মধুমক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক্ হয় কিন্তু হিন্দুরদিগের সংসারনির্ব্বাহের বিশেষ ধারা ধরিয়া বিবেচনা করিলে এ ধারাবাহিক ধারা ন্যায়তোযুক্তিতঃ সুধারা ব্যতীত কুধারাবধারিত নহে যেহেতু বিশিষ্ট হিন্দুরদিগের প্রথা এই যে আত্মপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে অনেককে নিযুক্ত নাকরিয়া ধনোপার্জ্জনোদ্দেশে বিদেশে যাইতে পারেন না এবং একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেই হইয়া থাকে সেই সহোদর সুতরাং স্বীয় বিষয় কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া ঐ সংসারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন অপর সহোদর বিদেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রায় অনেক ধনোপার্জ্জন করেন এমতে যে সহোদর সংসারে থাকেন তিনি পরি-বার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অপারক হওয়াতে দুঃখ ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না অত-এব তাঁহার সহোদরের উপার্জ্জিত ধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয় যেহেতু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন ঐ কর্ম্মে না থাকিলে তাঁহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেন না। এতাবতা ঐ ধনোপার্জ্জনে ঐ অকৃতি ভ্রাতারও সহায়তা প্রতীতা হইতেছে। অধিকন্তু ইহা প্রামাণ্য বটে যে ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদ্যপি কোন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন তবে তিনিও

ঐরূপ ধনসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন আর উপার্জন করণার্থে যথায় পৈতৃক ধনের কিঞ্চিৎ ও ব্যবহার হয় সেস্থলে যদিস্যাৎ সাংসারিক ব্যাপারে অকৃতিভ্রাতা নিযুক্তও নাথাকেন তথাপি তিনি অংশ পাইয়া থাকেন এব্যবস্থাও যুক্তিসিদ্ধ বটে। অপর পৈতৃকধন কিঞ্চিৎ লইয়া তদ্দ্বারা যে সহোদর ধনলাভ করিয়াছেন তাহার ন্যায় যে সহোদরেরা সেই ধন না লইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারদিগের লাভ নাহইয়া থাকে এতাবতা কখন এমত নিশ্চয় করা যায় না যে সেব্যক্তি পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইতনা। বরং সিদ্ধান্ত এই যে সেই পূর্ব্বধন অপর ধনোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ এবং কি পরিমিত ধনব্যবহারে পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয় বা নাহয় তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য॥

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

ডালি দেওনের নিষেধ কল্পনা॥—জনরব হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় লোকের নিকট হইতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজকীয় ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদক সাহেব লোকের ফল মূল আমিষ্যাদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপঢৌকন গ্রহণ করণে নিষেধ কল্পনা হইতেছে কিন্তু এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার তাৎপর্য্য কেবল সাহেব লোকের সম্বর্দ্ধনা করা মাত্র নতুবা ফল মূলে তাঁহারদের কি ফলোদয় কিন্তু গ্রহণ না করিলে প্রেরকের অপমান সম্ভব অতএব এই বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে তাহা অস্মদাদির লঘুবোধের বোধাতীত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

রাস্তার তদারক।—আমরা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীশ্রীযুত এতন্নগরের রাস্তা সকল তদারক করিতে তাবৎ মাজিস্ত্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন এবং মফস্বলের গ্রামের মধ্যদিয়া যে সকল রাস্তা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে হইবেক কিন্তু কিপ্রকারে জমীদার লোক সাহায্য করিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত হই নাই।

২৪ অক্টোবর ১৮২৯। ৯ কার্ত্তিক ১২৩৬

কলিকাতার পুলিস।—...কলিকাতার পুলীসের চৌকীদার প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও তজ্জন্য নগর বাসিরদিগের মানের হানি ও মনের গ্লানি ইত্যাদি শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কোম্পানির কার্য্যসম্পাদক সাহেব লোক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি ও অন্য২ সাঁহেব লোক সংশ্লিষ্ট এক কমিটি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে তাঁহারা যথার্থরূপে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অবগত হইয়া এমত বিহিত বিবেচনা করেন যে পুলীস সম্পর্কীয় দৌরাত্ম্য সম্যক প্রকারে রহিত হয় এবং পুলীসের যথার্থ তাৎপর্য্য দুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপদ্রবে কালযাপন তাহাও সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ পূর্ব্বোক্ত কমিটি সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন এই ক্ষণে দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত রূপে তন্নিরাস বিধানে ও পুলীসের ধারার সুধারা করণে যথা সম্ভব অভিনিবেশ করিবেন এবং প্রজালোকের ধন প্রাণের রক্ষা ও আগন্তুক উৎপাতাদি শান্ত্যর্থ পুলীসের আইন সকলেরো পরিবর্ত্তনে প্রয়াস পাইবেন। এবং ঐ কমিটী সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে প্রজা-

লোকের নিবেদন শ্রবণ করেন ও তাহারদিগের আগামি দুরবস্থা দূরীকরণে উপযুক্ত বিধান করেন। অতএব প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যের কোন বিবরণ প্রচার করণে কিম্বা কোন উত্তম পরামর্শ দানে ইচ্ছুক হয়েন যদ্দ্বারা প্রজালোকের সুখোসিতত্ব ও রাজার ন্যায়ের মহত্ত্ব সম্ভবে তাহা ঐ সাহেবলোকের নিকটে নিবেদন করিবেন। যে সকল বিতণ্ডা উপস্থিত ছিল তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন এ প্রকার যে তদ্দ্বারা প্রজালোক ক্লেশের ভাজন অতএব কমিটী সাহেবলোক এক পুলীসকে তিন স্থানে বিভাগ করিবেন আর যে কোন আইনের ব্যবস্থায় প্রজালোকের দুরবস্থা জন্মায় তাহা এক কালীন করিবেন তদ্বিষয়ে ইহার পরে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবেক তাহা অপ্রকাশ থাকিবেক না।

৭ নবেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬

পুলিসের কমিটী॥--সম্প্রতি পুলিসের কমিটীর বৈঠক নিয়মিত মতে প্রতি সপ্তাহে তিনবার হইয়া থাকে কিন্তু এসভা যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না, দুই জন মাজিস্ত্রেট ঐ সভায় নিযুক্ত আছেন ফলিতার্থ কলিকাতার পুলিসের বিষয়ে যে নানা প্রকার দোষোল্লাস সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত অদ্যাপি ব্যক্ত হইল না। ইহার কারণ কিছুই বোধ হয়না কিয়ৎকাল হইল মাজিস্ত্রেটেরদিগের অমনোযোগ ও পুলিসের চৌকিদারেরদিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ক অপবাদে সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণে সকলের দরখাস্ত শুনিবার জন্য এবং সমুদায় দুঃখ নিবারণ কারণ যখন কমিটী বসিল তখন সকলেই নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন এক জনও জনপদের হিতার্থে এমত সাহসিক দেখা যায় না যে পুর্ব্বে সমাচারপত্রে যেসকল বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত সম্বাদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন।

এই কমিটীতে আসিতে কাহারো ভয়ের বিষয় নাই কমিটীর সম্পাদক সকলে কাহাকেও ভয় দেখাইবেন না যদি কেহ এমত সন্দেহ করেন সে মিথ্যা কারণ তাঁহারা গবরণমেণ্টের অতি কোমল স্বভাব ও বিচার প্রভাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহারদিগের বিবেচনার যোগ্য কোন বিষয়ের প্রস্তাব শুনিতে তাঁহারা নিতান্ত বাঞ্ছিত আছেন। এমতে পুলিসের নিয়মের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তির অভিযোগ করণের কোন যথার্থ কারণ থাকে তাহার উপায়ের চেষ্টা যদি তাঁহারা এই বর্ত্তমান সুযোগ পাইয়া না করেন তবে সুতরাং তাঁহারা লোকোপকারের জন্য গবরণমেণ্টের মনোযোগ নাই এ অপবাদ আর করিতে পারিবেন না বরং এক্ষণে যে দুঃখ কেবল দুই এক কথার দ্বারা অনায়াসেই নিবারণ হইতে পারিত তাহা ইহার পর নিঃশব্দ হইয়া সহিয়া থাকিতে হইবেক॥

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

কীর্ত্তিস্তম্ভ সঞ্জীবতি।—লক্ষ্ণৌ নিবাসি শ্রীলশ্রীযুত নওয়াব মুস্তেজমদ্দৌলা মিহিন্দি আলি খান বাহাদুর যিনি দশ বৎসরাবধি ফত্তেগড় মোকামে অবস্থিতি করিয়া আছেন তিনি গত গবর্ণর জেনেরল লার্ড মায়রা সাহেবের আমলে শাহজাহানপুরের খনৌত নদীর উপরে সেতু বন্ধনার্থে ১৮০০০০ টাকা বক্সান করিয়া দিয়াছিলেন ঐ পুল উর্দ্ধেতে ১৮০০ ফুট পরিমিত যাহা ছয় বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কালে দ্বিতীয়

গবর্ণর জেনেরল লার্ড এমহর্ষ্ট সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন তখন ঐ বৃহদ্ব্যাপার দেখিয়া পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন কোম্পানির অধিকারে এতাদৃশ উপকারে উপকারি দেখিয়া লার্ড মায়রা সাহেব পরমাহ্লাদ ও ধন্তবাদ সূচক এক প্রশংসাপত্র ঐ নওয়াব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ পুর্ব্বোক্ত নওয়াব বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ প্রকার চমৎকার সাহস ও দানশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযুত কাপ্তেন ফুল্টন সাহেবের প্রার্থনাতে ফতেগড় মোকামে দুইটা পুল এবং শ্রীযুত নুনহেম সাহেবের নিবেদন করাতে মম্নিন পুরের পথে তিনটা পুল বান্ধাইয়া দিয়াছেন ঐ স্থানে বর্ষাকালে অনেকানেক লোক জলে মগ্ন হইত এবং পথিকের পথ রোধ হইত। এতদ্ভিন্ন খোদাগঞ্জ ও জালালাবাদ অঞ্চলে আর তিনটা পুল বান্ধাইতেছেন তন্মধ্যে জালালাবাদের দুই পুল যে স্থানে হইতেছে সেস্থানেও বর্ষাকালে ঐ রূপ দুরবস্থা এবং খোদাগঞ্জের নীচে কালীনদীর উপর যে এক পুল বান্ধা যাইতেছে তথায় পুর্ব্ব কালে সরকারের প্রধান২ লোক পুলবন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু জলের প্রবাহ হেতু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই সংপ্রতি সেই কালীনদীর পুল প্রস্তুত হইয়াছে অপর ফতেগড়ে ও কালীনদীর তীরে নানামৌঘাটে ও কানপুরের নদীতীরে ও শাহাজাহানপুরে খনোত নদীর ধারে ও জালালাবাদে পথিকলোকের বাসোপযুক্ত বিস্তারিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একটা সরাই প্রস্তুত করাইতেছেন এই বিখ্যাত পুণ্যবন্ত দাস্ত নওয়াব বাহাদুর যে রূপ নিস্বার্থে কেবল পরার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ পুর্ব্বক লোকোপকার ও সরকরের অধিকারের অধিক শোভার বিস্তার করিতেছেন এই দৃষ্টান্তে অন্য২ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান লোক যদি এতাদৃশ সৎ প্রবৃত্তিতে পবর্ত্ত হয়েন তবে ইহসংসারেও যশের ভাজন হইতে পারেন…।

ধর্ম্ম

১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬

শারদীয় মহোৎসব॥ শ্রীযুত বঙ্গদূত সম্পাদক মহাশয়েষু।—এই কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়-মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পুজা হয় সকলে স্বস্বমতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পুজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটা পুর্ব্বক ঝাড় লণ্ঠন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য পুর্ব্বক প্রকৃত কার্য্য পুজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবনমধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্ত্তি পথহইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্ত্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় তদ্‌গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণজ্ঞান করেন সে যাহাহউক এবৎসর ৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরল লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুইদণ্ড পর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত

হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ৺ রাজা রামচাঁদের বাটী ও ৺ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্ম্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পূজার বার্ত্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিলনা উপরে নীচে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্য গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।...—কস্যচিৎ দর্শকস্য।

বিবিধ

৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নূতন ডাকঘর॥—গত ২৩ মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা মাশুলের ডাকঘর-স্থাপনেব বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাশুল লাগিবে এবং এক অবধি দুই ভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্নের পাঁচঘণ্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিত্‌পুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পূর্ব্বদিগে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬

সভা।—কলিকাতা লেটরেরি সোসাইটী নামক বিদ্যা বিষয়ক সভা গত বৃহস্পতিবার রজনীতে নিয়মিত স্থানে বসিয়াছিল এদিবসে সভাপতি ও তদ্ভিন্ন দশজন সভ্য সভায় শুভাগমন করিয়া ছিলেন এই সভায় প্রথমতঃ প্রস্তাব হইয়াছে যে পূর্ব্বে প্রতি মাসে একজন সভ্য কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন এক্ষণে সভ্যদের সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু দুই জন সভ্য এক বিষয়ে পৃথক২ রূপে ব্যাখ্যা করিবেন যদি সেই ব্যাখ্যাতে কোন সভ্য কোন কটাক্ষ করিতে বাসনা করেন তাহাতে ও ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি আর ও কএক নূতন নিয়ম স্থাপনের উক্তি হইল পরে এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহার প্রতি ভারার্পিত মতে হিন্দু ও মোসলমান এবং ইংরাজের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওনের বিবরণ ব্যাখ্যা করিলেন অপরঞ্চ কৌমুদী পত্র প্রকাশকের এক পত্র সভাতে উপস্থিত হইল তাহাতে প্রকাশক এই যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন যে পূর্ব্বে এক বিজ্ঞ সভ্য কর্ত্তৃক এই ভারতবর্ষের সীমা প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহা কৌমুদীতে প্রকাশ করেন তদ্বিষয়ে আদেশ হইল যে প্রকাশকের প্রার্থনা পত্র বিহিত অনুমতি প্রদান জন্য ইস্‌টণ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়।

১' ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

টেলীগ্রাফ ॥—শ্রুত যে কলিকাতা অবধি সাগর পর্য্যন্ত টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বিশেষের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করণের নিমিত্তে গবরণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে তাহাতে বহূপকার স্বীকারপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ ইংরেজ সওদাগর প্রভৃতি চাঁদা করিয়া প্রতি মাসে সহস্র মুদ্রা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ পুর্ব্বোক্ত মন্দিরের শ্রেণী প্রস্তুতা হইলে অনুমান যে সাগর হইতে প্রতিদিন উর্দ্ধ সংখ্যা ছয়বার সমাচার পাওয়া যাইতে পারিবেক অর্থাৎ সে স্থানে কোন জাহাজ পৌছিলে কএক পলের মধ্যে জাহাজের নাম ও তাহাতে যে কেহ আরোহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম বিশেষতঃ বিলাতের ও অন্য২ স্থানের কোন বিশেষ সমাচারের স্থূল বৃত্তান্ত অনায়াসে পাওয়া যাইবেক...।

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥—গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পুর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পুর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পুর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যেসকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পুর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পুর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পুর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যেসকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংগ্লণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্লণ্ডের পুর্ব্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক।

যেহেতুক ইংগ্লণ্ড দেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজাসমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূম্যাধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদারসকল কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও

সেই রূপে কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহারদিগের ধনবৃদ্ধি অষ্টম হেনরী রাজার সাম্রাজ্য পর্য্যন্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র প্রথম চারল্‌স নামক রাজাকে শিরচ্ছেদ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন। অপর অত্যুচ্চ কিম্বা অতিহীনাবস্থাবস্থিত এই দ্বিবিধ লোক ব্যতীত মধ্যবিত্তলোকের অভাবপক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল এই যে স্পেন দেশেতে যে ব্যক্তির সন্ততি হয় সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিডাল্‌গো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপরঞ্চ হতভাগ্য পোলণ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির সহিত বিক্রীত হয় এতৎ সমূহ দৃষ্টান্তে এই প্রসিদ্ধ হইতেছে যে ঐ গৌড় রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে। ফলিতার্থ এ প্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থে চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা সমুদায় লোপ হইবেক, দশ বৎসর পূর্ব্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি, পূর্ব্বে যে সূত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কর্ম্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তঙ্কা উর্দ্ধে ২০ তঙ্কা পর্য্যন্ত মাসিক পায়, শ্রমেরও মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না, পূর্ব্বে শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তঙ্কা ছিল এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা সেই ভূমির তিন চারি তঙ্কা রাজস্ব চাহেন এবং যে তণ্ডুলের মোন ॥০ আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই তঙ্কা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার ও ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে। যেহেতু ১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না যাহা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দেখা যাইতেছে কেবল মনাপলী অর্থাৎ অন্য ব্যতিরিক্ত কোম্পানির তেজারতে লোক সকলের উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তৎপ্রযুক্ত যে সকল উপায়ে ইদানী উপকার দর্শিতেছে সে উপায় চিন্তায় ঐ মনাপলীর বাহুল্যেতে ব্যাঘাত জন্মিত কিন্তু য়োরোপীয় লোকের সমাগমেতে নীলের কৃষিকর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহারদিগের নিজের ও ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে আর ঐ নীলের কৃষিকর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অপর যেসকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগবিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতি জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশ হইতে সেদেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে, এ ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে অথবা

কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয় এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এদেশীয় দ্রব্য সেদেশে এবং সে দেশীয় দ্রব্য এদেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্যদ্বারা ভারতবর্ষে ও ইংগ্লণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্যপ্রেরণের প্রতিবন্ধক মাসুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পৌছিতে পারে না।

এই ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০০০০০০ লক্ষ পৌণ্ড রাজস্বরূপে সংগ্রহ হয় তন্মধ্যে ২০০০০০০ লক্ষ ঐ কোম্পানীর অংশিতে কৃতাংশ হয় অবশিষ্ট ইংলণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্য্যাপ্ত। এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লেখিতব্য আছে তাহা বিবেচনা মতে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশুন অর্থাৎ এদেশে য়োরোপীয় লোকের চাস বাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদ্যুক্ত হউন অর্থাৎ এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পার্লিমেণ্ট নামক মহাসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রায়াস সিদ্ধি হইবেক ॥

৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬

নরবলি ॥—কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলির অন্তবর্ত্তি কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারিরা দ্বারবন্ধ করণানন্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারিরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে পূর্ব্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক, ইহাতে পূজারিরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই আমরা অনুমান করি যে দস্যুরদিগের কর্ত্তৃক এরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকিবেক ॥

সম্পাদকীয়

পৃ. ৩—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি।

১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য,—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্ম্মপুস্তক ছাপান ইহার বিধি-বহির্ভূত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালন-ভার স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ. বি বেলী উইলিয়ম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন—তারিণীচরণ মিত্র।

স্কুল-বুক সোসাইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ Chas Lushington: *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* ..(1824) পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩—তারিণীচরণ মিত্র।

তারিণীচরণ মিত্র সে যুগের এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বনামধন্য দুর্গাচরণ মিত্রের পঞ্চম পুত্র।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তারিণীচরণ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ জন্ গিলক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরীতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর মাসিক দুই শত টাকা বেতনে হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্সীর পদে উন্নীত হন এবং এই পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ৫৮ বৎসর বয়সে মাসিক এক শত টাকা পেন্শনে অবসর গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সহিত তারিণীচরণের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সোসাইটির প্রথম বর্ষের বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির (Committee of Managers) মধ্যে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; এই তিন জন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক বা নেটিব সেক্রেটরী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তারিণীচরণ রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কাশীরাজের দরবারে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারিণীচরণ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; উর্দ্দু হিন্দী ত তিনি ভাল জানিতেনই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা, আবার অনেক পুস্তক রচনায় অপরকে

সাহায্যও করিয়াছিলেন। জন্ গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুন্সীগণ ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ রোমান অক্ষরে *The Oriental Fabulist* নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অংশ তরিণীচরণ-কৃত।

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় কোন কোন পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'নীতিকথা' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; ঐ বৎসরেই উহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:—১৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩, ৭৪—রামজয় তর্কালঙ্কার।

রামজয় তর্কালঙ্কার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র। ১৮১৬ সনের ৯ই জুলাই মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতদের পদ ত্যাগ করিয়া সুপ্রীম-কোর্টের পণ্ডিতী গ্রহণ করেন। সেই সময় বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর সুপারিশে রামজয় মাসিক এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। পিতার ন্যায় রামজয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহাকে এই পদে সুপারিশ করিয়া কেরী কলেজ-কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন:—"Ram Juya is very little inferior to his father in general science, and will probably in a few years be his equal, and perhaps will exceed him." ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি পিতার মৃত্যু হইলে রামজয় ঐ বৎসরের জুলাই মাসে সুপ্রীম-কোর্টে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৭ তারিখে রামজয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৪) লেখেন:—"আমরা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গত ১৯ অগ্রহায়ণ দিবসে সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিত বহুশাস্ত্র বিশারদ ৺রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত জগদীশ্বর স্মরণ করিতে করিতে যোগ্যলোকে গমন করিয়াছেন, তিনি বহুগুণান্বিত সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন,...।"

রামজয় তর্কালঙ্কারের এই দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—

(১) সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ।—বিজ্ঞানাচার্য্য গোস্বামিকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য। তাহার ভাষা ব্যাখ্যা। শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক কৃতা।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—সন ১৮.৮ শাল।—

(২) দায়কৌমুদী এবং দত্তককৌমুদী এবং ব্যবস্থাসংগ্রহঃ॥ শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কার কৃতঃ॥ কলিকাতার চর্চ্চমিশন ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। ইংরেজী ১৮২৭ শাল॥ বাঙ্গালা ১২৩৪ শাল॥

পৃ. ৪—কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্প দিন পরে কমিটির সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন,

তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য —দেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতায় যে-সব বিদ্যালয় আছে, সেগুলির সাহায্য ও উন্নতিবিধান, এবং প্রয়োজনমত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহের কৃতী ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়, কারণ, এই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে এক দল যোগ্য শিক্ষক ও অনুবাদক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হইবে। রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির নেটিব সেক্রেটরি, এবং ডেবিড হেয়ার সদস্য ও ইউরোপীয়ান সেক্রেটরি ছিলেন।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম রিপোর্টের পরিশিষ্টে, এবং লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Intsitutions* (1824) পুস্তকের ১৬৮-৮৪ পৃষ্ঠায় স্কুল সোসাইটি-প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৪, ৬—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বজরাপুর-নিবাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গৌরমোহন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি স্কুল-বুক সোসাইটির গ্রন্থপ্রকাশাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেন এবং স্কুল সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ২০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন, তাহার পর সুখ সাগরের মুন্সেফ হন।

গৌরমোহনের রচিত দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। উহা:—(১) স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক, মার্চ ১৮২২, পৃ. ২৪। (২) কবিতামৃতকূপ, ইং ১৮২৬, পৃ. ৪৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার…'।

পৃ ৫, ৭৪—ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এ-দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্য পুস্তকাদি রচনা করিয়া এ-দেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মালদহের গোয়ামালটিতে জন্ এলার্টন, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট কালনা ও চন্দননগরে জন্ ডি. পীয়ার্সন ও জে. হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়নের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর

থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংস্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুল-সমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টিওয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে, এ-দেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন; কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন, সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়্‌যন্ত্র! কারণ, ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহু কষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টিওয়ার্ট ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য গবর্মেণ্ট যে নিরন্তর চেষ্টিত, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টিওয়ার্ট দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তিনি কোন দিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার-হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল, তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা

* তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'মনোরঞ্জনেতিহাস'—"বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান" রচনা করেন। 'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণই ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবা পুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি—

১। বর্ণমালা (?)—ইং ১৮১৮।

এ সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;...

২। উপদেশ কথা। ইং ১৮১৮।

ইহা প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে 'ইতিহাস কথা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'উপদেশ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।* 'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

৩। তমোনাশক। ইং ১৮২৮ পৃ. ৩২।

Tomonasuck or *Destroyer of Darkness* By James Stewart.

তমোনাশক অর্থাৎ দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। বৰ্দ্ধমানের জেমেস ষ্টুএট সাহেবের কৃত।

কলিকাতায় ছাপা হইল ১২৩৪ শাল। Printed at Calcutta. 1828.

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমির নাশক' (পৃ. ২০)—এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

---

* 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha*, a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman Presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the "*Pleasing Tales.*"—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট প্রসঙ্গে J. Long : *Hand-book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92 ; First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society; এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৪ সালের ২য় সংখ্যা (পৃ. ৬০-৬১) দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬—ডেভিড হেয়ার

ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্যারীচাঁদ মিত্রের *A Biographical Sketch of David Hare* (1877) ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তক দুইখানি পাঠ করিতে পারেন।

হেয়ার প্রথমে ঘড়িনির্ম্মাতা হিসাবে এদেশে আসেন। এই ব্যবসা তিনি ১৮২০ সনে ত্যাগ করেন। এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

DAVID HARE

Watch Maker,

Begs to inform his friends and the public in general that he has this day retired from Business ; and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.

He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their Patronage to his Successor, Mr. Gray ; who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years ; which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that he feels the greatest confidence in recommending him on their notice. *January* 1, 1820 —*The Government Gazette* (Supplement) for January 6, 1820.

পৃ. ৮—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ২৭এ ডিসেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—"আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসী মহাধনসম্পন্ন ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই,..."

পৃ. ৮, ১০—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

তারাচাঁদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯—গৌড়ীয় সমাজ।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা পুস্তকের তালিকায় "গৌড়দেশীয় সমাজ সংস্থাপনার্থ প্রথম সভার বিবরণ। ৬ ফাল্গুন ১২২৯।" পুস্তিকার উল্লেখ আছে। "Native Literary Society" নামে ইহার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সনের ডিসেম্বর-সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১০—বিশ্বম্ভর পানি।

ইহার জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' (১৩২৭-২৮) এবং 'পুরোহিত' (২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১১—'ব্যবহারমুকুর'।

এই পুস্তকখানির লেখক কাশীকান্ত ঘোষাল নহেন—কালীশঙ্কর ঘোষাল। ইনি ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র। ইহার আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীমন্নারায়ণঃ—জয়তি—ব্যবহারমুকুর কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল শকাব্দা ১৭৪৫ সন ১২৩০ [পৃ. সংখ্যা ৫৮]

গ্রন্থকার "এই পুস্তক রচনার বিশেষ কারণ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বাল্যাবধি বহু আয়াসে ও নানা দেশ বাসে যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্র শিল্পাভ্যাসে কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সেবাভিলাষে কালযাপন দ্বারা নিজ মনকে সৎকথা মাধুকরি বৃত্তে কাল হরণ জন্য নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম দীর্ঘকাল পরে মন মধুকরে স্বজাতীয় পরজাতীয় যমজ স্বরূপী শাস্ত্রান্তরে ও বুধগণ হৃদি সরোজবরে প্রবেশিয়া ইহ পর লৌকিক হিতকারি নীতি মকরন্দ যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা একা অদনে স্বীয় সুখদ কিন্তু বন্ধুজনাদি সমীপে তজ্জন্য স্নেহহীন গণ্য হওন শঙ্কায় এ রসাস্বাদনের অংশি সকলকে করিতে প্রবর্ত্ত যদ্যপি সংস্কৃত গ্রন্থাবগতিতে পণ্ডিতগণেরা সম্যক বেত্ত বিধায় সুতৃপ্ত আছেন তথাচ তাঁহাদিগের লাভ এই সম্ভাবিত যে অস্মৎ শাস্ত্র স্বীয় শ্রমে যাঁহারা বোধাকাঙ্ক্ষী নহেন তাঁহাদিগের সদা শাস্ত্রার্থ অবগত করণ জন্য অধিক শ্রম অঙ্গীকার করিতেন সে শ্রমের বিরাম অবশ্য সম্ভাবিত।

মহানগরী কলিকাতায় নানা কৃতি বুধ গণ গণনায় বহুবিধ পদ্য রচনায় পুর্ব্বাপর অনেক গ্রন্থাদিত্য দীপ্তিমান আছে অতএব নবীন পদ্য রচনার পদ কাহার সুখাস্পদ নহে বিধায় ভাষা গদ্য রচনায় মনুষ্যের আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত দেশ কাল পাত্র বিচারে কোন ব্যবহার ও কর্ম্ম সুখ বর্দ্ধক তাহার বিশেষ কিঞ্চিৎ প্রশ্নোত্তর ছলে ও অন্য২ কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বগুণি গুণাকর গৌড়ীয় সমাজাধ্যক্ষবর গণের সমীপে অর্পণ করিলাম রসিকগণের আনন্দদায়ক এবং জ্ঞানান্ধ জনের মন তিমির নাশক যদি এই গ্রন্থ তাঁহাদের বিচারে হয় তবে মুদ্রাঙ্কিত দ্বারা প্রকাশাজ্ঞা হইবেক।"

এই অংশের পরেই "গ্রন্থকারের নাম পদ্য রচনায়" পাওয়া যায় :—

কামনা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশিতে মতি।
লীন হই প্রভুপদে যাতে শুদ্ধ গতি॥

শং শব্দ কল্যাণ হেতু ভাবি শিব নাম।
করুণা হইলে তার সিদ্ধ মনস্কাম॥
রণে মরণেতে হয় সে নামে নির্ভয়।
দ্বিতীয় তাঁহার তুল্য কেহ নাহি হয়॥
জগতের মধ্যে মম ভৌতিক শরীরে।
যে নামে নামিক কৈল বর্ণ অনুসারে॥
কৃপা করি আদ্যাক্ষর আলোচনা হলে।
এ দীনের নাম ব্যক্ত হবে অবহেলে॥

'ব্যবহারমুকুর' পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার ৫-২১ পৃষ্ঠায় "প্রশ্নোত্তর ছলে নীতিকথা" ১১৭টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর; ২৩-৫৮ পৃষ্ঠায় "অথ প্রাতঃকালাবধি কোন কর্ম্ম বিধি।"

পৃ. ১২—কালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি।

এই সভা সম্বন্ধে ডব্লিউ. এইচ. কেরী লিখিয়াছেন:—"The Calcutta Medical and Physical Society was instituted in March 1823. Dr. James Hare was the first president and Dr. Adam, secretary. The society's *Journal* was published for many years under the editorship of Drs. Grant, Corbyn and others."—*Good Old Days of Hon'ble John Company*, i. 420.

পৃ. ১২-১৪—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি—"Raja Radhacaunt offered the [Calcutta Juvenile] Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the *Stri Siksha Vidhyaka*..." হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক। রাধাকান্ত দেব এই পুস্তকের জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদরি লঙের *Bengal Missions* (১৮৪৮) ও বংলা পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামের উল্লেখ আছে।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ঠিক কোন্ সালে প্রথম প্রচারিত হয়, সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল "বা° সন ১২২৮" "1822" পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের / শিক্ষার দৃষ্টান্ত। / কলিকাতার মিশ্যন মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল বা° সন ১২২৮ / The Importance / of /

FEMALE EDUCATION; / or Evidence in favour / of the / Education of Hindoo Females, / From the Examples of Illustrious Women, / Both ancient and modern. / Calcutta: / Printed at the Baptist Mission Press, / For / The Female Juvenile Society for the Establishment / and support of Bengalee Female Schools. / 1822. /

১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিত্মালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইল্‌সন) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিত্মালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সনে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ :—

> Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been repidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে।

পৃ. ১২-১৪—স্ত্রীশিক্ষা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিত্মালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ সনে বীটন কর্ত্তৃক হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; সেটি The Female Juvenile Society For the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. এই মহিলা-সমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' মুদ্রিত হয়। ইহাতে প্রকাশ—

> "কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯ ?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।" (৩য় সংস্করণ, পৃ. ৯)

সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা—হিন্দু প্রচেষ্টা ও খ্রীষ্টীয়ান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল আলোচনা করিয়াছেন (*Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education 1944*) এখানে আমি কেবল সে-যুগের সংবাদপত্র হইতে আরও কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল।

১৮৪৯ সনে বীটন (Bethune) সাহেব কলিকাতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলে তুমুল

---

* ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটরী পীয়ার্স (W. H. Pearce) সোসাইটির অন্যতম সভ্য ফর্বস (G. Forbes) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা হইতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, পীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন।—

> ...there are not more than two hundred Bengalee Schools, averaging twenty-one pupils each, or four thousand and two hundred Children uuder instruction from Chitpoor Bridge to Birjootulao......Females too in Calcutta are in an inferior proportion,...from the number Hindoo Girls are excluded, a single School for this interesting, but neglected class of our fellow subjects having never, I believe, till without these last three months, existed in Calcutta.*

> * "Many attempts to collect a Female School had been previously made but failed on account of the prejudices of the parents. The one here referred to was instituted at the expence of a small 'Society for the promotion of Female Bengalee Schools,' formed a few months ago in a Ladies' [Mrs. Lawson and Pearce's] Seminary in Calcutta."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year. 1818-19. p. 88,

এখানে ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন :—

"কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই গোলযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো বলিব এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন প্রথা নহে, সূর্য্যবংশীর রাজাদিগের সময়াবধি যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নিয়মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমরা ইহার অনেক প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছি এবং যবনাধিকারোপরমে ব্রিটিসাধিকারাগমাবধি পুনর্ব্বার হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস ব্যবহার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, বারেন্দ্র, ভূমীন্দ্র ভামিনী মহারাণী ভবানী দেবী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাঁহারদিগের স্বহস্তে নামাঙ্কিত ভূমি দানপত্র অনেকের স্থানে আছে, তদবধি বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এবং নাটোরের রাজবাটীতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিরাজ স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পট্টমহিষী ৺প্রাপ্তা মহারাণী কমলকুমারী স্বয়ং লিখিতে পড়িতে পারিতেন, বিদ্যাবলে ঐ মহারাণী মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের বর্ত্তমান কালাবধি আপনি রাজকার্য্য করিয়াছেন, এবং ৺ মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের দুই রাণী বর্ত্তমানা আছেন, তাঁহারাও লিখন পঠন বিষয়ে অতি সুশিক্ষিতা, এবং নবদ্বীপাধিপতি ৺ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরিবারেরাও বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, ৺ প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিতরূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায়াবাহাদুরের পুত্র ৺ প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা ৺ প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ভয় করিতেন।

হরসুন্দরী দাসী পঞ্চবর্ষীয়া কালে কিশোরী বৈষ্ণবীর নিকট অক্ষর শিক্ষা করেন, তৎপরে রাজবাটীর স্বস্ত্যয়নি একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষার কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামায়ণের ভাষা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হয়, রাজকন্যা ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এক দিবস অন্তঃপুরে এক গৃহে একাকিনী মৃদুস্বরে তাহা পাঠ করিতেছিলেন এমত সময়ে রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর হঠাৎ অন্তঃপুরে যাইয়া সুস্বর শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ঘরে রামায়ণ পাঠ করে কে, রাজকন্যা পিতার স্বর শ্রবণে ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতাভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন, ইহাতেই রাজা বুঝিতে পারিলেন হরসুন্দরী রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

রাজা বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছ, কিং

পড়িয়াছ আমার সাক্ষাতে বল, শঙ্কা নাই, তখন রাজকন্যা পিতার সাক্ষাতে তাবৎ সত্য বলিলেন, এবং বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাঁহার যে উৎসাহ জন্মিয়া ছিল পিতাকে তাহাও জানাইলেন, তাহাতে বিদ্যানুরাগি রাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার নামে বিংশতি সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ স্বাক্ষর করিয়া দিয়া কহিলেন এই টাকার বৃদ্ধিদ্বারা তোমার পাঠ্য পুস্তকাদি ক্রয় করিবা, তদবধি রাজকন্যা ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল তাঁহার অসুখ হইয়াছিল, যথোচিত সময়ে পিতা বিবাহ দিলেন, শ্বশুরালয়ে ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত বধূভাবে রহিলেন, প্রকাশ্যে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন না, অনন্তর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজকন্যার গর্ভ হয়, সেই গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইলে সূতিকাগার হইতে বহির্গতা হইয়া ঐ সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দুগ্ধ দিতে২ পুনর্ব্বার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন সন্তানের আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পতিগৃহে গোপনে নানা পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, পরে সন্তানকে পারস্য ভাষা শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করিয়া "রূপ গঙ্গোপাধ্যায়" যিনি "রূপন্যায়ালঙ্কার"* নামে বিখ্যাত হইয়া বর্ত্তমান আছেন তাঁহার নিকট রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি তাবৎ শিক্ষা করিলেন, এবং কবিরাজ কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারদিগকে জ্ঞানী এবং কবী দেখিয়াছেন রাজকন্যা তাঁহারদিগকে মাসিক বেতন দিতেন, এইরূপে হরসুন্দরী দাসী হিন্দুজাতির তাবৎ শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াছিলেন।

রাজকন্যা হরসুন্দরী রাত্রি চারিঘণ্টার পরে গাত্রোত্থান করিয়া পুরাণ পাঠ করিতেন, এবং প্রভাতকালে মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপনানন্তর এক পবিত্র কুঠরীতে যাইয়া কম্বলাশনে কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিতেন, দাসীরা বোধ করিত তিনি পুজা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার পুজাগৃহে নৈবেদ্য পুষ্পপাত্রাদি রাখিতেন না, ইহাতেই কি লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না রাজকন্যা হরসুন্দরী দাসী বিদ্যাভ্যাস গুণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, পরে ঐ রাজকন্যা হবিষ্যাশিনী হইলেন, এবং সন্ধ্যার পরে দক্ষিণ বামে দুই বাতীর আলোকে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করিতেন, এরূপ গুণবতী কোন স্ত্রীলোকে কি আমরা দেখিব, স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরা বেশভূষাদি দ্বারা সুন্দরী হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া সংস্কৃত কবিতার দ্বারা তাঁহারদিগের রূপবর্ণন করিতেন, এক পর্ব্বদিনে সুবর্ণ বণিকজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা দ্বারা সজ্জীভূতা হইয়া হরসুন্দরীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই হরসুন্দরীকে কহিলেন অদ্য কি তোমার অলঙ্কারাদি ও উত্তম বস্ত্র পরিতে নাই, হরসুন্দরী উত্তর দিলেন অলঙ্কারের শোভাকে তিনি শোভা জ্ঞান করেন না "নক্ষত্র ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণংপতিঃ। পৃথিবী ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র ভূষণং" ঐ সকল নারীগণকে এই কবিতার অর্থও বুঝাইয়া দিলেন।

---

* রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারের নিবাস কুমারহট্ট। ১৮৫৯, ২৫এ আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে "কস্যচিৎ কুমারহট্ট নিবাসিনঃ" 'সংবাদ প্রভাকরে' (৩০-১১-৫৯) লিখিয়াছিলেন :—"তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে অলৌকিক নৈপুণ্য ও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অধুনা উক্ত সমাজে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি বিরল বলিলেই হয়। বিশেষতঃ পুরাণ ন্যায়শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিসীমা ছিল না। অনেকেই তাঁহার প্রসাদে সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ও সুপাত্র হইয়াছেন।"

এতদ্দেশীয় লোকেরা শঙ্কা করেন স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন কিন্তু হরসুন্দরী দাসী এরূপ বিদ্যাবতী হইয়াও কখনও স্বামির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, তিনি কখন২ স্বামিকে বলিতেন, "তুমি গ্রন্থ পাঠ কর" পৃথিবীর সকল রস পুস্তকের মধ্যে আদৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এই লোকনাথ মল্লিক···পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর নিকট হইতে পলায়ন করিতেন।

আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে২ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলাম, এসময়ে ঐ কন্যা বর্ত্তমানা থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা প্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, যাহা হউক, গত সূচনায় শোক বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন নাই, আপাততঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের কন্যার বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রস্তাব সমাপন করি।

আশুতোষ বাবুর কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দ্দ ভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষতঃ শিল্প বিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলণ্ডদেশীয়া প্রধানা শিল্পকারিকারাও তাঁহার শিল্পকর্ম্মদর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন, আমরা আশুতোষ বাবুর কন্যার স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েক বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি, ভরসা করি এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের আগামিনী সভায় তাহা উপস্থিত করিয়া সকলকে দেখাইতে পারিব।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার প্রবাহ মৃদুগমনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এই সময়ে এমত এক মহৎ ব্যক্তি যিনি রাজশক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তিনি হঠাৎ কলিকাতা নগরে আসিলেন এবং হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার দয়ার সম্পূর্ণ কিরণ প্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমারদিগের কি পর্য্যন্ত সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছে লেখনী দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না,···এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা ঐ মহাশয়ের অর্থাৎ শ্রীযুত বেথুন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের যথাসাধ্য আনুকূল্য করুন, বেথুন সাহেব প্রজাপালক, প্রজানাশক নহেন, তিনি প্রজার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট করিবেন না, সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ইহা নিশ্চিত জানিবেন।"

গৌরীশঙ্কর পুনরায় ১৯ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' লেখেন :—

"অদূরদর্শিরা কহেন মহিলারা অবলা, তাহারদিগকে শিক্ষা দিলেও সুশিক্ষা করিতে পারিবেক না, কেহ২ ইহাও বলেন স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা দান করিয়া উপকার কি, আমরা এক স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিপক্ষ পক্ষের এই দুই আপত্তির উত্তর করি, অনুভব হইতেছে আমারদিগের প্রস্তাব পাঠে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি···শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী···বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাত খানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ

তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন,পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন,এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর, পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।"

পৃ. ১৩—হটী বিদ্যালঙ্কার।

শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের সমসময়ে হটী বিদ্যালঙ্কার কাশীতে চতুষ্পাঠী করিয়া নানা দেশের ছাত্রগণকে নব্যন্যায়াদি দুরূহ শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। এই বিদুষী বঙ্গমহিলা সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

I am informed that at present there is a female philosopher at Benares, whose name is Hutee Vidyalunkara. She was born in Bengal, her father was a koolinu bramhun; her husband also was a koolinu. It is not the practice of the koolinu bramhuns, when they marry the daughters of koolinus, to take these wives to their own houses, but they stay with their parents. Thus it was with Hutee. Her father being a learned man instructed his daughter in the knowledge of keveral shastrus; he particularly taught her the Sungskritu grammar, and the kavya shastrus. However ridiculous the nation may be, that if a woman pursue learning she will become a widow, the husband of Hutee left her a widow. Her father also died; and in consequence she fell into great distress. In these circumstances, like many

পৃ. ১৭—কলিকাতা মাদ্রাসা।

১৭৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান যে, তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে এক জন পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান-ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান-আইন শিখিয়া সরকারী কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে। হেষ্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনের উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অল্প দিন পরেই হেষ্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া 'বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে' এক খণ্ড জমি কিনিলেন। ১৭৮০ সনের অক্টোবর হইতে পর-বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে চলিয়াছিল। এই এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করেন, অতঃপর মাদ্রাসা-পরিচালনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন এবং ক্রীত জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা সরকারের পক্ষে সমীচীন হইবে। হেষ্টিংসের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বোর্ড বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন। কিন্তু ১৭৮২ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোন ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের একখানি সরকারী কাগজে প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল ১৭৮১ হইতে পর-বৎসরের মে মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস নিজ খরচ-খরচা বাবদ ১৫২৫১৲ টাকা, ও বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৫৬৪১৲ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সনের জুন মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে-বাড়ীতে চার্চ অব স্কটলণ্ডের জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায়, ১৮২৩ সনের জুন মাসে মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ার) সরকার এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১,৪০,৫৩৭৲ টাকা ব্যয় হইল। ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজের কার্য্য চলিতে থাকে।

কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস:—*Bengal: Past & Present,* **Jany.-June 1914** (সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত এস. সি. সান্যালের প্রবন্ধ)। **Chas. Lushington:** ***The History, Design, & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity,*** **pp. 135-41; Appendix No. 7. pp, xxxi-xxxiii.**

পৃ. ২০-২৮—কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিল; একমাত্র রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এদেশবাসীর শিক্ষা বা জনকল্যাণ-

মূলক অন্ত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসার সূচনা, এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট জোনাথান্ ডান্কান্ বারাণসী-ধামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এগুলি মূলতঃ শাসন ও বিচার বিভাগের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে।

তখন কোম্পানীর রাজ্য বিস্তার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ। এই কারণে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীর সংস্কার বা রাজনীতির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই। চার্লস গ্রাণ্ট একদা কোম্পানীর কর্ম্মচারিরূপে এদেশে ছিলেন; তিনি ভারতবাসীর মধ্যে যাহাতে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাতে আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার বা সনন্দে এদেশবাসীর শিক্ষা-সম্পর্কে কোন কিছুই অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।

ইতিমধ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়,—বলা বাহুল্য, ইহাও শাসন-সৌকর্য্যার্থ। এই কলেজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংস্কৃত, বাংলা, আর্বী, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতগণের সমাবেশ হইল। বিলাত হইতে নবাগত "রাইটার" বা সিভিলিয়ানগণ প্রাচ্য বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলেন। বড় লাট লর্ড মিণ্টো (কোলব্রুক ও অপর দুই জন কাউন্সিলের সদস্য সহ) ১৮১১ সনের ৬ই মার্চ, এদেশীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি মিনিট স্বাক্ষর করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি মিনিটে লিখিলেন:—

> "It is seriously to be lamented that a nation particularly distinguished for its love and successful cultivation of letters in other parts of the empire should have failed to extend its fostering care to the literature of the Hindoos, and to aid in opening to the learned in Europe the repositories of that literature."

লর্ড মিণ্টো তাঁহার মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে গ্রাণ্ট ও মিণ্টোর দ্বিবিধ আন্দোলনের ফলেই, পরবর্ত্তী ১৮১৩ সনের সনন্দে আপোষমূলক একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; উহার মূল অংশ এইরূপ:—

> "...a some of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the instruction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India";...

এই ধারা অনুযায়ী ১৮১৩ সন হইতে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিস্তার সাধনে রাজ-সরকার উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এদিকে কিন্তু ১৮১৬ সন হইতে হিন্দু-প্রধানগণ

স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মব্যপদেশে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন উপলব্ধি করিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগেরই উদ্যোগ ও আনুকূল্যে ১৮১৭ সনের ২০এ জানুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কার্য্যে ব্যক্তিগত দায়িত্বে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ঈষ্টের, এবং ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারকল্পে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি (ইং ১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (ইং ১৮১৮) স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলে শিক্ষাপ্রচারে মিশনরী-প্রচেষ্টাও স্মরণীয়; খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ভারতবাসী তাঁহাদের দ্বারা কম উপকৃত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কেবল রাজ্যবিস্তার ও শাসনভিত্তি দৃঢ়ীকরণেই ব্যস্ত ছিলেন। ১৮১৮ সনে মরাঠা-শক্তির পতনের পর তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া এদেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার কতকটা অবসর পাইলেন। লর্ড মিন্টো নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে যে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য ত হয়ই নাই, পরন্তু ১৮২১ সনে পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস বা ময়রার আমলে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া নূতন কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইল। গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটরী হোরেস হেম্যান্ উইলসন বুঝাইয়া দিলেন, মফস্বলে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কাশী সংস্কৃত কলেজের আদর্শে, কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় একটিমাত্র সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিলেই চলিবে; ইহাতে সরকারের পক্ষে একদিকে যেমন তত্ত্বাবধানের সুবিধা হইবে, অন্য দিকে তেমনি দূর-দূরান্তর হইতে শিক্ষার্থীরা সহজে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে। বড় লাট এই যুক্তি সমীচীন বোধ করিলেন; তিনি ২১শে আগষ্ট ১৮২১ তারিখে একটি প্রস্তাবে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন: "সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হইলেও, ক্রমশঃ হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষারও ইহা একটি উপায়-স্বরূপ হইবে।" ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান-ভার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গঠিত জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের উপর অর্পিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন কমিটির সভাপতি ও এইচ. এইচ. উইলসন্ সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলেজ-মন্দিরের জন্য পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশের সমগ্র জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) ক্রয় করা হইল। ইহার মধ্যে দুই বিঘা, কাঠা-পিছু ৫০০৲ হারে ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। এই সময়ে হিন্দু কলেজ ও স্কুল সরকারী তত্ত্বাবধানে আসায়, তাহার জন্যও সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কলেজ-মন্দির নির্ম্মাণে সরকার প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

১৮২৪ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে সংস্কৃত কলেজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপিত হয়।

মন্দির সম্পূর্ণ হইতে প্রায় আড়াই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮২৬ সনের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ) নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু গৃহ-প্রবেশের দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া-বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। কলেজের প্রথমাবস্থায় দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্র গ্রহণ করা হইত না; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া আর সকলের নিকট কলেজের দ্বার রুদ্ধ ছিল; ছাত্রগণকে কলেজে সর্ব্বসমেত ১২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত; তাহাদিগকে বেতন দিতে হইত না, বরং দরিদ্র ও দূরাগত ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তিলাভ করিত; রবিবার কলেজ খোলা থাকিত; প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপদ্, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে পাঠনা বন্ধ থাকিত।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ছয়টি শ্রেণী ছিল,—ব্যাকরণ, কাব্য বা সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায়। এগুলি ছাড়া সময়ে সময়ে নূতন শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত। কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তৃত বিবরণের সহিত অধ্যাপকবর্গের পরিচয় ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের দানের কথা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মৎরচিত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৮২৪-১৮৫৮) গ্রন্থে মিলিবে।

পৃ. ২৩—রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—দিগসুই-বাসী বরলাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র, মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের ২রা নবেম্বর পর্য্যন্ত তিনি বেতন লইয়াছিলেন, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৩—হরনাথ তর্কভূষণ।

ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক বংশীয়; যশোহর, বারইখালীর পণ্ডিত রামরত্ন তর্কচূড়ামণির শ্যালক ও ছাত্র (কবিরাজ গঙ্গাধর-কৃত 'বহুবিবাহরাহিত্যনির্ণয়,' উত্তরখণ্ড, পৃ. ৩৮ দ্রষ্টব্য)।

পৃ. ২৩—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি।

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কাঁচরাপাড়া-নিবাসী নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে-সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে আমরা এই দুইখানি দেখিয়াছি :—

(১) বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ইং ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

(২) মহাভারত—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

পৃ. ২৩, ৬০—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া (বর্তমানে যশোহর) জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। অতঃপর জয়গোপাল ১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল হইতে দীর্ঘ ২২ বৎসর তথায় কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) শিক্ষাসার (২য় সং. ১৮১৮), পৃ. ৭২। (২) শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ, ইং ১৮১৭, পৃ. ৫২। (৩) পত্রের ধারা, ইং ১৮২১, পৃ. ৫৬। (৪) চণ্ডী, ইং ১৮১৯ (?), (৫) বাল্মীকিকৃত রামায়ণ, (১-৭ কাণ্ড), ইং ১৮৩০-৩৪। (৬) মহাভারত, ইং ১৮৩৬, পৃ. ৪২৪। (৭) পারসীক অভিধান, ইং ১৮৩৮, পৃ. ৮৪। (৮) বঙ্গাভিধান, ইং ১৮৩৮।

ইহা ছাড়া জয়গোপাল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) প্রকাশ করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত 'শ্রীমহাভারত'-এর তৃতীয় খণ্ডটি (ইং ১৮৩৭) যে-তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হয় জয়গোপাল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৩-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৩, ৬৬—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। ১১ই জানুয়ারি তারিখ হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১-২) তাঁহার জীবনী ও রচনা-পঞ্জী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৩—হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন।

ইনি রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্ঞাতি, নিবাস হরিনাভি ('বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক,' ১৩৩৭, পৃ. ১০৩)। হাতীবাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। হরিপ্রসাদ ১৮২৫ সনের ২২এ জানুয়ারি মাসিক ৩০৲ বেতনে

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৬—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি প্রথম এম. অ্যান্‌স্‌লি (Anslie) ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন। ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে তিনি কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্নের স্থলে মাসিক ৩০ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ১৮২৯ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতে তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন—

> "কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্‌, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।" ('শ্লোকমঞ্জরী,' বিজ্ঞাপন)

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি—

(১) 'সেতুসংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। উহার পত্রসংখ্যা ২৮৮, রচনাকাল ১৭৫৭ শক (ইং ১৮৩৫)। ১৮৭১ সনে গিরিশ তর্করত্ন যে সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌' প্রকাশ করেন, তাহাতে গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকার সারাংশও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) 'খোসগল্পসার'। ইহাতে "দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোলকল্পিত কতিপয় খোসগল্প সংগৃহীত হইয়াছে।" ১৮৩৯ সনে 'খোসগল্পসার' প্রকাশিত হয়।

পৃ. ২৬—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্য-প্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত

টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ১৮২৫ সনের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদে ১২এ নবেম্বর হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্য করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে ১২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক-রূপে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে আমরা তাঁহাকে কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ-রূপে দেখি। ৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে, কাশীনাথের মৃত্যু হয়।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এই কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি :—

১। মহর্ষি গোতমকৃত ন্যায়দর্শন ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী। ইং ১৮২১, পৃ. ১৪৫।

২। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [ইং ১৮২২], পৃ. ১৮৯+শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ইং ১৮২৩, পৃ. ২৮৫।

সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। সাধু সন্তোষিণী। ইং ১৮২৬

৫। শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৭—কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকালে বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—রুদ্রমণি দীক্ষিত (দ্র° পৃ. ২৬)। তিনি পর-বৎসরের ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া প্রধানতঃ কোপন স্বভাবের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রুদ্রমণির স্থলে কৃষ্ণদেব উপাধ্যায় নামে কাশীর এক জন পণ্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদেব বিশপ্‌স কলেজে (অক্টোবর ১৮২২ হইতে) অধ্যাপনা করিতেন। বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি মিল তাঁহার হইয়া সুপারিশ

করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৭—যোগধ্যান মিশ্র।

যোগধ্যান ১৮২৬ সনের মে মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৮০৲ বেতনে জ্যোতিষের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ছাত্রগণকে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়াইতেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ৮ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে Law Commission on Slavery-র নিকট সাক্ষ্যদানকালে তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন :— "My family belongs to Lahore, but I am a native of Benares. I have been a resident in Calcutta 18 years." (Slavery Report, Jan. 1841, App. I p. 54)

যোগধ্যান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (পৃ. ৩৩-৩৫) গ্রন্থে মিলিবে।

পৃ. ২৭—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিবাস বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে। টালার বাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬।

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়ের স্থলে ১৮২৬ সনের মে মাস হইতে শম্ভুচন্দ্র মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি তিন বৎসর উইলসনের পণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার' শোধনপূর্ব্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৭—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

কমলাকান্তের বংশ-পরিচয় বা আদি নিবাসের কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কলিকাতায় আড়কুলিতে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ৬০৲ টাকা বেতনে ইহার অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন। ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর আমরা তাঁহাকে ১৮৩৭ সনে লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স প্রিন্‌সেপের পণ্ডিতরূপে দেখি। প্রাচীন ভারতীয়-লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি প্রিন্‌সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৭-৪১ সনের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার কমলাকান্তেরই সাহায্যে হইয়াছিল। কমলাকান্তের সাহায্যের কথা প্রিন্‌সেপ একাধিক ক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

Lt. Kittoe also presented facsimiles of a copper grant in three plates dug up in the Gumsur country, of which the Secretary with the aid of

Kamala Kant Pandit supplied a translation. (*J.A.S B* , Vol. Vl, May 1837, p. 402.)

Although, as will be seen, the slab [Brahmeswara Inscription, Cuttack] was in a state of considerable mutilation, yet from the inscription being in verse, my pandit, Kamalakanta Vidyalankara, has been able by study of the context to fill up all the gaps, with, as he says, hardly a possibility of error, and indeed where the outline of the letters is preserved I have found his restoration quite conformable. The translation has been effected by Sarodaprasad* under his explanation, but I have not leisure to over Kamalakanta. (*J.A.S.B.*, June 1838, p 557.)

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া প্রিন্‌সেপ এদেশ ত্যাগ করিলে ডাঃ ওসাগ্‌নেসী সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হন। তাঁহার আমলে, ১৮৩৯ সনের আগষ্ট মাসে, কমলাকান্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (viii 527) প্রকাশ :—

The Secretary brought to the notice of the Meeting that the present Pundit, Ramgovind Gossamee, has been found incompetent to decypher the Inscriptions to which the Society are most desirous to give publicity, either in their monthly publication, or in their Transactions, he therefore proposed that the celebrated Kamalakantha Vidyalankar be appointed for that office, and also as the Librarian for the Oriental Books. The proposition was unanimously carried. (Proceedings, 7 Aug. 1839.)

এশিয়াটিক সোসাইটির কল্যাণে দেশে পুরাতত্ত্বের চর্চ্চা ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছিল। সরকারী শিক্ষা-সংসদ্ সংস্কৃত কলেজের একদল ছাত্রকে পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজ হইতে স্বতন্ত্র বেদান্ত-শ্রেণী লোপ করিয়া তাহার স্থলে "Ancient History and History of the Hindoos" শিখাইবার জন্য ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে "পুরাবৃত্ত" নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার নিয়োগপত্রখানি এইরূপ :—

I have the honour to inform you that the Section of the Council of Education for the Sanskrit College has been pleased to appoint you

* সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও প্রিন্‌সেপের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে প্রিন্‌সেপ এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"For the translation, instead of adopting Wilkins' words, I present if anything a more literal rendering by Sarodaprasad Chakravarti, a boy of the Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished I do this to shew how useful the combinaton of Sanskrit and English grammatically studied by these young men might have been made both to Europeans and to their own country....The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books (J. A. S. B., Aug. 1837, p. 678.)

Professor of Ancient Literature and History of the Hindoos at the Sanskrit College on a salary of Eighty Company's Rupees per month. You are immediately to set about preparing a syllabus of your proposed lectures and report progress to me weekly specifying what has been done and what is to be done in the following week to be submitted to the Section monthly. In addition to this you are to teach Vedant to as many students as may wish to learn that Science. (Letter dated 1st Jany. 1842 from Russomoy Dutt Secy., Section Conncil of Education, Sanskrit College.)

কমলাকান্তের বয়স হইয়াছিল। তিনি ১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; পরবর্ত্তী ৮ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ও সেক্রেটরী হেন্‌রী টরেন্স (Torrens) যে প্রশস্তি করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have, with much regret, to report the death of the aged, and highly respecte l Pundit Kamalakanta Vidhyalankar, the friend and fellow labourer of James Printer. With him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writng ; for although we now possess a key to these ancient characters, no Pundit has exercised himself in the act of decyphering to the extent to which has Kamalakanta Like all learned persons of his class, he carefully avoided the communication of his peculiar knowledge......the Society owes a debt of gratitude to Kamalakanta, and of respect to him as the Collaborator of James Prinsep. (Proceeding 13 Nov. 1843 : *J.A.S.B.*, 1843, pp. 1013-14)

(বঙ্গানুবাদ)—অত্যন্ত দুঃখের সহিত জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সুহৃৎ ও সহকর্ম্মী, বহুমানাস্পদ বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পালি ও প্রাচীন-সংস্কৃত-লিপিপদ্ধতির যথার্থ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিল; কেন না, ইদানীং এই সমস্ত প্রাচীন লিপি পাঠের মূলসূত্রটি আমাদের অধিগত হইয়াছে বটে, কিন্তু আর কোন পণ্ডিতই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কমলাকান্তের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত তিনিও তাঁহার এই বিশিষ্ট বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ পরিহার করিয়া চলিতেন।...জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সহকর্ম্মী হিসাবে সোসাইটি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ এবং সেজন্য তিনি উহার শ্রদ্ধার পাত্র।*

* কমলাকান্ত কলিকাতায় ধর্ম্মসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)। স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি রেঃ ডবলিউ. এইচ. মিল-কে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য যে সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রিন্‌সেপের নির্দ্দেশে মিলের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কমলাকান্ত যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজী অনুবাদ সহ এশিয়াটিক জর্ণালে সোইটির মুদ্রিত হইয়াছে (*J. A. S. B.*, Aug. 1837. PP. 707, 7lo II. ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪১ বৎসর বয়সে, বিলাতে জেম্‌স প্রিন্‌সেপের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৩০শে জুলাই তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক কলিকাতার টাউন-হলে যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কমলাকান্ত, বাংলাদেশের পণ্ডিতবর্গের প্রতিনিধিরূপ, সংস্কৃতে প্রশস্তি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন (*Asiatic Journal*, Nov. 1840 : "Asiatic Intelligence." pp, 190-91.)

৩০—নাথুরাম।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী নামে এক জন গুজরাটী পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বেদান্তশাস্ত্রেও নাথুরাম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তৎসম্পাদিত 'ন্যায়দর্শনে' আত্মপরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

বেদান্তাদীনি শাস্ত্রাণি নাথুরামস্য শাস্ত্রিণঃ।
সকাশাদাপ্তবানস্মি পুরা গুর্জ্জরবাসিনঃ॥

১৮৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাথুরাম অসুস্থতার জন্য ছয় মাসের ছুটি লইয়াছিলেন। ১৮৩২ সনের মার্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮২৮ ও ১৮২৯ সনে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম বিশ্বনাথ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' ও মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সংস্কৃত কলেজের অপর দুইজন অধ্যাপক—গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সহযোগে রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৩২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পৃ. ৩১ হিন্দুকলেজ।

হিন্দুকলেজ হিন্দুদের দানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রথমে ৩০৪ নং চিৎপুর রোড, গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হইয়াছিল ; এখানে পাঠারম্ভ হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি তারিখে। ইহা 'মহাপাঠশালা' নামেও কিছুদিন পরিচিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু-সন্তানকে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যায়তন গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমাবস্থায় ফ্রান্সিস আর্ভিন ৩০০৲ বেতনে ইউরোপীয় সম্পাদক, ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ) ১০০৲ বেতনে দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,—স্কুল বা পাঠশালা, এবং একাডেমী বা মহাপাঠশালা। কলেজ-পরিচালনের ভার ছিল—ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার উপর। গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুরকে লইয়া প্রথমে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। কলেজের গবর্ণর ছিলেন—গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্দ্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র। কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার হিন্দুকলেজের 'ভিজিটর' বা পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। চন্দননগর-নিবাসী ডি'আনসেল্মই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুকলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।

এই প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত (১৮৩১ সন পর্য্যন্ত) যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন :—

"A Sketch of the Origin, Rise, and Progress of the Hindoo College"—

The Calcutta Christian Observer, Vol. I, Nos. 1, 2, 3 (June, July, and August 1832.)

হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার আদিকল্পক ডেভিড হেয়ার। অনেকে ভ্রমক্রমে এই সম্মান স্থপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর হাইড ঈষ্টকে, কেহ কেহ আবার রামমোহন রায়কে দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭১৫-২০) এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পৃ. ৩২—ডিরোজিও।

টমাস এডোয়ার্ডস তাঁহার *Henry Derozio* (1884) পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় ডিরোজিওর হিন্দুকলেজে নিয়োগের তারিখ মার্চ ১৮২৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ১৮২৭ সনও বলিয়াছেন। তারিখটি যে ১৮২৬ সন হইবে, তাহা এক্ষণে জানা গেল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে ডিরোজিওর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৩৪—রাধানাথ শিকদার। রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৩৪—রামগোপাল ঘোষ।

রামগোপাল ঘোষ সে-যুগের এক জন কর্ম্মবীর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। রাজনৈতিক কার্য্য ও অন্তবিধ জনসেবা এবং দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতি সৎকর্ম্মে তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল। ২০ জানুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ২২এ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে তাঁহার শোক-সভার আয়োজন হয়। সভার অন্যতম উদ্যোক্তা প্যারীচাঁদ মিত্রকে রামগোপাল সম্পর্কে ডাঃ মৌএট যে পত্রখানি লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

Ranchee—Chota Nagpur,
12th February, 1868.

My dear friend,

Your note of the 8th reached me on my arrival here this morning, and I lose no time in replying to it, in the hope that it may reach you in time to make known to your meeting my estimate of the late Ramgopaul Ghose with whom I was associated for so many years, from my intercourse with whom I always derived pleasure and advantage, and whose loss I mourn sincerely as that of one of my earliest and most esteemed native friends. My acquaintance with him began more than a quarter of a century ago, I scarcely can remember how long. In all the great questions of that time I used to consult him freely and frequently—and always with benefit. His judgment was sound, his views were large, and his sympathies were always enlisted in every matter tending to the advancement of education.

As a speaker and write he had a singular command of pure and idomatic English, and so thoroughly he indentified himself with the subject he was discussing or advocating as to render it difficult to believe that English thought and expression were foreign to him, and that he had not been brought up in our English household.

When I first thought that education in India had advanced far enough to need and warrant the establishment of universities, he was one of the first whom I consulted and to him, and to some other honoured native friends—one at least of whom is still alive—I submitted my plan sometime before it was seen by the Council of Education.

When I established the Bethune Society he was one of those who met in my house and assisted me heart and soul in its early working. In fact I can look back upon no part of my early career in conection with education which is not associated with him.

As a citizen his worth and intelligence are as well known to you as they are to me. As a public man he was upright, disinterested and singularly free from prejudice, in private life he was charitable, hospitable to a fault, and ever ready to contribute to any good effects whether for the benefit of his own countrymen or of mine. He was in the highest sense of the word a just and upright man, and I know of few whose example I woud more strongly recommend for imitation by his younger countrymen in the bright side of his character.

He was not without faults—which of us are—but his virtues so far outweigh his foibles that I can remember naught but good of him.

This is but a feeble expression of my estimate of Ramgopaul Ghosh, So long as Bengal produces such sons she need have no mis-givings as to her future place among Nation

Believe me, my dear friend, ever yours most truly.

F. J. Mouat.

জীবনী :—রামগোপাল সান্যালের *Reminiscences and Anecdotes*…ও *Bengal Celebrities*, চারুচন্দ্র মিত্র প্রকাশিত *Speeches of Ram Gopal Ghose and his* pamphlet in the "Black Acts" and Minutes of Education together with a short account of his life. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' এবং ১৩২১ কার্ত্তিক-সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্ত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৫—স্কুল কর্ নেটিব ডটর্স।

ইহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ Chas. Lushington : *The History, Design, and Present State of the Religious, Beneovolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity* (1824) পুস্তকের ৩১২-২১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৩৭—বিশপ্‌স কলেজ।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ল্যাশিংটনের গ্রন্থের ১০৭-১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহাতে কলেজ-গৃহের একখানি চিত্রও আছে। ১৮২০ সনের ডিসেম্বর-সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের ৩৬৩-৬৬ পৃষ্ঠায় এই কলেজের শিলান্যাস-ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ ৩৮, ৪৩, ২৪৬—গুরুপ্রসাদ বসু।

গুরুপ্রসাদ বসু দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র। ১৮৫১ সনে গুরুপ্রসাদ বসুর মৃত্যু হয়। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ:—"১২৫৮ সালের ঘটনা।- ...ভাদ্র।...ধন্ধবর বাবু গুরুপ্রসাদ বসু কাশীধাম প্রাপ্ত হন।"

বসু-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of the Indian Chiefs, Rajas Zamindars*,...গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৯—জয়নারায়ণ ঘোষাল।

ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে এবং কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে পাওয়া যাইবে:—

(১) Memoir of Juynarayaun Ghosal, Partly drawn up by his son Kalee Shunkur Ghosal.—*The Friend of India* for August & Sept. 1822, pp. 225-33.

(২) *Hand-Book of Bengal Missions* in connexion with the Church of England. By the Rev. James Long, (1848), pp. 68-72.

(৩) "A Grandee of Old Calcutta—Maharajah Jaynarayan Ghoshal of Bhukailas": Brajendra Nath Banerji.—*The Calcutta Municipal Gazette* Twelfth Anniversary Number (28 Nov. 1936), pp. 58-61.

(৪) 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন': ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, পৃ. ২০২-৫। ১৫ আষাঢ় ১১৯৪ তারিখে গবর্নর-জেনারেলকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পত্র।

(৫) *Asiatic Journal*, Decr. 1819, pp 589-91. ১ই আগষ্ট ১৮১৮ তারিখে চার্চ মিশনারী সোসাইটিকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র ও কাশীর স্কুল সম্বন্ধে সংবাদ।

জয়নারায়ণ ঘোষাল 'শঙ্করী সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা,' 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম' কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ, 'করুণানিধানবিলাস' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'করুণানিধানবিলাস' ৩৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ইহার কোন আখ্যাপত্র দেখিতেছি না। পুস্তকের গোড়ায় গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস এইরূপ দেওয়া আছে:—

> প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল। মধ্যম বয়স শেষ
> রোগেতে ভোগিল ॥ ১৩ ॥ পঞ্চাশ বিগত পরে জরায়
> ঘেরিল। মরণের ভয় আসি অন্তরে পসিল ॥ ১৪ ॥ চিন্তামণি
> কোথা পাব এই আশা করি। কাশীমধ্যে দেবালয়ে
> কিছু কাল ফিরি ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু আদর করিল।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল ॥ ১৬ ॥ অমৃতরায়ের যারা
তাহা প্রকাশিল। অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল ॥ ১৭ ॥
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়। সেই মত
রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥ বাঙ্গালি ভাষাতে লীলা
করিতে রচন। রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল সুজন ॥ ১৯ ॥
সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তি মত। আরব্ধ করিল দোঁহে
দুই এক চিত ॥ ২০ ॥ বারশত বিশসালে মাস
অগ্রহায়ণ। রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈল আয়োজন ॥ ২১ ॥
সপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত। সেই ভাষা তরজমা
করেণ্ পণ্ডিত ॥ ২২ ॥ ····জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম সংস্কৃত
পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই
বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকরুণা নিধান বিলাষ ভক্ত
জনের আজ্ঞা মত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা
বারবৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা
কিঞ্চিত করিতে উদ্যোগ মাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক
ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক ॥ * ॥

গ্রন্থের শেষ দুই পৃষ্ঠায় লীলাবক্তার বংশাবলীর বিবরণ আছে। 'করুণানিধানবিলাস' ১৮২০ সনে মুদ্রাঙ্কিত হয় বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন (*Returns*, 1859, p. 77)। ১৩০৭ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১ম সংখ্যা, পৃ. ১-২৫) ব্যোমকেশ মুস্তফী "রাজকবি জয়নারায়ণ" প্রবন্ধে 'করুণানিধান-বিলাস' পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কাশীতে জয়নারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ কৌমুদী' ১০ম সংখ্যায় (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২২, মঙ্গলবার) তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করেন। এই বিবরণটি পরবর্ত্তী ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' অনূদিত হয়। এই ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The Death of a Virtuous Man.—The late Joynaroin Ghosaul, of Khidderpore, was born in the year of Shokoddittya 1661, and on the Doorbastomy. He believed in a Supreme Being, and sympathized in the distress of his fellow-creatures; he was well versed in different Shasturs, and received tokens of respect from several Governors of this country; and the first thing he did after he had acquired some wealth, was to build the temple of *Bhoocoyloss*, and to place in it the image of Shib, Doorga, Gonga, Colbhoyrub, and several others. He spent the greatest part of his life in pilgrimages to Benares and many other places of sanctity, and in the company of the learned and wise. In Benares,

(where he lived amidst his relations and offspring) he at last deified his spiritual teacher, and established the worship of the god of Curroononydhon. Here he was a friend to the poor, a patron to the Brahmins and ascetics, and one devoted to the good of all and to constant prayer. Here he spent 80,000 Rs. to build a College for the instruction of the poor, and 50,000 Rs. to defray its expenses; and not being satisfied with this only, he had hospitals established for the recovery of the poor afflicted with sickness, and was himself reckoned a most skilful physician. And to sum up the whole, at this place he proved himself to be a complete model of virtue Twenty days before his death, which happened on the 7th [9th] November, 1821, he presented a short address to the inhabitants of Benares, taking a last farewell of them on his approaching death ; and departed this life on the above mentioned day; about 2 p.m. on the *Poornymohtithy* (full moon) and sitting upon the *Jogashun* (or seat of prayer)...

পৃ. ৪১—ভবানীপুরে জগমোহন বসু-প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুল।

২০ জানুয়ারি ১৮৫৩ তারিখে 'At Inhabitant of Bhowanipore' কালীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত *The Hindoo Intelligencer*-এ একখানি পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে জগমোহন বসু ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুলের কথা আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

The sudden death of Baboo Juggo Mohun Bose of Bhowanipore, tho' at an advanced age, is deeply regretted by men of all classes. The eminent merits of the deceased ; his placid and calm temper, his zeal for the cause of education ; and his labors for its diffusion, are universally known. Throughout his whole life and throughout his connection with the place, no single inhabitant has ever had any cause but that of being pleased with his conversation and rejoiced at the pains he took disinterestedly for their welfare. The name of David Hare deserves to be [embellished] in letters of gold in the hearts of many [of our] educated countrymen at large and so is the name of Baboo Juggo Mohun Bose in a limited sphere. More than 37 yesrs past, before many of the metro politan Institutions had their existence, Baboo Jogo Mohun Bose had a school at Bhowanipore where English lessons had been daily given and prepared. Tho not a professional teacher, his talents and leisure hours were devoted to the improvement of children of all classes with the co-operation of Sir Edward Ryan and his relative Major Ryan, with the assistance of David Hare and of the Ghosal Baboos of Kidderpore he made his school attain a very respectable name among the educational establishments in the country,—and tho' the Institution is not now in a similar condition, it was only on account of a broken constitution

and the infirmities of age hastened by family losses, that he was unable to take so much pains for it as he did before, and this too for the setting up of a Missionary Institution on a very large scale in the place where to the utter shame and loss of our countrymen many send their children. One circumstance may be added which is that almost all persons now holding respectable and creditable situations under Government and the agencies resident at Bhowanipore were educated in the Union School and formed their habits of life and business under the eyes of this man before whose time none of the middling and few of the higher classes set turbans on their heads and went to work. Such a man deserves to be remembered and his admirers are thinking of something best calculated to commemorate his memory in a manner suitable to their means.—*The Hindoo Intelligencer* for January 24, 1853, p. 28.

পৃ. ৩৭-৩৯—সেকালের চতুষ্পাঠী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা, নদীয়া ও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল চতুষ্পাঠী ছিল, সেগুলির এবং তথাকার অধ্যাপকদের নামের তালিকা পাদরি উইলিয়ম ওয়ার্ডের *A View of the History Literature, and Mythology of the Hindoos* (3rd. ed, 1820) গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মিলিবে। তবে এই তালিকা চরম বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চিতপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে চিতপুর মোকামে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক রঘুমণি বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠীর নাম কলিকাতার তালিকায় বাদ পড়িয়াছে ('শনিবারের চিঠি,' পৌষ ১৩৫৫, পৃ. ২৬৫ দ্রষ্টব্য)

অ্যাডাম সাহেব ১৮৩৫-৩৬ সনে বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতেও বাংলা দেশের বহু চতুষ্পাঠীর নামধাম আছে।

পৃ. ৩৯-৪৮—সেকালের পণ্ডিত।

এই গ্রন্থের দুইটি খণ্ডে সেকালের বহু পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। আর একখানি পুস্তক হইতে ১৮৫৩ সনে বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের নামধাম পাওয়া যায়; উহা—পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের অনুমত্যনুসারে ১৭৭৫ শকে (ইং ১৮৫৩) মুদ্রিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা'। "সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আমড়াতলা।" "ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের…ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ" উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থাপত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃ. ৩৯—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।

রঘুমণি ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রেণী, বাৎস্যগোত্র, "কাঞ্জাড়ি" নামক "শ্রোত্রিয়" বংশ-সম্ভূত। তিনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের (মৃত্যু, আশ্বিন ১১৬৫) পৌত্র ও রামানন্দ বিদ্যালঙ্কারের (মৃত্যু, জ্যৈষ্ঠ ১১৮৫) পুত্র। চিতপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে তিনি চিতপুর মোকামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রঘুমণির রচিত চারিখানি গ্রন্থ এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি—

১। 'দত্তকচন্দ্রিকা'। এই গ্রন্থ সাদার্লণ্ড কর্ত্তৃক ১৮১৪ সনে ইংরেজীতে অনূদিত ও ১৮১৭ সনে দত্তকমীমাংসার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

২। 'আগমসার' : তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

৩। 'শব্দমুক্তামহার্ণব'। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ও রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই সুবৃহৎ অভিধানের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। উইলসন সাহেবের Sanskrit English Dictionary-র প্রথম সংস্করণ রঘুমণির অভিধানের অনুবাদ (Roebuck : *Annals*, pp. 336-37)।

৪। 'প্রাণকৃষ্ণায় শব্দাব্ধি'। খড়দহ-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের অভিপ্রায়ানুসারে রচিত শ্লোকাত্মক বর্ণানুক্রমিক অভিধান। ১৭৩৭ শকাব্দে (ইং ১৮১৫-১৬) এই গ্রন্থ রচনা আরব্ধ হয়।

৩ মে ১৮০৪ তারিখে রঘুমণির বয়স ছিল "প্রায় ৪৮"। ইহা হইতে মনে হয়, ১৭৫৬ সনে তাঁহার জন্ম, এবং ১২২৫ সালের পৌষ মাসে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২-৬৩ হইয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩৫১ সালের ১ম-২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রঘুমণি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন

পৃ. ৪০—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় বিচার হইত। এইরূপ একটি বিচারে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার একবার যোগদান করিয়া প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। ২৩ মে ১৮৫৪ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিয়াছিলেন :—

> "শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপকদিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,...।"

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে ১৩০৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও ১৩৪৯ সালের ২য় সংখ্যায় শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪০—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনিই বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী। তাঁহার রচনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), ২। হিতোপদেশ (১৮০৮), ৩। রাজাবলি (১৮০৮), ৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮১৭) ও ৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮৩৩)।

এই সকল পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামে ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৩-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪২—কালীকুমার রায়।

কালীকুমার রায় ১৮০৩ সনের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Bengalee Writing Master (খোশনবীস) নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মের বেতন ছিল মাসিক ৪০৲। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক" পাদরি উইলিয়ম কেরী একখানি পত্রে কালীকুমার সম্বন্ধে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

> I observe that there is no Writing Master allowed to teach Bengalee or Sanskrit writing. One in the Bengalee Department is very necessary ; if it be consistent with the proposed regulations, I very much wish the present writer, Kalee Koomar to be retained at his present salary of 40 Rupees per month,..." (Fort William College Proceedings : *Home Dept.* Mis. No, 569 pp. 445-46.)

১৮১৮ সনে কালীকুমার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "Bengalee Writing Master, and Surrishtudar" ছিলেন। (Roebuck : *Annals* of the College of Fort William. App. III, p. 50.) কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের (ইং ১৮১৮-১৯) রিপোর্টে কালীকুমার সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—

> 23. Your Committee have resolved on having six copper plate engravings executed of a set of the best *Exemplars* for *Bengalee* writing, from the hand-writing of Caloe Coomar Ray, the Bengalee Khooshnuvees of the College of Fort William (p. 7)

১৮২২ সনে কালীকুমারের মৃত্যু হয়।

পৃ. ৪২—ফেলিক্স কেরী।

ফেলিক্স কেরী পাদরি উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮২২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের ৩৫০-৫১ পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু-সংবাদ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শ্রীসজনীকান্ত দাস ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৪৩—রঘুরাম শিরোমণি।

রঘুরাম শিরোমণি ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা কলুটোলা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় হইতে 'দায়ভাগার্থদীপিকা' নামে ৬১ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তক-রচনা সম্বন্ধে শিরোমণি লিখিতেছেন:—

"নমোগণেশায়। বিদ্যাভূষণ রূপে খ্যাত সর্ব্বদেশে বিদিত সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা যে শ্রীযুত রঘুমণি পণ্ডিত তাঁর ছাত্র বন্দ্যঘটীয়ফুলকুলে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তির সন্তান যে শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি তিনি জীমূতবাহনের কৃত সমুদ্রের ন্যায় দুস্তরণীয় অর্থাৎ অতি কঠিনার্থ যে দায়ভাগগ্রন্থ তাহার বহু প্রকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত ও অপণ্ডিত লোকের সুখবোধের নিমিত্ত স্বরীতিক্রমে শ্লোক শ্রেণীদ্বারা সংক্ষেপে দায়ভাগার্থ দীপিকা নামে সংগ্রহ করিয়াছেন এই সংগ্রহ জ্ঞানের প্রকাশক আর সংগ্রহকারের ও অন্যের প্রয়োজন সম্পাদক এবং ঐ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের তুষ্টি পূর্ব্বক বিবেচিত। সংগ্রহ করণের প্রথম কারণ। সাহেবের মধ্যে সুজন পণ্ডিত এবং অষ্টপ্রকার বিদ্যাতে দক্ষ ও ব্যবহারে দানে শীলে শ্রেষ্ঠ যে লৃষ্টষ নেমিনামে খ্যাত শ্রীযুতসাহেব তাঁহার আদেশ।" (পৃ. ২৪)

পৃ. ৫৫—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম বাঙালী মাত্রেরই স্মরণীয়। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মাত্র অভিধানকারই ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনিই রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পালপাড়া গ্রামে বিদ্যাবাগীশের জন্ম হয়। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন। হরিহরানন্দ রামমোহন রায়ের গুরু। আনুমানিক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় রামমোহনের নিকট আনয়ন করেন। বিদ্যাবাগীশ অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন।

১৪ মে ১৮২৭ তারিখে বিদ্যাবাগীশ ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ বিদ্যাবাগীশকে

এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালায় পাঠারম্ভ হয়। বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বেশী দিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে কিছু দিন কার্য্য করিবার পর তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ পরলোক গমন করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) জ্যোতিষসংগ্রহসার, জানুয়ারি ১৮১৭। (২) অভিধান, ইং ১৮১৮। (৩) পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান, ব্রাহ্ম সমাজ ৬ ভাদ্র ১৭৫০ শক…। (৪) বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণিঃ,' ইং ১৮৩৭। (৫) হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা, ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০। (৬) শিশুসেবধি : বর্ণমালা, ইং ১৮৪০। (৭) নীতিদর্শন, ১-৫ সংখ্যা, ইং ১৮৪০-৪১।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৯-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪৫—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার।

১৮৫১ সনের ২৪ জুন তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয় :—"শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অম্বিকার থানান্তর্গত উপলাতি গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সভাপণ্ডিত, হাতিবাগান নামক স্থানে তাঁহার চতুষ্পাঠী আছে, ভট্টাচার্য্য নানা দেশীয় ছাত্রগণকে বিশিষ্ট রূপ অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করেন তিনি বিশ্ব বিখ্যাত এবং বিশ্বমান্য এবং পরমধার্ম্মিক ঋষি বিশেষ তাঁহার নিষ্ঠাচার শিষ্ট ব্যবহার দর্শনে শ্রীযুত বেলাকর তাঁহাকে "শুকদেব" কহেন,…।"

১৮৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৮৫৭, ২৬এ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) লেখেন :—"…কলিকাতার হাতীবাগান প্রবাসি অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য উদরাময় রোগে গত বুধবারে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন…।"

কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের একখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। পুস্তকখানির নাম 'প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাসংগ্রহঃ'। ইহার পৃ. সংখ্যা ৩০। ১৮৫২ সনে (১২ আষাঢ় ১৭৭৪ শক) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন; বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন :—"…পরম কারুণিক স্মার্ত্তাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্মার্ত্ত শূলপাণি প্রভৃতির নানা গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংকলন …করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সহসা সাধারণের প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় সর্বত্র প্রচারার্থ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহায়তামত আমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

পৃ. ৫৩-৫৭—কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ তারিখে *Literary Gazette* পত্রের সম্পাদককে লিখিত একখানি পত্রে কাশীপ্রসাদ

ঘোষ তাঁহার আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছিলেন। পত্রখানি আদরি লঙের *Hand Book of Bengal Missions* পুস্তকের ৫০৬-১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহার অংশ-বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

I was born on Saturday, the 22nd Srabun, 1216 Bengal year, (corresponding with the month of August, 1809.)...In caste I am a *Kayastha*, of the order called *Kulin*···Up to the fourteenth year I could scarcely read either English or Bengali, when, being one day severely reprimanded by my father for not attending to an English lesson he had given me, I reflected that I should never learn anything at home, where there were so many things to attract my attention I communicated this to my maternal grandfather, who made my father subcribe to the Hindu College, where I was admitted as a free scholar on the 8th October, 1821, and put into the seventh class, which was then higher than the last two classes, and in which the boys read Murray's Spelling Book. In the course of three years I rose to the first, or head class, in which I continued for three years more, during which I was reckoned the head boy, and always received the first prize at the annual examinations of the college. At the latter end of 1827, Dr. H. H. Wilson, the visitor of that institution, desired the students of the first class to try their hands at poetry, and I was the only boy who produced any verses. My first poem, "*The Young Poet's first Attempt*," was written in the August of that year, but it being a very juvenile effort, I have expunged it, as well as many others, from my book. The only piece that I composed at school, which has been published along with "*The Shair*," is "Hope.' About this time also, on the approach of the examination, Dr. Wilson desired me to write a review of some book, and accordingly, in December following, I submitted to him my "*Critical remarks on the four first chapters of Mr. Mill's History of British India*," portions of which were published in the *Government Gazette* of the 14th February, 1829, and afterwards reprinted in the *Asiatic Journal* I had left the college early in the preceding month, but kept up my habit of composing verses. I seldom wrote in prose until the year 1829, in which and in the following year I wrote "*The Vision, a tale*"; "*On Bengali Poetry*," and "*On Bengal Works and Writers*," published by you in the *Literary Gazette*, as well as "*Sketches of Ranajit Singh*," and of "*The King of Oude*," also published by you in the *Calcutta Monthly Magazine*. As for my anonymous contributions to your periodicals, they need not be particularised. But the writings of mine in prose that are most likely to be of any use, are those I am now engaged in for your *Literary Gazette*, (which, by the way, I have subscribed to from its commencement) under the head of *Memoirs of Native Indian Dynasties*.

From my earliest boyhood I have had fancy to write poetry. The music of

the falling rain or of rustling leaves attracted my attention, and in the abstraction of my mind which followed, I used to give vent to my feelings in verse. When I produced my first poem, I showed it to Mr. R. Halifax, now the head teacher in the Hindu College, who observed that there was no measure in it, and advised me to read Carey's Prosody; but as a copy of that work could not then be found in the shop, I returned to Murray's Prosody, and Lord Kames' Elements of Criticism, from which I derived all my first knowledge of English versification. I then commenced reading the best poets in a regular and measured tone, which soon accustomed my ears to English rhythm. I then re-wrote my first piece, and showed it again to Mr. Halifax, who approved of it. I have since continued to write English poetry. In the month of September, 1830, I published my "Shair and other Poems," which I now find ought not to have gone to press. They not only abound in repetitions, but also in a great many grammatical inaccuracies. I am now revising them. I have since, as you already know, written several small poems, which I can send you if you require them.

You will probably recollect the objections I made to the Bengali translations of the Serampur missionaries in your paper, which brought forward the *Sumachar Durpun* in their defence. They, however, acknowledged their fault, and after translating the first book of the New Testament over again submitted a copy for my opinion in 1831. I have it, and was requested to correct the proofs of their translations of the succeeding books, which I have done.

I have acquired a tolerable knowledge of Persian, Nagri, and Sanskrit since I had left college.......

I have composed songs in Bengali, but the greatest portion of my writings in verse is in English. I have always found it easier to express my sentiments in that language in that language than in Bengali,...

কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। ১৮২৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই বৎসরের ২৭এ জানুয়ারি হিন্দুকলেজে পুরস্কার-বিতরণ হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৯এ জানুয়ারি 'গবর্ণেন্ট গেজেট' লিখিয়াছিলেন :—

The prize given to the first class, as calculated to convey an idea of the studies, and acquirements of those to whom they were presented.

Casi Prasad Ghose.—Case of Mathematical Instrument, Hutton's Mathematics, Lee's Persian Grammar......

কাশীপ্রসাদের ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনা সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮৪৬ সনের ১৬ নবেম্বর তারিখে কাশীপ্রসাদ 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ইহার জন্য তিনি ১৮৩৯ সনে একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের

সময় (ইং ১৮৫৭) লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে কাশীপ্রসাদ পত্র-প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—'বিশ্বকোষে' মুদ্রিত "৺কাশিপ্রসাদ ঘোষ" প্রবন্ধ।

পৃ. ৫৩ -'পুরুষপরীক্ষা' : হরপ্রসাদ রায়।

হরপ্রসাদ রায়ের নিবাস কাঁচরাপাড়া। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হস্তলিখিত কার্য্যবিবরণের মধ্যে ২২ মার্চ ১৮১৫ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে লিখিত উইলিয়ম কেরীর একখানি পত্র দেখিয়াছি। এই পত্র পাঠে জানা যায় হরপ্রসাদ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। কেরী লিখিতেছেন :—"Huru Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies .." (Home Miscellaneous No. 563, p. 343.)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে একশত খণ্ড গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় 'পুরুষপরীক্ষা' পুনর্মুদ্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের আখ্যাপত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে ভুলক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৃ. ৫৩—রামমোহন রায় প্রকাশিত 'শারীরিক মীমাংসা'।

১৮১৫ সনে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদ সহ বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ; সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ৩৭৭)—এ সংবাদ রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক পুনঃ-প্রকাশিত 'রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮১২ পৃষ্ঠায় আছে। আমি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্রহীন দুই খণ্ড 'শারীরক মীমাংসা' দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সনে প্রকাশিত; গ্রন্থের পুষ্পিকায় প্রকাশ :—"চত্বারিংশদধিকসপ্তদশশতশকে শ্রীমল্লল্লুলালশর্ম্মকবিনা সংস্কৃতযন্ত্রেরঙ্কিতমেতৎ।" ইহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৭৭। চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—"ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ সমাপ্তমিদং শাস্ত্রং ॥ * ॥ ॰ * * * ॥ * ॥ ॥ * ॥০॥ ০ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥"

১৮১৮ সনে প্রকাশিত এই 'শারীরক মীমাংসা'র কথাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরীকে লিখিত কেরীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে :—

To Captain Lockett,
Secretary to the College Council.

Sir,

I have delayed replying to your Note of June 21st accompanying a letter from Ram Mohun Raya, requesting to know whether the College Council will

purchase a few copies of the Vedanta Durshuna lately published by him, because there was no copy of the work sent with it by which I could ascertain what particular work on the Vedanta Philosophy it is that he has published.

Scince that, Ram Mohun Raya has presented me with a copy of it which enables me to report upon it with certainty. The title of the work is SAREERIKA MEEMANGSA. It is a work of great and deserved celebrity, and is considered as a scarce work. There is a copy of a work entitled Soreerika Bhashya in the College Library, which is a comment upon the Doctrines of the Soreerika Meemangsa, but as this work itself is not in the College Library, I recommend the purchase of, at least, ten copies of it, especially as if the higher branches of Hindoo Philosophy should at any time be studied in the College, this must be one of the principal works used in that study.

September 29th, 1818

I am, etc.

Wm. Carey.

পৃ. ৫৫—রাধামোহন সেন।

কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায় এক কায়স্থ-পরিবারে রাধামোহন সেনের জন্ম হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকের তালিকা :—(১) সঙ্গীততরঙ্গ (সচিত্র), ইং ১৮১৮। (২) বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী (সচিত্র), ইং ১৮২৬। (৩) অন্নপূর্ণা মঙ্গল, ইং ১৮৩৩। (৪) রসসার সঙ্গীত, ইং ১৮৩৯। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫৮, ৬৩—'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'।

রাধাকান্ত দেবের এই পুস্তকখানি ১৮২১ সনে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক প্রকাশের সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে, কিন্তু তাহা খণ্ডিত, আখ্যাপত্র নাই। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থঃ / নানা বিষয়ক পাঠাদিযুক্তঃ / এতদ্দেশীয় ইউরোপীয়োভয় লোকহিতার্থ / শ্রীরাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ / শ্রীবিশ্বনাথ দেব করণক মুদ্রিতঃ/ কলিকাতা ১৭৪৩ শকাব্দাঃ /— / A / Bengalee Spelling-Book / with / Reading Lessons, &c. / Adapted / Both for Europeans and Natives / By Radhacant Deb / A member of Committee, C S.B.S., C.S.S & H.C., / Calcutta / Printed by Biswonath De / 1821. /

১৮২৭ সনে রাধাকান্ত এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' নামে প্রচার করিয়াছিলেন।

পৃ ৫৮—রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাধাকান্ত দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নলিখিত পুস্তক-পত্রিকায় পাওয়া যাইবে :—

(১) *A rapid sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur*, with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning, by the Editors of the Raja's *Sabdakalpadruma* (Calcutta, 1859.)

(২) "Radhakant Deb," *Calcutta Review*, vol. xlv (1867), pp. 317-26.

(৩, Buckland's *Dictionary of Indian Biography*, p. 115.

(৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : 'রাধাকান্ত দেব'—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা নং ২০। লক্ষ্ণৌয়ে ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের নবম অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৬) "Rajah Radhakanta Deb's Services to the Country" নামে আমার একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে সরকারী দপ্তর হইতে সংগৃহীত রাধাকান্ত দেবের একখানি দীর্ঘ পত্র আছে। পত্রখানি এইরূপ :

Permit me to forward to you the accompanying statement of the labours by which I endeavoured to be as useful to my countrymen as my humble capacities permitted, with the request to bepleased to lay it before the Right Honourable the Governor General.I beg leave to add that it is not by any motive of vanity I am taking the liberty of troubling you with this request, but merely by a desire of making known to His Lordship that in my humble sphere I exert myself to the best of my powers to conform myself to hishigh and benevolent intentions to raise the natives of India to a higher state of civilization and welfare.

Dabu Radhakanta Deb, who is a Director of the Hindoo College, Member of the Calcutta School Book Society, Native Secretary of the Calcutta School Society, Vice-President of the Agricultural and Horticultural Society of India, Corresponding Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was a Member of the late Saugor Island Society, has compiled, trans lated, and corrected several publications for the School Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book after Lindley Murray's plan, and also an Abridgment thereof in 1827. He translated a collection of Fables [*Nitikatha*] from English into Bengali and revised the Bengali

translation of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first the Depository of the Society's publications, and distributed them among the Natives, and persuaded the indigenous school-masters to use them, pledging himself there should not be introduced any religious matter therein; as particularised in the first and fourth reports of the Calcutta School Society.

He has, for many years, been engaged in the compilation of a Sanskrit dictionary, entitled *Sabda-kalpadruma* in imitation of the *Encyclopaedia Britannica*, of which three volumes have since been issued from the press, containing nearly 3,000 quarto pages, andit will take some years more to complete the work. An account of this dictionary may be found in the Second Report of the Calcutta School Book Society, page 50; *Friend of India* of 1820, N. 1, page 140; Preface to Dr. H. H. Wilson's Sanskrit and English Dictonary, edition 1, page 38; as well as in the Preface to the Revd. W. Morton's Bengali and English Dictionary, page 6. The author has received the thanks and approbation of those learned Europeans and Natives to whom he presented copies of the work, for which applications are daily made to him from different quarters.

Radhakanta Deb was favoured with a Diploma, dated May 17th 1828, from the Royal Asiatic Society, in testimony of the valuable information they received from him, and a very kind letter from Sir Alexander Johnston, Knight, Chairman of the Society, bearing date the 4th July 1828, stating in the concluding part thereof, that 'I shall, by the present opportunity, forward to the Governor General of India, a copy of the enclosed resolution, in order that he may be aware of the high respect which the Society entertains for your talents, and that he may promote, by such means as he may think proper, the literary pursuits in which you are engaged.' Radhakanta has lately translated into English an extract from a Horticultural work in Persian and transmitted it to the Royal Asiatic Society on the 3rd December 1832.

At the request of the Native community, he prepared Addresses in the English, Bengali, and Persian languages, on the occasion of the departure of the Hon'ble Sir E. H. East, Kt., late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of Hastings, late Governor General, and read them before those gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society, through one of its members, his remarks on Happiness, etc. and received their thanks for the same.

His first correspondence was published in the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46,

61 and 63, Note 4 and 5. His accounts of the agriculture of the 24-Parganas, etc., were among several useful papers contributed by him, inserted in the Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, Volume 1, pp. 48 and 62, and Volume 2nd, Part 1st, page 1, and his two letters on Native Inoculation and Small-pox, were subjoined to Dr. Cameron's Report on the present state of Vaccine Inoculation in Bengal.

In 1822 he, at the desire of Mr. H. T. Prinsep, the late Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respectable and opulent Natives of the Presidency. Sir E. H. East, Kt., and Sir C. E. Grey, Kt. late Chief Justices of the Supreme Court of Calcutta, were at the time of their departure to England, pleased to favour Radhakanta Deb with two kind letters, of which copies are also annexed. (Letter to W. H. Macnaghten, Secy. to Government, dated 9th November 1833.—*Public Consultation*, 25 Nov. 1833, No. 59.)

রামকমল সেন অস্থস্থতানিবন্ধন কিছু দিনের ছুটি লইলে রাধাকান্ত তাঁহার স্থলে প্রায় চারি মাস—১৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ হইতে মার্চ ১৮৩৭ পর্য্যন্ত—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব কতকটা মধ্যপন্থী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে না-পাঠাইয়া, গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়া শেখানই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। ১৮৪৯ সনের ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন মান্যগণ্য দেশীয় লোকের সহায়তায় বীটন (Bethune) সাহেব হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভদ্রঘরের হিন্দুকন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার বাধা দূর করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই দ্বিতীয় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন রাধাকান্ত দেব তাঁহার নিজ গৃহে। এই প্রসঙ্গে ২৯ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন:—"কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।—আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের এক জন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গলা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।"

পিতার ন্যায় রাধাকান্ত দেবও চতুষ্পাঠীস্থাপন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রতিপালন প্রভৃতি সৎকর্ম্মদ্বারা দেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮২৭, ৯ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় রাধাকান্ত কর্ত্তৃক একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপ:—"নূতন সংস্কৃত কালেজ।—আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মান্যাগ্রগণ্য সুধীর পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আপাতত উক্ত বিদ্যালয় রাজবাটীর দক্ষিণাংশ দরজীটোলার গুরুপ্রসাদ মৈত্রীর বাটীতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র

শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে ১২ বারো জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কালেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, গণ, ভট্টী কুমার, কাব্যাদি শব্দশাস্ত্র, এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন…।"

১৮৩৭ সনের জুলাই মাসে রাধাকান্ত সরকারের নিকট হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৫১ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইলে তিনিই তাহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৬ সনে বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কে. সি. এস. আই. হন।

১৮৬৪ সনে রাধাকান্ত বৃন্দাবনে গমন করেন; তথায় তিন বৎসর পরে ১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে তিনি 'পদাবলী' দুই ভাগে প্রকাশ করেন। কলিকাতার সুহৃৎ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আখ্যাপত্রহীন দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ:—

অথ ভনিতা।

গুরুপদ করি আস, রাধাকান্ত দেব দাস,
রাজোপাধি কলিকাতা বাস।
এবে বৃন্দাবনে স্থিতি, রচে পয়ার সংহতি,
গান করে গদাধর দাস॥

পৃ. ৫৮, ৬৭—দ্বিজ পীতাম্বর।

দ্বিজ পীতাম্বর বা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিবাস উত্তরপাড়া। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—(১) শব্দসিন্ধু, ১২২৪ সাল, ইং ১৮১৮। (২) 'শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়:' ও 'শ্রীউদ্ধবদূত,' ইং ১৮২১ ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃ. ৩২)। (৩) পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায় ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে, ১২৩১ সাল, পৃ. ৭০। (৪) সারজ্ঞানতত্ত্ব—তথা পঞ্চ উপাসক ও ষট্‌চক্রভেদ, ১২৫২। (৫) আগমনি—শারদীয় মহাপূজা প্রসঙ্গ, বিবিধ ছন্দবন্ধে বিরচিত, ১৬ই আশ্বিন ১২৬৩, পৃ. ৪৬।

পৃ. ৫৯, ৮৫—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য।

গঙ্গাকিশোরের নিবাস—শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনরীরা প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্ম শ্রীরামপুরের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় উদ্যোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় আসিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোনও বাঙালীর নজর পড়ে নাই। গঙ্গাকিশোর প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন।

তাঁহার প্রকাশিত প্রথম পুস্তক—১৮১৬ সনে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। ইহাতে রামচাঁদ রায়ের খোদিত ছয়খানি ধাতু-খোদাই ও কাঠ-খোদাই চিত্র আছে। ইহাই ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। ক্রমশঃ গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের দোকান খুলিলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে লাভবান হইয়া অতঃপর গঙ্গাকিশোর একটা বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিষ। মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র প্রকাশের উপর। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই; বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। এই অভাব পুরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়, এই ব্যাপারে তাঁহার সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় খুব সম্ভব ১৮১৮ সনে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। হরচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়াতে ১৮১৯ সনে গঙ্গাকিশোর বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান। ১৮৩১ সনের জুন মাসের পুর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোরের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা:—

(১) অন্নদামঙ্গল (সচিত্র), ইং ১৮১৬, পৃ. ৩১৮। (২) A Grammar, in English and Bengalee (বাংলা ভাষায় ইংরেজী ব্যাকরণ), ইং. ১৮১৬, পৃ. ২১৬।* (৩) দায়ভাগ, ইং ১৮১৬-১৭। (৪) চিকিৎসার্ণব, ইং ১৮২০ (?), পৃ. ৭২। (৫) শ্রীভগবদ্গীতা, ইং ১৮২০ (?)। (৬) দ্রব্যগুণ, ইং ১৮২৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:— ৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫৯, ৬৫ – বাংলার প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন সুরু হয়, তখন স্বভাবতঃই কোন কোন পুস্তক চিত্রশোভিত করিয়া বাহির করিবার বাসনা উদ্যোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা তখন বাংলা দেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এন্‌গ্রেভিং ইউরোপে সেকালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশে শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ-খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তক দেখিয়াছি। এই সকল পুস্তকে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরণের খোদাই-চিত্রই আছে। ইহা হইতে সে-যুগের বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ম্মের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে এগুলির মূল্য খুব অধিক বিবেচিত না হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

* এই বৎসর বঙ্গভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, উহা রামচন্দ্র [রায়]-বিরচিত 'ইঙ্গ্‌লিষ দর্পণ'। রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সহকারী ছিলেন।

সে-যুগের ধাতু-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামসাগর চক্রবর্ত্তী, বীরচন্দ্র দত্ত ও কাশীনাথ মিস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়।* ইহারা কাঠ-খোদাই শিল্পেও দক্ষ ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ বৈদেশিকের নিকট হইতে এই শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) বিবরণের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy .....The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on coper. That art they owe to the efforts of a member of this Society, some of whose friends expressed to him how groundless was the idea of proficiency in engraving being ever attainable by a native. The result is one of the numerous facts that should enlarge the hopes of those who labor for the improvement of the inhabitants of this country, and for the introduction here of the ingenious arts of the European world.

দেশীয় শিল্পীর হস্তাঙ্কিত চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহা ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাংলার প্রাচীন কাঠ-খোদাই চিত্রের ও ১৩৫৩ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্রের বহু নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ৬০—রামকমল সেন।

দেওয়ান রামকমল সেনের জন্ম—১৫ মার্চ ১৭৮৩ এবং মৃত্যু—২ আগষ্ট ১৮৪৪। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-সকল জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়, তাহার প্রায় সকলগুলির সহিতই তাঁহার নাম ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনকথা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্রের *Life of Dewan Ram Comul Sen* (1880) ও ৭২-সংখ্যক সাহিত্য সাধক-চরিতমালা : 'রামকমল সেন' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৬১—'ভগবদ্গীতা' : বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার "নির্ব্বাহক" ছিলেন। "কোন

*১৮২০ সনের সেপ্টেম্বরমাসে প্রকাশিত Quarterly *Friend of India* (vol. 1, No. 1) পত্রে আর একজন খোদাই-শিল্পী—জোড়াসাঁকো-নিবাসী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন :—"Most ef these works have been accompanied with plates, which aded an amazing value to them in the opinion of the majority of native readers and purchasers. Both the design and execution of the plates have been exclusively the effort of native genius; ...The plates cost in general a goldmohur, designing, engraving, and all; for in the infancy of this art, as of many others, one man is obliged to act many parts. Thus Mr. Hari Har Banerjya, who lives at Jorasanko, performs all the requisite offices, from the original outline, to the full completion; ......"

পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে" তিনি ১৮১৯ সনে ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পুস্তকের পৃ. সংখ্যা ১৯০; আখ্যাপত্রটি এইরূপ:—

॥ নমোভগবতে বাসুদেবায় ॥ / ॥ শ্রীভগবদ্গীতা ॥ / ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ ॥ / এবং পদ্য রচিত ভাষা অর্থ সংগ্রহ ॥ / শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ॥ / মোঃ কলিকাতায় ॥ / ॥ বাঙ্গলাগেজেটি আফিশে ॥ / ছাপা হইল ॥ / সন ১২২৬ সাল ॥ /

অনুবাদের নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন (শুনহে) সঞ্জয়।
দুর্য্যোধন আদি শত আমার তনয়।
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন। যুদ্ধের
ইচ্ছায় তারা করিয়া মিলন। ধর্ম্ম ক্ষেত্রে
কুরু ক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম করে। বিশেষ
করিয়া সব কহিবা আমারে ॥১॥

শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নামধাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া আছে:—

কোটি কোটি নতি স্তুতি করি কায়মনে।
কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে।
দ্বিজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্য বংশ জাত।
ভাগীরথী তীরে বেলগড্যা গ্রামে স্থিত ॥
... ...
ইতি শ্রীভগবদ্গীতা ভাষা বিবরণং সমাপ্তং।
শকাব্দা ১৭৪১। ২। ২২ ॥ শ্রীহরিঃ শরণং ॥ ০।০ ॥

এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না বলিবার উপায় নাই, তবে রামমোহন যে 'ভগবদ্গীতা' পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৫৮ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন:—"শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তী কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাসকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে, যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।" ('বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ ৭২)

১৮২৯ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়' পুস্তকেও এই গীতার উল্লেখ আছে;—তিনি

লিখিয়াছেন :—"সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,… ।"

পৃ. ৬১—'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'।

কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ ইহা রচনা করেন। এই পুস্তকের মলাটের উপর হস্তাক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আছে :—

নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণা।

আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং ॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে আলোচ্য পুস্তকের যে প্রাপ্তিস্বীকার আছে, তাহা হইতে গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

On the Burning of Widows.

…a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turku-bagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written iu Bengalee with an English Translation.—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33.

কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল; এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসাদ বসু— কালাচাঁদ বসুর পিতা।

পৃ. ৬২—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'।

ইহা কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধকে'র প্রত্যুত্তরে লিখিত। রামমোহনের এই পুস্তকখানি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত। ফুলষ্টপ, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার—ইহার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পুস্তকে ইংরেজী যতিচিহ্নের পুরাদস্তর ব্যবহার রে: ইউষ্টেস কেরী ও ইয়েট্সের পরামর্শে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীতিকথা,' ২য় ভাগ পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন—ইহার উল্লেখ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে (পৃ. ৩) আছে। এইরূপ যতিচিহ্নের ব্যবহার কেবলমাত্র শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত কতকগুলি বাংলা পুস্তকেই দেখা যায়।

পৃ. ৬৪—'কর্ম্মলোচন': কালিদাস সভাপতি।

'কর্ম্মলোচন' ৩২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

কর্ম্মলোচন। / অর্থাৎ / কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকর্ম্ম নিশ্চায়ক অষ্টোত্তর শত বচন / সংস্কৃত গ্রন্থ। / শ্রীকালিদাস সভাপতি কর্ত্তৃক রচিত / তাহার ভাষা শ্লোক / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / সন ১২২৮ সাল। /

পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি : –

লোচনবিহীন জন দেখে অন্ধকার। এ কর্ম্মলোচন
বিনা হয় সে প্রকার॥ অনেকের সংস্কৃত বুঝিতে
দুর্গম। ভাষাতে প্রকাশ করি করিয়া সুগম॥
ভূরিশাস্ত্রং সমালোচ্য বালানাং জ্ঞানহেতবে।
অষ্টোত্তরশতং শ্লোকা বক্ষ্যন্তে কর্ম্মলোচনে॥
অনেক প্রকার শাস্ত্র করিয়া বিচার। বালকের বোধ
হেতু করিব প্রচার॥ অষ্টোত্তর শত শ্লোক যথাব্যব
হার। এ কর্ম্মলোচন গ্রন্থ সকলের সার॥

কালিদাস সভাপতি কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের পুত্র ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহোদর; তিনি সে-যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু জ্যোতিষী ছিলেন। ১৮৩৯ সনে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তাঁহার সম্বন্ধে যে দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

Death of Kaleedas Pundit.—The death of this remarkable man, with whom we have been acquainted for more than twenty years, occurred about ten days ago; and we cannot but think that, considering his peculiar acquirements, a brief notice of his career will not be deemed foreign to the character of this journal. His father, a Pundit of no little celebrity in his day, early applied himself to the study of Astronomy, a science almost extinct in Bengal; and after a careful examination of the Siddhantas, adopted the system laid down in them, to the rejection of the wild and fantastic theories of the Poorans. He was the literary associate of the earliest of our Oriental literati, Sir William Jones and Mr. Wilkins; and an astronomical globe, with which he was presented by the former, he continued to preserve as an heirloom in his family. His son, Kaleedas, was early initiated into the same studies, and enjoyed, moreover, the advantage of a free intercourse with Mr. Reuben Burrow whose astronomical researches are so well known in India. Like his father, he adhered to the system of the Siddhantas, which he always maintained to be the only correct system which the Hindoos possessed. He was, notwithstanding, a rigid, if not a bigotted Hindoo, and never allowed the truth of the Poorans to be called in question. We have often been amused, in the course of conversation, to observe the struggle in his mind between a regard for the great truths of

astronomical science unfolded in the Siddhantas, and a submissive veneration for the current Shastras, of which he was obliged to repudiate the fabulous astronomy: and the various contrivances by which he endeavoured to reconcile these conflicting authorities, have often inspired pity for the victims of popular superstition.

Though our Pundit was, without question, the greatest Hindoo astronomer in Bengal, his scientific acquirements were made subservient to the puerilities of astrology; and yet we do not believe that he was ever convinced of the fallacy of his astrological calculations. Like many great men in our own land, he was firmly persuaded that the heavenly bodies exerted a distinct and visible influence on human actions; and he was consulted on all occasions by the great and wealthy Natives in Calcutta. His reputation was very extensive...

The old man had reached his seventieth year. He resided latterly at his family house, about thirty-five miles distant from the river. His son, on giving us the intelligence of his last moments, described them as the most happy and cheering which a Hindoo could desire; and as a sure indication of the great stock of merit which he had been enabled to accumulate during his life. For, said he, My father had just caused the Poorans to be read, as an act of religious merit, and his strength was sustained till the last leaf was folded up, when he began to feel the approach of death. The physicians were consulted, and advised that he should bathe in the holy stream, which was a delicate mode of announcing the extremity of his case. A palankeen was provided, and his son proceeded with him to the Ganges; and no sooner had he obtained a sight of it, and tasted its waters, than he said, Lay me on its banks: This is the most favourable hour for the last journey: I have just tasted the waters of the sacred Ganges; the sun has begun his journey to the north; the moon is now in the increase; it is day and not night. Every auspicious omen is combined on this period. Now let me depart. His son had no sooner begun the ceremonies for the parting soul, than the old man expired. Such was the ***hope in death*** of one of the most scientific and enlightened of the Hindoos.—***The Friend of India*** for February 28, 1839, p. 130.

পৃ. ৬৪—'ভগবতী গীতা' : রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন।

পুস্তকখানি ১৮২৪ সনে প্রকাশিত। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৯; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশিব নারদ সম্বাদে।— / শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য / মহভাগবতোক্ত / ভগবতী গীতা / পার্ব্বতী হিমালয় কথোপকথন ॥— / শকাব্দা ১৭৪৬ / বাঙ্গলা সন ১২৩১ সাল ॥—

পুস্তকের গোড়ায় নারদ ও শিবের একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। পুস্তকের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে গ্রন্থকার, মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম জানা যাইবে :—"নদিয়া নামেতে জেলা তাহে থানা সুনির্ম্মলা হাঁশরায় আছে বর্ত্তমান। তাহার সামিল গ্রাম সর্ব্বমান্য জন ধাম পাটুলিয়া নৃপতির স্থান। ধর্ম্মদ তাহার নাম আমার বসতি ধাম পুর্ব্বাপর ঐস্থান পাইয়া বরেন্দ্র ভূমির বাস বহু দিন হয় নাশ নবম পুরুষ আমা দিয়া॥ তাহাদের নাম যত তাহা আর কব কত বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম হয়। শ্রীরামরত্ননাম হরিভক্তি মনস্কাম দেবীগীতা ভাষাপদ্য কয়। একমাস রাত্রি দিনে অভয়া ভাবিয়া মনে অর্থ হেতু হয় বড় আশা ভব তরিবার তরী সংস্কৃতমুল ধরী দেবীগীতা করিয়াছি ভাষা॥ রামবেদ অশ্ব একে এই পরিমিত শাকে [১৭৪৩] বৈশাখের প্রথম দিবসে॥ বসু যুগ্মাদিত্যমানে ইহাতে গণিত শনে শুক্র দিবে ভাষা পুর্ণ হয়। মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিষে। ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম খ্যাতদত্ত পুরী পর্ব্বপাসে…"

পৃ. ৬৭—'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন। রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন'—সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে' কবিকেশরী' উপাধি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার সভাসদ্ রূপে কাটিয়াছিল। আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা :—

(১) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত গৌরীবিলাস (সচিত্র), রচনাকাল ইং ১৮১৯-২০, পৃ. ১৪০+১২৯+৭। (২) অক্রুর সংবাদ, রচনাকাল ইং ১৮২৩। (৩) আনন্দলহরী, ইং ১৮২৪, পৃ. ৬২। (৪) নলদময়ন্তী, ইং ১৮২৭, পৃ ৯২। (৫) কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক, ইং ১৮২৮, পৃ. ৭৮। (৬) চন্দ্রবংশ, ইং ১৮২৯। (৭) শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক, ইং ১৮২৯ (?)। (৮) মাধব মালতী উপাখ্যান, ১২৩৭ সাল (ইং ১৮৩০) (৯) আচার রত্নাকর গ্রন্থ, ইং ১৮৩৪ (?)। (১০) হরপার্ব্বতীমঙ্গল (সচিত্র), ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পুর্ব্বে প্রকাশিত। (১১) কালীপুরাণ, রচনাকাল ইং ১৮৩৪-৩৫। রামচন্দ্র 'অমরভাষা, বা অমরকোষের অনুবাদ, এবং ষষ্ঠী ও শীতলা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 'কালীপুরাণে'র প্রারম্ভে এইরূপ আভাস আছে। (১২) কালিকামঙ্গল : প্রাণরাম চক্রবর্ত্তি-কৃত (সম্পাদিত), ১২৪৩ সাল (ইং ১৮৩৬-৩৭)।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৩০-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার…'দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬৮—'নাদিরুল কিশ্ওয়ার' : দেবীপ্রসাদ রায়।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Nadirool Kishwur / or / Rarity of the Country, / Containing the Grammars of the English, Persian, Arabic, and/Bengalee languages, the Logick, Philosophical Stories nu / meral letters of Ubjud, with the method of writing a letter by them ; the Persian numerals used in accounts, familiar / Dialogues translated into Persian, Arabic, English, Hin / doostanee and bengalee tongues, and the conjugation of verbs in those languages. / For the use of the School Boys. / By/ Debeeprusad Roy. / A moonshee in the Service of Baboo Ramrutun Mullick / a noble native of Calcutta. / Calcutta, / Printed by Hidayut Oollaw / At the Persian Press. / 1824.

পৃ. ৭০, ৩৩৮, ৩৪০—নীলরত্ন হালদার।

ইনি চুঁচুড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদারের পুত্র। সুলেখক, সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ হিসাবে সে-যুগে নীলরত্নের খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ সনে প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' নামে সাপ্তাহিক পত্রের তিনিই প্রথম সম্পাদক। আনুমানিক ১৮৫৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। নীলরত্ন হালদারের রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা :—

(১) কবিতা রত্নাকর, ইং ১৮২৫। (২) জ্যোতিষ, ইং ১৮২৫। (৩) পরমায়ুঃ প্রকাশ, ইং ১৮২৬। (৪) অদৃষ্ট প্রকাশ, ইং ১৮২৬। (৫) বহুদর্শন, ইং ১৮২৬। পৃ. ১৪৭। (৬) দম্পতী শিক্ষা, ইং ১৮৩৪ (৭) সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী, ইং ১৮৫১। ৮) শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রং, ইং ১৮৫২। (৯) শ্রুতিগানরত্ন, ইং ১৮৫৩। (১০) পার্ব্বতী গীত রত্নং, ইং ১৮৫৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক চরিতমালা : 'নীলরত্ন হালদার' দ্রষ্টব্য।

পৃ ৭১, ৩৭৪ জেম্স প্রিন্সেপ।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জেম্স প্রিন্সেপের জন্ম হয়। তিনি ২০ বৎসর বয়সে টাকশালের ধাতু-পরীক্ষকের সহকারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এদেশে ২০ বৎসর কর্ম্মময় জীবন যাপন করিবার পর তিনি অসুস্থ হইয়া স্বদেশ গমন করিতে বাধ্য হন। তথায় ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ৩০এ জুলাই তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে তাঁহার যে স্মৃতি-সভা হয়, তাহার দীর্ঘ বিবরণ ১৮৩০ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রিন্সেপ ঘাটটি এই স্মৃতি-সভায় গৃহীত প্রস্তাবেরই ফল। ভারতে প্রিন্সেপের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস এইরূপ :—

Mr. Prinsep went to India in 1819, as assistant Assay Master in the Calcutta Mint, and in the following year was appointed Assay Master in the Mint of

Benaros. He contributed valuable articles on experimental philosophy to the Researches of the Asiatic Society of Bengal and the Transactions of the Royal Society. While at Benares, he gave to the public a series of highly characteristic delineations of its scenery and buildings. He was distinguished for his scientific attainments in chemistry, mineralogy, and meteorology. The new Calcutta Mint having been completed in 1830, the Benares Mint was abolished, and Mr. Prinsep came back to Calcutta as assistant Assay Master. In 1832, he was elevated to the post of Assay Master. In that year, when Mr Herbert who edited the paper left India, he undertook the continuance of a very valuable publication called—"The Gleanings in Science" a Monthly Journal of 100 pages, to which he gave the form and designation of Journal of the Asiatic Society, with the concurrence of the Society of Bengal. This publication was a monument of his versatile talents and indefatigable industry. He then turned his attention to inscriptions and Numismatics. He first made out the legends on the reverses of the bactrian coins,—on the ancient coins of Surat, and on the coins of the Hindu Princes of Lahore, and their Mahomedan successors, and formed alphabets of them, by which they can be readily perused, It is to him, we are indebted for the fact that the rocks of Cuttack and Guzerat preserve the names of Antiochus and Ptolemy, and record the intercourse of an Indian Monarch with his neighbours in Persia and Egypt. In addition to his official duty, and on the departure of H. H. Wilson, he was appointed in 1832. Secretary to the Mint Committee Secretary to the Asiatic Society, and member of the Education Committee.—The *Englishman*, 3rd July 1840. (Ram Gopal Sanyal : *Reminiscences and Anecdotes*...ii. 11-12.)

লিপিতত্ত্ববিশারদ প্রিন্সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন—এদেশেরই এক জন প্রাচীন পণ্ডিত—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ; তাঁহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

পৃ. ৭৫—'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'।

১২৩২ সালে (ইং ১৮২৬) রাধামোহন সেন গুপ্তপল্লী-নিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র পদ্যানুবাদ (পৃ. ১০০) প্রকাশ করেন। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

অথ / বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী / সংস্কৃত গ্রন্থ / এবং / তদনুযায়ীক ভাষা বিরচিত / পদ্য / শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্ত্তৃক / কলিকাতায় / শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় / মুদ্রাঙ্কিত হইল / ১২৩২

১৮৩২ সনে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সংস্কৃত শ্লোক সমেত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

পৃ ৭৫—রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ।

সাহেবদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ রামমোহন রায় *Bengalee Grammar in the English Langu ige* তাঁহার ইউনিটারিয়ান প্রেসে মুদ্রিত করিয়া ১৮২৬ সনে প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ভাষাতেও একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; উহা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে ১৮৩৩ সনে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র পূর্ব্বে স্কুল-বুক সোসাইটি আরও একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রচার করিয়াছিলেন; উহা পাদরি জে. কীথরচিত "বালকদিগের শিক্ষার্থে স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে" 'বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ'; প্রকাশকাল—ইং ১৮২০। কলিকতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণের ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

Five hundred copies of a new *Grammar of the Bengalee Language*, arranged in the form of Question and Answer, and published by the Reverend Mr. Keith have been purchased for the Society; a work which appears calculated to be useful and acceptable both to the native teachers of the Bengalee language and to their pupils.

পৃ. ৮২—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গ্রন্থকার উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১২৩১ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের *(পৃ. ২০৪) এক খণ্ড দেখিয়াছি; উহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তকং/যথা / ভগীরথের গঙ্গা আরাধনা পৃথিবীতে গঙ্গার / আগমন / সগর সন্তানের উদ্ধার / এবং / ভগীরথের স্বর্গ যাত্রা ইত্যাদি / ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাসয়ের / কৃত / সুরধুনি মুনি কন্যা তারয়েৎ পুন্যবন্তং / সতরতি নিজ পুণ্যা স্তত্র কিন্তে মহত্বং / যদিচ গতি বিহীনং তারয়েৎ পাপীনং মাং / তদপি তম্মহত্বং মহত্বং॥ / কলিকাতায় / শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় / মুদ্রিত হইল / ১২৩১

ইহাতে বিশ্বম্ভর আচার্য্য-খোদিত "ভগীরথ গঙ্গা" নামে একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। পুস্তকের কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

পয়ার॥ প্রেমরসে অবশেষে বামাগণ যত রাণী পুরে বসি বেশ করে মন মত॥ চাচর চিকুর জাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশ দড়ি॥ খোঁপায় সোনার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিলে সিঁথি মতি তার কোলে॥ কিবা শোভা সিন্দুর চন্দনে অতিশয়। মণিময় ঢাকা যেন ভানুর উদয়॥ কারো কারো ভ্রূ যেন কামধনু জিনী। কামের সর্ব্বস্ব কেড্যা নিয়াছে কামিনী॥ চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখি। বন্ধ করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি॥ কামিনীর আঁখির নিমিষ নাহি নড়ে। পাকসাটে আঁকির পলক যেন পড়ে॥ ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণ ফুল। কেহ পরে হিরার কমল নাহি তুল॥ নাসিকা তিলক কারো মুক্তা চুনি ভালো। লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো॥

কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥ কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিম্বফল। কার বা অধর যেন কোকনদ দল॥ কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাতি॥ দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কার দন্ত ভাঁতি॥ মাজিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখশোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগর ঢেউ যেন মনে বাসি॥ কে বলে শিবের শাঁপে কাম অঙ্গনাই। আছে বুঝি তার সাক্ষী কাযে কাযে পাই॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৫০॥

পয়ার॥ পরিল যে কেহ কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ কারো গলে মণিময় হার চমৎকার। তেজে যার তরাসে পলায় অন্ধকার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কণ কার শংখের সমুখে॥ করি শুণ্ড জিনি কারো ভুজ সুললিত। ভুজ বন্দ ভূষণেতে অপূর্ব্ব ভূষিত॥ পতির আয়ুত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণে বাঁদন লোহা সকলের হাতে॥ পাতামল পাসুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভে কিবা তায়। আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজারে কেহ করে বিকি কিনি॥

পৃ. ৯৩—মহাভারত।

দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত এই বিরাট্ গ্রন্থ ১৮২৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার একটি খণ্ডের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

স্বস্তি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজশ্রীকাশীরাজ / শ্রীউদিতনারায়ণস্যাজ্ঞয়া / শ্রীশ্রীকুলনাথকবিনা / সংগৃহীত-ভাষামহাভারতদর্পণস্য / আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব চ / কলিকাতা মহানগরে শাস্ত্রপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রে / শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতেন / সাধিতং মুদ্রিতঞ্চ / শকাব্দাঃ ১৭৫১ সম্বত্ ১৮৮৬ /

পৃ. ৮৪, ৩৩৬—লিথোগ্রাফি।

ভারতবর্ষে লিথোগ্রাফির প্রচলন সম্বন্ধে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

Lithography in India...We are glad to learn, that after various unsuccessful attempts, it has at length been brought to perfection in Calcutta. Mr. Belnos, and Mr. de Savighnac, two French Artists resident in this city, having united their information and skill, have produced specimens of Lithographic Engraving and Printing equal to anything we have seen from England; and we have now in our possession a Portrait of a private individual, and a Sketch from Nature, which it would be difficult to distinguish from Pencil Drawings. (p. 349.)

বর্ত্তমান পুস্তকে মিসেস বেল্‌নসের অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। এই মহিলা খুব সম্ভব উল্লিখিত ফরাসী চিত্রকর বেল্‌নসের গৃহিণী।

অপর ফরাসী শিল্পী স্তাভিঞাক (Savighnac) রামমোহন রায়ের একখানি এনগ্রেভিং করিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংসের চিত্র-প্রসঙ্গে ১৫ অক্টোবর ১৮২২ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' লিখিত হইয়াছিল :—"...permission has been given to Monsieur De Savighnac...to make a Drawing from the splendid Picture of the Marquis of Hastings, painted by George Chinnery···which is to be Engraved in Mons. De Savighnac's best manner, and published by Subscription, at a Gold Mohur per Copy...He has done also a Head of the celebrated Brahmin and Unitarian Christian, Ram Mohun Roy... (p. 605.)

পৃ. ৮৬—'মহিম্নঃ স্তব'।

এই পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮। প্রথম পৃষ্ঠায় আছে :—"॥ * ॥ মহিম্নঃস্তব এবং তাহার অর্থের পয়ার ॥ * ॥" শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এই ভাবে নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছেন :—

আশুতোষের স্তবের আশু আশয় বুঝিবার।
দ্বিজ গঙ্গাধরের এই রচিত পয়ার ॥ ইতি ॥*॥
শ্রীযুৎ লল্লুলালকবীশ্বরস্য সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীমদন পালে নাক্কিতম্ ॥

পৃ. ৮৬-৯২—সাময়িক-পত্র :

বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম ১৮১৮ সনে ; এই সময় হইতে ১৮৬৮ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস আমার রচিত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (৩য় সং, ১৩৫৪) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাময়িক-পত্রের পরবর্ত্তী ইতিহাস (১২৮৬ সাল পর্য্যন্ত) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৫৪-৫৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৮৬—'ক্যালকাটা জর্ণাল।'

'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম। এই ইংরেজী কাগজখানির অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) ১৮১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং প্রথম সংখ্যা পরবর্ত্তী ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা জর্ণাল' প্রথমে দ্বিসাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া অল্প দিন পরে বারত্রয়িক এবং শেষে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

সিল্ক বাকিংহাম রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে"র পৃষ্ঠাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে এখনও কিছু নূতন সংবাদ মিলিতে পারে। এই বিভাগে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রেও বহু সংখ্যার বিষয়-সূচীর এবং অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ২৩শ সংখ্যক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রের বিষয়-সূচীর তালিকায় রামমোহন রায়ের মাতার মৃত্যু-সংবাদ আছে ; এই ঘটনার তারিখটি এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সংবাদটি এইরূপ :—

Died on the 21st of April, at Khettru (*Juggernaut*) where she has resided for two years, the Mother of Dewan Ram Mohun Roy; and her obsequies were to be performed on the 4th of May.—*The Calcutta Journal* for May 13, 1822, P. 174.

রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' নামে একখানি ফার্সী সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে" এই ফার্সী সংবাদপত্রের অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচীর এবং অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যাইবে। ৮ জুলাই ১৮২২ তারিখে কলিকাতার বিশপ্‌ মিড্‌লটনের মৃত্যু হইলে রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখবারে' যাহা লিখিয়াছিলেন,'ক্যালকাটা জর্ণালে' তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ:—

MIRAT-OOL-AKHBAR

To the Editor of the Journal.

Sir,

The accompanying is a varbal Translation of an Article respecting the Death of the late Bishop of Calcutta, which I found in the *Mirutool-Ukhbar*. If you find it worthy of insertion, it is at your service.—I am, Sir, Your very obedient Servant, A FRIEND.

"The demise, on the 8th of July, of a person of high rank and dignity, a supporter of the doctrine of the glorious Trinity, an adept in the principles of pure religion, the Chief of the Priests of Hindostan, the greatest amongst the learned of high station, one of unequalled celebrity, Thomas Fanshaw Middleton, the Bishop of Calcutta, has excited the surprise of the world. He indeed was possessed, in a complete degree, of the knowledge of many useful sciences, especially of the Greek language and learning. He zealously endeavoured to preserve the degrees of rank, and was devoted to the exercise of care. Having been relieved from the distresses and anxieties of this uncertain world, he now reposes in the bosom of the mercy of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost."— *The Calcutta Journal*, 13 July 1822, p. 187.

'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রেরও বহু সংখ্যার বিষয়-সূচীর ও অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৮৭—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের "আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে" পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ সে-যুগের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে। ১৮২১ সনের ৪ ডিসেম্বর তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" তিনি উহার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৫ মার্চ ১৮২২। 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের খ্যাতি বড় কম ছিল না। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ চিত্ররচয়িতা-হিসাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) কলিকাতা কমলালয়, ইং ১৮২৩। (২) হিতোপদেশ, ইং ১৮২৩। (৩) নববাবুবিলাস ইং ১৮২৫। (৪) দূতীবিলাস, ইং ১৮২৫। (৫) নববিবিবিলাস, ইং ১৮৩১ (?)। (৬) শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার, ইং ১৮৩১। (৭) আশ্চর্য্য উপাখ্যান, ইং ১৮৩৫। (৮) পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা, ইং ১৮৪৪।

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এগুলিরও একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) হাস্যার্ণব, ইং ১৮২২ (?)। (২) শ্রীমদ্ভাগবত, ইং ১৮৩০। (৩) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং, ইং ১৮৩৩। (৪) মনুসংহিতা, ইং ১৮৩৩। (৫) উনবিংশ সংহিতা, ইং ১৮৩৩ (?)। (৭) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৬৮—জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। জয়নারায়ণ বাল্যকালে পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরে 'প্রাণতোষণীলতা'-প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখা-নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং গুর্জ্জরদেশীয় পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০, ১১ই আগষ্ট তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ৩০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৮৬৯, ৩রা নবেম্বর হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ই নবেম্বর ১৮৭২ তারিখে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়নারায়ণ সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তাঁহার নিকট যে-সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের এক জন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অপর জন—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নহেন)। জয়নারায়ণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' (ইং ১৮৬১) ও সম্পাদিত 'বৈশেষিকদর্শন' (ইং ১৮৬১) সুপরিচিত গ্রন্থ।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:—পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯১, ১২৩—দ্বারকানাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' পুস্তকে দ্বারকানাথের কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃ. ১২১-১৩০—সেকালের আমোদ-প্রমোদ।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গহ' নামক মাসিকপত্রে (মাঘ, ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন:—

"বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকেন। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতাগুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সন্তোষনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর; যাহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত

আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ্য অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দুষ্টবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি খেঁউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

…নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে;…"

পৃ. ১২১—নর্ত্তকী নিকী।

নিকী সে-যুগের বিখ্যাত মুসলমানী বাঈজী। ফ্যানী পার্কস্ নামে এক ইংরেজ মহিলার ভ্রমণকাহিনী হইতে রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়ীতে নিকীর নাচগানের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মহিলাটি লিখিয়াছেন :—

1823, May.—The other evening we went to a party given by Ram Mohun Roy, a rich Bengallee baboo; the grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed.

In various rooms of the house nach girls were dancing and singing...The style of singing was curious ; at times the tunes proceeded finely from their noses ; some of the airs were very pretty ; one of the women was Nickee, the Catalani of the East.—*Wandering of a Pilgrim*, etc., by Fanny Parkes, London, 1850, i. 29-30.

১৮২৩, ১৫ই মার্চ রাত্রে মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগানবাড়ীতে নাচগানের এক বিরাট্ মজলিস হয়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত এই মজলিসের বিবরণ বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণাল' (অক্টোবর ১৮২৩, পৃ. ৩৮৮-৮৯) পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পাঠে আমরা সেকালের আরও দুই জন নামজাদা মুসলমান নর্ত্তকীর নাম জানিতে পারি ; তাঁহারা বেগম জান্ ও হিঙ্গুল। ইহা ছাড়া সে-যুগের সংবাদপত্রে নান্নিজান্ ও সুপন্‌জান প্রভৃতি আরও কয়েক জন মুসলমান নর্ত্তকীর নাম পাওয়া যায়।

১৮১৫ সনে কলিকাতায় ধনি-গৃহে শারদীয় পূজায় নাচগানের বিরাট্ মজলিস হইয়াছিল। সংবাদপত্রে তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আরও কয়েক জন বাঈজীর নাম পাওয়া যায়। বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> We had no oppertunity on Monday eveningof discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who are engaged by Neel Munnee Mullik and Raja Ram Chunder are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, who belongs to Benares, performs at the house of Budi Nath Baboo, in Jora Sanko.
>
> Report speaks highly of a young damsel, named Fyz. Boksh, who perfoms at the house of Goroo Persad Bhos. (*Asiatic Journal*, Aug. 1816, "Asiatic Intelligence—Calcutta." pp. 205-06.)

পৃ ১২৫—ভবানীপুরে নলদময়ন্তী যাত্রা দল।

প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামমোহন বসু নলদময়ন্তী যাত্রার গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪) "৺রাম বসু" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> "কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন,অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে,রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী গানের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"কেনগো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু
করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন॥"

তথা।

"নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল; কি অনল,
কি সেই, কুল-মজানে কামানল্॥"

পৃ. ১২৬—প্রাচীন কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রাচীন কবিগণের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে-সকল কবিতা ও গান আমরা নানা সংগ্রহ-পুস্তকে দেখিয়া থাকি, তাহার পনর আনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ। আমরা 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় এই সকল প্রাচীন কবির জীবনী ও রচনাবলীর সন্ধান পাইয়াছি :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	…	১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	…	১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র ১২৬১।
রাম [মোহন] বসু	· ·	১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী	…	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
কেষ্টা মুচী, লালু নন্দলাল, গোঁজলা গুঁই	…	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
হরু ঠাকুর	…	১ পৌষ ১২৬১।
রাসু, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	…	১ মাঘ ১২৬১।

'সংবাদ প্রভাকরে'র এই সংখ্যাগুলি সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে মিলিবে। ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকেও হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির গানের কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে—১২৪৪ সালে (ইং ১৮৩৭) তাঁহার কতকগুলি সঙ্গীত 'গীতরত্ন' নামে প্রকাশিত হয়। ১২৬৩ সালে "তদাত্মজ" জয়গোপাল গুপ্ত এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশ

করেন। ইহাতে নিধুবাবুর "সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত" সংযোজিত হইয়াছে। এই জীবনী পাঠে জানা যায়, ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্তা গ্রামে তাঁহার জন্ম, এবং ২১ চৈত্র ১২৪৫ (২ এপ্রিল ১৮৩৯) তারিখে ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ পাঁচালি-কার দাশরথি রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ১৬ অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ২৩-এ (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ:—"সম্পাদক মহাশয়! আমি গভীর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া মহাশয়ের পাঠকপুঞ্জের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি যে মোং বাঁদমূড়া নিবাসি গুণরাশি পরম ধর্ম্মপরায়ণ, কবিকুলাগ্রগণ্য, বিজোত্তম, বিপ্রকুলদীপ দাশরথি রায় মহাশয় গত ১ কার্ত্তিক শুক্রবাসরে সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ভাগীরথী তীরে এতন্মায়ামণ্ডিত ভৌতিক দেহ পরিহার পুরঃসর যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। আহা! সম্পাদক মহাশয়, এতদিনে বঙ্গভূমিকে শোকরূপ তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ বাশরথি রায়ের প্রকাশিত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অলঙ্কারযুক্ত কবিতা রূপ শশাঙ্ক অস্তাচলে গমন করিলেন।..."

পৃ. ১২৮—বীরনৃসিংহ মল্লিক।

ইনি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৪৯, ২৩এ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর-দিন 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন:—"আমরা খেদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাতরিয়াঘাটা নিবাসি বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় গত কল্য বেলা দুই প্রহর পরে গঙ্গাতীরে নীরে মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

পৃ. ১৩১ - কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয়।

এই চিকিৎসালয় স্থাপনের বিবরণ ১৮১৮ সনের আগষ্ট মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে মুদ্রিত "New Asylum for Lepers" প্রবন্ধে (পৃ. ৯১-৯৯) পাওয়া যাইবে।

পৃ. ১৩২, ২১০—স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্।

সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্ণাল' সে-যুগের একখানি উঁচু দরের ইংরেজী সংবাদপত্র ছিল। ইহাতে এমন কতকগুলি লেখা বাহির হয়, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহারই ফলে সংবাদপত্র-শাসনের জন্য ১৮২৩ সনের ৪ এপ্রিল প্রেস-আইন জারি হয়। এই আইনানুসারে বাকিংহামকে এদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাকিংহামের পর তাঁহার সহকারী স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্ 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। আরনট্ও সরকারের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন এবং অল্প দিন পরে তাঁহাকেও কলিকাতা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়।

বাকিংহামের ন্যায় আরনট্ও রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে রামমোহনের একটি অবৈতনিক স্কুল ছিল। এই স্কুলে আরনট্ কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। সরকার যখন আরনট্কে বিলাতে নির্ব্বাসিত করাই সাব্যস্ত করেন, সেই সময় এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুগণ আরনট্কে এদেশে অবস্থান করিতে দিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া ১৩ অক্টোবর ১৮২৪ তারিখে

সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদন-পত্রে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় (রামমোহনের ভাগিনেয়), লালা কিষেণচাঁদ, হরচন্দ্র ঘোষ, রায় কৃষ্ণমোহন মিত্র, বিশ্বনাথ ঘোষ, বেচারাম সেন, রূপচাঁদ কুণ্ডু ও রামচন্দ্র বিশ্বাসের স্বাক্ষর আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

We the undermentioned patrons and friends of a Seminary of education for the gratuitous instrubion of native youth, beg leave most respectfully to represent to your Lordship in Council, that this institution having existed for nearly three years during which a portion of the pupil have made such a degree of proficiency as urgently requires increased ability in their teachers—a want which till lately we found it impossible to supply in the beginning of June last, Mr. Sandford Arnot immediately on his arrival here from Bencoolen and while in expectation of being permitted to remain in the country, engaged, as a means of subsistence, to superintend the education of the pupils under our charge agreeably to the wish we had long entertained of procuring the assistance of a competent European teacher......(Cited in *J. B. & O. R. S.*, Vol. xvi. Pt. II, pp. 162-63.)

বলা বাহুল্য, ইহাতে কোন ফল হয় নাই, আরনট্‌কে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রামমোহন রায় ১৮৩১ সনে বিলাতে পৌছেন। সেখানে তাঁহার একজন প্রাইভেট সেক্রেটরীর প্রয়োজন হইলে পুরাতন বন্ধু স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্‌ এই পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ সনের নবেম্বর মাসে বিলাতে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইলে ঐ মাসের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' তাঁহার এক সুদীর্ঘ জীবনী প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, সেগুলিতে তাঁহার এক জন পুরাতন সাহেব-বন্ধুর যথেষ্ট হাত আছে। ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে এই প্রসঙ্গে স্যাণ্ডফোর্ড আরনটের একখানি দীর্ঘ পত্র 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ২৮৮-৯০) মুদ্রিত হয়। তাহাতে প্রকাশ, বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহনের চিঠিপত্র ও রচনাদি আরনট্‌ই লিখিয়া দিতেন; এমন কি, ভারতবর্ষে অবস্থানকালেও তিনি রচনাকার্য্যে রামমোহনকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সনের প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সরকারের নিকট যে আবেদন-পত্র পাঠান—এমন কি, শেষে বিলাতে যে আপীল করেন, সেই আবেদনপত্র দুইখানি ও 'রামদাস'-স্বাক্ষরিত পত্রাবলী প্রভৃতিও আরনট্‌ তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। আরনটের এই দাবি সকলে সত্য ও ন্যায্য বলিয়া মনে করেন না। ডাঃ কার্পেণ্টার উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা যে হীন উদ্দেশ্যপ্রসূত, এই কথা হোরেস হেম্যান উইলসন লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৩ সনের ২১এ ডিসেম্বর তারিখে দেওয়ান রামকমল সেনকে লিখিত একখানি পত্রে উইলসন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

In a letter I wrote to you I mentioned the death of Rammohun Roy...Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary importuned him for the

payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Rammohun, if not paid, to do what he has done since his death, claim as his own writing all that Rammohun published in England. In short, Rammohun got amongst a low. needy. unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late which preyed upon his spirit and injured his health. (Peary Chand Mitra : *Life of Dewan Ramcomul Sen*, pp. 14-15.)

ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, আরনটের উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবে আরনটের চরিত্র সম্বন্ধে উইলসনের যে উচ্চ ধারণা ছিল না, এবং সেজন্য তিনি যে তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আরনট্ ঠিক কি দাবি করিয়াছিলেন, তাহাও দেখা আবশ্যক। এই কারণে তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

I claim no merit whatever for this ; I did no more than, I suppose every other secretary does ; that is, ascertains from his principal what he wishes to say or prove on any given subject, receives a rough outline, and works it out in his own way, making as many points, and giving as much force of diction, as he can ......

I beg here to quote some extracts from the accompanying document, explaining the nature of my labours in behalf of the Rajah.

"It must have been quite impossible for a foreigner, however able and learned, to get through such a mass of business, besides paying visits and attending parties almost every day in the week, as was the case for a long period, without the aid of the pen of a practised writer. The mode in which it was accomplished was as follows : the Rajah explained to Mr. Arnot, as the conversed, walking, backwards and forwards in his drawing-room, his idea of any given subject. Mr. A. then sat down and wrote a paragraph, or a page or two, or, if it were letter, wrote it off at once ; then, having read this over and conversed further he would write a page or two more. Thus the book on the revenue and judicial systems, &c. was written in a few weeks, chiefly while the Rajah lived in Regent's Park ; a thing extraordinary considering his usually slow and scrupulously careful habits of composition. The letters were sometimes draughted by Mr. Arnot, and then copied by the Rajah's own hand at his leisure ; and sometimes, for the sake of greater despatch, he wrote them at once

under Mr. Arnot's instructions as to the laguage and expressions to be used."

In addition to this, I think I may safely appeal to the internal evidence of the productions themselves. At least, notwithstanding the mystery in which we involved them, his intimate friends, who knew his abilities best, have often hinted to me that there was something in the texture of these composition that shewed either the warp or the woof to be European. That this was the general notion, is also confirmed to me by the remarks once made in a debate at the India House, on the probable authorship of his appeal to the Supreme Court of Calcutta against the new law for the press in Bengal, passed in 1823; or his memorial, on the same subject, to the King, I forget which. All mystery on the subject is now useless. On these occasions, also, I acted in the same manner, as his secretary. Others may, if they please, call it amanuensis. I do no injury to his fame in stating these things; on the contrary, I protect it: as the effect of concealment was, that many attributed his productions to more important persons. This I have been told by men of all parties, first by a particular friend of the deceased, and a great opponent of the East-India Company; afterwards a gentleman in the highest office but one, connected with India, told me that he believed his evidence or remarks on the affairs of India to be the joint production of the leading Indian reformers in this country. My assurance to the contrary I evidently saw to be unavailing, as I offered no explanation of the mode in which they were drawn up. I could equally explain the history of the writings of RÂM DOSS, an imaginary personage, mentioned by Dr. Carpenter, and SHIVA PRUSAD SURMA, of which all the former and part of the latter passed through my hands......

ইহা ব্যতীত আরনট্ কিছু তথ্যপ্রমাণও দিয়াছিলেন। সেগুলি পড়িয়া 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

We have perused the document referred to, entitled "Statement of the Services rendered to Rajah Rammohun Roy by Mr. Arnot," which appears fully to confirm what is above stated.—Editor.

সেক্রেটরী ও প্রভুর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময়ে রচনায় প্রভুর হাত কতটুকু, সেক্রেটরীর হাত কতটুকু, তাহা বলা কঠিন। সেজন্য আরনটের দাবি মিথ্যা কি সত্য, তাহা জোর করিয়া বলা সম্ভব নয়।

তবে এ-কথা হয়ত বলা যাইতে পারে, আরনটের উক্তিকে একেবারে অসম্ভব বা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ নাই। রামমোহন অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন; তিনি যদি ইংরেজী রচনায় কোনও ইংরেজের পরামর্শ ও সহায়তা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিন্দা বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তাহা ছাড়া এ-কথাও বলা যাইতে পারে, ইংরেজী ভাল জানিলেও সেক্রেটরীর সাহায্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইত না। ভাষা ছাড়া অন্য ব্যাপারেও সেক্রেটরীর সহায়তা প্রয়োজন হইতে পারে। রামমোহন জীবনে নানা বিষয় লইয়া তর্কবিতর্কও করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সাময়িক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে "পোলেমিক্স" বা বাদানুবাদ-জাতীয়। সুতরাং এই সকল রচনার মোটামুটি ভাব ও যুক্তি তাঁহার নিজস্ব হইলেও মুসাবিদা আংশিকভাবে তাঁহার না-হইতে পারে।

পৃ. ১৫৮—পরাণচন্দ্র বাবু।

পরাণচন্দ্র বাবু বৰ্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ভগিনী কমলকুমারী ও পরে কন্যা বসন্তকুমারী তেজচন্দ্রের সহিত বিবাহিত হন। প্রাণচন্দ্রের অষ্টম পুত্রকে তেজচন্দ্র পোষ্য পুত্র লইয়াছিলেন; ১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর এই পোষ্য পুত্রই মহতাবচন্দ্র নামে বৰ্দ্ধমানের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

দেওয়ান প্রাণচন্দ্র মহারাজ তেজচন্দ্রের আদেশে একখানি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ইহার নাম 'হরিহর মঙ্গল সংগীত'। সমগ্র গ্রন্থটি গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত। প্রত্যেকটি কবিতায় রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনেকটা অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের ধরণের। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রহীন একটি খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২৪; রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানা ধাতু-খোদাই চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৮৩১ সনে রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই 'হরিহর মঙ্গল সংগীত' প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশকাল গ্রন্থশেষে এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—"ইত্যেক শ্রীহরিহর মঙ্গলসংগীত। আরম্ভ সমাপ্তি কাল তাহা কহি কিঞ্চিত॥ ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কর অবলম্ব। এই সনে প্রথম বৈশাখে গ্রন্থারম্ভ॥ বেদগুরু চন্দ্রবাণ পণ গণ্ডা ছয়। কর কড়া ভুজক্রান্তি পাতন্‌নিশ্চয়॥ বামভাগে পুরিলে যতেক অঙ্ক হয়। এই সন মাঘে গ্রন্থ সাঙ্গ সমুচ্চয়॥ মন্বন্তর দিবা তিথি শীতদশমীতে। সূর্য্য সুত বারে নিশি প্রহর একেতে॥ হরিহর মঙ্গল পরমগীতবন্ধ। ভাষাছন্দে আনন্দে কহেন প্রাণচন্দ্র॥"

গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় তেজচন্দ্রের জমিদারী বৰ্দ্ধমানের একটি বর্ণনা আছে; বর্ণনাটি এইরূপ:—

"রাগিণী পুরবী॥ তাল ধামার॥ ত্রিপদী॥ জমিদারী বৰ্দ্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজশ্চন্দ্র যার পতি। মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥ বৰ্দ্ধমান চাকলার যত দূর অধিকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার। দক্ষিণের সীমা তার কাঁসাই নদীর ধার পূর্ব্বসীমা পশ্চিমে গঙ্গার॥ উত্তরে রাজ্যের সখ্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে। পশ্চিমে গণনা এই পঞ্চ কূট পূর্ব্ব যেই

এই চতুঃসীমার গণনে॥ ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অভয়া আপনি অধিষ্ঠান। শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরূপার গড় বাড়ী শ্রীযুত ধীরাজে কৃপাবান॥ বাঘা মুজঃফর শাহী হাবেলী আজমত শাহী গোপভূম চাম্পাই নগরী। স্বয়ম্ভূরে সর্ব্বক্ষণে পুজে যথা চাঁদ বেণে চাঁদ সহ ষণ্ড বিষহরি॥ বায়ড়া মনোহর শাহী সমর শাহী নলহি ইন্দ্রাণী পাটুলী জাঙ্গিরাবাদ। রণীহাটী রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগড়ি চেতো শাহাবাদ॥ আরসা আর আযুয়া বামুন ভূম বালিয়া চন্দ্রকোণা চৌকহ। ঘাটাল। খণ্ডঘোষ পরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বারহাজারি পাণ্ডুয়ার মানাদ জাজাল॥ জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দূরাদূর ভূরশিট আদি মণ্ডলঘাট। অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধাঞা যথা যুগাদ্যার পাট॥ বর্দ্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্ব্বমঙ্গলা যেই পুরে। রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ যার ঘরে॥"

পৃ. ১৮৮-৯১—নেটিব হাসপাতাল, ধর্ম্মতলা।

এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চার্লস লাশিংটনের ***The History, Design...*** পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এই হাসপাতালের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ জোড়াসাঁকোর রাজপরিবার প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে জানা যায়, ১৮২১ সনের ২৩এ ডিসেম্বর রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা, এবং ১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহার দুই ভ্রাতা—শিবচন্দ্র রায় ও নরসিংহচন্দ্র রায় কুড়ি হাজার টাকা ন্যস্ত করেন।

পৃ ১৯২-২২৪ সম্ভ্রান্ত লোক।

এই যুগের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লোকনাথ ঘোষের ***The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc. (1881)*** গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ১৯৪-৯৫—লালা বাবু।

শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লালাবাবু' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। মোরেনো সাহেবও লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (***Bengal : Past & Present.*** Octr.—Decr. 1926)। কিন্তু এগুলিতে প্রধানতঃ জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পই স্থান পাইয়াছে। মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮২০, জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ১৯৯-২০৩) লালাবাবুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। ভারত-গবমেণ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন-প্রবাসের ইতিহাস ১৯২৭ সনের ***Bengal : Past & Present*** পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ১৯৫—দেওয়ান রামলোচন ঘোষ।

দেওয়ান রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ও জোড়াবাগানের ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেডী হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র থাকায় তিনি হেষ্টিংসের দেওয়ান বলিয়াও পরিচিত ছিলেন।

পৃ. ১৯৫, ২১১—ব্লাকিয়র।

ব্লাকিয়ার সাহেবের মৃত্যু হইলে, ১৮ আগষ্ট ১৮৫৩ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় এই অংশটি প্রকাশিত হয়:—

We regret to perceive an announcement of the death of Mr. W.C. Blaquiere, the oldest European resident in Calcutta. Mr. Blaquiere was in the ninety-fifth year of his age, having been born in 1759, three years after the battle of Plassey. He arived in this country we believe in 1774, while Hastings was still quarrelling with his Council, and though there is now no one living, who saw "the factory swell to a kingdom," he at least watched the kingdom swelling into an Empire. For half a century Mr. Blaquiere was a Police Magistrate in Calcutta, and his knowledge of the natives, their language, and their habits was almost unsurpassed in India. He retained his faculties, it is said, to the last.

১৬ আগষ্ট ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করেন:—

"খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি আমারদিগের নগরের পূর্ব্বতন শান্তিরক্ষক ও সুপ্রীমকোর্টের দোভাষী বিবিধ বিদ্যা বিশারদ মহামান্য প্রাচীনবর মেং ব্লাকিয়ার সাহেব গত দিবস প্রাতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন।"

পৃ. ১৯৬—জয়কৃষ্ণ সিংহ।

ইনি জোড়াসাঁকো সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র, নন্দলাল সিংহের পিতা, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ।

পৃ. ১৯৯—নীলমণি মল্লিক।

নীলমণি মল্লিক জীবনে বহু সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৬০) দ্রষ্টব্য। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই নীলমণি মল্লিকের পোষ্য পুত্র।

পৃ. ১৯৯-২০০—রুস্তমজী কাওয়াসজী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে রুস্তমজী কাওয়াসজীর চরিত কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃ. ২০৯—রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।

রাজা রাজকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। ১৮১৫ সনে তিনি 'কুলপ্রদীপ' নামে একখানি পুস্তিকা পয়ার ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১৮৩২ সনে উহা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪; আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

কুলপ্রদীপঃ। অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নবকুলবিশিষ্টাদানপ্রদানাংশ ক্রিয়াদি নানা আংশিক ঘটক

কুলীন সজ্জন সম্মত ৺মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিরচিত শোভাবাজারস্থ যন্ত্রে তৎ পুত্রেণ রাজ শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রকাশিতঃ। শকাব্দাঃ ১৭৫৪

The KULA-PRUDEEPA, or The accounts of Kuleens, belonging To The Kaystha Composed by the late Maha-Raja Raj-Krishna Bahadur, and published by his son Raja Kalee-Krishna Bahadur. From the Sobha Bazar Press. 1832.

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকারের নাম ও রচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—"সিন্ধু বহ্নি সিন্ধু শশী শাক তিথি ত্রিয়োদশী পূর্ণ শশী পক্ষশশীবার। নভঃ পঞ্চ বিংশদিন পুর্ব্ব নব্য মতাধীন কুলপ্রদীপ গ্রন্থ গ্রন্থসার॥ নবকৃষ্ণ মহীপতি যশেতে পুরিত ক্ষিতি গোষ্ঠীপতি তাহার নন্দন। মহারাজা রাজকৃষ্ণ নবকুলে মহাতৃষ্ণ এই গ্রন্থ করিল রচন॥"

পৃ. ২২৪—আগা হাজী করবুলাই মহম্মদ।

১৮৫৬, ২৮এ জুলাই তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইঁহার মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এতন্নগরীয় প্রসিদ্ধ মোগল ধনী সদাগর অশীতিরপবৃদ্ধ হাজী করবলাই মহম্মদ প্রাচীন অবস্থার পীড়াতে গত রবিবার পঞ্চত্ব পাইয়াছেন উক্ত করবলাই মহম্মদের তুল্য সম্পদ মুসলমানে এখানে কাহার ছিল না, ইনি স্বদেশ হইতে ৩৫ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার সহিত এতন্নগরে আসিয়া বৃহদ অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করেন নবাব সুবার ন্যায় বহুপ্রকার দাস দাসী বহু প্রতিপালক ছিলেন, এবং স্বজাতীয় মোগল অনেককে প্রতিপালন করিতেন জজন্য তদ্দলে অতিমান্য ছিলেন, মোগল দল ঐ সকল আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, কাহার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে সহস্র মণ্ডল দাঙ্গাস্থলে গিয়া ঐ করবলাই মহম্মদের কথায় মস্তক দিতে যাইত এমনি বাধ্য ছিল, জাতীয় দোষ কিছু রাগী স্বভাব ছিল উক্ত আগা করবলাই মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মানুসারে প্রতিবৎসর মহরমের পর্ব্বাহ উপলক্ষে প্রতিবৎসর আহার ব্যবহার আতিথ্য আলোকাদি নানা বিষয়ে ৫।৭ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন তাঁহার বাটীর অদ্ভুত আলোকাদি সুসজ্জ দর্শনে ইংরেজ বাঙ্গালি মুসলমানাদি সর্ব্বজাতি ঐ পর্ব্বাহের কয়েক শর্ব্বরীতে লোকারণ্য হইত এবং রাজপথে বাহির কালীন পদে ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত স্বর্ণ, রজত, পাঞ্জা, পতাকা, বাণ, ডঙ্কা, বিচিত্র শোভাতে রাজপথে কোন পথিকের পাদ বিক্ষেপের সাধ্য থাকে না, ঐ মোগল দল প্রধানের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নাই কয়েক কন্যা তাহারাই পিতৃ বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেক না, কৃষ্ণপক্ষের এক পুত্র আছে সে ব্যক্তি মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে ধনাংশী হইবেন।"

পৃ. ২৩১—বারএয়ারি পূজা।

বারএয়ারি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (মে ১৮২০) এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

…a new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called *Barowaree*,……About thirty years ago, at Goopti-para near Santi-poora, a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges, a

number of brahmuns formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many, according to current report, have never returned. Having thus obtainde about 7000 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such splendor, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindoo ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognized by the Shastras. They obtained the most excellent singers to be found in Bengal, entertained every brahmun who arrived, and spent the week in all the intoxication of festivity and enjoyment. On the successful termination of the scheme, they determined to render the pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity.

A way having been thus opened for the gratification of the senses in addition to those regular festivals which tneir books enjoin, the example was imitated in other parts of Bengal......Within a few miles of the metropolis, more than ten of these subscription assemblies are annually formed. The most renowned are those at Bulubh-poora, Kon-nugura, Ooloo, Goopti-para, Chugda, and Shree-poora. At Ooloo, where it is celebrated with extraordinary shew, *patres conscripti* of the town have passed a law that any man who on these occasions refuses to entertain guests, shall be considered infamous and expelled from society......("On the present celebration of the Hindoo Poojas" pp. 129-30.)

পৃ. ২৩১—রামরত্ন মল্লিক।

রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহে (ফেব্রুয়ারি ১৮২০) বর্দ্ধমানের প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (২০ জানুয়ারি ১৮৫৪) বিবাহ-সভার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

৺প্রাপ্ত বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভা, যাহার তুল্য সভা কলিকাতা নগরে আর হয় নাই, ৺মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্ বাহাদুর ছদ্মবেশে সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সভার অগ্নিকোণে নীচলোকদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহার সামান্ত টুপী হইতে এক হীরক নক্ষত্রের ন্যায়

উদয় হইয়াছিল, ৺প্রাপ্ত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর বরপাত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া রামরত্ন বাবুকে ডাকিয়া কানে২ কহিলেন তুমি কি সভার অগ্নিকোণে এক কৃত্রিম নক্ষত্র স্থাপন করিয়াছ, রামরত্ন বাবু কহিলেন আমি ইহা জানি না, সূর্য্যকুমার বাবু কহিলেন তবে তুমি তোমার বালকের সম্মুখে বসিয়া অগ্নিকোণ দিগে নিরীক্ষণ করতো, রামরত্ন মল্লিক বাবু তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকুমার বাবুর সাক্ষাতে বসিয়া অগ্নিকোণে দেখিলেন খালাসিদিগের মধ্যে একটা নক্ষত্র উঠিয়াছে, তখনি রামরত্ন বাবু ও সূর্য্যকুমার বাবু এবং অন্যান্য সভ্যেরা মশালাদি আলোক সহিত ঐ নক্ষত্র মুখে গেলেন এবং খালাসি সকলকে দূরীকৃত করিয়া ঐ টুপীধারিকে ধৃত করিলেন তিনি খালাসির ন্যায় সকল পরিধান পরিয়াছিলেন কেবল মস্তকে একটি সামান্য টুপী ছিল এবং দুই হস্ত পরিমিত ছোট চাবুক যাহা কেবল হীরকময় বহুমূল্য, অশ্বারোহণ এবং পদব্রজে ভ্রমণকালীন তাহা হস্তে রাখিতেন তাহাই বগলে রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যকুমার বাবু ঐ ছদ্মবেশি খালাসিকে সভামধ্যে আনিয়া এক উত্তম সুখাসনে বসাইলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ক্ষণকাল সেইস্থানে থাকিয়া বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্র বরকে এক হীরাকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পৃ. ২৫৭—সহমরণ রহিতকরণে বেণ্টিককে অভিনন্দনপত্র দান।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ রহিত করিলে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য ১৮৩০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রাজা রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী, হরিহর দত্ত প্রভৃতি গবর্মেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন। তথায় কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রথমে বাংলা ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করেন; পরে উহার ইংরেজী তর্জমাও পঠিত হয়। দুইখানি অভিনন্দনপত্রই ১৮৩০, ১৮ই জানুয়ারি তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দনপত্র রামমোহন রায়ের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহার ইংরেজী অংশ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বাংলা অংশ কোথাও মুদ্রিত হয় নাই।

একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাপারে যোগদান করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশ,—

We regret to say that on account of the death yesterday [15 Jany. 1830] morning of Radanath Tagore, Dwarkanath Tagore his brother, and several members of that respectable family were prevented from being present on the occasion.—*Bengal Chronicle* for Jany. 19, 1830.

লোকনাথ ঘোষের *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.* গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৭) গুরুপ্রসাদ বসুর পিতা দানবীর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে; উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

He celebrated the *Rath* of *Jagannath* at Mahesh with great splendour, and the annual festival in connection with it is still continued by his present descendants ; established the idols *Madan Gopal Jew* in Jessore and *Radhaballabh Jew* in Birbhum and endowed to the Brahmins of those places with sufficient lands for their support ; dedicated temples to the *Sivas* in different parts of Benares and one to *Mahadeva* now to be seen upon the largest and most beautiful hill situated in the centre of the river Ganges bordering Jehanghira, a village in the District of Bhaugulpore, for the support of which the necessary provisions were also made ; constructed a road from Tara to Mothurabati in the Hughli District which is known after his name as *Kristo Jangal* and erected stairs over the hill, called *Ramsila* in Gaya, upon which the Hindus now easily ascend to offer *Pindas* to their deceased ancestors ; planted mango trees on both sides of the road leading from Cuttack to Puri, comprising a distance of about twenty *croses* or fifty miles with a view to afford shelter to the pilgrims to *Jagannath* and other travellers from the scorching rays of the sun and to supply them with fruits ; excavated a large tank on the outskirt of Puri near the entrance to the sacred shrine of *Jagannath* ; and lodged a sufficient sum of money with the Raja of Puri to cover annually the three big cars of *Jagannath*, *Balaram*, and *Suvadra* during the grand festival of *Rath Jattra*.

কৃষ্ণরাম বসুর নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে।

পৃ. ২৬৩—রামদুলাল দেব।

রামদুলাল দেব স্বনামধন্য আশুতোষ দেবের (সাতু বাবুর) পিতা। রামদুলাল সম্বন্ধে ১৮৫৬ সনের ২১ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সংবাদটুকু আছে :—

"কলিকাতা নগরবাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিকদিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত-বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন,..."

রামদুলাল জীবনে বহু সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি সৎকর্ম্মের উল্লেখ করিতেছি। ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা' পুস্তকে প্রকাশ :—"স্বর্গগত পরোপকাররত

রামদুলাল সরকার মহাশয় কিঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারোহ-পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।"

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত রামদুলাল দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষের *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও দেব-পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ. ২৩৪—আশুতোষ দেব।

আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) রামদুলাল দেবের পুত্র। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ তারিখে তাঁহার বিবাহ হয় (পৃ. ২৩৭ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, শুক্রবার) এই শোক-সংবাদ প্রচার করেন :—

"...গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পুর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্তলীলা সম্বরণ পুর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,... ঐ সাংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েক মাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল,...এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।...হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায়? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না,...যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার একপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পুর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন,

এবং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিভানুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত এবং উত্তমোত্তম তাঁহার ভাব, রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,...বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল...।

পৃ. ২৬৫—আত্মীয় সভা।

আত্মীয় সভা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে (এপ্রিল ১৯৩৫) আমি এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ২৬৫—ব্রজমোহন ও কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র ব্রজমোহন মজুমদার ছিলেন রামমোহন রায়ের এক জন বন্ধু ও শিষ্য। ১৮২০ সনে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সনে তত্ত্ববোধিনী সভা 'পৌত্তলিক প্রবোধ' নামে ইহা পুনঃপ্রকাশ করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রচিত বলিয়া ব্রজমোহনের পুস্তকখানি মিশনরী-মহলে অতিরিক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। পাদরি Deocar Schmid ১৮২১ সনে ও পাদরি মর্টন ১৮৪৩ সনে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২১ সনের এপ্রিল মাসে ব্রজমোহনের মৃত্যু হয়। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' দ্রষ্টব্য।

ব্রজমোহনের ভ্রাতা কৃষ্ণমোহনও রামমোহনের এক জন ভক্ত ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভা বা ব্রহ্মসভার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন" গীতটি সুপরিচিত।

পৃ. ২৭৪—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস।

খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁহার পিতা রামহরি বিশ্বাস নোয়াখালির সল্ট এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১২১২ সালের আষাঢ় (জুন-জুলাই ১৮০৫) মাসে রামহরির মৃত্যু হইলে তাঁহার অগাধ বিষয়-সম্পত্তির মালিক হন তাঁহার দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহন। ১২২৩ সালের ৯ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮১৭) জগমোহন একমাত্র শিশুপুত্র কৃষ্ণানন্দকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ('ক্যালকাটা জর্ণাল,' ১৫ এপ্রিল ১৮২২, পৃ. ৫৮৫ দ্রষ্টব্য)

দানাদি বহু পুণ্যকার্য্যে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের জীবন সমুজ্জ্বল। তিনি বহু পণ্ডিতের সাহায্যে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করাইয়া সেগুলি নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া বিনামূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি। পত্র সংখ্যা ৯১।

ইহা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মোপযোগী জ্যোতিঃসংগ্রহ; ১৭৪০ শকে জয়নগর-নিবাসী নয়নসুখ মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত। ইহা পুথির আকারে ছাপা। গ্রন্থশেষে রচনাকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"শকাব্দাঃ ১৭৪০...শ্রাবণস্য ষোড়শ দিবসে...প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি লিপিরিয়ং"।

(২) প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি। পত্র-সংখ্যা ১৭১

১৭৩৭ শকে নবদ্বীপের ৫ ক্রোশ উত্তরে বহির্গাছী (বহির্গচ্ছক) গ্রামনিবাসী রঘুমণি [বিদ্যাভূষণ ইহার রচনা আরম্ভ করেন। গ্রন্থে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

(৩) প্রাণতোষণী।

১৭৪৩ শকে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার এই তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮২৩। ১৮২৫ সনে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র (তৃতীয় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৬১১-৩১) 'প্রাণতোষণী' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, প্রাণকৃষ্ণের বংশপরিচয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ :—

"Pran-toshuna; a Compilation of the precepts and doctrines of the Tantras, pp. 616.—Calcutta, 1823."

(৪) প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী।

নিজ পুত্রদের উদ্‌যোগে ১৭৩৭ শকে বাংলা ভাষায় প্রাণকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রচিত। ইহার ভূমিকা সংস্কৃতে।

(৫) প্রাণকৃষ্ণ ভস্মকৌমুদী।

(৬) প্রাণকৃষ্ণীয় সাবর।

(৭) প্রাণকৃষ্ণবৈষ্ণবামৃত। পত্র-সংখ্যা ৫+১৩৪।

ইহা বৈষ্ণব তন্ত্রের নিবন্ধ। ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ১৭৪৮ শকের মাঘ মাসে (=১৮২৭ সন) এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। ইহাতে পূর্ব্বপ্রচারিত গ্রন্থগুলির নাম এবং প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮) রত্নাবলী।

পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"In 1833 the *Ratnabali* or Medical Manual was published by Prankrishna Bishwas, of Kharda."

১৮৩৬ সনে প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে ৫ মার্চ ১৮৩৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার গুণাবলী ও কীর্ত্তির কথা লিখিত হইয়াছিল। ১৩৩১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পৃ. ৩০৪—ঠিকা বেহারা ও পাল্কী-ভাড়া সম্বন্ধে আইন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের *Government Gazette*-এ এই আইন মুদ্রিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

কলিকাতা পোলিস আফিস ১২ মে সন ১৮২৭—

শহর কলিকাতার মধ্যে ঠিকা পালকি ভাড়া ও ঠিকা বেহারার রোজ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত যে আইন জারি হইয়াছে তাহা অনুযাই সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ১ জুন তারিখ অবধি কলিকাতার তুই জষ্টীস সাহেবানের দস্তখতি লাইসেন্স ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি ঠিকা পালকি কেরায়া দিতে ও ঠিকা বেহারাগিরি করিতে পারিবেক না—

এই মাসের ২০ তারিখ অবধি পোলিস আফিসে দরখাস্ত করিলে লাইসেন্স পাওয়া যাইবেক।

ঠিকা বেহারা ও ঠিকা পালকির কেরায়া সাহেবান জষ্টিস নীচের লিখিত মত স্থির করিয়াছেন—

পালকি—

সমস্ত দিন ফি পালকি—।০ চারি আনা

ইঙ্গরেজি ১৪ চৌদ্দ ঘড়িতে একদিন গনা যাইবেক—

অর্দ্ধদিন অর্থাৎ ইঙ্গরেজি এক ঘড়ির অধিক পাঁচ ঘড়ির কম—৵০ তুই আনা।

বেহারা—

সমস্ত দিন ফি বেহারা—।০ চারি আনা।

১৪ চৌদ্দ ঘড়ির দিন ইতি মধ্যে বিশ্রাম ও জলপানের সমুচিত ছুটি দিতে হইবেক।

অর্দ্ধ দিন—৵০ তুই আনা।

ইংরেজী এক ঘড়ির অধিক ও পাঁচ ঘড়ির কম—

ইংরেজী এক ঘড়ির কম হইলে ফিঃ বেহারা এক আনা ও ফিঃ পালকির ভাড়া এক আনা পাইবেক—

এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে আইন মোতাবেক সাজা হইবেক—

সাহেবান জষ্টিস আজ্ঞা প্রমাণ—

পৃ. ৩০৫—লটারি কমিটি।

কলিকাতা লটারি কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস W. H. Carey-লিখিত *The Good Old Days of Honorable John Campany* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩০৭—কালীপ্রসাদ পোদ্দার।

১৮৪৯ সনের এপ্রিল মাসে যশোহরের দানবীর কালীপ্রসাদ পোদ্দারের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই 'সম্বাদ ভাস্করে' (২৪ এপ্রিল ১৮৪৯) তাঁহার সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়; উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"খেদজনক মৃত্যু।—আমরা অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যশোহরের অন্তঃপাতি বগচরনিবাসি গুণরাশী রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় গত ৩০ চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্ন কালে পরমেশ্বর নামোচ্চারণ করিতে২ শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহ তথা তুলসী বৃক্ষাদি সম্মুখে স্থিতি করিয়া স্বীয় ইষ্ট

দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত বাবুর মৃত্যু শ্রবণে অত্র জিলাস্থ প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবতেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার দয়া ধর্ম্ম নম্রতা বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, মিথ্যা বাক্য প্রবঞ্চনাদি তাঁহার জীবনাবধি কখনও নিকটস্থ হইতে পারে নাই, কি ভদ্র, কি নীচ, সকলেই উক্ত বাবুর সহিত মিষ্টালাপে পরম হর্ষচিত্ত হইতেন, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাদালাপ করিয়াছেন তিনি উক্ত মহাশয়ের সৌজন্য কদাপি ভুলিতে পারিবেন না, যথার্থ দাতৃত্ব শক্তি এবং পরোপকারিত্ব চরিত্র উক্ত বাবুতেই ছিল, কেননা তাঁহার অপেক্ষা এই জিলায় এবং অন্য২ স্থানে অনেকানেক ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আছেন কিন্তু রায় বাবু যাবজ্জীবন পরোপকারে রত থাকিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধনের প্রায় অধিকাংশ কেবল সদ্ব্যয়ে দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে··· ১৮৪৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে ঐ মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইয়াছিল কোর্ট আফ ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক সম্মানসূচক রায় উপাধি ও পরিচ্ছদাদি খেলয়াৎ গোসহরা, ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, ঐ মহাশয় এই২ সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তি নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণার্থ ৫০০ টাকা।

নীলগঞ্জের ঐ পুলের ঘাটের জন্য ৫০০ টাকা।

যশোহরের জঙ্গল কাটাই জন্য ৩০০ টাকা।

পশ্চিম দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৫০ টাকা।

অত্র জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের সাহায্য কারণ ৭৫০ টাকা।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক চাঁদা ২ টাকা।

নবদ্বীপের অন্তঃপাতি বনগ্রাম হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত এক পরিসর রাস্তা এবং ছায়াতে পথিক লোকের বিশ্রাম কারণ বৃক্ষাদি এবং ঐ রাস্তার মধ্যে স্থানে২ সেতু ৩৫টা এবং ঐ রাস্তার বৎসরীয় রাজস্ব ইত্যাদি কারণ ২০০০০ টাকা।

চূড়ামন কাটী হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কারণ ২৪০০০ টাকা।

তথায় দুইটা সেতু নির্ম্মাণ কারণ ২১০০ টাকা।

অগ্রদ্বীপস্থ শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর ইষ্টক নির্ম্মিত দুই গৃহ ও আশান নগর দিগরেতে ৪টা পুষ্করিণী খনন জন্য ৫০০০ টাকা, তথায় মানব সকল বারি অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেন।

৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনীয় পথিমধ্যে আঠারো নালা নামক স্থানে যাত্রি লোকের বাস জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ কারণ ২০০০ টাকা।

৺জগন্নাথ দেবের পূজার কারণ বাৎসরিক ৩৬০ টাকা।

জিলা চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্দিরের দ্বার দালান নির্ম্মাণ কারণ ৬০০ টাকা।

তথায় পর্ব্বতের উপর গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণ হেতুক ১০০০ টাকা।

অত্র জিলার অন্তর্গত দাইতলা ও নীলগঞ্জের সেতু ও পথিকদিগের থাকিবার এক এক বাসস্থান নির্ম্মাণ কারণ ৪৫০০ টাকা।

এই জিলার অন্তঃপাতি ঝিকরগাছা নামক স্থানে লৌহ সেতু প্রস্তুত কারণ ৯০০০ টাকা।

যশোহর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক রাস্তা ও তন্মধ্যে ২ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত কারণ ১৭০০০ টাকা।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি মোং বনগ্রামের পুল কারণ ২০০০০ টাকা।

উপরিউক্ত রাস্তা সকল মেরামত জন্য স্বীয় সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দান ৩০০ টাকার নিমিত্ত মোনকার নামক এক তালুক গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ।

উক্ত মহাত্মা স্বর্ণবণিক কুলোদ্ভব হইয়াও এমত২ অনেক মহৎ কীর্ত্তি করিয়াছেন, এরূপ সৎস্বভাব মনুষ্যের জন্য পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও খেদোক্তি করিবেন।—যশোহর নিবাসিনঃ কস্যচিৎ যথার্থবাদি জনস্য।

পৃ. ৩১৪—রামমোহন মল্লিক।

ইনি নিমাইচরণ মল্লিকের পঞ্চম পুত্র। মল্লিক-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of Indian Chiefs* etc. পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১৮৬৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর রামমোহন মল্লিকের মৃত্যু হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পরবর্ত্তী ২৩এ ডিসেম্বর (বুধবার) তারিখে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"আমরা সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, বড়বাজার নিবাসী পরম ধাম্মিকবর বহু গুণ সম্পন্ন শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় গত শুক্রবার দিবসে ভাগীরথী নীরে শরীর নিমজ্জন পূর্ব্বক পরিপূর্ণ জ্ঞানে পরমেষ্ট দেবতার নাম পুনঃ২ উল্লেখ করিতে২ মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৫ বৎসর হইয়াছিল, তিনি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও প্রপৌত্র পুত্র ইত্যাদি বহু পরিবার এবং অতুল সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের ৺পুত্রের মধ্যে বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় জীবিত ছিলেন, এইক্ষণে পারায়ণ ও গঙ্গা তীরে ঘাট নির্ম্মাণ করতঃ পিতৃ সত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক, তিনিও পরলোক গমন করিলেন। রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা আমরা লিখিয়া অধিক কি ব্যক্ত করিব এই বঙ্গদেশ মধ্যে বিশেষরূপেই প্রকাশ আছে।"

অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের সূচী

এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের বাংলা সংবাদপত্র হইতে রচনা সঙ্কলন করা হইয়াছে। বাংলা ভাষার রূপ এখন হইতে তখন কিছু স্বতন্ত্র ছিল—খাঁটি সংস্কৃত এবং আরবী-পারসী শব্দ অধিক প্রচলিত ছিল। প্রচলিত বাংলা ভাষায় তাহার অনেকগুলিই বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হয় না, দুই একটি শব্দের অর্থান্তর প্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। আমরা সেইরূপ অপ্রচলিত ও অর্থান্তরপ্রাপ্ত শব্দগুলির একটি তালিকা (অর্থ সহ) এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। অর্থ-নির্দ্ধারণে তৎকালপ্রচলিত অভিধানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে অপ্রচলিত কয়েকটি বাক্যাংশও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপে এবং বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের রূপভেদে প্রায় সর্ব্বত্রই তখন 'ক' ও 'র' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে হইবেক, দিবেক, তাঁহারদিগের, বালকেরদিগের, আপনকার ইত্যাদি রূপ ছিল ; বর্ত্তমানে আমরা হইবে, দিবে, তাঁহাদিগের, বালকদিগের, আপনার ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। হওনের, দেওনের, হইবাতে, দিবাতে প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমরা এখন হইবার, দিবার, হওয়ায়, দেওয়ায় ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। আমরা এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র দিয়া ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও বিশেষ্যের প্রাচীন রূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিলাম না।

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
অতিথি	গোচর	১২০
অতুর	আতুর	১৯৪
অদালত	বিচার	১৭১
অনিবৃত্তি	অশান্তি	১১৪
অনোপাধিক	বেতনভোগী	৪০
অপবাদি	অপবাদযুক্ত	৩৪২
অবধি	হইতে	২৪
অবীরা	পতিপুত্রহীনা	১৩
অভরণ	আভরণ	৯৭
অভ্যুক্ষণ	জলের ছিটা দেওয়া	২৪০
অসমন্বিত	অসম, সমাজচ্যুত	২৩১
অস্কুলায়	অকুলান	১০৪
অস্বাধ্যায়	অনধ্যায়	২৪
অস্মদাদির	আমাদের	৫৮
আইলে	আসিলে	৬৪
আইসাতে	আসাতে	৯৯
আকুঞ্চন	পরিশ্রম	১১
আক্রমণ	আয়ত্ত	৩৭
আখবার	সংবাদ-পত্র	৩৩৪
আগ্ বাড়ান	অভ্যর্থনার জন্য অগ্রবর্ত্তী হওয়া	২১০
আগতমাত্র	আসামাত্র	৫১
আঘাতী	আঘাতপ্রাপ্ত	১৩০
আঙ্গোরা	বেগার, যে-সব কুলীকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লওয়া হইত	১৫৪
আটক	বাধা	৩১১
আটহত্তরি	আটাত্তর	২০
আঁটি	আঁট, বন্ধন	২৬৫

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
আড়গড়া	ঘোড়া রাখিবার নিমিত্ত কাঠ দিয়া ঘেরা ঘর	১০০
আড়ার	কর্ম্মা ভাঁজের	৬৩
আঢ়াই	আড়াই	৬
আদর্য্য	আদরণীয়	৯৬
আমল	অধিকার	৩২৮
আমলকারণ	অধিকার বা রাজত্ব করিবার জন্ত	৮৪
আমলাছায়	আমলা	৮৮
আয়িন	আইন	১৫০
আরামবিত্তা	চিকিৎসাশাস্ত্র	৮
আসনা	মিহি সুতা কাটিবার যন্ত্র	১৫৭
আসামী	নাম	২১
ইনডিএ	ইণ্ডিয়া	৩৬
ইস্তাহাম	পরীক্ষা	৫
ইস্তেহাম	ঐ	৩০
ইমতিহান	ঐ	৩১
ইমারহ	ইমারৎ	৩৪
ইত্তক লাগাইদ	এই পর্য্যন্ত	৩৫
ইহার পর	ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	৮১
উত্তর ক্রিয়া	শেষ কর্ম্ম	১৭১
উদাসীন	অসম্বদ্ধ, অসংলগ্ন	৭৬
উদ্বন্ধিত	ঊর্দ্ধে বাঁধা	৩০০
উদ্যুক্ততা	উদ্যোগ	৭
উন্দুক	মূষিক, ইঁদুর	২৯৩
উপনিধি	গচ্ছিত দ্রব্য-বিষয়ক	৪৬
উপনীত বার্ত্তাপুস্তক	হাজিরা-বই	৪৫
উম্মেদওয়ার	উমেদার	৮৯
একলাই চেলি	এক দিকেপাড়-বসান চেলি	১০১
উনই	উৎস	৪৩
একাকার	এক প্রকার	৬১
একুটির	একুইটির	১৬০
এতাবান	এই পর্য্যন্ত, এত	২০৪
এমতে	এই সর্ত্তে	১৬৫
এঁহারা	ইহারা	১২
ঐরলণ্ডীয়েরদের	আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদের	৮৬
ঐর্লণ্ড	আয়ার্ল্যাণ্ড	৩২
কজাই	বিচারকার্য	১১৯
কয়াটর ভাউলে	কোয়ার্টার ভাউলে	১০২
করণ	করা, আচরণ	৮২
করণের কারণ	করিবার জন্ত	৫১
করিবাতে	করাতে	২৫৮
কলগা	পাগড়ির অলঙ্কার	২১৫
কাং	কর্নেল	২৩
কাজিয়া	ঝগড়া	১৭২
কারণ	নিমিত্ত	৩, ৪
কালাকুইস	*Colloquies*, 'কলোকুইজ'	৬৫
কিনারা সিলাই	মুড়ি-সেলাই	১৪
কিমিয়া বিদ্যা	কেমিষ্ট্রি	১৯
কেতাবখানা	পুস্তকালয়	১৭৪
কেরেয়া	ভাড়া	১৭৯
কুঙর	কুমার	২১৫
কোঙর	ঐ	১৯৬
কোমেটী	কমিটি	৫
কৌন্সিল	কাউন্সিল	২২
কৌসিল	ঐ	৪২
ক্রেয়া	ক্রয় করা	১৪৫
কাটো	কোয়ার্টো	৬৯
খড়িভাষা	খাড়িবোলী	৫৯
খবরদারি	তত্ত্বাবধান, পর্য্যবেক্ষণ	২৯৩
খরিতকী	বিক্রয়কবালা	১৭৬
খাওয়াস	খাসভৃত্য	২৪৫
খাতাং	দলে দলে	২৯
খিদ্যমান	দুঃখিত	৪৩
খিরদের যোড়	ক্ষীরোদ, এক জাতীয় সাদা রেশমের কাপড়	২৩৪
খুজরা	খুচরা	১৫৩
খুন্চা	ট্রে	২১১
খুসকী পথে	পদব্রজে	২৩৬
খেদপূর্ব্বক	দুঃখের সহিত	৫২
খেদিত	খেদপ্রাপ্ত	৪২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
খেলাৎ	পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত বিশেষ পোষাক	১৯৬
খোদ	নিজে	১৯৬
খোসনবীসী	লেখার কাজ	৪২
খ্যাতাপন্ন	খ্যাতিমান্	৫৪
খ্যাত্যাপন্ন	খ্যাতিমান্	৪১
গঙ্গাজলী	গঙ্গাজলের রং, শুভ্রবর্ণ	২৩৪
গজগিরি	পাকা গাঁথনি	২৮১
গঞ্জ	বাজার	১৫৯
গড়া কাপড়	মোটা কাপড়	১৯০
গণেরদিগের	গণদিগের, দলান্তর্গত ব্যক্তিদিগের	২৬৫
গহরি	বিলম্ব	৩০০
গহেরা	গহ্বর, গভীর	৩০০
গাটমিট	গ্যাট ম্যাট	৯৯
গাথক	কবি বা গায়ক	১২৮
গুজরাণ	নির্ব্বাহ	১৫৪
গৃহগ্রন্থন	গৃহনির্ম্মাণ	৩৩, ৭২
গোঁয়ারা	মহরমের রোদন-রাত্রির শবাধার লইয়া উৎসব	১৭০
গোসআরা	পুরুষের কর্ণাভরণ	২১২
গোসবারা	ঐ	২১৩
গৌণ	বিলম্ব	৯৯
গ্রহণকরণে	গ্রহণ করিতে	৮৫
গ্রন্থকারক	গ্রন্থকর্ত্তা	৫৩
গ্রিজার	গীর্জ্জার	১৫
চালু	চাউল	১৩৮
চিনায়দের	চীনাদের	১৪২
চুম্বক	সার, সংক্ষেপ	১৭২
চৌকরা	চতুষ্কোণ অলঙ্কার-বিশেষ	১৯৬
চৌকীতে	সভাপতির আসনে	২০৭
চৌপাড়ী	চতুষ্পাঠী	১৮
চৌবাড়ী	ঐ	১০৪
ছাকনায়২	দলে দলে	৩২২
ছাতারের নৃত্য	ছাতার পাখীর মত নৃত্য	৯৯

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
ছাপা	ছিপা, গোপন	৫২
ছাপাকরণের	মুদ্রণের	৮২
ছাপা করিয়া	ছাপাইয়া	৬৩
জরিপানা	অর্থদণ্ড	১৭০
জাতি বর্দ্ধন	বংশবৃদ্ধি	৮
জায়	তালিকা, ফর্দ্দ	৭৩
জাহির	প্রকাশ	১১৯
জ্ঞানাপন্ন	জ্ঞানপ্রাপ্ত	২২
জিগা	পুরুষের শিরোভূষণ	১৯৬, ২১৩
জিলাদার	জেলার কর্ত্তা	২০
জিম্বা	দায়িত্ব	৩৫
জীবৎ	জীবিত	৬৮
জুমলা	মোট হিসাব	১৬, ১৪২
জেল্দ	জিল্দ, বই বাঁধা	৫৯
জেলেদ	ঐ	৬১
জো	সুযোগ	৩২
জোরাবরী	জোর করিয়া, বলপ্রয়োগ	২৫৬
ঞিঃহাকে	ইহাকে	১০৮
ঞিঃহার	ইহার	২৬
টৌনহাল	টাউন হল	৫, ২০০
ডাক বাঙ্গি	ডাক লইয়া যাইবার গাড়ী	১৫৬
ডামর	ধুনা জাতীয় আঠা	১৪২
ডেকসিয়ানরি	ডিক্‌শনরী	৪২
ডেলা সেলামী	এককালীন সেলামী	১১৩
ডৌল	আকৃতি	২৯৯
ঢেঁঠ	ঠেট হিন্দী, গ্রাম্য হিন্দীভাষা	৫৬
তজবীজ	অনুসন্ধান	১১৯,১৭১
তঙ্কক	ঠক	১০৭
তত্ত্ব	অনুসন্ধান	১০৯
তত্ত্বাবধারক	তত্ত্বাবধানকারী	৭
তদভাববিশিষ্ট	তাহার অভাববিশিষ্ট	৫১
তকসীল	তপশীল, হিসাব	১৫৪
তয়ফা	নর্ত্তকী, নর্ত্তকীর দল	২৪২
তরদ্দুদ	সম্পাদন, আরম্ভ	৩৪১

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
তহকীয়ত	অনুসন্ধান	১১৯
তাড়িয়া	তাড়াইয়া	২৭৩, ২৯৩
তাবৎ	সম্পূর্ণ	৬৩
তাবৎকে	সকলকে	৯৮
তাবে	অধীনে	১৬
তামজান	তাঞ্জাম	২১০
তাম্ব	তামা	১৪২
তায়ফা	নর্ত্তকী, নর্ত্তকীর দল	১২১
তাহাদিগ্‌গে	তাহাদিগকে	২৫৮
তিরস্কার	উপশম	৪৬
তেঁহ	তিনি	৩৮
তেজারত	ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪৬
তৈনতীর	সম্পন্ন করার	৩০০
তোরদিগকে	তোমাদিগকে	২৭৩
ত্যবান্তরে	তেপান্তরে, মাঠে	২৯৯
থাকনে	থাকায়	১৭৮
দরপেস	সম্মুখে হাজির করা	২৫৯
দরমাহা	মাসিক বেতন	৩২
দরিয়াপ্ত	মনে মনে পোষণ করা	৮০
দর্শান	দেখান	১৩০
দর্শে	দৃষ্ট হয়	৫৬
দর্শায়ন	দর্শান, দেখান	৫৭
দস্তক	ছাড়পত্র	১৫৩
দস্তখতী	স্বাক্ষরিত	১৭৪
দস্তাবেজ	দলিল	১৫৬
দাওয়া	দাবি	১৭৬
দাঙ্গাদার	দাঙ্গাকারী	১৭২
দায়ের	উত্তরাধিকারের	৪৬
দিক	বিরক্ত	১০০
দিগ্‌দর্শি	বহুদর্শী	৫২
দিবাতে	দেওয়াতে	১৬৫
দিবায়	দেওয়ায়	১২৮
দীনদুনিয়া	পার্থিব সম্পত্তি	১৬১
দুর্ব্বিধ	অখ্যাত	৯৮
দৃতি	চর্ম্ম	২০১
দেউল্যা	দেউলিয়া	১৭৬

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
দেও	দেবতা	৩২৭
দেওড়	একযোগে বন্দুকের আওয়াজ (volley)	৩২৫
দেওন	দেওয়া	৮৩
দেওনার্থে	দিবার জন্য	২৬০
দেওনের	দিবার	১৭৩
দোকান	আয়োজন	৯৭
দোপাটা	দুই পটাতে নির্ম্মিত উত্তরীয়-বিশেষ	২৪৫
দোয়াব	গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ	১৩৬
দ্রবিণহীন	ধনহীন	১৩৫
ধারা	আইন, নিয়ম	৮
নওয়াব	নবাব	৩৪৪
নমুদ	সূচনা	৩২০
না অর্শিবে	বর্ত্তিবে না	১৭৬
নাচ কাচের	মুখস পরিয়া নাচের	৩৫০
না ছিল	ছিল না	১৪৫
নাবালগী	নাবালক ভাব	১৯৬
নামাল	নীচু	৩০৬
না হইল	হইল না	১২১
না হওনের	না হইবার	৮৯
নিবন্ধ	পুস্তক	৩
নিমকপোক্তানী	লবণ প্রস্তুতের কার্য্য	১৫৩
নিমাস্তিন	আধ-হাতা পাঞ্জাবী	২১২
নিরাবিল	নির্ম্মল	৫৩
নির্ঘাষ	নিশ্চয়, "নিজস"	৫৬
নির্য্যাস	নির্দ্ধারণ	৯০
নিশা	ক্ষতিপূরণ	৭৯
নেগাহবান	প্রহরী	২৫১
নেড়ী	বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত গায়িকা	১০০
নেড়িকবি	ঐ	১২৭
পঞ্চাউজুড়	পঞ্চকী জমা, পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক ধার্য্য জমা	১৭৫
পত্তন	বসতি	৩১২
পলটনীয়	পল্টনের	২০

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
পাঁচাহস্তরি	পাঁচাত্তর	২৭৪
পাজিয়ারা	পঞ্জিকাদির সাহায্যে ব্যবস্থাকারী ভাট	২৪৫
পাছড়ি	চাউল-বিশেষ	১৪৪
পাঠকরণে	পঠনে, পড়াতে	৮৩
পাঠাওনের	পাঠাইবার	৩২৮
পাণ্ডুলেখ	নক্‌শা	১৮
পাত্র	সমর্থ, যোগ্য	৫২
পাথরীয় ছাপাখানা	লিথো প্রেস	৭২
পারক	সমর্থ	২৮
পারন্সের	পারস্তের	৫৭
পার্চা	বস্ত্রখণ্ড	১৯৬
পালিস	বীমার পলিসি	১৫৬
পাশ্চিমাত্য	পশ্চিমদেশবাসী	৯০
পিনীষ	পানসি, নৌকা-বিশেষ	১০২
পীনাস	ঐ	২০১
পুরুপ	প্রুফ	৪২
পুষ্টি	সমর্থন	৯
পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা	ইতিহাস	১৯
পেঁতে	বচন	১০৭
পেঁতের বৈদ্য	মূর্খ (বাক্‌সর্ব্বস্ব) চিকিৎসক	১০৬
পেশোর	পেশোয়ার	২৭২
পোতা	মেঝে, ভিত	২৯৮
প্রচরদ্রূপ	প্রচলিত প্রথা	৪১
প্রজারদিগ্‌গে	প্রজাদিগকে	২৫৭
প্রতিপন্ন	সম্মানিত	৪৮
প্রার্থক	প্রার্থী	৪৫, ১৭৭
ফএর	ফায়ার	২০৬
ফরসা	ফাঁকা, লটারির যে-টিকিটে কিছু উঠে না	৩০৫
ফর্দ্দ	কাগজের তা	৬১
ফল সম্পত্তি	ফলপ্রাপ্তি	৫২
বকম	কাষ্ঠ-বিশেষ, যাহা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়	১৪৩
বজবজিয়ায়	বজবজে	২০৯

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
বজরাদিগর	বজরা প্রভৃতি	১৬৩
বড় আদালত	সুপ্রীম কোর্ট	২০১
বন্দুয়ান	বন্দী, কয়েদী	১৭১
বন্দুয়ান চোর	ধৃত, বন্দী চোর	৩০৮
বন্দুয়ানেরদিগকে	বন্দীদিগকে	৩০২
বয়ান	ব্যাখ্যান	২০০
বরযাত্রিকেরদের	বরযাত্রীদের	১১৬
বরাওর্দ্ধ	বরাদ্দ	২০
বরোবর	বরাবর	৮৬
বর্ণ ভেদ	বর্ণের বিভিন্নতা, বর্ণাশুদ্ধি	৫২
বহাদর	বাহাদুর	১৭
বাঁকা হায়রা	সম্মুখস্থ পথিককে হুসিয়ারকারী	৯৮
বাঁকীদার	ঋণী	১৫৫
বাউটি	হস্তাভরণ	২৩৪
বাকুল	বাড়ী	১১২
বাঙ্গালি	বাঙ্গালা	৬১, ৮৭, ১১০
বাঙ্গালী	ঐ	৬৪
বাজারভাও	বাজার দর	১৪৪
বাজু	বাহুভূষণ	২৩৪
বাজে স্কুল	যে স্কুল নিয়মিত বসে না	৫
বাঢ়াইবার	বাড়াইবার	১৫৮
বাপাজী	বাবাজী	১০৮
বাবা লোক	হিন্দী ও খ্রীষ্টানী ভাষায় ইউরোপীয় জাতির পুত্রকন্যাদি	১৮
বারএয়ারি, বারওয়ারী, বারোএয়ারি	বারোয়ারি	২৩১
বারির	জলের	৩০৩
বার্ত্তাবিদ্যা	আয়ব্যয়-বিষয়ক বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র, ইকনমিক্স	১০
বালাম	ভল্যুম, খণ্ড	৬২
বাস্তু প্রস্তর	foundation stone	২৫
বাহাজী	ডাকবাজী, ডাকগাড়ী	৩০৩
বাহ্য বিদ্যার্থিদিগের	day scholars	২৪
বিকার শাস্ত্র	চিকিৎসাশাস্ত্র	৪৬
বিগর	বেগর, ব্যতীত	১২৭

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
বিজটা	হস্তাভরণ	২৩৪
বিতথা	বৈতথ্য, অসামঞ্জস্য	৩৪৯
বিধায়ক	সপক্ষে সভ্য	১১
বিবরিয়া	বিবরণপূর্ব্বক	৯০
বিবেচক	বিচারক	১২৮
বিলায়তের	বিলাতের	১৫৩
বিলি	ব্যবস্থা	২০০
বিশেষতো	বিশেষতঃ	১৩৩
বীজ	বীজগণিত	১৮
বুজরুকি	ক্ষমতা	২৮৫
বুরুল	বুড়া আঙুলের বিস্তার পরিমাণ, প্রায় এক ইঞ্চি	২৯৯
বেওরা	বিস্তৃত বিবরণ	২৬৯, ৩২২
বেকাননি	বেআইনী	৩৩০
বেগার	জোর করিয়া কাজ করাইয়া যাহাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না	২৮০
বেরদি	বের্দি (পর্তুগীস verde) সবুজ রং	১৪২
বেলাতে	বিলাতে	১৪৬
বৈয়র্থ্যহওনে	ব্যর্থ হওনে	৫৬
বোলমাত্র	বাক্য মাত্র	১০৫
ব্যাঁতে	বেঁতে, মুখে	১১২
ব্যক্তির শৈর্ব্যেদ্বারা	ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য দ্বারা	৮০
ব্যামোহ	অস্বস্থতা	২১৯
ভরোসা	ভরসা	৬০
ভাউলিয়া, ভাউলে	নৌকা-বিশেষ	২২৮
ভাগ্যবন্ত	সম্ভ্রান্ত, ধনী	৩
ভাগ্যবান	ঐ	৫
মকরর	নিযুক্ত	২০৫
মজুত	প্রস্তুত	১৭১
মটরাদার শাড়ী	রেশমী শাড়ী	২৩৯
মনাজন	মহাজন	৯৬
মলঙ্গীয়দের	লবণপ্রস্তুতকারক কুলীদের	১৫৮
মশালচিদীগর	মশালধারী প্রভৃতি	৩০৩
মসলন্দে	রাজাসনে, গদীতে	২১৯

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
মহকুপ	মোকুব, রহিত	২৯৪
মহাপা	পাল্কী-বিশেষ	২৬১
মহারাগতো	অত্যন্ত ক্রুদ্ধ	১০৭
মহীমনসিংহ	মৈমনসিংহ	১৬৭
মাগু	ভার্য্যা	১২৯
মাড়	ভেলা	২৪৬
মাদারি	অধীন	১৮৬
মামুর মত	প্রচলিত মত	২৪৬
মারি	আঘাত	১৭১
মাল	সফল, লটারীতে যে-টিকিটে কিছু উঠে	৩০৫
মাসতিতো	মাসতুত	১০৮
মাস্তর	মাষ্টার	২৮
মাহার	মাসের	১৫৫
মিসিল	সেসন, অধিবেশন	৩
মুসব্বর	জোলাপ-বিশেষ	১৪২
মেং	মিষ্টার	৫
মেট্যা তৈল	কেরোসিন	১৪২
মেজা	টেবিল	২৯
মেষ্টর	মাষ্টার	৩৫
মোং	মোকাম	৫
মোকরর	প্রতিষ্ঠিত	৪
মোকাম	বাড়ী	৪২
মোক্তারকার	কর্ম্মচারী, প্রতিনিধি	১৭৪
মোড়চা	মারোচা, মুসলমানী আমলে প্রবর্ত্তিত বিবাহের উপর শুল্ক	১১৩
মোতালক	অন্তর্গত	১১৪
মৌসুফ	উক্ত, উল্লিখিত	২১৯
যদিস্তাৎ	যদিচ	১৭৪
যবনেরদের	মুসলমানদের	৭৬
যর জন	যত জন	১৭৩
যাওনে	যাওয়ায়	৪৭
যাড়ি	জোট	২৯৪
যাপ্য	গোপনীয়	১১৯
যেহেতুক	যেহেতু	১২৮

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
বোত্রহীন	অবস্থাহীন, দেউলিয়া	২২২
বোত্রাপন্ন	অবস্থাপন্ন	২২৯
রচনা হইয়া	রচিত হইয়া	৭৯
রফ্‌ত	রপ্তানী	৩৪৫
রসুম	ফি, পারিশ্রমিক	১৭৩
রাখহ	রাখ	৯৬
রিবহু	রেভিনিউ	২১
রীতিবর্ত্ম বিদ্যা	আচারব্যবহার-বিষয়ক জ্ঞান	২১
রেউচিনি	রেবনচিনি, rhubarb	১৪২
রোগরাজেরদিগের	রোগরাজদিগের	১৮৬
রৌশনাই	আলোকসজ্জা	২৩৭
লওনহেতুক	লইবার জন্য	৩৬
লওনে	গ্রহণে	৭৭, ৮৩
লওয়াজিমা	প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র	১৬৬, ১৮০
লাগাদ	নাগাদ, পর্য্যন্ত	১৯৬
লাঘবতা	ন্যূনতা	১৭৯
লিখহ	লেখ	২২
লেখক	সেক্রেটরী	১২
লেটা	ঝঞ্ঝাট	১৮০
শব্দ পাঠ	বোঝানো, আবৃত্তি করানো	৭২
শরা	শরীয়ৎ	১১৮
শাটীন	সাটিন(বস্ত্র)	২৬১
শালিআনা	বাৎসরিক আয়	১৬
শাস্তারদিগের	শাস্ত্রসকলের	৪৬
শাস্ত্রাশয়	শাস্ত্রের অভিপ্রায়	৪৭
শিক্ষিতেছে	শিখিতেছে	৩০
শিরপা	শিরোপা, উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ	১২৯
শিরপেচ	পাগড়ি, পাগড়ির অলঙ্কার-বিশেষ	২১২
শিশু প্রামাণিক	আদর্শ শিশু	১০১
শুশ্রূষা	শুনিবার আগ্রহ	৮৬
শোক	সখ	১০২
ষড়্‌বর্গ	কাম, ক্রোধ প্রভৃতি	১৬৯
সংজ্ঞান	সংজ্ঞা, নাম	১২৩
সকৃৎ	একবার	১০
সত্তরি	সত্তর, ৭০	১৫৩
সনাত টাকা	কোম্পানীর আমলের ফরাক্কাবাদী টাকা	২১
সমন্বয়	সমান করা, সমাজে গ্রহণ	২৩১
সমবধান	সংগ্রহ	১৮
সমসের	তলোয়ার	২১৫
সমাজ	সমিতি	৮
সম্প্রদায়	সমিতি	৩
সম্বাদাবগত	সংবাদ অবগত	৫২
সরপেচ	শিরপেচ, পাগড়ি, পাগড়ির অলঙ্কার-বিশেষ	১৯৬
সরবরাহকারের	জোগানদারের	১৯৬
সর্ব্বসুদ্ধা	সর্ব্বসমেত	৬
সরহদ্দ	সীমানা	১৭৩
সরাফি কর্ম্ম	টাকা জমান, ভাঙান ও পরীক্ষা করার কাজ	১৪৮
সহমানে সমান	সমানে সমান	১৬২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
সাদর	প্রচার	৩৬
সাপন	কাষ্ঠ-বিশেষ, যাহা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়	১৪২
সাবাসিং	সাবাস সাবাস, ধন্য ধন্য	১২৯
সাবুদ	প্রমাণ	১০৯,৩১৯
সামান্য	সাধারণ	৮
সালিয়ানা	বাৎসরিক আয়	৩৩
সাহেবান	ভদ্রলোকেরা	১৪৮
সিক্কা	মুদ্রার ছাপ	২৪০
সিফাহিয়দের	সিপাহীদের	৩২
সুখোষিতত্ব	সুখে বাস করা	৩৪৯
সুধারা	সুব্যবস্থা	৫
সুলুপ	sloop, নৌকা-বিশেষ	১৬৩
সুসার	সুযোগ, সাহায্য	১০৮
সুর্ত্তি	লটারি	২৩০
সেক্রটরি	সেক্রেটরী	২৫
সেনটেরেল	সেন্ট্রাল	১৬
সেপর	ঢাল	২১৫
সেলা তণ্ডুল	শালিধানের চাল	১০৪
সৈন্তীয়	সৈন্ত-সম্বন্ধীয়	১৬৯
সোপর্দা	তত্ত্বাবধানে রাখা	৯৮
সোয়াক	সখ	১২৬
সোয়ারি	যান	১৭১
সোর	গোলমাল	২৬৯
স্ত্রীরদের	স্ত্রীলোকদের	২৫৪

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
স্থিরানুসারে	নির্দ্ধারণানুসারে	৪
স্থূল	কঠিন	৩৩৪
স্বার্থ	স্ব-অর্থ=নিজ অর্থে	৬৩
হইবাতে	হওয়াতে	২৭
হইবায়	হওয়ায়	১২৮
হইবার অন্তে	হইবার পর	৭৯
হইয়াবধি	হইয়া অবধি	৪৮
হইলেন নাই	হইলেন না	২৫৯
হওত	হইয়া	৯৬
হওনার্থে	হইবার জন্য	১৫৯,৩৪৪
হওনোদ্যোগ	হইবার উদ্যোগ	২৯৮
হওয়ালী শহরের	শাসনান্তর্গত শহরের	২৩৪
হজুরে	হুজুরে	২৫৯
হজুরের	হুজুরের	১৭৩
হয়	প্রস্তুত হয়	৮৫
হর রকম	নানা প্রকার	১৪৮
হাড়ি	হাড়িকাঠ	২৩৩
হাপ বজরা	হাফ বজরা, নৌকা-বিশেষ	১০২
হামরাও লোক	খ্যাতনামা লোক	২১২
হালালখোরেরা	মেথরেরা	১৯১
হাসিল	কাষ্টম ডিউটি, বন্দরশুল্ক	৩০১
হাসীল দপ্তরখানা	বোর্ড অব কাষ্টমস	১৪৫
হুনরি	দক্ষতার সহিত প্রস্তুত	১৭
হুপ	hope, সাহস	১০৩

বিষয় সূচী

৶০

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

|৶০

বিষয় সূচী

শব্দ পৃষ্ঠা

শব্দ পৃষ্ঠা

শব্দ — পৃষ্ঠা

সমাজ

১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।— উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক মহাকুলীন সদ্বক্তা ছিলেন তাহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্ব্বদা বয়স্যতা করিতেন ও তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এক দিন ঐ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন মহারাজ অনেক ব্যঞ্জন দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় কোন ব্যঞ্জন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুণ পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়া মুখে যাহা খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু অথচ সদুত্তর শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপ অনেক ২ কথা আছে।

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২৮ ভাদ্র ১২২৫

অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাতে কেহ কোন প্রকার ও আর কেহ কোন প্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ এইপ্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া গত রবিবারের সমাচার পত্রেতে এক দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লোকের লিখনের মত দরখাস্ত। তাহার বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জা ঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ। যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন মুখ ফিরায় সেই দিকের লোক মরে। এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করিয়া থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকে। আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঘাটে গেল সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়া আছে তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথাহইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথাহইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল সেখানেও তাহারদের দিকে মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তিন জনের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ছিল সেই দুই জন আর দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না অতএব ওলাউঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয় জন যুবা ছিল এইপ্রযুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল। অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে কএদ করা যায় তবে ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হয় ইতি।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১। ১৪ ফাল্গুন ১২২৭

বাবুর উপাখ্যান।—আমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড় ২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচররূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনাক্তন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জ্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যাগ দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকৃটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাসৎ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা কলিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে সে কি কি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

ইহার তাবতেরি চিহ্ন আছে ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কতকাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কি ২

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদর্য্য কত ২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে

থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক অভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোক-হইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রধারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়্২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে ২ করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য ২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহুরী কিম্বা মুনসী অথবা কেরানী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জ্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্পহইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজার ২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু

চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উমেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিষ্ঠায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই উমেদ-ওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম ২ কর্ম্ম দিবেন; ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন ২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কান লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উমেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসন-রূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উমেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে ২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম ২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন অনুসন্ধান করেন কেহ ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। উমেদওয়ারেরা স্ব ২ বাসায় যান তাহারা কেহ ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন ২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে ২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপর্দা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পরদিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায়কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর - শব্দে দুর্ব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদী সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ

হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অত্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ার; ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছে কি না আনতনি বক্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এমাণ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে শুষ্ক বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে উমেদওয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অত্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। উমেদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে যাহা ২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে ২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা উমেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছিল তাহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্ব্বার পাঠাইয়াছেন।

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন ২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে ২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার ২ গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি

মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।

২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে ২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে ২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে!

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পূরাইতে পারে-- দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব - শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে স্বর্ণসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮

শৌকীন বাবু। নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীস কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর একজন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর ২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর ২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকাহইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেত হইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রার শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে ২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে ২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বসি উঠে সাবধান ২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।

অজ্ঞাত কুলশীল নামক এক ব্যক্তি পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।

৩০ জুন ১৮২১। ১৮ আষাঢ় ১২২৮

বৃদ্ধের বিবাহ।—দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেই ত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে ২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না। ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে ২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু ২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক ২ গুড় ২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ দশ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে সুতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত ২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ ২ গোপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ ২ মাথায় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ো ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও

গোঁফে কলপ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অসুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তরের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে ২ বৈষ্ণবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনের জন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান ২।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন সেখানে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। তাঁহারদের যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই সকল ধর্ম্মতো আছেই তদ্ব্যতিরিক্ত ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক গুণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তাঁহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অনুগ্রহও করা আছে তাঁহারা সকালে গিয়া বাবুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন অনেক ২ প্রসঙ্গ হইয়া থাকে তাহার একটা লিখি।

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচার্য্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মাতাকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছে ও চৈতন্য অতিসামান্যরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রাদ্ধে আমারদের নিমন্ত্রণ করাইতে হইবেক। বাবু কহিলেন ভাল আগেতো তাঁহার কাল হউক তখন বোঝা যাইবেক। মহাশয় কি আজ্ঞা করেন তাঁহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা পূজা করিয়া জল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপকথনের দ্বারা প্রায় বেলা দুই প্রহর হইল। বাবু স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বাসায় গিয়া কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে ভাগীরথীতে গেলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া বৈদিক তান্ত্রিকাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন ওহে ভৃত্য অদ্য হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই ইহাতে শীঙ্গিমাচ আনিয়াছি আর পুঁয়ের খাড়া। তাহাই চড়চড়ি করিলেন আর ঘৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব্ব সেলা তণ্ডুলের অন্ন পাক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে কোন মান্য লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। তাহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহারু কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

বিদায় করিয়া কহিয়া দিব। চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একটা সন্দেহ আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা যায় কোন স্থানে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ সঞ্জয় উবাচ ইত্যাদি বহু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস উবাচ তবে কি প্রকারে বলি এ ব্যাস কৃত। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন ও অনেক কথা আপনি কোন দিবস প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রেরা ব্যস্ত হইয়াছেন। যে আজ্ঞা তাহাই করিব। চট্টোপাধ্যায় গেলেন।

ভট্টাচার্য্য বাবুর কাছে গেলেন পথমধ্যে ঐ গঙ্গাযাত্রার সম্বাদ পাইলেন যে অদ্য দেখিয়া আসিয়াছি কিছু ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাভাবিত হইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন। কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্ব্বাদে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কল্য বাক্‌রোধ হইয়াছিল অদ্য বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মনে ২ কহিতেছেন হে দেবতা কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহার কিছু আছে। না ঐ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গা মঙ্গল করিবেন। তাহা যে পক্ষে হউক। মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা যে দিবসাবধি ইঁহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি।

এই কথা কহিয়া গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড। কেমন ভট্টাচার্য্য অদ্য বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কেমন ২ বল দেখি। আর বলিব কি ছাই কথা হইয়াছে। সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না কল্য বাক্‌রোধ ছিল অদ্য বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া আমার বাক্‌রোধ হইল। তবে কি ওবিষয়টা বৃথা হইল। না মহাশয় ইহার মধ্যে একটা সুসম্বাদ আছে আহার নাই এইটা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপর্য্যন্ত আসিতে পারিতাম। আর ২ মহাশয়েরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা তাহা শুনিয়া কহিলেন রাম বাঁচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায়া ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদের এখানে কতগুলি টোল আছে। বিদ্যানিধি কহিলেন যে বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্তু সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেষ কহাতে আত্মশ্লাঘা পরগ্লানি হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কহিবার বাধা কি।

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া এক টোল করিয়া দিলেন তাঁহার বিদ্যা নাই ব্যবসায় কি প্রকারে করেন অনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতো জানান যে তাহারা আমার পড়ো তাঁহারা কখন ২ একবার পুথি খুলিয়া বৈসেন এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুরাপানে কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ আগম ও তন্ত্রের দুইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মদপান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরমা কথাদ্বারা বাবু তুষ্ট হইয়া টোল করিয়া দিলেন।

এবং কোন ভট্টাচার্য্যের টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন এ বড় নূতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। একজন বিষয়ী লোক আপন বাসার এক ব্রাহ্মণকে কহিলেন। ওহে

ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্ব্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন না ও বিদায়ও এত পাইতেন না এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কর্ম্মে কোন লাভ নাই যাহারা ২ টোল করিয়াছেন এক ২ নিমন্ত্রণ হইলে ১০০ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিষ্ঠ ও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল করিয়া দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিআনা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোজ্যের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচার্য্য ইহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। মহাশয় এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা কাহারো বাবুর উপরোধ কাহারো বা যজমান কিম্বা শিষ্য কোন সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নানাপ্রকার উপরোধে উপায় হয়।

ভাল ভট্টাচার্য্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিম্বা বিদায় কালীন যদি সেই বাটীর কর্ত্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভায় কিম্বা বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়া বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল লেঠা পল্লীগ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে।

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভট্টাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ। এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার কিছু তত্ত্ব তোমরা কেন না কর অনেক ২ বিষয়ে তাহারা ক্লেশ পায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটি সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ্য হয় তবে করিবেন কিম্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই করিবেন।

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাকে বৈদ্য ডাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান্ চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায় ২ বেড়ায় তাহারাই গরীব দুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরূপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারে না কেহবা ঔষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোবা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পৈতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচিতে পারে তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য। পীড়া হওনের সম্ভাবনা অনেক আছে কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই।

ঐ সকল কবিরাজেরা কি প্রকার চিকিৎসা করে তাহা বুঝি আপনারা অবগত নহেন আমি অনেক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক রোগীকে যে প্রকার চিকিৎসা করিয়াছে তাহা লিখি জ্ঞাত হইবেন।

দুঃখি এক ব্যক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাতে এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া আনাইলেক কবিরাজ বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র দর্শনি টাকা লইয়া হাত ধরিয়া দেখিয়া রোগ নিরূপণ করিতে লাগিলেন রোগীকে নানামতে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু বিবেচনার পর কহিলেন পীড়াটী কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে আর কোন বৈদ্যকে দেখাইয়াছিলা। বাটীর কর্ত্তা সে সকল কবিরাজের নাম কহিলেন।

পরে কবিরাজ কহিলেন হায় আমার কি দুরদৃষ্ট আর লোকেরি বা কি বিবেচনা যখন দেখিলেন যে আর কোনো কবিরাজহইতে রোগ ভাল হইল না তখন বলেন কণ্ঠাভরণ মহাশয়কে ডাক ঈষৎ হাস্য করিতে ২ কহিলেন ভাল আর চিন্তা নাই যখন আমি আসিয়াছি তখন বুঝি ইহার পরমায়ু আছে আমি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। লিখক কহে অত্র সন্দেহো নাস্তি।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন শুন আমার ঠাঁই এলোমেলো চিকিৎসা নাই যদি আমার উপর চিকিৎসার ভার দেও তবে আমি যাহা বলি তাহা কর আমি অন্য ২ কবিরাজের মত ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব রোগীর শেষ করিতে পারিব না এ আমার রীতি নহে। যেমন পীড়াটী শক্ত তেমনি ঔষধটী শক্ত করিতে হইবেক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইবেক কারণ কি যাহার নাম রামভদ্র তাহাকে কেবল রাম বলিলে উত্তর দিবেক না রোগটী জ্বর অতীসার ঔষধি করিতে হইবেক। বৃহৎ খাসাবলেহ চূর্ণ। ইহাতে সোনা রূপা মুক্তা প্রভৃতি ধাতু সকল জারিতে হইবেক যদি টাকা দিতে মনে কিছু সন্দেহ কর তবে আমি পৈঁতে করিয়া দি তোমরা দ্রব্যাদি আয়োজন কর বাটীতে ঔষধি প্রস্তুত করিয়া দিব আমার কাছে সে পাঠ নাই।

বাটীর কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া আত্মীয়গণকে লইয়া পরামর্শ স্থির করিলেন কর্ত্তব্য হইল কিন্তু এক জন বিচক্ষণ লোক সেখানে ছিল সেই সময়ে কহিলেক যদি তুমি এত টাকা দিতে রাজী আছ তবে ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন না আন আমার বোধ হয় সেই ভাল কারণ তাহারা বিজ্ঞ এবং প্রকৃত ঔষধি দিবেক তঞ্চক করিবেক না।

কণ্ঠাভরণ ডাক্তরের নাম শুনিয়া মহারাগতো হইয়া কহিলেন এমত স্থানে আসাই কর্ত্তব্য নয় যেখানে মান না থাকে সেখানে এই সকল গুলা হয় ওহে মহাশয়েরা তোমরা জান না শুনিয়াছ ইংরাজ ডাক্তর বড় গাড়ী চড়িয়া আইসে পেয়াদা সঙ্গে বাক্স সঙ্গে তবে বুঝি বড় চিকিৎসক হয় শুনদেখি বলি তাহারা চিকিৎসার কি জানে কেবল জোলাপ দিতে জানে জোলাপ দিয়া ২ মানুষগুলাকে আছাড়িয়া মারে। নিদানে লিখে। মল ভাণ্ড ন চালয়েৎ। কাহারে দেখিয়াছ যে ইংরাজ ডাক্তরে ভাল করিয়াছে। পরে সেই ব্যক্তি কহে অমুক ২কে ভাল করিয়াছে। কবিরাজ কহিলেন আরে তুমি জান না সেখানে আমার মামা বিশারদ মহাশয় ছিলেন তাহাতে সে ২ লোক রক্ষা পাইয়াছে।

কবিরাজের সহিত আর এক বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি কহিলেন ভাল তোমরা আমার একটা কথা শুন এমত কি পীড়া ইহার হইয়াছে যে ইংরাজ ডাক্তর আনিতে হইবেক যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করাণ যায় ও বাঁচিবে এমন আশ্বাস না থাকে তাহাকেই ডাক্তর দেখাইতে হয়।

ইত্যাদি অনেক কথার পর বাটীর কর্ত্তা কহিলেন কবিরাজ মহাশয় এক কর্ম্ম কর আমারদের বাটীর যে চিকিৎসক আছেন তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহা কর।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন সে বড় মঙ্গল আমি এমত নহি যে আপন মত বলবৎ করি তাহাকে ডাকাইতে লোক

পাঠান এ দিগে আমি এই অবকাশে ফর্দটা করি তিনি আইলে যেমত হয় করা যাইবেক। সোনা মুক্তা জারিতে হইবে তাহাতে অনেক টাকা তোমারদের ব্যয় হইবে তাহা তোমরা পারিবা না আর কালবিলম্ব হইবেক আমার স্থানে প্রস্তুত আছে ১৫০ টাকা আমাকে দেও আমি দিব আর এই ফর্দ গোবর্দ্ধন শাহার দোকানে লইয়া যাও কহিবা কণ্ঠাভরণ মহাশয় পাঠাইয়াছেন ৫০ টাকা তাহাকে দিবা কোন কথা কহিতে হইবেক না সে সকল মশলা গুলি দিবেক দেখ কত সুসার আমা হইতে হইল।

ঐ বাটীর চিকিৎসক ধন্বন্তরি মহাশয় আইলেন। কণ্ঠাভরণ তাহাকে দেখিয়া মহাসমাদর করিয়া কহিলেন আইস ২ বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক ভাল ২ ওগো মহাশয়েরা ইঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি কেমন লোক ইনি আমার অন্য নন আমার মাসতিতো ভায়ার পুত্র আমারদের এক ঘরের কথা।

কণ্ঠাভরণ কহিতেছেন শুন বাপু আমি ব্যাধি এই নিরূপণ করিয়াছি ঔষধি এই ব্যবস্থা করিয়াছি ইহাতে এই ফর্দ দেখ যাহা ভাল হয় তাহা কর কিছু অন্য মত হইয়া থাকে তাহাও বল।

ধন্বন্তরি কহিলেন মহাশয়ের কাছে কি আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয় অতিভাল হইয়াছে। আমি এই ঔষধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা কি করিব ইহারা মহাব্যয়কুণ্ঠ মানুষ এই নিমিত্ত হয় নাই ঔষধি ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে আহারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাপাজী তাহা কি বাকী রাখিয়াছি তুমি কি বিবেচনা কর। মহাশয় আমি বুঝি চিনির মুড়কী দুই চারিটী এইমাত্র। ভাল ২ বাপু হে না হবে কেন।

ইহা শুনিয়া রোগির মাতা কহিলেক ওগো বাছা আমার বড় ক্ষীণ হইয়াছে কিছু আহার দেও দুই একটা মুড়কী খাইয়া কত দিবস থাকিবেক আমি বলি পুরাণা তণ্ডুলের অন্ন আর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ দিলে ভাল হয়।

কণ্ঠাভরণ কহিলেন তোমরা জান না নিদানে লিখিয়াছেন। কপ পীত্তি করে মাছে কপ পীত্তি করে দোঁই। তাহা কদাচ দেওয়া হইবেক না।

পরে অনেক বেলা হইল ১৫০ টাকা লইয়া বেন্যার দোকানে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।

এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন ২ করিতেছে দেখিয়া কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা সুদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল ২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্রা করা ও ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন।

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ

কহিলেন এক দ্রব্য তম্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল।

অতএব প্রার্থনা এই মহাশয়েরা একটা মহাসভা করিয়া কবিরাজেরদিগকে আনাইয়া বিবেচনা করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হয় সকল বিষয় বুঝিতে পারে এমত ব্যক্তিকে এক আজ্ঞাপত্র দেন যে সে ব্যতিরেকে অন্য কেহ চিকিৎসা না করিতে পারে। আর এই রীতি বরাবরি থাকে যখন যে চিকিৎসক হইবেক ঐ মহাসভার আজ্ঞাপত্র লইয়া চিকিৎসা করিবেক এবং কতকগুলি উত্তম ২ ঔষধি ঐ মহাসভা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে পারে নচেৎ ঐ সকল কবিরাজ যমরাজ স্বরূপ হইয়া বাটী গিয়া ধনপ্রাণ দুই হরণ করে তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। ইহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১ আশ্বিন ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে ইহাতে তাঁহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে। আমি মনে করি যে আপনি নিজ দর্পণে অর্পণ করিলে কুপথহইতে সুপথে গমন করিবেক।

এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টানুশিষ্ট সন্তানেরদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাঁহারা বুঝি ইতর ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচনা করেন কিন্তু তাঁহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর আর যদি না জান কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা কেবল ব্যবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাহা একবার মনে কর না শুধু অভিমান। আমি কতক ব্যবহার স্মরণ করাই।

১॥ বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহপর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক।

২॥ সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়ে রাঙ্গাপেড়ে শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপেড়ে ধুতি পরিধান করেন এ সকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয় আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।

৩॥ বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হুদ্দ

মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুঁচুড়া চুঁড়া কারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম বাঁাৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা যাহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা সকলকে লইয়া আমোদ করেন।

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠী লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। সে সকল চিঠীর নকল আগামিতে পাঠাইব তাহা দেখিলে বিদ্যার বিষয় আমাকে বড় পরিচয় দিতে হইবেক না।

অতএব বলি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তখন লোকের নিকট আমি বিশিষ্ট লোক আমি বড় লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক।

২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮

বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত পত্র॥ সমাচার দর্পণকারক মহাশয়েষু। – আমি এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাবৎ হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক এঁহারা পরম-ধার্ম্মিক দয়ালু দীনহীনশরণ্য প্রতিপালকোল্লসিতচিত্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ব্বক পুরস্কার করিতেছেন। কিন্তু এক আশ্চর্য্য সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতুক কোন জাতীয় মহাশয়েরা বৈষ্ণবমহাশয়েরদিগকে ব্রাহ্মণোপরি মান্য করেন। যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি বৈষ্ণব হয় তবে তাহাকে বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়া তাহার চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ যে ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি অদ্য মদ্যপানাভিভূত ধূলাবলুণ্ঠিত থাকে আর কল্য প্রভুর দ্বারে ১। পাঁচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী হইলে অতিশয় মান্য হন। অতএব ধন্য ২ কলিযুগে আশ্চর্য্য প্রভুর লীলা। পরন্তু তাহারদিগের পরিজনের ব্যবহার লিখিতেছি প্রথমতঃ তাঁহারদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মণ নমস্য হন না এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদাদি গ্রাহ্য হন না। কহেন যে উঁহারা বেদমাতা গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত। তবে যে গোস্বামিরাও ঐ উপাসক বটেন কিন্তু প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য। পরন্তু ঐ পুণ্যবতীরা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উষ্ণজলাভিষিক্তান্তে রসকলিকা তিলক ও র নামামৃত সর্ব্বালাঙ্কিত করিয়া শ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইর চরণারবিন্দ স্খলিত রজো গ্রহণেই আহ্নিক হয়। পরে শ্রীরসামৃত ও শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীপ্রেমপথবিনীত পাঠক পরমপ্রেমদায়ক মহাশয়কর্তৃক পরমপ্রেম প্রাপ্তা হন। কোন পুণ্যবতী স্বজাতীয় অন্ন গ্রহণ করেন না ও আত্ম গৃহের বাস্তু দেবতা গণ্ডকী শিলা বিশিষ্ট যে মূর্ত্তি থাকেন তাঁহার প্রসাদাদিও গ্রহণ করেন না কহেন যে উনি ব্রাহ্মসমীপে সংস্থাপিত হইয়া থাকেন অতএব কি প্রকারে প্রসাদ গ্রহণ

করা যায়। যদ্যপি অতিদূরে কোন অধিকারি মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে ঐ পুণ্যবতী বৈষ্ণবদ্বারা সেখানহইতে মহাপ্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ করেন। তাহা ছত্রিশ জাতি স্পর্শেও দুষ্ট হয় না এবং একাদশী দিবসে বিধবার গ্রহণ করণে ব্রত ভঙ্গ হয় না। এক আশ্চর্য্য সমাচার শ্রবণান্তে গোপনার্থে যথোচিত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু তাহাতে অপারক হইয়া প্রকাশ করিতেছি। এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ং কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ রজতনির্ম্মিতান্নপাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্নসংযুক্ত ভূরি ২ অন্তঃপুরে গৃহিণী সমীপে উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জ্জন গর্জ্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণুপরায়ণ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্ব্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অন্তঃপুরহইতে বহির্দ্বারে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যথোচিত প্রহার করিলেন। ঐ দ্বারপাল ব্রজবাসী বিশেষতঃ কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষ হইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন। এই কর্ম্মে প্রতিদিন মোর আগমন॥
এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই॥
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি। সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি॥
নাহি ছুল্যাম নাহি পালোম সুখ উদ্দীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন॥
রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি। এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি॥
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এ বেটা মারিবে॥
রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ। দুই মতে দায়ে কাটে কুমড়া যেমন॥

দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ॥
সুন্দর করিল সুখ বিস্তারে লইয়া। কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া॥
বার ২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান। এইবার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ॥

ভক্তগুরুর লণ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য ২ এই রূপ কর লীলা খেলা॥
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোঁসাই। শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই॥
আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে। জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাকি দিতে পারে।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৫ ফাল্গুন ১২২৮

বিজ্ঞাপনপত্র॥ শুনা গেল যে গত সপ্তাহে· বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত যে পত্র ছাপান গিয়াছে তাহাতে কেহ ২ বিরক্ত হইয়াছেন। যিনি ২ বিরক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারদিগের উচিত হয় যে ইহার সদুত্তর লিখিয়া পাঠান পাঠাইলে আমরা দর্পণে অর্পণ করিব যেহেতুক সর্ব্বোপকারক সমাচার ছাপাই। কোন লোকের পক্ষীয় নহি তাহাতে যে কোন লোক আশ্চর্য্য প্রেরিত পত্র পাঠান তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়া ছাপাই।

৫ মার্চ ১ ২৫। ২৫ ফাল্গুন ১২৩১

সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—······রাঢ় দেশান্তর্গত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ও বিত্তাংশে ন্যূনতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকালপর্য্যন্ত কার্ত্তিকেয় ব্রত করিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি হইলে ঐ ব্রতোদ্যাপন করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টাতে অবশেষে প্রায়োবয়ঃশেষে দেশে বিদেশে মনোভিলাষে ঘটক নিবাসে এক দিবস প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঘটক সিংহ মামা মহাশয় প্রণাম করি আমাকে চিনিতে পারেন ঘটক কহিলেন আইস বাপা তুমি আমার পেলারাম দাদার পুত্র তোমাকে না চিনিবার বিষয় কি। ভাল তোমার সন্তান কি। নকড়ি কহিলেন মামা সে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। ঘটক কহিলেন ভাল তবে দ্বিতীয় পক্ষের সংসার করণের বাধা নাই এমত অনেকেই করেন তোমার বয়স বা কি অনুমান পঞ্চাশের ন্যূন হইবে না। ইহার শাস্ত্রও আছে যে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। নকড়ি কহিলেন মামা দ্বিতীয় পক্ষের বিষয় কি প্রথম পক্ষই হয় নাই। ঘটক খেদ করিয়া কহিলেন হায়· এমত সুপাত্রের বিবাহ হয় নাই। ভাল বাপু চিন্তা করিও না। নকড়ি কহিলেন ভরসা তুমি যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহা কর এবং বিবাহ সংস্কার প্রধান তাহা ব্যতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় না। শাস্ত্রও এই সংস্কারাদ্দ্বিজমুচ্যতে। ঘটক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন আমি এবিষয়ে চেষ্টা করিব যে হউক মূল ভবিতব্য প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট এবং আমার হাত যশ ভাল বাপু তোমার সঙ্গতি কি আছে। নকড়ি কহিলেন নগদ কিছু ও ভূম্যাদি তদ্ভিন্ন ভিক্ষা শিক্ষাতে যত পারি। ঘটক কহিলেন শুন বাপা আহার ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জ সদা হবে। অতএব বাপু আমাকে অধিক দিতে হইবে না নগদ দুই শত টাকা আর পারিতোষিক যাহা দেও কেননা তুমি ঘরের ছেলে যে হউক কন্যার পণাপণ এখন কিছু কহিতে পারি না জানিয়া কহিব ইহা কহিয়া ঘটক চেষ্টাতে গেলেন।

পরে ঘটক জাহানাবাদ পরগণার আমড়াগাছী গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের বাটীতে উপস্থিত হইলে ঘোষাল সমাদরপূর্ব্বক আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় বাকুল ছাড়া কবে। ঘটক কহিলেন আমারদিগের গ্রামের তিনের হাটের দিন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আহারাদির কি হইয়াছে। ঘটক কহিলেন স্যাখেরদের বড় পখুরের পাড়ে হাত পা ধোয়া হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ব্যাঁতে কুটা কাটি নাই

ইহা শুনিয়া ঘোষাল এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন পরে অম্বল সম্বলিত সদ্যো রোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুইশাক পাক হইয়া ঘটকের ভোজন হইল। পরে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মহাশয় এ দেশ্‌কে কিস্‌কে আগমন। ঘটক কহিলেন যে যে ব্যবসায় করি তাহাতে সর্ব্বত্রেই যাইতে হয় সম্প্রতি একটি অপূর্ব্ব পাত্র উপস্থিত বাসনা করি তোমার কন্যা প্যারিমণির সহিত শুভসম্বন্ধ করিয়া দি। পাত্র উত্তম কোন অংশে ত্রুটি নাই জাত্যংশে কুলের মুখুটী দাসুবাঁড়ুয্যার সন্তান কাশ্যপগোত্র নাম নকুড় মোহন গাঙ্গুলী কিন্তু চক্রবর্ত্তিরূপে খ্যাত। পাত্র গুণবান বানান সিদ্ধিফলা জানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে এবং চাকরি আছে নাগসরকারের বাটীতে ঠাকুরের সেবা করে। মেয়েটী দুঃখ পাইবে না দুইটা হালো গরু আছে শুন ঘোষাল মহাশয় অন্যান্য ঘটকের মত আমি মিথ্যা কহি না তথাপি আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন ফলায় নম পরিচায় নম অর্থাৎ ফলেন পরিচীয়তে· ঘোষাল কহিলেন সে সকল কন্যার কপাল সম্প্রতি পণাপণের কি ৪০০ টাকা অনেকে কহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের কন্যার পণ ৫০১ টাকার কম হইলে মুনাফা থাকে না ইহাতে যদ্যপি সম্মত হন তবে কর্ত্তব্য কেননা ঘরবর ভাল।

পরে ঘটক বরের নিকটে যাইয়া কহিলেন যে বাপা শুভকর্ম্ম এক প্রকার স্থির করিয়াছি এখন তোমার শক্তি লইয়া কথা। আমড়াগাছি গ্রামের শ্রীকেনারাম ঘোষালের কন্যা মেয়েটী উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্টব আছে বয়স ১১ বৎসর কিন্তু একটু লক্ষ্মীটেরা সে মঙ্গলসূচক। ঘোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম সুবল যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান এমত ঘরের কন্যা পাওয়া ভার ৬০০ টাকা পন তদ্ভিন্ন ডেলা সেলামী ও মোড়চা ৫০ টাকা লাগিবেক গহনা যে দিবা সে তোমারি থাকিবে এই কথাতে ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড বকাণ্ড প্রত্যাশাবৎ জলপিণ্ডাশাতে ঐ গণ্ড মূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল ও একখানি মুগ্ধবোধ প্রস্তুত করিয়া রাখিল অর্থাৎ পরোপকৃতয়ে মরা।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র।—সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন আমি যে পত্র পাঠাইতেছি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করেন তবে অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হয় ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন।

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো ২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক ২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপদ্বারা ক্রমে ২ ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতুক সংসর্গজাদোষগুণাভবন্তি ইত্যাদি।

যে ২ বাবু এই পথবর্ত্তী হন তাঁহারা ঐ সকল লোকেরদের মধ্যে অতিশয় সুখ্যাত হন। যে বাবু আপন পূর্ব্ব পুরুষের ধারা পালন করেন তাঁহার অখ্যাতির সীমা নাই। কহে যে অদ্যাপি চুলকাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়েকোঁচা হইল না অমুক বাবু কোন কালে মনুষ্য হইবেন। অতএব শিষ্ট সন্তানেরা এরূপ চলনে শিষ্ট মধ্যে গণনীয়া না হইয়া নিন্দনীয় মধ্যে গণিত হন এ বড় দুঃখের বিষয়। ভাগ্যবান লোকেরদিগের উচিত যে আপন ২ বালকেরদিগকে শাসিত করেন যে কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ করেন।

৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯

প্রেরিত পত্র। সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—আপনকার সমাচার দর্পণ অনেক ভাগ্যবান লোকে পাঠ করিয়া থাকেন ও নানা দেশে গিয়া থাকে অতএব এতদ্দেশের এক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনার দর্পণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্পণ করিলে আমি পরমোপকৃত হই। এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা পাকা বাটী করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাহার শেষ করেন না অর্থাৎ কোন ২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থানে কেবল ভিতরে বালির কর্ম্ম করে ও বাহিরে তাহাও হয় না এবং কোন ২ স্থানে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু বাহিরে ভারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে। ইহাতে বাটীর অসৌন্দর্য্য ও দর্শনে মন্দ ও দর্শকেরদের অসন্তোষ ও গৃহকর্ত্তার ক্ষতি হয়। অতএব ইহার কারণ কিছু বুঝিতে ন পারাতে প্রশ্ন করিতেছি যদি কেহ ইহার কারণ লিখিয়া পাঠান তবে বাধিত হইব ইতি।

২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯

আশ্চর্য্য বিবাহ ॥—জেলা নদীয়ার মোতালক সাঁকোমথনপুর গ্রামে শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহারা দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ বৎসর এতাবৎ কাল কেবল কার্ত্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্তু বিব্রতপ্রযুক্ত ঐ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারেন না তাহাতে সর্ব্বদা মনোদুঃখী ও সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন কোন ক্রমে কোথাও বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহারা নিজে বংশজ তাহারদের সংসারে ১২।১৪ বর্ষীয় দুইটী ভাগিনেয়মাত্র আছে। এবং অনির্ব্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন মহাপ্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেখানে প্রকৃত কন্যা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু যখন শ্যামনগরের বরকর্ত্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন। অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং ঐ লগ্নানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যাবেশ করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীর ছালনাতলায় উপস্থিত হইলে ঐ কন্যাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা ঐ পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা উপযুক্তা বটে যা হউক অমুকের ভাগ্য ভাল। বরও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যুষে তাবৎ বরযাত্র শ্যামনগরে

গিয়া ঐ চক্রবর্ত্তিকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

বালকের ইংরাজী পোশাক।— শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়। আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ ২ ছোট ২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন ২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্য করত কহিলেক "কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা" "বাবুকা লড়কা" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকের-দিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানাপ্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে।

শুনিয়াছি এতদ্দেশজাত অথবা যাহার পিতা গোরা ও মাতা কালা তাহারদিগের সন্তানেরাও ইংরাজ হয় কিন্তু কিছু মলিন বর্ণ হয় ইহাও বুঝি তাহাই হইবেক পদাতিকের কথায় প্রত্যয় না করিয়া বালকের-দিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী—ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক। যখন মস্ত যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।

অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার ভোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।

২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

বর যাত্রিকের অবস্থা।—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়ণী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল

তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্তত: পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বর যাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈ:স্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহা ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে ২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক ২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই। - সং কৌং

১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২

কন্যা বিক্রয়। কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমানহইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে ইতি। (বাঙ্গালা সমাচারপত্র-হইতে নীত।)

৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২

বলাৎকার।—শুনা গেল যে মোং মীরজাপুরনিবাসি কোন কায়স্থের এক পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্ত্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্দ্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্ত:পুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিক্রুত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাহা হয় তাহা প্রকাশ করা যাইবেক। সং কৌং

১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন।—বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসন্ন কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ

বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে ২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ বৃদ্ধের এই সম্বাদ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ কএকটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তদুপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন বৈরাগী খোল করতাল ও রণ শিঙ্গাদির বাদ্যের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্মান্তিক আয়োজন পুরঃসর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার সমভিব্যাহারে অনেক যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাত্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ বরের নাড়ী পরীক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তন ও তৃণগুচ্ছের চামর ব্যজন করিতে ২ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দীপাদি নির্ব্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লগিলেন বিবাহ কার্য্য সুন্দররূপে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিতা সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রসূতিপ্রভৃতি স্বজাতি স্ত্রীলোকেরা শিরে করাঘাত করিয়া খেদে (তালসাশ কাটম বসের বাটম আমারদের ঝিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ) মেয়ালি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে স্বীয় মাল্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত সুবর্ণলতিকা সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল তাহাতে ঐ গুণনিধি বর রসিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসর্জ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।—তিং নাং [সম্বাদ তিমিরনাশক] .

৩১ মে ১৮২৮। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৫

এক নবীন যোগির উপাখ্যান।—কোন এক নগরনিবাসি নবীন যোগী আপন শৈশবাবস্থায় অতিশয়াস্থাপুরঃসর দেবস্থানে তদ্দর্শনে যোগারাধনা করিত কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গসঙ্গে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল। যোগবল নির্ব্বল হইল তদ্দৃষ্টে স্বগণ সজল নয়নে আক্ষেপ করিতে লাগিল ভিন্নগণ পরমাহ্লাদে গদগদ হইল নবীন যোগী সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত। এক দিবস দেবযাত্রায় তদুপলক্ষে কোনস্থানে নিশিযোগে বহুতর নাটক এবং গায়কের সমারোহ হইয়াছিল নবীন যোগী তথায় গমনপূর্ব্বক নানা কেলি কৌতুকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণাবলোকনে সর্ব্বজন বেষ্টিত প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনঃপুন ধন্যবাদ করিল। এতৎসময়ে নবীন যোগির এক প্রবীণ পরমার্থদর্শির তথায় তদ্দর্শন মানসে সমাগম হইয়াছিল ইতোমধ্যে গুণনিধি যোগির সদ্ব্যবহার এরূপ মহৎ ব্যাপারে নিরীক্ষণ করাতে কিপর্য্যন্ত সন্তোষ হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থা। নবীন যোগির একে নবানুরাগ তাহে কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে তদ্ধর্ম্মানুসারে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপ্রদায়ক কর্ম্মে অর্থাৎ সুন্দর নামে এক সুন্দর নাটক নিরীক্ষণে নিগূঢ় সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ

মন্ত্রনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন মননে পূর্ব্বের সিদ্ধ যোগবলে যুগ্ম ভাবে পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল সংযোগ কর্ত্তার কঠোর যোগাভ্যাসে এবং নাটকের নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। সংপ্রতি এই বিবরণ শ্রবণে মনে করি যুগধর্ম্ম রক্ষার্থে মনুষ্যদিগের এতাদৃশ যোগমার্গে আশুতোষ প্রবৃত্তির উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে। কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ।

১৪ জুন ১৮২৮। ২ আষাঢ় ১২৩৫

এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ।—সৎ কায়স্থ কুলোদ্ভব এতন্নগরস্থ এক ব্যক্তি আপন শৈশবাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষার্থ বহুপরিশ্রম করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যাধীন তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই ইহাতে তাহার দোষ নাই যেহেতুক বিদ্যা আর বিভব এবং রূপ হওয়া জন্মান্তরের বিস্তর পুণ্যাপেক্ষা করে কিয়ৎ কালানন্তর ঐ ব্যক্তি যোগারাধন মানসে কোন এক উদ্যানে সর্ব্বত্যাগী ও তান্ত্রিক এবং সাত্বিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তদুপাসনাদ্বারা তৎকর্ত্তৃক ইষ্টানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষানুসন্ধানাবগত হইতে লাগিল পরে বৈধাবৈধাচার বিবিধ বিধানে সুবিদিতও হইল আর সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল দৈব বলে মহাকুতূহলে বেদান্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে সহসা উদ্যত হইল ইতিমধ্যে বিবাহদ্বয় করিয়া অদৃষ্টবলে অপত্যের মুখাবলোকনে মহাপুলকিতান্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর যৌবনাধীনহেতুক এক প্রবীণা নায়িকার প্রেমে মোহিত হইয়া নানাভোগোপভোগে পারলৌকিক ভোগান্তর যাতনা বিস্মৃতা হইল এই সুখ সময়ে দৈবাধীন অবিদ্যার প্রাণ বিয়োগে বিরহ-সংযোগে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে সংসার অসার এই বোধে শ্মশান বৈরাগ্যাশ্রয়ে বিবেক গ্রহণে সাংসারিক সুখাভিলাষে অনায়াসে পুনশ্চ বিরত হইল। অপর তেষাং এষাণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে ইতি প্রমাণাৎ। শূদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠা তদবলম্বনে মহাহর্ষমনে দিনান্তে অথবা নিশা যোগে যথাকালে একাহারে কালযাপন করিতেছে। এইক্ষণে দুরদৃষ্টবশতঃ ঐ বিবেকী অর্থাকাঙ্ক্ষায় এতন্নগরে সর্ব্ব দ্বারে২ স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না এ কি কলিস্বভাব। অপর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমহইতে বিশ্রামপ্রাপ্ত তাহার অনুচিত যে লোকালয়ে থাকিয়া অর্থের নিমিত্ত অনর্থ-কোপাসনাতে দাসত্ব স্বীকার করে। দেখ বিবেকি ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে তীর্থপর্য্যটন করা উচিত তদন্যথা করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বৃথা হয় বরঞ্চ ভণ্ড বিবেকিরূপে জগতে বিখ্যাত হইতে পারে। এইক্ষণে অনাহারে বিবেকি মহাশয়ের অস্থিচর্ম্ম সার হইল অর্থোপার্জ্জন দূরে থাকুক জীবন রক্ষা করা ভার ইতি। কস্যচিৎ গৃহিণো নিবেদনং।

২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ শ্রাবণ ১২৩৬

আসামদেশেতে জবন জাতি অত্যল্প অনুমান দুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে এবং পিরমুরসীদ-প্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞিইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম রাজার আমলে গোহত্যা করিতে পারিত না তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ শরার প্রায় জারী ছিল না গুয়াহাটি ও রঙ্গপুর রাজধানীতে

যাহারা থাকে তাহারা বরং শরানুসারে চলে মফঃসলে বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত কাজী পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু যাপারূপে থাকিত এইক্ষণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল হওয়াতে মীরজা তাজবেগকে কাজী মোকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছিল তাহাতে ঐ কাজী অকদখানিরুখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয়া মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহা হজুরে জাহির হওয়াতে বারম্বার তহকীয়ত করাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জানা গেল যে এক জবন বালক অনুমান ৭।৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে ঐ কাজীর তরফ এক জন মুসলমান গোগমন রূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তঙ্কা দণ্ড চাহাতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে ৪০ তঙ্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়া টাকা লইয়াছিল তাহাতে ঐ বালকের জননী জবনী হজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল তাহাতে শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু ইহাতে তাহার উপর গোমৈথুনাপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে কজাই কর্ম্মহইতে মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাহার যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক।

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

প্রেরিত পত্র।—গত আষাঢ়মাসে কলিকাতা মহানগরমধ্যে হাটখোলা গ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের রথ-যাত্রানন্তর ঐ স্থানে মাণিকচন্দ্র বসুজর বাটীতে অবস্থিত হইলে তথাকার বিশিষ্টশিষ্টধর্ম্মিষ্ঠ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত অধিকন্ত সেবানিতান্ত অন্তঃকরণেচ্ছুক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য ২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল আপনারা পাইয়াছিলেন তাহাতে তত্রস্থ অন্য দলস্থ কতকগুলিন হিংস্রক নিন্দক বিদূষক ভণ্ডপাষণ্ডষণ্ড কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা কৃপণতাস্বভাবপ্রযুক্ত বাবুদিগের মতের বিপরীত হইয়া দ্বেষাদ্বেষ উপস্থিত করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমিদং কলিভবে। এতন্নগর মধ্যে কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন অপেয়পান ত্বক্ ছেদনপ্রভৃতি বিবিধবিধ কুকর্ম্ম করিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন কিন্তু শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের প্রসাদ সেবনে ঐ স্থানে নিন্দনীয় কুকর্ম্ম ঘটাইয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।—সং চং

২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

নামত্যাগ। শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন ২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠি লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য ২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থূল লিখি যদি ইহাতে কি

অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান সুবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এ কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird গোষ্ঠীর উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা Mrs. Bird ; কিন্তু R. লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Royর স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee, কৃ বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।—সং চং

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

জাবনিক রুটিভক্ষণ।—আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্রঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্‌ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের এক জন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমন করত ঐ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সুতরাং তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধ কল্পাবলম্বী হইলেন যে কাব্যরত্ন ঐ রত্নাকর হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে। কিন্তু ঐ অভাগ্য বালকের সপক্ষে কৌমুদীতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং চন্দ্রিকার এক প্রেরিত পত্রের একাংশে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

শ্রীযুত সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশক মহাশয়েষু।—…কোন কলিকাতানিবাসি বিজ্ঞ মহাশয় যিনি এক্ষণে অস্মদাদির গ্রামবাসী হইয়াছেন তিনিই সাধারণের উপকারের নিমিত্তে ইষ্টকাদির দ্বারা রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন তাঁহার প্রশংসা করা গিয়াছিল কিন্তু মনে করি চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার চাঁদার ফর্দ্দের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে না পাইয়া তৎপ্রশংসাপত্র প্রকাশ করেন নাই।…

দ্বিতীয় কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দুকালেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটী খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তেঁহ কহিলেন যে ইহা কেবল চন্দ্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি ঃইয়াই থাকে তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতুক কেহ ঐরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহাশয়ের যে ২ লোককে ধর্ম্মসভার সম্পাদক করিয়া তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা যদি সেরূপ কদাচারী হইয়াও ধর্ম্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর কিম্বা

তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটী ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রতা ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক অতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষয় ঘটিবেক। কস্যচিৎ গুড়া নিবাসিনঃ। সং কৌং

আমোদ-প্রমোদ

১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬

নর্ত্তকী।—শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭

মোং গরেটীর বাগানের বড় নাচঘর অতিপুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে…।

২২ নবেম্বর ১৮২৩। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০

নাচ॥—গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘন্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘন্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

১৭ অক্টোবর ১৮২৯। ২ কার্ত্তিক ১২৩৬

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীতইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্য-গীতাদিতে যেপ্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে

আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্ট করা অনুচিত হইতে পারে যে কাহারো ২ তাদৃক্ ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কতক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড় ২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালির ক্রমে ২ হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাসহওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাহারা জ্ঞানকাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এইপ্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।

সমারোহপূর্ব্বক এই উৎসবকরণ অল্প কাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গ দেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ২ ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক ২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎ কালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এই ২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০

নূতনগৃহ সঞ্চার ॥—মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ আগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১

সং করার ফল ॥—শুনা গেল যে ধোপাপাড়ানিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংসৃষ্ট চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচারকর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

৫ এপ্রেল ১৮২৮। ২৫ চৈত্র ১২৩৪

ইশ্‌তেহার।—চুঁচুড়া মোকামে পূর্ব্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। উক্তক শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় চৌধুরির বাটীর সম্মুখহইতে চাণকের লাইনপর্য্যন্ত এ সঙ্গের গমনাগমন হইবেক অতএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫

হাজি সাহেবের সং।—গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎশ্রবণাবলোকনে ঐ ভবনে এতন্নগরস্থ বহুতর বাবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমৎকার সভা হইয়াছিল সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই য়িহুদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাকে বড় লোক জ্ঞান হওয়াতে সভামধ্যে আসিতে বারণ করিতে কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম করত সকলকেই সম্বোধন করিয়া উপবেশনানন্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে অনেকে সংজ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন যাহা

হউক ইহা হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা যদ্যপি ইনি ইহার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর নহে কিন্তু হাজি সাহেবের সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

ওলাউঠারোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে ২ ঐ রোগে অনেক লোক মরিতেছে। কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল…।

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।

২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮

নূতন যাত্রা॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর তুচ্ছকৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮

নূতন যাত্রা।—নেপ্তেনন্ত উইলেম ফ্রেঙ্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহাহইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।

৪ মে ১৮২২। ২৩ বৈশাখ ১২২৯

নূতন যাত্রা।—মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতিসুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবিরা স্বীয় ২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যহইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইত্তিকর্ত্তব্যতা বেশ ভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

নূতন যাত্রা॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।—পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষপর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি।

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।
ললিতা বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।
ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা।

গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।
বাদ্যতালে নৃত্য ঘটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৬। ২ আশ্বিন ১২৩৩

নৌকামগ্ন।—পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে চারি পাঁচ দিবস হইল এক সম্প্রদায় কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা পাপ্পুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল ··· । সং কৌং।

৬ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগম্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া যোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচররূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন।

২১ আগষ্ট ১৮২৪। ৭ ভাদ্র ১২৩১

মরণ।—২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতিসুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১

সকের কবিতার বৃত্তান্ত।—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পূজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের * কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন তাহাতে আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সজ্জা এবং নৃত্য সন্দর্শনে

বদ্ধিষ্ণু মহাশয়েরা যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্ব২ ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সন্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

১৯ নবেম্বর ১৮২৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২

মৃত্যু॥—শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুই ভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলুঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইহাঁরদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।
—তিং না°

২৬ নবেম্বর ১৮২৫। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩২

গত সপ্তাহে আমরা নীলুঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জ্বরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

১১ মার্চ ১৮২৭। ২৯ ফাল্গুন ১২৩৩

…ঐ [বৈ]কোণা [য়] গ্রামনিবাসি শ্রীযুত কৃষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটীতে সরস্বতী পূজোপলক্ষে কলিকাতাহইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্নমণিপ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল…।

২০ নবেম্বর ১৮২৮। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদনমিদং কএক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সূতার আমদানি হওয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত ২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষা পাইয়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন

নেড়ারদিগের দায়হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।—ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১২ মাঘ ১২৩৫

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়া সাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়া সাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায় দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্যোগ যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলনকরণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী গিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গায়কগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবায় তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাঁধিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২

পরিহাস।—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এক সময় একটা বিল্বফল হস্তে করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ইতোমধ্যে আপন বৈবাহিককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় ভাঙ্গি তাহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ ভাঙ্গও খাউন।

অপর এক দিবস মহারাজের বৈবাহিক ঐ মুখোপাধ্যায় কিছু মাগুর মৎস্য মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে মুখোপাধ্যায় মহারাজের নিকট আগমন করিলে মহারাজ কহিলেন হে মুখোপাধ্যায় তুমি যে মৎস্য প্রেরণ করিয়াছিলা তাহার অন্ত ছিল না সুবোধ মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ এই ব্যঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ তাহার আদিও ছিল না।

১২ নবেম্বর ১৮২৫। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩২

পরিহাস॥ …মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের বৈবাহিক আগমন করিলে মহারাজ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বৈবাহিক মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে তোমারদের দেশে মাগু বিক্রয় হয় বৈবাহিক তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ লইয়া যাইবামাত্র।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।—২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদরের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি ছুড়াছুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উলটাপালটি লপ টালপ্টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর এক জন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি ২ বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিলাম।

শ্রীযুত বাবু নন্দদুলাল ঠাকুরের বৈদ্যনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবেক সে ঐ যুদ্ধ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন দুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জয়ী হইল। দুই বার সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন। বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈদ্যনাথকে কোল দিলেন এবং তাহার উৎসাহবৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সে স্থানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায় যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সবিস্ক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংগ্লণ্ডীয় ভদ্র লোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।

১৩ আগষ্ট ১৮২৫। ৩০ শ্রাবণ ১২৩২

কুস্তি লড়াই।—বর্ত্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ম্মপুরের শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা দুই ২

জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর ২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।

৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩

কুস্তি লড়াই। সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীলশ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২ জন এক ২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

১৬ অক্টোবর ১৮২৪। ১ কার্ত্তিক ১২৩১

স্ত্রীলোকের সাহস।—কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২

কলিকাতা॥ – অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি থিয়াটরমেকানিক নামে একটা যাত্রা মধ্যে ২ রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্‌সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দর্শান যাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবেন।

২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪

ঘোড়দৌড়।—কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবর্ট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্ব ২ অশ্বারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময়ে এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মুখে পড়িল তাহাতে ঐ দ্রুতগামি অশ্বেরদিগকে থামাইতে না পারাতে ঘোড়া ঐ টাটুর উপরে পড়িল তাহাতে তাঁহারা অশ্বহইতে পতিত হইলেন তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোআল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠিলোকের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা শুনিয়াছি ঐ রূপ এক চিকিৎসালয় যো কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক টাকা ও ভূমি দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সপ্তাহেতে ছাপান যাইবে।

৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২১ ভাদ্র ১২২৫

কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎসালয় কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে কর্ম্ম এই হইবে কুষ্ঠি লোকেরদের তত্ত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকারের কারণ ঔষধাদি প্রস্তুত করণ এবং এতদ্দেশে কোন নগরে যদি এমত চিকিৎসালয় হইয়া থাকে তবে তাহার উপকার করণ। এই নিবন্ধের নানা কর্ম্ম চব্বিশ জন অধ্যক্ষের দ্বারা করা যাইবে তাহারদের মধ্যে এক ভাগ এতদ্দেশীয় লোক। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্ম্মে পাঁচ হাজার টাকা ও বার বিঘা ভূমি দিয়াছেন অতএব যাবজ্জীবন তিনি এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন। যে ২ লোকেরা এ বৎসর ও আগামি বৎসর এ নিবন্ধের অধ্যক্ষ হইবে তাহারা এই ২।

শ্রীযুত কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব। শ্রীযুত জোসেফ বারেটো সাহেব।···শ্রীযুত কলবিন সাহেব। শ্রীযুত লসিংতন সাহেব।·· শ্রীযুত দিসূজা সাহেব।···শ্রীযুত রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক এ বিষয়ের অধ্যক্ষ হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাকা দিয়াছেন ও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবেন এবং শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ নিয়মে টাকা দিয়াছেন ও দিবেন।

অতএব এই উত্তম কর্ম্ম কেবল পরোপকারার্থক এ কর্ম্মের আনুকূল্য করিলে উত্তম হয় যে হেতুক অনন্যগতিক অনাথ নির্ধন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকের আহার প্রদান ও রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা এ নিবন্ধের মুখ্য কর্ম্ম। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রভৃতিরা যে রূপ এ কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন সে রূপ সাহায্য যদি অন্য ২ ধার্ম্মিক লোকেরা করেন তবে এ নিবন্ধের বাহুল্য প্রযুক্ত সহস্র ২ দুঃখি রোগগ্রস্ত লোকেরদের মহোপকার হয়।

৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত

হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্ ২ বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুঠরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

২৯ জুন ১৮২২। ১৬ আষাঢ় ১২২৯

দয়া প্রকাশ॥—শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার [জলপ্লাবনের ফলে] দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতাহইতে সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ও তৈল লবণ ডালি ঘৃত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। এবং বাখরগঞ্জের দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা।

আসামী	তঙ্কা
*	*
উলিয়ম আদম	১২৫
রামরত্ন মল্লিক	৫০০
রূপচরণ রায়	৫০
ডি হের	১০০
রামগোপাল মল্লিক	৫০০
রাধামোহন পাইন	৫০
রসময় দত্ত	৩২
সনফর্ড আরনট	৫০
জে এস বকিংহেম	২০০
বিশ্বম্ভর সেন	৫০
মধু মোহন সেন	২০
নিমাইচাঁদ দত্ত ও কোম্পানি	১০০
রামমোহন রায়	১০০
গোপীমোহন দেব	১০০
রঘুরাম গোস্বামী	৫০
গঙ্গানারায়ণ দাষ	১০০
গঙ্গাধর আচার্য্য	৫০
জি জে গার্ডিন সাহেব	২০০
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	২০০
রামদুলাল দে	২০০
নবকিশোর মিত্র	২৬

১২ অক্টোবর ১৮২২। ২৭ আশ্বিন ১২২৯

সভা॥—আইর্লণ্ড দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে অতএব তদ্দেশের উপকারার্থে ২ আক্টোবর বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল এবং অনেক দয়াশীল সাহেব লোকেরা ঐ বিষয়ের কর্ম্মসম্পাদক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন ও বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরা অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত মহারাজ রামচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপচাঁদ রায় ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী ও শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতিরা কর্ম্মসম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন ও কমবেশ চল্লিশ হাজার তিন শত পঁয়ষট্টি টাকার চাঁদা হইয়াছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ৩ ফাল্গুন ১২৩০

সভা।—মান্দরাজ রাজধানীর লোকেরদের দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ দূর করিবার উপায় করণার্থে ৮ ফেব্রুআরি রবিবার শহর কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু কাওয়ালি বাহকাতার রামস্বামির ঘরে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতানিবাসি অনেক ২ ভাগ্যবান্ বাঙ্গালি লোকেরা ছিলেন। ঐ সভাতে এই স্থির হইল যে এক চান্দা করিয়া সকল লোকের স্থানে কিছু ২ লইয়া তণ্ডুলাদি এখানহইতে ক্রয় করিয়া সেখানে প্রেরণ করা যাউক। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামস্বামী কর্ম্মকারী হইয়াছেন এবং শ্রীযুত পামর কোম্পানি খাজাঞ্চি হইয়াছেন।

৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২

সৎপরামর্শ।—এই কলিকাতা মহারাজধানীতে অনেক ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে রত বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়েরা আছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা স্ব২ কীর্ত্তি রক্ষার্থে যথোচিত ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু কোথায় কি করিলে কত উপকার তদ্বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন না। এই কলিকাতা নগরে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক লোক আছে এবং তাহারদের মধ্যে অধিক হিন্দু এবং তাহারা মৃত্যুকালে প্রায় সকলে গঙ্গাতীরে যায় কিন্তু সেখানে গিয়া সুখে থাকিতে পারে না যেহেতুক গঙ্গাতীরে অধিক স্থান নাই এবং অনেক লোক এক কালে গঙ্গাতীরে গেলে রাত্রিকালে ঘরও পাইতে পারে না ইহাতে পীড়িত লোকেরদের যে প্রকার ক্লেশ তাহা সকলেই বোধ করিতে পারেন: এমত মহানগরীতে এত ভাগ্যবান লোক থাকিতে যে ইহার উপায় না হয় এ বড় খেদের বিষয় অতএব আমারদের পরামর্শ এই যে যদি কোন ভাগ্যবান লোক দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশটা ক্ষুদ্র ২ পাকা কুঠরী প্রস্তুত করিয়া দেন তবে পীড়িত লোকেরা গঙ্গাতীরে গিয়া সুখে থাকিতে পারে এবং হইতে পারে যে সেখানে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলে অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে। ইহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই আছে যাঁহারা এই ধর্ম্মে উদ্যোগী হইবেন তাঁহারদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবেক এবং পীড়িত লোকেরা সুখে থাকিয়া নিত্য আশীর্ব্বাদ করিবেক।

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে গঙ্গাতীরে ভাল স্থান ও চিকিৎসালয় না থাকাতে যাহারা গঙ্গাতীরে আগমন করে তাহারা ভাবে যে আমরা মরিতে চলিলাম এমত ভয় হইলে সুতরাং তাহারদের বাঁচিবার ভরসা কি কিন্তু যদি গঙ্গাতীরে উত্তম স্থান থাকে ও চিকিৎসক থাকে তবে রোগিরা কদাচ ভরসাহীন হয় না বরং এমন ভাবে যে আমি চিকিৎসালয়ে যাইতেছি ইহাতে অনেকের রক্ষা হইবেক।

২৫ মার্চ ১৮২৬। ১৩ চৈত্র ১২৩২

অতিথিশালাবিষয়ে প্রসঙ্গ।—৪ মার্চ তারিখে বাবুরামস্বামী শহর কলিকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে এই ২ প্রসঙ্গ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যে এই কলিকাতা নগরেতে নানা প্রকার লোকের উপকারার্থে যে ২ সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং এতদ্দেশের বড় সাহেবের সর্ব্বলোকহিতকারিতা দেখিয়া সকলেরি সন্তোষ জন্মে কিন্তু এমত কতক লোক আছে যে তাহারদের উপকারার্থে কোন উপায় অদ্যাপি হয় নাই এবং তদ্বিষয়ে কেহ কিছু প্রসঙ্গও করেন নাই বিশেষতঃ উদাসীন লোকেরদের বাসার্থে কোন স্থান নিরূপিত হয় নাই। সেই উদাসীন লোকেরা তিন প্রকার হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান ইহারদের মধ্যে হিন্দু লোকেরা দক্ষিণ দেশহইতে স্থলপথে কলিকাতায় আগমন করে এবং কলিকাতা-হইতে কাশীপ্রভৃতি তীর্থে গমন করে ও সেস্থান হইতে ফিরিয়া কলিকাতা দিয়া আপনারদের দেশে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু ঐ লোকেরা যখন কলিকাতায় আইসে তখন রাত্রি প্রবাসের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে এমত একটা অতিথিশালাও নাই যে সেখানে গিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করে অতএব ঐ বাবুরামস্বামী এই প্রসঙ্গ করিয়াছেন যে কলিকাতানিবাসি পরহিতাভিলাষি ভাগ্যবান লোকেরা যদ্যপি চান্দা করিয়া ঐ সকল উদাসীন লোকেরদের উপকারার্থে এক ২ সাধারণ অতিথিশালা করেন তবে যে কিপর্য্যন্ত উপকার তাহা লেখা যায় না। যদি এ প্রসঙ্গ গ্রাহ্য হয় তবে তাঁহার ইচ্ছা যে তিন জাতির কারণ তিন স্থানে পৃথক ২ তিন অতিথিশালা হয়। তাহার মধ্যে হিন্দুলোক অধিক অতএব তাহারদের কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যেতে এক বিঘা ভূমি ক্রয় করা যায় ও দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সেই ভূমির উপর একটা পাকা অতিথিশালা করা যায়। দ্বিতীয় মুসলমান তদপেক্ষা ন্যূন অতএব তাহারদের কারণ পাঁচ হাজার টাকা মূল্যেতে দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও পাঁচ হাজার টাকাতে এক পাকা ঘর প্রস্তুত করা যায়। তৃতীয় খ্রীষ্টীয়ানেরদের কারণ আড়াই হাজার টাকায় পাঁচ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায় ও আড়াই হাজার টাকায় একটা ঘর গাঁথান যায় ইহা হইলে ঐ সকল লোকের অনেক উপকার দর্শে। যদি এই কর্ম্ম হয় তবে শ্রীযুত পামর সাহেব ইহার খাজাঞ্চি হইবেন অতএব যিনি এই সৎকর্ম্মের কারণ অর্থদান করিতে বাসনা করেন তিনি ঐ সাহেবের নিকট টাকা প্রেরণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার নামে জমা করিয়া লইবেন এবং তৎকর্ম্ম সম্পন্নপর্য্যন্ত আপন জিম্মায় রাখিবেন। ঐ কর্ম্মের কারণ এই ২ লোকেরা কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষতো বাবু উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত মজুমদার ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সীতারাম শাস্ত্রী এতদ্ভিন্ন নৃসিংহ শব্দপূর্ব্বক এক ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু ইংরাজীতে সেই নাম এমত

কদর্য্যরূপে লিখিয়াছে যে আমরা অর্দ্ধদণ্ডপর্য্যন্ত তাহা লইয়া বিবেচনা করিয়া কোনমতে তাহার অর্থ সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সে নামে প্রকাশ করিলাম না।

২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩

সুরীতি।—সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ৺সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বোধিত মহাশোভা এবং সমারোহপূর্ব্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ ভদ্রোপকার বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট হইয়াছে তাহারদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথার্থ বিষয় তাহার শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহ বা খরচার টাকার অভাবে কেহ বা সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না এপ্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে তাহা অনির্ব্বচনীয় এ আনন্দ এবং সুখ ঐ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়। সং কৌং

২০ অক্টোবর ১৮২৭। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৪

ঔষধ দান।—শুনিলাম শহর চুঁচড়া নিবাসি দ্বিজমিহভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।—সং চং।

আর্থিক অবস্থা

২৩ মে ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের বিবরণ।—হিন্দুস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক। এ দেশের ধনের প্রধান কারণ এই এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড়

আবশ্যক রাখে না অন্য দেশীয় লোকেরদের গ্রাহ্য বস্তু এখানে উৎপন্ন হয় ইহার দ্বারা অন্য২ লোকেরা এখানকার বস্তু ক্রয় কারণ অনেক ধন আনে। আরও পূর্ব্ব কালের রাজারদিগের অধিকারে দস্যুপ্রভৃতি ভয়প্রযুক্ত লোকেরদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিল না। যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে এবং বিচার যথার্থ না হয় সে স্থানে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বস্তু ক্রয় কারণ টাকা কখন আনে না। এই ক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্যাদি ও ব্যবসায়েতে ধনবৃদ্ধি অতিশয় হইতেছে।

হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা অন্য ২ দেশীয়েরদের যে বাণিজ্য হয় সে এই ২ বস্তু। প্রথম। নীল ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কৃষি আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থানে ২ প্রায় ইংগ্লণ্ডীয় সম্পর্কীয় নীলের কুটী হইয়াছে সেই নীল কাপড়ে নানা প্রকার রঙ্গ করিবার কারণ আবশ্যক। এবং অনুমান হয় হিন্দুস্থানে প্রতিবর্ষ নব্বই হাজার মন নীল উৎপন্ন হয় যদি ফি মন দেড় শত টাকা হয় তবে বৎসরে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় সকল নীল প্রায় ইংগ্লণ্ডে যাইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় তুলা পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে অনেক উৎপন্ন হইত এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি দেশে অধিক উৎপন্ন হয়। যখন কলিকাতা সহরে তুলা আইসে তখন সেই তুলার রাশি জাহাজ মধ্যে অল্পস্থানে রাখিবার কারণ একটা মহাকলের দ্বারা চাপিয়া অতি ক্ষুদ্র করা যায়। তুলা চীন দেশে প্রতিবৎসর অধিক যায় এবং তিন বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডে অনেক যাইতেছে এবং সেখানে সেই তুলা দ্বারা বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাতে অনেক ২ লোকেও কার্য্য পায়। --

তৃতীয়। আফিম মগধ ও কাশীতে প্রতি বৎসরে অনেক জন্মে। তাহার বাণিজ্য কেবল কোম্পানির অধীন অন্যের কোন বিষয় নাই। তাহার জন্মের বৃত্তান্ত এই আফিম পোস্তবৃক্ষেতে উৎপন্ন হয় তাহার ফল বৈকাল সময়ে অস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখে রাত্রি যোগে তাহাতে ফলের রস জমা করা যায় প্রাতঃকালে সেই রস লওয়া যায় তাহাতে আফিম জন্মে সে আফিম কলিকাতাতে আইলে মহাজন লোকেরা তাহা ক্রয় করিয়া চীন ও মালাই প্রভৃতি দেশে লইয়া যায়। সে দেশীয়েরা যাবৎ মত্ত না হয় তাবৎ তামাকু ন্যায় খায় ইউরোপ দেশ মধ্যে আফিম কেবল তুরুকে জন্মে এবং সেখানকার মুসলমানেরা অধিক খায়। বাঙ্গালার পূর্ব্ব যত দেশ সেখানে হিন্দুস্থান হইতেই আফিম যায়।—

চতুর্থ। বস্ত্র বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানে অনেক জন্মে ঢাকা অঞ্চলে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র জন্মে।

এই কথার শেষ আগামী সপ্তাহের পত্রে ছাপান যাইবেক।

৩১ অক্টোবর ১৮১৮। ১৬ কার্ত্তিক ১২২৫

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।--আমরা পূর্ব্ব সমাচার দর্পণে লিখিয়াছি যে পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষের সকল প্রকার বাণিজ্য কোম্পানির হাতে ছিল কিন্তু ১৮১৪ শালে যখন কোম্পানির সহিত মহাসভা নূতন নির্ধারণ করিল তখন ভারতবর্ষে অন্য ২ লোক সকলকেই বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা হইল সেই অবধি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ক্রমে ২ বৃদ্ধি পাইতেছে ১৮১৪ শালের পূর্ব্বে যে বাণিজ্য ছিল এখন তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

তুলা।—আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিশসালা বন্দোবস্ত হইল তখন

এ দেশের যে বাণিজ্য পূর্ব্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল সে বাণিজ্য অন্য ২ লোকেরাও করিতে পারিবেক এই আজ্ঞা ইংগ্লণ্ডের মহাসভা দিয়াছেন সেই অবধি এ দেশের বাণিজ্য অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্য ২ ব্যবসায়হইতে কেবল তুলার বাণিজ্য অধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। আটার শত সতের সালে এই দেশহইতে ষোল লক্ষ মোন তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে সে তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বাণিজ্যের দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক যে দেশহইতে অনেক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুদ্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার দ্রব্য আমদানী হয় তবে সে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্য দেশহইতে লোকেরা আসিয়া যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তবে সে শহরে লক্ষ টাকা প্রবেশ করে সুতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা ঐ শহরেই থাকে। এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান্ হইতে পারে সেই গণনাতে বড় দেশের সম্পত্তির হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়। এই বাঙ্গালা দেশের দ্রব্যের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অল্প এই প্রযুক্ত এ দেশের ধন বাণিজ্যদ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব্ব নবাবের অধিকার কালহইতে এখন স্থানে ২ দেশের সম্পত্তিবৃদ্ধি হইতেছে এখন যত ভাগ্যবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্ব্বে নবাবের অধিকার কালে এত ভাগ্যবান ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বাণিজ্যদ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান্ হইতেছে।

২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫

তুলার বাণিজ্য।—আটার শত চৌদ্দ সালে কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে। আটার শত চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এই দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে। আটার শত পোনের সালে আশী হাজার গাঁটি। এবং আটার শত ষোল সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গাঁটি। আটার শত সতের সালে দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার গাঁটি। আটার শত আটার সালে তিন লক্ষ আটাইশ হাজার গাঁটি অন্য দেশে গিয়াছে।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

বাণিজ্য।—গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং মুজাপুরে তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবানগোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গাঁটি ১৩।।০ সাড়ে পোনর টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মোং কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে এই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানহইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে আসিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে।

এবং হিন্দুস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্ব প্রকাশ হইলে তাহাহইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

জিনিস রপ্তানী। — মোং কলিকাতাহইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্য্যন্ত এই ২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

তুলা	১৭৬	গাইট
চিনি	৩৪৬৭৩	মোন
শোরা	১৪৫০৫	ঐ
আফীম	১৮৭৫	ঐ
চালু	৭০০৪	ঐ
সুঁউট্	১৮০০	ঐ
রেসম	১৯৪	ঐ
ভেরণ্ডা তৈল	৪৪	ঐ
গজ দন্ত	১৯	ঐ
গোচর্ম্ম	৫০০	ঐ
নীল কুঠীর মোন	৩১৫৬	ঐ
বস্ত্র	১৯৫৯৯২	থান
সাল	৫৫	থান

আমদানী কলিকাতা ই০ ঐ লা০ ঐ

ধাতু দ্রব্য	তঙ্কা
স্বর্ণ	৫৯৮০০
রূপা	২১৮২৯৪৫

১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮

মোকাম কলিকাতাহইতে নানা দেশে রপ্তানি জিনিস
সন ১৮২১ সালের ইং জানুআরি লাগাদ দিসেম্বর।

তুলা	—	—	৪২৫১০	বস্তা
চালু	—	—	৪৪৭৫৬৭	ঐ
চিনি	—	—	৩০৫৩৭৯	মোন
সোরা	—	—	২৭৮১০৪	ঐ

সুঁট	—	—	২৩৯৫৮	ঐ
রেশম	—	—	৪৯৮২	মোন
নীল	—	—	২৩৪১১	ঐ
আফীম	—	—	৪২৭৯৮	সিন্দুক
নানাপ্রকার বস্ত্র		—	২৭৩২০৯৪	থান

কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ড দেশে জিনিস রপ্তানি সন ১৮২১ শালের ইং জানুআরি লাং দিসেম্বর।

হিঙ্গু	—	—	৬	মোন
সোহাগা	—	—	১৯২	মোন
ভেরেণ্ডা তৈল		—	২৬০৪	ঐ
লবঙ্গ	—	—	৯১৯	ঐ
নারিকেল তৈল		—	৬	ঐ
সুঁতা	—	—	৮	ঐ
গজদন্ত	—	—	১১২	ঐ
মাজুফল	—	—	৩৮০	ঐ
ছাগচর্ম্ম	—	—	১১৫৩১	থান
মহিষ শৃঙ্গ	—	—	৭২৭৭৯	মোন
পিপ্পল	—	—	৫০	ঐ
মঞ্জিষ্ঠা	—	—	২৮৪১	ঐ
জায়ফল	—	—	৮	ঐ
কুচিলা	—		১৭১	ঐ
বেত	—	—	২৫০০	গোছা
রক্তচন্দন	—	—	১০২৭	মোন
কুসুম পুষ্প	—	—	৩৮২৯	মোন
শাল	—	—	৮৮৯	যোড়া
গুয়ামউরি	—	—	৭৮	ঐ

২ এপ্রিল ১৮২৫। ২১ চৈত্র ১২৩১

এতদ্দেশীয় বাণিজ্য।—১৮২২।২৩ শালে এতদ্দেশে নানা স্থানহইতে চারি কোটি আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যূন এ দেশে না থাকে।

২ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১৮ ভাদ্র ১২৩৩

ইউরোপীয় বস্ত্র॥— এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসর ২ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।

সাল	—	—	কাপড়ের মূল্য।
১৮১৫			১৪৯০৬৮
১৮১৬			১৬০৬১৫
১৮১৭			৪২৩৮৩৪
১৮১৮			৭০১৫৯২
১৮১৯			৪৬৬০১৬
১৮২০			৮৬৩৬৩১
১৮২১			১১৩৬০৭৪
১৮২২			১১৬৭২৪৬
১৮২৩			১১৮১৬৭১
১৮২৪			১১৩৮১৬৭

২৩ জানুয়ারি ১৮২৮। ১১ মাঘ ১২৩৪

কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে পৌষ মাসে তণ্ডুল অল্প মূল্য ও আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্মূল্য হয় ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আষাঢ় মাসে যখন কৃষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয় প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্য লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় যখন পৌষ মাসে ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না পৌষ মাসে তাহারদের আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক অতএব তাহারা অল্প মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে।

১৭ নবেম্বর ১৮২৭। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৪

এতদ্দেশের বাণিজ্য।—সকলেই অবগত আছেন যে ১৮১৪ সালে কোম্পানি বাহাদুরের ইংগ্লণ্ডদেশের পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিশ বৎসরের কারণ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে কোম্পানি-ব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ইংগ্লণ্ড দেশের দ্রব্যাদি এ দেশে আনিয়া বাণিজ্য করিতে পারিত না। সেই

বন্দোবস্তের সময়ে ইংগ্লণ্ডদেশের মহাজনেরা পালিয়ামেন্টের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে তাহারাও এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে পায়। পালিমেন্ট সেই সময়ে এদেশনিবাসি অনেক লোকেরদিগকে ডাকিয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কহিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং ইউরোপীয় দ্রব্য এ দেশের মধ্যে বিক্রয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পালিমেন্ট তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া ইংগ্লণ্ড দেশের তাবৎ মহাজনেরদিগকে এতদ্দেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন।

গত বার বৎসরের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে ঐ সাহেবের পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে তুলার কাপড়ের যেরূপ আমদানীর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ ১৮১৫ সালে দশ লক্ষ টাকার বস্ত্র ইংগ্লণ্ডদেশহইতে এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ১৮১৬ সালে ১৪ লক্ষ টাকা। ১৮১৭ সালে ১৬ লক্ষ টাকা। ১৮১৮ সালে ৪২ লক্ষ টাকা। ১৮১৯ সালে ৭০ লক্ষ টাকা। ১৮২০ সালে ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৮২১ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা। ১৮২২ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় এ দেশে আসিয়া বিক্রীত হয় ইহাতে দেখা যায় যে বাণিজ্যকর্ম্মের উত্তরোত্তর বাহুল্য হইতেছে।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

বাণিজ্য।— ১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংগ্লণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই উভয় দেশের মধ্যে কিপ্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এদেশহইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধানরূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ১২৬৬ মোনমাত্র এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে রপ্তানি হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মোনের অধিক হইবে কিন্তু অন্য পক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতিঅল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এ দেশহইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংগ্লণ্ডে যায় তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশহইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিগে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্যবিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিরদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতি লোহার আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে পোনর লক্ষ টাকার লোহা আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও

আমদানি বাড়িয়াছে ১৭৯১ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়। এই আমদানির জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে ১৭৯২ সালে ইংগ্লণ্ডহইতে এ দেশে সর্ব্বসুদ্ধা সত্তরি লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় অর্থাৎ ১৭৯২ সাল অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছে রপ্তানিবিষয়ে দেখা যায় যে ১৭৯২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয় কিন্তু ১৮২২ সালে এদেশোৎপন্ন দ্রব্য চারি কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

ব্রহ্মদেশীয় বাণিজ্যদ্রব্য। এই সপ্তাহের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা ব্রহ্মদেশীয়েরদের বাণিজ্যবিষয়ে যে ২ সমাচার পাওয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্বলোকজ্ঞাপনার্থে আমরা প্রকাশ করিতেছি ব্রহ্মদেশে এই ২ বস্তু অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহারা আপনারদের ব্যয়োপযুক্ত রাখিয়াও অন্য ২ দেশে প্রেরণ করিতে পারে বিশেষতঃ তণ্ডুল তুলা নীল এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি সোরা লবণ সেগুণকাষ্ঠ মদিরা মেট্যা তৈল ডামর সাপনকাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদন্ত পদ্মরাগমণি এবং ধাতুর মধ্যে লৌহ তাম্র সীসা রূপা সোনা সুরমা এবং মারবেল অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের পাথর। যাহারা বনহইতে সেগুণ কাষ্ঠ আনে তাহারা কহে যে সেগুণ কাষ্ঠের বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না এবং তাহাতে এত গাছ আছে যে কখন তাহার অল্পতা হইবেক না। সেখানকার চিনি অতি সফেদ ও উত্তম এবং চীনদেশীয়েরা তাহা প্রস্তুত করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় বাদশাহ সেই চিনি দেশহইতে বাহিরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে বিশেষতঃ সালেয়া ও সরাবদি প্রদেশে নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে সেই দেশে নীল গাছ বনের মধ্যে আপনি জন্মে এবং তদ্দেশের লোকেরা আপনারদের ব্যয়ের কারণ কিছু ২ নীল প্রস্তুত করে। যখন প্রথম যুদ্ধারম্ভ হইল তখন দুই তিন জন সাহেব লোক সেখানে নীল কুটী করিয়াছিলেন।

এবং অন্য ২ দেশহইতে এই ২ দ্রব্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিক্রয় হয় বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও মন্দ্রাজ ও ইংগ্লণ্ডদেশজাত বস্ত্র এবং বিলাতি বনাত ও লৌহ ও লৌহাস্ত্র সীসা পারা সোহাগা গন্ধক সোরা বারুদ বন্দুক চিনি রমসরাপ আফীম চিনারবাসন এবং ইংগ্লণ্ডদেশীয় নানা প্রকার গ্লাস ও নারিকেল ও সুপারি। সেদেশে অল্প দিনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশহইতে অধিক বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে তত্তুল্য মন্দ্রাজী বস্ত্রের মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমাতে চীনদেশীয়েরদের সহিত এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বভাগস্থেরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্য হয় এবং ঐ বাণিজ্যের দুই প্রধান স্থান নিরূপিত আছে প্রথমতঃ চিনারদের সীমার নিকট বালমো নামে এক স্থান দ্বিতীয়তঃ অমরপুরহইতে তিন চারি ক্রোশ অন্তর মিলায়নামক স্থান। ঐ স্থানেতে ব্রহ্মদেশীয়রা চীনদেশীয়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং কখন ২ চীনদেশীয়েরা মিলায়নামক স্থানেতে ইহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। চীনদেশীয়েরা আপনারদের দেশহইতে তাম্র ও হরিতাল ও হিঙ্গুল ও লৌহপাত্র ও রূপা রেউচিনি চা উত্তম মধু রেশম মদিরা মৃগনাভি, বেরদি শুষ্ক ফল এবং কতক ২ টাটকা ফল ও কুকুর ও মুরগমনোহরনামক পক্ষিবিশেষ আনে। চীনদেশীয়

মহাজনেরা ক্ষুদ্র ২ খচ্চরের উপর আইসে এবং তাহারা কহে যে আমারদের দেশহইতে এই স্থানে আসিতে আমারদের দুই মাস লাগে।

চীনদেশীয়েরা বিক্রয়ার্থে যে চা আনে সে কাল ও তাহারা তাহার ক্ষুদ্র ২ গুলি করিয়া আনে সে চা অতিসুস্বাদু ও যে কাল চা ক্যানটান নগরে বিক্রয় হয় তদপেক্ষা. উত্তম। এই চা কিছু দুর্ম্মূল্য সুতরাং যাহারা ভাগ্যবান তাহারাই তাহা লয় কিন্তু এমত উক্তি আছে যে ব্রহ্মদেশে এক প্রকার চা জন্মে তাহা সুমূল্য এবং সাধারণ লোক তাহাই ব্যবহার করে। তাহারা ভোজনের পর রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে এবং কোন লোক আইলে প্রথম ঐ দ্রব্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা করে এক্ষণে এতদ্দেশে যেমন তামাকু।

ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে এই ২ বস্তু প্রেরিত হয় বিশেষতঃ তুলা হস্তিদন্ত মোম এবং বিলাতি বনাত। আরো শুনা গিয়াছে যে সত্তরি হাজার গাইট তুলা বৎসর ২ ব্রহ্মদেশহইতে চীনদেশে যায় সে সকল তুলা প্রায় তাহারা পরিষ্কার করিয়া পাঠায় ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ ভাগে যে তুলা জন্মে সে তুলা কিছু খাটো কিন্তু উত্তর ভাগে যে জন্মে সে লম্বা। আরো আমরা শুনিতেছি যে পিগুদেশহইতে চট্টগ্রামে যে তুলা আইসে সেই তুলা দ্বারা ঢাকাই উত্তম মলমল প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মদেশে আর এক প্রকার বাণিজ্য আছে বিশেষতঃ যে দেশকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা লাওস বলেন এবং চীনদেশীয়েরা সান বলে তদ্দেশীয়েরদের সহিত ব্রহ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্যবাহুল্য আছে অবর্ষাকালে তাহারা আবাহইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে প্রেকনামক স্থানে আসিয়া মোম ও একপ্রকার বকম কাষ্ঠ এবং গোঁদ ও রেশম ও তুলাভরা মাজা ও পেঁয়াজ রসুন হরিদ্রা ও মসালা বিক্রয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মদেশহইতে লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ঐ প্রেক স্থান বিনা ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে ২ গোলাগঞ্জ আছে তাহাতে দেশীয় লোকেরা আপনারদের মধ্যে বাণিজ্য করে।

২০ নবেম্বর ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।—

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।
কাছোড়া তুলা সত্তর টাকা মোন।
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।
নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

১২ জানুয়ারি ১৮২২ । ৩০ পৌষ ১২২৮

বাজার ভাও॥

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩৷৴
...			
নারিকেল তৈল	১	১০	১২
...			
চালু পাটনাই	১	২	২৶
মুগী	১	১৷৶.	১॥
পাছড়ি উত্তম	১	২।	২॥
পাছড়ি মধ্যম	১	১৷৴	১৷৴৶
বালাম	১	১৶	১৵
দুধা গোম	১	১৵	১।
অড়হর ডালি	১	১॥৴	১॥৶
উত্তম গায়া ঘৃত	১	২৭	২৮
ভৈসা ঘৃত	১	২৫	২৬
মোমবাতী	১	৫০	৬০
মিছরি উত্তম	১	১৪।	১৫
চিনি কাশীর	১	১০	১০।
মধ্যম	১	৯৷৶	৯॥
তামাকু	১	৩	৬
হরিদ্রা	১	৩	৩।
কর্পূর	১	৫০	৫২

২৭ জুন ১৮১৮ । ১৪ আষাঢ় ১২২৫

একশ্চেঞ্জ অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় স্থান।—ইংগ্লণ্ডের অনেক ২ নগরে এমত অট্টালিকা আছে যে সেখানে যাহারদিগের বাণিজ্য কর্ম্ম আছে তাহারা প্রতিদিন গিয়া বাণিজ্যের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয় এবং সকল জিনিষের বাজারভাও জ্ঞাত হয় এবং নানা সুদের কাগজ প্রভৃতি ও জিনিষ ক্রয় বিক্রয় অনেক টাকার বায়না পত্রদ্বারা হয় ইহাতে লোকের অনেক উপকার হয়। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম কলিকাতাতে এই মত

এক স্থান হওনের কল্প ছিল এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর খানিক জমীও এই কারণ দিয়াছিলেন এখন শুনা গেল যে যে স্থানে পূর্ব্বে কালেজ ছিল সেই স্থান এই কর্ম্মের কারণ ক্রেয়া হইয়াছে এবং ২১ জুনে সে খোলা যাইবেক।

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

হাসীল দপ্তরখানা। কলিকাতার পুরাণা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসীলদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহা শহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভ্রম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ৩ ফাল্গুন ১২২৫

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।—কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা একশ্চেঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারি ২ হইয়া চলিয়া পুরাণা কুঠী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

নূতন হাসীলের ঘর।—মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিস ধরিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে নোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাসুল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যে ২ জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারিমাত্র মাসুল আদায় হইত। এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাশুল ছিল না। এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬

জাহাজ।—১ সেপ্তম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের এক শত পচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসরহইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এতদ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।

১২ আগষ্ট ১৮২০ । ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা । ১ আগষ্ট ১৮২০ সাল ।—কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান । বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান । ইংগ্লণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান । চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান । অন্য ২ স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ উনত্রিশখান । খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও কতক ভাড়ার কারণ আছে । ফরাশীস জাহাজ দুইখান । মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্ত্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধা ছেয়ানব্বই জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে ।

২৯ জুলাই ১৮২৬ । ১৫ শ্রাবণ ১২৩৩

জাহাজ ভাসান ।—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্ম্মাভাব হইয়াছিল কিন্তু সংপ্রতি এদেশে ও বেলাতে জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছে ইদানীন্তন মোং সালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানির কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২ জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন । জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম উইলেম রাখিলেন কারণ ঐ নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানার প্রধান ছিলেন এবং ঐ কারখানাহইতে বহুদিবস পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এই জাহাজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিরূপিত থাকিবেক ইহা স্থির করণানন্তর জাহাজের কর্ত্তা ঐ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে প্রধান ২ সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ ২ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষপূর্ব্বক বিদায় করিলেন ইতি ।

৩ এপ্রিল ১৮১৯ । ২২ চৈত্র ১২২৫

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক ।—১ দফা । ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপর্য্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না ।

২ দফা । এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে । কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না । এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রেলে প্রকাশ হইবেক ।

৩ দফা । টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক ।

৪ দফা । যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য ২ কুঠীতে রাখা যাইবে । যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত

প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংগ্লণ্ড দেশে এই মত বাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই বাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এপ্রেলে বাঙ্কের হিসাব করা যাইবে এবং সে কালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঐ দুএর উপরে আগামি বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এপ্রেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে বাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইরূপ বাঙ্কে থাকিবেক।

৮ দফা। বাঙ্কহইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে বাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ ঐ ব্যক্তিরদের নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য ২ যে খরচ বাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকাহইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নূতন অধ্যক্ষ বাঙ্কে প্রবেশ করিলে বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই ২।

শ্রীযুত উইল্যাম কেরি সাহেব। শ্রীযুত জসুআ মার্সমন সাহেব। শ্রীযুত উইল্যাম ওয়ার্ড সাহেব। শ্রীযুত জন মার্সমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই বাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেক্সান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীত লইবেক।

২৬ জুন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় ১২২৬

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক।— শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত সপ্তাহে এক ফর্দ্দ কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখা গিয়াছে যে মাস ২ বাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা

থাকিলে অধিক লাভ বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় বিশ বৎসরে পাঁচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত চৌষট্টি টাকা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা তিন শত ষাটি ও ঐ তিন শত ষাটি টাকার সুদ নয় শত ছয় টাকা। এবং যদি দশ টাকা করিয়া মাস ২ বাঙ্কে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই ফর্দ্দ কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।

৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬

কমরস্যল বাঙ্ক।— খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হয় রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে ২ বখরাদার হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফি কেতা ৫০০০।১০০০।৫০০।২৫০।১৬০।১০০।৮০।৫০।৩০।১৬।১০।৮।৫ টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইলাম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি। কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১

কলিকাতা বাঙ্ক।— ওউল্ডকোর্ট স্ত্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতা বাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে। ঐ কর্ম্মের অংশী শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ব্রোন রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেন্‌রি উলিয়ম হাবহৌস সাহেব ও শ্রীযুত এড্‌বার্ড আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এফ টি হাল সাহেব ও শ্রীযুত সি বি পামর সাহেব ও শ্রীযুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী হইয়াছেন।

ইহারাই ঐ বাঙ্কে লাভ নোকসানের দায়ী। যদ্যপি ঐ বাঙ্কের আর বিশেষ জ্ঞাত হইতে কাহার ইচ্ছা হয় তবে ঐ দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক — গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয়

করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায় [দাস ?]। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬

নূতন ব্যাঙ্ক।— গত সোমবারে কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জঘরে নূতন ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং ঐ অংশিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন কিন্তু কে ২ মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারদের নাম কোন ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে লেখা নাই।

২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।— আগামি ১৭ আগষ্টঅবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কর্ম্মারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাঁহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক। এই ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারাতে বোধ হইতেছে যে ইহার অংশিভিন্নও অন্য ব্যক্তিরদিগের উপকার হইবেক যেহেতুক ধনব্যতিরেকে বাণিজ্যাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকাবি কুঠী ইহাতে টাকা দেওয়ানেওয়া বিষয়ে যে ২ নিয়ম হইয়াছে সুতরাং তাহাতে কারবারি লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল বুঝা যাইতেছে যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারানুসারে বাণিজ্যের সাহসবৃদ্ধি হইবেক কেননা ঐ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার স্বচ্ছলতা হইবেক ঐ ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার আবশ্যক জন্য তাহার তর্জমা হইতেছে পশ্চাৎ বঙ্গদূতের সহিত পাঠকবর্গের পাঠার্থে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করা যাইবেক।—বঙ্গদূত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।— শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ট্রষ্টির কর্ম্মে ইস্তফা দেওয়াতে ঐ ব্যাঙ্কে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক নূতন ট্রষ্টি মনোনীতকরণার্থে আগামি ১ অক্টোবর তারিখে এক বৈঠক হইবেক।…

১৯ মে ১৮২৭ । ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের গত কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি সংবাদ ।

এই ইশ্‌তেহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার শহরস্থ মিঃ ডেবিডসন কোম্পানি সাহেবানের মহাজনেরদিগের মধ্যে যাহারা আপন২ দাবির হিসাব ঐ সাহেবানের ত্রষ্টীদিগের নিকট রেজেষ্টরি করাইয়াছেন সেই সকল মহাজন তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে কি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেণ্ট অর্থাৎ অংশ আগামি ১ জানুআরি সন ১৮২৮ সাল অথবা ঐ তারিখের পর মোং কলিকাতার রাণীমুদির গলিতে মিঃ ক্রুটেনডেন মেকিলপ কোম্পানি সাহেবানের আফিসে একটিং ত্রষ্টি জেমস মেং জিমিস কলন সাহেবের নিকট পাইবেন ।···তারিখ ২৩ এপ্রিল । কলিকাতা । .৮২৭ সাল ।

এ কালবিন । জে কালেন । ই ট্রটর । রাজচন্দ্র দাস । রসময় দত্ত । জান মেকেঞ্জি । কে আর মেকেঞ্জি । ডবলিউ এস বএড ।

মিসিউঅস´ ডেবিড্‌সন এণ্ড কোম্পানির গত ফারমের ত্রষ্টীরা ।

৬ জানুয়ারি ১৮২৪ । ২০ পৌষ ১২৩০

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।— সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট ও রূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়কৃষ্ণ সেট ও ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ এই । এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে ঐ অংশের টাকার সুদহইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন ইহার বিশেষ ঐ ভাণ্ডারের নিমিত্ত যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে ।

ঐ আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের যে প্রকার বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে । অপর অত্যল্প অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতি মাসে দশ টাকা এমত চারি বৎসরকালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না কিন্তু লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে । না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই এবং যদি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম ।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভাণ্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেক প্রকার নূতন ২ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন ।

১২ জানুয়ারি ১৮২৮ । ২৯ পৌষ ১২৩৪

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।— আমরা দুঃখিত হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু গদাধর সেট রূপনারায়ণ বসাক বিজয়কৃষ্ণ সেট ভুবনমোহন বসাক ইহারা চারি জনে সখ্যভাবে ঐক্য হইয়া

সঞ্চয় ভাণ্ডার নাম দিয়া এক লোকোপকারজনক ব্যাপার ইংরাজী ১৮১৪ সালের জানুআরি মাসে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৮২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম চলিবেক এমত ভরসা পূর্ব্বে ছিল না যেহেতুক কর্ম্মারম্ভ সময়ে সম্পাদকের' চারি বৎসরপর্য্যন্ত নিয়ম করিয়াছিলেন তথাচ খেদের বিষয় এই যে সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে সুধারা হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যদ্যপি বিস্মৃত হইয়া থাকেন তাহা স্মরণ কারণ কিঞ্চিৎ স্থূল লিখি সঞ্চয় ভাণ্ডারের কর্ম্ম ৬৪ চৌষট্টি অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া স্থির হয় ঐ সকল অংশ ঐ মূল্য দিয়া লইয়া অংশিরা প্রতি মাসে দশ টাকা করিয়া দিবেন এই সকল টাকার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের লাটরি টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যত টাকা প্রাইজ হইবেক তাহা অংশিরা বিভাগ মত পাইবেন লভ্য না হইলেও মূল ধনের কোন হানি হইবেক না ইত্যাদি এই নিয়মানুসারে চারি বৎসরপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গত ১ জানুআরি অবধি অংশিরদিগের মূল ধন ফিরাইয়া দিতেছেন যখন যিনি আপন ২ কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অংশ ৫২০৵০ পাঁচ শত কুড়ি টাকা দুই আনা ফিরাইয়া দিতেছেন ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম যদি বল ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয় কি হইয়াছে উত্তর অস্মদাদির দেশে সাধারণে অর্থাৎ বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত দুই তিন জনে এক কর্ম্মারম্ভ করিয়া তাহার সংবৎসরের লভ্য ও ক্ষতি বিবেচনা না হইতেই বিবাদ উপস্থিত হয় ঐ ব্যক্তিরা বাঙ্গালি চৌষট্টি জনকে বুঝাইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ সন্দেহ করেন নাই। যদি বল অল্প বিষয় ইহাতে ভদ্রলোকের সন্দেহ কেন হইবেক উত্তর আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ অর্থাৎ কেহ কোন কর্ম্মারম্ভ করিলে অগ্রে তাহাতে নানাদোষারোপ করেন তাহাতেই প্রায় সাধারণে ঐক্য হইয়া কোন কর্ম্ম হয় না অতএব ইহারদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ইহারদিগের দ্বারা এমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে আমারদিগের দশে ঐক্য হইয়াও কর্ম্ম হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় ভাণ্ডার হইল।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে প্রথম সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনাবধি নিয়মিত কালপর্য্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইয়াছে এক্ষণে তদধ্যক্ষেরা দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডার নামরূপে পুনরুত্থান করিয়াছেন। তাহার অনুষ্ঠানপত্র অধ্যক্ষেরদিগের অনুমত্যনুসারে চন্দ্রিকায় প্রথম পত্রে প্রকাশ করিলাম···। সঞ্চয়ভাণ্ডারের গুণ অধিক লেখা লিপিবাহুল্যাশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম কিন্তু তৎকর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দিতে নিরস্ত নহি কেন না দশ জন ঐক্য হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাহা অস্মদ্দেশীয়েরদিগের সুদূরপরাহত হয় তাহা ইহারা একবার প্রচার করণানন্তর তাবতের মনোরঞ্জন করত পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫

উড়ে বেহারা।— হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎও ফিরিয়া আনে না।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

কাশীতে নিমক্সার।— কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কূপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্তা হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলিপরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদুরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসান হয়।

২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯

প্রেরিত পত্র। দর্পণ প্রকাশকেষু। – চৈত্র সপ্তবিংশতি দিবসীয় ষষ্ঠ সমাচার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল তাহাতে লবণ দুর্ম্মূল্যতা কারণ বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে অতএব অস্মদাদির বুদ্ধ্যনুসারে লবণ দুর্ম্মূল্যতা বিষয়ে যাদৃশ অনুমান হইল তাহা লিখি· ·।

নিজযশঃপ্রখ্যাপনেচ্ছু কোন ব্যক্তি অন্য ২ লোকের নানাবিধ কীর্ত্তি শ্রবণ দ্বারা স্বয়ং খিদ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এমত এক কর্ম্ম কি আছে যে তাহা করিলে আপামর সাধারণ সকল লোকের অপকার নিষ্পন্ন করিয়া সে সকলের নানা কটূক্তিভাজন অর্থাৎ নানাবিধ গালির স্থান হওয়াতে খ্যাত হইতে পারি। ইহাতে আপনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আত্মীয় বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে বাবুজীর পুরোহিত কুকর্ম্ম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কহিলেন যে বাবুজী বিলক্ষণ আজ্ঞা করিয়াছেন ইহার উত্তর হটাৎ করিতে পারি না ভাল কল্য বিবেচনাপূর্ব্বক নিবেদন করিব।

পর দিন পঞ্চানন বাবুর নিকটে আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন যে মহাশয় আমি হয়ে এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি অন্যের কি সাধ্য দেখুন এই পৃথিবীতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরি লবণে প্রয়োজন লবণরসে অরসিক প্রায় মনুষ্য দেখি না লবণ ব্যতিরেকে কাহারো নির্ব্বাহ হয় না অতএব তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্য করেন তবে কেবল এই এক কর্ম্মেতে আপামর সাধারণ তাবতেরি অপকার করিতে পারিবেন এবং নানা দেশে নানা স্থানে নানাবিধ লোকের গালি ভোগ করিতে পারিবেন ইহাভিন্ন আর কোন পথ দেখি না। ইহা শুনিয়া বাবুজী পঞ্চাননকে অনেক সাধুবাদ করিলেন ও কহিলেন যে না হবেক কেন তোমার নামানুযায়ী গুণ বিলক্ষণ মহাশয় তাহাই কর্ত্তব্য।

অতএব আমরা অনুমান করি যে এইরূপ ঘটনা হওয়াতে লবণের মূল্যাধিক্য হইয়াছে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ৪ আশ্বিন ১২৩৬

কোম্পানির লবণের মাসুলের পূর্ব্ব বিবরণ। -- যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায়করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাজলাতে বাণিজ্যের কুঠীস্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লীহইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্যস্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাসুলরহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য ২ কর্ত্তারদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহপ্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব ২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্যসামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুলরহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্তছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজউপকারের নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকুইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপনকর্তৃক স্থাপিত সমাজ যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহাহইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

১৭৬৬ সালে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইল এবং ঐ লবণের সমাজস্থেরা এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহারা লবণ কেবল কলিকাতানগরে মোনপ্রতি দুই টাকার হিসাবে বিক্রয় করিবেন এবং দেশের মধ্যে এই বস্তুর খুজরা বিক্রয় এতদ্দেশস্থ লোকেরদিগের দ্বারা হইবেক এবং কোম্পানিকে তাঁহারা যে মাসুল দিতেন তাহার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাসুল ধার্য্য করিলেন। কিন্তু কোর্ট আফ ডাইরেক্তাস এই প্রদত্ত লাভেতে আকৃষ্ট না হইয়া ঐ বাণিজ্যের সমস্ত কল্পনাতে অসম্মত হইলেন এবং নিশ্চয় এই হুকুম পাঠাইলেন যে ১৭৬৮ সালের সেপ্তম্বর মাসে তাঁহারদের কর্ম্মকারকেরা লবণপ্রভৃতি সমস্ত বস্তুর ব্যবসায় ত্যাগ করিবে ১৭৬৫ সালে কলিকাতানগরে লবণের মূল্য একশত মোনপ্রতি ১৭০ একশত সত্তরি টাকা ছিল।

এই ব্যবসায়কারি সমাজ ১৭৬৮ সালে এইরূপে রহিত হইলে নিমকপোক্তানীর কার্য্য ভিন্ন ২ মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল। ১৭৭২ সালে অন্য এক পরিবর্ত্তন হইল গবর্নমেন্ট এই হুকুম করিলেন যে লবণ কোম্পানি বাহাদুরের লাভের নিমিত্তে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং লবণের ইজারদারেরা নির্দ্ধারিত মূল্যে নিমক দাখিল করিবে। ১৭৮০ সালে এই নিয়মের পুনর্ব্বার মতান্তর হইল এবং আজ্ঞা হইল যে লবণের সরবরাহ এজেন্টসাহেবদিগের দ্বারা হইবেক এবং সমস্ত দেশজাত লবণ তাঁহারদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের অর্থে প্রস্তুত করা যাইবেক এবং সেই লবণ মধ্যম অথচ নির্দ্ধারিত মূল্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করা

২০

যাইবেক এবং সেই নিয়মিত মূল্য প্রতিবৎসর কার্য্যারম্ভকালে নিমকপোক্তানীর গবর্ণমেন্টকর্তৃক ইশ্‌তিহারের দ্বারা প্রকাশ হইবে। ইউরোপীয় এজেন্ট সাহেবেরা প্রথমতঃ লবণোৎপন্ন কোম্পানির লাভের উপরে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইলেন কিন্তু কালক্রমে তাহা ন্যূন করিয়া তিন টাকা পরে আড়াই টাকা করিয়া স্থির হইল। ১৭৮৭ সালে সমস্ত লবণ নীলামে বিক্রয় করিতে হুকুম হইল।

১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেন্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজ্জোয়ানামক মলঙ্গীরদের দ্বারা জবরদস্তীতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল তাঁহারা আরো দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্তে যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজ্জোয়ারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহারদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমোলুকের নিমকমহালে ১৩৩৮৮ তের হাজার তিন শত অষ্টাশী পরিজনসমেত আজ্জোয়া মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজ্জোয়ারা স্বকীয় ভূমি নিষ্কররূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজানায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমীদারেরা নানাছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই ২ ভূমির খাজানা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীরদের স্থানে লইতে লাগিলেন। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজ্জোয়ারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীরদের লবণের তুল্য করিতে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেন্ট সাহেবেরা গবর্ণমেন্টকে আরো এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকাঅবধি ৭৭ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেন্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরো লাভ হইল।

নিমক পোক্তানীর দ্বারা সরকারের যে লাভ হয় তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত তফসীল প্রকাশ করা যাইতেছে।

		টাকা।
১৭৬৬ সালের লবণ জাত রাজস্ব।	...	১৩০০৫০০
১৭৮০ সালে।	...	৪০০০০০০
১৮১০।১১।১২ সালে।	...	১১৭২৫৭০০
১৮২১।২২ সালে।	...	১২৮৪০৮৯০
১৮২৫।২৬ সালে।	...	১৫৮৮৫৩৭৬

বর্ত্তমানকালে কলিকাতা ও বোম্বে ও মান্দ্রাজজাত সমস্ত লবণের বিক্রয়েতে ২৫৮২০৩৮৬ টাকা উৎপন্ন হয়। নিমকপোক্তানীর খরচ ৭৭০৮৪৫৯ টাকা হয় অতএব নিমকের কার্য্যে কোম্পানির খরচা বাদে লাভ বৎসরে ... ১৮১০০০০০

৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮

কোম্পানির কাগজ।—১৮১১ ও ৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

১৮ মে ১৮২১। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নীলকারকের দৌরাত্ম্য॥--মপস্বলে কোন ২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে সে গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় তত‍ই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাঁকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমাচার চন্দ্রিকাদ্বারা এই সমাচার পাওয়া গিয়াছে।

৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩

নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্দ কোর্ট হৌস্ষ্ট্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯ নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হাল-সালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কিপ্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা

পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুন। যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যন্ত কোন ২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের কাগজ আছে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।—সং চং।

১৯ জুলাই ১৮২৮। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৫

অগ্নিবিষয়ক বিমা।—গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রুস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাঁহারা সেই গৃহপ্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

নূতন বিমা।—কতক দিন পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা ডাক বাক্সির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিমা করিবেন।

৫ জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪

চরকাকাটনির দরখাস্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়। আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন ২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাট্টি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহর-পর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সূতা কাটনির দরখাস্ত।—সং চং।

১৭ জুলাই ১৮১৯। ৫ শ্রাবণ ১২২৬

নূতন গঞ্জ।—শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে নূতন এক গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক ২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যে ২ দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকামহইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণ বক্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

নদী মিলন। মহারাজ শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এই বাসনা করিয়াছেন যে আপনার নূতন রাধাগঞ্জ বাড়াইবার কারণ খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ ঐ গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তি বক্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন যেহেতুক বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেক ২ জিনিসের আমদানী হইবেক তৎপ্রযুক্ত মহারাজ শ্রীযুত পরাণচন্দ্র বাবুপ্রভৃতিকে ঐ সকল নদী তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তদারক করিয়া মহারাজকে সকল জ্ঞাত করাইলেন। মহারাজ সে বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যুক্ত আছেন। সে কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে দিন ২ তাঁহার রাজধানী শহরের বৃদ্ধি হইবেক।

৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭

নূতন বন্দর।—শ্রীযুত মুন্সী গোলাম হোসন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বান্ধা রাস্তার পূর্ব্ব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আর ২ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন ২ ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোনপ্রকারে বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারো দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সে ২ দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যে ২ জিনিস পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেখানে সেরূপ জিনিস না পায় তবে ঐ ব্যাপারিরদের যে মুনফা তাহাতে হইত তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। এবং যে ২ লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাকা দিতেছেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা। এবং বৈদ্যবাটীর জমীদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪

কলিকাতার নূতন বাজার।—নানাপ্রকার পক্ষী ও মাংস বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় এক বাজার বসাইবার উদ্যোগ হইতেছে ও তাহার ব্যয়ের আন্দাজি হিসাব নীচে লেখা যাইতেছে।

কলিকাতার জানবাজারের ৬/১॥৶

জমীর মূল্য	…	৯০০০০
ইমারতী খরচ	…	১৬০০০
চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি	…	৭৯৫০
ভূমি সমান করা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির খরচ	…	৫০০০
উপরি খরচ	…	৬৫০
শহরের বাহিরে পশ্বাদি পালনের স্থান খরিদ	…	১৯৫০
ঐ স্থান ঘিরিতে খরচ	…	৭৯০০
পশ্বাদি ক্রয়ের জন্যে	…	৩০০০
একুনে দেড় লক্ষ টাকা		১৫০০০০

এমত শুনা যাইতেছে যে এই টাকা তিন শত অংশেতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক। পরে ঐ বাজারে যে লাভ হইবেক তাহা বৎসর অন্তর হিসাব করিয়া অংশিরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

আমরা দেখিতেছি যে শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাফ সাহেব ও কলিকাতাস্থ অন্য ২ সওদাগর সাহেবলোকেরা এই বাজারের অংশী হইয়াছেন তাহাতে ৪৫ জন অংশির নাম সহী হইয়াছে অর্থাৎ যত অংশী হইবে তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের নাম সহী হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় সফল হইবে কি না তাহা এক্ষণে বলা যায় না।

৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫

বাজার ভঙ্গ।- বারাশত পরগনার মধ্যে ঠাকুর পুকুরনামক গ্রামের দক্ষিণাংশে ভট্টাচার্য্যদিগের এক বাজার আছে এবং তাহার উত্তরাংশে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এক বাজার বসাইতেছিলেন তাহাতে ভট্টাচার্য্য অনিবার্য্য বিরোধ বুঝিয়া প্রভুবর্জ্য জজসাহেবের নিকট দরবার করাতে এমত আজ্ঞা দিয়াছেন যে ঐ নূতন বাজার অবিলম্বে স্বহস্তে উৎপাটন করিবেন তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় সুতরাং তাহাই করিলেন অতএব নূতন বাজার কিয়ৎকাল রহিত হইল। তিং নাং

৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬

সুপ্রিম কোর্ট।-গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্ম্মের আরম্ভকালে ২০ বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড় ২ ঘর সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে

বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারদের ক্রমে ২ এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহারদের প্রতি ঐ মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালতহইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। অনেক লোক ইহার পূর্ব্বে ধনি ও সম্ভ্রান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মোকদ্দমাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে তাহা একপ্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন কিন্তু একবারও সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাঁহারদের মনে সুতরাং এই জিজ্ঞাস্য হয় যে তাঁহারা যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে পারি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাঁহারা বিবাদ উপস্থিত হইবামাত্র সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন এই রীতি বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃশ্য।

১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

কলিকাতায় সভা।—আগামি ১৫ তারিখে কলিকাতার টৌনহালেতে নীচের লিখিতব্য অভিপ্রায়ে কলিকাতানিবাসি সাহেব লোকেরদের এক বৈঠক হইবেক। কোম্পানির ফরমানের মিয়াদ অতীতে চীনদেশ ও ইংগ্লণ্ডদেশে যে বাণিজ্যব্যাপার চলে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিকার ও ইউরোপীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিতে পারেন এই উভয় কর্ম্মের নিমিত্তে পার্লিমেন্টে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আমারদের বোধ হয় যে সেই সভায় অনেক সাহেবলোক একত্র হইবেন এবং সেখানে যে বাদানুবাদ হইবে তাহার শুশ্রূষা সকলেরি হইবে।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১১ পৌষ ১২৩৬

টৌনহালে সভা।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংগ্লণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা

করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান পামর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান স্মিত সাহেব-প্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন ২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইঁহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেরদিগের সহিত ঐক্য হইল কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কাহার মত আছে ইহাও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই।

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিস্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন তবে এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সং চং

২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬

ক্লোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এপ্রদেশে চাসবাসবিষয়ক :—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৯ ডিসেম্বর ৬ পৌষের সমাচারদর্পণ ও বঙ্গদূত কাগজে দেখিলাম টৌনহাল সমাজে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ লিখি চন্দ্রিকায় স্থান দিবেন।

প্রথমতঃ প্রকাশ পায় যে কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের অর্থাৎ ইজারার মিয়াদ অতীত হইলে যে বিষয়ের নিয়মের আবশ্যকতা হয় তদ্বিষয়ে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ সভায় কত এবং কে কে সমাগত হইয়াছিলেন তাহা কি কারণে প্রকাশ করেন নাই। অনুমান করি দর্পণপ্রকাশক কোন ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রহইতে তরজমা করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে বঙ্গদূতে প্রকাশ হইয়াছে যাহা হউক ঐ সমাচার প্রথম প্রচারকের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা হইল অপর ঐ সভায় যে কএক বিষয়ের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে আমার যে ২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব সংপ্রতি।

পরামর্শসিদ্ধ পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন ঐ পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহারদের স্বচ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক বসতির যে

নিষেধ আছে তাহাতে এদেশের বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম্ম কি শিল্পকর্ম্মের উন্নতিহওনের এক মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দূরীকরণার্থে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত দেওন কর্ত্তব্য হয়।

ইহাতে আমি বলি এদেশে যেপ্রকারে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এদেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্পযন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই নগর মধ্যে ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়াঅবধি কত আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে ঐ বাবুরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে ইঙ্গরেজ লোক শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে। অপর গোরা লোক কৃষিকর্ম্ম করিলে এদেশের দীন কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন তাহা স্থির করিয়া গোরা কৃষক আনিবার প্রার্থনা করিলে ভাল হয় নচেৎ আপন দেশীয়েরদিগের অমঙ্গল করিয়া বিদেশীয়েরদিগের মঙ্গল চিন্তা বা প্রার্থনা করা কি পরামর্শসিদ্ধ হয় অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব নিবেদনমিতি ১২ পৌষ।—কস্যচিৎ জমীদারস্য।

৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬

ক্লোনিজেসিয়ান। অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এদেশে চাসবাসকরণবিষয়ক।— উপর উক্তবিষয় সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার ২ বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশামাত্র যেহেতুক তাঁহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসায়দ্বারা এদেশের লোকের বর্ত্তমান কালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐর্লণ্ডদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ইমারতি কর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যখন এই রাজধানীতে গোরা রাজমিস্ত্রী ছিল না তখন সুলতান আজন্দীন চাঁদ মিস্ত্রীপ্রভৃতি অনেক এদেশীয় মিস্ত্রী ঐ ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছিল তাহারদিগের বিভব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে পরে কতকগুলিন গোরা মিস্ত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন তাহার মধ্যে বুরুস স্মাইলবরণকরি প্রভৃতি মিস্ত্রীরা অনেক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন কেহ বা কলম লইলেন অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়াছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন ইতাবধানে বিবেচনা করিতেছি ইঙ্গরেজ লোক রাজমিস্ত্রীর কর্ম্মকরাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্ম্ম। এই কর্ম্মে পূর্ব্বে পালপ্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন। তাহারদিগের পরিবারেরা অদ্যাপি তদ্ধনদ্বারা খ্যাত্যাপন্ন ও সুখী আছেন পরে রেণ্ট কোম্পানিপ্রভৃতি অনেক গোরা বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে মৃত রামতনু ঘোষপ্রভৃতি এদেশীয়েরা সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ লইল ইহাতে উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।

স্বর্ণকারের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া শিবমিস্ত্রীপ্রভৃতি অনেকলোক ভূরি ধনোপার্জন করিয়াছে পরে মিং হেমিণ্টন কোম্পানিপ্রভৃতি আসিয়া ঐ কর্ম্মকরাতে এদেশীয় স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় অন্ন ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালী মিস্ত্রী ধনবান হইতেছে কেহ কহিতে পারিবেন না।

দরজীর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগরপ্রভৃতি কতলোক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল ইহারদিগের ভূমিসম্পত্তি হওয়াতে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনবানরূপে খ্যাত। পরে মিং গিবসন কোম্পানিপ্রভৃতির আগমনে সূচীব্যবসায়িরা এক্ষণে সূচাগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।

নৌকার ব্যবসায়। পূর্ব্বে দত্তপ্রভৃতি স্লুপাদি ভাড়াদেওন কর্ম্মে বহু ধনোপার্জন করিয়াছিলেন সাহেবেরা বোট আফিস করিয়া নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝিপ্রভৃতির কর্ম্মও কাড়িয়া লইলেন ইহাতে উক্ত ব্যক্তিরদিগের অনেক লক্ষ টাকার স্লুপ ও বজরাদিগর জলে ভাসিতে ২ জল হইয়া গেল।

অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা দুই জন পাঁচ জন এই নগরে আসাতে এদেশীয় শিল্পকর্ম্মকারিপ্রভৃতি লোকের কি অবস্থা হইয়াছে পরে ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।

১৫ জানুয়ারি ১৮৩০। ৩ মাঘ ১২৩৬

প্রতারণা।— মোং শান্তিপুরে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন অন্য জীবিকা তাহাদের ছিল না অনেক ২ লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বারা ধনোপার্জন করিতেন। এক কালে দুই মামা ভাগিনেয় পরামর্শ করিয়া দেশান্তরে গেলেন ও সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মামা সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে যদি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করুন আপনকার বাটীতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীকৃত হইল ও উভয় সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মূল্য স্থির হইল এবং অন্ন বস্ত্র সরকারহইতে পাইবেক। এই নিয়মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় ঐ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচয়ন ও পাক ও জলাহরণাদি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল ক্রমে ২ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ভাগ্যবান ব্যক্তির নানা প্রকারে আহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক দুই মাস গত হইলে ঐ ধূর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্পবনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যবন জ্ঞান করিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম এ কদাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে। দুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয় যবনজ্ঞান করিল ও শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন পিতা মাতার নিকটে যাও। ধূর্ত্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন কর্ম্মে ত্রুটি পাইয়া আমাকে বিদায়

করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সুখে আছি আপন পিতা মাতার নিকটে গিয়া কি খাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা ভীত হইয়া আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়া বিদায় করিল ঐ ধূর্ত্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মামা শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয় বটে। শ্রীগুরু গোপেশ্বরের এই রূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে।

১৮ জানুয়ারি ১৮২৩। ৬ মাঘ ১২২৯

কুবাণিজ্য বারণ।— ইংগ্লণ্ডে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীশ্রীযুত ডিউক আফ গ্লাষ্টর সাহেব আফ্রিকা দেশের নূতন আবাদবিষয়ে এক প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে শ্রীযুত লিষ্টের ষ্টনহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন ও প্রার্থনা করিয়াছেন যে আফ্রিকা দেশে ও হিন্দুস্থানমধ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়রূপ বাণিজ্য বারণ কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ের বিশেষ লিখিয়াছেন ও শ্রীযুত কোলব্রুক সাহেবকৃত এতদ্বিষয়ক হিন্দুস্থানীয় ব্যবস্থাও পাঠাইয়াছেন তাহাতে সপ্তপ্রকার দাসত্ব লিখিত আছে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দ্বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসন্তান চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দণ্ডার্হ। ইহারা দুই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এক গৃহকর্ম্মে অন্য কৃষিকর্ম্মে। গৃহকর্ম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটীতে অধিক থাকে এবং বেশ্যা বাটীতে ক্রীতা দাসী অধিক থাকে তাহারদের মধ্যে কেহ গৃহকর্ম্ম করিয়া অন্নবস্ত্র পায় কেহ বা বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা যে উপার্জন করে তাহা কর্ত্রীকে দিয়া আপনি অন্নাচ্ছাদনমাত্র পায়। এবং কৃষিকর্ম্মকারী দাসেরাও কেবল অন্নবস্ত্র পাইয়া কৃষিকর্ম্ম করে। হিন্দুস্থানে গৃহকর্ম্মকারী দাস দাসী অনেক আছে এবং করমণ্ডল ও মালাবা ইত্যাদি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশে কৃষিকর্ম্মকারী অনেক দাস আছে। অন্য ২ দেশ অপেক্ষায় এই কএক দেশে অর্থাৎ আরকট ও মাদুরা ও কনারা ও কৈয়ম্বটুর ও তিন্নিবেলী ও ত্রিচীনাপল্লী ও মালাবা ও বেনাদ ও তঞ্জাউর ও চিঙ্গলিপটাম প্রভৃতি দেশে কৃষিকর্ম্মকারী দাস বিস্তর আছে মোং কনারাতে অনুমান ষোল হাজারের ন্যূন নাই। ইহারদের মূল্য কিছু নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকা অবধি ১৫ টাকাপর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের ১৬ টাকা অবধি ২৪ টাকাপর্য্যন্ত। পুরুষের মূল্য ২৪ টাকাঅবধি এক শত যাটিপর্য্যন্ত। এইরূপ দাসত্বগ্রস্ত অনেক লোক অতিকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যে এরূপ হয় সে কেবল দুঃখের বিষয় তাহা নহে কিন্তু অখ্যাতির বিষয়ও বটে অতএব এই প্রার্থনা যে কোনরূপে এই বাণিজ্য বারণ করা যায়।

১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫

ভার্য্যা বিক্রয়।— শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ২ মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্মাত্র শুনা গেল। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।— ১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার এক জন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্দ হয়।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।— যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৭ ভাদ্র ১২৩৪

কৃত্রিম ঘৃত।— পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে এই কলিকাতা নগরে কএক স্থানে ঘৃত বিক্রেতারা ঘৃতের সহিত চরবি মিশ্রিতপূর্ব্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এতদ্রূপ ব্যাপার কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইবাতে তন্মধ্যে এতদ্দেশ জাত এক জন সাহেব দয়া পুরঃসরে পুলিসে সম্বাদ দিবাতে বিচারকর্ত্তারা ঘৃত বিক্রেতারদিগকে ঘৃতের সহিত আনয়ন করিতে পদাতিকে আজ্ঞা দিলেন পদাতিককর্তৃক কএক জন ঘৃতবিক্রেতা ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল এবং বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বারা ঘৃতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল এমতে বিচারকর্ত্তারা তাহারদের মধ্যে দুই জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ ২ মুদ্রা দণ্ড এবং ছয় ২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতারদের সে দিন বিচার না হইবাতে দণ্ডের নির্ণয় হইল না আগামিতে যাহা জানা যায় প্রচার করা যাইবেক।

আমরা ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ করিলাম যেহেতুক এখনকার ব্যবসায়ি অধমেরা এমত কর্ম্ম নাই যে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে না পারে পূর্ব্বে শুনা যাইত যে অন্য ২ বস্তু সংযুক্ত করিত এক্ষণে চরবি মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেক। ইহাতে হিন্দুলোকের ধর্ম্ম কি মতে রক্ষা হইতে পারে এবং লোক সমূহের নানা মতে পীড়িত হইবারই ইহাতে কি ২ সম্ভাবনা না আছে এক্ষণে অভিপ্রায় করি যে বিচারকর্ত্তারদের শাসনে এমত বা আর না হয় আমরা এই বিষয় কোন বিশিষ্ট লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া প্রকাশ করিলাম। তিং নাং

২১ নবেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯

ঋণদ্বেসকের পত্রের অবশিষ্ট কথা।।— ঋণগ্রস্ত হওনেচ্ছা কেবল এক অঞ্চলে কিম্বা এক গ্রামে কিম্বা এক জাতির মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বত্র সাধারণ হইয়াছে ইহার প্রধান কারণ কর্ম্মেতে আলস্য যে লোক বিশ বৎসরপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিয়া কালক্ষেপণ করিয়াছে সে যদি চেষ্টা করে তবে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমন ইচ্ছা প্রায় নাই। এক ঋণহইতে মুক্ত না হইতে ২ অন্য ঋণ করে আপন সংভ্রম পর্য্যন্ত যাহার স্থানে যত পাইতে পারে তাহা লইতে অনিচ্ছুক হয় না অনুমান হয় যে ষোল আনার মধ্যে বার আনা ঋণগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন। হিন্দু লোকেরা কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাতে অলঙ্কার ও লওয়াজিম বাসন প্রভৃতি করে এই সকল দ্রব্য করাতে আত্মোপকার অধিক হয় না যেহেতুক কোন দায় উপস্থিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্যে মহাজনের নিকটে বন্ধক রাখে পরে অল্প দিবসের মধ্যে শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়। প্রথম অলঙ্কার বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয় পরে ক্রমে ২ বাটীর সকল জিনিস দিয়া কেবল আপনারদের ব্যবহার্য্য দুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে। পরে অতিদায়গ্রস্ত হইয়া তাহাও মহাজনকে দেয় অবশেষে থালের পরিবর্ত্তে কদলীপত্রে ভোজন করে কিন্তু এ সকল অতিদুঃখির চিহ্ন।

২৪ মার্চ ১৮২৭। ১২ চৈত্র ১২৩৩

প্রেরিত পত্র। চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।— সেবক শ্রীরসিকারমণ পোদ্দারস্যনিবেদনমিদং। মহাশয়ের ২৩ ফালগুণ তারিখের চন্দ্রিকাতে কোন এক বিজ্ঞ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নাগরির সমাচারের কাগজে মারবাড়ি মহাজনেরা আমারদিগকে যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা তরজমা করিয়া প্রকাশ করাতে আমরা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিলাম এক্ষণে সেই মহাজনেরদিগের কথার উত্তর প্রদান করি।

প্রথমতঃ লেখেন বাঙ্গালি ক্ষুদ্রমহাজনেরদের সহিত আমরা ব্যবহার রাখিব না ইহারদিগের সহিত ব্যবহারে আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে। উত্তর ক্ষুদ্রের সহিত ব্যবহার করিলে অবশ্যই অপচয় হয় ইহাতে কি বাঙ্গালি কি মারবাড়ি কি অন্যান্যদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুদ্রস্বভাব এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় যে ব্যক্তি তত্তুল্য সেই তাহার সহিত ব্যবহার করে আমি এমত অনেক প্রমাণ দিতে পারি যে কত ক্ষুদ্র মারবাড়ির দ্বারা কত বাঙ্গালির ক্ষতি হইয়াছে যে দেশে যাহারদিগের বাস তাহার তাবৎ লোকেরি যদি একস্বভাব হইত তবে মহামান্য ইংগ্লণ্ডীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না এ সকল ব্যবসায়ের কর্ম্ম লভ্য ও অপচয় হইয়া থাকে ইহাতে জাতির গ্লানি হয় এমত নহে।

দ্বিতীয়তঃ পোদ্দার লোক যে এক ২ জন তাবৎ মহাজনের কুটিতে আছে তাহারদিগের হস্তে ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠান যাইবেক না মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আকৃতিরই হয় কখন কে উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক আর আপন ঘরের ব্রাহ্মণ অথবা পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাইবেক। উত্তর মাথাখোলা বাঙ্গালি পোদ্দার না থাকিলে তাঁহারদিগের কদাচ কর্ম্ম উদ্ধার হয় না যদি তাহা হইত তবে তাঁহারদিগের স্বদেশীয় শুঁয়াতোলা লাল উষ্ণীষধারি কোমরবান্ধা পানগুয়া গালভরা কি দরবান কি চাকর কি ব্রাহ্মণ কি পাচক ব্রাহ্মণ কি গোমাস্তা যাহারদিগের সকলেরি সমান জ্ঞান সমান অবয়ব

তাহারদিগের দ্বারা তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন আমারদিগকে রাখিতেন না দুঃখের কথা কি কহিব এক দিবস একখান ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গাইতে হইবে গদির গোমাস্তা কহিলেন এক আদমি বেঙ্কুলমে যাও নোটকা রূপেয়া লেআও অর্থাৎ ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা আন ইহা শুনিয়া শুঁয়াতোলা উষ্ণীষবান্ধা এক মহাশয় রাস্তায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাঙ্কুলমে কোন রাস্তাসে যাক্সে। এই কথা পাঁচ সাত জনকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন কহিল সেখানে জাহাজের দ্বারা যাইতে হয় ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোমাস্তাকে কহিল হামকো জাহাজমে ভেজতেহো। পরে আমি গিয়া টাকা আনিলাম ইত্যাদি কত কথা আছে যদি বল যে কর্ম্মের লোক তোমরা বট কিন্তু অবিশ্বাসী উত্তর অদ্যাপি কেহ বলিতে পারিবেন না যে কোন পোদ্দার কাহারও কুঠীহইতে টাকা লইয়া পলাইয়াছে বরং অনেক ক্ষুদ্র মারবাড়ি পোদ্দারের মাহিয়ানা বাকী রাখিয়া স্বদেশে গমন করিয়া আর আইসে নাই কিমধিক নিবেদনমিতি ২৮ ফালগুণ। সং চং

১৮ এপ্রিল ১৮২৯। ৭ বৈশাখ ১২৩৬

নূতন পয়সা।— পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ এক টাকায় প্রায় তিন পয়সা বাট্টা যায় এই দুঃখ নিবারণহেতুক শুনা যাইতেছে যে গবর্ন্‌মেণ্টের আজ্ঞায় নূতন পয়সা বাহির হইবে শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা রাঙ্গেতে নির্ম্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্ত্তে এই পয়সা চলিবে। সং চং

শাসন

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।— এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পাটনা ও বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই ২ প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণা।

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ও নিজ ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিলা ও মহীমনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা।

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুঙ্গের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও মুরশেদাবাদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও পুরণিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই।

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পাটনা শহর ও রামগড় ও সাহরণ ও শাহাবাদ ও তীরহুত।

বানারসের অন্তঃপাতী দশ বিচারস্থান। ইলাহাবাদ ও ইলাহাবাদের অন্তঃপাতী ফতেহ্‌পুর ও বন্দেলখণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানারস শহর ও গোরকপুর ও গোরকপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও জৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর ও মীরজাপুর।

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও কানপুর ও ইটায়া ও ফরক্কাবাদ ও মুরদাবাদ ও দক্ষিণ সাহারণপুর ও উত্তর সাহারণপুর।

১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা। -- শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।

যখন [ফোর্ট উইলিয়ম] কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমত রীতি আছে যে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাহেবেরদের যে ২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা গত ইস্তাহামের পর শ্রীশ্রীযুত এই রূপে তাহারদিগকে কহিলেন।

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্য ২ বহী পূর্ব্বদেশীয় যোল ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এখনও আমারদিগের ভরসা আছে যে শ্রীযুত লেপটেনেণ্ট এইটন সাহেব কর্ত্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওয়ারীয় ভাষাতে দুই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু তাহারদিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কর্ম্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি কিন্তু যে উচ্চপদে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ ২ স্মরণার্থ আমার কথনের আবশ্যকতা আছে কোম্পানীর কর্ম্মের প্রথম আবশ্যক ভারতবর্ষের ভাষা জ্ঞাত হওয়া তাহা আপন সম্ভ্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমরা ইহাহইতে ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা তোমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কর্ম্ম মনের গোচরে আইসে না কালক্রমে তোমরা অত্যল্প লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে স্বদেশস্থেরদের প্রতিনিধি হইবা এবং স্বদেশের সম্ভ্রম ও দেশের ব্যবস্থা তোমারদিগের হস্তে সমর্পণ করা গেল। আমারদের রাজ্য এ দেশের সুখ কিম্বা দুঃখ জন্মাইবে সে তোমারদিগের হাতে। আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রাপ্ত হই কিম্বা শাপগ্রস্ত হই সে তোমারদিগের কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ। চতুর্দ্দিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কি রূপ ভরসা রাখে এবং আমারদিগের

শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের প্রীতির উপর তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত ভরসা। ও মধ্য হিন্দুস্থানীয়েরদের যে অশ্রুত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ আমারদিগের রাজকর্ম্ম ও সৈন্যীয় কর্ম্মের লোকেরদিগের উদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে পারিত আরও এই স্নিগ্ধ বৃক্ষের একটী পাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা শুষ্ক করিও না কালক্রমে তোমারদিগের সকলকে এই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে। এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছ এমত মনে করিও না যেহেতুক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের উপরে যে অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে বাসনা করহ যে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে উপকার হয় ও স্বদেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীযুত কোম্পানির এতদ্ভিন্ন অন্য চেষ্টা নাই।

আমি আরও বিশেষ কিছু তোমারদিগকে কহিব তোমরা সাধু স্বভাবে সর্ব্বদা সৎপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্যক ছিল না যেহেতুক বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ ও যে সকল লোকের মধ্যে সর্ব্বদা রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরসা হয় যে ইহা আমার কহার আবশ্যক নাই তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাক ও খোসামুদে লোকের প্রতি কর্ণ অধিক দিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্ধ করিও না যে সকল কর্ম্ম তোমারদিগের হাতে সমর্পণ করা গেল তোমরা ইহা অন্যের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহারা কুকর্ম্মদ্বারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন ষড়বর্গে সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত বারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্তু হইলে দুষ্ট হস্তে পতিত হইয়া তাহার বশীভূত হইয়া এবং তোমার নামে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্যায় করিয়া তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্ব্বনাশ করিবেক ধৈর্য্যাবলম্বনে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ রাখিয়া যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি তুমি ক্রোধ করিবা না যেহেতুক তাহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈর্য্য হইতে হইবেক তোমার সকল কর্ম্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই ২ উপকার হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বৃদ্ধি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনারদিগের প্রীতি পাইবা ও তোমার চতুর্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিবা এই সকল হইতে অধিক আর কি।

২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।—গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সে স্থানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিপীট করিল এবং ঢোলপ্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত ২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিসে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধ বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে ২ ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা

হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোঁয়ারা বাহিরে যাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮

পুরুষাঙ্গচ্ছেদন।—মোকাম কালনার নিকটবর্ত্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি মোকাম কলিকাতা হইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগস্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাদ্র মোকাম ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়া সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটী গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্থা দিয়া ঐ তিলি একাকী যাইতেছিল তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগত। এই সময়ে দুই জন দস্যু আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাঁই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তর করিল যে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে ঐ দুষ্ট দুই জন তাহা লইয়া বার ২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাঁই আর কি আছে। তাহাতে ঐ তিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল যে আমার ঠাঁই অমুক আছে তাহা কাটিয়া লইবি। ইহা শুনিয়া ঐ দুষ্ট জন কহিল যে হাঁ কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অর্দ্ধ পুরুষাঙ্গচ্ছেদন করিল। সে তিলিও বলবান আপনার নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন মারামারি করিতে ২ জলে পড়িল। তখন ঐ দুষ্ট দুই ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিয়া তাহার গলায় এক ছোরা মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান কাটিল কিন্তু তাহারা জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোরা লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। তিলিও জলে ডুব দিয়া তাহারদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আনুকূল্যে ভাসিতে ২ অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল। সেখানে জলহইতে উঠিয়া ত্রিবেণীর থানায় গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও প্রত্যক্ষতো দেখাইল। পরে তথাকার দারোগা অনেক লোক সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে ঐ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘেরিয়া প্রাতঃকালপর্য্যন্ত রহিল পর দিন প্রাতে ঐ গ্রামের তাবৎ পুরুষেরদিগকে ত্রিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়া ঐ তিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই দুই জনকে চিনিয়া ধরাইয়া দিল। দারোগা ঐ দুই জনকে শক্ত কএদ করিয়া ঐ তিলির সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে।

এই রাহাজানি হওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্দ্রহাটী খ্যাত হইয়াছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ২৬ মাঘ ১২৩০

হুগলী।—জিলা হুগলীর বিচারকর্ত্তার সদ্বিচারানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ইত্যাদি রাজনীতি বিষয় ব্যবহারে প্রশংসা বহুতর শুনা যাইতেছে। ২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি কালে শ্রীযুক্ত স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালা পোশাক পরিধানপূর্ব্বক কিছু দূর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে মোং শাহাগঞ্জের চৌকীদার দেখিয়া এককালে হস্ত ধরিয়া কহিলেক যে কে তুমি এত রাত্রিতে যাইতেছ আমারদের সাহেবের এমত হুকুম নাই তাহাতে কিছু টাকা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চৌকীদার কহিলেক যে এক শত টাকা দিলেও এ রাত্রিতে তোমাকে ছাড়িতে পারি না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে শ্রীযুতের

পশ্চাদ্বর্ত্তী নিজের লোকেরা আসিয়া কহিলেক যে ইনি সাহেব এঁহাকে ছাড়িয়া দে তখন চৌকীদার জানিতে পাইয়া বিস্তর স্তব করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কহিলেন যে তোর ভয় নাই তুই কল্য আমার নিকট যাইস ইহা কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পর দিন ঐ চৌকীদার শ্রীযুতের সমীপে উপস্থিত হওয়াতে পঞ্চাশ টাকা বকশীশ করিয়াছেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২১। ১ পৌষ ১২২৮

এতদ্দেশীয় ডাকাইতি।—গত দশ দিবসের মধ্যে কলিকাতার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রের মধ্যে কোম্পানির রাজশাসনের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে…কিন্তু তাহার মধ্যে ডাকাইতি নিবৃত্তির বিষয়ে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি। ১৮০৩ সালেতে কৃষ্ণনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয় পরে ১৮০৪ সালে ১৩০ এবং ১৮০৫ সালে ১৬২ ও ১৮০৬ সালে ২৭৩ এবং ১৮০৭ সালে ১৫৪ এবং ১৮০৮ সালে ৩২৯ তারপর ১৮২৫ সালে কেবল ২১ স্থানে ডাকাইতি হয় ইহাতে দেখা [যায়] যে পূর্ব্বাপেক্ষা ডাকাইতির কত অল্পতা হইয়াছে।

২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯

সুপ্রীমকোর্ট।—জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কর্ম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে ঐ জমীদার আপন পুত্রের অসুস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাটী গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পঁহুছিবার দুই দিন অগ্রে ঐ জমীদার কোমিল্লাতে পঁহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে ঐ জমীদার আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া বাটী গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা, করিলেন তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিয়াছিল তাহারা জমীদারকে হাঁটাইয়া আনিতে স্থির করিল কিন্তু জমীদার ঐ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়া সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকটহইতে হাঁটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন ওজরবীজ না করিয়া আগতমাত্র হারামজাদা গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি এমত দুষ্কর্ম্ম করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন যদি করেন তবে আমি বাঁচিব না বরং জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল পুনর্ব্বার উঠাইয়া আর দশ বেত মারিলেন পরে দুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কারাগারের মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিম্বা বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে মারির চিকিৎসাও হইল না আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইল। পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার উত্তর ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্দুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সংকার করাইলেন। এই রূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল।

পরে আসামীর সাক্ষিরা শপথপূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দিল যে প্রতাপনারায়ণ মফস্বলে কোম্পানির খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দণ্ড্য হইয়াছিল সে অতিবলবান ও তাহার বয়ঃক্রম ৪০.৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও স্বচ্ছন্দে চাপরাসীরদের সহিত জেলখানায় গিয়াছিল এবং যে বেত্রাঘাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি ডাক্তরের দুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিনদিন উপশম বোধ হইয়া তৃতীয় দিনে ঐ ক্ষত শুষ্ক হইল তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহির্ভাগে বেড়াইত ও সেইখানে আহারাদি করিত পরে তাহার শয্যায় চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ওলাউঠারোগ হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পরে সে মৃত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার কুটুম্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বন্দুয়ানেরা সৎকারের কারণ কেবল কাষ্ঠাহরণার্থে গিয়াছিল সুতরাং সিপাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার দ্বারা শ্রীযুত হেজ সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০

দাঙ্গা।—শুনা গেল যে ২ কার্ত্তিক মোং চাকদহ গ্রামে দুই জমিদারে কাজিয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ। রাণাঘাটনিবাসি শ্রীযুত উমেশ পাল চৌধুরী ঐ গ্রামের ছয় আনি জমিদার এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জমিদার উভয়ে আপন ২ অভিমত স্থানে হাট বসাইবার কারণ বিবাদ হইয়া উভয় পক্ষের লোক আসিয়া হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়া আপন ২ স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল। অনন্তরে দুই জমিদারের লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটাকাটি হইয়া এক পক্ষের তিন জন ও এক পক্ষের চারি জন লোকের হস্ত চ্ছেদন হইয়াছে। পরে হাকিম পক্ষীয় লোক আসিয়া ঐ ছিন্ন হস্ত কএকখান ও দাঙ্গাদার লোকেরদিগকে বন্ধন করিয়া মোং কৃষ্ণনগরে বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

১৯ এপ্রিল ১৮২৩। ৮ বৈশাখ ১২৩০

নূতন আয়িন॥ কলিকাতা শহরের বন্দোবস্ত কারণ শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জেনেরেল বহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ১৪ তারিখের কৌঁসলের সভাতে যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই।

এইক্ষণে বারম্বার সমাচার পত্রাদিতে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ কলিকাতা নগরস্থ ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার নিবারণার্থে এবং শহরের মধ্যে সমাচারপত্র এবং অন্য ২ লিপি ও পুস্তক প্রভৃতি যাহা প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত দিবসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে সরকারী সমাচারের বিশেষতো রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের প্রসঙ্গাদি থাকে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হওনের ধারা আয়িন অনুসারে নিরূপণ করা অতিকর্ত্তব্য এবং আবশ্যক এ কারণ শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের আয়িন মতে যে ভার ও ক্ষমতা তাঁহাতে আছে তদনুসারে কৌঁসলের সভাতে নীচের লিখিত ধারানুসারে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

প্রথম ধারা॥ কলিকাতা শহরের সুপ্রীমকোর্ট অদালতে এই আয়িনের রেজষ্টরী হওনের তারিখ অবধি ১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যের দ্বারা শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিম্বা অন্য কোন কাগজ অথবা কোন কেতাব উপরের লিখিত বিবরণ বিষয়ে অর্থাৎ সরকারী সমাচার ও রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের ও সরকারের রীতি ও ধারাদির প্রসঙ্গে কোন ভাষাতে প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত কালে হুজুরের প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির দস্তখত সম্বলিত শ্রীশ্রীযুতের হুজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে ছাপা করে কিম্বা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ধারা॥—যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীযুতের ঐ অনুমতিপত্র লইতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য এই যে আপন দরখাস্ত সম্বলিত নীচের লিখিত বিষয়ে এক আফিডেবিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া প্রধান সেক্রটারি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি যে সাহেব থাকেন তাঁহার নিকটে দাখিল করে। তাহাতে এই সমস্ত লেখা থাকিবেক প্রথম যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও উপাধি ও নিবাস। দ্বিতীয় প্রত্যেক এডিটরের নাম ও ঠিকানা। তৃতীয় কাগজ ও কেতাবের মালিকের নাম ও ঠিকানা যদি তাহারা প্রিন্টর ও এডিটর ব্যতিরিক্ত দুই জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে যে দুই জন কলিকাতা শহর কিম্বা তাহার আশপাশের নিবাসী ও অন্যাপেক্ষা অধিক অংশের মালিক হয় তাহারদের নাম ও ঠিকানা। চতুর্থ যে ছাপাখানায় ঐ কাগজ ও কেতাব ছাপা হইবেক তাহার ঠিকানা। পঞ্চম যে কাগজ ও কেতাব ছাপা করণের মনস্থ হয় তাহার নাম।

তৃতীয় ধারা।—উপরের লিখিত তাবৎ বিষয় এক কাগজে লিখিয়া শপথ পূর্ব্বক আপন ২ দস্তখত করিয়া দাখিল করিবেক তাহার প্রমাণার্থে তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা এই শহরের কোন জষ্টিস সাহেবের সাক্ষাতে হলফ করে এ কারণ পুলিসের তাবৎ জষ্টিস সাহেবেরদিগকে হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ তাঁহারদের নিকটে এ বিষয়ের কারণ হলফ করিতে আইসে তবে তাঁহারা তাহার স্থানে রসুম রূপে কিছু না লইয়া দস্তুর মত তাহাকে হলফ করাইবেন।

চতুর্থ ধারা॥—আফিডেবিট মতে এক কাগজে ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক লোকের নাম লিখিয়া দেওনের নিমিত্তে দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে অতএব যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক না হয় এবং তাহারা শহর কলিকাতার কিম্বা ঐ শহরের আশপাশ দশ ক্রোশের মধ্যের নিবাসী হয় তবে ঐ সকল লোকের হলফ ও দস্তখত পূর্ব্বক ঐ কাগজ দাখিল হইবেক যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে চারি জন কিম্বা ষয় জন উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদের দস্তখত ও হলফের আবশ্যকতা হইবেক।

পঞ্চম ধারা॥—উপরের লিখিত লোক অর্থাৎ ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক যাহারদের নাম আফিডেবিটের কাগজে লেখা থাকিবেক তাহারদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে কিম্বা পূর্ব্ব নিবাস ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং ছাপাখানা ও ছাপার কাগজ ও কেতাবের নাম বদল হইলে এবং শ্রীশ্রীযুতের কৌসলের সভাহইতে এ বিষয়ের হুকুম হইলে প্রথম আফিডেবিটের কাগজের মত দ্বিতীয় এক

কেতা কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক। ও এমন হুকুম হইলে এ বিষয়ের এক এত্তালানামা প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতে উপরের লিখিত ব্যক্তিরদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক ও যে বাটীতে মেয়াদী কাগজ অথবা কেতাব ছাপা হওনের প্রসঙ্গ পূর্ব্ব আফিডেবিটের কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথায় ঐ এত্তালানামা পাঠান যাইবেক ও দ্বিতীয় বার আফিডেবিটের কাগজ উপরের লিখিত নিয়ম মতে দাখিল না হইলে মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।

ষষ্ঠ ধারা॥—যে লাইসেন্স শ্রীশ্রীযুতের হুজুরহইতে কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ত্তে। ও জানান যাইতেছে যে লাইসেন্স রদ হওনের বিষয়ে হুজুরহইতে প্রধান সেক্রটারি সাহেবের কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠী প্রাপ্তি হওনমাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক। ও যদি লাইসেন্স রদ হওনের পরে ঐ মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব ছাপা হয় তবে তাহা লাইসেন্স না পাওয়া কালের ছাপা হওয়ার ন্যায় বোধ হইবেক। এ প্রকার চিঠী মেয়াদী কাগজের কিম্বা কেতাবের ছাপাখানায় পাঠান যাইবেক এবং ঐ লাইসেন্স রদ হওনের সম্বাদ সকল লোককে শহর কলিকাতা সরকারী গেজেটের দ্বারা দেওয়া যাইবেক।

সপ্তম ধারা॥—শহর কলিকাতার নিরূপিত সহরদ্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকারহইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া যদি প্রথম ধারার উক্ত কোন মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব জ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপা করায় অথবা প্রচার করে কিম্বা স্বয়ং কর্ত্তা অথবা তাহার মোক্তারকার অথবা চাকর ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব বিক্রয় করে কিম্বা কাহার সহিত বদলও করে কিম্বা কোন প্রকারে কোন জনকে দান করিয়া কি চাওয়াতে দিয়া বিলি লাগাইতে চাহে এবং যদিস্যাৎ কোন কেতাবখানার কর্ত্তা কিম্বা দোকানদার অথবা যে স্থানে লোকেরা পড়িবার কারণ একত্র হয় সে স্থানের মালিক অথবা কোন সামান্য সভার স্থানের কর্ত্তা কিম্বা তথাকার কর্ম্মের নির্ব্বাহকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব লোকেরদিগের দৃষ্টি করণার্থে লয় কিম্বা কেহ চাহিলে দেয় কিম্বা পড়া যাইবার কি অন্য বাসনায় কোন ব্যক্তিকে দেয় তবে উপরের উক্ত প্রকারসকলের কোন প্রকার করণ জন্য অপরাধী হইবেক এবং ঐ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারি শত টাকা করিয়া জরীমানা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।........

৩ জুন ১৮২৬। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

সমাচার পত্রবিষয়ে॥—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে কোম্পানির কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন সাহেব লোক সমাচার পত্রের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না কিন্তু গত বুধবারের বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ আজ্ঞা গবর্ণমেন্ট গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রপ্রকাশক শ্রীযুত উইলসন সাহেবব্যতিরেকে অন্য সকলের উপর প্রবল থাকিবেক এবং ইহা শুনিলে সকলেরি আহ্লাদ জন্মিবেক।

১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪। ৫ পৌষ ১২৩১

শ্রীরামপুর।—শুনা যাইতেছে যে আগামি জানুআরি মাস অবধি শহর শ্রীরামপুরে ধারানুসারে টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু ২ কর নিরূপিত হইবেক কিন্তু শহর কলিকাতা অপেক্ষা ন্যূন।

২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১

অত্যাবশ্যক ইশ্‌তেহার।—৮ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ডরিবিন্যুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকরবিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল এবং তাহার পরীবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

যে কলিকাতা নগরস্থ যে প্রজারা স্ব ২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন। যিনি সংপ্রতি একেবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন তিনি দশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগ দখল করিবেন। এতদ্রূপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর ও চতুর্দ্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর ও সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। যাহারা পঞ্চাউঙ্গুওরূপে পাট্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ডরিবিন্যুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্টরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪

কলিকাতার ঘরের টাক্স।—গত ১৬ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত শ্মোলট সাহেব কলিকাতার ক্লার্ক আফ দি পিস সাহেব এই ইশ্‌তেহার দিয়াছেন যে কলিকাতার ঘরওয়ালা লোকেরা বাটী খালি থাকা বলিয়া কোন ২ সময় টাক্স দিতে ওজর করে এবং তাহাতে হিসাবের অনেক গোলমাল পড়ে অতএব সেই গোলমাল না হইবার কারণ কলিকাতার চিপ জুষ্টিস আফ দি পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন যে যাহার ঘর যখন খালি হইবেক তখন সে ব্যক্তি আপন ঘর খালি হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে টাক্সের কালেক্টর সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিবে এবং কালেক্টর সাহেব তাহা এক বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিষ্টরি করিবেন যে পরে তদ্বিষয়ে কোন ওজর না হয় কিন্তু বাটী খালি হইলে পর সাত দিনের মধ্যে সমাচার না দিলে তাহার কোন ওজর শুনা যাইবে না পূর্ব্ববৎ পূরা টাক্স লওয়া যাইবেক।

২৮ আগষ্ট ১৮২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩১

নূতন আয়িন।—কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৪ মাঘ ১২৩৩

নূতন ষ্টাম্পের আইন।—১ মে অবধি কলিকাতার তাবৎ দেনা পাওনার কাগজ পত্র ও রসিদ ও হুণ্ডী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক। অত্যল্প দিবসের মধ্যে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তদ্বিষয়ক আইনও এই সমাচার পত্রদ্বারা প্রকাশিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় এমত বিষয়ি লোক নাই যাহার উপর এই আইন না অর্শিবে অতএব সে আইন প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে তাহা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক এবং যাহার ক্রয় করিবার বাসনা হয় তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজের উত্তর বড় রাস্তার পূর্ব্ব ধারে কেতাবের গুদামে শ্রীরামতনু সরকারের নিকট গেলে অথবা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলে পাইতে পারিবেন।

১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪

কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।

আমরা (যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে) তোমার নিকট যাজ্ঞা করি যে তুমি কলিকাতাস্থ টৌনহালে কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে সভাস্থ হইতে আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তত্তদ্বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিতে পার্লিমেন্টের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।

তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নূতন ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্যতঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৫ ধারার ৯৮ ৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধ্যে টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যতিরেকে যাহারা মরে তাহাদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্ট্রেটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়া হইতে পারে এবং যে তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমিহইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংগ্লণ্ডদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে তাহা দান করিতে অনুমতি পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

চতুর্থ প্রকরণ।—দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের মধ্যে তাহারদের ধন সমানাংশে বিভক্ত হয় এতদ্বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম।

জে পামর। আলেকজেণ্ডর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব। জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।...রস্তম জি কাবাস জি।.. রসময় দত্ত। রামনারায়ণ দত্ত। জি জে গার্ডন। জে কালডর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক বৈষ্ণবদাস মল্লিক। রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।

১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য ২ সভা প্রার্থকেরদের প্রতি।

লিখিতং শ্রীটি প্লৌডন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ৮১৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত বাইসি প্রিসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যে ২ বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সে ২ বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্সের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা বসিতে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে পার্লিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অনুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট যাচ্ঞা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রানুসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে জানাইতেছেন যে আগামি বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যে ২ বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস। মনোহর দাস।··চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।··হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র।··

২১ জুলাই ১৮২৭। ৬ শ্রাবণ ১২৩৪

ইষ্টাম্প।··গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আদালতে তিন জন জজ সাহেব বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নূতন ইষ্টাম্প আইনে রেজিষ্টরি করিয়া আইন জারি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন অতএব অতঃপর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য না দিয়া আর কেহ বাঁচিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে লোকেরা

আপনারদের পাট্টা কবুলিয়ৎপ্রভৃতির উপর যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিত তাহা এক্ষণে কলিকাতার লক্ষপতিরদের উপরেও পড়িবে।

৩০ জুন ১৮২৭। ১৭ আষাঢ় ১২৩৪

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।—শ্রীযুত সর ই এচ্ ইয়েষ্ট যিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও মাজিস্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান কিন্তু কর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।

অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাঁহারাই তত্তুপস্বত্বে সুখী হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই সুখী হইয়া থাকে এবং তত্তুপস্বত্বে বড় ২ জমীদারেরা বাদশাহের ন্যায় হইয়া সুখ ভোগ করেন বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব্ব ২ প্রজালোকেরা গবর্ণমেণ্টকে জমীদার ও সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রূপ মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [যে ব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে তাহাকে] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্যপি আপন জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহিয়ানা দিতে হয় তবে প্রজালোকের স্থানে চাঁদা করিয়া লয়েন কোন ২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন ২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন তাহার কারণ এই যে ইহাতে কর্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়।

গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এক নূতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে ভাল হয়।

গত ২৪ এপ্রিল কলিকাতা ক্রোনিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জমা করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম।—সং চং

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২২ মাঘ ১২৩৩

সুপ্রিমকোর্টের জুরিবিষয়ে।—বড় আদালতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জুরি হওন বিষয়ে অসন্তুষ্টি দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূলমাত্র আমরা নীচে প্রকাশ করিতেছি।

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোক সুপ্রিমকোর্টে জুরির পদে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে ঐ কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা

যে আইন অর্থাৎ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরি অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছে তাহার কারণ এই যে ঐ নিয়মে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব থাকে ও যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার কেরেয়ার যোগ্য বাটীতে বাস করে সেই ব্যক্তি জুরির যোগ্য হইবেক কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির ঐ পূর্ব্বোক্ত টাকার সম্ভাবনা ও ঐ প্রকার বাসস্থান নাই অথচ তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সম্যক্ প্রকারে যোগ্যতা আছে তাহারা ঐ নিয়মদ্বারা তৎপদহইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাহারা সামান্য সরকারাপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে অযোগ্য তাহারা ঐ ধন ও বাসস্থান স্বত্বে তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক বিচারসম্মত এই হয় যে ধন ও বাটীর উপর লক্ষ না করিয়া দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞমাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য হন এমত আজ্ঞা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গাল হরকরা ৯ জানুআরি।

আমরা এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যেহেতুক বিচারকর্ত্তার নিরূপিত আইনে যদ্যপিও এমত উল্লেখ আছে যে ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি জুরি হইবেক তত্রাপি সম্ভাবনার উপর নির্ভর আছে কিন্তু এ লেখকের অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেই জুরি হইতে পারে ধনী হইলে পক্ষপাত শূন্য ও মার্জ্জিত বুদ্ধি হয় এমত নহে। ২৭ জানের।

১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫

পেটি জুরি।—আমরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যে ২ ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে ৩১ জন ইংলণ্ডে জাত ইউরোপীয় লোক ও ২৬ জন এতদ্দেশীয় ইংরাজ ও তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র।

১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪

বাঙ্গালা জুরি।—এই কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ বাঙ্গালিরদিগকে এই উচ্চ জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে বিশেষ অনুসন্ধান করাতে এক্ষণে এই প্রকাশ পাইয়াছে যে ঐ ব্যক্তিরা যাহারা আইন মতে পিটি জুরি হইতে অন্যথা হইয়াছেন এবং গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন কি না ইহার প্রশ্ন করাতে তাঁহারা অনেকে অক্ষম স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহারদিগের কথনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা এই আপত্তি করিয়া কহেন যে তাঁহারদিগের এমত ইংরাজীতে দখল নাই যে তাঁহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন এবং আরো কহেন যে এই জুরির কর্ম্মেতে হাজির হইতে হইলে তাঁহারদিগের পরমার্থ ও জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক এবং জুরির আসনে নিয়মিত সময়াবধি আটক থাকনে কঠিন এবং অসুসার বোধ হইবেক এবং তাঁহারা কহেন যে জুরির আসনে বসিয়া এক ব্রাহ্মণের বিষয়ের ক্ষতি কিম্বা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কদাচ পারিবেন না। শীলন দেশে তদ্দেশীয় জুরি স্থাপিত হইলে তাঁহারা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনে কোন আপত্তি করেন নাই। ঐ শীলনদেশস্থ অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান এবং অবশিষ্ট লোকেরা বৌদ্ধ। অতএব উভয়েই জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত বাঙ্গালার লোকেরা হিন্দু ইহারা যদবধি এই ব্যবস্থাতে থাকিবেক তদবধি ইংরাজী জুরির কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক না এবং পারিলেও করিবেক না এইমত গবর্ণমেণ্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সং চং

১৩ ডিসেম্বর ১৮২৮। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

জুরি।—নূতন রীতিমত সুপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে অন্য ২ পীটি জুরির মধ্যে ব্রজমোহন সেন এক জন পীটি জুরি হইয়াছেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত)

৩ নবেম্বর ১৮২৭। ১৯ কার্ত্তিক ১২৩৪

সৈন্য। - গত সোমবার ভেলিকা নামে বাষ্পের জাহাজ গোরা সৈন্য লইয়া শ্রীরামপুরের নীচে গঙ্গা নদী দিয়া চুঁচড়ায় গমন করিল। সেই সকল সৈন্য অনুমান আড়াই শত তাহারা ইংগ্লণ্ড হইতে একটা জাহাজদ্বারা গত বৃহস্পতিবারে এখানে পঁহুছিল। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডহইতে যে সকল গোরা সৈন্য এখানে পঁহুছিয়াছে তাহাদের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পূর্ব্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি দেশে বিংশতি রেজিমেণ্ট গোরা সৈন্য আছে সেই সকল রেজিমেণ্টের মধ্যে অনুমান বিশ হাজার গোরা সৈন্য হইবে তাহারদের মধ্যে বৎসরে ২ অনেক লোক পীড়া এবং কারণান্তরে মরে অতএব সেই সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্ত্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ইংগ্লণ্ডদেশের নানাস্থানে নিযুক্ত আছে এবং তাহারা ইংগ্লণ্ডদেশে নূতন গোরা সৈন্য একত্র করিয়া এ দেশে প্রেরণ করে এতদ্দেশে সেই সৈন্যেরা প্রেরিত হইলে যে স্থানে সে রেজিমেণ্ট থাকে সে স্থানে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ভর্ত্তি হয়। ইহার পূর্ব্বে যখন নূতন সৈন্য এ দেশে পঁহুছিত তখন তাহারা কলিকাতার কিল্লাতে আসিয়া কিছুদিন থাকিত কিন্তু কলিকাতা নগরহইতে কিল্লা অতিনিকট এপ্রযুক্ত তাহা দেখিবার কারণ আগত নূতন সৈন্যের ছুটি লইয়া কলিকাতা নগরের মধ্যে যাইয়া রৌদ্রেতে ভ্রমণ এবং মদ্যপান ও লম্পটতাদি এরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার করিত তাহাতে অনেক সৈন্য আপনারদের রেজিমেণ্টে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত হইত।

যখন হলণ্ডীয়েরা চুঁচড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিল তখন শ্রীশ্রীযুত এই নিশ্চয় করিলেন যে সেই চুঁচড়াতে ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন আগত সৈন্য সংগ্রহ হইবে পরে সেখানহইতে আপন ২ রেজিমেণ্টেতে বিলি হইবেক ইহাতে এই উপকার দর্শিল যে নূতন সৈন্য সকল কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না তাহাতে তাহারা ঐ সকল লম্পটতাদিহইতে নিবৃত্ত রহিল। শ্রীশ্রীযুত এ বিষয়ে আরো এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন সৈন্য এখানে পঁহুছে তখন জাহাজহইতে বাষ্পের জাহাজদ্বারা তাহারদিগকে ও তাহারদের পরিবার লোককে ও লওয়াজিমা দ্রব্য সকল একেবারে চুঁচড়ায় পঁহুছিয়া দিবেক তাহাতে ঐ সৈন্য কলিকাতার কোন লেটার মধ্যে যাইতে পারিবেক না।

ইহাতে উভয়দিগে উপকার দর্শিয়াছে সৈন্যেরদের উপকার এই যে তাহারা এখানে পঁহুছিবামাত্র অধিক শাসনের নীচে থাকে। কোম্পানির উপকার এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোক মরে। যেহেতুক যত গোরা সৈন্য ইংগ্লণ্ডহইতে এতদ্দেশে আইসে তাহারদিগের প্রত্যেককে কেবল এ দেশে আনিবার কারণ হাজার টাকার কম লাগে না।

১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫

মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সহিত দাঙ্গাকরণ অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে পরে বিচারে যাহা হয় বিশেষ অবগত হইয়া সমুদায় বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

বেগারেরদিগকে রাস্তাতে ধরণ।—লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলে এই মত এক হুকুম হইয়াছিল যে কোম্পানির কোন এক সেনাপতি পথিমধ্যে যাত্রাকরত যদি গ্রামস্থ কোন ব্যক্তিকে বেগার ধরিয়া আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শাস্তি হইবে আমরা সংপ্রতি শুনিলেছি যে শ্রীশ্রীযুত লাড কম্বরমীর সাহেব সেইমত হুকুম করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করেন তবে তাঁহার অতিশয় শাস্তি হইবে।

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

বিচারকর্ত্তার নূতন নিয়ম।—সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিথ সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতিরা সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রি কালে যষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোক প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অন্যথা বিচার কর্ত্তার নিকট যথা বিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক।—তিং নাং।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

সুপ্রিমকোর্ট।—গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেল্ডনামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মার্ত্তিন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের নামে সুপ্রিমকোর্টের ওয়াইটনামক উকীল সাহেবের গ্লানিপ্রকাশকরণাপরাধবিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা গ্রান্দজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে বাঙ্গাল হেরেল্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কর্ম্মের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মানহানি হয়।

স্বাস্থ্য

৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাদ্র ১২৩২

ওলাউঠা।—শহর কলিকাতার মধ্যে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থা যাঁহারা মফঃস্বলে আছেন তাঁহারা প্রায় ইহাতে বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু তাঁহারা ভাগ্য করিয়া মানুষ যে এ সময় তাঁহারা কলিকাতায় নহেন। কলিকাতায় যত লোক প্রতিদিন মরিতেছে তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে এই সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায় তবে প্রায় সমান হইতে পারিবে এবং কিছু কমিও বা হয়। এই সপ্তাহে মুসলমান অধিক মরিতেছে

বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি যে এক দিনের মধ্যে ৫৭১ পাঁচ শত একাত্তর জন লোক মরিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না যে হউক তাহার কারণ সকলেই কহিতেছে যে সম্প্রতি মুসলমানেরদের মহরমেতে একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল ও আর ২ অত্যাচার করিয়াছিল এইহেতুক অধিক মুসলমান মরিতেছে। এবং যাহারা কদর্য্য গলির মধ্যে বাস করে তাহারদের মধ্যেও অধিক লোক মরিতেছে যেহেতুক কদর্য্য স্থানের দুর্গন্ধেতে ও মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে। যাহারা বড় রাস্তার ধারে উচ্চ স্থানে বাস করে তাহারদের মধ্যে এত লোক মরে নাই এবং আমরা শুনিয়াছি যে ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে প্রায় এ রোগ হয় নাই। মুসলমানেরা এক হস্ত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া কবর দেয় তাহাতে আরো মন্দ হয় যেহেতুক রাত্রিকালে শৃগালাদি আসিয়া মৃত্তিকার মধ্যহইতে শব বাহির করে পরে সেই সকল শব পচিয়া অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

অনেকে ভয়েতে মরে ওলাউঠা রোগের ভয় অপেক্ষা প্রবল উপসর্গ আর নাই এবং অনেকে ঐ ভয়েতে রোগগ্রস্ত হয় পরে হঠাৎ গঙ্গাতীরে লইবার উদ্যোগ হয় তাহাতে রোগির যত সাহসবৃদ্ধি হয় তাহা প্রায় সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। যখন রোগিকে কহা যায় যে তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তখন সে ভাবে যে এই আমার অগস্ত্যযাত্রা আরো আমরা দেখিতেছি যে রোগের প্রথমাবস্থাতে যাহারা সাহেব-লোকেরদের ঔষধ সেবন করে তাহারদের ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ বন্দ হয় এবং অনেকে রক্ষা পায় কিন্তু খেদপূর্ব্বক লেখা যাইতেছে যে অনেক লোক রোগের প্রথমাবস্থাতে না আসিয়া শেষাবস্থাতে আইসে তাহাতে ঔষধে কিছু করিতে পারে না কিন্তু রোগ হইবামাত্র যত লোক ঔষধ সেবন করিয়াছে তাহারদের মধ্যে প্রায় অনেকে রক্ষা পাইয়াছে।

সংপ্রতি মোং শালিখাতে এক জন ভাগ্যবান লোক এই রোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া কণ্ঠাভিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুত করিল ও মৃত ব্যক্তিকে চিতার উপর তুলিয়া অগ্নি দিল। কিঞ্চিৎকাল পরে অগ্নির উত্তাপে সে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার আত্মীয় অথবা উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ খুন করিল এবং অগ্নির মধ্যে পুনর্ব্বার নিঃক্ষেপ করিল। এই সমাচার অমূলক নয় যে সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহার প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে।

শহর শ্রীরামপুরেও ওলাউঠা রোগ আগমন করিয়াছে কিন্তু বড় প্রবল হয় নাই চাতরা ও শ্রীরামপুর দুই গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন তিন চারি জন করিয়া মরিতেছে।

কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ একবার কিম্বা দুইবার ভেদ হইলে যাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যায় তাহারদের মধ্যে প্রায় কেহ মরে না। সম্প্রতি চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ঔষধ দেওয়াতে অনেকের রক্ষা হইতেছে। গত বুধবারে শ্রীরামপুরের যুগল আঢ্যের বান্ধাঘাটেতে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত এক জন অনাথ বৈষ্ণবকে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার মুখে জল দিতে কোন লোক ছিল না পরে আমারদের প্রেরিত চিকিৎসক সেখানে গিয়া তাহাকে ঔষধ দিতে লাগিল ও তিন দিবসের মধ্যে সে ব্যক্তি সুস্থ হইল। ঐ ঘাটে তৎকালে আর এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল এবং সেও ঔষধ খাইয়াছিল কিন্তু সে মৃতা হইয়াছে।

২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫

যশোহর।—যশোহরে যে ২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম ঔষধি সেবন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং যাহারদিগের নাড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল তাহারাও ঐ হরিতাল ভস্ম দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে হিন্দুস্থানমধ্যে পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে সম্বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বৎসর পর্য্যন্ত এ রোগ হইতেছে তথাপি ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার হইতে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।

৬ মে ১৮২০। ২৫ বৈশাখ ১২২৭

ওলাউঠা।—ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্বরণ করিয়াছে যেহেতুক যাহারদের ২ ঐ দুর্জ্জয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশয়। সেখানে কোন ২ গ্রাম ঐ রোগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার উঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয়া ক্ষণেক কাল পরে মরে।

১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে নবদ্বীপে রোজ ২ ওলাউঠা আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিব্যাহারে গমনানন্তর অবিরোধে রাজ্য শাসন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া বসিয়াছেন। এবং তাহার সহকারী হইয়া অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। ঐ রোগরাজের আজ্ঞানুসারে সন্নিপাত সৈন্য মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে এবং করিতেছে. এক দিবস ঐ রোগরাজ নবদ্বীপে বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া সন্নিপাতকে কহিলেন তুমি আমার কর্ম্মে আলিস্য করিতেছ তাহাতে সন্নিপাত আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এক দিবসেই ছত্রিশ জনের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতিদিন দশ বারো জনকে নষ্ট করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না। ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক নবদ্বীপে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে ও প্রতিদিন ক্রন্দন ধ্বনিতে সুস্থ লোকেরো ভয় জন্মিতেছে এবং শোকাবিষ্ট লোকেরো শোকশান্তি হইতেছে এরূপ যদ্যপি আর কিছু কাল নবদ্বীপে ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ওলাউঠা প্রবল হইয়া বসতি করেন তবে ঐ নবদ্বীপ দ্বীপমাত্র হইবেক।

১৭ এপ্রিল ১৮২৪। ৬ বৈশাখ ১২৩১

মেদিনীপুর।—৪ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্বারা জানা গেল যে কএক মাসাবধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তরীয় কিম্বা পশ্চিমা বায়ুও প্রায় বহে নাই তৎপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে এবং জ্বরেতে

অনেক লোক পীড়িত হইয়াছে। এবং ওলাউঠা রোগও ঐ প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া ঐ জিলার দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক লোককে সংহার করিতেছে। আরো জানা গেল যে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিরদের ও মহামহা-বারুণীযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল তাহারদের এত লোক মারা পড়িয়াছে যে মড়ার গন্ধেতে পথে চলা অতিকঠিন হইয়াছে। যে লোকেরা পথ প্রস্তুত করিতেছিল তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ রোগে মারা পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন তিন জন অবধি বার জনপর্য্যন্ত মরিতেছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১'২৫। ৩রা আশ্বিন ১২৩২

ঢাকা॥—ঢাকার পত্রদ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষয় যেরূপ শুনা গেল তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না বিশেষতো গতো মাসের শেষ সপ্তাহে আট শত লোক পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং বর্ত্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে সাত শত লোক মারা পড়িয়াছে। পত্রলেখক সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহাতে লোকেরদের মধ্যে অতিশয় ভয় জন্মিয়াছে এবং হাহাকার রব উঠিয়াছে লোকেরা স্থান ও কাষ্ঠের অভাবপ্রযুক্ত শব দাহ করিতে পারে না। এক্ষণে আদালত ও অন্য ২ কার্য্যকর্ম্ম সকল বন্দ হইয়াছে এবং লোকেরা পলায়ন করিতেছে। এই রোগে সকলেরি ভয় জন্মিতে পারে যেহেতুক কোন ঔষধেতে কিছু উপকার দর্শে না।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ১৪ আশ্বিন ১২৩৪

ওলাউঠার ঘটা। -পরম্পরা অবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি শহর হুগলির সামিল চুঁচড়া ও কেকসিয়ালি প্রভৃতি কএক গ্রামে ওলাউঠা রোগ অতিপ্রবল হইয়া বসিয়া তত্রস্থ অনেক লোককে সংহার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও ঐ রোগে প্রতি দিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না ইহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বিদেশী যে সকল লোক ঐ সকল গ্রামে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। তিং নাং

২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪

ওলাউঠা রোগ।—শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুণধাম ওলাউঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন তাঁহাকে কাতর করিবার নিমিত্তে কবিরাজসকলে সন্ধান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান না হইবাতে ঐ ওলাউঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে আর যাহার নিকটে ঐ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন।

গং চং

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

জ্বর।—মোকাম কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের মধ্যে অতিশয় জ্বর হইতেছে তাহাতে এক দিন দুই দিনের জ্বরে অনেকে মরিয়াছেন গত রবিবারে দশ জন সাহেবের কবর হইয়াছে।

৭ আগষ্ট ১৮২৪। ২৪ শ্রাবণ ১২৩১

জ্বরাগমন॥—শহর কলিকাতায় জ্বররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাগমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে যে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চূর্ণ করে তাহাতেই জ্বররাজ অতিসন্তুষ্ট আছেন অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে আহ্বান করেন না। এ জ্বররাজ অতি দয়াশীল যেহেতুক প্রজারদিগের প্রাণরূপ করগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন ইহার আগমনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগরাজ এই রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণরূপে করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রাজস্ব দিয়াছে তাহাতে তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব জ্বররাজ বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন ইহার সংপ্রতি কিছু দিন স্থিতি হইবে তাহার কারণ এই যে এ নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে সকলে এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ক্রমে ২ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন।

৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২

ঢাকা।— এস্থানে সর্ব্ব সাধারণ জ্বরোৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিনা অন্যের উপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত জ্বরের প্রারম্ভ হয় কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক থাকে না জ্বরত্যাগ হইলেও রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। সং চং।

২৭ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৪ পৌষ ১২৩২

কালের গতি।— ওলাউঠার রাজ্য শাসনকালে জ্বরাদি রোগ মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিৎ আলস্য দেখাতে ঐ জ্বরাদি রাজ্য করিতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন ইনিও এক্ষণে বড় মন্দ নহেন শ্রুত হওয়া গেল যে অল্প দিনের মধ্যেই অনেককে কাতর করিয়া প্রাণরূপ কর গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন যাহা হউক এ নিরাশ্রয় প্রজারদিগের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না। সং চং

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

তমোলুক।— তমোলুকহইতে আগত পত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে তথায় জ্বররোগ আসিয়া প্রবেশ করণানন্তর বহু জনের কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তত্রস্থ রাজার ছোট রাণীর প্রাণ পক্ষিকে দেহ পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া লইয়াছে তাহাতে বৈদ্য মহাশয়েরা মহাভাবিত হইয়াছেন ও তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অশক্ত আছেন।

১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬

মুরশিদাবাদ।— আমরা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইলাম যে মুরশিদাবাদে একপ্রকার

সর্ব্বসাধারণ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অধিকন্তু ঐ জ্বর অনেক ভাগ্যবন্ত লোককে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে তাঁহারদের পরিজনলোকেরা শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন।

৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫

বসন্ত রোগ।—এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে ২ লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাউঠা রোগনিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

বসন্ত রোগ।—মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

১৪ এপ্রিল ১৮২৭। ২ বৈশাখ ১২৩৪

বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন।—পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবলপরাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনাসন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্তগত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিপ ওলাউঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যে ২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অরিবোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন ২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমরা ভীত হইয়া লিখিতেছি যে যদ্যপি তাঁহারদিগের পরস্পর পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শক্র পরে ২ অর্থাৎ তাঁহারদের উভয়ের কোন হানি হইবেক না মধ্যে ২ মাদারি মারা যায় অর্থতো অস্মদাদির প্রাণপক্ষী তদুভয়ের একতরের পক্ষপাতে পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধ্যস্থ হইয়া করেন তবেই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ। সং চং

১৩ জুন ১৮১৮। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

হসপিতাল।— কএক সপ্তাহ হইল ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে লেখা ছিল যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকদ্বারা একটা হসপিতাল হওনের কল্প হইয়াছে কিন্তু তাহার পর সে বিষয়ের কিছু শুনি না যদি এমত কখন হয় তবে ইতর লোকের অনেক উপকার হইবে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে যে চিকিৎসাবিদ্যা আছে সে বিদ্যা বাঙ্গালি বৈদ্যকে শিখাইবার কারণ যদি একটা বিদ্যালয় স্থাপন হয় তবে সকল দেশের লোকের উপকার হয় যাহারা ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের চিকিৎসার বিবেচনা দেখিয়াছে তাহারা অবশ্য জানিতে পাইয়াছে যে অনেক রোগী এতদ্দেশের চিকিৎসকের হস্তগত হইলে প্রায় রক্ষা পায় না ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের হস্তগত হইলে তাহার পরিশ্রমে ও বিবেচনাতে রক্ষা পায় ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসক সর্ব্বত্র গ্রামে ২ পাঠানের সঙ্গতি হয় না কিন্তু যদি তাহারা গ্রামে ২ যাইত তবে ইতর লোকের অনেকের উপকার হইত কিন্তু কলিকাতার মধ্যে যদি এমত এক হসপিতাল করিয়া দুই চারি জন ইংগ্লণ্ডীয় ডাকতর ও তাহারদিগের নীচে শতাবধি বাঙ্গালি চিকিৎসক রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা শিখাইত তবে এতদ্দেশের লোকের উপকার হইত এবং তাহারদিগকে যৎকিঞ্চিৎ দরমাহা দিলে তাহারা পাঁচ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত সেই খানে থাকিয়া চিকিৎসাভ্যাস করিয়া পরে ঐ আপন ব্যবসায় করিত এখন যেমত অজ্ঞান চিকিৎসকেরা ব্যবসায়দ্বারা কালক্ষেপণ করিতেছে এই মতে তাহারাও কালক্ষেপণ করিত কিন্তু তাহাতে লোকের অনেক উপকার হইত গত বৎসরে ওলাউঠা রোগে কত লোক মরিল তাহার সংখ্যা নাই কিন্তু বুঝা যায় যদি গ্রামে ২ এমত জ্ঞানবান চিকিৎসক থাকিত তবে অনেক বাঁচিত। ইহা নিশ্চয় জানা আছে যে ২ গ্রামে গোরা লোক ছিল না সেই ২ গ্রামে অধিক লোক মরিয়াছে যে ২ গ্রামের নিকট গোরা লোক থাকিয়া ঔষধি দিয়াছে সে গ্রামে অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে।

২৭ নবেম্বর ১৮২৪। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩১

চক্ষুরোগের চিকিৎসালয়।— সর্ব্বহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর এতদ্দেশীয় চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকেরদের রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত এজের্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ১৮ নবেম্বর তারিখে তচ্চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই চিকিৎসালয়ে যত ব্যয় হইবেক সে সকল কোম্পানি বহাদর দিবেন। চিকিৎসালয়ের কারণ ও চিকিৎসক সাহেবের বাসার কারণ কলিকাতা নগরের মধ্যে স্থান নিরূপণ করা যাইবেক। চিকিৎসক সাহেব স্বপদরস্তিব্যতিরেকে এই কর্ম্মের কারণ পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসিক পাইবেন এবং ঔষধি ও বস্ত্রাদির কারণ প্রতি মাস এক শত পঁচিশ টাকা এতদ্ভিন্ন স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির কারণ প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।

প্রধান চিকিৎসার কারণ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস নিরূপিত হইবেক। ইহার পর ইংগ্লণ্ডহইতে যত চিকিৎসক সাহেবেরা এদেশে আসিবেন তাহারা ঐ দুই দিন সে স্থানে যাইবেন। এবং এতদ্দেশে কোম্পানি বহাদরের সৈন্যের চিকিৎসক সাহেবেরা তচ্চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার কারণ অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম্ম শিক্ষা করিবেন।

৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।... এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়াহইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলাহইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দররূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই ২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক। · সং চং

১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ শালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্রণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীন দুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে সেই হাসপাতালে ইস্তক ১৭৯৪ সাল লাগাইদ সন ১৮২৩ শালপর্য্যন্ত যত রোগির চিকিৎসা হইয়াছে তাহার সংখ্যা।

শাল — — — — — — —	ব্যক্তি
১৭৯৪	২৪৭
১৭৯৫	৪২০
১৭৯৬	৪৯৫
১৭৯৭	৬১৬
১৭৯৮	৬৭৩
১৭৯৯	৮২৫
১৮০০	২০২৪
১৮০১	২৪৪৫
২	৪৯৪৯
৩	৬১১২
৪	৪৩২৮
৫	৪৩৮০
৬	৩৭৪১

শাল	ব্যক্তি
৭	৪৭৯৪
৮	৭০৭৮
৯	৮৯২৬
১০	৭৩৭৬
১১	১১৭৬৪
১২	১২৮৩২
১৩	১৪৫৬৩
১৪	১৩৭৫৩
১৫	১৫৬৫৯
১৬	১৬৫৩১
১৭	২০৪১১
১৮	২৩৫৬৮
১৯	২৮১৯৩
২০	২৯১৩৭
২১	৩২১৩২
২২	৩৯৭২৬
২৩	৪১১৬৬
একুন	৩৫৮৮২৫

(বাঙ্গালা সমাচারপত্রহইতে নীত ।)

১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আষাঢ় ১২৩২

নেটিব হাসপাতাল ।— নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগারহইতে যে উপকার হইতেছে তাহার বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক তদধ্যক্ষেরদিগের বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে এই শহরের মধ্যে দুই ডিসপেনসরি অর্থাৎ ঔষধাগার সংস্থাপন হয় আর ঔষধাগারদ্বয়হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিনা মূল্যে ও অনায়াসে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের চিকিৎসা করা যাইবেক । ও যাহারা ঐ স্থানে অথবা হাসপাতালে থাকিয়া ঔষধাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে তাহারদিগকে পথ্যও দেওয়া যাইবেক ।

নিয়ম

১ যে দুই ডিসপেনসরি হইবেক তাহার একটা সরতির বাগানে আর একটা শোভাবাজারে সংস্থাপিত হইবেক ।

২ পীড়িত লোকের গমনাগমন নিমিত্তে দুইখান ডুলি অর্থাৎ পালকী দুই ডিসপেনসরিতে প্রস্তুত থাকিবেক আর প্রয়োজন মতে ঠিকা বেহারা করা যাইবেক ।

৩ বর্ত্তমান নেটিব হাসপাতালহইতে পীড়িত লোকের নিমিত্তে ছয়খান খাট মায় বিছানা দেওয়া যাইবেক।

৪ ঐ হাসপাতালহইতে এই দুই ডিসপেনসরির নিমিত্তে বিলাতি ঔষধ সরবরাহ হইবেক।

৫ নেটিব হাসপাতালের খরচে ডিসপেনসরির নিমিত্তে সংপ্রতি কতকগুলিন বিলাতি ও দেশী ঔষধ ও ঔষধমারা খল্ল ও অস্ত্রইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবেক পরে নেটিব হাসপাতালের সঞ্চিত ও সংগৃহীত যে ঔষধ থাকে তাহাহইতে তন্নির্ব্বাহক ডাক্তর সাহেবের দস্তখতি চিঠিতে মাস ২ দেওয়া যাইবেক।

৬ নূতন ডিসপেনসরিতে ঔষধ ও চিকিৎসার নিমিত্তে ঐ স্থানে বাস করণেচ্ছু রোগিরদিগকে তদর্থে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক না কিন্তু আগত রোগির বিশেষ পীড়া হয় কিম্বা তাহাকে ডিসপেনসরিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায় তবে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক।

৭ ঔষধ কিম্বা চিকিৎসার নিমিত্তে রোগিরা প্রাতে ইংরেজি ৮ ঘণ্টা লাং ১ ঘণ্টাপর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক আর বর্ত্তমান হাসপাতালের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে ঔষধ দেওয়া যাইবেক ও চিকিৎসা করা যাইবেক।

ব্যয়ের বরাওর্দ্দ।

বাটিভাড়া		৬০
বৈদ্যক পাঠশালায় শিক্ষিত ছাত্রেরদিগের মধ্যে উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তর ১ জন		২০
মোসলমান ১		২০
ঔষধবাটা ও দেওয়া হিন্দু এক জন		৫
মুসলমান এক জন		৫
জল দেওয়া ভারি কিম্বা ভিস্তি এক জন		৪
মেহতর		৪
বাজে খরচ গড়া কাপড় দেশী ঔষধের মসলা তৈল মাটির পাত্র ঔষধের বটির ডিবা ইত্যাদি	১০০ হইতে	১৫০
মাসিক ব্যয় — —	সীং	২৬৮

এই কর্ম্ম সম্পূর্ণ করা ব্যয়সাধ্য বর্ত্তমান হাসপাতালের যে সংস্থান আছে সে যথোপযুক্ত মাত্র সে ধনহইতে নূতন কোন কর্ম্মহইতে পারে না কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগের দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে এ সাধারণ উপকারক পুণ্যজনক বিষয়ে দাতা মহৎ বিশিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোকের নিকট নিবেদন করিলে ব্যর্থ হইবেক না ও প্রত্যেক দয়াশীল শ্রেষ্ঠ মহাশয়েরা স্ব ২ মহত্ত্বেতে এই সাধন হিতজনক ব্যাপারে অনায়াসে ঔৎসুক্যপূর্ব্বক ইহার বৃদ্ধি চেষ্টা করণে পরাঙ্মুখ হইবেন না এই অভিপ্রায় ও প্রত্যাশাতে এক চাঁদার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে যাহার ২ ইহাতে উপকার ও সাহায্য করণে ইচ্ছা হয় তাহারা বেঙ্ক আপ বাঙ্গাল ও হিন্দুস্থান বেঙ্ক ও মিসিএরস কালবিন এণ্ড কোং সাহেবকে লিখিবেন ঐ সাহেব টাকা পাইয়া রসিদ দিবেন। গবর্ণমেন্ট গেজেট।

৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩

চিকিৎসালয়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় নং ৩২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক স্ত্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।

১৩ ফেব্রুয়ারি ৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

হাবড়ার হাসপাতাল।—গত শনিবারে হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত জান মাষ্টর সাহেব সভাপতি হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেবলোকেরা আগামি বৎসরের কর্ম্মসম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত এস লাপ্রিমাদি ও শ্রীযুত ষ্টকর্ট সাহেব ও শ্রীযুত পাদরি হোম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত পাদরি হপ সাহেব সেক্রেটরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেব ঐ চিকিৎসালয়ের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইল যে গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যক্তি ঐ হাসপাতালে ঔষধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে ৯২ জন ঐ চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর বিবি কুপরনামক এক স্ত্রীর এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারাভাবে গবর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা ঐ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন। গত বৎসরে ঐ চিকিৎসালয়ে কেবল সাড়ে চারি শত টাকা ব্যয় হয় এবং তাহার সংস্থান ছয় হাজার আট শত টাকা ফারগিসন কোম্পানির কুঠীতে গচ্ছিত আছে। এত রোগি ব্যক্তির চিকিৎসাতে যে এত অল্প টাকা ব্যয় হয় তাহার কারণ এই যে গবর্ণমেণ্ট সকল ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিলেন। কিন্তু গত অক্তোবর মাসঅবধি ঐ রূপ দান রহিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় হওয়াতে দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন।

১৯ মে ১৮২১। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮

নূতন হুকুম।— শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা শেতখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালালখোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা স্বব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপন ২ কর্ম্ম করিতেছে।

সম্ভ্রান্ত লোক

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫

মরণ।— গোপীমোহন বাবু এ তদ্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সন্ততিতে অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান্ ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এভাবৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহ লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্ম্মানুযায়ি ফলভোগী হইয়াছেন।

৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৬

মরণ।— গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চৈত্র বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর পরোলোকগত হইয়াছেন কলিকাতাতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল অতএব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭

ওলাউঠা।— ···ওলাউঠা রোগে কলিকাতার এই ২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য কুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একশ্চেঞ্জ্ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু। এবং ইংগ্লণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

২০ মে ১৮২০। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।— ···ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট যাইবেন।

৩ জুন ১৮২০। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

ইস্তাহার।— সকলকে জানান যাইতেছে যে সূর্য্যকুমার ঠাকুর কমরস্যল বাঙ্কের খজাঞ্চী ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

শুভজন্ম।— ১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সদ্বিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি

লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবদীয় বাস্তুকরকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহূত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।

২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫

আসিয়াটিক সোসৈটি।—আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত ঐ সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫

মরণ। মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫

মরণ।—গত ২১ ফেব্রুআরি ইং ৭ ফাল্গুণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাঁহার রচিত অনেক উত্তম ২ গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেন।

৩ জুলাই ১৮১৯। ২০ আষাঢ় ১২২৬

ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ।—গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক ২ গরীব লোকের বিনামূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

১৩ নবেম্বর ১৮১৯। ২৯ কার্ত্তিক ১২২৬

পোষ্যপুত্র।—শুনা যাইতেছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শ্রীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর আপনার ঔরস সন্তানানুৎপত্তি প্রযুক্ত পোষ্য পুত্র লইয়াছেন।

১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬

মরণ।—২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোকপ্রাপ্ত

হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে আপন সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন তাহার টরণি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি অদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার ঐ তিন জন।

২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬

শ্রীযুত লালাবাবু।—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ এই হয় যে যাহার এক সন্ধ্যার আহারোপযুক্ত সামগ্রী সঙ্গতি থাকে সেও এই সংসার মায়া রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটুম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেন না তাঁহার যাবদ্বিষয়ের অধিকারী তাঁহার পুত্র আছেন।

১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭

লালাবাবুর মৃত্যু।···তিনি অনুমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিন শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র ২ লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন ২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওর্দ্দরূপ পাইত বিশেষ ২ দিনে ইহাহইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে

ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই ২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন ঐহিক সুখ লিপ্‌সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যে ২ কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমীদারি ও অন্য ২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর ২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

মরণ।—কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ সুখ্যাতিমান্‌ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়া পথে আপন বিভবানুসারে ধন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ফাল্গুন ১২২৬

শ্রীযুত সর্‌ জেম্‌স্‌ কোলব্রুক সাহেব।—অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত সর্‌ জেম্‌স্‌ কোলব্রুক সাহেব পশ্চিম অঞ্চলে ফতেহগড় মোকামে থাকিয়া সন্ধিপ্রাপ্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের প্রধান অধ্যক্ষতা পাইয়া আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তত্তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি যখন সেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৌঁসিলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কারণ ফতেহগড়হইতে মোং কলিকাতায় আইসেন তখন তত্তৎপ্রদেশীয় সমুদয় লোক রাজা অবধি প্রজাপর্য্যন্ত নানা স্থানহইতে মোং ফতেহগড়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইল এবং তাহার স্থানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল। তাহারা ঐ সাহেবকে এমত স্নেহ করিত যে তাঁহার স্মরণের কারণ তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল। এবং তাহারা অনেক রূপাময় দ্রব্য সাহেবকে দিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তাহা সাহেব গ্রহণ করিলেন না।

১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭

মরণ।—কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলস্বভাব ছিলেন এবং তাহার আর ২ গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭

মরণ।—মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্লাকির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎ কর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।

১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭

মরণ।—৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

১৯ আগষ্ট ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭

জেলা নদীয়ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ উলাগ্রামের শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় বহুজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবন্ত…।

২৮ অক্টোবর ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক ১২২৭

সরিফ দপ্তরের নিলাম।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

৪ নবেম্বর ১৮২০। ২০ কার্ত্তিক ১২২৭

মরণ।—গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

২৩ অক্টোবর ১৮২৪। ৮ কার্ত্তিক ১২৩১

টর্ণি।—…যোড়াসাঁকোনিবাসি প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মরিয়াছেন তাহার টর্ণি ঐ স্থাননিবাসি শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সিংহ হইয়াছেন।

১১ নবেম্বর ১৮২০। ২৭ কার্ত্তিক ১২২৭

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায়।—কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিম্বাতে ছিল এই বৎসর তিনি উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন জমিদারির খোদ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

৫ মার্চ ১৮২৫। ২৫ ফাল্গুন ১২৩১

শ্রীশ্রীযুতের দরবার।—২৫ ফেব্রুআরি শুক্রবার কলিকাতার রাজগৃহে এক দরবার হইয়াছিল…তাহাতে শ্রীশ্রীযুত এই ২ মহাশয়েরদিগকে খেলাৎ দিলেন।……

শ্রীযুত কুঙর হরিনাথ রায় রাজা ও বহাদর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক সাত পার্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা ও এক সরপেচ ও মুক্তার চৌকরা পাইলেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২

আগমন।— ছয় সাত দিবস অতীত হইল শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর মুরশেদাবাদহইতে আগমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক কবরডাঙ্গার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছেন। (বাঙ্গালা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ২৪ ভাদ্র ১২৩৪

নবকুমার।— পত্রদ্বারা জানা গেল গত ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মোকাম কাশীমবাজারের শ্রীযুত হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভ তৃতীয় রাজকুমার জন্মিয়াছেন তদুপলক্ষে মহারাজ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কাঙ্গালিদিগেরে বস্ত্রালঙ্কার মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নানাবিধ নাচগান হইয়াছিল এইক্ষণে স্থূল প্রকাশ করা গেল বিশেষ জ্ঞাত হইলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক।

২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭

মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদূর।— বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদূর ৩ জানুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান হইতে কালনাতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়াছিলেন তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে। তাঁহার কারণ খেদ সর্ব্বলোক সাধারণ তাঁহার অনেক সৌজন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদূর কলিকাতার জরনলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদূর আপনার দুর্ভগা দুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা ও গোষ্ঠী কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া ২৯ উনত্রিশ বৎসর দুই মাস দশ দিনবয়স্ক হইয়া ৩ জানুআরি বুধবারে মোকাম কালনাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

বর্দ্ধমানাধিপের মোকদ্দমা।— শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিকূলা হইয়া তাঁহার মৃত পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বহাদরের রাণীরা সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদ্দমা হইয়া যে রূপ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ। মৃত রাজপুত্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারিকুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বর্দ্ধমান চাকলার দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাঁহার বিয়োগে আমরা বর্ত্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় দুই বৎসরের কারণ বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ের মোকদ্দমা পূর্ব্বে জেলা ও কোর্টে

হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল কারণ তাঁহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এই সমাচার চন্দ্রিকাহইতে লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন ২ কথার তাৎপর্য্য গ্রহ হইল না।

২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২

খেদজনক সমাচার॥ সমাচারদ্বারা প্রচার হইল যে শ্রীযুত বর্দ্ধমানের মহারাজের পূর্ব্বে যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া হত হইয়াছিল সেই মহারাণীর গর্ভহইতে পুনরায় ১৩ পৌষ এক সন্তান হইয়াছিল সে সন্তানও সেই দিবস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে গতিকের উপর কি কহা যায়। সং কৌং।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২৯ মাঘ ১২৩৩

খেদজনক সমাচার।— শ্রীযুত বর্দ্ধমানের বড় মহারাজের শেষ বিবাহিতা স্ত্রীর দুই পুত্র হইয়া মৃত হইবার সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এক্ষণে শুনা গেল যে সংপ্রতি ঐ মহারাণীর গর্ভহইতে পূর্ণ অষ্টম মাসে এক পুত্র নির্গত হইয়া মৃত হইয়াছে এবং তদুপসর্গে মহারাণীও পীড়িতা হইয়া বর্ত্তমান ১৩ মাঘ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইয়াছেন। সং কৌং।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

ইস্তাহার।— জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলত যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে…।

১২ মে ১৮২১। ৩১ বৈশাখ ১২২৮, শনিবার

মরণ।— শ্রীযুত করনল মেকিঞ্জী সাহেব মহা জ্ঞানী ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোন ২ স্থানে কি ২ আছে এবং পূর্ব্ব কালের কোনহ আশ্চর্য্য প্রস্তর পাওয়া যায় এই সকল্ল সঙ্কর ও তদারক কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাঁহার মরণ হইয়াছে।

৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮

মৃত্যু॥— দিল্লীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের ১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অতিসুন্দর পুরুষ ছিলেন তাঁহার অপস্মর রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হইল ঐ দিবস বৈকালে তাঁহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী ও ঘোড়া গাড়ীপ্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় ৫০ হাজার লোক সঙ্গে গেল তাঁহাকে উত্তম সিন্ধুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্টর ও রেজেষ্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি সাহেবেরা সে স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়া শাহাজাদাকে মসজিদে লইলেন

পরে সে দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বৎসরবয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আজমল কোরাণপ্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরের অনুসারে গড়ে বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তলের নিশান অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে মসজিদহইতে সিন্ধুক সমেত পুনর্ব্বার চসরুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সৈন্য চলিল ও শোক চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়া তাঁহাকে কবর দিল। মোকাম কলিকাতাতেও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অর্দ্ধ মাস্তলপর্য্যন্ত নিশান উঠান যাইবেক।

১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮

মুরশেদাবাদ॥— সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িস্যার সুবেদার মুরশেদাবাদের নবাব সুজাউল্‌মুলুক মুবারকদ্দৌলা আলীজাহ্‌ জিনতদ্দীন্‌ আলীখাঁ বাহাদুর ফীরোজ জঙ্গ্‌ ৬ আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ সোমবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতিপ্রাতঃকালে মোং বহরমপুরহইতে গোরা পল্টন ও সিফাহী পল্টন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাত্যেরা ও আত্মীয় লোকেরা ঐ মৃত শরীর ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি তাঁহাকে উঠাইয়া কবর স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহার অগ্রে ২ ঐ সকল সৈন্য বন্দুক উল্‌টাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শোকসূচক বাদ্য করিতে২ চলিল। এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সরকারী হাতী ও ঘোড়া ও সৈন্য চলিল এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদহইতে এক ক্রোশ নাজীমেরদের কবরস্থান জাফরগঞ্জপর্য্যন্ত সকল সমেত গেলেন সেখানে পঁহুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাঁহারদের বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহাকে সেইখানে কবর দিয়া সকলে স্ব ২ স্থানে গমন করিলেন।

২৫ ডিসেম্বর ১৮২৪। ১২ পৌষ ১২৩১

মুরশেদাবাদের নবাব শ্রীশ্রীযুত মবারক আলী খাঁ যে সুবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িস্যার সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্যে ২৩ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে শহর কলিকাতার গড়ে উনিশ তোপ হইয়াছে।

৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের বাবু নীলমণি মল্লিক অতিভাগ্যবান লোক ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল না এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন সেই তাঁহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে।

১৭ নবেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮

ইস্তাহার।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রোস্তমজী বহরমজী কোম্পানী

খ্যাত ছিল সন ১৮২১ শাল ১৪ নবম্বর ইস্তক বইরমজী কওয়াশজী আপন অংশ লইয়া ভিন্ন হইলেন এই তারিখ ইস্তক রোস্তমজী কোওয়াশজী কোম্পনী খ্যাত থাকিল।

৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৩ পৌষ ১২২৮

প্রশংসা পত্র॥—সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং কলিকাতার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান্ লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অদ্যকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।

১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮

প্রশংসা পত্র॥—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোকেরা শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘন্টা বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্ম্মে লিখিত চতুর্দিগে স্বর্ণ মণ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসরপর্য্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম্ম করিয়া অতিশীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় বিস্ময়ান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ করিয়াছেন তদ্দারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যেহেতুক ভরসা করি যে আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল

বিবরণ ইংগ্লণ্ডে কহিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের সৌষ্ঠব সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন। এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে পঁহুছিয়া পরমসুখে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের প্রতি অতিসন্তুষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাবৎ ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১১ জানুআরি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।

২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ জষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় মর্য্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় অদালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘন্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্ম্মিত পট্টে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুরচিত সৎকীর্ত্তিপত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্ত্তৃক পাঠানন্তর শ্রীহস্তে সমর্পিত হইল। তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বুল প্রদান দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

শ্রীযুত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।

মহামহিম করুণাসাগরাসদ্বিচার তিমিরহর মিহির নানাদিগ্দেশীয়াশেষশাস্ত্রবেদক সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপকোচ্চপদাভিষেকাবধি অষ্ট বর্ষপর্য্যন্ত সদ্বিচার বিস্তারানন্তর সংপ্রতি তদ্বিরতি বাঞ্ছাকরণ নিদারুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোৎকণ্ঠিত সুবিচার পালিত প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীশ্রীযুক্তের এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্ব্বক ন্যায় বিতরণ প্রভূতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার সুগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুঞ্জ জনিত কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্য ধন্যেতি গুণানুবাদ করণার্থ অনুমত্যনুসারে সমীপস্থ হই।

বিবিধ ব্যবহারাবলম্বি ভিন্ন ২ ভাষাভাষি নানাদিগ্দেশীয় জনগণপ্রতি ন্যায় বিস্তরণে তথা হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্গ্রন্থের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক বৈষম্যবিধ্বংসন এবং সদ্ব্যাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য

আজ্ঞানুবর্ত্তি অস্মদাদি সর্ব্ব জনের সম্যক্ সুবিদিত আছে। অপরাশ্চর্য্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই বরঞ্চ তাবদ্বক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্ম্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনাথিবর্গ শ্রীশ্রীযুত সন্নিধানহইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাতিশয় পূর্ব্বক বিবেচনাক্রমে অক্ষোভে অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ শুভানুধ্যায়িরদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগের বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধর্ম্মাবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর প্রযত্নে অস্মদাদির এবং এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের যাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি। মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ প্রদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বহুতর পাঠশালার সহকারিতার উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের বিদ্যানীতিজা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে। পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানেরদিগের বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদহইতে প্রস্থানানন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাসুখ ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রীমুখ স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্মাধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং তদধোভাগে সুবিচারকারক করুণাসাগর ধর্ম্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে কৃতোপকার স্মরণে অস্মদাদি সর্ব্বজনান্তঃকরণে যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।

শাকে রামাব্ধিশৈলেন্দুমানেঽমুং কীর্ত্তিপত্রিকাং। প্রালিখন্ কলিকাতাস্থাস্তেষাং স্মরণকারিকাং॥

সুখ্যাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী॥

হরিমোহন ঠাকুর
চন্দ্রকুমার ঠাকুর
নবকুমার ঠাকুর
দ্বারিকানাথ ঠাকুর
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসাদ ঠাকুর
কাশীকান্ত ঘোষবাল
হেরম্ব মিশ্র
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মতিলাল বাবু
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
রামকান্ত চক্রবর্ত্তী
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
কবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
শিব রাও
জগন্নাথ দাস বাবু
রামকমল সেন
রাজা গোপীমোহন দেব
গোপীকৃষ্ণ দেব
রাধাকান্ত দেব
সীতানাথ বসু

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কালীশঙ্কর ঘোষবাল
রামজয় তর্কালঙ্কার
রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত
লাডিলিমোহন ঠাকুর
উমানন্দ ঠাকুর
কালীকুমার ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ বাবু
নীলরত্ন হালদার
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
চৈতন্যচরণ শেঠ
কৃষ্ণপ্রসাদ শেঠ
মদনমোহন শেঠ
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ
রামগোপাল মল্লিক
মহারাজ রামচন্দ্র রায়
রূপচরণ রায়
রঘুনাথ চন্দ্র
কৃষ্ণমোহন দত্ত
গোলকচন্দ্র দাস
চন্দ্রশেখর দাস
বিষ্ণুলাল চৌবে
উদয়করণ দাস শাহা
লালা খোসালচন্দ্র

তারিণীচরণ মিত্র
মদনমোহন বসু
মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর
ভুবনমোহন দেব
মহেন্দ্রনারায়ণ দেব
গঙ্গানারায়ণ দাস
ভগবতীচরণ মিত্র
রাধাকৃষ্ণ মিত্র
জগমোহন বসু
রামদুলাল দে
রসময় দত্ত
গুরুপ্রসাদ বসু
রামকৃষ্ণ দে
তারাচাঁদ বসু
চন্দ্রশেখর মিত্র
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
বিশ্বনাথ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত
ভোলানাথ মিত্র
রামচন্দ্র ঘোষ
নীলকমল মজুমদার
বৈষ্ণবদাস মল্লিক
কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রাজনারায়ণ সেন
স্বরূপচন্দ্র দে
মদনমোহন মল্লিক
হলধর দে
মৌলবি আবদোল হামিদ
মৌলবি দোরবেশালি
সেখ আবদোল্লা
সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর
মৌলবি মহম্মদ রাশেদ

প্রাণভূষণ দাস। ইত্যাদি মহাজনবর্গ
নবকৃষ্ণ সিংহ
নীলমণি দত্ত
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস
রামচন্দ্র বিশ্বাস
নীলমণি দে
পীতাম্বর ঘোষ

মৌলবি মহম্মদ মোরাদ
সেখ গোলাম হোসেন
মির বন্দেআলি খাঁ
শেরাজুদ্দীন আলী খাঁ
এফ পরেরা
জান হেন্‌রি

বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

১২ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮

গত পরীক্ষা ॥— কলিকাতার শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসুর বিষয় ২৯ দিসেম্বরের সমাচার দর্পণে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে জানা গেল যে সেই পরীক্ষার সুখ্যাতিদ্বারা শ্রীযুত মেকিণ্টস্ ফুলর্টন কোম্পানীর বাটীতে শ্রীযুত কালডর সাহেব তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ৫ জানুআরিতে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮

মরণ ॥— ২৫ পৌষ সোমবার ৭ জানুআরি মহিষাদলের জমীদার জগন্নাথ গর্গ লোকান্তর গত হইয়াছেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ৫ মাঘ বৃহস্পতিবার সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছে।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

মৃত্যু ॥— গত ২৩ বৈশাখ শনিবারে টাকী গ্রামের বাবু গোপীনাথ মুন্সীর মোং বরাহনগরে পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে ছোট বড় তাবৎ লোক খেদিত যেহেতুক ভাগ্যবানের সন্তান অল্পবয়সে অধিক গুণশালী হইয়াছিলেন বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উদ্দাম দাতা ও ধার্ম্মিক ও বিষয় কর্ম্মে নিপুণ এতাবান গুণ একাধারে ছিল।

১৫ জুন ১৮২২। ২ আষাঢ় ১২২৯

প্রতিমূর্ত্তি ॥— শ্রীযুত হারিস্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদরদেওয়ানি অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন এবং সে কর্ম্মে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র আছে। সম্প্রতি সদরদেওয়ানি অদালতের উকীল শ্রীযুত মুন্সী আমিন উদ্দীন অহম্মদ ও শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও অন্য ২ উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীযুত চেনরি সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত হারিস্তন সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সদরদেওয়ানি অদালতে রাখিয়াছে।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

হারিন্টন সাহেব।— শেষজাহাজদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে হারিন্টন সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হারিন্টন সাহেব ৪০ বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে তাঁহার আগমনাবধি তিনি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নানা ক্ষুদ্র ২ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ পূর্ব্বক শেষে সদরদেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হন সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করণে এ দেশে যেরূপ সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এমত কোন লোক নাই যে হারিন্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাঁহাকে না জানেন। তিনি কোম্পানির আইনের সারসংগ্রহ করিয়া দুই কিম্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং সে পুস্তক অদ্যাপি অতিশয় চলিত আছে।

অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে তাঁহার এই পীড়া জন্মিয়াছিল এবং আট বৎসর হইল তিনি সুস্থহওনার্থে ইংগ্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন আপন দেশের বায়ুতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার এ দেশে আইলেন এবং শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্স সাহেবেরা তাঁহাকে কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন যখন তিনি পুনর্ব্বার এ দেশে পঁহুছিলেন তখন কৌন্সেলের কোন পদ শূন্য ছিল না এইপ্রযুক্ত তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালপর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন পরে কৌন্সেলের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে ভর্ত্তি হইয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন পরে তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে তিনি চীনদেশে গমন করিলেন এবং সে দেশহইতে ইংগ্লণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু আপন দেশে পঁহুছিবামাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন।

১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯

মরণ॥—৮ জুলাই সোমবার এগার ঘণ্টা রাত্রি সময় তামস ফেনশ মিডিলটন্ কলিকাতার লার্ড বিসোপ সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তিপ্পান্ন বৎসর ছয় মাস। তাঁহার মৃত শরীর বৃহস্পতিবার বৈকালে ছয় ঘণ্টার সময় তাঁহার নিবাসস্থান চৌরঙ্গীহইতে আনিয়া টাকশালের সম্মুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে কবরের সময় শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের চাকর সম্পর্কীয় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোক সেখানে হাজির হইবেন।

২০ জুলাই ১৮২২। ৬ শ্রাবণ ১২২৯

মরণ —গত সোমবার ১৫ জুলাই মোং বালিতে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগামী হইয়াছেন তিনি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি এই দপ্তরে সন ১৭৯৪ সালে মকরর হন তদবধি শেষ দিনপর্য্যন্ত ঐ দপ্তরে অতিসম্ভ্রমরূপে ও অতিযথার্থরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার এই গুণে কেবল তাহার মুনীবেরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নয় কিন্তু ঐ দপ্তরের তাবৎ লোকের সহিত সৌহৃদ্যপূর্ব্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ দপ্তরের সকল লোক তাহার কারণ অত্যন্ত খেদ করিতেছে বিশেষতঃ তিনি ১৩ জুলাই শনিবার দপ্তরখানাহইতে মোং বালিতে আইলেন পরে সোমবারে তাঁহার পরলোক হইল।

৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯

মরণ।—১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘন্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকান্তরগত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর ২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিপাহীরা তাঁহার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল। তাহার বয়ঃক্রম পূর্ণ উনষাটি বৎসর হইয়াছিল…।

১৯ অক্টোবর ১৮২২। ৪ কার্ত্তিক ১২২৯

মরণ।—দিনামার কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর বিকেডী সাহেব শহর শ্রীরামপুরে ১২ আকটোবর শনিবার রাত্রিতে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পর দিন ১৩ আক্‌টোবর রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘন্টার সময়ে শ্রীরামপুরে তাহার কবর হইয়াছে। এই মেজর সাহেবের পরলোক হওয়াতে অনেক লোক শোকান্বিত হইয়াছে যেহেতুক ইনি অতিবড় বিদ্বান ও অত্যন্ত দয়ালু ও অতিশয় পরোপকারী ছিলেন।

২ নবেম্বর ১৮২২। ১৮ কার্ত্তিক ১২২৯

মৃত্যু।—কলিকাতার পশ্চিম আঁদুল গ্রাম নিবাসি রামসেবক মল্লিকের ভ্রাতৃ পুত্র কাশীনাথ মল্লিক কলিকাতার বাসাবাটীতে ওলাউঠা রোগে ১১ কার্ত্তিক শনিবার পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হইবেক। ইনি শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের কলিকাতার বিষয় কর্ম্মের মোক্তিয়ার ছিলেন। আর শুনিতে পাই যে ইনি বিষয় চতুর মনুষ্য ছিলেন।

২৩ নবেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মোং কলিকাতার পাথরীয়া ঘাটার দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে পীড়িত থাকিয়া ২৬ কার্ত্তিক রবিবার দিবা দশ দণ্ড সময়ে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ অনেকে শোকান্বিত হইয়াছে ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ পরোপকারী ছিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে হিন্দু কালেজের এক জন সহকারী হইয়া বালকেরদের বিদ্যোপার্জন বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিতেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

মরণ।—১৬ নবেম্বর শনিবার মোং কলিকাতার ভবানীপুরের হরমোহন বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি নল দময়ন্তী যাত্রাতে নল রাজা সাজিতেন তৎপ্রযুক্ত সকলেই তাহাকে নল রাজা করিয়া কহিত তাহার মত সুন্দর পুরুষ অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়া যায় না তাহার মরণে অনেক লোক বিষাদিত হইয়াছে।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস।—গত ১৬ দিসেম্বর সোমবার কলিকাতার সাহেব লোক টৌনহালে সকলে একত্র হইয়াছিলেন তখন শ্রীযুত লেষ্টর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক করা গেলেন তিনি সে সভাস্থ সাহেব লোকেরদিগকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি করিতে যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইলেন না যেহেতুক তাহাতে লোকেরদের অধিক ব্যয় হইবেক। অতএব সে কথা শুনিয়া সে সভাস্থ সাহেব লোক নিয়ম করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের এক ছবি ও টৌনহালস্থিত লর্দ কর্ণেলিয়সের প্রতিমূর্ত্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া টৌনহালে স্থাপিত করা যাউক। এবং আরো নিরূপণ করিলেন যে আটার জন সাহেব লোক শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গিয়া এই ২ বিষয় তাহার আজ্ঞা লইবেন। অতএব ঐ সাহেব লোক সেখানে গিয়া সে বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণরমেন্ত গেজেটহইতে এক সমাচার লওয়া গেল যে শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলী মোহন ঠাকুর ইঁহারা কলিকাতার সরীফ শ্রীযুত কালডর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা কলিকাতার মধ্যে এক সভা করেন ও ঐ সভাতে শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্র প্রস্তুত করা যায় তাহাতে কালডর সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে ঐ সভা ২১ দিসেম্বরে শনিবারে টৌনহালে হইবেক।…

২৮ ডিসেম্বর ১৮২২। ১৪ পৌষ ১২২৯

প্রশংসাপত্র॥—গত ২১ দিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস বহাদরের বিদায় ও সুখ্যাতি-পত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান্ একত্র হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত সরীফ কালডর সাহেব তৎ সভা হওনের কারণ সকলকে জ্ঞাত করিলেন।

তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ চৌকীতে বসুন।

পরে তিনি চৌকীতে বসিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে ঐ সভা সমক্ষে নিবেদন করিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করণার্থ সভা একত্র হইয়াছেন এবং আরো কহিলেন যে এতাদৃশ দয়াশীল ও জ্ঞানী শ্রীশ্রীযুত আমারদের এখানহইতে প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন এ অস্মদাদির অতিশব খেদের বিষয় অতএব তাঁহার শুভ প্রস্থান কালে আমরা যে তাঁহার বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করি সে আমারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর পূর্ব্ব প্রস্তুত ইংরেজী ও বাঙ্গালি ও পারসী ভাষাতে লিখিত প্রশংসাপত্র ঐ সভার সম্মুখে পাঠ করিলেন পরে তৎসভাসদ সকলে সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া কহিলেন যে এই পত্র অত্যুত্তম ও অত্যুপযুক্ত কিন্তু ইহার মধ্যে অন্য দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয় অতএব নিবেদন করি যে এই সভা এক সম্প্রদায়রূপে মিলিত হইয়া এই পত্রে যেখানে যে কথা বিন্যাস করিলে উপযুক্ত হয় তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক বিন্যাস করেন ইহা কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে এই পত্রে এই সভ্যেরা

স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব আমরা যে সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এই পত্র অন্য মত করি ইহা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে ছাপার প্রেস করিতে অনুমতি করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশের মহোপকার জন্মিয়াছে এতদ্বিষয়ক কোন কথা ঐ পত্রে অর্পণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবও ঐ কথার অনুবাদ করিলেন ও ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিন্যাস করিতে চাহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত অস্মদাদির ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীযুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্যে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় সকলেই স্ব স্ব সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্ব্বার উঠিয়া সভার প্রতি কহিতে লাগিলেন যে আমি বাসনা করি যে আমারদের প্রিয় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক দালান প্রস্তুত হয় ও তাহার উপরে শ্রীশ্রীযুতের মূর্ত্তি থাকে ও দুই পার্শ্বের থামে তাঁহার প্রশংসাপত্র খুদিয়া রাখা যায়।

এই কথা শুনিয়া সভার মধ্যে কেহ ২ অধিক সাধুবাদ করিলেন কিন্তু সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর নিবেদন করিলেন যে এই সভা করণের কারণ উপকার স্বীকার শ্রীযুত সরীফ সাহেবের প্রতি হউক তাহা হইল।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে এই সভাকর্ম্মসম্পাদনের উপকার স্বীকার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতি হউক তাহা হইল।

এই সভাতে কলিকাতার মধ্যে সকলহইতে ভাগ্যবান্ ত্রিশ চল্লিশ জন ছিলেন। এই সভার কর্ম্মেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন।

ঐ সকল কথা ২০ দিসেম্বরের কলিকাতার জরনেলহইতে আমরা লইলাম কিন্তু পরদিনকার জরনেলে ঐ বিষয় এমত ছাপিয়াছে যে কোন ভাগ্যবান বাঙ্গালিহইতে এই সমাচার পাওয়া গেল যে এতদ্দেশীয়েরদের ছাপা যন্ত্র করণে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রযুক্ত প্রশংসাপত্রে তাঁহার স্তব করারম্ভ হইয়াছিল তাহাতে কাহারো অনভিপ্রায়হেতুক সে কথা দেওয়া যায় নাই। এবং শ্রীশ্রীযুত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়া আমারদের দেশের নিন্দনীয়া অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না। এইরূপ কলিকাতার জরনেলে ছাপা গিয়াছে।

আর এক বিষয় তৎসময়ে স্থির হইল যে অন্য এক সংপ্রদায় নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা গবর্ণরমেন্ত পারসীয় সেক্রটারির নিকটে গিয়া নিশ্চয় করিবেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের এই পত্র কোন দিন শুনিতে ইচ্ছা করেন। সে সংপ্রদায় এই শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল।

১ মার্চ ১৮২৩। ১৯ ফাল্গুন ১২২৯

মরণ ॥—১৮ ফেব্রুআরি মঙ্গলবার কলিকাতার বহুবাজারে বিবী জোহানা বটেলো এক শত বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন যে কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন তখন এই বিবী আপন সন্তানেরদিগকে লইয়া মোং বজবজিয়ায় কোম্পানির কিল্লাতে পলাইয়াছিলেন এবং যাবৎপর্য্যন্ত কলিকাতার পুরাণা কুঠীতে সাহেব লোক স্থির হইয়া না বসিলেন তাবৎ সেইখানে বাস করিয়াছিলেন।

৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

মৃত্যু ॥—কলিকাতার জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল এবং ইনি একচল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে শ্রীযুত পামর কোম্পানির কুঠীতে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহার মধ্যে তাহার নাম ও সংভ্রম ও বিশ্বাসের হানি কখনও হয় নাই। এবং তিনি চালাক ও প্রজ্ঞ ও নম্রশীল ছিলেন অতএব তাঁহার মরণে অনেকের খেদ হইয়াছে।

৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০

টর্ণি।— ··বাগবাজারনিবাসি হরিশ্চন্দ্র মিত্র জমিদার মরিয়াছেন তাঁহার টর্ণি বাগবাজারনিবাসি শ্রীযুত রাজচন্দ্র মিত্র হইয়াছেন।

৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০

পঞ্চত্ব ॥— আমরা অত্যন্ত খিদ্যমান মানসে প্রকাশ করিতেছি যে মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর শন ১২৩০ শালের ৪ ভাদ্র ইং শন ১৮২৩ শালের ১৯ আগস্ত মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন কালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় ও প্রতিবাসি লোক যে কেবল খিন্ন হইয়াছেন সে নহে কিন্তু তাঁহার নাম যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে তিনিও ইহাতে খেদপ্রাপ্ত হইবেন যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বিচত্বারিংশদ্বৎসরের অধিক হইয়াছিল না এবং তিনি নিজে গুণজ্ঞ এবং বিদেশী ও স্বদেশী নানা গুণিজনের এক অবলম্বন স্থান ও তিনি প্রকৃত মহাশয় ছিলেন তাঁহার সকল গুণ বর্ণন করিতে হইলে পত্রবাহুল্য হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ২৯ ভাদ্র ১২৩০

মরণ ॥—শহর কলিকাতার যোড়াবাগাননিবাসি মথুরামোহন সেনের পুত্র রূপনারায়ণ সেন অষ্টম দিবস বিকারপ্রাপ্ত জ্বরভুক্ত হইয়া সন ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্রবার পরলোকগামী হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল ইহার মরণে অনেকে খেদিত আছেন।

৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০

বড় খানা।—বড় আদালতের কৌশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতিত্বরায় বিলাত গমন করিবেন

তৎপ্রযুক্ত তাঁহার প্রীত্যর্থে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাটীতে ফারগিসন সাহেবকে এবং উভয়ের আত্মীয় শ্রীযুত পেম্বরটন ও শ্রীযুত টরটন ও শ্রীযুত হুইটলি ও শ্রীযুত ওডৌডা সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় অদালতের কৌঁশিলি এবং শ্রীযুত ইস্‌মন্ট সাহেব প্রভৃতি কএক জন উকিল সাহেবেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও নানা প্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত হইয়া গান এবং উৎসাহজনক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন পরে মেং ফারগিসন সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে খানাঘরহইতে সাহেবেরা নাচঘরে গিয়া অপূর্ব্ব ২ নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণানন্তর সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ..

আমার বোধ হয় যে শ্রীযুত ফারগিসন সাহেবের প্রীত্যর্থে অনেকেই খানা দিতে পারেন যেহেতু ইহার বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা ধার্ম্মিকতা দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেকে বিশেষরূপে বিদিত আছেন এবং অনেক দীন দরিদ্র লোক উপকারদ্বারা নিতান্ত বাধিত আছে অতএব এমত লোকের যাহাতে প্রীতি জন্মে তাহা তাঁহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা অবশ্য করিবেন।

৩১ জানুয়ারি ১৮২৪। ১৯ মাঘ ১২৩০

শ্রীযুত ফারগীসন সাহেবের ইউরোপ প্রস্থান।—২৪ জানুআরি ১২ মাঘ শ্রীযুত ফারগীসন সাহেব অদালতের ঘরে গিয়া তৎসম্পর্কীয় সাহেব লোকের ও অন্য ২ সাহেব লোকেরদের সহিত ও এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোকের সহিত বহুবিধ শিষ্টাচার করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

২৯ নবেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০

শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেবের উদ্যান দর্শন ॥— ৮ অগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের গুপ্ত বৃন্দাবননামক উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার স্থূল বিবরণ।

দিবা দুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময় সাহেব বিবি সাহেবের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তৎকালে বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃপুত্র দৌহিত্র বন্ধু বান্ধব ভৃত্য বর্গে বেষ্টিত হইয়া সাহেবের আগ্‌বাড়ান হইলেন। লার্ড সাহেব বাবুর সহিত এবং পাত্র বিশেষের সহিত সেকহেণ্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে বিবি সাহেবকে এক তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া বাবুরা উভয় পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করত নানাশ্চর্য্য দর্শন করাইতে লাগিলেন।

প্রথম মৎস্য ক্রীড়া তৎপরে জলের ফোয়ারা অনন্তর দোলনপ্রভৃতি দেখিতে ২ রাত্রি হইল তথাচ বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বৃদ্ধি করণ হেতুক লণ্ঠনের আলোকদ্বারা গোশালা ও অন্তঃপুরের পুষ্করিণী এবং পরিবারেরদিগের বাস স্থানপ্রভৃতি দেখাইলেন অপরঞ্চ তাঁহারা গৃহে গমনোদ্যত হওন সময়ে আতর গোলাব

অতিউত্তম গোলাব পুষ্পের তোররা এক খুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবেরা বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহা গ্রহণপূর্ব্বক মহা আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

ইশতেহার।—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সকলকে জানাইতেছেন যে তিনি বহুকালাবধি মোং কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী ছিলেন সে বাটী কোন কাজিয়াতে ছাড়া হইয়াছে মোকদ্দমা সুপ্রীমকোর্টে আছে সময়ানুসারে হইবেক। এইক্ষণে সন ১২২৭ শাল অবধি মোং কলিকাতা জোড়াসাঁকো চাসাধোপা পাড়ার ৩৬ নম্বরের বাটী খরিদ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন ইহা সকলকে বিজ্ঞাপন কারণ জানাইতেছেন। আর কিঞ্চিৎ বাসনা এই যে বহুকাল অর্থাৎ সতর আটার বৎসর যশোহর জিলার হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে মেং ইংলাস এনকো সাহেবের সরকারে প্রসিদ্ধরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন সে দেশ গঙ্গাহীন তৎপ্রযুক্ত এই ক্ষণে বাসনা যে যদি শহরে কেহ উপযুক্ত উপলক্ষ্য দিয়া রাখে তবে তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার সীমা নাই ইতি।

২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু॥ -আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত রাকিন্সর সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বহুকালাবধি দেওয়ান হইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠারোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে এতন্নগরের আবাল বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমারদিগের এবং অনেককে যেমত সুখে রাখিয়াছিলেন তদনুরূপ তাহার পরকাল সুখে যাপন হয়।—তিং নাং

৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০

শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায়ের মোকদ্দমার জয়॥—মহারাজ রাজবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের পোষ্য পুত্র লইবার জন্য অনুমতি ছিল। পরে সেই অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত রাজা গৌরবল্লভ রায় রাজা মুকুন্দবল্লভ রায়ের রাণীর পোষ্য পুত্র হয়েন। তাহাতে ঐ মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু ঐ পোষ্য পুত্র অন্যথা করিবার মানসে আদালতে মোকদ্দমা করিয়া শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারদিগের নিকট হইবার মহারাজের অনুমতি ছিল না এমত সপ্রমাণ করাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তারা শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবুকে বিত্তাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যগুপি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করে তবে পুনর্ব্বার তাহার নালিস গ্রাহ্য করা যাইবেক। ইহাতে সংপ্রতি ঐ পোষ্য পুত্র বিত্তপ্রাপ্তি জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রভৃতি অনেকের প্রমাণ এবং অন্যান্য নিদর্শন পাওয়াতে তিনি যথার্থ পোষ্য পুত্র ও মৃত রাজার উত্তরাধিকারী এমত বোধ হইয়াছে।

২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ৬ পৌষ ১২৩০

মেং য়্যারনট সাহেবের ইউরোপ প্রেরণ।—২২ দিসেম্বর তারিখের হরকরা পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা জরনেল কাগজের এক অংশী বা লেখক মেং য়্যারনট সাহেব কলিকাতাহইতে মোং চন্দননগরে গিয়া তাঁহার আত্মীয় কাং কামনর সাহেবের সহিত কিছু কাল ছিলেন গত ১০ দিসেম্বর বুধবারে প্রবল আজ্ঞার দ্বারা পুলিসের এক বিজ্ঞ মাজিস্ত্রিট শ্রীযুত পাটন সাহেব পুলিসের তরফ হামরাও লোক সঙ্গে লইয়া তথায় মেং য়্যারনট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা আনিয়া ঐ দিবসেই শ্রীযুত অনরবল কোম্পানির কেমনামক জাহাজদ্বারা স্বজন্মভূমি প্রেরণ করিয়াছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ । ৩ ফাল্গুন ১২৩০

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।—৭ ফেব্রুআরি শনিবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর কলিকাতার গবর্ণমেন্ট ঘরে এতদ্দেশীয় ও অন্য ২ দেশীয় প্রধান ২ লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘন্টা পরে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর রাজসভারোহণ করিয়া রীত্যনুসারে সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষাপূর্ব্বক এই ২ লোকেরদিগকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন।···

মৃত রাজা লোকনাথের পুত্র শ্রীযুত কুমার হরিনাথ রায়কে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেবের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে পাঁচ পার্চার এক খেলাৎ ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজের উকীল শ্রীযুত বাবু হরিনাথ মল্লিককে এক নিমাস্তিন ও এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা ও এক শিরপেচ দিয়াছেন।

কোচবেহারের রাজার উকীল শ্রীযুত দেবনাথ রায়কে এক যোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।···

ত্রিপুরার রাজার উকীল শ্রীযুত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক জোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন।···

অপর আতর তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক সকলের সম্মান করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০

খানা।—১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের বাটীতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তম ২ দ্রব্য ভোজন পান করাইয়াছেন ও ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্রণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

১ মে ১৮২৪ । ২০ বৈশাখ ১২৩১

সভা।—২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের বাটীতে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও শ্রীযুত চিপজুষ্টীস সাহেব

প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চ পদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহিমান্বিতা বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাদ্যোদ্যমে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু লালচাঁদ বসু ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নির্ণীত সময়ে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাঁহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্ষে অভ্যর্থনা করিলেন বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীযুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেককে আতর ও গোলাপ ও পানের খিলি প্রদানপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

১৪ আগষ্ট ১৮২৩। ৩১ শ্রাবণ ১২৩০

সহগমন।— কএক দিবস হইল মোং খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রের দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগবিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে তাঁহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলান্তনা হইয়া শবসহ জলজ্বানে জ্বলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর বহাদর॥ –কাশীতে শ্রীশ্রীযুতের প্রতিনিধি শ্রীযুত ব্রুক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয় রাজানুমত্যনুসারে গত ১১ মার্চ তারিখে কাশীধামে রাজদরবারে বসিয়া শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালকে রাজা ও বহাদর আখ্যা দিয়াছেন এবং সাত পার্চ্চার খেলাৎ ও এক জিগা ও এক শিরপেচ ও এক ছড়া মুক্তার হার ও ঝালর দেওয়া একখান পালকী দিয়াছেন।

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩

দরবার।— ১৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার দিবা এগার ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এক দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এই ২ লোকেরা আসিয়া খেলাৎ পাইয়াছেন।...

দেওয়ান গোবর্দ্ধন মিত্র ত্রিপুরার রাজা কাশীচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তিহেতুক এক যোড়া শাল ও এক গোসবারা পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার মৃত রাজার উকীল রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় আপন প্রভুর মরণহেতুক এক যোড়া শাল পাইয়াছেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র সীতাচরণ ঘোষাল শ্রীশ্রীযুতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণহেতুক পাঁচ পার্চার খেলাৎ ও এক সরপেচ পাইয়াছেন।...

২ অক্টোবর ১৮২৪ । ১৮ আশ্বিন ১২৩১

মৃত্যু ।— ২৫ সেপ্তম্বর শনিবার প্রাতে জোজেফ বেরাটো সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন তাহাতে ২৬ সেপ্তেম্বর রবিবার প্রাতে রোমাণকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোর্ত্তুগীসীয় গির্জায় তাঁহার গোর হইয়াছে। তৎকালে সমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক অনেক ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোক ও নানাদেশীয় খৃষ্টীয়ানেরদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল তৎপ্রযুক্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে অনেকের সমাগম হইয়াছিল।

এই সাহেবের মৃত্যুতে কলিকাতানিবাসি যে সকল লোক তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা সকলেই মহাখেদিত হইয়াছেন এবং আমরা মনে করি যে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার হইলে অনেকেই খেদিত হইবেন যেহেতুক ইনি অতিধনাঢ্য এবং পরোপকারী ও সুশীল ও নিরহঙ্কার মনুষ্য ছিলেন।

৯ এপ্রিল ১৮২৫ । ২৮ চৈত্র ১২৩১

মৃত্যু ।— মোং কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী বাবু রামদুলাল সরকার অতিভাগ্যবানরূপে খ্যাত ছিলেন সংপ্রতি গত ২০ চৈত্র শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন।

২৮ মে ১৮২৫ । ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

আশ্চর্য্য মৃত্যু ।—ভাজনঘাটনিবাসি জনমেজয় রায় নামক এক জন বৈদ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।···গত রবিবার···প্রাণবায়ু শরীর ত্যাগ করিল। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান আটাইশ বৎসর হইয়াছিল।

৪ জুন ১৮২৫ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

গুণবানের মৃত্যু ।— হাটখোলানিবাসি বাবু মদনমোহন দত্তের পৌত্র হরলাল দত্তের পুত্র মণিমাধব দত্ত গত ২৭ বৈশাখে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ।

২৪ বৈশাখ শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল তদুপলক্ষে ২৬ তারিখে জ্বর হওয়াতে ২৭ বৈশাখ দিবা দুই প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অস্মদাদিরও মহাখেদ হইয়াছে যেহেতু ঐ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বানরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কোন ২ কর্ম্মস্থানে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ দত্ত বাবু অতিসুশীল মিষ্টভাষী বিজ্ঞ প্রেমাভিলাষী গুণজ্ঞ রসজ্ঞ বিজ্ঞ রসিক ছিলেন তাঁহার কৃত এক আদিরসসংযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইলে তাহার রসিকতা প্রকাশ পাইত অতএব এমত গুণবানের মৃত্যু হওয়াতে সুতরাং অনেকে খেদিত হইয়াছেন।—সং কৌং।

৪ জুন ১৮২৫ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

ধনবানের মৃত্যু ।— গত মঙ্গলবার দিবাভাগে মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুর রোগবিশেষে পরলোকগত হইয়াছেন।

৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৮ পৌষ ১২৩২

দরবার।— গত ২৪ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘন্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটীতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ সুবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্যার প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত মহারাজরাজচক্রবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় বাহাদুরের অধীন যাঁহারা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ ২ স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর্ জেনেরাল বাহাদুরের নিকট হাজির হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারদিগকে খেলাৎ হইয়াছে তাঁহারদিগের নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভ্রম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি লোকোপকারার্থে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদ্যাপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান করিয়াছেন।··

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু ৬ ছয় পারচার খেলাৎ এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।···

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

রাজা বৈদ্যনাথ রায়।— গত সপ্তাহে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে গত ফেব্রুআরি মাসে বিংশতি হাজার টাকার এক কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ এবং কৃত্রিম জানিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছিল সেই নালিশেতে জুরীর সাহেবেরা রাজাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন।

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

দরবার।—গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে সাত ঘন্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে দরবারে যে ২ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশ্রীযুতকর্ত্তৃক কে কি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে···।

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ
এক জিগার ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

সাত পার্চার খেলাৎ।
এক জিগা ও সরপেচ।
একছড়া মুক্তার মালা।
এবং ঢাল তলবার।

৮ ডিসেম্বর ১৮২৭। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৪

রাজা শিবচন্দ্র রায়।— গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজা শিবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত হইয়া কালযাপন করিয়াছেন তাঁহার পৈত্রিক যে ধন ছিল তাহা পাঁচ সহোদরে সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক করিয়াছিলেন তাঁহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই বরঞ্চ সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা ব্যয় করিতেন যদ্যপি তাঁহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত গমনাগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ম্মনাশা নদী আছে তাহার জল স্পর্শে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত হইয়া তাঁহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহায্যদ্বারা এক রজ্জুময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ নদীর উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ব্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন না তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সজ্জান্বিত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদত্ত মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশাপর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম

করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্ব্বক করিতেন অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যন্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও ঐ সময় ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন দিবাবসানে অর্থাৎ দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাঁড় খোসামুদে তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহুরির মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মসহরা পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতমাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কিপর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।—সং চং

৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

রাণীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।— এতন্নগরস্থ মৃত মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের কএক বাটী আছে তন্মধ্য নিজ বাটীতে তাঁহার মহারাণী থাকিতেন তিনি কোন বিশেষ পীড়ায় ক্লিষ্টা ছিলেন ১৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের পর পরলোকপ্রাপ্তা হইলেন পরে তাঁহার বর্ত্তমান দুই পুত্র শ্রীলশ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকাযোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজ ঘাটে জাহ্নবীর তটে চন্দনাদি কাষ্ঠে ও ঘৃত ধূনাদিদ্বারা দাহ করিয়াছেন মহারাণী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বটেন যেহেতুক রাজপত্নী ও রাজজননী ইহাতে ভাগ্যের সীমা কি পুণ্যবতী ও অতিযথার্থ কেননা প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যু।— মোং বহুবাজারনিবাসি দুর্গাচরণ পিতড়ী যিনি একাল পর্য্যন্ত কলিকাতার সরিপ দপ্তরের মুৎসুদ্দী হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন তিনি কালবশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম শ্রীযুত বাবু গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশীও তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।—তিমিরনাশক।

৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২

মৃত্যু॥—কাঁচড়াপাড়ানিবাসি রামসুন্দর ঘটক মহাশয় যিনি নবলভ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজ্যান্তঃপাতি আরাকাণ প্রদেশে বর্ত্তমান নিয়োজিত পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্সি সাহেবের তহবিলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি জ্বররোগে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সং কৌং।

২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২

মৃত্যু।— সেরাজুদ্দিন আলী খাঁ নামে কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি সংপ্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন তিনি আরবি ও পারসি বিদ্যাতে অতিনিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি

বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে অনেক দিবসপর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতি ছিলেন পরে কাজিউলকোজ্জাত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জরাগ্রস্ত হইলে কোম্পানি তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিবস হইল তিনি আপন দেশ লক্ষ্ণৌতে যাইতে বাসনা করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকট নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পর্কীয় তাবৎ সাহেব লোকের উপর পারসী ও ইংরাজীতে এইরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন যে ইহার কর্ম্মেতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং ঐ পত্রে কোম্পানির সাধারণ মোহর দিয়াছিলেন বিশেষতঃ কাশী ও লক্ষ্ণৌর শ্রীশ্রীযুতের উকীলেরদের উপর বিশেষপত্র দিয়াছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার পীড়া হইয়া তিনি কলিকাতাতেই কালপ্রাপ্ত হইলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ৮ ফাল্গুন ১২৩২

…মেছোবাজারে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের যে নূতন অট্টালিকা প্রস্তুতা হইতেছে…।

২২ এপ্রিল ১৮২৬। ১১ বৈশাখ ১২৩৩

লার্ড বিসোপ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে গত সপ্তাহে কলিকাতায় এই দুঃসমাচার পঁহুছিয়াছে যে ৩ এপ্রিল তারিখে মন্দ্রাজের দক্ষিণ ত্রিচিনাপল্লীনামক স্থানে লার্ড বিসোপ সাহেব হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন।…

১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মধুসূদন সান্যালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেলিয়াস নামে পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নিলামে এই ২ বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা নবদ্বীপে যে তালুক সর্ব্বত্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ও হিস্যার মধ্যে ও হিস্যার উপরে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং জিলা জলালপুরের পরগণে নসিবশইতে বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে তালুক সর্ব্বত্র নসিবশই নামে খ্যাত তাহাতে দুই শত বাষট্টি মৌজা সেই তালুকেতে ও তালুকের মধ্যে ও তালুকের উপরে ঐ পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং ঐ উপরে লিখিত জিলাতে বা টাণ্ডার সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলের কুঠী আছে ও তাহার সঙ্গে যে খণ্ড ও অংশ ভূমি অনুমান বিশ বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমী হউক এবং তাহার সঙ্গে নীল প্রস্তুত করিবার যে সকল দ্রব্যাদি আছে সে সকলেতে ও সে সকলের মধ্যে ও সে সকলের উপর পূর্ব্বোক্ত

আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং পূর্ব্ব লিখিত জিলাতে মহবৎপুর পরগণায় ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

এবং কলিকাতা নগরের মধ্যে যোড়াসাঁকোতে সুতালুটির সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা গৃহ বাটী বসতি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমি হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রয় হইবেক।

১৭ জুন ১৮২৬ । ৪ আষাঢ় ১২৩৩

মিত্রের প্রতি।—১২২৪ শালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্তব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার তাবৎ বিষয় ও জমীদারী কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩১ শালের প্রথম বৈশাখ অবধি বাবু মৌসুফ বয়ঃপ্রাপ্তহওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন পৈতৃক তাবৎ বিষয়ের অধিকারী হইয়া ২৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসলন্দে বসিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বাবুজী নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও আপ্যায়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাসাবধি মজলিস ও নৃত্যগীতাদির বাহুল্য হইয়াছিল।

৭ এপ্রিল ১৮২৭ । ২৬ চৈত্র ১২৩৩

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর ৪৮ বৎসরবয়স্ক হইয়া সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইহেতুক গত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে ৪৮ তোপ হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই।

১১ আগষ্ট ১৮২৭ । ২৭ শ্রাবণ ১২৩৪

বাবু কানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন।—আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ২৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্য্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশে গমন করিয়া সেখানহইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এইপ্রকার দুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাসাদিমৃত্যু লক্ষণ হইবাতে ঐ বাটীর মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা

হইয়াছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সচ্ছীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। সং চং

১৯ এপ্রিল ১৮২৮ । ৮ বৈশাখ ১২৩৫

জেনরল ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু।—জেনরল ষ্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টনভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইহাঁকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর এমত সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্ব্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শত ২ অনাথ ইহাহইতে প্রতিপালিত হইত গত দুই বৎসরাবধি জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটীতে বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নানাপ্রকার পুরাতন চমৎকার ২ দ্রব্য সকল অর্থাৎ উত্তম ২ প্রতিমা ও অভরণ ও অস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোক দ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহার এ আশা নিরাশা হইয়াছে।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮ । ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

মৃত্যু।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় এমন লোক নাই যে সরকীল সাহেবকে না জানেন দশ পোনর বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন কিন্তু সমাচারে আমরা দেখিতেছি যে তাঁহার স্ত্রী গত সপ্তাহে ৭৬ বৎসরবয়স্কা হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন।

৮ নবেম্বর ১৮২৮ । ২৪ কার্ত্তিক ১২৩৫ স

৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি দুইপ্রহরের পর পাথরঘাটানিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর৫৭বৎসর বয়স্ক হইয়া উদরাময় ও জ্বর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৺রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠীপতিত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যশ কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে ইহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন শুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন ২ ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া টোল করিয়া পড়াইতেছেন তাঁহারদিগের টোল ও অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আনুকূল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এপ্রযুক্ত বাবু ও ঠাকুর

উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা ইঁহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা তাঁহারদিগের দুই জনের দুই পুত্র হইয়াছে। সং চং

৯ মে ১৮২৯ । ২৮ বৈশাখ ১২৩৬

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পরিবর্ত্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশে একটা বাণিজ্য কুঠীর স্থাপনার্থে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাজ্ঞা করিলেন। এখন সেই মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছেন।

৯ জানুয়ারি ১৮৩০ । ২৭ পৌষ ১২৩৬

ইশতেহার।— স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলাম-ঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পাবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতিউত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পঁহুছান যায়।

ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে সুকেশের স্ত্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিকে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।

১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন। আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর

পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক ঐশ্বর্য্যশালি লোক তদ্ভোগ না করিয়া অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে। [সমাচার চন্দ্রিকা]

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৩ ফাল্গুন ১২৩৬

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি।—গবর্ণমেন্ট গেজেটের এক ইশ্‌তেহার দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রাণাঘাটের ও সংপ্রতি দিনামারের বসতি শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরি শ্রীযুত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির দরখাস্ত করাতে গত শনিবার ১৩ ফেব্রুআরি তারিখে যোত্রহীন সম্পর্কীয় কার্য্য যে করিয়াছেন তাহা ঐ আদালতে স্বীকৃত হইয়া ইনশালবেন্ট অর্থাৎ যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃতহওনের যোগ্য হইয়াছেন।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

বিজ্ঞাপন। বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা হুগলি এবং চব্বিশ পরগনার মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দরুন তালুক আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুত মিসোর্স টালা এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা তাঁহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রয় করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী সম্বাদে পাইতে পারিবেন।

১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬

উপকার স্বীকার।—হিন্দু রাজা রাজভ্রষ্ট হওনাবধি ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা অত্যল্প হইয়াছিল যেহেতু প্রায় ভদ্র লোকের সন্তানসকল পারসী ও ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল শাস্ত্রব্যবসায় করিতেন তাঁহারদিগের বালকগণের বিদ্যা হওয়া দুষ্কর ছিল এবং কোন উপায় ছিল না। পরে শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রধান উপায় হইলেন যেহেতু তিনি এতদ্দেশীয় বিদ্যোপার্জনার্থে বহুকাল শ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন তত্তুল্য ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না।

সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রাচীন ও বহু ভাষার মূল এতদ্বিষয়ে অন্য ২ দেশীয়েরদিগের ভ্রান্তি ছিল ইনি স্পষ্টরূপে সে ভ্রান্তির শান্তি করিয়াছেন এই মহানুভব মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার দ্বারা ঐ শাস্ত্ররক্ষা ও প্রতিপালনার্থে রাজার মনোযোগ ও সাহায্য হইয়াছে।

অপর উইলসন সাহেব আপন চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

এবং হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে তৎপ্রযুক্ত ও সুশীলতা নিমিত্ত হিন্দুরদিগের প্রতি বা শাস্ত্রের প্রতি দ্বেষ নাই। তৎপ্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে যেহেতু শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যার্থ বালকের বিদ্যাভ্যাসার্থ ও বিদ্যার্থির প্রতিপালনে ও কৃতবিদ্য ছাত্রের ভাবি উপপত্তি নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী। অপর

সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রকাশ হইলে ও রচনা করিলে লোকোপকার আছে তজ্জন্য তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট তাহাও সফল করিয়াছেন তাহার বিশেষ বর্ণনের প্রয়োজনাভাব তাঁহার মনোযোগ ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তের স্থল হিন্দুদিগের কালেজ। অতএব এমত উপকারকের উপকার স্বীকার করা উচিত। ইনি ধনবান প্রধান পদস্থ ও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ইহার পরিশ্রমাদি জন্য উপকারের প্রত্যুপকার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা উপকার স্বীকার করি এমতও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নহে যেহেতুক কোন প্রকারে অভিমান বোধ হয় না বরঞ্চ আমরা বলিতে পারি তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃস্বার্থ।

কিন্তু কাহারোকর্ত্তৃক উপকৃত হইলে মনুষ্যের সেই উপকার স্বীকার করা অবশ্যকর্ত্তব্য না করিলে ইহার পরে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা কেহ করিবেন না অতএব কতিপয় প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই পরামর্শ স্থির হইয়াছে যে মেং উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্থ ও তাঁহার তুষ্ট্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়া বিদ্যাবিষয়ক কমিটির অনুমতি-ক্রমে কালেজ ঘরে স্থাপিত করা যায় এ জন্যে তাবৎকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ ছবি প্রস্তুত করণের ব্যয়ার্থে সকলে অর্থাৎ যাঁহারা উক্তোপকার স্বীকার করেন এবং যাঁহারদিগের বালকেরা কালেজে পড়েন কিম্বা বিদ্যানুরাগী হয়েন তাঁহারা যদ্যপি কিঞ্চিৎ চাঁদা দেন তবে চাঁদার বহী শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের নিকট এবং শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে তাঁহারদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন পশ্চাৎ তাঁহারদিগের নাম সমাচারপত্রে প্রচার হইবেক। চৌরঙ্গীতে বিচি সাহেব ছবি লিখিতেছেন ত্বরায় প্রস্তুত হইবেক ইহার চাঁদাতে যিনি যাহা দিয়াছেন তাঁহারদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	...	৩০০
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	...	২৫০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	...	২০০
শ্রীযুত বাবু রামনাথ বসাক।	...	১০০
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক।	...	৫০
শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ দত্ত।	...	৫০
সং চং।		১৫০০

৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎসব।—গত ১ জানুআরি শুক্রবার

রজনীযোগে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব শ্রীলশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডাধিপের বর্ষবৃদ্ধিনিমিত্তক এতন্নগরস্থ ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্ম্মসংক্রান্ত সাহেব-লোককে নাচ ও খানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। ..গবর্ণমেণ্টহৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্ব্বদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীযুত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করাতে তাবতেই মহাসুখী হইয়াছেন।

ঐ সভায় এতদ্দেশীয় যিনি ২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জঙ্গ বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মুদ সেরাজি ও আকবর আলি খাঁ ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাঁদ বসু ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও বাবু রূপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার দুই পুত্র বাবু সত্যকিঙ্কর ঘোষাল ও বাবু সত্যচরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব ও বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামকমল সেন। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।)

ধর্ম্ম

১১ জুলাই ১৮১৮ । ২৮ আষাঢ় ১২২৫

রথ ।—২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসরে রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন ২ বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পসারী কলিকাতাহইতে এবং অন্য ২ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথহইতে নামাইল ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোক যাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬

রথযাত্রা ।—১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক ২ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুরপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর ২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক ২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো ২ লাভ হয় ও কাহারো ২ সর্ব্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২

সামান্য সমাচার।—...শ্রীমতী মহিষাদলের রাণী ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেকে পাঁচ ২ শত করিয়া এক সহস্র দীন দরিদ্রেরদিগের কারণ কর দিয়া তাহারদিগকে দর্শন করাইয়াছেন। খেদের বিষয় এই যে ঝড় বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম ও লোকাধিক্যপ্রযুক্ত এ বৎসর অনেক লোক হত হইয়াছে। সং কৌং।

২৫ নবেম্বর ১৮২০। ১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭

জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে।...

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

স্নানযাত্রা।—আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮

স্নানযাত্রা।—১৫ জুন ৩ আষাঢ় শুক্রবার মোং মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু স্থানে ২ অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮

দোলযাত্রা॥—মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিস ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

বারুণী।—গত বারুণীতে এ বৎসর অগ্রদ্বীপে অধিক লোক হয় নাই তথাপি অনুমান হয় যে পঞ্চাশ হাজার লোক হইয়াছিল। এবং মোং কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।

২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬

চড়ক।—গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭

কানপুর।—আমরা শুনিয়াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্দেশীয় যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যে ২ পূজা ও পর্ব্বাদি করা ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়েরা করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত উদ্যোগ হইতেছে।

২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪

চড়কপূজা।—চড়ক পূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে কেহ ২ মত্ত হইয়া পথেতে এমত কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার সময় এইরূপ অতিনির্লজ্জ তিন চারি জন সন্ন্যাসিকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম্ম যে তাহারা কিম্বা অন্য লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি হইবেক…। হরকরা প্রকাশক লিখিয়াছেন যে এরূপ কর্ম্ম হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যাহার তাহাতে অনুরাগ হয় সে কোন নির্জ্জন স্থানে বনে কিম্বা নিজ ভবনে গিয়া তাহা করুক কিন্তু এরূপ ভদ্রলোকের সম্মুখে না করুক।

২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫

অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসিরা প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাটহইতে আসিয়া থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপটবেশী ভণ্ড সন্ন্যাসা হইয়া অতিকুৎসিৎ সং সাজিয়া

ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের আজ্ঞা শাসকেরা ঐ দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহারা দুই সপ্তাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে অমুক বাবুর গাজনের সন্ন্যাসী সাজা পাইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা ও গাজনের সন্ন্যাসী নহে কুৎসিৎ সং বেশী ভণ্ড সন্ন্যাসিরা অন্য গাজনে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অনেক সন্ন্যাসির ঐ গাজন জানিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল অতএব বলি অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট তাহা এত কালের পর প্রমাণ পাওয়া গেল ইতি। (বাংলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ৯ আশ্বিন ১২২৭

দেবীপূজা।—হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যে রূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠদ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারি পিট করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাঁহার আগমন হয় সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭

দুর্গোৎসব।—এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।...

২৬ অক্টোবর ১৮২২। ১১ কার্ত্তিক ১২২৯

স্ফূর্ত্তির দুর্গোৎসব।—কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে স্ফূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

২৯ অক্টোবর ১৮২৫। ১৪ কার্ত্তিক ১২৩২

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥—পরম্পরা শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুঁচড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ক্রটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও অধ্যক্ষ সকলে অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুঁচড়া নপাড়া চন্দননগরপ্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল…। তিং নাং

২০ নবেম্বর ১৮১৯। ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬

মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক ২ সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানের অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে।…

১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮

বৈষ্ণবাটীর বারএয়ারি পূজা ॥—বৈষ্ণবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতিআশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিষ্প্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

বারএয়ারি পূজার বিরোধ ॥—সংপ্রতি মোং জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্ত পাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারী পূজাতে বারএয়ারী মারামারি প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্দমা সদরে হইতেছে।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

শান্তিপুরের পূজা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শান্তিপুরে অতিসমারোহপূর্ব্বক যে বারওয়ারী মহাপূজা হইয়াছে তাহার বিষয় লিখিত আছে অনেকে কহিয়াছেন এ শান্তিপুরের বারওয়ারী

পূজা যে প্রকার ঘটাপূর্ব্বক হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ঐ পূজা আর কখন এপ্রকার হয় নাই কিন্তু সে কল্পনামাত্র যেহেতুক পূজা সমারোহপূর্ব্বক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে কেননা এমত কথিত ছিল যে ঐ প্রতিমা ৪৫ হাত উচ্চ কিন্তু তাহা ১৫ হাতের অধিক উচ্চ হয় নাই এবং পঁচিশ কি ত্রিশ হাজার রাজমজুর আসিয়া ঐ গৃহ প্রস্তুত করিল ইহাও কল্পনামাত্র।

৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬

পূজা।—২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে এক স্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন ২ পাড়ার পূজায় ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানহইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর ২ প্রকার তামাসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক ২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬

ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন ২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে ২ ও ছাত্রে ২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

গুপ্ত পূজা।—মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও

তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই ২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্ব্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।

১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬

চুরি।—মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে ২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮

গুপ্তপূজা।—সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিখান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিত্তলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ ২ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

পূজা।—গত ৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু মোং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই খান ও জড়াও বাজু দুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক রূপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্ট বস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণেতে নাট মন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা হইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা॥—মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাঘ রবিবার সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরাণী সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা॥—আলাপসীংহ পরগণার জিলা ময়মুনসিংহের মোতালকের এক তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুন মাসে বারানসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পাঁচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে নগদ চারি টাকা ও এক ২ লুই দিয়াছেন তাহার পর এক শত কুমারী ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে নগদ জিনিসে দশ টাকা দিয়াছেন রবাহুত ব্রাহ্মণকে এক টাকা সামান্য কাঙ্গালিকে আট আনা প্রত্যেক জনকে দিয়াছেন। এবং যে সকল অধ্যাপকেরা কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে তিন শত চারি শত টাকা প্রত্যেককে দিয়াছেন।

২৪ জুন ১৮২৩। ১১ আষাঢ় ১২৩০

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন।—গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরীয়া ঘাটার আপন নূতন বাটীতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে এক ২ যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ্য ৪৫ ঘর গোস্বামিরদিগকে এক ২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটী খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন গঙ্গাবংশ্য প্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাহারাও প্রায় তাদৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া

বিদায় করিয়াছেন অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল। সং কৌং

৭ এপ্রিল ১৮২১। ২০ চৈত্র ১২২৭

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক ২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈষ্ণবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈষ্ণবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দ্দয় ঐ বৈষ্ণবাটীতে যে ২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে ২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়া ছিল। তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কচিৎ কেহ ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় অন্য ২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

৩ এপ্রিল ১৮২৪। ২৩ চৈত্র ১২৩০

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিগের লোক দশ দিবসের পথ হইতে আসিয়াছিল। ও চাকদহ ও ত্রিবেণী ও বৈষ্ণবাটিতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈষ্ণবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈষ্ণবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

চৈত্র মাসে গয়া মোকামে মধুগয়া উপলক্ষ্যে যেমত যাত্রিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ ওলাউঠা বৃদ্ধি হইয়া অনুমান ত্রিশ চল্লিশ জন প্রতিদিন মরিয়াছে। বাঙ্গালি যাত্রিক চল্লিশ হাজার ও মহারাষ্ট্রীয় ত্রিশ হাজার ও অন্য ২ দেশীয় ত্রিশ হাজার একুনে কম বেশ লক্ষ যাত্রিক হইয়াছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬

প্রয়াগ।—বৎসর ২ নানা দেশ হইতে যাত্রিকেরা প্রয়াগ তীর্থে মাঘমাসে গমন করে সে সময় এখন গত হইয়াছে। অন্য ২ বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে গিয়াছিল এবং পূর্ব্ব ২ বৎসর

অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং সেখানে কোন ২ লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে গেলে তাহারা তাহারদিগকে কিছু ২ ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর ঐ রূপ দুই জন লোক পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে। এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় একজন রাজা প্রয়াগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল সে অনেক ধন দান করিয়াছে।

৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আষাঢ় ১২২৯

তীর্থ যাত্রা। জেলা মুরশিদাবাদের কান্দি গ্রামের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব ইত্যাদি এবং রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকিল ইত্যাদি প্রায় সাত আট শত লোক সমভিব্যাহারে এবং বজরা ও ভাউলিয়া ও পিনিশ ইত্যাদি আটাইশখান নৌকা সমভিব্যাহারে ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ৭ বৈশাখ মোং পাটনাতে পঁহুছিয়া ঐ সকল লোক সমভিব্যাহারে ও গয়া ধামে গিয়াছেন এবং ঐ সকল লোকের গয়া শ্রাদ্ধ করণের যে ব্যয় তাহা শ্রীযুত দেওয়ানজী আনুকূল্য করিয়াছেন। সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অবিমুক্ত বারাণসী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিবেন।

২২ জুন ১৮২২। ৯ আষাঢ় ১২২৯

নরবলি ॥—শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়াছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।

১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২০ মাঘ ১২২৯

অনির্ণীত বলি ॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুআরি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাঁছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রী৺কালী ঠাকুরানীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া একেবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্ম্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

১৬ জানুয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।—আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমত ২ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাবেক। এবং তাহার বিশেষ ২ বিবরণ ছাপান যাইবেক।

৩০ জানুয়ারি ১৮১৯। ১৮ মাঘ ১২২৫

বিবাহ।—কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রৌশনাই হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপন ২ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচ প্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বরকর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রৌশনাই প্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতিসুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রৌশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐমত দুঃখি ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট আদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহু কালপর্য্যন্ত থাকিবে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।—ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পূরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।

২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরাওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারস কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট ২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক ২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওগনি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানে ২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজআভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক ২ দিন এক ২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস নাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুর ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় শ্রীযুক্ত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে ২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া

স্ব ২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক ২ পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য মসালা ও ওগয়রহ ও এক ২ পিত্তলের থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোশাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষা হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহা হইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগতপ্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্গুন ১২২৬

বিবাহ।—গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে ২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহলাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান ২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহা হইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্গুন ১২২৬

বিবাহের ইস্তাহার।—৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার গবরণরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১।২ ফাল্গুণ এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮

ত্রিপুরা রাজার অভিষেক।—ত্রিপুরা ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্গা মাণিক্য ইংগ্লণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তারদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শাসনকর্ত্তারা সে বিষয় তদারক করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা ত্রিপুরার জজ ও মেজেষ্ট্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত উত্তম

সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ভ করিয়া রাজবাটী নিকটবর্ত্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত জজ সাহেবপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল। পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল।

অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিস্ত্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটী পর্য্যন্ত অতিবড় ৩০ ত্রিশ সুসজ্জ হস্তীর উপরে ডঙ্কা হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবেরা রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট সম্ভাষা করিলেন ও আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল। রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে আইলেন। সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা ঐ খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া ঐ খীলাত পরিধান করিলেন ও পাগ বান্ধিলেন এবং অপূর্ব্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। পরে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য ২ লোক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহাসনের উত্তর ভাগে দাঁড়াইলেন তৎকালে ব্রাহ্মণেরা অনেক শান্তিবাক্য পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে সিংহাসনের চতুর্দিকে শুভ্র বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে ব্রাহ্মণেরা পুনঃ ২ শান্তি করিলেন।

পরে রাজা সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাভ্যুক্ষণ করিলেন এবং রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলারা রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বস্ত্র আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান ২ লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাজা তৎকালে আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বসিলেন সে সিংহাসন হস্তি দন্তে নির্ম্মিত ও স্বর্ণে মণ্ডিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর। পরে যথাযোগ্য সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

সেই দিনে সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন ও তাবৎ লোককে উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা সাহেবেরদের গৃহে গিয়া তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রিযোগে উত্তম খানা হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক আমোদ হইল।

১০ নবেম্বর ১৮২১। ২৬ কার্ত্তিক ১২২৮

আশ্চর্য্য বিবাহ॥—মোকাম বর্দ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আপন কন্যার বিবাহ দিতে এই পণ করিল যে যে ব্যক্তি চারি শত টাকা পণ দিয়া আর ২ খরচ করিতে পারিবেক তাহার সহিত এই কন্যার

বিবাহ দিব ইহাতে যে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই পণে কতক দিন গত হইলে কন্যা প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পরপর পণের বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যূন করিতে স্বীকার করেন না সুতরাং কন্যারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার গ্রামের তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্ত্তি এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি ঘটক আনাইয়া কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্যা একটী অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আমার বিবাহ দেও টাকা দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারি শত টাকা দিতে পার তবে অমুক গ্রামে অমুকের কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্যাও উপযুক্তা বটে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা দেখিব। পরে ব্রাহ্মণ কন্যা দেখাইলে ঐ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে সুতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয় লোক ডাকাইয়া পত্রাদি করিব। ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন। বরপাত্র স্নানার্থ তাহার বাটীর খিড়কীর পুষ্করিণীতে গেলেন। ইহা দেখিয়া কন্যাও ঐ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল যে তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও স্নানের ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্যা কিন্তু নির্লজ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না যেহেতুক আমার পিতার ধর্ম্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটীতে অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কোন ছল করিয়া উপবাসী থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করি। ইহা কহিয়া কন্যা সেখানে গেলে বর স্নান করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীঘ্র আমার বাটী হইতে ৫০ পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পারে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। এখানে বর পীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কন্যার নিকটহইতে এক স্ত্রী লোক আসিয়া বরের নিকটহইতে পঁচিশ টাকা লইয়া গেল। ঐ টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহাআনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার পিতার এই দুষ্কর্ম্ম হেতুক সকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কন্যা পুরোহিত ও নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়া যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দ্বিগুণ ২ দিয়া সকলকে বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া ঐ রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমাদের বাটীতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্ত্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নূতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সূতা বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া কন্যাকর্ত্তা কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাত্রিতে তোমার কন্যার সহিত আমার

বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা চোর তুই কাহার কন্যা কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়াচোর বেটাকে বান্ধ এখনি ইহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে এইরূপ কটু কহিতেং এমত সময়ে ঐ কন্যা আসিয়া কহিল যে শুন পিতা আমি বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত কন্যার এই কথা শুনিয়া তাহাকেও যথেষ্ট কটু কহিতে লাগিল তাহাতে কন্যা কহিল যে শুন যদি আমি অকুলে কিম্বা অজাতিতে বিবাহ করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাপণ ও জাতিকুল সকল স্থির করিয়াছিলা কেবল টাকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে এখন আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত না হইয়া গ্রামের থানাতে নালিশ করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্ব জ্ঞাত হইয়াছিল অথচ তাহার অনুরোধে একজন পেয়াদা দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিকুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই তবে তুমি পেয়াদা আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়া দারোগাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহ।

পেয়াদা গেলে পর কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি বাটী যাও যদি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্ব্বক পিতা আনেন তবে একশত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে ষোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইবা আমি যাইব। এইরূপ কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ব্রাহ্মণ আর ২ স্থানে ও ভদ্রলোকের নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ নিরুপায় দেখিয়া ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছুই পাই না। সুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃকালে জামাই আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া মহাসমাদর-পূর্ব্বক একশত টাকা শুদ্ধা শ্বশুর বাটীতে গিয়া শ্বশুরকে ঐ টাকা দিয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটী আনিল। এমত আশ্চর্য্য বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই।

৯ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮

বিবাহ।—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতি-পূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মিরীপ্রভৃতি প্রধান ২ গায়ক আর ২ অনেক তয়ফাও আসিয়াছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও

অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে। এবং বিবাহের দিবসে মোং কাশীপুরের শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসুজার বাগানের নিকট হইতে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীপর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ বান্ধা রোশনাই হইয়াছিল…।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

বিবাহ ॥—গত ১৩ কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব্ব দেশে আর কখনও হয় নাই জাহাঙ্গীর নগর ইস্তক পূর্ব্ব দেশের সমস্ত জিলার এবং কোর্ট আপীলের সাহেবান ও আর ২ সাহেবান ও ওমরাও লোক ও রাজ্যের সমস্ত প্রজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নানামতেই হইয়াছে আর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতি ভিক্ষুক যে সকল লোক গিয়াছিল সকলেই দান এবং আহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ মহারাজ চন্দ্রবংশীয় রাজা তাঁহাদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়…।

১ মে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১

বিবাহ নির্ব্বাহ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক ২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিৎপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর নাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে ২ এমত

বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তুষ্ট হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়েরদিগকে বাক্যামৃতদানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।

২৯ এপ্রিল ১৮২৬। ১৮ বৈশাখ ১২৩৩

বিবাহ॥ মোং বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ গত বুধবার তারিখে হইয়াছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম নাচ গান দানপ্রভৃতি বাহুল্যরূপে হইয়াছিল।

২৭মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

বিবাহ॥—১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাদৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগ্দেশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে ২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়া· আড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত॥ আমারদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহপূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

মৈথিলির বিবাহ।—মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহার ২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে ঐ গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর ২ এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে

প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহবা পুত্রের বিবাহার্থী কেহবা কন্যার বিবাহার্থী কেহবা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে।

ইহারদিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দ্বারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটা চাকরমাত্র' যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধূতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটা আর পানবাট্টা একযোড়া বরযাত্র খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দূর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে।

বর আপন বাটীহইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্দ্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্ব্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোম্‌টা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে ২ প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাট্টাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃসৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্য কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্ত্তা মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধূনা জ্বালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতূহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিত ধূনা জ্বালাইয়া সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতূহল গৃহে ৭।৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

চূড়াকরণ।—নবদ্বীপাধিপাত শ্রীলশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পৌত্র পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার হইয়াছে এই কর্ম্মেতে নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কিছু ত্রুটি হয় নাই আরো শুনা গেল যে ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৯ অক্টোবর ১৮১৯। ২৪ আশ্বিন ১২২৬

মুরশেদাবাদ।—১০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বান্ধা তাহার উপর সে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোন ২ স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৫ আশ্বিন ১২২৮

বেরা ভাসান॥—২১ সেপ্তম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহাহইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাপ্রকার বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘন্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ৩ আশ্বিন ১২৩২

বেরা ভাসান।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতায় অনেক প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধ্যে হিন্দু মহাশয়েরা পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়ে অন্য জাতির সঙ্গে ঐক্য করেন না তজ্জন্য অন্য জাতির দেবার্চ্চনা করা দূরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু যবনাদি জাতির দেবোৎসবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু ঐক্য হইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও জ্ঞাত আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থ-

তুল্যজাতি কোন যবনীবারাঙ্গনার নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়া মহরমের সময় তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গনা সমভিব্যাহারে আহার বিহার করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই তাহাকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়েরা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে এবং তাহার ভৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘুতা স্বীকার করিয়া সে দায়ে উদ্ধার হয় তথাচ সে অপবাদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটীতে যিনি ২ গিয়াছিলেন তাহারদিগকে লোকেরা কলঙ্কী করিত সে একটা হঙ্গাম হইয়া কতক কাল ছিল। সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষণে কলিকাতাস্থ হিন্দুলোকের মধ্যে অনেকের যবনাদি নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি এই মহানগরে কত মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পর্ব্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভাসান হইয়াছে তাহাতে কএক জন হিন্দু বাবু আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য ব্যয় দ্বারা সেই পর্ব্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মশীল বাবুর পুত্র বিদ্যাসৌজন্যার্জ্জিত যশে যশস্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর ঐ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখা অসাধ্য স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লইয়া বেরার পশ্চাৎ ২ গমন করিয়াছিলেন ভেরা নির্ম্মাণের বিষয় কি লিখিব সঙ্গে রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঙ্কা শক্কা দস্তিমসাল রণমসাল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেননা ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা সুসজ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে ব্যয় কে করে সুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাজ্ঞায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করে ধার্ম্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্ম্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেষাদ্বেষ না করে সুতরাং এসকল গুণ ঐ বাবুতে বর্ত্তে।

অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্য দূর হইতেছে বাবুরদিগের বেরা ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাহার যাহা বাঞ্ছা সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ। কস্যচিৎ রাগদ্বেষশূন্যস্য।— সং চং

২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১০ আশ্বিন ১২৩২

ধরমকি বেরাপার।—শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়॥ তোমার চন্দ্রিকা পত্রে গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎপত্রে উজ্জ্বল করাতে অনেকের মুখ উজ্জ্বল

করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারদিগের মনের মালিন্য দূর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারদের অন্তকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়া মুখ মলিন হইয়া থাকিবেক যেহেতুক।

গত ৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাসিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথা নয় দৃষ্টিমাত্র আমীর উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কারণ বেরার সর্ব্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা রক্তপতাকা নীলপতাকা পীতপতাকা নানাপ্রকার পতাকাতে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা ২ খাসগেলাপওয়ালা খাসবরদার আসাবরদার চোপদার জমাদার ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ জগঝম্প বাজে তাসাকড়কা বাজে দেশী ঢুলিকমাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোসনচৌকী মৌন হয় লাজে। শতশত গেলাসের সিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাদি।

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য্য চমৎকৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ্ম ময়ূর যুত বাই ধর্ম্মপ্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া অভিনব নির্ম্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর চতুর্ইস্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধরমকি বেরাপার ইতিমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই সুসজ্জ সজ্জাসজ্জিত বাই বাটীতে পুনরাগমন করিয়া সমস্ত রাত্রি নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি।—সং চং

১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬

মহরমের উৎসব।—মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ ২ ইহার মূল জ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন অতএব গত সোমবারের গবরনরমেণ্ট গেজেট হইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহম্মদের পৌত্র কালিফালীর ফতেমা নাম্নী স্ত্রীজাত পুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। পৈগম্বরের পৌত্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজপ্রযুক্ত এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়া-প্রযুক্ত সর্ব্ব লোককর্ত্তৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০ সালে দমাসকসের নির্দ্দয় রাজা য়েজীদের প্রতিকূলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে হোসেন মারা পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতাবলম্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে মুসলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মতানুযায়ী হোসেন আপনার স্ত্রীকর্ত্তৃক হত হন তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

দুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র ২ পদ্ধতি আছে তাহা উত্তম ভাষার রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যন্ত্রণা অতিকোমলরূপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচার হয়। অন্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকসূচক উৎসবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায়

এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনাদের সামান্ত পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততো বাস্ত ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে পারসীদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই হউক শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুলাই মহম্মদ প্রতিরাত্রিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্‌গৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহাদের গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়েরা এই উৎসবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে যে য়েজীদ যৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহাদের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫

সহমরণ।—কএক দিবস হইল দুই জন ইংগ্লণ্ডীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর পর্য্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকাহইতে নামিয়া দেখিল যে এক জন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্ত্তমধ্যে দাঁড়াইল তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্ত্তে তিন বার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল। পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হবে না কিন্তু এখন অন্যও দেখা যায়।

২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫

সহমরণ। শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

সহমরণ।—তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্য ২ জেলাহইতে জেলা হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।

পশ্চিম হিন্দুস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যূন এবং সেখানে এমন গ্রাম আছে যে সেখানকার লোকেরা কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্তু কখন চক্ষে দেখে নাই। সেখানে সহমরণ হইলে পর চিহ্নার্থে গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।

৮ জানুয়ারি ১৮২০। ২৫ পৌষ ১২২৬

সহমরণ।—···হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি মোং বল্লভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৬ জানুআরি ২৩ পৌষ বৃহস্পতিবারে তাহার পর লোক প্রাপ্তি হইয়াছে পরে তাহার দুই পত্নী সহগমন করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে এক জনের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর আর এক জনের বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল।

৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭

সহমরণ।– গত মহাবারুণী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পরদিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর ২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কক্ষদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাম্প দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

সহমরণ।– দুই সপ্তাহ হইল জিলা বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী গ্রামের শ্যামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার স্ত্রী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা তাঁহার সহিত মোকাম গোপীপুরের গঙ্গার তীরে চিতারোহণ করিয়া আত্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছে।

১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮

সহমরণ।—এই সহমরণবিবরণ এক সাহেবের পত্র প্রমাণে মোং কলিকাতার ইংরেজী সমাচারপত্রে ছাপা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমরাও ছাপা করিতেছি কিন্তু কোন মোকামে ও কোন লোকের মধ্যে তাহা লিখিত নাই। কোন স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল পরে বৈকাল বেলাতে শ্রীযুত জজ সাহেব ও যে সাহেব এই পত্র লিখিয়াছেন এই দুই জন একত্র হইয়া তাহার বাটীতে গেলেন যে বাটীতে তাহার মৃত প্রাণপতি ছিল সে বাটীতে সে স্ত্রী ছিল না যেহেতুক চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য হইয়াছিল। সাহেবেরা সেখানে দেখিলেন যে ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাখিয়া আম্রশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছে। জজ সাহেব ঐ স্ত্রীকে কহিলেন যে আমি তোমার সহিত কিঞ্চিত কথা কহিতে বাসনা করি। তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী আপনি জজসাহেবের নিকটে আইল।

সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন যে তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা অতএব দগ্ধা হইয়া মরণে ক্ষান্তা হও তোমার বংশ্যেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা মনে করিয়া চিন্তা করিও না আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয় কহিল যে হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর আমি তিন জন্ম এই স্বামির সহিত সহগমন করিয়াছি। এই কথোপকথন হইতে ২ সূর্য্যাস্ত হইল তখন জজ সাহেব কহিলেন যে এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল যে অদ্য রাত্রি হইল অদ্য হইবে না কল্য সূর্য্যোদয় হইলে সহগমন করিব। তখন সাহেব ঐ স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন। কারণ সে স্ত্রী কোনহ মাদক দ্রব্য ভক্ষণ না করে। পরে তাহার আত্মীয় বর্গেরা সে মৃত শরীর সেই স্থানে আনিল এবং আপনি মৃত স্বামির সহিত বসিয়া পূর্ব্ববৎ জাগরণে সে কামিনী যামিনী প্রভাত করিল।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার বন্ধু লোকেরা সহমরণোদ্যোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিকটে বসিল পরে আত্মীয় বর্গেরা ঐ খট্টা স্কন্ধে করিয়া শ্মসানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না কেবল চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক এক ব্রাহ্মণবালক ছিল সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া স্থিরভাবে চিতারোহণ করিল তখনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা ও ঘর ও পালকী দিতে চাহিলেন তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল যে আমি এই পালকীতে আরোহণ করিলাম ইহা কহিয়া ঐ মৃত স্বামিকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল তাহাকে কেহ ধরিল না ও বান্ধিল না ও চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহাতে তাহার অঙ্গস্পন্দও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল। ঐ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আপন স্থানে গেলেন।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

সহমরণবিষয়।—সহমরণে গর্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। গর্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ২ নিষেধ লিখিয়াছেন যে গর্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকারদিগের সহমরণ অকর্ত্তব্য। এবং কোন ২ লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া অচৈতন্য করিয়া তাহারদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি

প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় অনুচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত রাজশাসনকর্ত্তার অনুমতিতে সকল থানাদারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহারদিগের স্বাধীন স্থানমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্দ রীতি অর্থাৎ অশাস্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যে কেহ সহগমন করিবেক সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রে স্বয়ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লইয়া সেখানে গিয়া বৃত্তান্তাবগত হইবেক। যে সে স্ত্রীর সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং যদ্যপি সে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভের লক্ষণ হইয়া থাকে অথবা মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানা হইয়া থাকে তবে থানাদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য বিষয়হইতে নিবর্ত্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম্ম পুনঃ ২ প্রচার হইলে দণ্ডার্হ হইবেক। যদি বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্ব্বাহ না হয় তাবৎ থানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে যে শ্রীযুত রাজ শাসনকর্ত্তার কখন এমত মনস্থ নহে যে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগের শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম করণে প্রতিবন্ধক হয়।

এই সহগমনের পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্যক নাই পুলিসের দারোগারদিগের উপরে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা বিধিপূর্ব্বক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। এবং মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে ও শাস্ত্র সম্মত এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে আপন ২ প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়।

২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮

সহমরণ।—কলিকাতার অন্তঃপাতি কোর্ঠের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

	সন ১৮১৫ সাল	১৮১৬ সাল	সন ১৮১৭ সাল
কলিকাতার অন্তঃপাতী	২৫৩	২৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুরশেদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বানারস	৪৮	৬৫	১০৩
বরেলী	১৭	১৩	১৯
	৩৮০	৪৪২	৬৯৬

১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০

সতী।—মঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে

কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সেস্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধা হইতে বাসনা করিতেছ। কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রকালপর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকেরদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃ স্নেহ জন্মিল না। পরে ঐ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও ঐ দুই বালকের প্রাণ রক্ষা করিবার অনেক যত্ন করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল। ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম তোমার ইচ্ছা। ইহার পরে সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।

তাহার বিবরণ। ঐ স্ত্রী আর ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বান্ধিল তৎপরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

সহগমন॥—ওলাউঠা রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে ঐ [গয়া] মোকামে এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উন্মত্তা হইল তাহাতে গয়ার জজ শ্রীযুত মেং কিরিষ্টফর স্মিথ সাহেব গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা দেখাইল তাহা দেখিয়া জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা করহ। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল।

২ আগষ্ট ১৮২৩। ১৯ শ্রাবণ ১২৩০

সহমরণ।—১৪ শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রামনিবাসি ষটপঞ্চাশদ্বৎসরবয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজসম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।

১৫ নবেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০

সহমরণ॥—মোং কোন নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব সুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্ত্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে স্ব ২ পিত্রালয়ে ছিল। ২১ কার্ত্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে

অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সম্বাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোন্মত্তা হইল। পরে সেখানকার দারোগা এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদরহইতে হুকুম আনাইতে দুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নকালে হুকুম আইলে ঐ চারি জন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীরদের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত হইবেক।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

সহগমন।—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি পঞ্চানন বসুনামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন কায়স্থ জ্বরবিকারে অসুস্থ হইয়া ৩ চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই স্ত্রী তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

২৯ মে ১৮২৪। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩১

সহমরণ॥—শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য জ্বরবিকারে পীড়িত হইয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর হইবেক ইনি ন্যায় শাস্ত্রেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন।

২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১

শ্রীক্ষেত্র।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পুরীতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু ঐ স্ত্রী তিনবার প্রদক্ষিণ না করিয়া একবারমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে। তাহার স্বামী এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার এবং ঐ জিলার মধ্যে তাহার অনেক ভূমিও আছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক। দুই বৎসরাবধি এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত থাকিয়া মরণের দুই তিন মাস পূর্ব্বে আপন মৃত্যুকাল নিকট জানিয়া পুরীতে আসিয়াছিল। তার স্ত্রীর বয়ঃক্রম অনুমান ষাটি বৎসর হইবেক।

বঙ্গদেশে যেরূপে স্ত্রী লোকেরা সহগমন করে সে স্থানে সেরূপ নয় তাহারা প্রথম মৃত্তিকার মধ্যে এক কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে কতক কাষ্ঠ সাজায় ও তদুপরি ঐ শব শোয়াইয়া বিধ্যনুসারে অগ্নি দেয় এবং যখন অগ্নি অতিপ্রজ্বলিত হইয়া উঠে তখন সতী সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করে তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইলে লোকেরা ঐ কুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া স্ত্রীপুরুষকে কুণ্ডহইতে বাহির করে এবং ঐ কুণ্ডের নিকট দুই চিতা করিয়া দুই শরীর পৃথক করিয়া দাহ করে। কুণ্ডহইতে উঠাইয়া পৃথক ২ দাহ করিবার কারণ এই যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে পুত্রেরা অস্থি লইয়া গিয়া গঙ্গাতে সমর্পণ করে যদি কুণ্ডহইতে না উঠায় তবে অস্থি পাওয়া যায় না এইপ্রযুক্ত এরূপ করে। এই ব্যবহার কেবল পুরীর মধ্যে আছে অন্যত্র কোথাও নাই।

১৩ নবেম্বর ১৮২৪। ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১

সহগমন।—লখিপুরনিবাসি আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া কালীঘাটে আগমনপূর্ব্বক সুরধুনী তীরে তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায়

কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কার্ত্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জানিয়া তৎসহগামিনী হইয়াছেন। সং কৌং

২৭ আগষ্ট ১৮২৪। ১৩ ভাদ্র ১২৩২

সহগমন।—সিমল্যানিবাসি ফকিরচন্দ্র বসু ১ ভাদ্র সোমবার ওলাউঠারোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীমদনমোহন সেনের কন্যা তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাতিরেক ২২ বৎসর হইবেক এবং সন্তান হয় নাই। ঐ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সুরের বাজারের নিকট সুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জলচ্চিতারোহণপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর পরলোক গমন করিয়াছে।

৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪

শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—পূর্ব্বে সহমরণ ও অনুমরণের বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদ্বারা বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি তাবতেই এতকাল ক্ষান্ত হইয়াছেন (পুনর্ব্বার তত্তদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ ঐ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে সুপ্তদশাহইতে জাগ্রৎ করণ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকাশ রাখা এবং বৃহৎ আড়ম্বর দেখাইয়া এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত এ কারণ মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে এই আশ্চর্য্য সমাচাররূপ ডালি পাঠাইতেছি…।

হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসরবয়স্কা নিজপতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পুর্ব্ববৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল। নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভদ্রলোকের দর্শনে বোধ হয় কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্ব্বক ঘুর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্ম্মায়িক মনুষ্যের কর্ম্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত ইতি। টীকাকারকস্য।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

সমাচার চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সহমৃতাবিষয়ক। ২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেটনামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় বিবেচনাকরণনিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা তিন প্রকার। ইহার প্রথম

প্রকরণ এই যে বর্ত্তমান যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরীকরা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া সহগমন করাতে যে নিবারক আইন আছে তাহা অতিকঠিনরূপে নিযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকরণ সুবে বাঙ্গলা ও বেহারের সরহদ্দমধ্যে এই রীতি একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় এই রাজধানীর মধ্যে বিনা কোন নিয়মে এই রীতি উঠিয়া যাইবে। অতএব এই বিষয় প্রকাশ করিয়া ঐ ইণ্ডিএ গেজেট সম্পাদক মহাশয় ও প্রায় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা রহিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন সে যাহা হউক খেদের বিষয় এই যে আমারদিগের বিবেচক দেশাধিপতিরও ঐ বিষয় রহিত করিতে মনঃস্থ হইয়াছে ইহাতে আমরা ভীত আছি কিন্তু এমত সকল আবশ্যক বিষয়েতে কাগজের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে শ্রীযুত গবর্নরমেণ্টের অনুমতি আছে অতএব যেমত ঐ বিষয় এইক্ষণে বিশেষ বিবেচনা হইতেছে আমরা ঐ সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুতের কর্ণগোচরের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষ প্রথমতঃ শ্রীযুত গবর্নরমেণ্ট এই বিষয় নিবারণ নিমিত্তে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতেছেন এবং আমারদিগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে ইহার প্রমাণ এবং মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন কিন্তু ঐ এক ব্যক্তির কিম্বা অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস হইতে পারিবে যেহেতুক ধর্ম্ম এবং ব্যবহারবর্জিত ব্যক্তিবদিগের যে নূতন প্রমাণ এবং ধারা তাহা জগতের মান্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যে তিন প্রকরণ প্রদান করিতে আশ্বাস করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ শ্রুত আছি যে কএক বৎসর গত হইল এই বিষয় রহিত করিতে আর একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন তাহাতে মহামহিম শ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এবং নানা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরত যথার্থ জ্ঞাত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত যে প্রথম প্রকরণ তাহাই স্থাপিত করিলেন তদবধি সেই রীতি সর্ব্বত্র চলিতা হইতেছে এবং ইহাও সর্ব্বদা প্রচার আছে যে যখন যে স্থানে সহমৃতা হয় সেই স্থানে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা এবং রাজসংক্রান্ত লোকেরা স্বয়ং গমন করেন এবং ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমননিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান কিন্তু তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে পারেন নাই সুতরাং ইহাহইতে অধিক সন্দেহভঞ্জনের কারণ আর কি আছে। এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম্ম কিম্বা অশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ অধীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের এই বিষয়ে এতাদৃশ প্রতিবন্ধকতা এবং সন্দেহহওনের কারণ এই অনুভব হয় যে হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকের এতাদৃশ অসম সাহস কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক হয় এমত তাহারদিগের মতে কোনরূপে বিশ্বাস হয় না কিন্তু তাঁহারা এমত দেখিয়া কিম্বা শুনিয়াও থাকিবেন যে স্ত্রীলোক পতিপ্রাণা হয় সে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্য বদনে স্বামির জ্বলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে অতএব এবিষয়ে জোরাবরি ইত্যাদির সম্ভব কোনরূপে হয় না স্ত্রীলোকদিগের এ আশ্চর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিহওনের বিশেষ ফল এই আছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে সকল ফল আছে তদ্ভোগী হন এবং লোকতঃ আপন নাম ও কুল উজ্জ্বল করেন। অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেব যিনি দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।

১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

.. লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না একক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র। যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কিপ্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইঁহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজ সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।—চন্দ্রিকা ৩ ডিসেম্বর।

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল মহামহিমেষু কোর্ট উলিএম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে শ্রীলশ্রীযুতের অনুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ ও দুর্নাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগকে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপন ২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্ব্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণা বেক্ষণ যে পুরুষের নিরত ধর্ম্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ব্বক ধর্ম্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপন ২ শরীর

দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ওই স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারাও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত্ত হইয়া আপনারদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা হন তাঁহার যে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোরূপ ধর্ম্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধর্ম্ম আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক. তাহাকে ও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন ২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম্ম হইতে আপনাদিগ্‌কে নির্দ্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্ব্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাকে স্বামির জলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ্ধ হইয়া করেন নাই॥ বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্ব্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগ্‌কে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্য্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ মতে অন্যথা করিয়া পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগ্‌কে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত ভস্মোপযোগ্য রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্ব্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূরি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপন ২ ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ ২ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতাহইতে পলায়নপূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ ২ বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে নিবর্ত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহারদের প্রবর্ত্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে বিধবাদিগ্‌কে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহারদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকার করিবাতে তাঁহারা আপনারদের জ্ঞাতি ও আত্মীয়কর্তৃক ভৎর্সন রাশিকে আপনাদের উপর স্বীকার করিয়াও সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন। তাবৎ সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতিদারুণ ও কুৎসিৎ এবং ইংলণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্ত্তব্য বোধ এই ২ নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দুপ্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্ন পূর্ব্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্ব্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুদের অতি প্রাচীন পরম পবিত্র ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেন। সম্প্রতিক এ অধীনদের জ্ঞাতসার হইল যে ওই আজ্ঞানুসারে মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ব্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেন।

শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দ্বারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায় ; যদি এ সময় এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্ব্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চক রূপে গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার, যাহা যদ্যপি ও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করেন। ও যাঁহারা শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ এ সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করেণ সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায় চৌধুরী
রামমোহন রায়
দ্বারকানাথ ঠাকুর
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ইত্যাদি

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

সতীর পক্ষে আরজী বিষয়ক।—সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুতকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় অদ্য বৃহস্পতিবার ২ মাঘ ১৪ জানুআরি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতাস্থ নীচের লিখিত কএক জন শ্রীশ্রীযুতের নিকট গমন করিয়াছিলেন গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন অনন্তর সতীর বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদানন্তর কহিলেন তোমারদিগের আরজী ও ব্যবস্থাপত্রে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই কাগজে লিখিয়াছি সেই কাগজ দিলেন। প্রার্থনাকারিরা কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহার উত্তর আমরা অতিত্বরায় হুজুরে দরপেস করিব এ দিবস এইপর্য্যন্ত হইল।

গবর্ণমেণ্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষঃ কলিকাতাস্থদিগের এক আরজীতে ৬১২ জন বিবরি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহ প্রভৃতি গ্রামবাসিরদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্টলোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।

অদ্য গবরনর জেনরলের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত নিমাই চাঁদ শিরোমণি ও হরনাথ তর্কভূষণ ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও বাবু রামগোপাল মল্লিক।

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৬

সতী ।—গত ১৪ তারিখে বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু ভবানীচরণ মিত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় কএক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে নিয়মিতকালানুসারে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন । শ্রীশ্রীযুতকর্ত্তৃক তাঁহারা কৌন্সেলের গৃহেতে গৃহীত হইলেন ।...

শ্রীশ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকটে যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি । হিন্দুরদের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামিমরণানন্তর তাঁহারদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুখ্যকল্পরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল · ।

শ্রীশ্রীযুত অতিসম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে ২ বিবেচনাপূর্ব্বক রহিতকরণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন ।

January 14th, 1830. (Signed) W. C. Bentinck.

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৬

গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচকপত্র দেওনার্থে কএক জন এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়েরা শ্রীশ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তথায় উপস্থিত-হওনের কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুত কাপ্তান বেন্সন সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন । অপর তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দণ্ডায়মান ছিলেন ।

শ্রীশ্রীমতী লেডি বেণ্টিঙ্ক ও কএকজন বিবিসাহেবও তৎসময়ে তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন । শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য ২ সাহেবেরাও ছিলেন । অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযুতের সন্নিহিত হইয়া ইঁহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন । অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজারদের পত্র বাঙ্গলা ভাষায় পাঠ করিলেন তদনন্তর তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল । ঐ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে ·· ।

২৪ অক্টোবর ১৮১৮ । ৯ কার্ত্তিক ১২২৫ ·

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ ।··সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক আটচালা পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মারসরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের সম্বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধা

দান করিয়াছেন। এবং মহাদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও পালকী ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান বিদায় একশত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং কাঙ্গালি ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান দুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে আপনারা থাকিয়া আট আনা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ হয় নাই এত সমারোহেতে যে কেহ বঞ্চিৎ না হইয়া সকলেই পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে অনুমান সর্ব্ব শুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৫ জুলাই ১৮২০। ১ শ্রাবণ ১২২৭

শ্রাদ্ধ।—কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিতরূপ অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণপত্র লোকদ্বারা ও অতি-দূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাহার অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সচ্ছাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে সুবর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্বভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এই রূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক ২ সুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম ষোল ঘোড়া শাল ও দুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দান কারণ দ্বিজদম্পতি পশ্চিম দেশ হইতে আনাইয়া দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ-গণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহুত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়াছে। আর ২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল ২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।—শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার হইয়াছে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্যয় বাহুল্য প্রায় অন্যত্র দেখা যায় না। নবদ্বীপ অবধি এতদ্দেশ সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিপাটী অতিশয়।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

একোদ্দিষ্ট॥—কলিকাতার শ্যামবাজারের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ আপন পিতার অশৌচপ্রভৃতি বন্ধক পতিতৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৮ ফাল্গুন রবিবারে করিয়াছেন তাহাতে আন্দাজ সবস্ত্রোপকরণ আট শত থাল ও সবস্ত্রোপকরণ সামান্য ভোজ্য পাঁচ শত করিয়া তাবদ্দেশস্থ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া অপূর্ব্ব সভা করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যাপকেরা স্বস্বাধ্যয়ন শাস্ত্রানুসারে ন্যায় ও স্মৃতি ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ করিয়া অনেক ২ শাস্ত্রের বাদানুবাদ করিলেন পরে সভা উঠিলে মিষ্টান্ন সম্মিলিত সবস্ত্র থাল ও মুদ্রা লইয়া তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব ২ চতুষ্পাটীতে গমন করিলেন। পরে তাবৎ নিমন্ত্রিত সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে সমাদরে অভীষ্টমত জল পানাদি করাইয়া এক ২ সবস্ত্রভোজ্য দিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন।

২৩ আগষ্ট ১৮২৩। ৮ ভাদ্র ১২৩০

শ্রাদ্ধ॥—১২ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীরামপুরের রামচন্দ্র দের শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপার দানসাগর ও কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কর্ম্মেতে সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে ক্রটি হয় নাই।

৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০

শ্রাদ্ধ॥—১১ আশ্বিন ২৬ সেপ্তম্বর শুক্রবার মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রজতময় দানসাগরদ্বয় হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক দ্রব্য উত্তম ও উপাদেয় তদ্ব্যতিরিক্ত রাশীকৃত পিত্তলময় ঘড়া ও গাড়ু ও থাল ও বহুগুণা প্রভৃতি এবং শাল ও বনাতের প্রাচুর্য্য ও বস্ত্র সকলি গরদ এবং হস্তী ও ঘোটক ও নৌকা ও পালকী দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন। এবং নানা-স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদের বিবেচনাপুরঃসর সন্তুষ্টিপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন এবং অনাহূত ও রবাহূত ও ভাট ও রাঘব প্রভৃতি যজ্ঞোপবীতধারী ও ফকীর ও বৈষ্ণব যত আসিয়াছিল তাহারদের সকলেরি উপযুক্ত বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালিবিদায় ও আর ২ ক্রিয়া সুন্দররূপ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিবরণ লিখিতে হইলে পত্র বাহুল্য হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০

শ্রাদ্ধ।—১১ ফেব্রুআরি ৩০ মাঘ বুধবার মোং পানিহাটীনিবাসি দেওয়ান ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এক রূপাময় দানসাগর ও তদুপযুক্ত আর ২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালি বিদায়াদি অতিসুন্দর মত হইয়াছে। এবং শুনা যাইতেছে যে এই কর্ম্মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১

শ্রাদ্ধ।—১০ আষাঢ় মঙ্গলবার শহর কলিকাতার শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপাময় চারি দানসাগর ও স্বর্ণময় চারি ষোড়শ ও তদুপযুক্ত শয্যা ও আর ২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার পৌত্রেরা পাঁচ সহোদর নিজালয়ে পৃথগ্দানস্থান করিয়া দুই রূপাময় দানসাগর ও দুই স্বর্ণময় ষোড়শ ও তদুপযুক্ত আর ২ দ্রব্য এবং শ্রেণীক্রমে থাল পূর্ণ মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে নানা দিগ্দেশহইতে যে সকল কাঙ্গালি আসিয়াছিল তাহারদিগকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এক ও দুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে কোন বিষয় ত্রুটি হয় নাই।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। মহানগর কলিকাতার মধ্যে ২০ বৈশাখ রবিবার বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত তৈজস এবং হস্তী ও নৌকা গাড়িপ্রভৃতি কত ২ দান সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে তৎ সন্তানেরা ও অধ্যক্ষ সকলে ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কাশী ও কাশ্মীর ও সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ও কাঞ্চী ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় অধ্যাপকেরদিগের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধা প্রায় সাত আট সহস্র জন হইবেন এঁহারদিগের বিদায়ের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা অতিবাহুল্য অধিকন্তু ভাগ্যের কর্ম্ম এই হইয়াছে যে লক্ষ ২ কাঙ্গালী বিদায়কালীন কোন গোলযোগ হয় নাই সকলেই কষ্টব্যতীত প্রত্যেকে এক ২ টাকা পাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে নাই যেহেতুক অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর নহে যাহা হউক বাস্তবিক তাহার বিশেষ বর্ণনে বর্ণাভাব হয়।—সং কৌং

২৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান।—বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান ২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও রূপার ঘড়া এক। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধ্যাপকেরদিগের নগদে ও রূপার তৈজসে ৭০।৮০।৫১।৪০।৩২।২৫ টাকা। উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা এক পিত্তলের ঘড়া কাহার বা গাড়ু এবং সিধায় ১ কিম্বা ২ টাকা।

সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা এক পিত্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু।

টিকিট পত্রের বিদায় :॥ কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহার ১ টাকা কেহবা এক থাল ইত্যাদি।

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা। কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে ভাবতেই পাইয়া অনুরাগ করিয়াছে। এবং কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে।

জনশ্রুতি সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের অপূর্ব্ব ধারা করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাও আমরা উৎসাহপূর্ব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব। সং চং

২২ এপ্রিল ১৮২৬। ১১ বৈশাখ ১২৩৩

কাশীধামে গমন।—৺রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ সরকার সংপ্রতি কলিকাতা হইতে কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন শুনা যাইতেছে যে গয়াধামে পিতার সপিণ্ডনাদি কর্ম্ম করণানন্তর কাশীধামে গমন করিবেন তথায় গিয়া পিতার অনুষ্ঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয়ে শিব স্থাপন করিয়া পুনরা গমন করিবেন। জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দেশে সপিণ্ডন ও শিবস্থাপন সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে যেহেতুক শ্রীশ্রী৺প্রসাদে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও সৎস্বভাবান্বিত বটেন এবং দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মে ব্যয় করিতে কোনমতে কাতর নহেন তাহা পিতার আদ্যকৃত্য করণেই ভাবতে বিদিত আছেন সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিব। সং কৌং

২ জুলাই ১৮২৫। ২০ আষাঢ় ১২৩২

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত বৃহস্পতিবার মৃত মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদরের পুত্র শ্রীযুত মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যয়পূর্ব্বক আপন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। যাহা হউক জনরব-দ্বারা এক্ষণে আমারদের এই প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে যে ঐ দিবস কোন নিমন্ত্রিত গোস্বামির নামে নয় শত টাকার ওয়ারেণ হওয়াতে তিনি পথিমধ্যে সরিপের পেয়াদাকর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া মুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বিস্তর পুরুষত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইয়াছে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক কিন্তু এ শ্রাদ্ধ অত্যন্ত খেদের বিষয় হইয়াছে যেহেতুক মৃত রাজার মাতা ও পিতামহী বর্ত্তমানা আছেন এপ্রযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তারদিগের এ শ্রাদ্ধে এতদ্ব্যয়েও মনঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ শোকজন্য স্থির মনে ইচ্ছামত আয়োজন করিতে পারেন নাই।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।—গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্বাদপত্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্ব্বক

হইয়াছে রজত নির্ম্মিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদনুরূপ পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণাভকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্চর্য্য শয্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্যাদানাদির মধ্যবর্ত্তি মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্শ্বে পিত্তল কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপূর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তদুপরি এক পার্শ্বে গোস্বামিবর্গ এবং তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রাস্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়েরা গোষ্ঠীপতি বেষ্টিত হইয়া থাঁয়ামত বসিয়া কিবা সভায় শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবর্ত্তি দলপতি ও তাঁহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্ত্তনাদি করিতেছে স্তুতি পাঠক ভাট বাক্কৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক ২ স্থানে দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎসর্গ করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল।

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিত হইলেন না কেননা আপন ২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আঁটি থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপকদিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙ্গালিদিগকে।০ ॥০ আনা করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক ঐ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে মাসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন। সং চং

২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬

গয়ায় শ্রাদ্ধের ঘটা।—গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে ৺মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজা বিনায়ক রাও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৺গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা অত্যন্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত স্থূল লিখিতেছি শ্রীশ্রী৺ গদাধরের পাদপদ্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী আর হীরার কলিকা ১০০ জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া পূজাপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেন আর ২ দ্রব্য ও ব্রাহ্মণভোজনের পরিপাটীর কি লিখিব দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাহ্মণকে একেবারে অদৈন্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন। সং চং

আত্মীয় সভা

২২ মে ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

বেদান্ত মত।—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর

আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১০২৬

বৈদান্তিক।—৩০ যে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচান্দের ঘরেতে অনেক ২ বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

ধর্ম্মসভা

২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মবিষয়ে সভা।—৪ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে প্রথম শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবরনর জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন এতৎশ্রবণে সভাগণেরা কহিলেন যে সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যেপর্য্যন্ত বিলাতহইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। অপর প্রশ্ন হইল বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাঁহারাই তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন ঐ কথা তাবতের সম্মতহওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বৈঠক হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাতে সকলের মত

হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্ম্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্ব্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ।

নাম।			টাকা।
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক	...	...	২৫০০
— গোকুলনাথ মল্লিক	...	...	২০০০
— আশুতোষ দে	...	...	১০০০
— গোপীমোহন দেব	...	...	৫০০
— হরিমোহন ঠাকুর	...	...	৫০০
— বৈষ্ণবদাস মল্লিক	...	...	৫০০
— কাশীনাথ মল্লিক	...	...	৫০০
— শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	....	৫০০
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতপ্রভৃতি	...	...	২৫০
শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	...	....	২০০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ	...	...	২০০
— রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২০০
— রামমোহন দত্ত	..	...	২০০
— নীলমণি দে	...	...	২০০
— প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	...	...	২০০
— গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	....	২০০
— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০০
— রামকমল সেন	...	...	১০০
— ভবানীচরণ মিত্র	..	...	১০০
— জগন্নাথ দাস বর্ম্মণঃ	...	...	১০০
— শিবচন্দ্র দাস	...	...	১০০
— ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	১০০
— কৃষ্ণচন্দ্র বসু	...	...	১০০
— রাধাকৃষ্ণ মিত্র	...	...	১০০
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	...	...	১০০
শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু	...	...	৫১
— লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	...	...	৫১

নাম।			টাকা।
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ ঠাকুর	...	...	৫০
— রূপনারায়ণ ঘোষাল	...	...	৫০
— মদনমোহন সেন	...	...	৫০
— মধুসূদন রায়	....	...	৫০
— রাজবল্লভ শীল	...	...	৫০
— চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র	...	...	৫০
— জয়নারায়ণ মিত্র	...	...	৫০
— দেবনারায়ণ দেব	...	...	৫০
— তারিণীচন্দ্র মল্লিক	...	...	৫০
— কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ	...	...	৫০
— শিবনারায়ণ দে	...	...	২৫
শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	...	...	২৫
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১৬
— কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০
— লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত	...	...	১০
— ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	...	৫
— শ্যামচাঁদ দাস	...	...	৫
— তারাচাঁদ মজুমদার	...	...	৫
শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ	...	...	৫
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	...	২
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ আচার্য্য	...	...	১
			১১২৬০

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্ম্মিকের নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকা অবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্য শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে ব্যয় হইবেক তাহার অনুমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্ব্বাহক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্ব্বত্র পত্র পাঠাইবেন।

এই সভায় শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্মহইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভ্যগণ কহিলেন ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে।

কিন্তু অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাঁহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক আমরা এই ধর্ম্মসভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব।—সং চং

৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মসভার আনুকূল্যে যে সকল টাকা চাঁদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার সহী দেখিতেছি।

শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাণ্ড্যাল।	৩০০
—উদয়চাঁদ দত্ত।	২০০
—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
—নবীনচন্দ্র বসু।	৫০
—ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।	৫০
— শিবচরণ বসু।	৩৫

এতদ্ব্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬

মিশ্রিত সম্বাদ।— চন্দ্রিকায় কহে যে শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে গত সপ্তাহে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় স্থাপিত ধর্ম্মসভার অনুগুণ ঐ সভাতে তত্রস্থ লোকেরদের দুই হাজার দুই শত নিরানব্বই টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬

ধর্ম্মসভা।—হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং।

আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্ত্তৃত্বাভাবে ধর্ম্মহানি হইতেছে অতএব স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি-রক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্তু অনেকে একত্র হওয়া দুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অস্মদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্ত্তমান শকের গত ৫ মাঘের এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্ম-সভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে হইবেক।

বিলাতে যে আরজী পাঠান যাইবেক তাহা কি প্রকারে কোন্ ভাষায় কাহার দ্বারা প্রেরয়িতব্য তাহা পশ্চাৎ জ্ঞাত করান যাইবেক এই বিষয়ে কাহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন।

অপর ইহার পর সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহা বিবেচনামতে বিহিত করিতে হইবেক।

উক্ত বিষয় সকলে যে ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত ধনসংগ্রহ আবশ্যক বিধায় পূর্ব্বোক্ত সভায় সমাগত ব্যক্তিদিগের মত চাঁদাকরা কর্ত্তব্য হইয়াছে অতএব বিশিষ্টলোক যাঁহার যত টাকা দিতে ইচ্ছা হইবেক তাহা স্বাক্ষরপূর্ব্বক অঙ্কপাত করিবেন।

ঐ সভায় সমাগত তাবৎ সভ্যগণের অনুমতানুসারে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধনরক্ষক এক আর সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম এতৎপত্রে লিখিত হইল এসভার নিয়ম ও অভিপ্রায়মতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থির হইবেক তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক ধনদাতা ও স্বধর্ম্মরক্ষকাঙ্ক্ষিরদিগকে দেওয়া যাইবেক। সংপ্রতি নিয়মের স্থূল লেখা যাইতেছে।

ধনরক্ষকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রমাণে সম্পাদকের দ্বারা টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকের নিকট জমা হইবেক।

সভার অংশী। সভার নিমিত্ত অল্প টাকা দিলেও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের অংশী হইবেন।

ধনরক্ষকের কর্ত্তব্য। আপন নাম স্বাক্ষরে রসিদ দিলে ধনদাতারদিগের নিকট টাকা পাইবেন ধর্ম্মসভার বহিতে দাতার নাম দিয়া জমা করিবেন।

ধনব্যয়বিষয়।—ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ বিবেচক ১২ জন ঐক্য হইয়া যে বিষয়ে ব্যয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন তজ্জন্য অনুমতিসূচক লিপি দিলে ধনরক্ষক সম্পাদককে টাকা দিবেন।

অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য। মধ্যে ২ বৈঠক করত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন এবং সম্পাদকের হিসাব লইবেন সেই হিসাব সর্ব্বসাধারণ অংশিরদিগের যখন সভা হইবেক তখন সকলকে জ্ঞাত করাইবেন। কোন ভারি বিষয় উপস্থিত হইলে সাধারণ সভার আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন এবং যখন যে বিষয় সম্পাদককে করিতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

অংশিরদিগের কর্ত্তব্য।—সম্পাদকের সভা আহ্বানের পত্রদ্বারা নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।—যে বিষয়ে অধ্যক্ষেরদিগের অনুমতির আবশ্যক হইবেক তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরদিগের মত হইলে সেই মত বলবৎ জানিয়া সে কর্ম্মসম্পন্ন করিবেন এবং যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত অধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক আবশ্যক বুঝেন তজ্জন্য বৈঠকের নিমিত্ত আহ্বান করিতে পারিবেন অপর অধ্যক্ষেরা যিনি যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন তখনি তাহার উত্তর লিখিয়া দিবেন।

অধ্যক্ষের মধ্যে যদি কেহ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উপস্থিত না হন তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে ধনদাতারদিগের মধ্যে যাঁহাকে উপযুক্ত বুঝিবেন সেই পদে নিযুক্ত করিয়া অন্য অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

সভাবাটীবিষয়ক।—বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইলে পর কোন্ স্থানে কিপ্রকার বাটী নির্ম্মিত করিবেক তাহা স্থির হইবেক ইতি। শকাব্দা ১৭৫১।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক। শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব। শ্রীযুত বাবু তারিনীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে। শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক। শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসম্পাদক।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

ধর্ম্মসভা।—গত ২৬ মাঘ রবিবার কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরির বাটীতে সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ কএক জন এবং কাশীপুর বরাহনগর আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর বেলঘরিয়া পানিহাটি কুমারহাটি টাকি সুখনগরপ্রভৃতি গ্রামবাসি বিশিষ্ট শিষ্টসমূহ লোক সভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন পরে ধর্ম্মসভার কারণাবগত হইয়া চাঁদার বহিতে আপন ২ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাক্ষরাঙ্কিত করিলেন তাঁহারদিগের নাম ধনদাতার শ্রেণীতে লিখিত হইল এবং ঐ সভায় ইহাও ধার্য্য হইল যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।

অপর সভাধ্যক্ষ বারজনকে ঐ সভারোহণের সম্বাদ করা গিয়াছিল তম্মধ্যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধি শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন ইহারদিগের সাক্ষাতে সম্পাদককর্ত্তৃক উক্ত হইল যে বার জন সভাধ্যক্ষ হইয়াছেন আর কএক জন অধিক এবং সম্পাদকের সহকারী এক জন হইলে ভাল হয় তাঁহারদিগের দ্বারা সমাজের কারণের অনেক উপকার হইতে পারিবেক তাহাতে অধ্যক্ষেরা উত্তর করিলেন ধনদাতারদিগের মধ্যে তুমি যাঁহাকে ২ বিবেচনা করিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর পরে কথিত হইল।

শ্রীযুত মহারাজা বনয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
—প্রাণনাথ চৌধুরী।
—শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
—ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
—রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।
—উদয়চাঁদ দত্ত।
—রামরত্ন রায়।
—নবকৃষ্ণ সিংহ।
—উমানন্দ ঠাকুর।
—শিবনারায়ণ ঘোষ।

ইহারদিগকে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষতাপদে অভিষিক্ত করিলেন সম্পাদকের সহকারিতা জন্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে কহিলেন যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে ভাল হয় তাহাতে

অধ্যক্ষেরা সম্মত হইয়া কহিলেন ধর্ম্মসভার লিখিত পত্রাদিতে যাহা সম্পাদকের স্বাক্ষরের আবশ্যক হয় যদ্যপি সম্পাদক কোন কারণপ্রযুক্ত স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন সহকারি সম্পাদক তাহা স্বাক্ষর করিলে গ্রাহ্য হইবেক এবং সম্পাদক তাঁহাকে যে কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন তাহা তিনি করিবেন।

অপর অধ্যক্ষেরা কহিলেন অদ্য যে কএক জন মনোনীত হইলেন তাঁহারদিগকে পত্রের দ্বারা অবগত করাইয়া তাঁহারদিগের স্বীকৃত উত্তর সকল অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাত করাইবেন। সং চং

৬ মার্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬

ধর্ম্মসভাধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক।—গত ১১ ফালগুণ রবিবার পটলডাঙ্গার শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণনাথ দাসের দরুন ২৮ নম্বরের বাটীতে সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে সভার নানা কর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক পদ পরিত্যাগের যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত হইবাতে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন অনন্তর সম্পাদক প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি ধনী শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কহিলেন বাবু রামদুলাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব নিযুক্ত হইলে ভাল হয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ঐ কথার পোষকতা করিবাতে সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন পরে সম্পাদকের প্রশ্নমতে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন অনন্তর পাটনা মালদহাদি নানা স্থান হইতে ধর্ম্মসভাসম্পর্কীয় যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার সদুত্তর লিখিতে সম্পাদককে অনুমতি হইল। সং চং

ধর্ম্মস্থান

১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

হরিদ্বারের মেলা।—গত মাসে মোং হরিদ্বারে বৎসর ২ এক মেলা হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রাজপুতানা ইত্যাদি নানা দেশ হইতে অনেক ২ লোক সেই মেলা দর্শনার্থ ও গঙ্গাস্নানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার লিখা যাইতেছে। সেখানে ছাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড ও ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোঘাট ও কুশাবর্ত্ত ও চণ্ডিকাদেবী ও নীলেশ্বর মহাদেব ও বিষ্ণুতীর্থ ও সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি এই সকল স্থান পরস্পর দূর। এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাঁচ পুরী সেখানে দুই হাজার ব্রাহ্মণ অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন ২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকেই দক্ষিণা প্রভৃতি দেয় ঐ অধিকারিরদিগকে দেয় না। এই বৎসর লোক যাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে মেলা হইবেক সে অতিশয় তাহার নাম কুম্ভিকামেলা সে মেলা বার বৎসর অন্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাবহইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহর হইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল।

অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় অধিকারিরা তাহা উঠাইয়া লয়। কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচিরা ব্রহ্মকুণ্ডেতে স্নান করিয়াছিল। ইহাতে

ব্রাহ্মণেরা কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গা জল রক্ত বর্ণ হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা অনেকে তাহারদিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল তদবধি চামারেরা সেখানে যায় কিন্তু সে অপহৃতারা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না।

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা জন পাঁচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে ঐ হিন্দু গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে দিলাম।

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নানার্থে জলে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া ঐ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে সমুদায় টাকা এক ২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকারিরা কহিল যে এই বানর এই টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়া আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে চোরে লইয়াছে।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ২৪ মাঘ ১২২৬

হরিদ্বারের যাত্রা।—হরিদ্বারের কুম্ভকামেলা নামে এক যাত্রা আগামি কুম্ভসংক্রান্তিতে হইবেক। সে যাত্রা বার বৎসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সূর্য্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিগত হন সেই বৎসর কুম্ভযাত্রা সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জমা হইয়া থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক এইবার জমা হইবেক। এইবার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সিংহলদ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সিন্ধু নদীর তীর হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত তাবৎ দস্যু প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্য ২ বৎসরে আইসে নাই তাহারা অবশ্য এই বৎসর আসিবে।

এই যাত্রাতে দুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকেরা যায় প্রথম বাণিজ্য দ্বারা ধন লাভ দ্বিতীয় তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজ্যের জন্যে অনেক দূর দেশহইতে আইসে। গত যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ রুষিয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের মহাজনেরা হিমালয় পর্ব্বত দিয়া চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক ঐ স্থান আসিয়ার মধ্যবর্ত্তি সেখানে হাজার দেড় হাজার মহাজনেরা সকল দেশহইতে আসিয়া মহাবাজারের মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬

কাশীর প্রাচীন কথা।—কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন ২ পায়ের নীচে রাখিল।

মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তি পর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯

কাশী।—জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে ২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তাদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজনেনের সোলতান মহমূদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজস্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল। কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাঁড় ষাঁড় সিঁড়ি।

১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০

কাশী।—মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেকে ২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পোত্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে ২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাটমন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬

আনন্দধাম।—কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের বীরঘাটের উপরে চতুর্দ্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণ কুণ্ডহইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া

ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও ঐ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন সে স্থান অতিমনোরম। এতদ্দেশে অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরা অনেক ২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ কেহই সংস্থাপন করেন নাই।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।—মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে স্বস্বস্থানে রাখা যাইবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬

চুরি।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য ২ ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে।

৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৬

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন প্রতিদিন কাটা যাইতেছে এবং দিনে ২ লোক বসতির আশা বাড়িতেছে।

আমরা তিন চারি মাস হইল এই বিষয় কোন সমাচার দেই নাই কিন্তু ইহারি মধ্যে অনেক ২ ইংগ্লণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা সেখানে অনেক ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। যে সাহেব লোকেরা ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ আছেন তাহারদের নিকটে কতক দিন হইল শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক এই যাচ্ঞা করিয়াছেন যে তাহারা গঙ্গাসাগর মোকামে কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত বিঘা ভূমি তাহাকে দেন। এবং ঐ মল্লিক সে স্থানে এক মন্দির ও সে স্থানের ঘাট বান্ধা ও ব্রাহ্মণেরদের বেতন এই ২ সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন। এবং ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগকে তিনি কহিয়াছেন যে এই ২ ব্যয়ের কারণ লক্ষ টাকা আমি তোমারদের নিকটে অর্পিত করি তোমরা এই সকল খরচ করহ কেবল আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে নিযুক্ত করিব তাহারদের বেতন তোমরা দিবা। এবং যদি এই খরচপত্র করিয়া লক্ষ টাকার কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয় তবে কলাগাছী অবধি গঙ্গাসাগরপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা করা যাইবেক।

ইহার কারণ এই যে ঐ অধ্যক্ষ সাহেবেরা না বুঝেন যে মল্লিক আত্ম লাভের নিমিত্ত এই রূপ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ হইলে গঙ্গাসাগর ক্রমে ২ শহর হইতে পারিবেক যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা লোকেরদের দ্বারা শহর জন্মে। প্রথমে ক্রেতা লোক বসতি করিলে সুতরাং বিক্রেতা লোকেরা সেখানে আপনারা যায়।

যদ্যপি ঐ সাহেব লোকেরা পাঁচ শত বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে না দেন তবে মল্লিক অবশ্যতো উপযুক্ত

মূল্য দিয়াও তাহা লইবেন। তিনি ঐ সাহেবরদের নিকটে এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ স্থানে তীর্থ করিবার নিমিত্ত যে যাত্রিকেরা যাইবেক তাহারদের স্থানে আপনি কিছু লাভ করিবেন না।

৩০ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৭ পৌষ ১২২৭

দ্বারকা।—এই সপ্তাহে মোকাম কলিকাতাতে সমাচার আসিয়াছে যে ওকামণ্ডলের অন্তঃপাতী মহাতীর্থ স্থান দ্বারকাপুরী ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হস্তগতা হইয়াছে।...

২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮

জগন্নাথক্ষেত্র॥—জগন্নাথক্ষেত্রে পূর্ব্ব বৎসর যাত্রিক লোক অতিন্যূন গিয়াছিল তাহাতে সেখানকার অধিকারীরা ও আর ২ লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল যে আগামি বৎসর লোক অধিক হইবেক। কিন্তু এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল যে পূর্ব্ব বৎসরহইতে এই বৎসর অতিন্যূন লোক হইয়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠা রোগের দ্বারা সেখানকার লোক বিব্রস্ত হইয়াছে এই বৎসর সেখানকার কোন লোক জগন্নাথ দেবের রথ টানে নাই ও সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অন্য কোন উপায়দ্বারা রথযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছেন।

৮ মে ১৮২৪। ২৭ বৈশাখ ১২৩১

শ্রীক্ষেত্র।—১৮ মার্চ তারিখের এক সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গত দোলযাত্রার সময় বন্দেলখণ্ডের রাজা অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন এবং জগন্নাথজীকে দর্শন করিয়া আট হাজার টাকা মূল্যের এক হার দিয়াছেন এবং ভোগের কারণ ও আর ২ দেবতারদের পূজার কারণ পাণ্ডারদিগকে পোনর হাজার টাকা দিয়াছেন ও দুঃখিরদিগকে কতক টাকা বিতরণ করিয়াছেন।

১ অক্টোবর ১৮২৫। ১৭ আশ্বিন ১২৩২

শ্রীক্ষেত্র॥—...সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন যেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত নহেন।

১ মুদিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চনা এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।

২ রত্নুয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহারা হোম করিয়া সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজার ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে বেশ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত পূজা করেন।

৩ তিন জন পশুপালক॥ ইহারা অবকাশপূজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পূজানন্তর যখন অবকাশ পায় তখন পূজা করে এবং রত্ন সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক তিন পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।

৪ ভীতবাহু। ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে ২ যায় সওয়ার অর্থাৎ

ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না যদি ভোগ মারা যায় তবে পুজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।

৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্দ করে যদি ইহারা না থাকে তবে ভীতবাহু দ্বার বন্দ করিয়া খাড়া থাকে।

৬ পতিমহাপাত্র। ইহারা প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও সুদ বদনকে বহন করে এবং স্নানযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্য্যন্ত অর্চনা করে ও অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস পূজা করে।

৭ পবিত্রবড়ু। এই ব্যক্তি পুজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাণ্ডারদিগকে ডাকে।

৮ গরাবড়ু। এই ব্যক্তি পুজার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশুপালক পাণ্ডারদিগকে জল দেয়।

৯ খুটীয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশুপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যুষে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহারদিগকে ডাকে এবং বেশের সময় বস্ত্র ও সজ্জামালা যোগাইয়া দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে।

১০ পানিয়ামেকাপ ॥ এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে। যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের দ্বারা গণনা করিয়া দেয়।

১১ চাঙ্গড়ামেকাপ ॥ মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়া দেয় ও গণিয়া রাখে যাত্রিরা কাপড় দিলে একবার পরাইয়া গণিয়া রাখে।

১২ ভাণ্ডারমেকাপ ॥ অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়ামেকাপ অলঙ্কার খুলিবার সময় গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়া ইহার জিম্মায় রাখে।

১৩ সওয়ার বড়ু ॥ এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মার্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল দেয় এবং মহাপ্রভুর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া সেবকেরদিগকে দেয়।

১৪ পরীক্ষবড়ু ॥ পুজার সময় দর্পণ লইয়া দণ্ডায়মান থাকে। অখণ্ড মেকাপ প্রদীপে তৈল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে। পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। ভাবখাট। শয্যা নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে। জয় বিজয় দ্বারের পড়িচারী ভোগ মণ্ডপের চৌকী থাকে এবং ভোগের সময় কাহাকেও ছাড়ে না।

১৫ খড়্গানায়ক। পুজা সমাপ্তা হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাণ্ডাকে দেয় ও নিবেদন করায়। চতুর্দ্ধ্ম নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বস্ত্রাদি দ্বারা যে বেশ হয় তৎকালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে।

১৬ খাটশয্যা মেকাপ। খাট শয্যা সম্মুখে পাতিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাণ্ডারে রাখে। আস্তান পড়্যারি অবকাশ বল্লভভোগ সময়ে পুজার পরিচর্য্যা করে।

১৭ মুখপাখল পড়্যারী। অবকাশ সময়ে সুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়।

১৮ সওয়ার কোট ॥ ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা করিয়া দেয়।

১৯ মহাসওয়ার ॥ প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে। গোপালবল্লভ পরিবেশন করে।

২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়া খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।

২১ রোসপাইব॥ রন্ধনশালায় প্রদীপ জ্বালায় এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের সঙ্গে ২ চৌকী দিয়া জয় বিজয় দ্বার ছাড়াইয়া দেয়।

২২ বিরিবহা সওয়ার॥ সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়া সওয়ারেরদের জিম্মা করিয়া দেয়।

২৩ ধোয়া পাখালিয়া ব্রাহ্মণ॥ রন্ধএর স্থান ধোয়া পাকলা করে।

২৪ অঙ্গারবহা ব্রাহ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

২৫ দয়িতা সওয়ারী। মহাপ্রভুকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

২৬ দাতা। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।

২৭ সুধু সওয়ার। বল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ও ভোগ মারা গেলে অন্নাদি ভিতর হইতে বাহির করে। পর্ব্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়া দেয়।

২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে।

২৯ মহাজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে।

৩০ বিমানবড়ু। মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে।

৩১ মুদলীভাণ্ডার। দ্বারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয় এবং জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।

৩২ ছত্তার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে।

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে তরাস ধরে।

৩৪ মেঘডম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডম্বুর লইয়া বাহির হয়।

৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে।

৩৬ পানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়।

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুষ্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।

৩৮ ঘণ্টুয়া॥ ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাজায়।

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুয়ারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।

৪০ প্রধানি পাণ্ডা ওগয়রহ॥ সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে স্বর্ণের বেত দেয় ও মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেচরী দেয়।

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়া মেকাপের জিম্মা করিয়া দেয় এবং পর্ব্ব যাত্রায় ধূপ লইয়া সঙ্গে যায়।

৪২ বরীদিগা। পাকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে।

৪৩ সমন্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।

৪৪ গৃহ মেকাপ॥ কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।

৪৫ যোগকমা॥ কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে।

৪৬ তোমাবতী ॥ রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়া যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।

৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২

৪৭ চাউল বাছা ॥ চাউল ও মুগ বাছে।

৪৮ এলেক ॥ মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।

৪৯ পাত্রক ॥ সকল সেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দেউল শোধন করিয়া চৌকি শোয়।

৫০ চুনরা ॥ গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।

৫১ খড়্গাধোয়ানিয়া ॥ পশ্চিম দিগহইতে জগমোহননামক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করে।

৫২ নাগাধ্যাস ॥ মহাপ্রভুর স্নানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়।

৫৩ দারিগানী ॥ মহাপ্রভুর চন্দন লেপনের পূর্ব্বে গীত গায়।

৫৪ পুরাণ পাণ্ডা ॥ মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে।

৫৫ বীণকার ॥ বীণা বাজায়।

৫৬ তনবোবক ॥ জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে।

৫৭ শংখুয়া ॥ পুজার সময় শংখ বাজায়।

৫৮ মাদলী ॥ পুজার সময় মাদল বাজায়।

৫৯ তুরীনায়ক। তুরী বাজায়।

৬০ মহাসেটী ॥ মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে।

৬১ পানীপাইমাহার ॥ বেড়ার ভিতর হইতে ময়লা বাহির করে।

৬২ হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছা ও ছোট পরিছা করে এবং ভোগ বিবেচনা করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় লেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর নিয়মিত কর্ম্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও দেখে।

মহাপ্রসায়েত ॥ পর্ব্বযাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাজভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের পাওনা তাহারদিগকে দেওয়াইয়া দেয়। চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভাঁড়ারের হিসাব লেখে।

২৬ মে ১৮২৭। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

শ্রীক্ষেত্রের নিষ্করহওন মনস্থ।—আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রিম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহায্য করণহইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরদার রাজার উপরে

অর্পণ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত ঐ পথে গমনকারিদিগের স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মনস্থ করিয়াছেন।—সং চং।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

প্রাচীন কথা॥—মোং তমোলোকের অন্তঃপাতি পত্মশাননামক স্থানে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন সেখানকার লোকেরা কহে যে এই স্থানে পুর্ব্বে এক রাজা ছিলেন তিনি প্রতিদিন শৌল মৎস্তের পোনা আহার করিতেন তন্নিমিত্ত এক জন জালিয়ার প্রতি ঐ মৎস্য পোনা আনয়নের ভার ছিল। ঐ জালিয়া কিছু কাল অনেক চেষ্টাতে তাহা যোগাইল পরে নিতান্ত অপারক হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে এক দিন স্বপ্ন দেখিল যে এই জেয়াঁচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মৎস্তের পোনা পাইবা। সে জাগিয়া ঐ স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল। এইরূপে প্রতিদিন মৎস্য লইয়া অনায়াসে রাজাকে দেয়। রাজা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া চরদ্বারা সমাচার জানিয়া আশ্চর্য্যবোধপুর্ব্বক ঐ জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে জালিয়া কহিল যে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে আমার মৃত্যু হইবে। তথাপি রাজা পুনঃ ২ জিজ্ঞাসা করিলে জালিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া সেই কুণ্ডে অনেক পূজাদি করিলেন এবং সেখানকার লোকের পীড়া হইলে সেই কুণ্ডের জলে ভাল হয় ও মৃত লোক প্রাণ পায় এই মত দুই চারিটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহাতে রাজা সেই কুণ্ডের চারি পার্শ্বে ভিত্তি গাঁথিয়া তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন পরে সেই মন্দিরে ভগবতীর মূর্ত্তি স্থাপিতা করিয়া পুজা করিলেন তদবধি সে কুণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে কিন্তু উপরে দেবী মূর্ত্তি প্রকাশিতা আছেন।

এবং সেই স্থানে জিষ্ণুহরি নামে এক বিগ্রহ আছেন তাহার কারণ এই কহে যে পুর্ব্বে এই স্থানে তাম্রধ্বজ নামে এক মহারাজ ছিলেন তাঁহার সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া কাতর হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জিষ্ণু অর্জ্জুন ও হরি কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সেই বিগ্রহকে জিষ্ণুহরি করিয়া লোকে কহে। যখন তাম্রধ্বজ রাজা সেখানে ছিলেন তখন তাঁহারি নিকট ময়ূরধ্বজ রাজাও থাকিতেন নারায়ণ গড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল কিন্তু সেখানে অদ্যাপি অসংখ্য ময়ূর আছে তাহারদিগকে হিংসা কেহ করে না এবং যে ব্যক্তি তাহারদের হিংসা করে তাহার মন্দ হয় ইহার কিছু ২ প্রমাণ মহাভারতেও আছে।

১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

ঐ [কাটোয়ার] পত্রেতে আরো সমাচার জানা গেল যে অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কুলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্ববাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্ব মত বাটী প্রস্তুতা হইতেছে।

২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯

হরিহর ছত্রের মেলা॥—মোং পাটনাহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে মোং পাটনার উত্তর হাজীপুরের নীচে যেখানে গঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে তথাতে প্রতিবৎসর

কার্ত্তিকী পুর্ণিমাতে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে তৎপ্রদেশের হিন্দু লোক আসিয়া থাকে এবং অনেক দেশীয় শওদাগর এবং নানাপ্রকারের ঘোড়া ও নানা দেশীয় নানা জাতীয় বলদ গরু ও হাতী ও উটপ্রভৃতি নানাবিধ আসিয়া থাকে অত্যন্ত লোক যাত্রা হয় তাহার নাম হরিহর ছত্রের মেলা। এই বৎসর ১৪ কার্ত্তিক ২৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার ঐ মেলা হইয়াছিল ইং ১০ কার্ত্তিক লাগাএদ ১৭ তারিখ এ সপ্তাহ তথাতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল। সুবে বেহারের ছয় জিলার যত সাহেবান রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহেবান এবং অনেক ২ বিদেশী সাহেব লোক প্রধান ২ সাহেবেরা তিন চারি শত এবং পক্কহৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক ২ প্রকার ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান। এবং সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য অনুমান পাঁচ লক্ষ একত্র হইয়াছিল ইহার মধ্যে অনেকে কেবল স্নান দান করিবার কারণ দুই প্রহর ও আড়াই প্রহরপর্য্যন্ত ছিলেন এবং সাত দিবসপর্য্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়ী শওদাগর ইত্যাদি অনুমান দুই লক্ষ লোক হইবেক ইহাতে অনুমান চারি শত সাহেব লোক ও পঞ্চাশ জন রাজা ও পঞ্চাশ জন নবাব ও ভাগ্যবান ওমরা ও জমীদার বিশ হাজার ও নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পঞ্চাশ হাজার ও দণ্ডী ব্রহ্মচারি বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার ও নানকশাহী ও কবিরশাহী রামগুলেলা শাহ ফকীরপ্রভৃতি দশ হাজার হইবেক ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোক চারি পাঁচ হাজার ও অশ্বব্যবসায়ী দশ হাজার অশ্ব পঞ্চাশ হাজার ও বলদ গরু পাঁচ হাজার হস্তী দুই শত ইতর জন্তু বকরী ও ভেড়া ও মহিষ ও কুক্কুর বিড়ালপ্রভৃতি পাঁচ শত ও নানাপ্রকার পক্ষী অনুমান বিশ হাজার এবং নাচ গীত বাদ্যোদ্যম নানা স্থানে নানাস্বরে নানা গন্ধে বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। এই বৎসর অশ্ব অতিসুলভ এবং শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২৭ মাঘ ১২২৯

নূতন ঘাট।—মোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের স্ত্রী বিধবা শ্রীমতী টুনুমণী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বান্ধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

১৩ ডিসেম্বর ১৮২১। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০

বক্রেশ্বর তীর্থ।—২৬ নবেম্বর তারিখে মেরকিউরি কাগজে বক্রেশ্বর তীর্থের বৃত্তান্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল আমরা তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।—

মোং বীরভূমের নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উষ্ণোদক স্ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে ঘাট আছে। ঐ কুণ্ড হইতে সর্ব্বদা জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে পড়িতেছে কিন্তু তাহাতে কুণ্ডের জল কখন ন্যূনাধিক হয় না। কুণ্ড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে পারে না কিন্তু কোন শস্য দিলে সিদ্ধ হয় না ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে তাহার অতিনিকটে আর কএকটা কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল।

২৭ মার্চ ১৮২৪। ১৬ চৈত্র ১২৩০

তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ।—শুনা গেল যে তারকেশ্বরনিবাসি শ্রীমন্তগিরি সন্ন্যাসী স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্যা রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামসুন্দর নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ ঐ বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছদ্মভাবে গমনাগমন করিত। পরে সন্ন্যাসী তাহা জানিতে পারিয়া ২ চৈত্র শনিবার রাত্রিযোগে সন্ধানপূর্ব্বক হঠাৎ যাইয়া বেশ্যাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে তাহাতে বেশ্যা জল আনিতে গেলে সন্ন্যাসী সময় পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলের উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাহাতে তাহার মঙ্গলবারে প্রাণ বিয়োগ হইল পরে তথাকার দারোগা এই সমাচার শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ২৮ ভাদ্র ১২৩১

ফাঁসী।—পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মন্তরাম গিরি এক বেশ্যার উপপতিকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তারা তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার অস্বীকার করিলেন কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থবারে স্বীকার করাতে শ্রীযুক্তেরা বহুতর আক্ষেপপূর্ব্বক ফাঁসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্মোপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ত্রষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ত্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সহরদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬

শ্রীযুত যথার্থ বাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব্ব ২ গ্রন্থকারেরা ধূম

দৃষ্টিকরত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবম্ভূতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দ্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বর বিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি" এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ব্বশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্প চন্দন বোধ করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন এ কি আশ্চর্য্য যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।— সং কৌং

১৫ আগষ্ট ১৮১৮। ৩২ শ্রাবণ ১২২৫

নূতন গির্জ্জা ঘর॥—কলিকাতার নিকট দমদমাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের একটা নূতন গির্জ্জা ঘর হবেক সে কারণ গত শনিবারে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সেখানে গিয়া সেই গির্জ্জা ঘরের আরম্ভে প্রথম এক প্রস্তর আপনি বসাইলেন সেই প্রস্তরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় ও অন্য২ দেশীয় কএক রকম টাকা দেওয়া গেল এবং পিত্তলের পাতে আরম্ভের সন ও বাদশাহের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে দেওয়া গেল।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

কলিকাতা।—কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানীর এক গ্রিজা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে একজন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্লণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

১৮ নবেম্বর ১৮২০। ৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭

গ্রিজা ঘর।—মোকাম কলিকাতায় বৈঠকখানাতে মদরসার নিকটে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য ২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

২১ এপ্রিল ১৮২১। ১০ বৈশাখ ১২২৮

নূতন গ্রিজাঘর।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজাঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮

চুচুঁড়া ॥—মো' চুচুঁড়াতে এক আরমানী গ্রিজাঘর আছে সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ শালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রিজাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না। তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবি বেগরাম ঐ গ্রিজাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। ইহাতে চুচুঁড়ার বড় সাহেব শ্রীযুত ওবেরবেক্ সাহেব ও ও তত্রস্থ হলণ্ডীয় সাহেবেরা ও আরমানীয় সাহেবেরা ও কলিকাতাস্থ আরমানীয় সাহেবেরা ঐ বড় সাহেবের বাটীতে একত্র হইয়া ৫ মার্চ মঙ্গলবার বেলা আট ঘণ্টা সময়ে আপনারদিগের পল্টন ও বাদ্য সমেত সমারোহপূর্ব্বক গ্রিজাঘরের নিকটে আইলেন এবং রীতিক্রমে বড় সাহেব প্রথম ইষ্টক স্থাপন করিলেন সে সময়ে পল্টনীয় বাদ্য হইল ও তিনবার দেওড় হইল। পরে সকল সাহেবেরা বড় সাহেবের বাটীতে আহারাদি করিলেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

দরগা ॥—পাটনা শহরে আরজানি সাহেব নামে এক ফকীরের দরগা বহুকালাবধি আছে সে স্থান অতিমনোরম প্রতি বৃহস্পতিবারে সেখানে মেলা হয় এবং সেখানে অনেক ফকীর থাকে সে দরগার জাঁক অতিশয় তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে বৈশাখের প্রথম দিবস এক মেলা হয় তাহাতে সম্প্রতি ১ বৈশাখ ১২ এপ্রিল শুক্রবারে সেই মেলাতে হিন্দুস্থানীয় ও বাঙ্গালি ও অন্যান্য দেশীয় কম বেশ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল তাহাতে ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ সং উপলক্ষে নানা দেশীয় গুণবান আগমন করিয়া দিবা রাত্রি নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি তামসা স্থানে ২ অতিসুন্দররূপে হইয়াছে। ইহাতে নেজামত পল্টন ও থানার হামরাও প্রভৃতি বরওক্ত রুজু ছিল সেমতে কোন দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

গ্রিজাঘর।—সমাচার জানা গেল যে কলিকাতার গড়ের মধ্যে চৌরাস্থাতে এক নূতন গ্রিজা ঘর হইবে এবং চৌরাস্থার চতুর্দিগে বৃক্ষ আছে তাহার ছায়াতে লোকেরা অনায়াসে যাতায়াত করিবেক এবং গ্রিজাতে সহস্র লোক বসিতে পারিবেক।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪। ৪ আশ্বিন ১২৩১

দিল্লী।—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল স্কিনর সাহেব দিল্লী শহরে এক গিরিজাঘর নির্ম্মাণ করাইবার কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।...

১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩

নূতন গ্রীজাঘর।—গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নূতন গ্রীজাঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধনা হইয়াছে এবং তৎসময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাঁহার মোসাহেবেরা ও অন্য ২ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন।

এই গ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে এমত সুন্দররূপে কোন গ্রীজাঘর হয় নাই।

৮ জুন ১৮২২। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

জীসাহেব ॥—মোং বন্দেলখণ্ডহইতে সম্প্রতি এক সাহেব মোং কলিকাতাতে আসিয়াছেন তিনি এক প্রকার লোকের বিবরণ কহিলেন। ঐ সাহেব ১৮১৪ শালের মে মাসে মোং পান্নাতে গিয়াছিলেন সেখানে হীরার মহাজনেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে ঐ পান্নাতে জীসাহেবের মন্দির আছে। বৈকাল বেলা ঐ সাহেব আর ২ সাহেবেরদিগকে সঙ্গে করিয়া ঐ মন্দির দর্শনার্থ গেলেন কিন্তু সেখানকার অধিকারিরা জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিল না। পরে সাহেবেরা জুতা খুলিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন যে তাহারদের পুজাদি ব্যবহার সকল নানকপন্থিরদের মত।

এবং তাহারদের নিকটে ঐ জীসাহেবের বিবরণ শুনিলেন যে এক শত বৎসর পুর্ব্বে কোন এক বাদশাহ আপন উজীরকে এক দিন কহিলেন যে হিন্দু লোক কখনও মুসলমান হয় না। তাহাতে উজীর কহিল যে ভাল আমি হিন্দুকে মুসলমানের মধ্যে আনিতে পারি। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ ধন লইয়া এক ছোকরা চেলাকে সঙ্গে করিয়া মোকাম পান্নাতে পঁহুছিল এবং ঐ চেলাদ্বারা আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার বুজুরুকী কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলে কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল যে হে সাঁই সাহেব আমি শুনিয়াছি যে আপনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন অতএব আমি দায়গ্রস্ত আমি যেরূপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন। ইহা শুনিয়া ঐ বুজুরুক কহিল যে ভাল তুমি এখন যাও বৈকালে আসিও। ইহা কহিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া আপন চেলাদ্বারা এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিল। বৈকালে ব্রাহ্মণ আইলে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রূকুটী করিয়া কহিল যে অমুক বৃক্ষের নীচে তোমার কারণ ঈশ্বর টাকা রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তথা গিয়া ঐ এক শত টাকা পাইল। ইহাতে ঐ বুজুরুকের প্রতি ঐ ব্রাহ্মণের নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল ও সে ক্রমে ২ আপন মত ত্যাগ করিয়া ঐ মতাবলম্বী হইল। কিন্তু ঐ বুজুরুক অতিশয় জ্ঞানী সে মৃত্তিকা বিবেচনা করিয়া মৃত্তিকার নীচস্থ বস্তুর বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারিত তাহাতে এক স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া চতুঃশাল নামে এক রাজাকে কহিয়াছিল যে এই স্থানে হীরা আছে। ঐ রাজা সে স্থান খনন করিয়া হীরা পাইয়াছিল তাহাতে ঐ রাজা অতিশয় ভক্তি করিয়া আপন রাজ্য সমেত তন্মতাবলম্বী হইল। তদবধি ঐ বুজুরুক মুসলমানেরদের নিকটে জীসাহেব নামে ও হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল এবং কতক হিন্দু ও মুসলমানকে আপন মতে আনিয়াছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবর হইয়াছিল এবং সে কবরের উপরে এখন প্রস্তরময় এক মস্তক ও তাহার কপালে ত্রিশূলের আকৃতি আছে এবং মস্তকের উপরে এক ত্রিশূল আছে।

ঐ সাহেবেরা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ও দেখিয়া অনুমান করিলেন যে আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে তাঁহার উজীরের এই কীর্ত্তি হইতে পারে যেহেতুক এক শত বৎসর পুর্ব্বে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বিষয়ে তাঁহার অনেক ২ কথা শুনা যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থা

৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ভাদ্র ১২৩৬

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—মহাশয়ের ৪০৮ সংখ্যক চন্দ্রিকায় প্রকাশিত যথার্থবাদিন

ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম যে কোন মহাশয় শ্রীশ্রীযুত জগন্নাথ দেবের এতদ্দেশীয় প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত ও তৎস্পৃষ্ট ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে তৎপ্রতি কোন ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে ঐ ভক্ত ভোক্তা ভক্ত রাগাসক্ত হইয়া যাহা শিষ্টেরদিগের সর্ব্বথা অযুক্ত তাহাই তাহার উপর উক্ত করিয়াছেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে…শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদন্নভোজী প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় যদ্যপি নিবেদিতে দোষাভাব কহেন তথাপি অন্নাতিরিক্ত দ্রব্যে তাহা কহিতে হইবেক কেননা নিবেদিতা নিবেদিত সাধারণ তদন্নভোজনেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি দৃষ্ট হইতেছে অতএব দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য হয় তাহা সতের বিবেচনাতেই বিবেচিত হইবেক।

১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮

প্রেরিত পত্র ॥—সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহ ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণদ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।

প্রথম ॥ হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্রদৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যস্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়ারচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও স্বপ্নাদিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন তদনুরূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞানবশতো অহং ও জগৎ সত্যন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেকে উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমনি অজ্ঞানে আত্মাতে এই জগৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এগতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোশ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়ই অবিনাশী এবং দিগ্দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকারে তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেননা তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদি ও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্ম ফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমত অধিক ঐশ্বর্য্যবান ও অল্পৈশ্বর্য্যবান মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীবি মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতে ও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়ই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে ষড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্ম্ম কহিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম॥

চতুর্থ॥ সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনকদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয় এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি।

পঞ্চম। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণদায়ক বিধানে স্থির পূর্ব্বক গুরুকরণীর গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃঢ়তার বিধান কহিয়াছেন এবং ঐ সাকার ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় স্ত্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী স্থির পূর্ব্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা অতিআশ্চর্য্য আদৌ এমতে নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব। দ্বিতীয়তো নাম রূপ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রমে সম্ভবে না। যদি বল অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় তাঁহার নহে এ কথা উত্তম। কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্মদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চরচিত জীবে জানিতে পারে না তবে কি ক্রমে তাঁহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃতীয়ত ঐ শাস্ত্রে কহেন ঈশ্বর নাম রূপবিশিষ্ট কিন্তু জীবে প্রপঞ্চ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুরুবাক্যে নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ ঐ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক বরং বোধ হয় যে ব্যক্তিদ্বারা পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর জ্ঞাত পরে যদি তাঁহার কথায় দার্ঢ্য করে তথাচ সম্ভব তদ্ভিন্ন দেশ চলিত লৌকিক গুরুকরণীর দ্বারা লাভ কি।

ষষ্ঠ। হিন্দুরদের শাস্ত্রমতে জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্ম বশতো বারম্বার স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কেচিৎ-মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক ভোগ হয় ও কেচিৎমতে ভোগাভাব ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম্ম নাই। ইহার কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কিক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮

পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন।—শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান

আছে। কিন্তু অভিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।

৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮

প্রেরিত পত্র ।—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি সকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।

প্রথম প্রশ্নঃ। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা এবং তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গড্ডরিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে ভদ্রলোকের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা। সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞো স্মীতিবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ। যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্তস্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাস কারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিরদিগের স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি সর্ব্বার্থৌ নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ। তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ।

তৃতীয় প্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণসজ্জনের অবৈধহিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ সর্ব্বভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্বজ্ঞানিরদিগের আত্মোদর ভরণার্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদিচ্ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়। যথা। যো জন্তুনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কচিৎ।

চতুর্থ প্রশ্নঃ। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়েরদিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা গঙ্গায়াং ভাস্কর ক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকং। তথাচ। যো ব্রাহ্মণোহগ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। তপোপহা ব্রহ্মহাচৈব স্যা স্যাদস্মিন লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ। অপিচ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম

মন্ত্রেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ তথাচ॥ চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবানদয়ঃ। ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।

১৮ অক্টোবর ১৮২৩। ৩ কার্ত্তিক ১২৩০

শুভাগমন॥—শ্রীযুত রাইট রিবরেণ্ড রিজিনাল্ড হেবর সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসোপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে গত শুক্রবার বৈকালে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। তাহার সংভ্রমার্থে শনিবার গড়েতে তোপ হইয়াছে এবং গত রবিবারে শহর কলিকাতার প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন তাহাতে শহর নিবাসি সাহেব লোকেরা অনেকে আসিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বিবিধ

কলিকাতার রাস্তাঘাট যানবাহনাদি

১৩ জুন ১৮১৮। ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫

কলিকাতা।—লালদিঘীর শোভার কারণ পুরাণা কুটীতে যে পুরাতন গড় ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার গাঁথনি দেখিয়া বোধ হয় যে এখনহইতে পুর্ব্ব কালের গাঁথনি বড় শক্ত সে গড় সন ১৬৯৬ শালে গাঁথা গিয়াছিল।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬

নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্তা হইতেছে সে রাস্তা মোং চান্দনী বাজারের পুর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্তার পুর্ব্ব ও বাহির রাস্তার পশ্চিমে। ঐ রাস্তা চানকের রাস্তার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্তার সম্মুখে যে ২ লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া শোজা রাস্তা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্তা মোং বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান দুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

কলিকাতার নরদামা।—কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক ২ গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।

তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরুরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পুর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুর-প্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে দুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতিকর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এই রূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে।

৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার

হয় না যেহেতুক পুর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পুর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

২ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭

কলিকাতা।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজারপর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাই টোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানাপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭

নূতন রাস্তা।—মোং কলিকাতার গঙ্গার ধারে প্রবল রাস্তা নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গারধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্তার ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ৫ ফাল্গুন ১২২৯

নূতন রাস্তা॥—গত শুক্রবারে কলিকাতার জরনেলেতে এক পত্র ছাপা হইয়াছে যে এমত পরামর্শ হইতেছে যে খিদিরপুরে জাহাজের ঘাডি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরিচ পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইবে এবং টালির খালের উপরে এক নূতন সাঁকো হইবে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে কলিকাতা অবধি গার্ডিনরিচপর্য্যন্ত সাবেক রাস্তা দিয়া যত দূর হয় এই নূতন রাস্তা হইলে তাহাহইতে এক ক্রোশ কম হইবে কিন্তু এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে মল্লিকেরদের ও দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ও শ্রীযুত বাবু তারাচান্দ ঘোষ ইত্যাদির অনেক উপকার আছে যেহেতুক ইহাতে তাহারদের সেখানকার স্থান অধিক মূল্যবান হইবেক অতএব লেখক এই পরামর্শ কহে যে এই রাস্তা প্রস্তুত করিবার কারণ শ্রীযুত বড় সাহেব সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত টাকা দেউন ও মল্লিকপ্রভৃতিরা নয় হাজার তিন শত পঁচহত্তরি টাকা দেউন ও যে ২ সাহেব লোকেরদিগের ঘর গার্ডিনরিচেতে আছে তাহারা তিন হাজার এক শত পঁচিশ টাকা দেউন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে রাস্তা তৈয়ার হইতে পারে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০

নূতন রাস্তা।—শুনা যাইতেছে যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা গারডিনরিচপর্য্যন্ত হইবেক আর ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ হইবেক এ প্রকার প্রস্তুত হইলে বৃক্ষাদির ছায়াতে লোকেরদিগের

যানবাহনাদিদ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক এবং গঙ্গাতীরের শোভা দেখিয়া দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষ্মীর প্রার্থনা কে না করিবেন।

২৭ অক্টোবর ১৮২৭। ১২ কার্ত্তিক ১২৩৪

নূতন রাস্তা।—জনরবে শ্রুত হওয়া গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন পথ কিল্লার সম্মুখবর্ত্তি ময়দান দিয়া যাইবার বিবেচনা হইয়াছে এবং ইহা ত্বরাতেই আরম্ভ হইবেক এমতও শুনা যাইতেছে ইহা প্রস্তুত হইলে এদেশের অত্যুত্তম শোভা হইবেক ও এতদ্দেশস্থ লোকের সকালে বিকালে ভ্রমণের অতিসুবিদা হইবেক।

২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪

নূতন রাস্তা।—শুনা গেল যে গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাইতে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে। তিং নাং

১২ এপ্রিল ১৮২৮। ১ বৈশাখ ১২৩৫

গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তা।—শহর কলিকাতার গঙ্গাতীরে যে নূতন রাস্তা হইয়াছে যেই রাস্তা কলিকাতাহইতে কোম্পানির বাগানপর্য্যন্ত লইয়া যাওনের বিষয়ে গত শনিবার রাত্রিতে যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতে এই স্থির হইল যে যে সাহেবেরা তাহার এক অংশে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে বিনামূল্যে দুই টিকিট পাইবেন এবং মেং কালবিন কোম্পানি এই চান্দার টাকা সংগ্রহ করিবার কারণ খাজাঞ্চি হইলেন এবং মেং টরটন সাহেব ও উড সাহেব ও কিড সাহেব ও কালবিন সাহেব ও স্মোলট সাহেব ও আলেগজান্দর সাহেব ও হরিমোহন ঠাকুর ও প্রিন্সপ সাহেব ও রাজা বৈদ্যনাথ রায় কমিটি হইয়া ঐ বিষয়ের সাহায্য করিবেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের মঙ্গল প্রার্থনা করি যেহেতুক এ অত্যুপকারক কর্ম্ম এবং গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার শেষ ভাগ যাহা সকলেই কহে যে কলিকাতার মধ্যে যে ২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এ এক প্রধান কর্ম্ম।

২ আগষ্ট ১৮২৮। ১৯ শ্রাবণ ১২৩৫

কলিকাতার নূতন রাস্তা।—চাঁদপালের ঘাটহইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গাতীরে কোম্পানির বাগানের আড়পাড়পর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া কিয়ৎ দূরপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবলোকেরা এমত মনোযোগ করিতেছেন যে এবৎসর পূর্ণ না হইতে তাহা সমাপ্ত হইবেক।

১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮

নূতন রাস্থা।—কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাস্থা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোমিট্রিতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্থা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক। আরও এক রাস্থা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্বে বারিকার নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল

তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্না থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে। এবং লাল দীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গৌখানা হইবেক বহুবাজারে যে গৌখানা ছিল সে গৌখানা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গৌখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে ২ কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮

কলিকাতা॥—দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিতপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছে ঐ রাস্তা প্রস্তুত হইলে শহরের শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেরদের নৌকা লাগানের ও জিনিস পত্র উঠানের ভাল হইবেক। ও সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবেক।

এবং ধর্ম্মতলাহইতে যে রাস্তা বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার এক দিকে যে নূতন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট ২ পুষ্করিণী পুরাণ গিয়াছে তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজারহইতে চিতপুরের পূর্ব্ব আর এক রাস্তা হইবেক এবং পুরাণ কুঠীতে যে পরমিটের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইয়াছে ও লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নূতন তিন বারান্দা হইয়া অতিশয় শোভা হইয়াছে এবং কোম্পানির কালেজ পূর্ব্ব স্থানহইতে উঠিয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়াছে।

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮

নূতন রাস্তা॥—কলিকাতার মধ্যে যে নূতন রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এখন বহুবাজার ছাড়াইয়া তাহার উত্তরে গোয়ালপাড়াপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান হয় যে দুর্গোৎসবের মধ্যে শ্যামপুকুরিয়ার থানাপর্য্যন্ত আসিবে রাস্তারও যেরূপ নক্সা হইয়াছে তাহাতে শ্যামবাজারের এক ভাগ্যবান লোকের অতিবৃহৎ বাড়ী রাস্তাতে পড়ে শুনা যায় ইহার কারণ এক দিন কোমেটী হইয়া সে বাড়ী বজায় থাকিয়া তাহার নিজ পশ্চিম দিয়া রাস্তা যাইবেক এবং গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছিল তাহাও হইতেছে এ দুই রাস্তা হইলে যাতায়াতের অধিক সুগম হইবেক এবং শহরের শোভা উত্তমা হইবেক।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

নূতন জলাশয়॥—মোকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গার রাস্তার ধারে যে নূতন জলাশয় হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মৃত্তিকার নীচে বৃহৎ২ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমত বৃহৎ বৃক্ষ সম্ভব আশ্চর্য্য।

২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

অকস্মাৎ গোলদীঘি ভগ্ন।—গত বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময় মোং পটলডাঙ্গাতে শ্রীলশ্রীযুত রাজ রাজাধিপ কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীর্ঘিকার উত্তর অন্তরীপঅবধি পূর্ব্ব অন্তরীপ সোপানপর্য্যন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়া পতিত হইতেছে যে কি পর্য্যন্ত নিম্ন গত হইয়া স্থির হইবে তাহার অনুমান বিজ্ঞতম মহাশয়েরা সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ কি তাহাও জানা যায় নাই। তিং নাং

১ জুলাই ১৮২৬। ১৮ আষাঢ় ১২৩৩

…শবদাহবিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর ২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহারি পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায় তাহারা তত্তৎকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি হিন্দুলোক সকলেই এক ২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়া থাকে কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন ২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।

যে বাটীর কেহ মরে তাহার পূর্ব্বে তৎপরিবারেরা তাহার সেবার্থে রাত্রি জাগরণ ও মনোদুঃখেতে মহাক্লিষ্ট হইয়া থাকে মরিলে যাঁহারা কখন পদব্রজে চলেন না তাঁহারা ঐ শবস্কন্ধে করিয়া এক বা দুই ক্রোশ বহন করিয়া মিত্রজার ঘাটে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে বাস করেন কোন ২ লোক ঐ ক্লেশ পায় না কারণ তাহারা ক্লেশ লয় না পিতা কিম্বা মাতা মরিলে দাহ করিতে হয় কোন প্রকারে দাহ করায় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের লোক আছে তাহারদিগের প্রতি এ উক্তি নহে কিন্তু সর্ব্বদেশে সকল জাতি আপন ২ মধ্যে কেহ মরিলে তাঁহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমত প্রথা আছে।

ভাগ্যবান্ লোকের অনেক বিষয়ে ক্লেশ হয় না ধনসম্বে নানা উপায় আছে কিন্তু ধনী কত আর ধনহীন বা কত ইহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহা হউক এ বিষয় সকলেরি নিশ্চিত আছে এনিমিত্ত অন্যান্য দেশে রাজকর্ত্তৃক নিশ্চিত বা তদ্দত্ত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে কারণ এবিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন তেঁহ জীবদ্দশায় রক্ষা করেন অন্তকালে ব্যবহারানুসারে প্রজারদিগের শব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন করান যেখানে রাজাহইতে এ বিষয় নির্ব্বাহ না হয় তবে তত্তদ্দেশের ধনী লোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করে এই শহরে রাজদত্ত কৃষ্টিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিয়েল

প্রেষ আছে মুসলমানেরদিগের কেশেবাগান ও মানিকতলা নিশ্চিত আছে আরমানিরদিগের আরমানি গোরস্থান তত্তজ্জাতির ব্যয়ে ক্রীতা ভূমি আছে এসকল স্থানের পরিমাণ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যল্প হিন্দুরদিগের শব যদ্যপি ভস্ম করিয়া থাকে আর এতো অধিক স্থানে প্রয়োজন নাই কিন্তু ক্ষুদ্র মৃত্তিকাতে অর্পণ করিতে ও দুই লক্ষ লোকের মরা দাহ করিতে দুই বিঘা স্থানের প্রয়োজন বটে।

আমরা জানি না যে এ বিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে কি না যদি না হইয়া থাকে তবে প্রার্থনা পত্র দিলে ইহার উপায় হইতে পারে নতুবা অন্য প্রকার চেষ্টা উচিত এ শহরে প্রায় ষাটি হাজার বাটী আছে ইহার দুই ভাগ হিন্দু হইবেক ইহারা বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন কিংবা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন কিম্বা যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জ্বালায় তাহার উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিগে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্ম্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিগ খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ঐ শবদাহ কার্য্য হয়।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন তবে ইহার নক্সা ও ব্যয়ের সংখ্যা ইত্যাদি আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে প্রকাশ করিব। কেষাঞ্চিদুদ্যোগিনাং। সং চং

২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন ২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলাহইতে বাগবাজারপর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে ইহা ব্যক্ত হইতেই কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ঐ টাকায় তিনটা ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর ২ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নূতন স্থান।—অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।—তিং নাং

১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫

কলিকাতায় স্থাপিত নূতন স্তম্ভ।—আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে সর ডেবিড আক্তর-লোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাঁথিবার কারণ চাঁদা হইয়াছিল আমরা এখন শুনিতেছি যে সেই

চাঁদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ ময়দানের আবাস্তরে এক উচ্চ স্তম্ভ গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তম্ভ মৃত্তিকা-অবধি শৃঙ্গপর্য্যন্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে…। সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানের-দের প্রতি অতি কৃপাবান ছিলেন অতএব তাহার স্মরণরাখনার্থে সেই স্তম্ভ মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল অনুসারে গাঁথা যাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকেতে ও কতক ভাগ চণ্ডালগড়ের [চুনারের] প্রস্তরেতে নির্ম্মিত হইবে…।

এই স্তম্ভের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বহুকালপর্য্যন্ত থাকিবে এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইবে।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

অক্তরলোনি সাহেবের স্তম্ভ।—মৃত সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে। এক বৎসর গত হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্দারা জানা যায় যে তাহার বাহিরের চতুর্দ্দিগে দুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকাহইতে ৮৬ হাত উচ্চ দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁথিতে বাকী আছে তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাপ প্রস্তুত হইয়াছে যদি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণা যায় এবং স্তম্ভের নীচের ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণ্য হয় তবে অনুমান হয় যে তাহা ৭৫ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই স্তম্ভ যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দারা যে কলিকাতানগরের সৌন্দর্য্য হইবে এমত সম্ভাবনা হয়।

১৬ নবেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯

নূতন দ্বার।—কলিকাতার ফোর্টউলিয়ম কিল্লার প্লাসি নামে যে দ্বারের নূতন রাস্তা হইয়াছে ৯ নবেম্বর শনিবার রীত্যনুসারে ঐ দ্বার খোলা গিয়াছে এখন কলিকাতার লোকেরদের কিল্লাতে গমনা-গমনের অতিসুগম হইয়াছে।

২৯ জুন ১৮২২ . ১৬ আষাঢ় ১২২৯

ধনলাভ। - কালীঘাটের নীচবর্ত্তি আদিগঙ্গাতে যে পুল হইতেছে তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন ঐ পুলের কর্ম্ম বন্দুয়ান লোকেরা করিতেছিল…।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২। ৬ আশ্বিন ১২২৯

নূতন সাঁকো।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কালীঘাটে টালির খালের উপরে এক সাঁকো প্রস্তুত করা যাইবে। ঐ সাঁকোর লোহার কর্ম্ম তাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে কেবল একত্র করিয়া দিলেই প্রস্তুত হয় এবং ঐ সাঁকোতে পাকা গাঁথনির যে আবশ্যক তাহাও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রস্থ অনুমান ছয় হাত হইবে এবং আলীপুরে ও খিদিরপুরে যে সাঁকো আছে তাহাহইতে এই সাঁকো কিছু উচ্চ হইবেক। কএক দিবসের মধ্যে সাঁকো প্রস্তুত হইলে পর সমাচার দেওয়া যাইবেক।

১৫ মার্চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯

রজ্জুময় পুল ॥—যোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মুখে শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের ডাক ঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কর্তৃক এক নূতন রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে যেখানে ২ বড় ২ খাল-প্রভৃতিপ্রযুক্ত কোম্পানির ডাক যাওনের বাধা জন্মে সেখানে এই পুলদ্বারা অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক। অনুমান হয় যে ইহাতে গাড়ী ও হাতীপ্রভৃতি পার হইতে পারিবে এই পুল লম্বে তিপ্পান্ন হাত ও চৌড়া ছয় হাত এই পুল কেবল নমুনামাত্র প্রস্তুত হইয়াছে আর একটা এক শত ছয় হাত লম্বা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইতেছে ইহা হইলে তাহার গুণ প্রকাশ করা যাইবে।

১৫ জানুয়ারি ১৮২৫। ৪ মাঘ ১২৩১

খিদিরপুরের সেতু।—আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে খিদিরপুরের খালের উপর যে নূতন সেতু প্রস্তুত হইবেক তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। তথাকার পুরাতন সেতু কলিকাতার লজ্জার বিষয়। এই নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখলদ্বারা উদ্বদ্ধিত।

১৪ নবেম্বর ১৮১৮। ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

নূতন খাল।—কুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্রপর্য্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয়ে অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিমহইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহারা ইছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখানহইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস পায়। এবং গঙ্গায় পহুঁছিলে জোয়ার ভাটা পায় ইহাতে অনেক গহরি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয় যদি হরধামের খাল অবধি কলিকাতার পুর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে। হরধাম অবধি কলিকাতার পুর্ব্বপর্য্যন্ত পঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইছামতীহইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াসে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের লোকেরা যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খালহইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া যাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া করে ও পৌনে পোনের হাত গহেরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। জমীর মূল্য এই যদি চৌড়াতে এক শত চল্লিশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিস্যাবে কি বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায়

তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজেখরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর নৌকার হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল ব্যয় টাকার সকল সুদ পোষাইতে পারে। কলিকাতার পুর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে নৌকা যায় তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইতে অবশ্য ইহার অধিক হাঁসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে দশগুণ উপকার এই খালে হইবেক।

১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শ্রম দূরকরণজন্য মোকাম টাকির দক্ষিণ পার্শ্বহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া কুড়ের হাটখোলা-পর্য্যন্ত মিলিয়াছে শুনিতে পাই যে ঐ খাল ভাগীরথীপর্য্যন্ত আসিয়া মিলন হইবেক যাহা হউক ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে সমাচার পঁহুছিবে কিন্তু কোন.২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই।—সং কৌং।

১৮ আগষ্ট ১৮২৭। ৩ ভাদ্র ১২৩৪

রাস্তা ও খাল।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাহইতে বজবজিয়াপর্য্যন্ত যে নূতন রাস্তা হইয়াছে সে রাস্তা আরো কতক দূরপর্য্যন্ত অর্থাৎ মায়াপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা আরো শুনিতেছি যে দামোদর নদী তীরে আমতা স্থানের নিকট একটা খাল কাটা গিয়াছে এবং এক্ষণে বর্দ্ধমানহইতে নওয়াসরাইপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটাইবার কল্প হইয়াছে যে বর্দ্ধমানহইতে কয়লাপ্রভৃতি নৌকাদ্বারা অতিশীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫

নূতন খাল।—অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে বালিয়াঘাটার খালপর্য্যন্ত যাইবে তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক সে খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থানহইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পঁহুছিতে পারিবে।

এই খাল কাটনের কল্প ইহার পুর্ব্বে তেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালের এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন। ঐ মেজর সক সাহেব এই সকল বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্তুল্য অন্য

কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের যে নক্সা এখন কলিকাতায় সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহা মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকারকরণে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্গকরণের পুর্ব্বে অকালে তিনি লোকান্তর গত হইলেন।

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক বড় ২ পুষ্করিণী কাটাইয়া মৃত্যুজনক অনেক ক্ষুদ্র ২ ডোবা পুর্ণ করিতে শ্রীযুত লার্ড বেন্টিক সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমত সাজ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবস্থিতি করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং সেখানে আপনারদের কুটীর তুলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পুর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আসিত এই সকল উপকারের উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জলপ্রভৃতিতে লোকেরদের পীড়া জন্মে কিন্তু এইমত সাজ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাসা হয় তবে তাহাতে পীড়ার নামও থাকে না।

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পুর্ব্ব অঞ্চলহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেল্যাঘাটাপর্য্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেল্যাঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পঁহুছিবে এবং পুর্ব্ব অঞ্চলে নৌকারোহণে অতিসুখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোন ২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে দুই পার্শ্বে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬

নূতন খাল।—আমরা অতিসন্তোষপুর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার পুর্ব্বদিগে যে সকল উপকারক কর্ম্ম হইতেছিল তাহা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ খাল ভাগীরথী নদীঅবধি সরকিউলার রোড ঘুরিয়া লোণা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমত সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রায় ইটালিপর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে এবং দুই সাঁকো প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথা গিয়াছে লোণাজলের অন্তরে খালের ১৫ ক্রোশপর্য্যন্ত পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব এই যে সকল কর্ম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্তকরণের অত্যল্প বাকী আছে। এই খাল কাটনের তাৎপর্য্য এই যে উত্তরপ্রদেশজাত দ্রব্যাদি পুর্ব্ববৎ ঘুরিয়া না আসিয়া সহজ ও সুগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইলে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল

পুর্ব্বদিগে হাসিনাবাদের অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।

৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬

করস্থাপন। —কলিকাতা এবং তৎউত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়েহইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুইআনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পুর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬

ডাক বেহারা।—পুর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না তাহার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খয়চ।

১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬

ইস্তাহার।—সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচিদিগের বশান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫

কলিকাতার ডাকঘর।—২৬ এপ্রিল তারিখে ডাকঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এলিয়েট সাহেব এই সমাচার দিলেন যে চৌরঙ্গীর ১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।

৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮

কলিকাতা।—ইংগ্লণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপস্বত্বহইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐ রূপ আলো করিবেন।

২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯

ছকড়া গাড়ি।—মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্তায় চলা ভার…।

২ জুন ১৮২৭। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪

ঠিকা বেহারা।—…আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারারদিগকে পুলিসে ডাকাইয়া মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ত্রিট সাহেবেরা ঐ মূল্য তাহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমনকালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব ২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতাহইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক ২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্য্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক ২ টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেকহইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্রদ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

সে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার পালকী বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

১ ডিসেম্বর ১৮২৭ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৪

সভাবাটী।—বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নূতন এক সভা এ প্রদেশে স্থাপিতা হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে আমারদিগের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে পুনশ্চ ঐ বিষয়ের আরো কিঞ্চিৎ অবগত হওয়াতে পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগরের গড়ের মাঠের নিকট এসপ্লেণ্ডরো নামে এক উত্তম চৌতালা বাটী লওয়া গিয়াছে ঐ বাটীতে দুইটা খানা খাইবার এবং দুইটা পঠনের ঘর আছে ঐ সকল ঘর অত্যুত্তম দ্রব্যেতে সুশোভিত ও পঠনের ঘরে নানাপ্রকার নূতন ও বিলাতের প্রকাশিত পুস্তক এবং এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদযুক্ত কাগজ প্রস্তুত আছে। এই সভাবাটীতে যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে মাসিক এক মোহর কিম্বা প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা দিতে হইবেক। আর হাজিরি খাইলে প্রত্যেক লোককে এক তঙ্কা ও টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১॥ টাকা এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করিলে ৩ টাকা দিতে হয়। (বাঙ্গলা সমাচারপত্রহইতে নীত।)

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮

কলিকাতার ২৬ লাটরী॥—৮০৯ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে এ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে ২ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।...

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ১৩ ফাল্গুন ১২২৮

ইস্তাহার।—মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ হইবেক তদ্দ্বারা কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত সাতান্ন টিকীট মাল তদ্ভিন্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাঁচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরসা। এই টিকীট কলিকাতার টৌনহালে ১৫ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার ন্যূন ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক যিনি ডাকিবেন তিনি পাইবেন।...

১ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৯ পৌষ ১২৩১

কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবর্ণমেণ্টদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরি-কমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট

করিলেন তাহার ধারা গত বারের স্তায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালবেঙ্কে বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।

১০ মে ১৮২৩ । ২৯ বৈশাখ ১২৩০

কলিকাতার শোভা ॥—এই মহানগরের সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ ও নরদামা করা গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা বোধ করিতে পারেন যে পুর্ব্বাপেক্ষায় কলিকাতার সুগঠন ও শোভা কত হইয়াছে। সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে নূতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও ঐ রাস্তার পার্শ্বে পাকা নরদামা হইতেছে তাহা দিয়া গঙ্গার জল কলদ্বারা উঠিয়া সমস্ত শহরে যাইবে। এবং ঐ পোস্তার সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়াদ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে তাহাতে ঐ সকল পোস্তা জলপ্রবাহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কর্ম্ম এইক্ষণে অতিশীঘ্ররূপে হইবে এমত বোধ হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপুর্ণ হইলে পর ভারতবর্ষের মধ্যে এ এক অপুর্ব্ব স্থান হইবেক।

১৪ মার্চ ১৮২৯ । ২ চৈত্র ১২৩৫

এতন্নগরের শোভা।—এতন্নগর শোভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পুর্ব্বদিগে এক খাল চিতপুরের উত্তরদিগ দিয়া বেলিয়াঘাটার খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা২৭ ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের দুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক রাজা রামলোচনের পথের নিকট কএক হাজার লোক এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আর শুনা গেল যে অর্দ্ধেক খাল ও দুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক এবং নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক এবং ঐ খালের মৃত্তিকা সকলেতে খানা খন্দকপ্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক এবং ঐ খাল এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বারা জুয়ার ভাটা খেলিবে শুনা গিয়াছে যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পনা হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই তদনন্তর আরো শুনা গেল মোং ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যে অনেক পুষ্করিণী ও চৌড়া রাস্তা সকল প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টের মনস্থ হইয়াছে এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে যে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ হইয়াছে।

২১ নবেম্বর ১৮২৯ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

কলিকাতা শহরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে বাসিন্দা ও আগত লোকের ক্লেশ এবং সুখের নানাপ্রকারে তদনুসারে বৃদ্ধিও হইতেছে। ইহার কারণ নূতন রাস্তা পুষ্করিণী গঙ্গাতীরে ঘাট শবদাহের স্থান রাস্তায় ধূলা নিবারণ-পোলীস কমিটী নেটিব জুরিপ্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু রোগ হইলে তাহার শান্তির উপায় যৎসামান্তরূপে আছে এই শহরে নেটিব হাসপাতাল ও গরাণহাটায় চিকিৎসালয় যে আছে তাহাতে হিন্দুবর্গের উচিত মতে উপকার হয় না কারণ নেটিব হাসপাতাল ইংরেজটোলায় চাঁদনির বাজার মধ্যে এবং যে রীতিতে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে

যায় না এবং যাইতেও পারে না কেবল সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারাইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়। গরাণহাটার হাসপাতালে এক জন ঔষধকোটা গোরা থাকে সে ব্যক্তির বৈদ্যক শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও তৎচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত প্রায় উপকার হয় না। সকলেই অনুভূত আছেন যে এই মহানগরে সহস্র ২ বিদেশি দরিদ্র ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে ইহারা পীড়িত হইলেই শহর হইতে পলায়নপুর্ব্বক ঔষধ পথ্য পাইয়া বাঁচে কেহবা পথেই পঞ্চত্ব পায় এবং অনেকে দুই পয়সা ব্যয়ের ঔষধের অভাবে মারা পড়ে। দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ হয় এমত উপায় কোন প্রকারেই নাই সুতরাং যাহারদিগের লোক ও বিষয় নাই যে ঔষধ হয় এই মত লোক ১০০ জন পীড়িত হইলে অনেকে এই শহরেই পঞ্চত্ব পায়। ইহাতে শুনিতেছি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা ঐ পাঠশালার সন্নিধানে একটা চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক তাহা কতক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের দত্ত ধনহইতে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক ইংরেজী ঔষধ কোম্পানির ঔষধাগারহইতে দিবেন আর ২ ঔষধ ঐ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ ২ চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন যদি এ বিষয় নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক আর পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোক যাইয়া ঔষধ পথ্যদ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা এক্ষণে বড় মান্য ও চিকিৎসাবিষয়ে প্রধান কল্প হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রাচুর্য্য হইবেক।—সং চং।

মফস্বলের রাস্তাঘাট

১৬ জুন ১৮২১ । ৪ আষাঢ় ১২২৮

নূতন রাস্তা।—মোং চানকের আরদালীবাজারহইতে এক নূতন রাস্তা করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে রাস্তা মোং ঢাকা পর্য্যন্ত যাইবেক তাহার আড়ের মাপ তের কাঠা।

৪ মে ১৮২২ । ২৩ বৈশাখ ১২২৯

নূতন রাস্তা।—মেদিনীপুরহইতে নাগপুর ও তথাহইতে কানপুরপর্য্যন্ত এক রাস্তা হইতেছে। এবং আগরাহইতে মালোয়া রাজপুতান পর্য্যন্ত আর এক রাস্তা হইতেছে এই সকল রাস্তা হইলে লোকেরদিগের অনেক উপকার হইবে।

১৯ আগষ্ট ১৮২৬ । ৪ ভাদ্র ১২৩৩

নূতন পথ।—সংপ্রতি শুনা গেল যে যশোহর জিলার বকচরনিবাসি শ্রীযুত কালীপ্রসাদ পোতদার স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন এই পথ যশোহরহইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত আসিবেক এক্ষণে ঐ জিলা মোতালকের চৌগাছা গ্রাম অবধি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে অনুমান করি ফাল্গুণ চৈত্র তক সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সাজ হইবেক এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইতেছে যেহেতুক তৎপথগামিরা

অতিক্লেশে শঙ্কাযুক্ত হইয়া গমনাগমন করিতেন এক্ষণে যাতায়াতে সুগম হইল। (বাঙ্গলা সমাচার পত্রহইতে নীত।)

২৬ জুলাই ১৮২৮ । ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য।—মুরশিদাবাদের পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে ঐ শহরের গঙ্গাতীরের রাস্তা উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইতেছে যে প্রকার কলিকাতায় হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে ঐ রাস্তা বহরমপুরঅবধি লালবাগপর্য্যন্ত হইবেক এক্ষণে খাগড়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ রাস্তার ধারে চানকের রাস্তার মত বৃক্ষ রোপণ হইয়াছে ইহাতে শহর অতিআশ্চর্য্য শোভাকর দেখা যাইতেছে শহর মুরশিদাবাদ পূর্ব্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমে ২ ভগ্ন হওয়াতে মরুভূমিতুল্য হইয়াছে বহরমপুরে ইষ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এপর্য্যন্ত শহর আছে এক্ষণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যে প্রকার মনোযোগ দেখা যাইতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ শহরের পুনরুন্নতি হইতে পারিবেক।—তিং নাং

৪ অক্টোবর ১৮২৮ । ২০ আশ্বিন ১২৩৫

নূতন পথ।—ভাগীরথীর পূর্ব্ব অংশ টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড়হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দ্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ব্রবর এবং সিক্সিপিয়র সাহেবপ্রভৃতি সেই রাস্তা ভাঙ্গিয়া কৃপাপূর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপূর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছেঃ।

২৫ মে ১৮২২ । ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

নূতন ঘাট॥—শ্রীযুত লেপ্টেনন্ত ভিবিউন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রমাণে মোং হরিদ্বারে এক অতিসুন্দর ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেখানে বড় রাস্থার ধারে এক পুষ্করিণী সাবেক আছে তাহারও পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন এবং অনেক খরচ করিয়া সেখানে অনেক প্রকার স্থান প্রস্তুত করিতেছেন।

৩০ আগষ্ট ১৮২৩ । ১৫ ভাদ্র ১২৩০

রজ্জুময় সাঁকো।—শুনা গেল যে শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্ম্মনাশা নদীতে এক রজ্জুময় সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে শ্রীযুত সেক্সপিয়র্স সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিসুগম হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাঁকো নির্ম্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের

খালেতে যেমন রজ্জুময় সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সাঁকো কর্ম্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ৪ আশ্বিন ১২৩১

রজ্জুময় পুল।—উইকলি মেসেঞ্জর পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত সৈন্য গমনাগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে তিন নদীর উপর তিনটা রজ্জুময় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে অন্য লোক সকলও স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে।

প্রথম। কলিকাতাহইতে ন্যূনাতিরেক ৪০ ক্রোশ বাঙ্কুড়ার নিকট যে নদী আছে তাহার উপর এক সাঁকো দীর্ঘ ১১০ হাত ও প্রস্থ ৬ হাত ৬ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়। হাজিরা বাগানের পশ্চিম যে নদী তাহার উপর এক সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত।

তৃতীয়। কর্ম্মনাশা নদীর উপর যে সাঁকো হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ২২১ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত। এই সাঁকো শ্রীশ্রীযুত মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের অর্থদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

ঐ সকল সাঁকোর রজ্জু অতিশয় শক্ত যেহেতুক কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপ্‌ড়ার রজ্জুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তার ব্রক্ষণ করা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল রজ্জুময় পুল বহুকালস্থায়ী হইবেক।

অপর আরো অবগত হওয়া গেল যে তৎপ্রকাশকেরা অনুমান করিতেছেন যে ক্রমে ২ ঐ রূপ পুল হিমালয় পর্ব্বতপর্য্যন্ত হইবেক। ঐ সকল পুল ব্যয়বাহুল্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক। যেহেতুক যে যে স্থানে পুল প্রস্তুত হইবেক সেই ২ স্থানে তদুপযোগি দ্রব্যাদির প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। এ সকল হওয়াতে নানাপ্রকার উপকার দেখা যাইতেছে।

আদৌ। যে সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্যুহস্তে মারা পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্যুভীতি নাই যেহেতু পুলরক্ষকেরা সে স্থানে সর্ব্বদা থাকে।

দ্বিতীয়। যে সকল লোক উষ্ট্র বলদ ও মহিষাদিদ্বারা সওদাগারি করিত তাহারদিগের ঐ নদী সকল পার হওনে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল এক্ষণে সে সকল ক্লেশ দূর হওয়াতে তাহারা অনায়াসে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।

তৃতীয়। নানাদেশী তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসিরা স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক পার হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই।

২০ জুন ১৮২৯ । ৮ আষাঢ় ১২৩৬

লৌহময় সেতু।—পরম্পরা শুনা গেল যে জিলা হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেব হুগলি শহরের শোভার সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি সুদৃশ্য হইয়াছে অপর সরস্বতী নদীর উপর এক পাকা পুল করিয়া দিয়াছেন লোকের গমনাগমনের মহাসুখ হইয়াছে এক্ষণে শুনা যাইতেছে ঐ জজ সাহেব হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিম সপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার নিকট ঐ সরস্বতী নদীতে এক

লৌহময় সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লোকেরদিগের কিপর্য্যন্ত উপকার হইবেক তাহা বলা যায় না পরমেশ্বরেচ্ছায় ঐ জেলার ঐ জজসাহেব আর কিছু কাল স্থায়ী হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদ্বিচারক লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতুক নিরন্তর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া চাঁদাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করত উক্ত কর্ম্মসকল সম্পন্ন করাইতেছেন।

১ জুন ১৮২২ । ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯

খাল বন্ধ॥—জিলা যশোহরের মধ্যে ভৈরব নদীর ধারে কচুয়ার থানার নিকটে ভেওটা নামে এক খাল ছিল সে খালদ্বারা ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাপথে অনায়াসে যাতায়াত হইত। সে খাল খেলারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক জমীদার বন্ধ করিয়াছে ইহাতে নৌকা যাতায়াতে ছয় ক্রোশের পথের ফের পড়িয়াছে।

১৬ আগষ্ট ১৮২৩ । ১ ভাদ্র ১২৩০

হিতে বিপরীত॥—সকলে অবগত আছেন যে ভৈরব নদ উত্তরহইতে আসিয়া মোং সিংহনগরের নীচে দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বাদাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক কাল হইল ঐ সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবর্ত্তী অর্থাৎ ইছামতী নদী ঐ ভৈরবহইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়াছে। কাল ক্রমে ইচ্ছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ঐ ধারা বন্দ হইয়া ক্রমে২ ঐ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহনা প্রায় মারা পড়িয়াছিল। কোন ২ বৎসর বন্যা অধিক হইলে ঐ ভৈরব নদ বহতা হইত অন্য সময়ে ঐ স্থানে জলবিন্দুও থাকিত না তৎপ্রযুক্ত গত বৎসর শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর ঐ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ তদুপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা সেখানে গিয়া বাদাবন গমনশীল ভৈরবের প্রবাহ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া ঐ নদের মধ্যে ২ যেখানে বক্রতা আছে তাহা কাটিয়া সোজা করিয়াছেন এবং যে মোহনা বন্ধ করিয়াছেন তাহার উত্তরে এক নূতন খাল কাটিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এই নূতন খাল দিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ঐ নদ মিলাইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করণের এবং যশোহর ও ঢাকা শহরপ্রভৃতি গমনাগমনের অতিসুগম হইবে কিন্তু তাহাতে এ বৎসর বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় না এবং বাদার মোহনাও দৃঢ়রূপে বন্ধ এবং বন্যাও এ বৎসর অতিশয় এবং বর্ষাও তাদৃশী এই নানা কারণেতেও জলবৃদ্ধি হইয়া দশ বারো ক্রোশের গ্রাম সকল জলপ্লাবিত হইয়াছে ইহাতে লোকের ও পশুর ও প্রস্তুত আউস ধান্যের ও কৃষিকর্ম্মের যে প্রকার অবস্থা তাহা লেখা যায় না। যদি ইহার কোন উপায় না হয় এবং বন্যার আরো বৃদ্ধি হয় তবে মনে করি যে বরিশালের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

২৭ মে ১৮২৬ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩

নূতন দীপগৃহ।—আমরা শুনিতেছি যে জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকট পাইণ্ট পালময়রাস নামে যে অন্তরীপ আছে তদুপরি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর একটা দীপগৃহ গ্রন্থন করাইয়াছেন এবং অতিশীঘ্র তাহাতে দীপ দেওয়া যাইবেক ইহা হইলে হঠাৎ জাহাজ ঐ চড়ায় পড়িয়া মারা যাইবেক না।

ঐ স্থানে এত ঘর হওয়াতে জাহাজ আগমনের অতিশয় সুগম হইবেক যেহেতুক ইংগ্লণ্ডদেশহইতে যে সকল জাহাজ বাঙ্গলায় আইসে সে সকল জাহাজ চারি মাস কিম্বা সাড়ে চারি মাসপর্য্যন্ত অকূল সমুদ্রের মধ্যে থাকে পথিমধ্যে কোন স্থান বা কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। এই সাড়ে চারি মাসের মধ্যে তাহারদের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয় তবে সমুদ্রহইতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে ইহাতে সুতরাং চড়ায় পড়িয়া জাহাজ মারা যাইবার আটক নাই এইপ্রযুক্ত সেই স্থানে সতত শঙ্কা আছে কিন্তু এক্ষণে যদি সেখানে সর্ব্বদা দীপ জ্বলে তবে দূরহইতে লোকেরা ঐ আলোক দেখিয়া অনায়াসে আপনারদের পথের অনুসন্ধান করিতে পারিবেক।

বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ২৮ ভাদ্র ১২২৫

গঙ্গাসাগরের বসতি।—১ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে ইংগ্লণ্ডীয় অনেক লোক একত্র হইয়া গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটাইয়া বসতি করাইবার কারণ সকলে পরামর্শ করিলেন যেহেতুক সেগানকার বায়ু সুখদ অতএব কলিকাতাস্থ লোক প্রভৃতির কোন রোগ হইলে তথা গিয়া থাকিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহারা শীঘ্র সুস্থ হইতে পারেন। তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে এই কর্ম্মে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক। এই টাকা উৎপন্ন করিবার কারণ এক কোম্পানি স্থাপন হইবে তাহাতে দুই শত লোক থাকিবে তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক লোক ইংগ্লণ্ডীয় ও অর্দ্ধেক এতদ্দেশীয় এবং তাহারা প্রত্তিজন এক ২ হাজার টাকা করিয়া দিবেন যদি এই কর্ম্ম স্থির হয় তবে সেখানে বসতি হইলে যাহারা টাকা দিবেন তাহারদের যথেষ্ট লাভ হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকার অতিশয় যেহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পীড়া হইলে তাহারা জাহাজে অন্য দেশে যাইয়া অরোগী হইয়া আইসেন এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরা জাহাজে চড়িয়া অন্য দেশে যাইতে পারেন না অতএব গঙ্গাসাগরে বসতি হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা তথা গিয়া অনায়াসে রোগমুক্ত হইয়া আসিতে পারেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ৪ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর।—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই। প্রথম সেখানে অত্যুত্তম প্রকার তুলা জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয়। জাহাজের কারণ যে ২ বস্তু প্রয়োজনযোগ্য হয় সে বস্তু সেখানে থাকে ও যে জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভগ্নাদি হইয়া থাকে তাহা সেখানে মেরামত হয় কলিকাতা অতিদূর অতএব সেখানে না আইসে।

তৃতীয়। যে সকল জীবজন্তু ইংগ্লণ্ডে লইয়া যাইতে হয় তাহা কলিকাতাহইতে লইয়া গেলে পথে অনেক অপচয় হয় অতএব সেখানে ক্রমে২ সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনানুসারে জাহাজে উঠাইতে হইলে এত অপচয় হয় না।

চতুর্থ। সেখানে এক চিকিৎসালয় হয় এখানকার লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয় যেহেতুক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু সুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লোকেরদের রোগ হইলে জাহাজে অন্যত্র গিয়া অরোগী হইতে পারেন না যেহেতুক তাহারদের এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ । ১১ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে এবং ইহার ব্যয়ের কারণ আড়াই শত ভাগ হইয়াছে প্রতিভাগ এক হাজার টাকা করিয়া হইবেক। কোম্পানি পঁচিশ বৎসরপর্য্যন্ত বিনা রাজস্বে তাহারদিগকে দিবেন। এবং আমরা দেখিয়াছি মঙ্গলবারে এক শত তের ভাগ সহী হইয়াছে ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালি লোকেরা সহী করিয়াছেন তাহারা এই ২ শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ভাগ সহী করিয়াছেন। শ্রীযুত রামদুলাল দে ৫ ভাগ। শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল ১ ভাগ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ ১ ভাগ। শ্রীযুত রাইচরণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ৫ ভাগ। শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসু ৫ ভাগ। শ্রীযুত রামদুলাল দে মারফতে অন্য কোন ব্যক্তি ২ ভাগ। শ্রীযুত রসময় দত্ত ১ ভাগ। শ্রীযুত শিবনারায়ণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ভাগ সহী করিয়াছেন।

১০ অক্টোবর ১৮১৮ । ১৮ আশ্বিন ১২২৫

গঙ্গাসাগর · শেষ সমাচার দর্পণ ছাপা করিলে পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে আর ২ ভাগ সহী হইয়াছে এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে এই দ্বীপ পরিষ্কার হইলে প্রথম তুলার চাস করা যাইবে এবং সেখানে জাহাজের নিমিত্ত সকল সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতেছে যে সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর ও তাহারদের সমুদ্রে স্নান করিবার উপায় কি করা যায়। এবং সেখানহইতে শীঘ্র কলিকাতাতে সমাচার পাওয়া যায় এ নিমিত্ত একটা টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখা যাইবে এবং কেহ বুঝে যে ইহার পর যে ২ জাহাজ এখন কলিকাতাতে আইসে সেই সকল জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাঁহাজের বোঝাই একটা নূতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে এই সকল ফল যদি সিদ্ধ হয় তবে এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজন্তু থাকে ও যাহাহইতে অনেক শারীরিক পীড়া জন্মে এমন যে বন সে অতি রম্য স্থান হইবে।

১৪ নবেম্বর ১৮১৮ । ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—যাহারা গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবার একত্র হইল এবং দশ জন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই ২ সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কমদোর হেএস সাহেব। ও শ্রীযুত চার্লস ত্রোঅর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন মুলার্ডন সাহেব। ও শ্রীযুত জেম্‌স কিদ্‌ সাহেব।
ও শ্রীযুত উলিএম রিচার্ডসন সাহেব। ও শ্রীযুত এল এ দেবিদসন সাহেব।

ও শ্রীযুত জন হস্তের সাহেব। ও শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
ও শ্রীযুত রবর্ট মাক্লিনতক সাহেব। ও শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর।
ও শ্রীযুত রামদুলাল দে।

২৭ মে ১৮২০ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭

গঙ্গাসাগর।—অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশ্রীযুত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ভাগ করিয়া এতদ্দেশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীযুত তাহারদের সে দানপত্র অন্যথা করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন কাটাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মিলিত সংপ্রদায় স্থির হইয়াছে তাহারা এখন ঐ বন কাটাইতেছেন।

যে ভূমি বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বৎসর ধান্য বীজ রোপণ করা গিয়াছিল। এখন সে ২ ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্ত্তাকু ও তরমুজ ও রামতরাইপ্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। এবং নারিকেল বৃক্ষও অনেক উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষা প্রভাতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহারদেরহইতে অধিক দুষ্কর কর্ম্ম হইতে পারে।

সর্ব্বশুদ্ধ গঙ্গাসাগরে এক লক্ষ আশী হাজার বিঘা ভূমি আছে তাহার মধ্যে নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাৎ বিংশতি অংশের এক অংশ। যাহারা স্বতন্ত্র ২ ভূমি লইয়া বন কাটাইতেছে তাহারদের কর্ম্ম শীঘ্র চলিতেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২০ ভাদ্র ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গত বুধবারে ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্লণ্ডীয় এক জন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এই ২ সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতিশীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

১৫ জানুয়ারি ১৮২০ । ৩ মাঘ ১২২৬

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে সেখানে লোকেরদের অতিশয় পীড়া ও ব্যাঘ্র ভয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই।

এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না।

এক শত মঘ লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের বসতির কারণ ঐ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। সেখানে যে স্থান বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থানে কৃষাণেরা কৃষি করিতেছে।

২২ এপ্রিল ১৮২০ । ১১ বৈশাখ ১২২৭

গঙ্গাসাগর।—শ্রীযুত রামমোহন মল্লিক গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে কপিল দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঘাট বান্ধাইবার কারণ পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সে বিষয় স্থির করিবার কারণ গত ১৫ এপ্রিল তারিখে অধ্যক্ষ সাহেবেরদের সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রামমোহন মল্লিকের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। তাহার চেষ্টা এই ছিল যে কপিল দেবের যে সাবেক অধিকারিরা ছিল তাহারদিগকে দূর করিয়া আপনার অভিমত ব্রাহ্মণেরদিগকে সেই অধিকার দেন এবং তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়। এই বিষয় যদি অধ্যক্ষেরা গ্রাহ্য করিতেন তবে ঐ এক জন বিনা তাবৎ হিন্দু লোকেরদের অসন্তোষ হইত তৎপ্রযুক্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না এবং অন্য কোন লোক এই রূপ দরখাস্ত আর না করে এই নিমিত্ত সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই মত অনুভব হয় যে শ্রীশ্রীযুত পূর্ব্বে কল্প করিয়াছিলেন যে গঙ্গাসাগরের তাবৎ ভূমি ভাগ্যবান হিন্দু লোকেরদের বসতি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহারদিগকে দিবেন কিন্তু কপিল দেবের মন্দিরের অধিকার ও সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান কতক ভূমি কাহাকেও দিবেন না। এই বিবেচনার কারণ শ্রীশ্রীযুতের নিকটে অধ্যক্ষেরা নিবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন ও তাঁহার আজ্ঞা পাইলে অধ্যক্ষেরা কপিল দেবের মন্দির ও এক হাজার বিঘা ভূমি আপনারদের আয়ত্তে রাখিবেন তাহাতে অন্যের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না।

১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৯

নূতন রাস্তা।—মোং কলাগাছীহইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এক নূতন রাস্তা হইতেছে অনুমান হয় যে

বর্ষারম্ভ না হইতে ২ সে রাস্তা প্রস্তুত হইবেক। খাজুরি হইতে যে ডাকের রাস্তা ছিল তাহাতে সাড়ে ত্রিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইত এবং গঙ্গা পার হইবার কারণ ৫ পাঁচ ক্রোশ নৌকায় যাইতে হইত যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট এবং কল্পাগাছীর নিকটে যাইত না। ইহাতে সাগরের জাহাজস্থ লোকের কলিকাতা গমনাগমন অতিদুষ্কর ছিল এবং ইংগ্লণ্ডে পত্র প্রেরণার্থে সাগরে জাহাজে যাইতে হইলে অতিদুষ্কর ও অধিক কালবিলম্ব হইত তৎপ্রযুক্ত জাহাজ খুলিয়া গেলে পত্র ফিরিয়া প্রেরকের নিকটে আসিত কিন্তু এই নূতন রাস্তা হইলে কোন দুষ্কর থাকিবেক না যেহেতুক গঙ্গা পার হইতে হইবে না এবং কল্পাগাছীর মধ্য দিয়া নির্ভয়ে গমনাগমন হইবেক ও সাড়ে ত্রিশ ক্রোশের অধিক চলিতে হইবে না ও সকল কালেই সমানভাবেই যাতায়াত হইবে। অনুমান হয় যে এই নবীন রাস্তাতে শকটদ্বারা গমনাগমন হইবেক। এই রাস্তা কল্পাগাছীহইতে কল্পির মধ্য দিয় রাঙ্গাফলার যে তিন ক্রোশ জঙ্গল ছিল তাহা কাটাইয়া রাস্তা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া এক কালে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ ভাগে উঠিবেক। ইহাতে গঙ্গাসাগরের যাত্রিকেরদের যাতায়াতের কোন ভয় ও দুঃখ থাকিবেক না। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহুল্য যেহেতুক নানা ভয়প্রযুক্ত লোক যাইত না যদ্যপি কেহ ২ যাইত তাহারা নানাবিধ কষ্ট পাইত।

২৪ জানুয়ারি ১৮২৯ । ১৩ মাঘ ১২৩৫

গঙ্গাসাগর।—১০।১২ বৎসর হইল এতদ্দেশের কর্ত্তারা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদিগকে গঙ্গাসাগরের জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন ইহাতে ঐ স্থানের সকল বন কাটিবার নিমিত্তে এবং শস্যাদি জন্মাইবার নিমিত্তে এক কোম্পানি স্থির হইয়াছিল প্রত্যেক অংশিতে এক হাজার টাকা করিয়া সহী করিলেন কিন্তু সকল অংশিরা সেই লেটায় প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহাতে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাজন সাহেবেরা ঐ গঙ্গাসাগরের কওক ভাগ অংশ করিয়া লইয়া সেখানকার বন কাটিতে এবং শস্যাদি জন্মাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার তাহারদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হইল যেহেতুক সে স্থান অতিশয় পীড়াজনক এবং বন কাটিতে ২ কতকজন মজুর ও সাহেব লোক জ্বরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন এবং সেই মিথ্যা উদ্যোগে তাঁহারা অনেক টাকা ব্যয় করিলেন তথাপি তাহারা তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল দেখা যাইতেছে যেহেতুক অনেক স্থানের বন কাটাইয়া এক্ষণে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মিতেছে এবং সেইখানে অনেক কৃষকেরা বাস করিতেছে ও এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের অধীনে যে ভূমি আছে তাহাপেক্ষা এক্ষণে গঙ্গাসাগরের ভূমির অধিক মূল্য হইয়াছে কৃষকেরদের জমীদার সাহেবের সঙ্গে কখন কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারদের খাজনা কখন কিছু বাকী থাকে না এবং সেই স্থানে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হওয়া অবধি কোন দাঙ্গাপ্রভৃতিও হয় নাই এবং সেখানে পোলীসের কোন চাপরাসিও নাই।

কলিকাতা হইতে আট ক্রোশ অন্তরে বজবজের সম্মুখে যে এক হাজার বিঘা ভূমি এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবের জমীদারীর মধ্যে আছে সেই ভূমি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের পূর্ব্বে এক জন ইংগ্লণ্ডীয়কে দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহাতে তাঁহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে যে সম্বাদ শুনা যাইতেছে তাহা

অত্যাশ্চর্য্য সেখানকার রাইয়তেরা এমত সুখে বাস করিতেছে যে তাহারদের নিকটে খাজানা আদায়ের কারণ কখন লোক পাঠান যায় না এবং তাহারা আপনারা আসিয়া খাজানার টাকা দেয় সেই জমীদারী এক নালার দ্বারা এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের ভূমিহইতে বিভক্ত আছে সেই নালার যে পার্শ্বে ইংগ্রণ্ডীয়েরদের ভূমি আছে তাহা হইতে তাহাতে দ্বিগুণ খাজনা পাওয়া যায়।

২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ । ১৩ পৌষ ১২২৫

প্রাচীন কথা।—চাকদহের উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ তাহার চারি কোণে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিটা পর্ব্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠেতেই দুই ২ সজল বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং স্থানে ২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে। এই বাটীর বিষয়ে লোকে কহে যে এখানে পুর্ব্বে দেবপালনামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত এই।

ঐ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুম্ভকার ছিল একদিন এক সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইল পরে ঐ সন্ন্যাসী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া স্নানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমণি ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুম্ভকারের স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিল। কুম্ভকার সেই মণি হরণ করিল। সন্ন্যাসী ঐ মণি না পাইয়া কুম্ভকারকে অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মণিহরণ করিলি ঐ ধন তোর কিম্বা তোর বংশের ভোগার্থ না হউক ও তুইও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী গেল। কুম্ভকার ঐ স্পর্শমণি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজা হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটীর চারি কোণে চারিটা হ্রদ করিয়া ধনেতে পুর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া ঐ ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ নির্ম্মাণ করিল তাহাতে যে স্থানে মালির বালক রাখিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি জাতিতে চারি বুরুজের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া দিল্লীর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদি দরবারে আমার অমঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত অগ্রে এখানে আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে। এই কহিয়া আপনি কয়েদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে গিয়া অনেক ধন ব্যয়দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপুর্ব্বক বাটী আসিতেছে দৈবাৎ ঐ দুই কপোত উড়িয়া বাটী আসিবামাত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবপালও কপোত উড়িয়া যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিয়া দেখে যে সকল পরিজন ডুবিয়া মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল যে তবে একেলা আমার জীবন নিষ্ফল আমি প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও ঐ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া

মরিল। এই রূপ অনেকে কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমত ২ বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে জানা যায় যে এ বাটী যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিস্তর দিনের'ও নয় এবং লোকেরা প্রায় কথায় ২ ঐ দেবপাল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্যক যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহার মূল জানা যায়।

৯ জানুয়ারি ১৮১৯ । ২৭ পৌষ ১২২৫

কাটোয়া।—যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।

১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬

বাঙ্গালার সিংহাসন।—তবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি মুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হেষ্টিংস সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন ঐ সিংহাসন ইংগ্লণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন ঐ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।

২৩ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১১ মাঘ ১২২৫

জিলা বৰ্দ্ধমান।—আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুত বেলিসাহেব জিলা বৰ্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বৰ্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপ্পান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অনুমানে সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বৰ্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে অনুমান জাত্যনুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।

ব্রাহ্মণ	২৬০০০০	দৈবজ্ঞ	৮০৬৪
ক্ষত্রিয়	৯৭২	কৈবৰ্ত্ত	৯৫০৪
রজপুত	১৬৩৯২	স্বর্ণবণিক	১২৮৫২
বৈদ্য	৪৪৬৪	স্বর্ণকার	১৪০৪০
কায়স্থ	৮০৯৬৪	তিলি	৪৬৭৬৪
গন্ধবণিক	৫৫১৫২	কলু	৩১৫৭২
কংসবণিক	৬৩৩৬	জালিয়া	১০৩৬৮

শংখবণিক	১৮০০	ছুতার	১৪০০৪
অগ্রহারী	১০৭৬৭৬	রজক	৮২০৮
মালাকার	৩৭৪৪	যোগী	৩৫৬৪
নাপিত	২৫৫৬০	বাইতি	৩৫৬৪
কুম্ভকার	১৬৭০৪	সারণী	২৭০০
মদক	১৭৬০৪	লোহার	১৪৭৬
তন্ত্রবায়	২৭১৮০	বাউরী	৩৫৬৭৬
কর্ম্মকার	৩০২ ৪	কোতাল	৪৭৯৭৪
বারুই	৫৭৬	হাড়ী	২২০৬৮
তাম্বূলী	১৮৩৯৬	বাগদী	১৬৭১৬৮
সদ্গোপ	১৬১৭৮৪	ডুলে	১০৪০২
গোপ	৬৬৮৫২	মাল	৭৯২
বৈষ্ণব	১৮৬৪৮	চণ্ডাল	৪১৪০
মহন্ত	৫০৪	ডোম	৩৭২২৪
ভাট	৭৬৩২	শুড়ী	২১৫৪০
পাঁচেব	৫০৪	মুচী	১৮৮৬৪

অন্য ২ দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী কিন্তু বর্দ্ধমানের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার দুই শত পঁচাশী পুরুষ সেখানে একাশী হাজার একশত উনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী অধিক কিন্তু সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক।

১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ৪ পৌষ ১২২৬

বর্দ্ধমানের বিবরণ।—বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসহী ও বীরভূমি দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও পাচেটি। পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই হাজার পাঁচ শত সাতাশী চতুরস্র ক্রোশ। ঐ বর্দ্ধমান উনষাটি বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে সে এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন আর নাই ও উড়িস্যা ও মেদিনীপুর ও পাচেটি ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে ঐ বর্দ্ধমান আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুর্দ্দিকে মহাবনে বেষ্টিত মহাপুষ্পোদ্যান।

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান এবং ভূমি উর্ব্বরা লোকেতে পরিপূর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বাহাদুর অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তাহার অনেক কীর্ত্তি এতদ্দেশে আছে। সতর শত নব্বই সনে রাজা

কোম্পানিকে বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত চৌরাশী সনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন প্রধান নগর বর্দ্ধমান ও ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ও দুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে তাহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।

এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণ্য যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র এক মহারাজ্য ছিল সেখানকার রাজারা ক্রমে ছাপ্পান্ন পুরুষ এক হাজার নিরানব্বই বৎসর এক সিংহাসনে রাজ্য করে তাহারা ইহার হিসাব রাখে। সতর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ সে রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫

ইতিহাস।—কৃষ্ণনগর মোকামে এক ময়রা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট লোক ঐ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় করিয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল যে আমার টাকা ইহা কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই। পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সম্ভুচন্দ্র রায়ের নিকট ঐ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না মোকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুত্র আপন চাকরের দ্বারা এক বাটী জল আনাইয়া সেই জলে ঐ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃত ভাসিয়া উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্য হইল।

২৫ আগষ্ট ১৮২১। ১১ ভাদ্র ১২২৮

চানক॥—মোকাম চানকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানা দেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ না হয় এমত লোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন প্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলগা নামে এক প্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মত উচ্চ ও অতিদুর্ব্বৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পর্ব্বতীয় চারি পাঁচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লণ্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্যাঘ্র চারি পাঁচ প্রকারের দশ বারটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এই দেশীয় বৃহৎ তিনটা ব্যাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্যাঘ্র আছে তাহার গায় গোল ২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

এক স্থানে সিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণ্ডুবর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার

লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহারদের কথানুসারে সে চলে। ছোট ২ চারি পাঁচ ব্যাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় যে শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্যাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহারদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলণ্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের দুই পা অতিক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্য্যন্ত একটা থৈলীর মত আছে তাহার স্তনও সে থৈলীতে আবৃত ঐ বাচ্চা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন ২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। যে হউক সে অতিআশ্চর্য্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মত আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গাণ্ডারের বাচ্চা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশরূপে অদ্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমূদ হইয়াছে সে অতিশান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া এক দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয় নাই। এবং তিন চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

১১ ডিসেম্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১

যাতায়াতে সুগম।—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত ২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক ২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই ২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে।

রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনে অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতুক তাম্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই।

অনুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বাসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক।

কলিকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট সিকরোলস্থ ইংগ্রণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।

২৩ জুলাই ১৮৩৫। ৯ই শ্রাবণ ১২৩২

কাশী।—সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে। কলিকাতাহইতে কাশীপর্য্যন্ত যে পথ তাহাতে সর্ব্বসুদ্ধা পাঁচ নদীর উপর পাঁচ সেতু আছে সে পাঁচ সেতু এই ২ স্থানে স্থাপিত। প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু দ্বিতীয়তো বাঁকুড়ার পশ্চিম দুই দিবসের পথ দলারা নামে নদীতে এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু। তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু। এই সেতু ১৮২৫ শালের মে মাসে স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থত ঐ হাজারিবাগের পশ্চিম পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর ঘুসিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু সে সেতু ১৮২৪ শালের মে মাসে স্থাপিত হয়। পঞ্চমতঃ কাশীহইতে আটার ক্রোশ অন্তর কর্ম্মনাশা নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্বা এক সেতু এই সেতু মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের ব্যয়েতে প্রস্তুত হইয়া গত বৎসরে স্থাপিত হইয়াছে। ভৈরব নদের সেতু ব্যতিরেকে অন্য তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু ভৈরব নদের সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত হইয়াছে এই বৃক্ষ রামগড়ের নিকট পর্ব্বতে অধিক জন্মে।

এই সকল সেতুব্যতিরেকে আলিপুরের নিকট বেত্রনির্ম্মিত এক সেতু আছে সে সেতু পশ্চাৎ শ্রীহট্টে যাইবেক। আমরা শুনিয়াছি যে মন্দ্রাজ ও বোম্বের বড় সাহেবেরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে সে দেশের মধ্যে যেখানে ২ সেতুর প্রয়োজন হইবেক সেখানে এইরূপ রজ্জুময় সেতু হইবেক।

২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫

কাশীপর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকার গমন।—এ সপ্তাহে ইংরেজী সমাচারপত্রে কাশীপর্য্যন্ত বাষ্পের নৌকা প্রেরণের বিষয়ের অনেক কথোপকথন লেখা আছে। লেখক সাহেবেরা বাষ্পের নৌকার বিষয়ে কহেন যে যদি প্রত্যেক ঘণ্টায় ২ ক্রোশ করিয়া প্রতিদিন ১২ বার ঘণ্টা চলে তবে ১৩ দিনে কাশী পঁহুছিতে পারে এবং ৩।৪ চারি দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে। অন্য নৌকাদ্বারা এখন সেখানে যাইতে দুই মাসের ন্যূন কাল লাগে না।...

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬

বারাণসের লোকসংখ্যাপ্রভৃতি।—অতিশয় বিখ্যাত এই মহানগরের অতিসুক্ষ্মরূপে সংপ্রতি যে লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাপ্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল বেওরা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা প্রকৃতাতিরিক্ত।

১৮০০ সালে তন্নগরের গৃহ সকল গণনা করিয়া হিসাব করা গেল যে ঐ মহানগরনিবাসি ছয় লক্ষ লোক হইবে। পরে তাহার অন্য এক হিসাবে তত্রস্থ আট লক্ষ লোক স্থির হইল কিন্তু ঐ দুই হিসাবের ফর্দ্দে বাটীর সংখ্যায় ভ্রান্তি ছিল না বটে কিন্তু গৃহপ্রতি নিবাসিরদের যে সংখ্যার অনুমান করা গেল তাহা যথার্থাতিরিক্ত। সংপ্রতি যে লোক সংখ্যা করা গিয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে গড়ে গৃহপ্রতি ছয় জন নিবাসি করিয়া নিশ্চিত করা উপযুক্ত। যে যাত্রিলোকেরা সময় বিশেষে বারাণসে যাত্রা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করে তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে। কোন এক গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে রাজপথে ও খেয়ার নৌকার দ্বারা যে সকল লোকেরা ছাকনায়২ নগরে প্রবিষ্ট হইল তাহারদের সংখ্যাকরণের চেষ্টা পাওয়াতে চল্লিশ হাজার লোক গণিত হইয়াছিল। কিন্তু অনুমান হইল যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নগরে প্রবিষ্ট হইল।

মোটে ঐ নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ মাত্র করা যায় এবং যদি সিক্রোলের এবং তাহার আশপাশের নিবাসিরা হিসাবের মধ্যে গণিত হয় তথাপি দুই লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না।

নগরনিবাসি লোকের সংখ্যা।	১৮১৪৮২
সিক্রোলনিবাসী।	১৮৭৮০
	২০০২৬২
বারাণসে বাটীর সংখ্যা।	৩০২০৫
সিক্রোলের গৃহসংখ্যা।	২৮৮০
	৩৩০৮৫
উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পারা।	৩৯০
পাকাঘর অর্থাৎ ইষ্টক ও পাথর নির্ম্মিত।	১১৩৯৮
কাঁচা ঘর।	১৯১৯১
কাঁচা পাকা ঘর।	২৪১৬
তন্মধ্যে একতালা বাটী।	১৫০৩৪
দোতালা বাটী।	১২১২০
তেতালা বাটী।	২৯৯৮
চৌতালা বাটী।	১০১৯
পাঁচতালা বাটী।	২০০
ছয়তালা বাটী।	০৭

সাততালা বাটী।	১
ভগ্ন গৃহ ও শূন্য স্থান।	১৫৭০
বাগান।	১৭৪
শিবালয়প্রভৃতি।	১০০০
মুসলমানের মসজিদ।	৩৩০

প্রত্যেক বর্ণের প্রধানলোকের স্থানে অনুসন্ধান করাতে বোধ হইল যে তন্নগরস্থ বর্ণসকলের নীচে লিখিতব্য ইয়ৎ২ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

মহারাষ্ট্রদেশের।	১২০০০
নাগরদেশস্থ।	৩০০০
মোর।	৬০০
উদীচ্য।	১২০০
গৌড়ীয়।	২০০০
কান্যকুব্জের।	৭০০০
খেরেওয়ালী।	১৬০০
বাঙ্গালি।	৩০০০
গঙ্গাপুত্র।	১০০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ণ।	৩৬০০
	৩৫০০০

ক্ষত্রিয়বর্ণ।

রাজপুত।	৬৫০০
ভূচার।	৫০০০
অন্য পাঁচবর্ণ।	৩০০০
	১৪৫০০

বৈশ্যবর্ণ।

আগুরওয়ালা।	২০০০
কংসর বণিক।	২৫০০
অন্য বিংশতি ক্ষুদ্রবর্ণসঙ্কর।	৩৫০০
	৮০০০

শূদ্রবর্ণ।

কায়স্থ।	'৫০০
কায়েরি।	৮৫০০
আভীরী।	৫৫০০
কহার।	৫০০০
কলওয়ার।	৬৫০০
পঞ্চাশপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ণসঙ্কর।	৩৭০০০
	৭০০০০
এগারপ্রকার বর্ণসঙ্করীয় ভিক্ষুক।	৩৫০০
অতএব কাশীনিবাসি তাবৎ হিন্দুলোকেরদের সংখ্যা।	১৩৪০০০
তন্নগরনিবাসি মুসলমান।	৩২৬০০
অবশিষ্ট রাহাগিরী অতিথি ও চৌধুরীদের হিসাবে যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা অনুমান।	১৩৪০০
বারাণসনিবাসি সর্ব্বসুদ্ধা	১৮০০০০

১০ আগষ্ট ১৮২২। ২৭ শ্রাবণ ১২২৯

কলিকাতার লোকসংখ্যা।—আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলনে তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত চতুর্দ্দশ শালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের সাহেব লোকেরা কি অনুসারে গণনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহারদের দ্বারা পুলিসের অধ্যক্ষেরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার আট শত আটত্রিশ। মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাবটি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার দুই শত তিন। চীন দেশীয় চারি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সত্তর।

কলিকাতার বৃত্তান্ত। —এই মহানগর কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন যেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে কুঠী উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯।৯০

২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৯ পৌষ ১২৩০

গালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।

১৬৭৮।৭৯ সালে এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ সহগামী হইতে উদ্যতা হইবাতে ঐ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস সুখেতে কালযাপন করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে ঐ সাহেবের ঔরসে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে ঐ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় ঐ স্থানে চারনক সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি ঐ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক কহা যায়।

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তিদ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনৌজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।—সং চং।

১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২

চুঁচুড়া।—৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বলাই সাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐদিন অতিপ্রত্যূষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ শহরের বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংগ্রণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলণ্ডীয় অধিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্রণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্য্যন্ত হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংগ্রণ্ডীয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইল। ইংগ্রণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।

(৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

চুঁচুড়া।—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চুঁচুড়া ইংগ্রণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।

৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬

প্রেরিত পত্র।

সংপ্রতি কনিষ্ঠ কলি হইল বলিষ্ঠ
ইহাতে শিষ্টের মনে মিলে মহাকষ্ট।

আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেককালাবধি বিভক্ত। তাহাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে এইক্ষণে ইংগ্রণ্ডীয়াধিকার হওয়াতেও তদ্রূপ দুই কমিস্তনর মোকরর হইয়াছেন। কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার আছে শৌমারপীঠেতে পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের সঞ্চার ছিল না। সে স্থানের রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাবৎকে মেধ্য জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন তাহারদের উপাস্য চুঙ্গ দেওনামে দেবতা ছিল ক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতির সঞ্চার হইল। অনুমান এক শত চল্লিশ বৎসর হইল শৌমারেশ্বর শক্রবংশাবতংস স্বর্গ দেবগদাধর সিংহ হিন্দুর ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন তদবধি ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল তাহার পুত্রপৌত্র রুদ্র সিংহাদি ক্রমে তদ্ধর্ম্মকে বর্দ্ধিষ্ণু করিতে লাগিলেন এবং জিলা নবদ্বীপের অন্তর্গত শিমলিয়াহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং ৺কামাখ্যা হয়গ্রীব মাধবপ্রভৃতি দেবতা যন্ত্রেতে যোগিনীতন্ত্রাদ্যুক্ত তত্তদ্দেবতার কল্পোক্তক্রমে পূজার বিস্তার করিলেন ও বার্ষিক দুর্গোৎসবপ্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করিলেন। ঐ সকল দেবস্থানেতে সেবার অত্যন্ত পারিপাট্য হইল যাবদীয় দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল সদসৎপাত্রা-পাত্র বিচারপ্রচার হইল ব্রাহ্মণেরা ক্রিয়ারহিত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজা তাঁহারদিগের দণ্ড করিতেন এবং পারদারিক কুকর্ম্ম মোটেই ছিল না যদি দৈবাৎ কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত তবে তাহাকে যেরূপ শাস্তি করিত তাহা লেখা ভার বেশ্যার সমাগম ও মদিরার গন্ধও ছিল না দেবনর্ত্তকীরা যাহারা থাকিত তাহারা কেবল নৃত্য গীতেতে রতা থাকিত কেহ২ গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি নীচগামিনী হইতে পারিত না লালুঙ্গ মিকিরপ্রভৃতি কতকগুলো বন্য জাতীয় লোক ছাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত তাহারাই মদ্যামেধ পান ভক্ষণ করিত জবনাদি অস্পৃশ্য জাতি নগরোপান্তে থাকিত দৈবাৎ স্পর্শ হইলে সচেল জলপ্রবেশ করিত নগরেতে কেহ মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণতা ছিল যেহেতুক কলির স্থান শাস্ত্রেতে লিখিয়াছেন যে পানং দ্যূতং স্ত্রিয়ঃ সুনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ। সুতরাং এই সকলের অবিদ্যমানে কলির কিরূপে অবস্থান হইবেক এইক্ষণ ইংগ্রণ্ডীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়াছে লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়া যথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে নগরেতে স্বচ্ছন্দে গণিকা বাস করিয়াছে হট্টেতে যথেষ্ট মদিরা বিক্রয় হইতেছে লোকেরা পারদারিক হইয়াছে দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ থাকিত এইক্ষণে কেবল যাত্রিক তল্লাস করিয়া বেড়ায় হে ভগবতি মহামায়ে রাজরাজেশ্বরি কামাখ্যে তুমি এই মহাশয়ের প্রতি তুষ্ট হইবা। এতদ্ধি রামায়ণং। বস্তুপ্রাপ্তীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্দ্বারা গুজরাণ কার সংপ্রতি কামাখ্যার দেবালয়েতে ২।৩ জন বিপ্রবিধবা গর্ভবতী হইয়াছে তাহার বিচার করাতে কএক জনের উপর দোষার্পণ করিয়া পুনঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা মিথ্যা করার কল্পনা করিয়াছে এবমাদি কত অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে তাহা লেখা ভার। স্থূল তাৎপর্য্য।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ফাল্গুন ১২২৬

মুষ্করদেওর পূজা।—করকপুর নামে পর্ব্বতে মুখ্‌খর এক জাতি আছে তাহারা দেওহরি নামে পুরোহিতের অতিশয় সম্মান করে যখন তাহারা মুষ্করদেওর পূজা করে তখন সে পুরোহিত একস্থান পরিষ্কার করিয়া স্নান করে ও অন্য ২ লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করে। পরে পুরোহিত ঐ পরিষ্কৃত স্থানে বসে ও লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ২ লইয়া বৃক্ষের পত্রে করিয়া তাহার সাক্ষাতে রাখে এবং তাহার সম্মুখে এক প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে পরে ঐ পুরোহিত ছুরিদ্বারা আপন বামউরু চ্ছেদন করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করে ও দেওর প্রসন্নার্থে সেই রক্ত অগ্নিতে আহুতি দেয়। অনন্তর দেওহরি নামে পুরোহিত এক পায়ে দাঁড়াইয়া মন্ত্র জপে। সেই সময়ে আর এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিতে ধুপ দেয় তাহাতে ঐ পুরোহিতের শরীর ধূমেতে আচ্ছাদিত হয়। শেষে ঐ পুরোহিত অতিব্যথাযুক্ত মনুষ্যের মত আপন মাথা ঘুরায়। তাহাতে লোকেরা ভাবে যে পুরোহিতের উপরে দেও চড়িয়াছে। পরে ক্ষণে ২ জিহ্বা বাহির করে ও অস্পষ্ট কথা কহে এবং লোকেরা যে তাহার কাছে পূজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকেত করে। তাহাতে লোকেরা ঐ দেওর অনুগ্রহ প্রাপণার্থে শূকর ও মুরগী ও ছাগল ও ডিম্ব চিনি প্রভৃতি দ্রব্য আনিয়া ঐ পুরোহিতের পূজা করে। ঐ পুরোহিত আহুতির চালু কিঞ্চিৎ ২ লইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ দেয় তাহার কারণ এই যে ঐ পর্ব্বতীয় লোকেরা যখন কাষ্ঠাদি আহরণের কারণ বনে যায় তখন কোন অমঙ্গল না ঘটে।

২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮

সিংহভূমি ॥—সিংহভূমির মধ্যে লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে তাহারা হিন্দু তাহারদের পূর্ব্ব নিবাস কোথা ছিল তাহা জ্ঞাত নাই কিন্তু এক শত বৎসর অবধি এই স্থান অধিকার করিয়াছে অনুমান হয় তাহারা পশ্চিম হইতে আসিয়া থাকিবে তাহারদের বসতি পাহাড়ের মধ্যস্থল সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা তাহারা উত্তমরূপে কৃষিকর্ম্ম করে ও গোমেষ শূকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি পালন করে ও ভক্ষণ করে তাহারদের দেশের মধ্যে ছোট দুই নদী আছে এবং প্রত্যেক গ্রামের নিকটে এক ২ গোরস্থান আছে কিন্তু লোককে গোর দেয় না। লোক মরিলে তাহাকে পোড়াইয়া সেই ভস্ম গোরের মধ্যে রাখিয়া এক এক পাথর তাহার উপরে দিয়া চিহ্ন রাখে। সে লোকেরা বলবান ও সাহসী ও নিরালস্য ও দস্যুকর্ম্মে পটু তাহারা পরিধানে এক বস্ত্রমাত্র রাখে তাহারদের যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ এবং এমত জানা আছে যে এক লেড়কাকোল এক আঘাতে এক ঘোড়ার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারে।

তাহারদের দুই প্রকার বাণ ছোট ও বড় কিন্তু ইহাতে বিষ নাই। তাহারদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত নিকটস্থ

লোকের অনেক ভয় হইত যেহেতুক তাহারা আপন দেশে বিদেশিরদিগকে পাইলে খুন করিত। অতএব তাহারদের দমনার্থ সেখানে সৈন্য পাঠাওনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে দুই হাজার সৈন্য সমেত শ্রীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন তাহারা এ সৈন্য দেখিয়া পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন সৈন্য সে পর্য্যন্তও পঁহুছিল তখন তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া শোধ দিবার চেষ্টা পাইল। পরে সৈন্যেরা যখন তাহারদের খাদ্য প্রভৃতি আমল করিল তখন অনুপায় ভাবিয়া সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন দেশাচার মত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম স্পর্শ করিয়া দিব্য করিল ও বন্দোবস্ত করিল।

১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯

স্বাভাবিক চোর।—মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে তাহারা স্বাভাবিক চোর পরদ্রব্যাপহরণ দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহারা কহে যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর গবাদি সেবা আমরা করিতাম তাহাতে তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যে তোমরা পরদ্রব্যাপহরণপূর্ব্বক কাল যাপন করিবা ইহাতে তোমার দিগের পাপ নাই। এই জাতীয় লোকেরা তিন পুরুষ পূর্ব্বে মাড়োয়ার দেশ ত্যাগ করিয়া মালোয়া দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে এখন তাহারা দেড় শত ঘর হইয়াছে। তাহারা মহিষ ভক্ষণ করে একারণ হিন্দুদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্য্যতা নাই এবং হিন্দুলোকেরা তাহারদিগকে অতি তুচ্ছ করে। তাহারা ভূতকে অধিক ভয় করে তাহারদিগের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক ভূতের অনুগ্রহ লাভার্থে কোন দ্রব্য বিশেষ হস্তে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহারা জানে যে তাহারা মরিলে ভূত হয় ও যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে সে মরিলে তাহার নিকটে আইসে এবং তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা চিনী ও নারিকেল ভক্ষণ করে না ও রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে না তাহারদিগের নাম রাথর ও পোয়ারভটী ও মকোনাহারা ও চোহান প্রভৃতি রাজপুত নামের সদৃশ নাম। ইহাতে কেহ কেহ কোন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এ লোকেরদিগের নাম তোমারদিগের সদৃশ ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা তোমারদিগের জাতিহইতে নির্গত হইয়াছে। তাহাতে ঐ রজপুত রাগ করিয়া কহিল যে না উহারা অতিনীচ জাতি আমারদিগের জাতি হইতে কখন নির্গত হয় নাই কেবল লোক জানান কারণ এ সকল নাম রাখে এবং সেই লোকেরা যত শীঘ্র নাশ হয় সেই ভাল। ইহারদিগের মধ্যে কতক লোক মোকাম ভোপালে থাকে সেখানে শ্রীযুত মেজর হেন্ত্রি সাহেব মোক্তিয়ার আছেন তিনি তাহারদিগের কুস্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে অনেক শান্ত হইয়াছে তথাপি চুরি করিতে গিয়াছে কি ঘরে আছে ইহা জানিবার কারণ রাত্রির মধ্যে দুইবার দেখিতে হয়। তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে তাহারদিগকে পুলবন্দি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তথাপি তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে যেহেতুক ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই তাহারদিগের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয় সেই পঞ্চাইতেরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ জরিপানা করে। পরস্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপানা করে জরিপানার টাকা লইয়া মদ্য ক্রয় করিয়া সকলে পান করে বিশেষত আসামী বৈরাদী অধিক পান করিয়া মত্ত হয় তখনি স্থির করে যে অন্য কোন ঘরে চুরি করিব।

১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯

গোরক্ষনাথ যোগী।—মাড়বার দেশের অন্তঃপাতি গিরিনার নামে পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন তিনি কতক রাজাকে ও অনেক উদাসীনকে শিষ্য করিয়াছিলেন উদাসীন শিষ্যেরদের বিশেষ চিহ্নের কারণ ঐ মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন তদবধি তাহারা কানকাটা নামে খ্যাত আছে এবং তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রাধারণ করে। সে কুণ্ডল গণ্ডার শৃঙ্গের ও প্রস্তরের ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে। তাহার শিষ্যেরা গোরক্ষনাথ যোগী নামে খ্যাত তাহারদের মধ্যে কতক নাথ নামে ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যোধপুরের রাজা এই মতাবলম্বী তৎপ্রযুক্ত তিনি মোং হরিদ্বারে এতন্মতাবলম্বিরদের থাকিবার কারণ দুই উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হণ্ডনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে। এই মতাবলম্বি লোকেরা সর্ব্বসুদ্ধ অনুমান দশ হাজার হইবে। হরিদ্বারভিন্ন তাহারদের অন্য চারি তীর্থ আছে অর্থাৎ গোরখপুর ও যোধপুর ও পেশোর ও উত্তর দেশীয় পর্ব্বত। ইহারদের দুই ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে এক গোরক্ষবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ কিন্তু ইহারদের পণ্ডিত লোকেরা পাতঞ্জল মতাবলম্বী। তাহারদের শব সন্ন্যাসির শবের ন্যায় বসাইয়া গোর দেয় তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করে না। হরিদ্বারের পর্ব্বত শ্রেণীর নীচে তাহারদের মন্দির সে মন্দিরে শিবপাদুকা আছে অতএব তাহারা সেই স্থানে অর্চ্চনা করে।

২৪ জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩

জলখাই ব্যবস্তা।—কটকের অন্তঃপাতি এক গ্রামে জলখাই ব্যবস্তানামক এক ঘর তদ্দেশীয় কায়স্থ বাস করেন তাঁহারদিগের রীতি এই আছে যে গোত্রের প্রধান ব্যক্তি কেবল জলপানেই কালযাপন করেন এই প্রকার ক্রমিক তিন পুরুষাবধি চলিয়াছে এ কথা সত্য কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তি সকল অসত্য জ্ঞান করিবেন তথ্যানুসন্ধান করিলে সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক ২৬ জ্যৈষ্ঠ। সংপ্রতি কটকাগতস্য। সং চং

২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪

নেওয়ার জাতি।—নেপালের পর্ব্বতের তলিতে ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের প্রান্তভাগে এই জাতীয় লোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্ববৃক্ষের সহিত হয় এবং বিবাহ হইলে পর সেই বৃক্ষের একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাখিয়া পুরুষের সহিত বিবাহ করে বিবাহকালীন বরপাত্র ১০।১৫ টা তাহার স্থৈর্য্য নাই সুপারি আপন স্ত্রীকে দেয় সেই সুপারি যে পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর নিকট থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক ইহার মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয় তবে তাহার পতিকে এই বিবাহকালীনের দত্ত সুপারি ফিরিয়া দিয়া পুনরায় তাহার অর্থাৎ নূতন বরের সুপারি গ্রহণ করিয়া তাহার ভার্য্যা হয়। ইহারদিগের পতির বিয়োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি পুর্ব্বোক্ত শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে থাকে আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধবা হয় বিধবার লক্ষণ কেবল সিন্দুর পরিত্যাগ মাত্র। সং চং

৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪

কোচ ।—এই জাতি অনেক মোরাঙ্গর মধ্যে রঙ্গনি পরসনাথ এবং কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাপ্যের মধ্যে মেঘা পহ্নবান পরগণা ও আর২ পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক স্থানে বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকলি অর্থাৎ চট বিশেষ তাহাও কটিদেশে না পরিধান করিয়া স্তনদ্বয়ের উপর পরিয়া থাকে সুতরাং স্তনাবর্ত্তনের অন্য বস্ত্র আবশ্যক করে না ইহারদিগের স্ত্রীলোকেরা যুবতি না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটীতে বিবাহ করিতে যায় কুলাচার প্রমাণ বিবাহ হইলে পর বরপাত্র আপন ঘরের চালের উপর আরোহণ করিয়া কহে যে আমি বিবাহ করিব না কারণ তোমাকে প্রতিপালন করিবার আমার ক্ষমতা নাই তাহাতে ঐ স্ত্রী কহে উঠ২ কোচের পুং ধোকড়া খান বুনম্ পোষপোত্তক বরপাত্র এই বাক্য শুনিবা মাত্র চালহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দূর দান করে তবে বিবাহ পূর্ণ হয় ।

৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪

যসি ।—নেপালি যসিনামক এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছে তাহারদিগের উৎপত্তির বিবরণ এই যে বিধবা ব্রাহ্মণী ভ্রষ্টা হইলে তাহার গর্ব্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত হয় তাহারা ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরষজাত এ জন্যে যদিও অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় মান্য তথাচ অনেক বিশেষ আছে আর অন্য জাতি স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা চ্ছেদন করিয়া এবং কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার স্বামী তাহার উপপতির প্রাণ দণ্ড যত দিনের পরে হউক বেকাননি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেক তৎক্ষণাৎ জার হান এই শব্দ তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয় এবং নেপালের অধীন বিচারস্থানে পারিতোষিক পায় কিন্তু এমত কুকর্ম্ম ব্রাহ্মণহইতে হইলে তাহার প্রাণদণ্ড নিষেধ ।

৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪

থারু ।—মোরঙ্গে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের বিবাহের কাল ইং ১ লাং ১০ বৎসরপর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে তাবতের বিবাহ হয় এবং কথা যাবৎপর্য্যন্ত কন্যাবস্থা থাকে তাবৎ শ্বশুরালয় গমন করে না পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিড়ম্বনা শ্বশুরালয় যাইয়াও ক্রমশঃ পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত স্বামির সহিত আলাপ হয় না এবং তাহার হস্তে কোন দ্রব্যাদি আহার করে না একারণ নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ আর যদি কোন স্ত্রীলোকের কোন কুকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে তাহাতে কন্যার পিতার কলঙ্ক কেবল হয় । আর যদি ঐ ছয় মাসের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য না হয় এবং পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না যেহেতুক প্রথম পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে ।

নানা কথা

১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬

বৎসরারম্ভ।—অদ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নূতন বৎসরারম্ভ হইল অতএব গত বৎসরে স্থূল২ যে২ কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি। এই বৎসর এতদ্দেশীয় লোকেরা সহমরণ বিষয়ে সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারেই চলিতেন এখন এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক। সংপ্রতি কেবল সহমরণের বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ভ হইয়াছে আমরা অনুমান করি যে অন্য২ বিষয়েও এইরূপ সদসদ্বিবেচনা হইবেক। কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায়। পূর্ব্ব শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞানলোক জানিতে পারিত না এখন এই রূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধারা সর্ব্বত্র আছে।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর ব্যহাদুর পূর্ব্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই বৎসরে শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ইহাতে তাহার এই লাভ হইল যে পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ত্র এক রাজা হইলেন।

এই বৎসরে কচ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া সে দেশাধিকার করিয়া সেখানে রাজ্য করিতেছেন।

এই বৎসরে ব্রহ্মা দেশের প্রাচীন রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা দেশের নাম পূর্ব্বে বণ্ড ছিল পরে এই রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বণ্ড দেশ জয় করিয়া তাহার নাম ব্রহ্মা দেশ রাখিলেন। এই রাজারদের বংশের মধ্যে এই ব্যক্তি অনেক কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছেন।

এই বৎসরে সিংহলদ্বীপে সেখানকার দুষ্ট লোকেরা কতক লোকেরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ক্ষুদ্র ২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।

এই বৎসর জুন মাসে এক মহাভূমিকম্প হইয়াছে তাহার মত ভূমিকম্প তৎকাল হয় নাই সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদ্দেশে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই কিন্তু অন্য ২ দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি দেশে ঐ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে।

১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

ডাকাতি।—এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্ব এই অঞ্চলে

এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

১০ জুলাই ১৮২৪। ২৮ আষাঢ় ১২৩১

দুষ্টের নাশ।—শুনা গেল যে অল্প দিবস হইল উলা গ্রামের মুস্তফিরদের বাটীতে শিবেশনি নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু স্বসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংঘনোদ্যত হইবামাত্র ঐ বাটীস্থ এক জন দেখিতে পাইয়া প্রাচীরে উঠিয়া তৎপশ্চাতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। অপর শুনা গেল যে যে ব্যক্তি এই দস্যুকে সংহার করিয়াছে সে জেলা কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বকর্ম্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯

পিস্তল লড়াই॥—মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর হুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়া ধারা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না। দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পুরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৩

বাষ্পের জাহাজ॥—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ-হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

২ মার্চ ১৮২২। ২০ ফাল্গুন ১২২৮

ব্যাঘ্র।—কলিকাতার পূর্ব্ব দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র ভীতিও অতিশয়। এক

গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিঁড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে ২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছু কাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পর গ্রামস্থ লোক গৃহহইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চালহইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।

২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬

ভাগীরথী নদী।—সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল ষাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। ষাটি বৎসর হইল চৌষট্টী বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলীপর্য্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোনো প্রকারে কোনো সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারণ এই যে ব৺া গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে২ ঘাট বন্ধন করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এই২ কারণে ভাগীরথীর ও মাথা ভাঙ্গা প্রভৃতির জল চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্ব্বে করনল কৌলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই ক্ষণে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁশ না পোতে ইহা হইলেও যে আছে সে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় নিউষপেপরে ছাপা গিয়াছে।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫

পাড় ভগ্ন।—সংপ্রতি কোন মান্য লোকের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মোং শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহা প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এ বৎসরও পুনরায় বর্ত্তমান মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থানা ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ১৩ ভাদ্র তারিখের বৈকালে গঞ্জঅবধি হাটখোলার বাজার পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটী এবং বৃহৎ২ বৃক্ষপ্রভৃতি যাহা অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়া এককালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ নাই এক্ষণে ঐ সকল কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার যদ্যপি রাত্রিকালে আরো ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থল হইবেক। তিং নাং

৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭

বেগম সমরু।—উজ্জয়নীহইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমরু শ্রীযুত নবাব নসীর-দ্দৌলাকে [স্যর ডেভিড অক্টরলোনীকে] বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।

৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮

বেগম সমরু॥—উত্তরের আখবারদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।

১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও কচ্ছ দেশ-হইতে সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত ছেষট্টি লোক খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চারি হাজার পাঁচ শুত ঘর ছিল তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই বর্ষাতে থাকিবেক না।

২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬

ভূমিকম্প।—১৬ জুন তারিখের ভূমিকম্পের সমাচার দূর২ দেশহইতে আসিতেছে। বোম্বইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহর হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পেতে সেখান-কার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেউর মত কাঁপিয়াছিল ও নয়টা গুম্মেজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে ও তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেখানকার লোকেরা সে সময়কে মহাপ্রলয়

কাল জ্ঞান করিয়াছিল সে শহরের অনেক ২ পাকা ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যে ও না পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতনভয়ে সেখানকার রাজা ও আর ২ শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে।

সেই শহরের কিঞ্চিৎ দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব দিন পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহা সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল স্থানহইতে সমুদ্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক আছে। মংগল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভুজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের নীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ শব বাহির হইতেছে ঐ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে। যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে। মান্দাবী শহরে এক শত ষোল লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকস্মাৎ জল উঠিয়া ব্যপ্ত হইয়াছিল। কচ্ছ দেশে যত শুষ্ক নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার দিতে আমাদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্বারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানে রাজকর বন্দ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা সকলে ঐ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদুর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি রূপে সকলে দিতেছেন।

২ অক্টোবর ১৮১৯। ১৭ আশ্বিন ১২২৬

ভূমিকম্প।—কচ্ছ দেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্তাস্পদ হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশীয়েরা কেহ২ কহে যে এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক রজ্জুতে ঝুলান সমুদ্রে ভাসিতেছে কেহ২ কহে যে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছ দেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত নিত্য ভূমিকম্প হয়।

৬ নবেম্বর ১৮১৯। ২২ কার্ত্তিক ১২২৬

ভূমিকম্প।—মোং চাটিগ্রামে ১৩ আক্টোবর অবধি বিশ দিনপর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

২০ নবেম্বর ১৮২৪। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩১

ভোজবিদ্যা।—রাম স্বামী নামে এক জন এতদ্দেশীয় লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্যাপ্রভাবে একুশ বুরুল একখান তলবার পুনঃ২ গ্রাসোদগার করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি পূর্ণ করিতেছে।

২৭ জানুয়ারি ১৮২১ । ১৬ মাঘ ১২২৭

নূতন ছাপা প্রকরণ।—ছাপার কর্ম্ম প্রথম ইংগ্লণ্ড দেশহইতে নানা দেশে হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থাদি ছাপা করিলে সে গ্রন্থ অনেক হয় ও কখনও লুপ্ত হয় না ইত্যাদি ছাপা কর্ম্মের গুণের পরিসীমা নাই। সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে জর্ম্মণি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য তাহার বিবরণ এই।

এক প্রকার কালি করিয়াছে সেই কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া এক প্রকার কোমল পাথরের উপরে চাপা দিলে তাবৎ অক্ষর কাগজহইতে উঠিয়া ঐ পাথরে লাগে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই সকল পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে অল্প কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলে উত্তম ছাপা হয় এবং এক লক্ষ কর্দ্দ ছাপা হইলেও কিছু মন্দ হয় না আদ্যন্ত সমান ছাপা হয়। এই রূপে যে ছাপা হইতেছে সে ছাপার কাগজ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আসিয়াছে এবং সে কল ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শীঘ্র আসিবেক।

১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬

নেপালের কাগজ।—নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পুর্ব্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চূণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহাহইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।

১ আগষ্ট ১৮২৯। ১৮ শ্রাবণ ১২৩৬

দীর্ঘজীবী।—জিলা নবদ্বীপের উখড়া পরগনার মধ্যে শিমহাট গ্রামের শ্রীযুত রামশরণ ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ১১০ এক শত দশ বৎসর হইয়াছে অদ্যাপিও আহার বিলক্ষণ আছে এবং এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন বুদ্ধির ভ্রম কিছুমাত্র হয় নাই শ্রবণপথের ব্যাঘাতের বিষয় কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই ইহাতেই অনুমান হয় আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন। আমারদিগের এ প্রদেশে এতাদৃশ বয়স্ক মনুষ্য সংপ্রতি দেখা শুনা যায় নাই…।—সমাচার চন্দ্রিকা।

১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১

গত বৎসরের মধ্যে আমাদের জ্ঞাতসারে যেং কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।...

১ মার্চ তারিখে কলিকাতার জরনেল আপিসে এক নূতন ইংরাজী সমাচারপত্র প্রকাশ হয়।

২৮ মার্চ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যকর্ত্তৃক গোয়াহাটি আয়ত্ত হয়।

২৬ জুন তারিখে কলিকাতাতে বেদ পাঠার্থে গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভা হয়।

জুলাই মাসে কলিকাতা নগরে ও তচ্চতুর্দিকস্থ স্থানে জ্বরের প্রাবল্য হয়।

১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর কর্ত্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।

২ আগস্ত তারিখে কলিকাতা নগরে কলিকাতাবাঙ্ক নামে নূতন বাঙ্ক হয়।

৬ আগস্ত তারিখে কলিকাতানিবাসি প্রধান গায়ক হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

২৫ সেপ্তম্বর তারিখে কলিকাতাতে জোজেফ ব্রাটু সাহেবের মৃত্যু হয়।

২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২

১৮২৫ শালের মধ্যে এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

* * * * *

খিদিরপুরের খালের উপর লৌহময় নূতন সেতু হয়।

সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপুর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।

শালিখাতে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের এক নূতন ছাপাখানা হয়।...

৮ জানুআরি তারিখে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আসাম অবধি মণিপুরপর্য্যন্ত নূতন পথ করিতে আরম্ভ হয়। আসামদেশের রাজধানী রঙ্গপুর ব্রহ্মদেশীয়েরদের অধিকার হয়। শতকরা পাঁচ টাকা সুদের নূতন কোম্পানির কাগজ হয়।

শহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি হালদার নূতন ছাপাখানা করেন।

জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়।

জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাহুলবিষয়ে নূতন আইন হয়।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয় নামে এক নূতন ছাপাখানা হয়।

পরিশিষ্ট

['বঙ্গদূত' হইতে সঙ্কলিত]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদূত' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষের কতকগুলি সংখ্যা আছে ; তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলিত হইল। 'বঙ্গদূত' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনের ১০ই মে। প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন—নীলরত্ন হালদার। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই মাস তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।

শিক্ষা

১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬

শিমুলাতে স্কুল। শিমুলার এমহর্ষ্ট স্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীযুত মেকালি সাহেবনামে একব্যক্তি এক স্কুল করিবেন কল্প হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি পাঠের আলোচনা হইবেক দুইপ্রকার হার হইয়াছে শুনিতেছি যে পারস্য সংস্কৃত এবং লাটিনের পাঠে ৪ চারি মুদ্রা আর তদ্ভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিন মুদ্রা মাসিক বেতন লাগিবেক আমরা অনুষ্ঠান পত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচনা বুঝি ইহাতে না থাকিবেক অর্থাৎ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও পাঠ করিতে পারিবেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম কেননা অন্য২ পাঠশালায় বয়ঃক্রমের বিবেচনা জন্য অনেকজন পাঠাভিলাষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্য তাহা হইতে পারিত না ইহাতে হইবার সম্ভাবনা বটে অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন ইতি।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।—শ্রীযুত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত উইলসন সাহেবের ধর্ম্মতলা একেডেমি নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত রিবেরেণ্ড উলিএম আদম সাহেব এবং শ্রীযুত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক অপূর্ব্ব রূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকেরদের কর্ত্তৃক কোন২ বালক পুস্তক ও কেহ২ রৌপ্যনির্ম্মিত গোলাকৃতি বিশেষে গ্রথিত হার স্বরূপ উপহার পাইয়াছেন।—সং কৌং

সাহিত্য

৭ নবেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬

আসামবুরুঞ্জি।—পূর্ব্বে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন্ মহাশয়ের আসাম বুরুঞ্জি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়াছিল এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ

করিতেছি যে ঐ বিজ্ঞ মহাশয় কর্ত্তৃক পুর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরণ হইতেছে এই খণ্ডে আসামের রাজ বিবরণ সমাপন হইয়াছে পরে রাজশাসন ও অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন২ খণ্ডে ক্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে। অতএব রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন ...।

৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২১ ভাদ্র ১২৩৬

বঙ্গদূতের সহচর বেঙ্গাল হেরাল্ডের সম্পাদক শ্রীযুত আর এম্ মার্টিন সাহেব যিনি যোড়শ সংখ্যায় যোড়শকলা পরিপূর্ণ রচনা করিয়া অধিকন্তু ন দোষায় ইত্যবধানে তদতিরিক্ত এক সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি ঐ মহাশয় সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়াতে প্রিয়জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যুক্ত এ প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত শ্রীযুত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব এতৎ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদ্যপি পুর্ব্বোক্ত সম্পাদকের বিচ্ছেদে অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ, কিন্তু পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন না যে বঙ্গদূত তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন যেহেতুক ইহার সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্ত্তন মাত্র।

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৩ পৌষ ১২৩৬

...ছাপা যন্ত্রে সমাচার প্রচার হইয়া থাকে তাহারি বৃত্তান্ত লিখিতেছি...।

	সমাচার পত্রের নাম	অধ্যক্ষের নাম
	ইংরাজী ভাষায় প্রত্যহ প্রকাশ হয়॥	
১	বেঙ্গাল হরকরা ও ক্রাণিকল্	সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
২	জানবুল	মেং জার্জ প্রিচার্ড
৩	কলিকাতা গেজেট	মেং বিলিয়র্স হালক্রাফ্ট
	সপ্তাহে দুইবার অথবা তিনবার প্রকাশ হয়॥	
১	গবরণমেণ্ট গেজেট	মেং জি, এচ, হটমান্
২	ইণ্ডিয়া গেজেট	মেশুয়র্স টি, বি, স্কাট এণ্ড কোং
৩	বেঙ্গাল্ ক্রাণিকল	মেশুয়র্স সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
	সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।	
১	বেঙ্গাল্ হেরাল্ড	মেশুয়র্স সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং
২	লিটেরেরী গেজেট	ঐ ঐ
৩	ওরেণ্টেল অবজর্বর	মেং জার্জ প্রিচার্ড
	সাপ্তাহিক দ্রব্যমূল্য।	
১	কলিকাতা একস্‌চেঞ্জ প্রাইস করেণ্ট	মেকেঞ্জিলাইয়ল এণ্ড কোং
২	কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেণ্ট	সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং
৩	ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস করেণ্ট	মোণ্ট ডিরোজারিও

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়।

১	সমাচার দর্পণ		মেং জান মার্শমন

কলিকাতাতে পারস্য ভাষায় সাপ্তাহিক সম্বাদ।

১	জামিজাহাঁনুমা		শ্রীযুত হরিহর দত্ত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়।

১	বঙ্গদূত	Editor	শ্রীযুত নীলরত্ন হালদার
২	সমাচারচন্দ্রিকা		শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	সম্বাদ কৌমুদী		শ্রীযুত হলধর বসু
৪	সম্বাদ তিমিরনাশক		শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন দাস

এতদ্ভিন্ন ইংরাজিতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা হইয়া প্রতি নিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।

পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহুদর্শী হইতে পারেন।

সমাজ

৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

মহামহিম শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক।—প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালাদেশ শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরদিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লণ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্‌যোগ পাইতেছেন ইহাঁরা এনিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীন দেশে ফ্রিট্রেডর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্য জনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্ব হইতে ফ্রিট্রেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বৃদ্ধি হইতে পারে

তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন তদনন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাস করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় দেড়কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি কিপর্য্যন্ত উর্ব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন ॥

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

যশোহর।—যশোহরের নীলের কৃষিকর্ম্মকরণ বিষয়ে এবং তদ্‌ঘটিত আইনের বিষয়ে কলিকাতার ইংরাজী সমাচারের কাগজে অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে ইংরাজী ১৮২৩ সালে নীলকর সাহেবেরদের প্রজা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যে আইন হইয়াছিল তাহার অর্থ সংপ্রতি সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবেরা এই মত করিয়াছেন যে তাহাতে নীলকর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষতির বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি কিন্তু অনুমান করি যে সেই আইনে এমত লিখিত আছে যে যদি প্রজা লোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরদ্দুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া তাহার স্থানে পাইতে পারেন। এক্ষণে এমত অনুমান হয় যে কর্ম্মকারক সাহেবেরা তাহার এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে কোন প্রজা লোক নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাসবাস করিতে না পারিলে ঐ দাদনীর টাকা এবং শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা লোক ঐ দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে।

এই বিবেচনাতে সেখানকার নীলকর সাহেবেরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাঁহারা কহেন যে যদি আইনের অর্থ এইরূপ করা যায় তবে কোন প্রকারে নীলের কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাইতে পারে না যেহেতুক যদি কোন ব্যক্তি আক্‌টোবর মাসে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নীলের দাদনী দেন তবে এইমত হইতে পারে যে এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে নীলের কিছু আবাদ হইতে পারে না যদি প্রজা লোকেরা এই সাত মাসের মধ্যে সেই টাকা অন্য কাহার স্থানে টাকা প্রতি ৻১০ অর্দ্ধ আনা সুদে কর্জ্জ দিয়া থাকে তবে তাহারা এপ্রিল মাসে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ ও দাদনীর টাকা অক্লেশে ফিরিয়া দিতে পারে এবং যদি সকল প্রজালোক এইরূপ করে তবে কোন প্রকারে সেই বৎসরে নীল জন্মিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি এরূপে নীল পাওনের ভরসাতে এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়া হইতে পারেন যেহেতুক তিনি যখন ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদনী দিয়াছেন তখন তিনি অবশ্য চাকর নফরের মাহিয়ানাতে অন্যঅন্য প্রকারে আর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন অতএব যখন তিনি নীল পাওনের ভরসা করেন সেই সময়ে যদি তাঁহার ঐ দাদনীর ৫০ হাজার টাকা ও তাহার সুদ ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে যেরূপ ক্ষতি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

নীলকর সাহেবেরা আরও কহেন যে নীলের প্রজারা সহজে আপনারদের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত করণে অনিচ্ছুক থাকে অতএব যদি তাহারা বন্দোবস্ত হওনের আর এই উপায় জানিতে পারে তবে নীলকর সাহেবেরদের উপরে অশেষ দায় ঘটিবে ॥

১১ জুলাই ১৮২৯। ২৯ আষাঢ় ১২৩৬

শ্রীযুত বেঙ্গাল হেরাল্ড সম্পাদকেষু—

আমার পূর্ব্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্ত্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় স্বীকৃত ছিলাম, অতএব এই কএক পংক্তি লিখিতেছি। নিবেদন এরূপ দোষারোপ সকারণ ব্যতীত নিষ্কারণ নহে, যেহেতু মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়, সুতরাং ইহাতে আপনকারদিগের তাদৃক্ ক্রোধোৎপত্তি হইতে পারে যেমন পুর্ব্বে দেড়শত বৎসর গত হইল আপনকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধাস্ত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত এবং তজ্জন্য জলে মগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তদ্রূপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ব্রতি কহিবেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদ্যপি তাহাকে ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্ত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি নাকরেন কিন্তু সাণ্ট এজেণ্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তদ্ভাষায় দুর্ব্বাক্য কহিতেন, সে যাহা হউক আমার এরূপ লেখাতে এমত জ্ঞান করিবেন না যে এতদ্দেশীয় রাজকীয় কোন কর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যকারক বাঙ্গালিরদিগের দুর্নাম দূরীকরণার্থে তাবৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে যষ্টি বর্ষ গত হইলে লার্ড কার্ণওয়ালিস্ সাহেব কর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতন নিরূপণের পুর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যাদৃক্ দোষাস্পদ ছিলেন এক্ষণে এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী কার্য্যকারকেরা তদ্রূপ অবস্থাধীন তাদৃক্ বটেন। অনুমান এই যে এতদ্দেশীয় থানাদার ও আমীন নমকের দারোগা প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মে তিন চারি কোটি টাকা এককালে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতের রাজ্যে প্রস্থান পুর্ব্বক বৃহৎ অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু পুর্ব্বকার এতদ্দেশবাসি ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এদৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য্য ছিল না যেকালে কৌন্সলের মেম্বর কেবল ষোল শত তঙ্কা বার্ষিক বেতন পাইতেন ও সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত, কিন্তু অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে আমারদিগের স্বদেশীয়েরা আপনকারদিগের পুর্ব্বপুরুষেরদিগ্‌কে অতিশয় নিন্দাবাদ করিতেন, এবং এদেশীয় নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের স্ত্রীলোককে অপমান পুর্ব্বক ডাকিতেন, অধিকন্তু অঙ্ক দোষে পাদুকা বা বংশ দ্বারা রোষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেন যে আহা দুঃখিরদিগ্‌কে কিছু বলিওনা, যেহেতুক উহারা বিষ্যুজ্ঞান রহিত এবং উহারদিগের অত্যল্প বেতন, সুতরাং দুষ্টাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে, অতএব উহারদিগ্‌কে ক্ষমা কর এবং উহারদিগের ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিওনা, যদি কস্মিন্‌কালে যথাযোগ্য বেতন নিরূপণ হইয়া উহারদিগ্‌কে উদর ভরণের দায়ে দুষ্কর্ম্মী না হইতে হয়. তবে উহারা শিষ্ট হইবেক। সংপ্রতি কালক্রমে আমারদিগের পুর্ব্বপুরুষের সেই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছে, অর্থাৎ "এক্ষণে

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় কার্য্যকারিরা যেপ্রকার পরাক্রম প্রাপ্ত অথচ বহুবিধ লোভ সত্বেও নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট, ও আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক এপ্রকার ভূমণ্ডল মধ্যে কুত্রাপি সম্ভব হয় না।

যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত তাঁহারা অবশ্যই এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে সদালাপে কখন কখন অন্যথা করেন, এবং যাঁহারা সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত লার্ড হেবর কহেন যে তাঁহারা এদেশস্থ ভূম্যধিপতিরদিগ্‌কে আসন দানেও পরাঙ্‌মুখ হয়েন, অধিকন্তু যে সকল রাজার ও নওয়াবের দেশ তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন তাঁহারদিগ্‌কে অনায়াসে অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুরের ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মকারিরা আপন আপন অধীন লোকের প্রতি ব্যবহারত অতিশয় উদার ও উৎসাহযুক্ত ও যাথার্থিক ও অস্বার্থপর ও অনুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে অন্বিত ইহা নিঃসন্দেহ বটে, এবং এপ্রকার আর সংসার মধ্যে পাওয়া ভার, সে যাহা হউক আমি ইঁহারদিগের এতাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিলাম কিন্তু যদি ইঁহারদিগের বেতন ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন বা ঘাটের দারোগা বা নমকের দারোগা অথবা সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয় তবে ইঁহারদিগের এ সকল গুণ স্থায়ী হইবেক এমত ভরসা হয়না, ফলিতার্থ একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা, কারণ ইহাও সম্ভব বটে যে তাঁহারা পূর্ব্বকার কর্ম্মকারিরদিগের ন্যায় কুমার্গানুগত না হইয়া বরং লঘুবেতনে শুষ্ক কলাই খাইয়া ও দুস্থতির পরিচ্ছদ পরিয়াও কাল যাপন করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু বাস্তবিক আমি এমত বাসনা করিনা যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যাহাহউক, বিচারসঙ্গত এই যে সমুদায় বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত নাহয় তাবৎ তাহারদিগকে অপবাদ করা সহজেই অনুচিত, বরং যে প্রকার আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনকারদিগের সহিত প্রাচীনদিগের ব্যবহার করিতেন সেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও বাক্যেতেও সেইরূপ কহা উচিত, যে "আহা দু:খীলোক ইহারদিগের জ্ঞান আমারদিগের ন্যায় উজ্জ্বল নহে ইহারদের বিড়ম্বনা বাহুল্য অথচ প্রাপ্তির অল্পতা, কিন্তু ইহাতেও যদি কেহ ভাবেন যে এ প্রকার আচরণ খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের অযোগ্য, তবে আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী প্রার্থনা করি যে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান পুরঃসর পরমাপ্যায়িত করেন। যাহা লিখিলাম ইহাতে আমার তাৎপর্য্য এমত নহে যে সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী আমলারদিগকে নির্ম্মলরূপে প্রকাশ করি ফলিতার্থ কি কারণে তাহারা অন্যের ন্যায় যাথার্থিক নহে ইহাই বিজ্ঞাপন তাৎপর্য্য যেহেতুক অন্যেরা তাহারদিগ্‌কে সহজেই কুবাক্য কহিয়া থাকেন।

"মলিন কোকিল কহে শুন শিখিবর।
পাইয়া বিচিত্র চিত্র পুচ্ছ মনোহর॥
আমারে বিবর্ণ দেখি না করো অখ্যাতি।
যেহেতু তুমিও পক্ষী নহ অন্য জাতি॥
যদি তব পুচ্ছ মম অঙ্গেতে থাকিত।
এ অঙ্গ তোমার অঙ্গ সমান হইত॥

পাইলে আমার পক্ষ তুমিও কুৎসিত।
অতএব অহঙ্কার তব অনুচিত॥…

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

কোম্পানির লবণের মাস্থলের পূর্ব্ব বিবরণ॥—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আপনারদের সমাচরপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লী হইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য স্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাস্থল রহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অস্থ২ কর্ত্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাস্থল রহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহাদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকার নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায় করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপন কর্তৃক স্থাপিত সমাজে যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাস্থল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্যে লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহা হইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক॥

১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬

কলিকাতার টৌনহালের সমাজ।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মের আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দেওনার্থে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক গত মঙ্গলবারে সমাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ

ধার্য্য হইল। সেসকল পশ্চাৎ পার্লিমেণ্টে প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল এবং ঐ দরখাস্তে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্বাক্ষর হওনার্থে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যাইবে।

ঐ সভায় পরামর্শসিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বাহুল্য হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উপরে যে অধিক মাসুল ধার্য্য আছে এবং ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্মে আপনারদের নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক আছে এই উভয় কারণে উভয় দেশের মধ্যে চলিত বাণিজ্যের বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজে সমাগত লোকেরদের এই ভরসা আছে যে পার্লিমেণ্টে সুবিবেচনা পুর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গল জনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।

পরামর্শসিদ্ধ তৃতীয় বাক্য এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিষ রফ্‌ত হয় তাহা প্রস্তুত করণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর আপনার রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে এবং দেশের অমঙ্গল এবং কোম্পানি বাহাদুরেরও ক্ষতি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত কোম্পানি এতদ্দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে নিবৃত্ত না হন সেপর্য্যন্ত এব্যাঘাতের কিছু প্রতিকার হইবে না ...

পরামর্শসিদ্ধ ষষ্ঠ কথা এই যে এদেশে ইউরোপীয় লোকদের প্রতি গবরণমেণ্ট যে করুণা ও বিবেচনা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজে সমাগত লোকেরদের তুষ্টি আছে বিশেষতঃ কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ করণার্থে ইউরোপীয় লোকেরদিগকে ১৮২৪ সালে আপন২ নামে ভূমি দখল করণের বিষয়ে যে অনুমতি প্রদান হইয়া ছিল তাহার বিধি বিস্তারকরণেতে সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান গবরণমেণ্টের সদ্বিবেচনা ও সুস্বভাবের বিষয়ে সমাজে সমাগত কোনব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই তথাপি তাঁহারদের ইহা বাঞ্ছনীয় যে বাদশাহের সমস্ত প্রজা এদেশে আপনারদিগকে সংস্থাপন করিতে এবং যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে এদেশে বাস করিতে পার্লিমেণ্টের হুকুমের দ্বারা অনুমতি পান।

পরামর্শসিদ্ধ সপ্তম বাক্য এই যে ইংলণ্ডদেশের বাদশাহের অন্য২ চাকলার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে যে মাসুল ধার্য্য আছে এদেশ হইতে অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্নদ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

পরামর্শসিদ্ধ অষ্টম বাক্য এই যে যেসকল আইনে ইংলণ্ডদেশের কর্ম্মকারক সাহেবরদিগের অনুমতির অপেক্ষা থাকে তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয় কারণ যে সেই আইনের বিরুদ্ধ তাঁহারা যাঁহারা আইন জারী হওনের পুর্ব্বে তদ্বিষয়ে আপনারদের আপত্তি জানাইতে পারেন।

পরামর্শসিদ্ধ নবম কথা এই যে এই সকল পরামর্শের কথা লইয়া পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ এক দরখাস্ত প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে সকলের স্বাক্ষর হওনার্থে এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যায়।

অপর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আঠার জন সাহেব লোক সেই দরখাস্ত প্রস্তুত করিতে সম্মতি পাইলেন ও কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল॥ সং সং

২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬

জেনরলব্যাঙ্ক।—আমারদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মতে গত সোমবার এক্সচেঞ্জ ঘরে এই ব্যাঙ্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহকের নিয়োগ নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল তথায় তাবৎ অংশি এবং অপরাপর ধনি মানি গুণি প্রভৃতি বহুবিধ লোক আগমন করিয়াছিলেন, এই সভায় শ্রীযুত জান স্মীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্ম্মকারিরদিগের নাম নির্দ্দেশ উদ্দেশে অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট দিতে পারিবেন তদনন্তর এই বোটের সংখ্যাকর্ত্তারা ঐ পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরের প্রকাশ স্থান হইতে স্বতন্ত্র এক স্থানে প্রস্থান করিয়া সংখ্যায় নিযুক্ত হইলেন এখানে সভা স্থানে সভাপতি প্রভৃতি এতদ্বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্ত হইলেন ফলিতার্থ ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুনা যায় নাই কিন্তু কোষাধ্যক্ষের পক্ষে অনেক গোলযোগ হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার তৎকর্ম্মাভিলাষী ছিলেন তজ্জন্য অংশি সমূহের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বোটের সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্যমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল অর্থাৎ তাঁহারা কহিলেন যে ঠাকুর বাবুর পক্ষে অংশিদিগের সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে এমতে সেই পক্ষের সম্মতি পত্রানুসারে এই নীচের লিখিত কএক জনের পশ্চাদুক্ত কএক কর্ম্মে নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে বিশেষতো রমার কটাক্ষ রমানাথেই হইল, আশুতোষ আপন নামের যোগার্থানুসারে অমাত্যের কথায় আশু সম্মত হইয়া একর্ম্মের প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্ম না হওয়াতেও তাঁহার আশুতোষ হইল।

নামের বিবরণ।

ত্রষ্টী অর্থাৎ বিশ্বস্ত।—শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়।

ডাইরেকটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ।—শ্রীযুত জান পামর, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপ্‌ক্যার, মেং সটন, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক।—শ্রীযুত হরি সাহেব।

ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি।—শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।

পরন্তু গত বৃহস্পতিবারে পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষগণের এক সভা হইয়া কোষাধ্যক্ষের মাসিক ৫০০ তঙ্কা বেতন নিরূপণ হইয়াছে এবং তৎকর্ম্মের নিমিত্তে ৪০০০০০ চারিলক্ষ তঙ্কার বোধ দিতে হইবেক তাহার অর্দ্ধেক কোম্পানির কাগজে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের অংশে এবং অপরার্দ্ধের জন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রতিভূ দেওনের কল্প স্থির হইয়াছে। অপর শ্রুত যে শ্রীযুত হরি সাহেবের সেক্রেটরীকর্ম্ম স্বীকারে বিকার জন্মিয়াছে এ প্রযুক্ত শ্রীযুত কার সাহেব ও শ্রীযুত গাডার্ড সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হওনে উদ্যুক্ত আছেন, পুনশ্চ ঐ রূপ সভায় অংশিরদের সম্মতির দ্বারা নিযুক্ত হইলে সমাচার প্রচার করা যাইবেক। ফলিতার্থ

এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মাধিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল ॥

৪ জুলাই ১৮২৯ । ২২ আষাঢ় ১২৩৬

গেনরল ব্যাঙ্ক ॥—গত ৩ জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের শেষ সভা পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরে হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হরি সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত কার সাহেব সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫ জন ডাইরেক্টরের আনুষঙ্গিক আর পাঁচ জন ডাইরেকটর অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাদানুবাদ হইয়া অংশেষে বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্রের সংখ্যাতিশয্য দ্বারা দুই জন বাঙ্গালী ও তিন জন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ॥

২৩ মে ১৮২৯ । ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নবীন নিয়ম ॥—জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েক বার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্বেও দুর্ব্বৃত্তেরা অত্যাচারে ক্ষান্ত নাহইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশগ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীরদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক।

৩০ মে ১৮২৯ । ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা।—"শ্রীযুত মাকনাটন সাহেবের হিন্দুলা অর্থাৎ ব্যবস্থা সংগ্রহইতে সংগৃহীত"—হিন্দুরদিগের পৈতৃক ধনবিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যবস্থা দৃষ্টি মাত্রেই আপাতত অন্যায় ও অসঙ্গত বোধহয় তাহা এই যে অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশী হয়েন যেমন অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চিত মধুমক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক্ হয় কিন্তু হিন্দুরদিগের সংসারনির্ব্বাহের বিশেষ ধারা ধরিয়া বিবেচনা করিলে এ ধারাবাহিক ধারা ন্যায়তোযুক্তিতঃ সুধারা ব্যতীত কুধারাবধারিত নহে যেহেতু বিশিষ্ট হিন্দুরদিগের প্রথা এই যে আত্মপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে অনেককে নিযুক্ত নাকরিয়া ধনোপার্জ্জনোদ্দেশে বিদেশে যাইতে পারেন না এবং একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেই হইয়া থাকে সেই সহোদর সুতরাং স্বীয় বিষয় কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া ঐ সংসারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন অপর সহোদর বিদেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রায় অনেক ধনোপার্জ্জন করেন এমতে যে সহোদর সংসারে থাকেন তিনি পরিবার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অপারক হওয়াতে দুঃখ ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না অতএব তাঁহার সহোদরের উপার্জ্জিত ধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয় যেহেতু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন ঐ কর্ম্মে না থাকিলে তাঁহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেন না। এতাবতা ঐ ধনোপার্জ্জনে ঐ অকৃতি ভ্রাতারও সহায়তা প্রতীতা হইতেছে। অধিকন্তু ইহা প্রামাণ্য বটে যে ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদ্যপি কোন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন তবে তিনিও

ঐরূপ ধনসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন আর উপার্জ্জন করণার্থে যথায় পৈতৃক ধনের কিঞ্চিৎ ও ব্যবহার হয় সেস্থলে যদিস্যাৎ সাংসারিক ব্যাপারে অকৃতিভ্রাতা নিযুক্তও নাথাকেন তথাপি তিনি অংশ পাইয়া থাকেন এব্যবস্থাও যুক্তিসিদ্ধ বটে। অপর পৈতৃকধন কিঞ্চিৎ লইয়া তদ্দ্বারা যে সহোদর ধনলাভ করিয়াছেন তাহার ন্যায় যে সহোদরেরা সেই ধন না লইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারদিগের লাভ নাহইয়া থাকে এতাবতা কখন এমত নিশ্চয় করা যায় না যে সেব্যক্তি পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইতনা। বরং সিদ্ধান্ত এই যে সেই পূর্ব্বধন অপর ধনোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ এবং কি পরিমিত ধনব্যবহারে পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয় বা নাহয় তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য॥

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

ডালি দেওনের নিষেধ কল্পনা॥—জনরব হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় লোকের নিকট হইতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজকীয় ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদক সাহেব লোকের ফল মূল আমিষ্যাদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপঢৌকন গ্রহণ করণে নিষেধ কল্পনা হইতেছে কিন্তু এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার তাৎপর্য্য কেবল সাহেব লোকের সম্বর্দ্ধনা করা মাত্র নতুবা ফল মূলে তাঁহারদের কি ফলোদয় কিন্তু গ্রহণ না করিলে প্রেরকের অপমান সম্ভব অতএব এই বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে তাহা অস্মদাদির লঘুবোধের বোধাতীত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬

রাস্তার তদারক।—আমরা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীশ্রীযুত এতন্নগরের রাস্তা সকল তদারক করিতে তাবৎ মাজিস্ত্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন এবং মফস্বলের গ্রামের মধ্যদিয়া যে সকল রাস্তা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে হইবেক কিন্তু কিপ্রকারে জমীদার লোক সাহায্য করিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত হই নাই।

২৪ অক্টোবর ১৮২৯। ৯ কার্ত্তিক ১২৩৬

কলিকাতার পুলিস।—...কলিকাতার পুলীসের চৌকীদার প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও তজ্জন্য নগর বাসিরদিগের মানের হানি ও মনের গ্লানি ইত্যাদি শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কোম্পানির কার্য্যসম্পাদক সাহেব লোক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি ও অন্য২ সাহেব লোক সংশ্লিষ্ট এক কমিটি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে তাঁহারা যথার্থরূপে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অবগত হইয়া এমত বিহিত বিবেচনা করেন যে পুলীস সম্পর্কীয় দৌরাত্ম্য সম্যক প্রকারে রহিত হয় এবং পুলীসের যথার্থ তাৎপর্য্য দুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপদ্রবে কালযাপন তাহাও সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ পূর্ব্বোক্ত কমিটি সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন এই ক্ষণে দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত রূপে তন্নিরাস বিধানে ও পুলীসের ধারার সুধারা করণে যথা সম্ভব অভিনিবেশ করিবেন এবং প্রজালোকের ধন প্রাণের রক্ষা ও আগন্তুক উৎপাতাদি শান্ত্যর্থ পুলীসের আইন সকলেরো পরিবর্ত্তনে প্রয়াস পাইবেন। এবং ঐ কমিটী সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে প্রজা-

লোকের নিবেদন শ্রবণ করেন ও তাহারদিগের আগামি দুরবস্থা দূরীকরণে উপযুক্ত বিধান করেন। অতএব প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যের কোন বিবরণ প্রচার করণে কিম্বা কোন উত্তম পরামর্শ দানে ইচ্ছুক হয়েন যদ্দ্বারা প্রজালোকের সুখোসিতত্ব ও রাজার ন্যায়ের মহত্ত্ব সম্ভবে তাহা ঐ সাহেবলোকের নিকটে নিবেদন করিবেন। যে সকল বিতণ্ডা উপস্থিত ছিল তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন এ প্রকার যে তদ্দ্বারা প্রজালোক ক্লেশের ভাজন অতএব কমিটী সাহেবলোক এক পুলীসকে তিন স্থানে বিভাগ করিবেন আর যে কোন আইনের ব্যবস্থায় প্রজালোকের দুরবস্থা জন্মায় তাহা এক কালীন করিবেন তদ্বিষয়ে ইহার পরে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবেক তাহা অপ্রকাশ থাকিবেক না।

৭ নবেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬

পুলিসের কমিটী॥—সম্প্রতি পুলিসের কমিটীর বৈঠক নিয়মিত মতে প্রতি সপ্তাহে তিনবার হইয়া থাকে কিন্তু এসভা যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না, দুই জন মাজিস্ত্রেট ঐ সভায় নিযুক্ত আছেন ফলিতার্থ কলিকাতার পুলিসের বিষয়ে যে নানা প্রকার দোষোল্লাস সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত অদ্যাপি ব্যক্ত হইল না। ইহার কারণ কিছুই বোধ হয়না কিয়ৎকাল হইল মাজিস্ত্রেটেরদিগের অমনোযোগ ও পুলিসের চৌকিদারেরদিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ক অপবাদে সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণে সকলের দরখাস্ত শুনিবার জন্য এবং সমুদায় দুঃখ নিবারণ কারণ যখন কমিটী বসিল তখন সকলেই নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন এক জনও জনপদের হিতার্থে এমত সাহসিক দেখা যায় না যে পুর্ব্বে সমাচারপত্রে যেসকল বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত সম্বাদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন।

এই কমিটীতে আসিতে কাহারো ভয়ের বিষয় নাই কমিটীর সম্পাদক সকলে কাহাকেও ভয় দেখাইবেন না যদি কেহ এমত সন্দেহ করেন সে মিথ্যা কারণ তাঁহারা গবরণমেণ্টের অতি কোমল স্বভাব ও বিচার প্রভাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহারদিগের বিবেচনার যোগ্য কোন বিষয়ের প্রস্তাব শুনিতে তাহাঁরা নিতান্ত বাঞ্ছিত আছেন। এমতে পুলিসের নিয়মের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তির অভিযোগ করণের কোন যথার্থ কারণ থাকে তাহার উপায়ের চেষ্টা যদি তাঁহারা এই বর্ত্তমান সুযোগ পাইয়া না করেন তবে সুতরাং তাঁহারা লোকোপকারের জন্য গবরণমেণ্টের মনোযোগ নাই এ অপবাদ আর করিতে পারিবেন না বরং এক্ষণে যে দুঃখ কেবল দুই এক কথার দ্বারা অনায়াসেই নিবারণ হইতে পারিত তাহা ইহার পর নিঃশব্দ হইয়া সহিয়া থাকিতে হইবেক॥

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬

কীর্ত্তিস্তম্ভ সঞ্জীবতি।—লক্ষ্ণৌ নিবাসি শ্রীলশ্রীযুত নওয়াব মুন্তেজমদ্দৌলা মিহিন্দি আলি খান বাহাদুর যিনি দশ বৎসরাবধি ফত্তেগড় মোকামে অবস্থিতি করিয়া আছেন তিনি গত গবর্ণর জেনেরল লার্ড মায়রা সাহেবের আমলে শাহজাহানপুরের খনৌত নদীর উপরে সেতু বন্ধনার্থে ১৮০০০০ টাকা বন্ধান করিয়া দিয়াছিলেন ঐ পুল উর্দ্ধেতে ১৮০০ ফুট পরিমিত যাহা ছয় বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কালে দ্বিতীয়

গবর্ণর জেনেরল লার্ড এমহর্ষ্ট সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন তখন ঐ বৃহদ্ব্যাপার দেখিয়া পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন কোম্পানির অধিকারে এতাদৃশ উপকারে উপকারি দেখিয়া লার্ড মায়রা সাহেব পরমাহ্লাদ ও ধন্যবাদ সূচক এক প্রশংসাপত্র ঐ নওয়াব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ পুর্ব্বোক্ত নওয়াব বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ প্রকার চমৎকার সাহস ও দানশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযুত কাপ্তেন ফুল্টন সাহেবের প্রার্থনাতে ফতেগড় মোকামে দুইটা পুল এবং শ্রীযুত নুনহেম সাহেবের নিবেদন করাতে মম্মিন পুরের পথে তিনটা পুল বান্ধাইয়া দিয়াছেন ঐ স্থানে বর্ষাকালে অনেকানেক লোক জলে মগ্ন হইত এবং পথিকের পথ রোধ হইত। এতদ্ভিন্ন খোদাগঞ্জ ও জালালাবাদ অঞ্চলে আর তিনটা পুল বান্ধাইতেছেন তন্মধ্যে জালালাবাদের দুই পুল যে স্থানে হইতেছে সেস্থানেও বর্ষাকালে ঐ রূপ দুরবস্থা এবং খোদাগঞ্জের নীচে কালীনদীর উপর যে এক পুল বান্ধা যাইতেছে তথায় পুর্ব্ব কালে সরকারের প্রধান২ লোক পুলবন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু জলের প্রবাহ হেতু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই সংপ্রতি সেই কালীনদীর পুল প্রস্তুত হইয়াছে অপর ফতেগড়ে ও কালীনদীর তীরে নানামোঘাটে ও কানপুরের নদীতীরে ও শাহাজাহানপুরে খনোত নদীর ধারে ও জালালাবাদে পথিকলোকের বাসোপযুক্ত বিস্তারিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একটা সরাই প্রস্তুত করাইতেছেন এই বিখ্যাত পুণ্যবন্ত দাস্ত নওয়াব বাহাদুর যে রূপ নিস্বার্থে কেবল পরার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ পুর্ব্বক লোকোপকার ও সরকরের অধিকারের অধিক শোভার বিস্তার করিতেছেন এই দৃষ্টান্তে অন্য২ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান লোক যদি এতাদৃশ সৎ প্রবৃত্তিতে পবর্ত্ত হয়েন তবে ইহসংসারেও যশের ভাজন হইতে পারেন…।

ধর্ম্ম

১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬

শারদীয় মহোৎসব॥ শ্রীযুত বঙ্গদূত সম্পাদক মহাশয়েষু।—এই কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়-মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পুজা হয় সকলে স্বস্বমতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পুজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটা পুর্ব্বক ঝাড় লণ্ঠন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য পুর্ব্বক প্রকৃত কার্য্য পুজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবনমধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বহির্দ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্ত্তি পথহইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্ত্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় তদ্গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মুল কারণজ্ঞান করেন সে যাহাহউক এবৎসর ৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুইদণ্ড পর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত

হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ৺ রাজা রামচাঁদের বাটী ও ৺ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পুজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্ম্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পুজার বার্ত্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিলনা উপরে নীচে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্য গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।…—কস্যচিৎ দর্শকস্য।

বিবিধ

৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬

নূতন ডাকঘর॥—গত ২৩ মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা মাশুলের ডাকঘর-স্থাপনেব বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাশুল লাগিবে এবং এক অবধি দুই ভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্নের পাঁচঘণ্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিত্‌পুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পুর্ব্বদিগে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে॥

১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬

সভা।—কলিকাতা লেটরেরি সোসাইটী নামক বিদ্যা বিষয়ক সভা গত বৃহস্পতিবার রজনীতে নিয়মিত স্থানে বসিয়াছিল এদিবসে সভাপতি ও তদ্ভিন্ন দশজন সভ্য সভায় শুভাগমন করিয়া ছিলেন এই সভায় প্রথমতঃ প্রস্তাব হইয়াছে যে পুর্ব্বে প্রতি মাসে একজন সভ্য কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন এক্ষণে সভ্যদের সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু দুই জন সভ্য এক বিষয়ে পৃথক২ রূপে ব্যাখ্যা করিবেন যদি সেই ব্যাখ্যাতে কোন সভ্য কোন কটাক্ষ করিতে বাসনা করেন তাহাতে ও ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি আর ও কএক নূতন নিয়ম স্থাপনের উক্তি হইল পরে এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহার প্রতি ভারার্পিত মতে হিন্দু ও মোসলমান এবং ইংরাজের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওনের বিবরণ ব্যাখ্যা করিলেন অপরঞ্চ কৌমুদী পত্র প্রকাশকের এক পত্র সভাতে উপস্থিত হইল তাহাতে প্রকাশক এই যাচ্‌ঞা করিয়া ছিলেন যে পুর্ব্বে এক বিজ্ঞ সভ্য কর্তৃক এই ভারতবর্ষের সীমা প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহা কৌমুদীতে প্রকাশ করেন তদ্বিষয়ে আদেশ হইল যে প্রকাশকের প্রার্থনা পত্র বিহিত অনুমতি প্রদান জন্য ইস্‌টণ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়।

১০ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬

টেলীগ্রাফ ॥—শ্রুত যে কলিকাতা অবধি সাগর পর্য্যন্ত টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বিশেষের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করণের নিমিত্তে গবরণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে তাহাতে বহুপকার স্বীকারপুর্ব্বক এতন্নগরস্থ ইংরেজ সওদাগর প্রভৃতি চাঁদা করিয়া প্রতি মাসে সহস্র মুদ্রা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ পুর্ব্বোক্ত মন্দিরের শ্রেণী প্রস্তুতা হইলে অনুমান যে সাগর হইতে প্রতিদিন উর্দ্ধ সংখ্যা ছয়বার সমাচার পাওয়া যাইতে পারিবেক অর্থাৎ সে স্থানে কোন জাহাজ পৌছিলে কএক পলের মধ্যে জাহাজের নাম ও তাহাতে যে কেহ আরোহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম বিশেষতঃ বিলাতের ও অন্য২ স্থানের কোন বিশেষ সমাচারের স্থুল বৃত্তান্ত অনায়াসে পাওয়া যাইবেক...।

১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥—গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পুর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পুর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পুর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যেসকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পুর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পুর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পুর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যেসকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংগ্লণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্লণ্ডের পুর্ব্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক।

যেহেতুক ইংগ্লণ্ড দেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজাসমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূম্যাধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদারসকল কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও

সেই রূপে কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহারদিগের ধনবৃদ্ধি অষ্টম হেনরী রাজার সাম্রাজ্য পর্য্যন্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র প্রথম চারল্‌স নামক রাজাকে শিরচ্ছেদ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন। অপর অত্যুচ্চ কিম্বা অতিহীনাবস্থাবস্থিত এই দ্বিবিধ লোক ব্যতীত মধ্যবিত্তলোকের অভাবপক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল এই যে স্পেন দেশেতে যে ব্যক্তির সন্ততি হয় সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিডাল্‌গো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপরঞ্চ হতভাগ্য পোলণ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির সহিত বিক্রীত হয় এতৎ সমূহ দৃষ্টান্তে এই প্রসিদ্ধ হইতেছে যে ঐ গৌড় রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে। ফলিতার্থ এ প্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারো-পযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থে চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা সমুদায় লোপ হইবেক, দশ বৎসর পুর্ব্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি, পুর্ব্বে যে সূত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কর্ম্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তঙ্কা উর্দ্ধে ২০ তঙ্কা পর্য্যন্ত মাসিক পায়, শ্রমেরও মূল্য পুর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পুর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না, পুর্ব্বে শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তঙ্কা ছিল এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা সেই ভূমির তিন চারি তঙ্কা রাজস্ব চাহেন এবং যে তণ্ডুলের মোন ।৹ আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই তঙ্কা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে। যেহেতু ১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পুর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না যাহা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দেখা যাইতেছে কেবল মনাপলী অর্থাৎ অন্য ব্যতিরিক্ত কোম্পানির তেজারতে লোক সকলের উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তৎপ্রযুক্ত যে সকল উপায়ে ইদানী উপকার দর্শিতেছে সে উপায় চিন্তায় ঐ মনাপলীর বাহুল্যেতে ব্যাঘাত জন্মিত কিন্তু য়োরোপীয় লোকের সমাগমেতে নীলের কৃষিকর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহারদিগের নিজের ও ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে আর ঐ নীলের কৃষিকর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অপর যেসকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাস্‌গো প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগবিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতি জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশ হইতে সেদেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে, এ ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে অথবা

কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয় এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এদেশীয় দ্রব্য সেদেশে এবং সে দেশীয় দ্রব্য এদেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্যদ্বারা ভারতবর্ষে ও ইংগ্লণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্যপ্রেরণের প্রতিবন্ধক মাসুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পৌছিতে পারে না।

এই ভারতবর্ষ হইতে কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০০০০০০ লক্ষ পৌণ্ড রাজস্বরূপে সংগ্রহ হয় তন্মধ্যে ২০০০০০০ লক্ষ ঐ কোম্পানীর অংশিতে কৃতাংশ হয় অবশিষ্ট ইংলণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্য্যাপ্ত। এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লেখিতব্য আছে তাহা বিবেচনা মতে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এদেশে য়োরোপীয় লোকের চাস বাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদ্যুক্ত হউন অর্থাৎ এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পার্লিমেণ্ট নামক মহাসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রায়াস সিদ্ধি হইবেক ॥

৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬

নরবলি ॥—কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলির অন্তর্বর্ত্তি কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারিরা দ্বারবদ্ধ করণানন্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারিরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে পূর্ব্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক, ইহাতে পূজারিরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই আমরা অনুমান করি যে দস্যুরদিগের কর্ত্তৃক এরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকিবেক ॥

সম্পাদকীয়

পৃ. ৩—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি।

১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য,—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্ম্মপুস্তক ছাপান ইহার বিধি-বহির্ভূত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালন-ভার স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ. বি বেলী উইলিয়ম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন—তারিণীচরণ মিত্র।

স্কুল-বুক সোসাইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ Chas Lushington: *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* ..(1824) পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩—তারিণীচরণ মিত্র।

তারিণীচরণ মিত্র সে যুগের এক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় তিনি স্বনামধন্য দুর্গাচরণ মিত্রের পঞ্চম পুত্র।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তারিণীচরণ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হিন্দুস্থানী-বিভাগের অধ্যক্ষ জন্ গিলক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরীতে তাঁহার পদোন্নতি ঘটিয়াছিল। তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর মাসিক দুই শত টাকা বেতনে হিন্দুস্থানী-বিভাগের প্রধান মুন্সীর পদে উন্নীত হন এবং এই পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ৫৮ বৎসর বয়সে মাসিক এক শত টাকা পেনশনে অবসর গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সহিত তারিণীচরণের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সোসাইটির প্রথম বর্ষের বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির (Committee of Managers) মধ্যে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; এই তিন জন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক বা নেটিব সেক্রেটরী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তারিণীচরণ রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কাশীরাজের দরবারে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারিণীচরণ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; উর্দ্দু হিন্দী ত তিনি ভাল জানিতেনই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্যকালে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা, আবার অনেক পুস্তক রচনায় অপরকে

সাহায্যও করিয়াছিলেন। জন্ গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুন্‌শীগণ ইংরেজী হইতে ঈসপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ রোমান অক্ষরে ***The Oriental Fabulist*** নামে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অংশ তারিণীচরণ-কৃত।

তারিণীচরণ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অনুরোধে হিন্দী ও উর্দু ভাষায় কোন কোন পুস্তক রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে ইংরেজী ও আর্বী হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'নীতিকথা' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; ঐ বৎসরেই উহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩, ৭৪—রামজয় তর্কালঙ্কার।

রামজয় তর্কালঙ্কার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র। ১৮১৬ সনের ৯ই জুলাই মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতদের পদ ত্যাগ করিয়া সুপ্রীম-কোর্টের পণ্ডিতী গ্রহণ করেন। সেই সময় বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ কেরীর সুপারিশে রামজয় মাসিক এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। পিতার ন্যায় রামজয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহাকে এই পদে সুপারিশ করিয়া কেরী কলেজ-কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন :—"Ram Juya is very little inferior to his father in general science, and will probably in a few years be his equal, and perhaps will exceed him." ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি পিতার মৃত্যু হইলে রামজয় ঐ বৎসরের জুলাই মাসে সুপ্রীম-কোর্টে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৭ তারিখে রামজয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৪) লেখেন :—"আমরা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গত ১৯ অগ্রহায়ণ দিবসে সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাদায়ক পণ্ডিত বহুশাস্ত্র বিশারদ ৺রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত জগদীশ্বর স্মরণ করিতে করিতে যোগ্যলোকে গমন করিয়াছেন, তিনি বহুগুণান্বিত সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন,... ।"

রামজয় তর্কালঙ্কারের এই দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

(১) সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ।—বিজ্ঞানাচার্য্য গোস্বামিকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য। তাহার ভাষা ব্যাখ্যা। শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক কৃতা।—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—সন ১৮.৮ শাল।—

(২) দায়কৌমুদী এবং দত্তককৌমুদী এবং ব্যবস্থাসংগ্রহঃ ॥ শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কার কৃতঃ ॥ কলিকাতার চর্চ্চমিশন ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। ইংরেজী ১৮২৭ শাল ॥ বাঙ্গালা ১২৩৪ শাল ॥

পৃ. ৪—কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্প দিন পরে কমিটির সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন,

তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য —দেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতায় যে-সব বিদ্যালয় আছে, সেগুলির সাহায্য ও উন্নতিবিধান, এবং প্রয়োজনমত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহের কৃতী ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়, কারণ, এই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে এক দল যোগ্য শিক্ষক ও অনুবাদক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হইবে। রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির নেটিব সেক্রেটরি, এবং ডেবিড হেয়ার সদস্য ও ইউরোপীয়ান সেক্রেটরি ছিলেন।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম রিপোর্টের পরিশিষ্টে, এবং লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Intsitutions* (1824) পুস্তকের ১৬৮-৮৪ পৃষ্ঠায় স্কুল সোসাইটি-প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৪, ৬—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বজরাপুর-নিবাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে গৌরমোহন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি স্কুল-বুক সোসাইটির গ্রন্থপ্রকাশাদি কার্য্যে সহায়তা করিতেন এবং স্কুল সোসাইটির হেড পণ্ডিত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ২০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন, তাহার পর সুখসাগরের মুন্সেফ হন।

গৌরমোহনের রচিত দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। উহা:—(১) স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক, মার্চ ১৮২২, পৃ. ২৪। (২) কবিতামৃতকূপ, ইং ১৮২৬, পৃ. ৪৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা: 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার…'।

পৃ ৫, ৭৪—ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শেষ দশকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এ-দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্য পুস্তকাদি রচনা করিয়া এ-দেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের শুভ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মালদহের গোয়ামালটিতে জন্ এলার্টন, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট কালনা ও চন্দননগরে জন্ ডি. পীয়ার্সন ও জে. হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট বর্দ্ধমানস্থিত প্রভিন্‌শিয়াল ব্যাটেলিয়নের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বর্দ্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর

থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংশ্রবে বর্দ্ধমানে শিক্ষা-বিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুল-সমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০৲ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টিওয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে, এ-দেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন; কোন পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখেই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্দ্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন, সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্ত্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়্‌যন্ত্র! কারণ, ইতিপূর্ব্বে হাতে-লেখা পুঁথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত বহু কষ্টে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করা ত দূরের কথা! ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টিওয়ার্ট ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য গবর্মেণ্ট যে নিরন্তর চেষ্টিত, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টিওয়ার্ট দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তিনি কোন দিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্ম্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার-হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল, তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা

* তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি 'মনোরঞ্জনেতিহাস'—"বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান" রচনা করেন। 'মনোরঞ্জনেতিহাস' পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণই ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবা পুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্দ্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমান যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি—

১। বর্ণমালা (?)—ইং ১৮১৮।

এ সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;···

২। উপদেশ কথা। ইং ১৮১৮।

ইহা প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে 'ইতিহাস কথা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'উপদেশ কথা' নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।* 'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

৩। তমোনাশক। ইং ১৮২৮ পৃ. ৩২।

Tomonasuck or *Destroyer of Darkness* By James Stewart.

তমোনাশক অর্থাৎ দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। বর্দ্ধমানের জেমস ষ্টুএট সাহেবের কৃত।

কলিকাতায় ছাপা হইল ১২৩৪ শাল। Printed at Calcutta. 1828.

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমির নাশক' (পৃ. ২০)—এই পরিবর্ত্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

* 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha*, a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman Presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the "*Pleasing Tales.*"—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট প্রসঙ্গে J. Long : *Hand-book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92 ; First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society; এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৪ সালের ২য় সংখ্যা (পৃ. ৬০-৬৭) দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬—ডেভিড হেয়ার

ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্যারীচাঁদ মিত্রের *A Biographical Sketch of David Hare* (1877) ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তক দুইখানি পাঠ করিতে পারেন।

হেয়ার প্রথমে ঘড়িনির্ম্মাতা হিসাবে এদেশে আসেন। এই ব্যবসা তিনি ১৮২০ সনে ত্যাগ করেন। এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে-বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

DAVID HARE

Watch Maker,

Begs to inform his friends and the public in general that he has this day retired from Business ; and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.

He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their Patronage to his Successor, Mr. Gray ; who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years ; which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that he feels the greatest confidence in recommending him on their notice. *January* 1, 1820 —*The Government Gazette* (Supplement) for January 6, 1820.

পৃ. ৮—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ২৭এ ডিসেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—"আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসী মহাধনসম্পন্ন ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই,…"

পৃ. ৮, ১০—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

তারাচাঁদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯—গৌড়ীয় সমাজ।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা পুস্তকের তালিকায় "গৌড়দেশীয় সমাজ সংস্থাপনার্থ প্রথম সভার বিবরণ। ৬ ফাল্গুণ ১২২৯।" পুস্তিকার উল্লেখ আছে। "Native Literary Society" নামে ইহার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৩ সনের ডিসেম্বর-সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১০—বিশ্বম্ভর পানি।

ইহার জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' (১৩২৭-২৮) এবং 'পুরোহিত' (২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

পৃ. ১১—'ব্যবহারমুকুর'।

এই পুস্তকখানির লেখক কাশীকান্ত ঘোষাল নহেন—কালীশঙ্কর ঘোষাল। ইনি ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র। ইহার আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

শ্রীশ্রীমন্নারায়ণঃ—জয়তি—ব্যবহারমুকুর কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল শকাব্দা ১৭৪৫ সন ১২৩০ [পৃ. সংখ্যা ৫৮]

গ্রন্থকার "এই পুস্তক রচনার বিশেষ কারণ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বাল্যাবধি বহু আয়াসে ও নানা দেশ বাসে যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্র শিল্পাভ্যাসে কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সেবাভিলাষে কালযাপন দ্বারা নিজ মনকে সৎকথা মাধুকরি বৃত্তে কাল হরণ জন্য নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম দীর্ঘকাল পরে মন মধুকরে স্বজাতীয় পরজাতীয় যমজ স্বরূপী শাস্ত্রান্তরে ও বুধগণ হৃদি সরোজবরে প্রবেশিয়া ইহ পর লৌকিক হিতকারি নীতি মকরন্দ যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা একা অদনে স্বীয় সুখদ কিন্তু বন্ধুজনাদি সমীপে তজ্জন্য স্নেহহীন গণ্য হওন শঙ্কায় এ রসাস্বাদনের অংশি সকলকে করিতে প্রবর্ত্ত যদ্যপি সংস্কৃত গ্রন্থাবগতিতে পণ্ডিতগণেরা সম্যক বেত্ত বিধায় সুতৃপ্ত আছেন তথাচ তাঁহাদিগের লাভ এই সম্ভাবিত যে অস্মৎ শাস্ত্র স্বীয় শ্রমে যাঁহারা বোধাকাঙ্ক্ষী নহেন তাঁহাদিগের সদা শাস্ত্রার্থ অবগত করণ জন্য অধিক শ্রম অঙ্গীকার করিতেন সে শ্রমের বিরাম অবশ্য সম্ভাবিত।

মহানগরী কলিকাতায় নানা কৃতি বুধ গণ গণনায় বহুবিধ পদ্য রচনায় পুর্ব্বাপর অনেক গ্রন্থাদিত্য দীপ্তিমান আছে অতএব নবীন পদ্য রচনার পদ কাহার সুখাস্পদ নহে বিধায় ভাষা গদ্য রচনায় মনুষ্যের আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত দেশ কাল পাত্র বিচারে কোন ব্যবহার ও কর্ম্ম সুখ বর্দ্ধক তাহার বিশেষ কিঞ্চিৎ প্রশ্নোত্তর ছলে ও অন্য২ কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বগুণি গুণাকর গৌড়ীয় সমাজাধ্যক্ষবর গণের সমীপে অর্পণ করিলাম রসিকগণের আনন্দদায়ক এবং জ্ঞানান্ধ জনের মন তিমির নাশক যদি এই গ্রন্থ তাঁহাদের বিচারে হয় তবে মুদ্রাঙ্কিত দ্বারা প্রকাশাজ্ঞা হইবেক।"

এই অংশের পরেই "গ্রন্থকারের নাম পদ্য রচনায়" পাওয়া যায় :—

কামনা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশিতে মতি।
লীন হই প্রভুপদে যাতে শুদ্ধ গতি॥

শং শব্দ কল্যাণ হেতু ভাবি শিব নাম।
করুণা হইলে তার সিদ্ধ মনস্কাম ॥
রণে মরণেতে হয় সে নামে নির্ভয়।
দ্বিতীয় তাঁহার তুল্য কেহ নাহি হয় ॥
জগতের মধ্যে মম ভৌতিক শরীরে।
যে নামে নামিক কৈল বর্ণ অনুসারে ॥
কৃপা করি আদ্যাক্ষর আলোচনা হলে।
এ দীনের নাম ব্যক্ত হবে অবহেলে ॥

'ব্যবহারমুকুর' পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার ৫-২১ পৃষ্ঠায় "প্রশ্নোত্তর ছলে নীতিকথা" ১১৭টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর ; ২৩-৫৮ পৃষ্ঠায় "অথ প্রাতঃকালাবধি কোন কর্ম্ম বিধি।"

পৃ. ১২—ক্যালকাটা মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি।

এই সভা সম্বন্ধে ডব্লিউ. এইচ. কেরী লিখিয়াছেন :—"The Calcutta Medical and Physical Society was instituted in March 1823. Dr. James Hare was the first president and Dr. Adam, secretary. The society's *Journal* was published for many years under the editorship of Drs. Grant, Corbyn and others."—*Good Old Days of Hon'ble John Company*, i. 420.

পৃ. ১২-১৪—'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের উক্তি—"Raja Radhacaunt offered the [Calcutta Juvenile] Society the manuscript of a pamphlet in Bengali the *Stri Siksha Vidhyaka*..." হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকান্ত দেবই ইহার লেখক। রাধাকান্ত দেব এই পুস্তকের জন্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লেখক—কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ (১৮২৪-২৫) রিপোর্টে, পাদরি লঙের *Bengal Missions* (১৮৪৮) ও বংলা পুস্তকের তালিকায় (১৮৫৫), এবং ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের জীবনীতে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র রচয়িতা-হিসাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের নামের উল্লেখ আছে।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' ঠিক কোন্ সালে প্রথম প্রচারিত হয়, সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তাহার আখ্যাপত্র হইতে প্রকাশকাল "বা° সন ১২২৮" "1822" পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা ফিমেল জুবিনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী লোকের / শিক্ষার দৃষ্টান্ত। / কলিকাতার মিশ্যন মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল বা° সন ১২২৮ / The Importance / of /

FEMALE EDUCATION; / or Evidence in favour / of the / Education of Hindoo Females, / From the Examples of Illustrious Women, / Both ancient and modern. / Calcutta : / Printed at the Baptist Mission Press, / For / The Female Juvenile Society for the Establishment / and support of Bengalee Female Schools. / 1822. /

১৮২২ সনের এপ্রিল মাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইবার কারণ আছে। তখন মিশনরীদের চেষ্টায় চারি দিকেই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। চার্চ মিশনরী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় মিস কুক (পরে বিবি উইল্‌সন) নামে এক মহিলা অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে লোকমত গঠনের জন্য 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রধানতঃ বিতরণের জন্যই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সনে। এই সংস্করণের গোড়ায় "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (১৮২৪-২৫) প্রকাশ:—

> Gourmohun's Treatise on Female Education has been reprinted, the second edition of 500 copies having been repidly distributed. The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended.

ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি ও নীতিবিরুদ্ধ নয়, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে।

পৃ. ১২-১৪—স্ত্রীশিক্ষা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশনরীদের উদ্যোগে কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তখন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারা অন্তঃপুরে কন্যাদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যবস্থা করিতেন। এই কারণে মিশনরী-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে দরিদ্র ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নজাতির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিত। ১৮৪৯ সনে বীটন কর্ত্তৃক হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হিন্দু বালিকাদের শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতায় যে-কয়েকটি খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; সেটি The Female Juvenile Society For the Establishment and Support of Bengalee Female Schools. এই মহিলা-সমিতি খুব সম্ভব ১৮১৯ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।* নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮২২ সনে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' মুদ্রিত হয়। ইহাতে প্রকাশ—

"কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখা পড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছু দিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ [১৮১৯ ?] শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।" (৩য় সংস্করণ, পৃ. ৯)

সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা—হিন্দু প্রচেষ্টা ও খ্রীষ্টীয়ান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল আলোচনা করিয়াছেন (*Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education 1944*) এখানে আমি কেবল সে-যুগের সংবাদপত্র হইতে আরও কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সম্রান্ত পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল।

১৮৪৯ সনে বীটন (Bethune) সাহেব কলিকাতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলে তুমুল

---

* ২৯ আগষ্ট ১৮১৯ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটরী পীয়ার্স (W. H. Pearce) সোসাইটির অন্যতম সভ্য ফর্বস (G. Forbes) সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহা হইতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, পীয়ার্স ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির সভাপতিও ছিলেন।—

...there are not more than two hundred Bengalee Schools, averaging twenty-one pupils each, or four thousand and two hundred Children uuder instruction from Chitpoor Bridge to Birjootulao......Females too in Calcutta are in an inferior proportion,...from the number Hindoo *Girls* are excluded, a single School for this interesting, but neglected class of our fellow subjects having never, I believe, till without these last three months, existed in Calcutta.*

* "Many attempts to collect a Female School had been previously made but failed on account of the prejudices of the parents. The one here referred to was instituted at the expence of a small 'Society for the promotion of Female Bengalee Schools,' formed a few months ago in a Ladies' [Mrs. Lawson and Pearce's] Seminary in Calcutta."—The Second Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings. Second Year. 1818-19. p. 88,

এখানে ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটির কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লাশিংটন সাহেবের *The Hist., Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions* পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে লেখেন :—

"কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই গোলযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো বলিব এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন প্রথা নহে, সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সময়াবধি যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নিয়মিত রূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমরা ইহার অনেক প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছি এবং যবনাধিকারোপরমে ব্রিটিসাধিকারাগমাবধি পুনর্ব্বার হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস ব্যবহার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারী, বারেন্দ্র, ভূমীন্দ্র ভামিনী মহারাণী ভবানী দেবী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাঁহারদিগের স্বহস্তে নামাঙ্কিত ভূমি দানপত্র অনেকের স্থানে আছে, তদবধি বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এবং নাটোরের রাজবাটীতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিরাজ স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পট্টমহিষী ৺প্রাপ্তা মহারাণী কমলকুমারী স্বয়ং লিখিতে পড়িতে পারিতেন, বিদ্যাবলে ঐ মহারাণী মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের বর্ত্তমান কালাবধি আপনি রাজকার্য্য করিয়াছেন, এবং ৺ মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের দুই রাণী বর্ত্তমানা আছেন, তাঁহারাও লিখন পঠন বিষয়ে অতি সুশিক্ষিতা, এবং নবদ্বীপাধিপতি ৺ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরিবারেরাও বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, ৺ প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিতরূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায়াবাহাদুরের পুত্র ৺ প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা ৺ প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ভয় করিতেন।

হরসুন্দরী দাসী পঞ্চবর্ষীয়া কালে কিশোরী বৈষ্ণবীর নিকট অক্ষর শিক্ষা করেন, তৎপরে রাজবাটীর স্বস্ত্যয়নি একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষায় কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামায়ণের ভাষা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হয়, রাজকন্যা ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এক দিবস অন্তঃপুরে এক গৃহে একাকিনী মৃদুস্বরে তাহা পাঠ করিতেছিলেন এমত সময়ে রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর হঠাৎ অন্তঃপুরে যাইয়া সুস্বর শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ঘরে রামায়ণ পাঠ করে কে, রাজকন্যা পিতার স্বর শ্রবণে ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতাভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন, ইহাতেই রাজা বুঝিতে পারিলেন হরসুন্দরী রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনেতেই চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শুদ্ধরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাকা লইয়াছেন, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

রাজা বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছ, কিং

পড়িয়াছ আমার সাক্ষাতে বল, শঙ্কা নাই, তখন রাজকন্যা পিতার সাক্ষাতে তাবৎ সত্য বলিলেন, এবং বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাঁহার যে উৎসাহ জন্মিয়া ছিল পিতাকে তাহাও জানাইলেন, তাহাতে বিদ্যানুরাগি রাজা বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার নামে বিংশতি সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ স্বাক্ষর করিয়া দিয়া কহিলেন এই টাকার বৃদ্ধিদ্বারা তোমার পাঠ্য পুস্তকাদি ক্রয় করিবা, তদবধি রাজকন্যা ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল তাঁহার অসুখ হইয়াছিল, যথোচিত সময়ে পিতা বিবাহ দিলেন, শ্বশুরালয়ে ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত বধূভাবে রহিলেন, প্রকাশ্যে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন না, অনন্তর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজকন্যার গর্ভ হয়, সেই গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইলে সুতিকাগার হইতে বহির্গতা হইয়া ঐ সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দুগ্ধ দিতে২ পুনর্ব্বার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন সন্তানের আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পতিগৃহে গোপনে নানা পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, পরে সন্তানকে পারস্য ভাষা শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করিয়া "রূপ গঙ্গোপাধ্যায়" যিনি "রূপন্যায়ালঙ্কার"* নামে বিখ্যাত হইয়া বর্ত্তমান আছেন তাঁহার নিকট রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি তাবৎ শিক্ষা করিলেন, এবং কবিরাজ কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারদিগকে জ্ঞানী এবং কবী দেখিয়াছেন রাজকন্যা তাঁহারদিগকে মাসিক বেতন দিতেন, এইরূপে হরসুন্দরী দাসী হিন্দুজাতির তাবৎ শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াছিলেন।

রাজকন্যা হরসুন্দরী রাত্রি চারিঘণ্টার পরে গাত্রোত্থান করিয়া পুরাণ পাঠ করিতেন, এবং প্রভাতকালে মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপনানন্তর এক পবিত্র কুঠরীতে যাইয়া কম্বলাশনে কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিতেন, দাসীরা বোধ করিত তিনি পুজা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার পুজাগৃহে নৈবেদ্য পুষ্পপাত্রাদি রাখিতেন না, ইহাতেই কি লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না রাজকন্যা হরসুন্দরী দাসী বিদ্যাভ্যাস গুণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, পরে ঐ রাজকন্যা হবিষ্যাশিনী হইলেন, এবং সন্ধ্যার পরে দক্ষিণ বামে দুই বাতীর আলোকে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করিতেন, এরূপ গুণবতী কোন স্ত্রীলোকে কি আমরা দেখিব, স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরা বেশভূষাদি দ্বারা সুন্দরী হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি ঈষদ্ধাস্য করিয়া সংস্কৃত কবিতার দ্বারা তাঁহারদিগের রূপবর্ণন করিতেন, এক পর্ব্বদিনে স্বর্ণ বণিকজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা দ্বারা সজ্জীভূতা হইয়া হরসুন্দরীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই হরসুন্দরীকে কহিলেন অদ্য কি তোমার অলঙ্কারাদি ও উত্তম বস্ত্র পরিতে নাই, হরসুন্দরী উত্তর দিলেন অলঙ্কারের শোভাকে তিনি শোভা জ্ঞান করেন না "নক্ষত্র ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণংপতিঃ। পৃথিবী ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র ভূষণং" ঐ সকল নারীগণকে এই কবিতার অর্থও বুঝাইয়া দিলেন।

---

* রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারের নিবাস কুমারহট্ট। ১৮৫৯, ২৫এ আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে "কশ্চিৎ কুমারহট্ট নিবাসিনঃ" 'সংবাদ প্রভাকরে' (৩০-১১-৫৯) লিখিয়াছিলেন:—"তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে অলৌকিক নৈপুণ্য ও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অধুনা উক্ত সমাজে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি বিরল বলিলেই হয়। বিশেষতঃ পুরাণ ন্যায়শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কতিপয় শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিসীমা ছিল না। অনেকেই তাঁহার প্রসাদে সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ও সুপাত্র হইয়াছেন।"

এতদ্দেশীয় লোকেরা শঙ্কা করেন স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন কিন্তু হরসুন্দরী দাসী এরূপ বিদ্যাবতী হইয়াও কখনও স্বামির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, তিনি কখন২ স্বামিকে বলিতেন, "তুমি গ্রন্থ পাঠ কর" পৃথিবীর সকল রস পুস্তকের মধ্যে আহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ এই লোকনাথ মল্লিক···পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, লজ্জিত হইয়া স্ত্রীর নিকট হইতে পলায়ন করিতেন।

আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে২ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলাম, এসময়ে ঐ কন্যা বর্ত্তমানা থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা প্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, যাহা হউক, গত সূচনায় শোক বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন নাই, আপাততঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের কন্যার বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রস্তাব সমাপন করি।

আশুতোষ বাবুর কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দ্দ্‌ ভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষতঃ শিল্প বিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলণ্ডদেশীয়া প্রধানা শিল্পকারিকারাও তাঁহার শিল্পকর্ম্মদর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন, আমরা আশুতোষ বাবুর কন্যার স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েক বস্তু সংগ্রহ করিয়াছি, ভরসা করি এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়গণের আগামিনী সভায় তাহা উপস্থিত করিয়া সকলকে দেখাইতে পারিব।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার প্রবাহ মৃদুগমনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এই সময়ে এমত এক মহৎ ব্যক্তি যিনি রাজশক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তিনি হঠাৎ কলিকাতা নগরে আসিলেন এবং হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার দয়ার সম্পূর্ণ কিরণ প্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমারদিগের কি পর্য্যন্ত সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছে লেখনী দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না,···এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা ঐ মহাশয়ের অর্থাৎ শ্রীযুত বেথুন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের যথাসাধ্য আনুকূল্য করুন, বেথুন সাহেব প্রজাপালক, প্রজানাশক নহেন, তিনি প্রজার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট করিবেন না, সর্ব্বসাধারণ লোকেরা ইহা নিশ্চিত জানিবেন।"

গৌরীশঙ্কর পুনরায় ১৯ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' লেখেন :—

"অদূরদর্শিরা কহেন মহিলারা অবলা, তাহারদিগকে শিক্ষা দিলেও সুশিক্ষা করিতে পারিবেক না, কেহ২ ইহাও বলেন স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা দান করিয়া উপকার কি, আমরা এক স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিপক্ষ পক্ষের এই দুই আপত্তির উত্তর করি, অনুভব হইতেছে আমারদিগের প্রস্তাব পাঠে বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রাম নিবাসি···শ্রীযুত চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী···বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সাতখানা মূল সাত খানা টীকা এবং অভিধান পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ

তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের কিয়দংশও শিক্ষা দিলেন,পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভাগবতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন,এইক্ষণে দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর, পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন, দ্রবময়ী কর্ণাট রাজার মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না, আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক এবং মুখ নিরাবরণ থাকে, তিনি চার্ব্বঙ্গী যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালীন অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেতেও পরাস্ত হয়েন, দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিম্বা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয় এবং তাঁহার আহারাচ্ছাদনাদির সাহায্যার্থ কোন দয়াশীল মহাশয় ব্যগ্র হইবেন না, প্রত্যক্ষের অপলাপ নাই, যাঁহার ইচ্ছা হয় বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয় তবে আমারদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।"

পৃ. ১৩—হটী বিদ্যালঙ্কার।

শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের সমসময়ে হটী বিদ্যালঙ্কার কাশীতে চতুষ্পাঠী করিয়া নানা দেশের ছাত্রগণকে নব্যন্যায়াদি দুরূহ শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। এই বিদুষী বঙ্গমহিলা সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন:—

I am informed that at present there is a female philosopher at Benares, whose name is Hutee Vidyalunkara. She was born in Bengal, her father was a koolinu bramhun; her husband also was a koolinu. It is not the practice of the koolinu bramhuns, when they marry the daughters of koolinus, to take these wives to their own houses, but they stay with their parents. Thus it was with Hutee. Her father being a learned man instructed his daughter in the knowledge of keveral shastrus; he particularly taught her the Sungskritu grammar, and the kavya shastrus. However ridiculous the nation may be, that if a woman pursue learning she will become a widow, the husband of Hutee left her a widow. Her father also died; and in consequence she fell into great distress. In these circumstances, like many

পৃ. ১৭—কলিকাতা মাদ্রাসা।

১৭৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানান যে, তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে এক জন পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান-ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান-আইন শিখিয়া সরকারী কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে। হেষ্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনের উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুলগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অল্প দিন পরেই হেষ্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া 'বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে' এক খণ্ড জমি কিনিলেন। ১৭৮০ সনের অক্টোবর হইতে পর-বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে চলিয়াছিল। এই এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করেন, অতঃপর মাদ্রাসা-পরিচালনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন এবং ক্রীত জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা সরকারের পক্ষে সমীচীন হইবে। হেষ্টিংসের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বোর্ড বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন। কিন্তু ১৭৮২ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোন ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের একখানি সরকারী কাগজে প্রকাশ, ৩০ এপ্রিল ১৭৮১ হইতে পর-বৎসরের মে মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস নিজ খরচ-খরচা বাবদ ১৭২৫১৲ টাকা, ও বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৫৬৪১৲ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সনের জুন মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে-বাড়ীতে চার্চ অব স্কটলণ্ডের জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায়, ১৮২৩ সনের জুন মাসে মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ার) সরকার এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১,৪০,৫৩৭৲ টাকা ব্যয় হইল। ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজের কার্য্য চলিতে থাকে।

কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস:—*Bengal: Past & Present*, Jany.-June 1914 (সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত এস. সি. সান্যালের প্রবন্ধ)। Chas. Lushington: *The History, Design, & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity*, pp. 135-41; Appendix No. 7, pp, xxxi-xxxiii.

পৃ. ২০-২৮—কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিল; একমাত্র রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এদেশবাসীর শিক্ষা বা জনকল্যাণ-

মূলক অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদের ছিল না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসার সূচনা, এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট জোনাথান্ ডান্কান্ বারাণসী-ধামে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এগুলি মূলতঃ শাসন ও বিচার বিভাগের কার্যসৌকর্য্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনের ব্যাখ্যাতা এক দল পণ্ডিত ও মৌলবী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে।

তখন কোম্পানীর রাজ্য বিস্তার ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ। এই কারণে কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর সংস্কার বা রাজনীতির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই। চার্লস গ্রাণ্ট একদা কোম্পানীর কর্ম্মচারিরূপে এদেশে ছিলেন; তিনি ভারতবাসীর মধ্যে যাহাতে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাতে আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার বা সনন্দে এদেশবাসীর শিক্ষা-সম্পর্কে কোন কিছুই অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।

ইতিমধ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়,—বলা বাহুল্য, ইহাও শাসন-সৌকর্য্যার্থ। এই কলেজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংস্কৃত, বাংলা, আর্বী, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতগণের সমাবেশ হইল। বিলাত হইতে নবাগত "রাইটার" বা সিভিলিয়ানগণ প্রাচ্য বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলেন। বড় লাট লর্ড মিণ্টো (কোলব্রুক ও অপর দুই জন কাউন্সিলের সদস্য সহ) ১৮১১ সনের ৬ই মার্চ, এদেশীয়দের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি মিনিট স্বাক্ষর করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি মিনিটে লিখিলেন :—

> "It is seriously to be lamented that a nation particularly distinguished for its love and successful cultivation of letters in other parts of the empire should have failed to extend its fostering care to the literature of the Hindoos, and to aid in opening to the learned in Europe the repositories of that literature."

লর্ড মিণ্টো তাঁহার মিনিটে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে গ্রাণ্ট ও মিণ্টোর দ্বিবিধ আন্দোলনের ফলেই, পরবর্ত্তী ১৮১৩ সনের সনন্দে আপোষমূলক একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; উহার মূল অংশ এইরূপ :—

> "...a some of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the instruction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India";...

এই ধারা অনুযায়ী ১৮১৩ সন হইতে পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিস্তার সাধনে রাজ-সরকার উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। এদিকে কিন্তু ১৮১৬ সন হইতে হিন্দু-প্রধানগণ

স্বজাতীয়গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মব্যপদেশে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন উপলব্ধি করিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগেরই উদ্যোগ ও আনুকূল্যে ১৮১৭ সনের ২০এ জানুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কার্য্যে ব্যক্তিগত দায়িত্বে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ঈষ্টের, এবং ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারকল্পে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি (ইং ১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (ইং ১৮১৮) স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতা ও মফস্বলে শিক্ষাপ্রচারে মিশনরী-প্রচেষ্টাও স্মরণীয়; খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচার তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ভারতবাসী তাঁহাদের দ্বারা কম উপকৃত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কেবল রাজ্যবিস্তার ও শাসনভিত্তি দৃঢ়ীকরণেই ব্যস্ত ছিলেন। ১৮১৮ সনে মরাঠা-শক্তির পতনের পর তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া এদেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার কতকটা অবসর পাইলেন। লর্ড মিণ্টো নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে যে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কার্য্য ত হয়ই নাই, পরন্তু ১৮২১ সনে পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস বা ময়রার আমলে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া নূতন কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইল। গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটরী হোরেস হেম্যান্ উইলসন বুঝাইয়া দিলেন, মফস্বলে দুইটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কাশী সংস্কৃত কলেজের আদর্শে, কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় একটিমাত্র সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিলেই চলিবে; ইহাতে সরকারের পক্ষে একদিকে যেমন তত্ত্বাবধানের সুবিধা হইবে, অন্য দিকে তেমনি দূর-দূরান্তর হইতে শিক্ষার্থীরা সহজে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে। বড় লাট এই যুক্তি সমীচীন বোধ করিলেন; তিনি ২১শে আগষ্ট ১৮২১ তারিখে একটি প্রস্তাবে কলিকাতা গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন: "সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হইলেও, ক্রমশঃ হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষারও ইহা একটি উপায়-স্বরূপ হইবে।" ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান-ভার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গঠিত জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের উপর অর্পিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন কমিটির সভাপতি ও এইচ. এইচ. উইলসন্ সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলেজ-মন্দিরের জন্য পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশের সমগ্র জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) ক্রয় করা হইল। ইহার মধ্যে দুই বিঘা, কাঠা-পিছু ৫০০৲ হারে ডেভিড হেয়ারের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। এই সময়ে হিন্দু কলেজ ও স্কুল সরকারী তত্ত্বাবধানে আসায়, তাহার জন্যও সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কলেজ-মন্দির নির্ম্মাণে সরকার প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

১৮২৪ সনের ২৫এ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে সংস্কৃত কলেজ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপিত হয়।

মন্দির সম্পূর্ণ হইতে প্রায় আড়াই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮২৬ সনের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ) নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু গৃহ-প্রবেশের দুই বৎসর পূর্ব্বে—১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে ৬৬ নং বহুবাজারের ভাড়া-বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। কলেজের প্রথমাবস্থায় দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্ক ছাত্র গ্রহণ করা হইত না; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া আর সকলের নিকট কলেজের দ্বার রুদ্ধ ছিল; ছাত্রগণকে কলেজে সর্ব্বসমেত ১২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত; তাহাদিগকে বেতন দিতে হইত না, বরং দরিদ্র ও দূরাগত ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তিলাভ করিত; রবিবার কলেজ খোলা থাকিত; প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপদ্, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে পাঠনা বন্ধ থাকিত।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ছয়টি শ্রেণী ছিল,—ব্যাকরণ, কাব্য বা সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায়। এগুলি ছাড়া সময়ে সময়ে নূতন শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সে-যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত। কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তৃত বিবরণের সহিত অধ্যাপকবর্গের পরিচয় ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের দানের কথা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও মৎরচিত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৮২৪-১৮৫৮) গ্রন্থে মিলিবে।

পৃ. ২৩—রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—দিগসুই-বাসী বরলাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র, মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল —১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের ২রা নবেম্বর পর্য্যন্ত তিনি বেতন লইয়াছিলেন, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৩—হরনাথ তর্কভূষণ।

ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক বংশীয়; যশোহর, বারইখালীর পণ্ডিত রামরত্ন তর্কচূড়ামণির শ্যালক ও ছাত্র (কবিরাজ গঙ্গাধর-কৃত 'বহুবিবাহরাহিত্যনির্ণয়,' উত্তরখণ্ড, পৃ. ৩৮ দ্রষ্টব্য)।

পৃ. ২৩—নিমাইচন্দ্র শিরোমণি।

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কাঁচরাপাড়া-নিবাসী নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে-সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে আমরা এই দুইখানি দেখিয়াছি :—

(১) বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক শোধিত। ইং ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

(২) মহাভারত—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রী: ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড, ১৮৩৯ খ্রী:) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

পৃ. ২৩, ৬০—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া (বর্ত্তমানে যশোহর) জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। অতঃপর জয়গোপাল ১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকাল হইতে দীর্ঘ ২২ বৎসর তথায় কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) শিক্ষাসার (২য় সং. ১৮১৮), পৃ. ৭২। (২) শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ, ইং ১৮১৭, পৃ. ৫২। (৩) পত্রের ধারা, ইং ১৮২১, পৃ. ৫৬। (৪) চণ্ডী, ইং ১৮১৯ (?), (৫) বাল্মীকিকৃত রামায়ণ, (১-৭ কাণ্ড), ইং ১৮৩০-৩৪। (৬) মহাভারত, ইং ১৮৩৬, পৃ. ৪২৪। (৭) পারসীক অভিধান, ইং ১৮৩৮, পৃ. ৮৪। (৮) বঙ্গাভিধান, ইং ১৮৩৮।

ইহা ছাড়া জয়গোপাল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) প্রকাশ করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত 'শ্রীমহাভারত'-এর তৃতীয় খণ্ডটি (ইং ১৮৩৭) যে-তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হয় জয়গোপাল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৩-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৩, ৬৬—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। ১১ই জানুয়ারি তারিখ হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে' (১ম খণ্ড, পৃ. ৪১-২) তাঁহার জীবনী ও রচনা-পঞ্জী দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৩—হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন।

ইনি রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্ঞাতি, নিবাস হরিনাভি ('বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক,' ১৩৩৭, পৃ. ১০৩)। হাতীবাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। হরিপ্রসাদ ১৮২৫ সনের ২২এ জানুয়ারি মাসিক ৩০৲ বেতনে

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৬—গঙ্গাধর তর্কবাগীশ।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি প্রথম এম. অ্যান্‌স্‌লি (Anslie) ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন। ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে তিনি কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্নের স্থলে মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ১৮২৯ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতে তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন—

> "কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্‌, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।" ('শ্লোকমঞ্জরী,' বিজ্ঞাপন)

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি—

(১) 'সেতুসংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। উহার পত্রসংখ্যা ২৮৮, রচনাকাল ১৭৫৭ শক (ইং ১৮৩৫)। ১৮৭১ সনে গিরিশ তর্করত্ন যে সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌' প্রকাশ করেন, তাহাতে গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকার সারাংশও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) 'খোসগল্পসার'। ইহাতে "দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোলকল্পিত কতিপয় খোসগল্প সংগৃহীত হইয়াছে।" ১৮৩৯ সনে 'খোসগল্পসার' প্রকাশিত হয়।

পৃ. ২৬—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্য-প্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত

টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ১৮২৫ সনের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদে ১৫ই নবেম্বর হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্য করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে ১২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক-রূপে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে আমরা তাঁহাকে কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ-রূপে দেখি। ৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে, কাশীনাথের মৃত্যু হয়।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এই কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি :—

১। মহর্ষি গোতমকৃত ন্যায়দর্শন ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী। ইং ১৮২১, পৃ. ১৪৫।

২। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [ইং ১৮২২], পৃ. ১৮৯+শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ইং ১৮২৩, পৃ. ২৮৫।

সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। সাধু সন্তোষিণী। ইং ১৮২৬

৫। শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৭—কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভকালে বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—রুদ্রমণি দীক্ষিত (দ্র° পৃ. ২৬)। তিনি পর-বৎসরের ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া প্রধানতঃ কোপন স্বভাবের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রুদ্রমণির স্থলে কৃষ্ণদেব উপাধ্যায় নামে কাশীর এক জন পণ্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদেব বিশপ্‌স কলেজে (অক্টোবর ১৮২২ হইতে) অধ্যাপনা করিতেন। বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি মিল তাঁহার হইয়া সুপারিশ

করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৭—যোগধ্যান মিশ্র।

যোগধ্যান ১৮২৬ সনের মে মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৮০৲ বেতনে জ্যোতিষের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ছাত্রগণকে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজগণিত পড়াইতেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ৮ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে Law Commission on Slavery-র নিকট সাক্ষ্যদানকালে তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন :— "My family belongs to Lahore, but I am a native of Benares. I have been a resident in Calcutta 18 years." (Slavery Report, Jan. 1841, App. I p. 54)

যোগধ্যান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (পৃ. ৩৩-৩৫) গ্রন্থে মিলিবে।

পৃ. ২৭—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিবাস বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে। টালার বাগানে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্র-সংখ্যা ৬।

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়ের স্থলে ১৮২৬ সনের মে মাস হইতে শম্ভুচন্দ্র মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে তিনি তিন বৎসর উইলসনের পণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার' শোধনপূর্ব্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ. ২৭—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

কমলাকান্তের বংশ-পরিচয় বা আদি নিবাসের কোন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কলিকাতায় আড়কুলিতে তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ৬০৲ টাকা বেতনে ইহার অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন। ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর আমরা তাঁহাকে ১৮৩৭ সনে লিপিতত্ত্ববিশারদ জেম্‌স প্রিন্‌সেপের পণ্ডিতরূপে দেখি। প্রাচীন ভারতীয়-লিপির পাঠোদ্ধারে তিনি প্রিন্‌সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৭-৪১ সনের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার কমলাকান্তেরই সাহায্যে হইয়াছিল। কমলাকান্তের সাহায্যের কথা প্রিন্‌সেপ একাধিক ক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

Lt. Kittoe also presented facsimiles of a copper grant in three plates dug up in the Gumsur country, of which the Secretary with the aid of

Kamala Kant Pandit supplied a translation. (*J.A.S B*, Vol. VI, May 1837, p. 402.)

Although, as will be seen, the slab [Brahmeswara Inscription, Cuttack] was in a state of considerable mutilation, yet from the inscription being in verse, my pandit, Kamalakanta Vidyalankara, has been able by study of the context to fill up all the gaps, with, as he says, hardly a possibility of error, and indeed where the outline of the letters is preserved I have found his restoration quite conformable. The translation has been effected by Sarodaprasad* under his explanation, but I have not leisure to over Kamalakanta. (*J.A.S.B.*, June 1838, p 557.)

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া প্রিন্‌সেপ এদেশ ত্যাগ করিলে ডাঃ ওসাগ্‌নেসী সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হন। তাঁহার আমলে, ১৮৩৯ সনের আগষ্ট মাসে, কমলাকান্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (viii 527) প্রকাশ :—

> The Secretary brought to the notice of the Meeting that the present Pundit, Ramgovind Gossamee, has been found incompetent to decypher the Inscriptions to which the Society are most desirous to give publicity, either in their monthly publication, or in their Transactions, he therefore proposed that the celebrated Kamalakantha Vidyalankar be appointed for that office, and also as the Librarian for the Oriental Books. The proposition was unanimously carried. (Proceedings, 7 Aug. 1839.)

এশিয়াটিক সোসাইটির কল্যাণে দেশে পুরাতত্ত্বের চর্চা ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছিল। সরকারী শিক্ষা-সংসদ্ সংস্কৃত কলেজের একদল ছাত্রকে পুরাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজ হইতে স্বতন্ত্র বেদান্ত-শ্রেণী লোপ করিয়া তাহার স্থলে "Ancient History and History of the Hindoos" শিখাইবার জন্য ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে "পুরাবৃত্ত" নামে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন—কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার নিয়োগপত্রখানি এইরূপ :—

> I have the honour to inform you that the Section of the Council of Education for the Sanskrit College has been pleased to appoint you

* সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও প্রিন্‌সেপের অন্যতম সাহায্যকারী ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে প্রিন্‌সেপ এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"For the translation, instead of adopting Wilkins' words, I present if anything a more literal rendering by Sarodaprasad Chakravarti, a boy of the Sanskrit College, who had studied in the English class lately abolished I do this to shew how useful the combinaton of Sanskrit and English grammatically studied by these young men might have been made both to Europeans and to their own country....The same boy assisted Captain Troyer in the translation of many Sanskrit class books (J. A. S. B., Aug. 1837, p. 678.)

Professor of Ancient Literature and History of the Hindoos at the Sanskrit College on a salary of Eighty Company's Rupees per month. You are immediately to set about preparing a syllabus of your proposed lectures and report progress to me weekly specifying what has been done and what is to be done in the following week to be submitted to the Section monthly. In addition to this you are to teach Vedant to as many students as may wish to learn that Science. (Letter dated 1st Jany. 1842 from Russomoy Dutt Secy., Section Conncil of Education, Sanskrit College.)

কমলাকান্তের বয়স হইয়াছিল। তিনি ১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; পরবর্ত্তী ৮ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীটিও লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি ও সেক্রেটরী হেন্‌রী টরেন্স (Torrens) যে প্রশস্তি করেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have, with much regret, to report the death of the aged, and highly respecte l Pundit Kamalakanta Vidhyalankar, the friend and fellow labourer of James Printer. With him has expired the accurate knowledge of the ancient Pali and Sanskrit forms of writng; for although we now possess a key to these ancient characters, no Pundit has exercised himself in the act of decyphering to the extent to which has Kamalakanta Like all learned persons of his class, he carefully avoided the communication of his peculiar knowledge......the Society owes a debt of gratitude to Kamalakanta, and of respect to him as the Collaborator of James Prinsep. (Proceeding 13 Nov. 1843 : *J.A.S.B.*, 1843, pp. 1013-14)

(বঙ্গানুবাদ)—অত্যন্ত দুঃখের সহিত জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সুহৃৎ ও সহকর্ম্মী, বহুমানাস্পদ বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পালি ও প্রাচীন-সংস্কৃত-লিপিপদ্ধতির যথার্থ জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিল; কেন না, ইদানীং এই সমস্ত প্রাচীন লিপি পাঠের মূলসূত্রটি আমাদের অধিগত হইয়াছে বটে, কিন্তু আর কোন পণ্ডিতই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে কমলাকান্তের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমশ্রেণীর পণ্ডিতদের মত তিনিও তাঁহার এই বিশিষ্ট বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ পরিহার করিয়া চলিতেন।...জেম্‌স প্রিন্‌সেপের সহকর্ম্মী হিসাবে সোসাইটি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ এবং সেজন্য তিনি উহার শ্রদ্ধার পাত্র।*

* কমলাকান্ত কলিকাতায় ধর্ম্মসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫)। স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি রেঃ ডবলিউ. এইচ. মিল-কে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য যে সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রিন্‌সেপের নির্দ্দেশে মিলের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কমলাকান্ত যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজী অনুবাদ সহ এশিয়াটিক জর্ণালে সোইটির মুদ্রিত হইয়াছে (*J. A. S. B.*, Aug. 1837. PP. 707, 7lo II. ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪১ বৎসর বয়সে, বিলাতে জেম্‌স প্রিন্‌সেপের মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৩০শে জুলাই তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক কলিকাতার টাউন-হলে যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কমলাকান্ত, বাংলাদেশের পণ্ডিতবর্গের প্রতিনিধিরূপ, সংস্কৃতে প্রশস্তি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন (*Asiatic Journal*, Nov. 1840 : "Asiatic Intelligence." pp, 190-91.)

৩০—নাথুরাম।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী নামে এক জন গুজরাটী পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বেদান্তশাস্ত্রেও নাথুরাম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তৎসম্পাদিত 'ন্যায়দর্শনে' আত্মপরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

বেদান্তাদীনি শাস্ত্রাণি নাথুরামস্য শাস্ত্রিণঃ।
সকাশাদাপ্তবানস্মি পুরা গুর্জ্জরবাসিনঃ॥

১৮৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাথুরাম অসুস্থতার জন্য ছয় মাসের ছুটি লইয়াছিলেন। ১৮৩২ সনের মার্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮২৮ ও ১৮২৯ সনে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম বিশ্বনাথ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' ও মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সংস্কৃত কলেজের অপর দুইজন অধ্যাপক—গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সহযোগে রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৩২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পৃ. ৩১ হিন্দুকলেজ।

হিন্দুকলেজ হিন্দুদের দানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা প্রথমে ৩০৪ নং চিৎপুর রোড, গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হইয়াছিল; এখানে পাঠারম্ভ হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি তারিখে। ইহা 'মহাপাঠশালা' নামেও কিছুদিন পরিচিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু-সন্তানকে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যায়তন গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমাবস্থায় ফ্রান্সিস আর্ভিন ৩০০৲ বেতনে ইউরোপীয় সম্পাদক, ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ) ১০০৲ বেতনে দেশীয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,—স্কুল বা পাঠশালা, এবং একাডেমী বা মহাপাঠশালা। কলেজ-পরিচালনের ভার ছিল—ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার উপর। গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুরকে লইয়া প্রথমে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়। কলেজের গবর্ণর ছিলেন—গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্দ্ধমান-রাজ তেজশ্চন্দ্র। কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার হিন্দুকলেজের 'ভিজিটর' বা পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। চন্দননগর-নিবাসী ডি'আনসেলমই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুকলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত হন।

এই প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত (১৮৩১ সন পর্য্যন্ত) যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন :—

"A Sketch of the Origin, Rise, and Progress of the Hindoo College"—

The Calcutta Christian Observer, Vol. I, Nos. 1, 2, 3 (June, July, and August 1832.)

হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার আদিকল্পক ডেভিড হেয়ার। অনেকে ভ্রমক্রমে এই সম্মান স্থপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর হাইড ঈষ্টকে, কেহ কেহ আবার রামমোহন রায়কে দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭১৫-২০) এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পৃ. ৩২—ডিরোজিও।

টমাস এডোয়ার্ডস তাঁহার *Henry Derozio* (1884) পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় ডিরোজিওর হিন্দুকলেজে নিয়োগের তারিখ মার্চ ১৮২৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ১৮২৭ সনও বলিয়াছেন। তারিখটি যে ১৮২৬ সন হইবে, তাহা এক্ষণে জানা গেল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে ডিরোজিওর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৩৪—রাধানাথ শিকদার। রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৩৪—রামগোপাল ঘোষ।

রামগোপাল ঘোষ সে-যুগের এক জন কর্ম্মবীর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। রাজনৈতিক কার্য্য ও অন্যবিধ জনসেবা এবং দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতি সৎকর্ম্মে তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল। ২০ জানুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ২২এ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে তাঁহার শোক-সভার আয়োজন হয়। সভার অন্যতম উদ্যোক্তা প্যারীচাঁদ মিত্রকে রামগোপাল সম্পর্কে ডাঃ মোএট যে পত্রখানি লেখেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

Ranchee—Chota Nagpur,
12th February, 1868.

My dear friend,

Your note of the 8th reached me on my arrival here this morning, and I lose no time in replying to it, in the hope that it may reach you in time to make known to your meeting my estimate of the late Ramgopaul Ghose with whom I was associated for so many years, from my intercourse with whom I always derived pleasure and advantage, and whose loss I mourn sincerely as that of one of my earliest and most esteemed native friends. My acquaintance with him began more than a quarter of a century ago, I scarcely can remember how long. In all the great questions of that time I used to consult him freely and frequently —and always with benefit. His judgment was sound, his views were large, and his sympathies were always enlisted in every matter tending to the advancement of education.

As a speaker and write he had a singular command of pure and idomatic English, and so thoroughly he indentified himself with the subject he was discussing or advocating as to render it difficult to believe that English thought and expression were foreign to him, and that he had not been brought up in our English household.

When I first thought that education in India had advanced far enough to need and warrant the establishment of universities, he was one of the first whom I consulted and to him, and to some other honoured native friends—one at least of whom is still alive—I submitted my plan sometime before it was seen by the Council of Education.

When I established the Bethune Society he was one of those who met in my house and assisted me heart and soul in its early working. In fact I can look back upon no part of my early career in conection with education which is not associated with him.

As a citizen his worth and intelligence are as well known to you as they are to me. As a public man he was upright, disinterested and singularly free from prejudice, in private life he was charitable, hospitable to a fault, and ever ready to contribute to any good effects whether for the benefit of his own countrymen or of mine. He was in the highest sense of the word a just and upright man, and I know of few whose example I woud more strongly recommend for imitation by his younger countrymen in the bright side of his character.

He was not without faults—which of us are—but his virtues so far outweigh his foibles that I can remember naught but good of him.

This is but a feeble expression of my estimate of Ramgopaul Ghosh, So long as Bengal produces such sons she need have no mis-givings as to her future place among Nation

Believe me, my dear friend, ever yours most truly.

F. J. Mouat.

জীবনী :—রামগোপাল সান্যালের *Reminiscences and Anecdotes*…ও *Bengal Celebrities*, চারুচন্দ্র মিত্র প্রকাশিত *Speeches of Ram Gopal Ghose and his* pamphlet in the "Black Acts" and Minutes of Education together with a short account of his life. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' এবং ১৩২১ কার্ত্তিক-সংখ্যা 'আর্য্যাবর্ত্ত' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৪—স্কুল ফর্ নেটিব ডটর্স।

ইহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ Chas. Lushington : *The History, Design, and Present State of the Religious, Beneovolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity* (1824) পুস্তকের ৩১২-২১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

পৃ. ৩৭—বিশপ্‌স কলেজ।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ল্যাশিংটনের গ্রন্থের ১০৭-১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহাতে কলেজ-গৃহের একখানি চিত্রও আছে। ১৮২০ সনের ডিসেম্বর-সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের ৩৬৩-৬৬ পৃষ্ঠায় এই কলেজের শিলান্যাস-ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ ৩৮, ৪৩, ২৫৬—গুরুপ্রসাদ বসু।

গুরুপ্রসাদ বসু দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র। ১৮৫১ সনে গুরুপ্রসাদ বসুর মৃত্যু হয়। ১২ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ:—"১২৫৮ সালের ঘটনা।- ...ভাদ্র।...ধন্যবর বাবু গুরুপ্রসাদ বসু কাশীধাম প্রাপ্ত হন।"

বসু-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of the Indian Chiefs, Rajas Zamindars*,...গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩৯—জয়নারায়ণ ঘোষাল।

ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে এবং কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে পাওয়া যাইবে:—

(১) Memoir of Juynarayaun Ghosal, Partly drawn up by his son Kalee Shunkur Ghosal.—*The Friend of India* for August & Sept. 1822, pp. 225-33.

(২) *Hand-Book of Bengal Missions* in connexion with the Church of England. By the Rev. James Long, (1848), pp. 68-72.

(৩) "A Grandee of Old Calcutta—Maharajah Jaynarayan Ghoshal of Bhukailas": Brajendra Nath Banerji.—*The Calcutta Municipal Gazette* Twelfth Anniversary Number (28 Nov. 1936), pp. 58-61.

(৪) 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন': ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, পৃ. ২০১-৫। ১৫ আষাঢ় ১১৯৪ তারিখে গবর্নর-জেনারেলকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পত্র।

(৫) *Asiatic Journal*, Decr. 1819, pp 589-91. ১ই আগষ্ট ১৮১৮ তারিখে চার্চ মিশনারী সোসাইটিকে লিখিত জয়নারায়ণ ঘোষালের পত্র ও কাশীর স্কুল সম্বন্ধে সংবাদ।

জয়নারায়ণ ঘোষাল 'শঙ্করী সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা,' 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম' কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ, 'করুণানিধানবিলাস' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'করুণানিধানবিলাস' ৩৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ইহার কোন আখ্যাপত্র দেখিতেছি না। পুস্তকের গোড়ায় গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস এইরূপ দেওয়া আছে:—

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল। মধ্যম বয়স শেষ
রোগেতে ভোগিল॥ ১৩॥ পঞ্চাশ বিগত পরে জরায়
ঘেরিল। মরণের ভয় আসি অন্তরে পসিল॥ ১৪॥ চিন্তামণি
কোথা পাব এই আশা করি। কাশীমধ্যে দেবালয়ে
কিছু কাল ফিরি॥ ১৫॥ কৃষ্ণ রূপ মনে কিছু আদর করিল।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল ॥ ১৬ ॥ অমৃতরায়ের যারা
তাহা প্রকাশিল। অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল ॥ ১৭ ॥
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়। সেই মত
রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥ ১৮ ॥ বাঙ্গালি ভাষাতে লীলা
করিতে রচন। রঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল সুজন ॥ ১৯ ॥
সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তি মত। আরম্ভ করিল দোঁহে
দুই এক চিত ॥ ২০ ॥ বারশত বিশসালে মাস
অগ্রহায়ণ। রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈল আয়োজন ॥ ২১ ॥
সপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত। সেই ভাষা তরজমা
করেণ্‌ পণ্ডিত ॥ ২২ ॥ ....জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম সংস্কৃত
পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই
বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকরুণা নিধান বিলাষ ভক্ত
জনের আজ্ঞা মত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা
বারবৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা
কিঞ্চিত করিতে উদ্‌যোগ মাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক
ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক ॥ * ॥

গ্রন্থের শেষ দুই পৃষ্ঠায় লীলাবক্তার বংশাবলীর বিবরণ আছে। 'করুণানিধানবিলাস' ১৮২০ সনে মুদ্রাঙ্কিত হয় বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন (*Returns*, 1859, p. 77)। ১৩০৭ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১ম সংখ্যা, পৃ. ১-২৫) ব্যোমকেশ মুস্তফী "রাজকবি জয়নারায়ণ" প্রবন্ধে 'করুণানিধান-বিলাস' পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কাশীতে জয়নারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ কৌমুদী' ১০ম সংখ্যায় (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২২, মঙ্গলবার) তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করেন। এই বিবরণটি পরবর্ত্তী ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' অনূদিত হয়। এই ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The Death of a Virtuous Man.—The late Joynaroin Ghosaul, of Khidderpore, was born in the year of Shokoddittya 1661, and on the Doorbastomy. He believed in a Supreme Being, and sympathized in the distress of his fellow-creatures; he was well versed in different Shasturs, and received tokens of respect from several Governors of this country; and the first thing he did after he had acquired some wealth, was to build the temple of *Bhoocoyloss*, and to place in it the image of Shib, Doorga, Gonga, Colbhoyrub, and several others. He spent the greatest part of his life in pilgrimages to Benares and many other places of sanctity, and in the company of the learned and wise. In Benares,

(where he lived amidst his relations and offspring) he at last deified his spiritual teacher, and established the worship of the god of Currooononydhon. Here he was a friend to the poor, a patron to the Brahmins and ascetics, and one devoted to the good of all and to constant prayer. Here he spent 80,000 Rs. to build a College for the instruction of the poor, and 50,000 Rs. to defray its expenses; and not being satisfied with this only, he had hospitals established for the recovery of the poor afflicted with sickness, and was himself reckoned a most skilful physician. And to sum up the whole, at this place he proved himself to be a complete model of virtue Twenty days before his death, which happened on the 7th [9th] November, 1821, he presented a short address to the inhabitants of Benares, taking a last farewell of them on his approaching death ; and departed this life on the above mentioned day; about 2 p.m. on the *Poornymohtithy* (full moon) and sitting upon the *Jogashun* (or seat of prayer)...

পৃ. ৪১—ভবানীপুরে জগমোহন বসু-প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুল।

২০ জানুয়ারি ১৮৪৩ তারিখে 'At Inhabitant of Bhowanipore' কালীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত *The Hindoo Intelligencer*-এ একখানি পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে জগমোহন বসু ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন স্কুলের কথা আছে। পত্রখানি এইরূপ :—

The sudden death of Baboo Juggo Mohun Bose of Bhowanipore, tho' at an advanced age, is deeply regretted by men of all classes. The eminent merits of the deceased ; his placid and calm temper, his zeal for the cause of education ; and his labors for its diffusion, are universally known. Throughout his whole life and throughout his connection with the place, no single inhabitant has ever had any cause but that of being pleased with his conversation and rejoiced at the pains he took disinterestedly for their welfare. The name of David Hare deserves to be [embellished] in letters of gold in the hearts of many [of our] educated countrymen at large and so is the name of Baboo Juggo Mohun Bose in a limited sphere. More than 37 yesrs past, before many of the metro politan Institutions had their existence, Baboo Jogo Mohun Bose had a school at Bhowanipore where English lessons had been daily given and prepared. Tho not a professional teacher, his talents and leisure hours were devoted to the improvement of children of all classes with the co-operation of Sir Edward Ryan and his relative Major Ryan, with the assistance of David Hare and of the Ghosal Baboos of Kidderpore he made his school attain a very respectable name among the educational establishments in the country,—and tho' the Institution is not now in a similar condition, it was only on account of a broken constitution

and the infirmities of age hastened by family losses, that he was unable to take so much pains for it as he did before, and this too for the setting up of a Missionary Institution on a very large scale in the place where to the utter shame and loss of our countrymen many send their children. One circumstance may be added which is that almost all persons now holding respectable and creditable situations under Government and the agencies resident at Bhowanipore were educated in the Union School and formed their habits of life and business under the eyes of this man before whose time none of the middling and few of the higher classes set turbans on their heads and went to work. Such a man deserves to be remembered and his admirers are thinking of something best calculated to commemorate his memory in a manner suitable to their means.—*The Hindoo Intelligencer* for January 24, 1853, p. 28.

পৃ. ৩৭-৩৯—সেকালের চতুষ্পাঠী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা, নদীয়া ও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল চতুষ্পাঠী ছিল, সেগুলির এবং তথাকার অধ্যাপকদের নামের তালিকা পাদরি উইলিয়ম ওয়ার্ডের *A View of the History Literature, and Mythology of the Hindoos* (3rd. ed, 1820) গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মিলিবে। তবে এই তালিকা চরম বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চিতপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে চিতপুর মোকামে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক রঘুমণি বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠীর নাম কলিকাতার তালিকায় বাদ পড়িয়াছে ('শনিবারের চিঠি,' পৌষ ১৩৪৫, পৃ. ২৬৫ দ্রষ্টব্য)

অ্যাডাম সাহেব ১৮৩৫-৩৬ সনে বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতেও বাংলা দেশের বহু চতুষ্পাঠীর নামধাম আছে।

পৃ. ৩৯-৪৮—সেকালের পণ্ডিত।

এই গ্রন্থের দুইটি খণ্ডে সেকালের বহু পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। আর একখানি পুস্তক হইতে ১৮৫৩ সনে বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের নামধাম পাওয়া যায়; উহা—পতিতোদ্ধার সভার সভ্য মহাশয়দিগের অনুমত্যনুসারে ১৭৭৫ শকে (ইং ১৮৫৩) মুদ্রিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা'। "সভালয় ও পত্রিকাগার শ্রীশিবচন্দ্র মল্লিকস্য ভবন কলিকাতা আমড়াতলা।" "ভ্রান্ত ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বনে পতিত হিন্দুদিগকে তাহাদিগের প্রার্থনা মতে আমাদিগের...ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থানুযায়ি সংস্কার দ্বারা উদ্ধার ও স্বজাতি সহিত ব্যবহার করণ" উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থাপত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃ. ৩৯—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।

রঘুমণি ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রেণী, বাৎস্যগোত্র, "কাঞ্জাড়ি" নামক "শ্রোত্রিয়" বংশ-সম্ভূত। তিনি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের (মৃত্যু, আশ্বিন ১১৬৫) পৌত্র ও রামানন্দ বিদ্যালঙ্কারের (মৃত্যু, জ্যৈষ্ঠ ১১৮৫) পুত্র। চিতপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে তিনি চিতপুর মোকামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রঘুমণির রচিত চারিখানি গ্রন্থ এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি—

১। 'দত্তকচন্দ্রিকা'। এই গ্রন্থ সাদার্লণ্ড কর্ত্তৃক ১৮১৪ সনে ইংরেজীতে অনূদিত ও ১৮১৭ সনে দত্তকমীমাংসার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।

২। 'আগমসার' : তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

৩। 'শব্দমুক্তামহার্ণব'। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ও রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই সুবৃহৎ অভিধানের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। উইলসন সাহেবের Sanskrit English Dictionary-র প্রথম সংস্করণ রঘুমণির অভিধানের অনুবাদ (Roebuck : *Annals*, pp. 336-37)।

৪। 'প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি'। খড়দহ-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের অভিপ্রায়ানুসারে রচিত শ্লোকাত্মক বর্ণানুক্রমিক অভিধান। ১৭৩৭ শকাব্দে (ইং ১৮১৫-১৬) এই গ্রন্থ রচনা আরব্ধ হয়।

৩ মে ১৮০৪ তারিখে রঘুমণির বয়স ছিল "প্রায় ৪৮"। ইহা হইতে মনে হয়, ১৭৫৬ সনে তাঁহার জন্ম, এবং ১২২৫ সালের পৌষ মাসে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২-৬৩ হইয়াছিল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩৫১ সালের ১ম-২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রঘুমণি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন

পৃ. ৪০—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় বিচার হইত। এইরূপ একটি বিচারে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার একবার যোগদান করিয়া প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। ২৩ মে ১৮৫৪ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিয়াছিলেন :—

> "শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপকদিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,…।"

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে ১৩০৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও ১৩৪৯ সালের ২য় সংখ্যায় শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪০—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে-যুগের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনিই বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী। তাঁহার রচনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), ২। হিতোপদেশ (১৮০৮), ৩। রাজাবলি (১৮০৮), ৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮১৭) ও ৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮৩৩)।

এই সকল পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' নামে ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৩-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪২—কালীকুমার রায়।

কালীকুমার রায় ১৮০৩ সনের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের Bengalee Writing Master (খোশনবীস) নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মের বেতন ছিল মাসিক ৪০৲। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক" পাদরি উইলিয়ম কেরী একখানি পত্রে কালীকুমার সম্বন্ধে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

> I observe that there is no Writing Master allowed to teach Bengalee or Sanskrit writing. One in the Bengalee Department is very necessary ; if it be consistent with the proposed regulations, I very much wish the present writer, Kalee Koomar to be retained at his present salary of 40 Rupees per month,..." (Fort William College Proceedings : *Home Dept.* Mis. No, 569 pp. 445-46.)

১৮১৮ সনে কালীকুমার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "Bengalee Writing Master, and Surrishtudar" ছিলেন। (Roebuck : *Annals* of the College of Fort William. App. III, p. 50.) কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের (ইং ১৮১৮-১৯) রিপোর্টে কালীকুমার সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—

> 23. Your Committee have resolved on having six copper plate engravings executed of a set of the best *Examplars* for *Bengalee* writing, from the hand-writing of Caloe Coomar Ray, the Bengaloe Khooshnuvees of the College of Fort William (p. 7)

১৮২২ সনে কালীকুমারের মৃত্যু হয়।

পৃ. ৪২—ফেলিক্স কেরী।

ফেলিক্স কেরী পাদরি উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮২২ সনের ডিসেম্বর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের ৩৫০-৫১ পৃষ্ঠায় ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু-সংবাদ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শ্রীসজনীকান্ত দাস ফেলিক্স কেরী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃ. ৪৩—রঘুরাম শিরোমণি।

রঘুরাম শিরোমণি ১৮২২ সনের আগষ্ট মাসে কলিকাতা কলুটোলা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় হইতে 'দায়ভাগার্থদীপিকা' নামে ৬১ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তক-রচনা সম্বন্ধে শিরোমণি লিখিতেছেন :—

> "নমোগণেশায়। বিদ্যাভূষণ রূপে খ্যাত সর্ব্বদেশে বিদিত সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা যে শ্রীযুত রঘুমণি পণ্ডিত তাঁর ছাত্র বন্দ্যঘটীয়ফুলকুলে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তির সন্তান যে শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি তিনি জীমূতবাহনের কৃত সমুদ্রের ন্যায় দুস্তরণীয় অর্থাৎ অতি কঠিনার্থ যে দায়ভাগগ্রন্থ তাহার বহু প্রকার বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত ও অপণ্ডিত লোকের সুখবোধের নিমিত্ত স্বরীতিক্রমে শ্লোক শ্রেণীদ্বারা সংক্ষেপে দায়ভাগার্থ দীপিকা নামে সংগ্রহ করিয়াছেন এই সংগ্রহ জ্ঞানের প্রকাশক আর সংগ্রহকারের ও অন্যের প্রয়োজন সম্পাদক এবং ঐ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের তুষ্টি পূর্ব্বক বিবেচিত। সংগ্রহ করণের প্রথম কারণ। সাহেবের মধ্যে সুজন পণ্ডিত এবং অষ্টপ্রকার বিদ্যাতে দক্ষ ও ব্যবহারে দানে শীলে শ্রেষ্ঠ যে লূশ্টংষ নেমিনামে খ্যাত শ্রীযুতসাহেব তাঁহার আদেশ।" (পৃ. ২৪)

পৃ. ৫৫—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধানকার হিসাবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম বাঙালী মাত্রেরই স্মরণীয়। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মাত্র অভিধানকারই ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনিই রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পালপাড়া গ্রামে বিদ্যাবাগীশের জন্ম হয়। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন। হরিহরানন্দ রামমোহন রায়ের গুরু। আনুমানিক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় রামমোহনের নিকট আনয়ন করেন। বিদ্যাবাগীশ অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন।

১৪ মে ১৮২৭ তারিখে বিদ্যাবাগীশ ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ বিদ্যাবাগীশকে

এই পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নির্ব্বাচিত করেন। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ তারিখে এই পাঠশালায় পাঠারম্ভ হয়। বিদ্যাবাগীশ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বেশী দিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মে যোগদান করেন। এই পদে কিছু দিন কার্য্য করিবার পর তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ পরলোক গমন করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) জ্যোতিষসংগ্রহসার, জানুয়ারি ১৮১৭। (২) অভিধান, ইং ১৮১৮। (৩) পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান, ব্রাহ্ম সমাজ ৬ ভাদ্র ১৭৫০ শক...। (৪) বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদচিন্তামণিঃ,' ইং ১৮৩৭। (৫) হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা, ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০। (৬) শিশুসেবধি : বর্ণমালা, ইং ১৮৪০। (৭) নীতিদর্শন, ১-৫ সংখ্যা, ইং ১৮৪০-৪১।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৯-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৪৫—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার।

১৮৫১ সনের ২৪ জুন তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয় :—"শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অম্বিকার থানান্তর্গত উপলাতি গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সভাপণ্ডিত, হাতিবাগান নামক স্থানে তাঁহার চতুষ্পাঠী আছে, ভট্টাচার্য্য নানা দেশীয় ছাত্রগণকে বিশিষ্ট রূপ অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করেন তিনি বিশ্ব বিখ্যাত এবং বিশ্বমান্য এবং পরমধার্ম্মিক ঋষি বিশেষ তাঁহার নিষ্ঠাচার শিষ্ট ব্যবহার দর্শনে শ্রীযুত বেলাকর তাঁহাকে "শুকদেব" কহেন,...।"

১৮৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৮৫৭, ২৬এ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) লেখেন :—"...কলিকাতার হাতীবাগান প্রবাসি অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য উদরাময় রোগে গত বুধবারে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন...।"

কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের একখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি। পুস্তকখানির নাম 'প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থাসংগ্রহঃ'। ইহার পৃ. সংখ্যা ৩০। ১৮৫২ সনে (১২ আষাঢ় ১৭৭৪ শক) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ইহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছিলেন; বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন :—"...পরম কারুণিক স্মার্ত্তাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্মার্ত্ত শূলপাণি প্রভৃতির নানা গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংকলন ..করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সহসা সাধারণের প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় সর্ব্বত্র প্রচারার্থ শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহায়তামত আমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

পৃ. ৫৩-৫৭—কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ তারিখে *Literary Gazette* পত্রের সম্পাদককে লিখিত একখানি পত্রে কাশীপ্রসাদ

ঘোষ তাঁহার আত্মজীবনী বিবৃত করিয়াছিলেন। পত্রখানি আদরি লঙের *Hand Book of Bengal Missions* পুস্তকের ৫০৬-১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহার অংশ-বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

I was born on Saturday, the 22nd Srabun, 1216 Bengal year, (corresponding with the month of August, 1809.)...In caste I am a *Kayastha*, of the order called *Kulin*···Up to the fourteenth year I could scarcely read either English or Bengali, when, being one day severely reprimanded by my father for not attending to an English lesson he had given me, I reflected that I should never learn anything at home, where there were so many things to attract my attention I communicated this to my maternal grandfather, who made my father subcribe to the Hindu College, where I was admitted as a free scholar on the 8th October, 1821, and put into the seventh class, which was then higher than the last two classes, and in which the boys read Murray's Spelling Book. In the course of three years I rose to the first, or head class, in which I continued for three years more, during which I was reckoned the head boy, and always received the first prize at the annual examinations of the college. At the latter end of 1827, Dr. H. H. Wilson, the visitor of that institution, desired the students of the first class to try their hands at poetry, and I was the only boy who produced any verses. My first poem, "*The Young Poet's first Attempt*," was written in the August of that year, but it being a very juvenile effort, I have expunged it, as well as many others, from my book. The only piece that I composed at school, which has been published along with "*The Shair*," is "Hope.' About this time also, on the approach of the examination, Dr. Wilson desired me to write a review of some book, and accordingly, in December following, I submitted to him my "*Critical remarks on the four first chapters of Mr. Mill's History of British India*," portions of which were published in the *Government Gazette* of the 14th February, 1829, and afterwards reprinted in the *Asiatic Journal* I had left the college early in the preceding month, but kept up my habit of composing verses. I seldom wrote in prose until the year 1829, in which and in the following year I wrote "*The Vision, a tale*"; "*On Bengali Poetry*," and "*On Bengal Works and Writers*," published by you in the *Literary Gazette*, as well as "*Sketches of Ranajit Singh*," and of "*The King of Oude*," also published by you in the *Calcutta Monthly Magazine*. As for my anonymous contributions to your periodicals, they need not be particularised. But the writings of mine in prose that are most likely to be of any use, are those I am now engaged in for your *Literary Gazette*, (which, by the way, I have subscribed to from its commencement) under the head of *Memoirs of Native Indian Dynasties*.

From my earliest boyhood I have had fancy to write poetry. The music of

the falling rain or of rustling leaves attracted my attention, and in the abstraction of my mind which followed, I used to give vent to my feelings in verse. When I produced my first poem, I showed it to Mr. R. Halifax, now the head teacher in the Hindu College, who observed that there was no measure in it, and advised me to read Carey's Prosody; but as a copy of that work could not then be found in the shop, I returned to Murray's Prosody, and Lord Kames' Elements of Criticism, from which I derived all my first knowledge of English versification. I then commenced reading the best poets in a regular and measured tone, which soon accustomed my ears to English rhythm. I then re-wrote my first piece, and showed it again to Mr. Halifax, who approved of it. I have since continued to write English poetry. In the month of September, 1830, I published my "Shair and other Poems," which I now find ought not to have gone to press. They not only abound in repetitions, but also in a great many grammatical inaccuracies. I am now revising them. I have since, as you already know, written several small poems, which I can send you if you require them.

You will probably recollect the objections I made to the Bengali translations of the Serampur missionaries in your paper, which brought forward the *Sumachar Durpun* in their defence. They, however, acknowledged their fault, and after translating the first book of the New Testament over again submitted a copy for my opinion in 1831. I have it, and was requested to correct the proofs of their translations of the succeeding books, which I have done.

I have acquired a tolerable knowledge of Persian, Nagri, and Sanskrit since I had left college.......

I have composed songs in Bengali, but the greatest portion of my writings in verse is in English. I have always found it easier to express my sentiments in that language in that language than in Bengali,...

কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। ১৮২৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই বৎসরের ২৭এ জানুয়ারি হিন্দুকলেজে পুরস্কার-বিতরণ হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৯এ জানুয়ারি 'গবর্ণেণ্ট গেজেট' লিখিয়াছিলেন :—

The prize given to the first class, as calculated to convey an idea of the studies, and acquirements of those to whom they were presented.

Casi Prasad Ghose.—Case of Mathematical Instrument, Hutton's Mathematics, Lee's Persian Grammar......

কাশীপ্রসাদের ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনা সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮৪৬ সনের ১৬ নবেম্বর তারিখে কাশীপ্রসাদ 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ইহার জন্য তিনি ১৮৩৯ সনে একটি মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের

সময় (ইং ১৮৫৭) লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে কাশীপ্রসাদ পত্র-প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—'বিশ্বকোষে' মুদ্রিত "৺কাশিপ্রসাদ ঘোষ" প্রবন্ধ।

পৃ. ৫৩ -'পুরুষপরীক্ষা' : হরপ্রসাদ রায়।

হরপ্রসাদ রায়ের নিবাস কাঁচরাপাড়া। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হস্তলিখিত কার্য্যবিবরণের মধ্যে ২২ মার্চ ১৮১৫ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে লিখিত উইলিয়ম কেরীর একখানি পত্র দেখিয়াছি। এই পত্র পাঠে জানা যায় হরপ্রসাদ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। কেরী লিখিতেছেন :—"Huru Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies .." (Home Miscellaneous No. 563, p. 343.)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে একশত খণ্ড গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পুরুষপরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় 'পুরুষপরীক্ষা' পুনর্মুদ্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের আখ্যাপত্রে ও প্রকাশকের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে ভুলক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৃ. ৫৩—রামমোহন রায় প্রকাশিত 'শারীরিক মীমাংসা'।

১৮১৫ সনে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও বেদান্তসার' প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদ সহ বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ; সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ৩৭৭)—এ সংবাদ রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক পুনঃপ্রকাশিত 'রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮১২ পৃষ্ঠায় আছে। আমি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্রহীন দুই খণ্ড 'শারীরক মীমাংসা' দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সনে প্রকাশিত ; গ্রন্থের পুষ্পিকায় প্রকাশ :—"চত্বারিংশদধিকসপ্তদশশতশকে শ্রীমল্লল্লুলালশর্ম্মকবিনা সংস্কৃতযন্ত্রেরঙ্কিতমেতৎ।" ইহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৭৭। চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—"ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ সমাপ্তমিদং শাস্ত্রং ॥ * ॥ * * * * ॥ * ॥ ॥ * ॥০॥ ০ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ * ॥ * ॥"

১৮১৮ সনে প্রকাশিত এই 'শারীরক মীমাংসা'র কথাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরীকে লিখিত কেরীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে :—

To Captain Lockett,

Secretary to the College Council.

Sir,

I have delayed replying to your Note of June 21st accompanying a letter from Ram Mohun Raya, requesting to know whether the College Council will

purchase a few copies of the Vedanta Durshuna lately published by him, because there was no copy of the work sent with it by which I could ascertain what particular work on the Vedanta Philosophy it is that he has published.

Scince that, Ram Mohun Raya has presented me with a copy of it which enables me to report upon it with certainty. The title of the work is SAREERIKA MEEMANGSA. It is a work of great and deserved celebrity, and is considered as a scarce work. There is a copy of a work entitled Soreerika Bhashya in the College Library, which is a comment upon the Doctrines of the Soreerika Meemangsa, but as this work itself is not in the College Library, I recommend the purchase of, at least, ten copies of it, especially as if the higher branches of Hindoo Philosophy should at any time be studied in the College, this must be one of the principal works used in that study.

September 29th, 1818

I am, etc.
Wm. Carey.

পৃ. ৫৫—রাধামোহন সেন।

কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায় এক কায়স্থ-পরিবারে রাধামোহন সেনের জন্ম হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকের তালিকা:—(১) সঙ্গীততরঙ্গ (সচিত্র), ইং ১৮১৮। (২) বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী (সচিত্র), ইং ১৮২৬। (৩) অন্নপূর্ণা মঙ্গল, ইং ১৮৩৩। (৪) রসসার সঙ্গীত, ইং ১৮৩৯। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫৮, ৬৩—'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'।

রাধাকান্ত দেবের এই পুস্তকখানি ১৮২১ সনে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক প্রকাশের সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে, কিন্তু তাহা খণ্ডিত, আখ্যাপত্র নাই। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থঃ / নানা বিষয়ক পাঠাদিযুক্তঃ / এতদ্দেশীয় ইউরোপীয়োভয় লোকহিতার্থ / শ্রীরাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ / শ্রীবিশ্বনাথ দেব করণক মুদ্রিতঃ/ কলিকাতা ১৭৪৩ শকাব্দাঃ /— / A / Bengalee Spelling-Book / with / Reading Lessons, &c. / Adapted / Both for Europeans and Natives / By Radhacant Deb / A member of Committee, C S.B.S., C.S.S & H.C., / Calcutta / Printed by Biswonath De / 1821. /

১৮২৭ সনে রাধাকান্ত এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' নামে প্রচার করিয়াছিলেন।

পৃ ৫৮—রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাধাকান্ত দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নলিখিত পুস্তক-পত্রিকায় পাওয়া যাইবে :—

(১) *A rapid sketch of the life of Raja Radhakanta Deva Bahadur*, with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning, by the Editors of the Raja's *Sabdakalpadruma* (Calcutta, 1859.)

(২) "Radhakant Deb," *Calcutta Review*, vol. xlv (1867), pp. 317-26.

(৩) Buckland's *Dictionary of Indian Biography*, p. 115.

(৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : 'রাধাকান্ত দেব'—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা নং ২০। লক্ষ্ণৌয়ে ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের নবম অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৬) "Rajah Radhakanta Deb's Services to the Country" নামে আমার একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে সরকারী দপ্তর হইতে সংগৃহীত রাধাকান্ত দেবের একখানি দীর্ঘ পত্র আছে। পত্রখানি এইরূপ :

Permit me to forward to you the accompanying statement of the labours by which I endeavoured to be as useful to my countrymen as my humble capacities permitted, with the request to bepleased to lay it before the Right Honourable the Governor General.I beg leave to add that it is not by any motive of vanity I am taking the liberty of troubling you with this request, but merely by a desire of making known to His Lordship that in my humble sphere I exert myself to the best of my powers to conform myself to hishigh and benevolent intentions to raise the natives of India to a higher state of civilization and welfare.

Dabu Radhakanta Deb, who is a Director of the Hindoo College, Member of the Calcutta School Book Society, Native Secretary of the Calcutta School Society, Vice-President of the Agricultural and Horticultural Society of India, Corresponding Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Member of the Asiatic Society of Bengal and was a Member of the late Saugor Island Society, has compiled, trans lated, and corrected several publications for the School Book Society. In 1821, he published a Bengali Spelling Book after Lindley Murray's plan, and also an Abridgment thereof in 1827. He translated a collection of Fables [*Nitikatha*] from English into Bengali and revised the Bengali

translation of an Easy Introduction to Astronomy. He made his house first the Depository of the Society's publications, and distributed them among the Natives, and persuaded the indigenous school-masters to use them, pledging himself there should not be introduced any religious matter therein; as particularised in the first and fourth reports of the Calcutta School Society.

He has, for many years, been engaged in the compilation of a Sanskrit dictionary, entitled *Sabda-kalpadruma* in imitation of the *Encyclopaedia Britannica*, of which three volumes have since been issued from the press, containing nearly 3,000 quarto pages, and it will take some years more to complete the work. An account of this dictionary may be found in the Second Report of the Calcutta School Book Society, page 50; *Friend of India* of 1820, N. 1, page 140; Preface to Dr. H. H. Wilson's Sanskrit and English Dictionary, edition 1, page 38; as well as in the Preface to the Revd. W. Morton's Bengali and English Dictionary, page 6. The author has received the thanks and approbation of those learned Europeans and Natives to whom he presented copies of the work, for which applications are daily made to him from different quarters.

Radhakanta Deb was favoured with a Diploma, dated May 17th 1828, from the Royal Asiatic Society, in testimony of the valuable information they received from him, and a very kind letter from Sir Alexander Johnston, Knight, Chairman of the Society, bearing date the 4th July 1828, stating in the concluding part thereof, that 'I shall, by the present opportunity, forward to the Governor General of India, a copy of the enclosed resolution, in order that he may be aware of the high respect which the Society entertains for your talents, and that he may promote, by such means as he may think proper, the literary pursuits in which you are engaged.' Radhakanta has lately translated into English an extract from a Horticultural work in Persian and transmitted it to the Royal Asiatic Society on the 3rd December 1832.

At the request of the Native community, he prepared Addresses in the English, Bengali, and Persian languages, on the occasion of the departure of the Hon'ble Sir E. H. East, Kt., late Chief Justice, and the Most Noble the Marquis of Hastings, late Governor General, and read them before those gentlemen. He transmitted to the Oriental Literary Society, through one of its members, his remarks on Happiness, etc. and received their thanks for the same.

His first correspondence was published in the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, volume 2nd, Appendix, pages 46,

61 and 63, Note 4 and 5. His accounts of the agriculture of the 24-Parganas, etc., were among several useful papers contributed by him, inserted in the Transactions of the Agricultural and Horticultural Society of India, Volume 1, pp. 48 and 62, and Volume 2nd, Part 1st, page 1, and his two letters on Native Inoculation and Small-pox, were subjoined to Dr. Cameron's Report on the present state of Vaccine Inoculation in Bengal.

In 1822 he, at the desire of Mr. H. T. Prinsep, the late Persian Secretary, furnished him with the accounts of all respectable and opulent Natives of the Presidency. Sir E. H. East, Kt., and Sir C. E. Grey, Kt. late Chief Justices of the Supreme Court of Calcutta, were at the time of their departure to England, pleased to favour Radhakanta Deb with two kind letters, of which copies are also annexed. (Letter to W. H. Macnaghten, Secy. to Government, dated 9th November 1833.—*Public Consultation*, 25 Nov. 1833, No. 59.)

রামকমল সেন অসুস্থতানিবন্ধন কিছু দিনের ছুটি লইলে রাধাকান্ত তাঁহার স্থলে প্রায় চারি মাস—১৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ হইতে মার্চ ১৮৩৭ পর্য্যন্ত—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব কতকটা মধ্যপন্থী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে না-পাঠাইয়া, গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়া শেখানই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। ১৮৪৯ সনের ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন মান্যগণ্য দেশীয় লোকের সহায়তায় বীটন (Bethune) সাহেব হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভদ্রঘরের হিন্দুকন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার বাধা দূর করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই দ্বিতীয় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন রাধাকান্ত দেব তাঁহার নিজ গৃহে। এই প্রসঙ্গে ২৯ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন:—"কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।—আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের এক জন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে ইংরেজি বাঙ্গলা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।"

পিতার ন্যায় রাধাকান্ত দেবও চতুষ্পাঠীস্থাপন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রতিপালন প্রভৃতি সৎকর্ম্মদ্বারা দেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার পথ সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮২৭, ৯ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় রাধাকান্ত কর্ত্তৃক একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপ:—"নূতন সংস্কৃত কালেজ।—আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মান্যাগ্রগণ্য সুধীর পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আপাতত উক্ত বিদ্যালয় রাজবাটীর দক্ষিণাংশ দরজীটোলার গুরুপ্রসাদ মৈত্রীর বাটীতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র

শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন বেলা ১০ দশ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে ১২ বারো জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কালেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, গণ, ভট্টি কুমার, কাব্যাদি শব্দশাস্ত্র, এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন…।"

১৮৩৭ সনের জুলাই মাসে রাধাকান্ত সরকারের নিকট হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৫১ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইলে তিনিই তাহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৬ সনে বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কে. সি. এস. আই. হন।

১৮৬৪ সনে রাধাকান্ত বৃন্দাবনে গমন করেন; তথায় তিন বৎসর পরে ১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে তিনি 'পদাবলী' দুই ভাগে প্রকাশ করেন। কলিকাতার সুহৃৎ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আখ্যাপত্রহীন দুইটি খণ্ড দেখিয়াছি। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইরূপ :—

অথ ভনিতা।

গুরুপদ করি আস, রাধাকান্ত দেব দাস,
রাজোপাধি কলিকাতা বাস।
এবে বৃন্দাবনে স্থিতি, রচে পয়ার সংহতি,
গান করে গদাধর দাস॥

পৃ. ৫৮, ৬৭—দ্বিজ পীতাম্বর।

দ্বিজ পীতাম্বর বা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিবাস উত্তরপাড়া। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে:—(১) শব্দসিন্ধু, ১২২৪ সাল, ইং ১৮১৮। (২) 'শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ঃ' ও 'শ্রীউদ্ধবদূত,' ইং ১৮২১ ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃ. ৩২)। (৩) পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায় ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে, ১২৩১ সাল, পৃ. ৭০। (৪) সারজ্ঞানতত্ত্ব—তথা পঞ্চ উপাসক ও ষট্‌চক্রভেদ, ১২৫২। (৫) আগমনি—শারদীয় মহাপূজা প্রসঙ্গ, বিবিধ ছন্দবন্ধে বিরচিত, ১৬ই আশ্বিন ১২৬৩, পৃ. ৪৬।

পৃ. ৫৯, ৮৫—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য।

গঙ্গাকিশোরের নিবাস—শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামে। ব্যাপটিস্ট মিশনরীরা প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্ম শ্রীরামপুরের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় উদ্যোগী পুরুষ গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় আসিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হাত দিলেন। এদিকে তখনও কোনও বাঙালীর নজর পড়ে নাই। গঙ্গাকিশোর প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করিলেন।

তাঁহার প্রকাশিত প্রথম পুস্তক—১৮১৬ সনে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। ইহাতে রামচাঁদ রায়ের খোদিত ছয়খানি ধাতু-খোদাই ও কাঠ-খোদাই চিত্র আছে। ইহাই ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক। ক্রমশঃ গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের দোকান খুলিলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে লাভবান হইয়া অতঃপর গঙ্গাকিশোর একটা বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিষ। মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র প্রকাশের উপর। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক-পত্র বাহির হয় নাই; বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। এই অভাব পুরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দ্বারা। কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়, এই ব্যাপারে তাঁহার সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় খুব সম্ভব ১৮১৮ সনে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। হরচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়াতে ১৮১৯ সনে গঙ্গাকিশোর বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহরায় লইয়া যান। ১৮৩১ সনের জুন মাসের পুর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। গঙ্গাকিশোরের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা:—

(১) অন্নদামঙ্গল (সচিত্র), ইং ১৮১৬, পৃ. ৩১৮। (২) A Grammar, in English and Bengalee (বাংলা ভাষায় ইংরেজী ব্যাকরণ), ইং. ১৮১৬, পৃ. ২১৬।* (৩) দায়ভাগ, ইং ১৮১৬-১৭। (৪) চিকিৎসার্ণব, ইং ১৮২০ (?), পৃ. ৭২। (৫) শ্রীভগবদ্গীতা, ইং ১৮২০ (?)। (৬) দ্রব্যগুণ, ইং ১৮২৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:— ৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৫৯, ৬৫—বাংলার প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন সুরু হয়, তখন স্বভাবতঃই কোন কোন পুস্তক চিত্রশোভিত করিয়া বাহির করিবার বাসনা উদ্যোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা তখন বাংলা দেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এন্‌গ্রেভিং ইউরোপে সেকালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশে শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ-খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তক দেখিয়াছি। এই সকল পুস্তকে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরণের খোদাই-চিত্রই আছে। ইহা হইতে সে-যুগের বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ম্মের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে এগুলির মূল্য খুব অধিক বিবেচিত না হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

* এই বৎসর বঙ্গভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, উহা রামচন্দ্র [রায়]-বিরচিত 'ইঙ্গ্‌লিষ দর্পণ'। রামচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সহকারী ছিলেন।

সে-যুগের ধাতু-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামসাগর চক্রবর্ত্তী, বীরচন্দ্র দত্ত ও কাশীনাথ মিস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়।* ইহারা কাঠ-খোদাই শিল্পেও দক্ষ ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ বৈদেশিকের নিকট হইতে এই শিল্প বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮১৮-১৯) বিবরণের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy .....The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on coper. That art they owe to the efforts of a member of this Society, some of whose friends expressed to him how groundless was the idea of proficiency in engraving being ever attainable by a native. The result is one of the numerous facts that should enlarge the hopes of those who labor for the improvement of the inhabitants of this country, and for the introduction here of the ingenious arts of the European world.

দেশীয় শিল্পীর হস্তাঙ্কিত চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহা ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাংলার প্রাচীন কাঠ-খোদাই চিত্রের ও ১৩৫৩ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্রের বহু নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ৬০—রামকমল সেন।

দেওয়ান রামকমল সেনের জন্ম—১৫ মার্চ ১৭৮৩ এবং মৃত্যু—২ আগষ্ট ১৮৪৪। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে-সকল জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়, তাহার প্রায় সকলগুলির সহিতই তাঁহার নাম ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনকথা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্রের *Life of Dewan Ram Comul Sen* (1880) ও ৭২-সংখ্যক সাহিত্য সাধক-চরিতমালা : 'রামকমল সেন' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পৃ. ৬১—'ভগবদ্গীতা' : বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার "নির্ব্বাহক" ছিলেন। "কোন

*১৮২০ সনের সেপ্টেম্বরমাসে প্রকাশিত Quarterly *Friend of India* (vol. 1, No. 1) পত্রে আর একজন খোদাই-শিল্পী—জোড়াসাঁকো-নিবাসী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন :—"Most ef these works have been accompanied with plates, which aded an amazing value to them in the opinion of the majority of native readers and purchasers. Both the design and execution of the plates have been exclusively the effort of native genius; ...The plates cost in general a goldmohur, designing, engraving, and all; for in the infancy of this art, as of many others, one man is obliged to act many parts. Thus Mr. Hari Har Banerjya, who lives at Jorasanko, performs all the requisite offices, from the original outline, to the full completion; ......"

পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে” তিনি ১৮১৯ সনে ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পুস্তকের পৃ. সংখ্যা ১৯০; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

॥ নমোভগবতে বাসুদেবায় ॥ / ॥ শ্রীভগবদ্গীতা ॥ / ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ ॥ / এবং পদ্য রচিত ভাষা অর্থ সংগ্রহ ॥ / শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ॥ / মোং কলিকাতায় ॥ / ॥ বাঙ্গলাগেজেটি আফিশে ॥ / ছাপা হইল ॥ / সন ১২২৬ সাল ॥ /

অনুবাদের নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন (শুনহে) সঞ্জয়।
দুর্য্যোধন আদি শত আমার তনয়।
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন। যুদ্ধের
ইচ্ছায় তারা করিয়া মিলন। ধর্ম্ম ক্ষেত্রে
কুরু ক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম করে। বিশেষ
করিয়া সব কহিবা আমারে ॥১॥

শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নামধাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—

কোটি কোটি নতি স্তুতি করি কায়মনে।
কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে।
দ্বিজ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্য বংশ জাত।
ভাগীরথী তীরে বেলগড়্যা গ্রামে স্থিত ॥
... ...
ইতি শ্রীভগবদ্গীতা ভাষা বিবরণং সমাপ্তং।
শকাব্দা ১৭৪১। ২। ২২ ॥ শ্রীহরিঃ শরণং ॥ ০ f ০ ॥

এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না বলিবার উপায় নাই, তবে রামমোহন যে ‘ভগবদ্গীতা’ পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৫৮ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন :—“শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তী কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাসকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে,যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।” (বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,’ আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ ৭২)

১৮২৯ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ‘সহমরণ বিষয়’ পুস্তকেও এই গীতার উল্লেখ আছে ;—তিনি

লিখিয়াছেন :—"সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,… ।"

পৃ. ৩১—'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'।

কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ ইহা রচনা করেন। এই পুস্তকের মলাটের উপর হস্তাক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আছে :—

নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণা।

আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে আলোচ্য পুস্তকের যে প্রাপ্তিস্বীকার আছে, তাহা হইতে গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

On the Burning of Widows.

…a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat'h-turku-bagish*, by the desire of Cala-chund-bhose. It is in the form of a dialogue, written iu Bengalee with an English Translation.—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33.

কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল; এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসাদ বসু— কালাচাঁদ বসুর পিতা।

পৃ. ৬২—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'।

ইহা কাশীনাথ তর্কবাগীশের 'বিধায়ক নিষেধকে'র প্রত্যুত্তরে লিখিত। রামমোহনের এই পুস্তকখানি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত। ফুলষ্টপ, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার—ইহার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পুস্তকে ইংরেজী যতিচিহ্নের পুরাদস্তর ব্যবহার রেঃ ইউষ্টেস কেরী ও ইয়েট্সের পরামর্শে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীতিকথা,' ২য় ভাগ পুস্তকে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন—ইহার উল্লেখ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে (পৃ. ৩) আছে। এইরূপ যতিচিহ্নের ব্যবহার কেবলমাত্র শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত কতকগুলি বাংলা পুস্তকেই দেখা যায়।

পৃ. ৬৪—'কর্ম্মলোচন': কালিদাস সভাপতি।

'কর্ম্মলোচন' ৩২ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

কর্ম্মলোচন। / অর্থাৎ / কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকর্ম্ম নিশ্চায়ক অষ্টোত্তর শত বচন / সংস্কৃত গ্রন্থ। / শ্রীকালিদাস সভাপতি কর্ত্তৃক রচিত / তাহার ভাষা শ্লোক / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। / সন ১২২৮ সাল। /

পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

লোচনবিহীন জন দেখে অন্ধকার। এ কর্ম্মলোচন
বিনা হয় সে প্রকার॥ অনেকের সংস্কৃত বুঝিতে
দুর্গম। ভাষাতে প্রকাশ করি করিয়া সুগম॥
ভূরিশাস্ত্রং সমালোচ্য বালানাং জ্ঞানহেতবে।
অষ্টোত্তরশতং শ্লোকা বক্ষ্যন্তে কর্ম্মলোচনে॥
অনেক প্রকার শাস্ত্র করিয়া বিচার। বালকের বোধ
হেতু করিব প্রচার॥ অষ্টোত্তর শত শ্লোক যথাব্যব
হার। এ কর্ম্মলোচন গ্রন্থ সকলের সার॥

কালিদাস সভাপতি কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের পুত্র ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহোদর; তিনি সে-যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু জ্যোতিষী ছিলেন। ১৮৩৯ সনে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তাঁহার সম্বন্ধে যে দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

Death of Kalcedas Pundit.—The death of this remarkable man, with whom we have been acquainted for more than twenty years, occurred about ten days ago; and we cannot but think that, considering his peculiar acquirements, a brief notice of his career will not be deemed foreign to the character of this journal. His father, a Pundit of no little celebrity in his day, early applied himself to the study of Astronomy, a science almost extinct in Bengal; and after a careful examination of the Siddhantas, adopted the system laid down in them, to the rejection of the wild and fantastic theories of the Poorans. He was the literary, associate of the earliest of our Oriental literati, Sir William Jones and Mr. Wilkins; and an astronomical globe, with which he was presented by the former, he continued to preserve as an heirloom in his family. His son, Kaleedas, was early initiated into the same studies, and enjoyed, moreover, the advantage of a free intercourse with Mr. Reuben Burrow whose astronomical researches are so well known in India. Like his father, he adhered to the system of the Siddhantas, which he always maintained to be the only correct system which the Hindoos possessed. He was, notwithstanding, a rigid, if not a bigotted Hindoo, and never allowed the truth of the Poorans to be called in question. We have often been amused, in the course of conversation, to observe the struggle in his mind between a regard for the great truths of

astronomical science unfolded in the Siddhantas, and a submissive veneration for the current Shastras, of which he was obliged to repudiate the fabulous astronomy: and the various contrivances by which he endeavoured to reconcile these conflicting authorities, have often inspired pity for the victims of popular superstition.

Though our Pundit was, without question, the greatest Hindoo astronomer in Bengal, his scientific acquirements were made subservient to the puerilities of astrology; and yet we do not believe that he was ever convinced of the fallacy of his astrological calculations. Like many great men in our own land, he was firmly persuaded that the heavenly bodies exerted a distinct and visible influence on human actions; and he was consulted on all occasions by the great and wealthy Natives in Calcutta. His reputation was very extensive...

The old man had reached his seventieth year. He resided latterly at his family house, about thirty-five miles distant from the river. His son, on giving us the intelligence of his last moments, described them as the most happy and cheering which a Hindoo could desire; and as a sure indication of the great stock of merit which he had been enabled to accumulate during his life. For, said he, My father had just caused the Poorans to be read, as an act of religious merit, and his strength was sustained till the last leaf was folded up, when he began to feel the approach of death. The physicians were consulted, and advised that he should bathe in the holy stream, which was a delicate mode of announcing the extremity of his case. A palankeen was provided, and his son proceeded with him to the Ganges; and no sooner had he obtained a sight of it, and tasted its waters, than he said, Lay me on its banks: This is the most favourable hour for the last journey: I have just tasted the waters of the sacred Ganges; the sun has begun his journey to the north; the moon is now in the increase; it is day and not night. Every auspicious omen is combined on this period. Now let me depart. His son had no sooner begun the ceremonies for the parting soul, than the old man expired. Such was the ***hope in death*** of one of the most scientific and enlightened of the Hindoos.—***The Friend of India*** for February 28, 1839, p. 130.

পৃ. ৬৪—'ভগবতী গীতা' : রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন।

পুস্তকখানি ১৮২৪ সনে প্রকাশিত। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৯; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশিব নারদ সম্বাদে।— / শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য / মহভাগবতোক্ত / ভগবতী গীতা / পার্ব্বতী হিমালয় কথোপকথন ॥— / শকাব্দা ১৭৪৬ / বাঙ্গলা সন ১২৩১ সাল ॥—

পুস্তকের গোড়ায় নারদ ও শিবের একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। পুস্তকের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে গ্রন্থকার, মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম জানা যাইবে :—"নদিয়া নামেতে জেলা তাহে থানা সুনির্ম্মলা হাঁডরায় আছে বর্ত্তমান। তাহার সামিল গ্রাম সর্ব্বমান্য জন ধাম পাটুলিয়া নৃপতির স্থান। ধর্ম্মদ তাহার নাম আমার বসতি ধাম পুর্ব্বাপর ঐস্থান পাইয়া বরেন্দ্র ভূমির বাস বহু দিন হয় নাশ নবম পুরুষ আমা দিয়া॥ তাহাদের নাম যত তাহা আর কব কত বারেন্দ্র কুলেতে জন্ম হয়। শ্রীরামরত্ননাম হরিভক্তি মনস্কাম দেবীগীতা ভাষাপদ্য কয়। একমাস রাত্রি দিনে অভয়া ভাবিয়া মনে অর্থ হেতু হয় বড় আশা ভব তরিবার তরী সংস্কৃতমুল ধরী দেবীগীতা করিয়াছি ভাষা॥ রামবেদ অশ্ব একে এই পরিমিত শাকে [১৭৪৩] বৈশাখের প্রথম দিবসে॥ বসু যুগ্মাদিত্যমানে ইহাতে গণিত শনে শুক্র দিবে ভাষা পূর্ণ হয়। মুদ্রিত হইল শেষে কলিকাতার একদেশে শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিষে। ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম পশ্চিমে কালির ধাম খ্যাতদত্ত পুরী পর্ব্বপাসে..."

পৃ. ৬৭—'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামধন। রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার', 'তর্কালঙ্কার' ও 'তর্কপঞ্চানন'—সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে' কবিকেশরী' উপাধি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার সভাসদ্ রূপে কাটিয়াছিল। আনুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা :—

(১) দুর্গামঙ্গলান্তর্গত গৌরীবিলাস (সচিত্র), রচনাকাল ইং ১৮১৯-২০, পৃ. ১৪০+১২৯+৭। (২) অক্রুর সংবাদ, রচনাকাল ইং ১৮২৩। (৩) আনন্দলহরী, ইং ১৮২৪, পৃ. ৬২। (৪) নলদময়ন্তী, ইং ১৮২৭, পৃ ৯২। (৫) কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক, ইং ১৮২৮, পৃ. ৭৮। (৬) চন্দ্রবংশ, ইং ১৮২৯। (৭) শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক, ইং ১৮২৯ (?)। (৮) মাধব মালতী উপাখ্যান, ১২৩৭ সাল (ইং ১৮৩০) (৯) আচার রত্নাকর গ্রন্থ, ইং ১৮৩৪ (?)। (১০) হরপার্ব্বতীমঙ্গল (সচিত্র), ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত। (১১) কালীপুরাণ, রচনাকাল ইং ১৮৩৪-৩৫। রামচন্দ্র 'অমরভাষা, বা অমরকোষের অনুবাদ, এবং ষষ্ঠী ও শীতলা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 'কালীপুরাণে'র প্রারম্ভে এইরূপ আভাস আছে। (১২) কালিকামঙ্গল : প্রাণরাম চক্রবর্ত্তি-কৃত (সম্পাদিত), ১২৪৩ সাল (ইং ১৮৩৬-৩৭)।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৩০-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার...'দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৬৮—'নাদিরুল কিশ্‌ওয়ার' : দেবীপ্রসাদ রায়।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Nadirool Kishwur / or / Rarity of the Country, / Containing the Grammars of the English, Persian, Arabic, and/Bengalee languages, the Logick, Philosophical Stories nu / meral letters of Ubjud, with the method of writing a letter by them ; the Persian numerals used in accounts, familiar / Dialogues translated into Persian, Arabic, English, Hin / doostanee and bengalee tongues, and the conjugation of verbs in those languages. / For the use of the School Boys. / By/ Debeeprusad Roy. / A moonshee in the Service of Baboo Ramrutun Mullick / a noble native of Calcutta. / Calcutta, / Printed by Hidayut Oollaw / At the Persian Press. / 1824.

পৃ. ৭০, ৩৩৮, ৩৪০—নীলরত্ন হালদার।

ইনি চুঁচুড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদারের পুত্র। সুলেখক, সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ হিসাবে সে-যুগে নীলরত্নের খ্যাতি ছিল। ১৮২৯ সনে প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' নামে সাপ্তাহিক পত্রের তিনিই প্রথম সম্পাদক। আনুমানিক ১৮৫৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। নীলরত্ন হালদারের রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা :—

(১) কবিতা রত্নাকর, ইং ১৮২৫। (২) জ্যোতিষ, ইং ১৮২৫। (৩) পরমায়ুঃ প্রকাশ, ইং ১৮২৬। (৪) অদৃষ্ট প্রকাশ, ইং ১৮২৬। (৫) বহুদর্শন, ইং ১৮২৬। পৃ. ১৪৭। (৬) দম্পতী শিক্ষা, ইং ১৮৩৪ (৭) সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী, ইং ১৮৫১। ৮) শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রং, ইং ১৮৫২। (৯) শ্রুতিগানরত্ন, ইং ১৮৫৩। (১০) পার্ব্বতী গীত রত্নং, ইং ১৮১৪।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক চরিতমালা : 'নীলরত্ন হালদার' দ্রষ্টব্য।

পৃ ৭১, ৩৭৪ জেম্‌স প্রিন্সেপ।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জেম্‌স প্রিন্সেপের জন্ম হয়। তিনি ২০ বৎসর বয়সে টাকশালের ধাতু-পরীক্ষকের সহকারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এদেশে ২০ বৎসর কর্ম্মময় জীবন যাপন করিবার পর তিনি অসুস্থ হইয়া স্বদেশ গমন করিতে বাধ্য হন। তথায় ২২ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে, ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ৩০এ জুলাই তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে তাঁহার যে স্মৃতি-সভা হয়, তাহার দীর্ঘ বিবরণ ১৮৪০ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রিন্সেপ্স ঘাটটি এই স্মৃতি-সভায় গৃহীত প্রস্তাবেরই ফল। ভারতে প্রিন্সেপের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস এইরূপ :—

Mr. Prinsep went to India in 1819, as assistant Assay Master in the Calcutta Mint, and in the following year was appointed Assay Master in the Mint of

Benaros. He contributed valuable articles on experimontal philosophy to the Researches of the Asiatic Society of Bengal and the Transactions of the Royal Society. While at Benares, he gave to the public a series of highly characteristic delineations of its scenery and buildings. He was distinguished for his scientific attainments in chemistry, mineralogy, and meteorology. The new Calcutta Mint having been completed in 1830, the Benares Mint was abolished, and Mr. Prinsep came back to Calcutta as assistant Assay Master. In 1832, he was elevated to the post of Assay Master. In that year, when Mr Herbert who edited the paper left India, he undertook the continuance of a very valuable publication called—"The Gleanings in Science" a Monthly Journal of 100 pages, to which he gave the form and designation of Journal of the Asiatic Society, with the concurrence of the Society of Bengal. This publication was a monument of his versatile talents and indefatigable industry. He then turned his attention to inscriptions and Numismatics. He first made out the legends on the reverses of the bactrian coins,—on the ancient coins of Surat, and on the coins of the Hindu Princes of Lahore, and their Mahomedan successors, and formed alphabets of them, by which they can be readily perused, It is to him, we are indebted for the fact that the rocks of Cuttack and Guzerat preserve the names of Antiochus and Ptolemy, and record the intercourse of an Indian Monarch with his neighbours in Persia and Egypt. In addition to his official duty, and on the departure of H. H. Wilson, he was appointed in 1832. Secretary to the Mint Committee Secretary to the Asiatic Society, and member of the Education Committee.—The *Englishman*, 3rd July 1840. (Ram Gopal Sanyal : *Reminiscences and Anecdotes*...ii. 11-12.)

লিপিতত্ত্ববিশারদ প্রিন্সেপের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন—এদেশেরই এক জন প্রাচীন পণ্ডিত —কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ; তাঁহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

পৃ. ৭৫—'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'।

১২৩২ সালে (ইং ১৮২৬) রাধামোহন সেন গুপ্তপল্লী-নিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র পদ্যানুবাদ (পৃ. ১০০) প্রকাশ করেন। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

অথ / বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী / সংস্কৃত গ্রন্থ / এবং / তদনুযায়ীক ভাষা বিরচিত / পদ্য / শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্ত্তৃক / কলিকাতায় / শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় / মুদ্রাঙ্কিত হইল / ১২৩২

১৮৩২ সনে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সংস্কৃত শ্লোক সমেত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

পৃ ৭৫—রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ।

সাহেবদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ রামমোহন রায় *Bengalee Grammar in the English Langu ıge* তাঁহার ইউনিটারিয়ান প্রেসে মুদ্রিত করিয়া ১৮২৬ সনে প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ভাষাতেও একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; উহা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে ১৮৩৩ সনে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'র পূর্ব্বে স্কুল-বুক সোসাইটি আরও একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রচার করিয়াছিলেন; উহা পাদরি জে. কীথরচিত "বালকদিগের শিক্ষার্থে স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে" 'বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ'; প্রকাশকাল—ইং ১৮২০। কলিকতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণের ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

Five hundred copies of a new *Grammar of the Bengalee Language*, arranged in the form of Question and Answer, and published by the Reverend Mr. Keith have been purchased for the Society; a work which appears calculated to be useful and acceptable both to the native teachers of the Bengalee language and to their pupils.

পৃ. ৮২—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

গ্রন্থকার উলা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১২৩১ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের (পৃ. ২০৪) এক খণ্ড দেখিয়াছি; উহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী পুস্তকং/যথা / ভগীরথের গঙ্গা আরাধনা পৃথিবীতে গঙ্গার / আগমন / সগর সন্তানের উদ্ধার / এবং / ভগীরথের স্বর্গ যাত্রা ইত্যাদি / ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাসয়ের / কৃত / সুরধুনি মুনি কন্যা তারয়েৎ পুন্যবন্তং / সতরতি নিজ পুণ্যা স্তত্র কিন্তে মহত্বং / যদিচ গতি বিহীনং তারয়েৎ পাপীনং মাং / তদপি তন্মহত্বং মহত্বং॥ / কলিকাতায় / শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় / মুদ্রিত হইল / ১২৩১

ইহাতে বিশ্বম্ভর আচার্য্য-খোদিত "ভগীরথ গঙ্গা" নামে একখানি ধাতু-খোদাই চিত্র আছে। পুস্তকের কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

পয়ার॥ প্রেমরসে অবশেষে বামাগণ যত রাণী পুরে বসি বেশ করে মন মত॥ চাচর চিকুর জাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশ দড়ি॥ খোঁপায় সোনার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিলে সিঁথি মতি তার কোলে॥ কিবা শোভা সিন্দুর চন্দনে অতিশয়। মণিময় ঢাকা যেন ভানুর উদয়॥ কারো কারো ভ্রূ যেন কামধনু জিনী। কামের সর্ব্বস্ব কেড়্যা নিয়াছে কামিনী॥ চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখি। বন্দ্ধ করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি॥ কামিনীর আঁখির নিমিষ নাহি নড়ে। পাকসাটে আঁকির পলক যেন পড়ে॥ ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণ ফুল। কেহ পরে হিরার কমল নাহি তুল॥ নাসিকা তিলক কারো মুক্তা চুনি ভালো। লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো॥

কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥ কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিম্বফল। কার বা অধর যেন কোকনদ দল॥ কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাতি॥ দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কার দন্ত ভাঁতি॥ মাজ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখশোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগর ঢেউ হেন মনে বাসি॥ কে বলে শিবের শাপে কাম অঙ্গনাই। আছে বুঝি তার সাক্ষী কাযে কাযে পাই॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৫০॥

পয়ার॥ পরিল যে কেহ কেহ চেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ কারো গলে মণিময় হার চমৎকার। তেজে যার তরাসে পলায় অন্ধকার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কণ কার শংখের সমুখে॥ করি শুণ্ড জিনি কারো ভুজ সুললিত। ভুজ বন্দ ভূষণেতে অপূর্ব্ব ভূষিত॥ পতির আয়ুত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরশে বাঁধন লোহা সকলের হাতে॥ পাতামল পাসুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভে কিবা তায়। আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজারে কেহ করে বিকি কিনি॥

পৃ. ৯৩—মহাভারত।

দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত এই বিরাট্ গ্রন্থ ১৮২৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইহার একটি খণ্ডের আখ্যাপত্র এইরূপ:—

স্বস্তি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজশ্রীকাশীরাজ / শ্রীউদিতনারায়ণস্যাজ্ঞয়া / শ্রীশ্রীকুলনাথকবিনা / সংগৃহীত-ভাষামহাভারতদর্পণস্য / আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব চ / কলিকাতা মহানগরে শাস্ত্রপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রে / শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতেন / সাধিতং মুদ্রিতঞ্চ / শকাব্দাঃ ১৭৫১ সম্বত্ ১৮৮৬ /

পৃ. ৮৪, ৩৩৬—লিথোগ্রাফি।

ভারতবর্ষে লিথোগ্রাফির প্রচলন সম্বন্ধে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২২ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' এইরূপ লিখিত হইয়াছিল:—

Lithography in India...We are glad to learn, that after various unsuccessful attempts, it has at length been brought to perfection in Calcutta. Mr. Belnos, and Mr. de Savighnac, two French Artists resident in this city, having united their information and skill, have produced specimens of Lithographic Engraving and Printing equal to anything we have seen from England; and we have now in our possession a Portrait of a private individual, and a Sketch from Nature, which it would be difficult to distinguish from Pencil Drawings. (p. 349.)

বর্ত্তমান পুস্তকে মিসেস বেল্‌নসের অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। এই মহিলা খুব সম্ভব উল্লিখিত ফরাসী চিত্রকর বেল্‌নসের গৃহিণী।

অপর ফরাসী শিল্পী স্যাভিঞাক (Savighnac) রামমোহন রায়ের একখানি এন্‌গ্রেভিং করিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংসের চিত্র-প্রসঙ্গে ১৫ অক্টোবর ১৮২২ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' লিখিত হইয়াছিল :—"...permission has been given to Monsieur De Savighnac...to make a Drawing from the splendid Picture of the Marquis of Hastings, painted by George Chinnery···which is to be Engraved in Mons. De Savighnac's best manner, and published by Subscription, at a Gold Mohur per Copy...He has done also a Head of the celebrated Brahmin and Unitarian Christian, Ram Mohun Roy... (p. 605.)

পৃ. ৮৬—'মহিম্নঃ স্তব'।

এই পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮। প্রথম পৃষ্ঠায় আছে :—"॥ * ॥ মহিম্নঃস্তব এবং তাহার অর্থের পয়ার ॥ * ॥" শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এই ভাবে নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছেন :—

আশুতোষের স্তবের আশু আশয় বুঝিবার।
দ্বিজ গঙ্গাধরের এই রচিত পয়ার ॥ ইতি ॥*॥
শ্রীযুৎ লল্লুলালকবীশ্বরস্য সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীমদন পালে নাঙ্কিতম্‌ ॥

পৃ. ৮৬-৯২—সাময়িক-পত্র;

বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্ম ১৮১৮ সনে; এই সময় হইতে ১৮৬৮ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস আমার রচিত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (৩য় সং, ১৩৫৪) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাময়িক-পত্রের পরবর্ত্তী ইতিহাস (১২৮৬ সাল পর্য্যন্ত) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৫৪-৫৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৮৬—'ক্যালকাটা জর্ণাল।'

'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স সিল্ক বাকিংহাম। এই ইংরেজী কাগজখানির অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) ১৮১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং প্রথম সংখ্যা পরবর্ত্তী ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা জর্ণাল' প্রথমে দ্বিসাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া অল্প দিন পরে বারত্রয়িক এবং শেষে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

সিল্ক বাকিংহাম রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে"র পৃষ্ঠাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে এখনও কিছু নূতন সংবাদ মিলিতে পারে। এই বিভাগে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রেও বহু সংখ্যার বিষয়-সূচীর এবং অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ২৩শ সংখ্যক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রের বিষয়-সূচীর তালিকায় রামমোহন রায়ের মাতার মৃত্যু-সংবাদ আছে; এই ঘটনার তারিখটি এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সংবাদটি এইরূপ :—

Died on the 21st of April, at Khettru (*Juggernaut*) where she has resided for two years, the Mother of Dewan Ram Mohun Roy; and her obsequies were to be performed on the 4th of May.—*The Calcutta Journal* for May 13, 1822, P. 174.

রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' নামে একখানি ফার্সী সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে" এই ফার্সী সংবাদপত্রের অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচীর এবং অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া যাইবে। ৮ জুলাই ১৮২২ তারিখে কলিকাতার বিশপ্‌ মিড্‌লটনের মৃত্যু হইলে রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখবারে' যাহা লিখিয়াছিলেন,'ক্যালকাটা জর্ণালে' তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ:—

MIRAT-OOL-AKHBAR

To the Editor of the Journal.

Sir,

The accompanying is a varbal Translation of an Article respecting the Death of the late Bishop of Calcutta, which I found in the *Mirutool-Ukhbar*. If you find it worthy of insertion, it is at your service.—I am, Sir, Your very obedient Servant, A FRIEND.

"The demise, on the 8th of July, of a person of high rank and dignity, a supporter of the doctrine of the glorious Trinity, an adept in the principles of pure religion, the Chief of the Priests of Hindostan, the greatest amongst the learned of high station, one of unequalled celebrity, Thomas Fanshaw Middleton, the Bishop of Calcutta, has excited the surprise of the world. He indeed was possessed, in a complete degree, of the knowledge of many useful sciences, especially of the Greek language and learning. He zealously endeavoured to preserve the degrees of rank, and was devoted to the exercise of care. Having been relieved from the distresses and anxieties of this uncertain world, he now reposes in the bosom of the mercy of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost."— *The Calcutta Journal*, 13 July 1822, p. 187.

'ক্যালকাটা জর্ণালে'র "এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টে" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রেরও বহু সংখ্যার বিষয়-সূচীর ও অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ. ৮৭—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের "আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে" পরগণা উখড়ার অন্তঃপাতী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ সে-যুগের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার হাতেখড়ি হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে। ১৮২১ সনের ৪ ডিসেম্বর তারিখে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ করিবার পর "অংশিগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায়" তিনি উহার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ উদ্যোগী পুরুষ; তিনি অনতিবিলম্বে কলুটোলায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৫ মার্চ ১৮২২। 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। গ্রন্থকার হিসাবেও ভবানীচরণের খ্যাতি বড় কম ছিল না। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-গদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ চিত্ররচয়িতা-হিসাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা :—

(১) কলিকাতা কমলালয়, ইং ১৮২৩। (২) হিতোপদেশ, ইং ১৮২৩। (৩) নববাবুবিলাস ইং ১৮২৫। (৪) দূতীবিলাস, ইং ১৮২৫। (৫) নববিবিবিলাস, ইং ১৮৩১ (?)। (৬) শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার, ইং ১৮৩১। (৭) আশ্চর্য্য উপাখ্যান, ইং ১৮৩৫। (৮) পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা, ইং ১৮৪৪।

ভবানীচরণ তাঁহার সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এগুলিরও একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) হাস্যার্ণব, ইং ১৮২২ (?)। (২) শ্রীমদ্ভাগবত, ইং ১৮৩০। (৩) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং, ইং ১৮৩৩। (৪) মনুসংহিতা, ইং ১৮৩৩। (৫) ঊনবিংশ সংহিতা, ইং ১৮৩৩ (?)। (৭) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নব্য স্মৃতি।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ ভাগীরথী-তীরে দেহরক্ষা করেন।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—৪-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ২৬৮—জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। জয়নারায়ণ বাল্যকালে পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরে 'প্রাণতোষণীলতা'-প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখা-নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং গুর্জ্জরদেশীয় পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০, ১১ই আগষ্ট তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ৩০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৮৬৯, ৩রা নবেম্বর হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ই নবেম্বর ১৮৭২ তারিখে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়নারায়ণ সে-যুগের এক জন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তাঁহার নিকট যে-সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের এক জন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অপর জন—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নহেন)। জয়নারায়ণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' (ইং ১৮৬১) ও সম্পাদিত 'বৈশেষিকদর্শন' (ইং ১৮৬১) সুপরিচিত গ্রন্থ।

জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী:—পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৯১, ১২৩—দ্বারকানাথ ঠাকুর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' পুস্তকে দ্বারকানাথের কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃ. ১২১-১৩০—সেকালের আমোদ-প্রমোদ।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গহ' নামক মাসিকপত্রে (মাঘ, ১৭৮০ শক) লিখিয়াছিলেন:—

"বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পুর্ব্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকেন। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতাগুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সন্তোষণার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর; যাহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত

আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ্য অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দুষ্টবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি খেঁউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

...নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে;..."

পৃ. ১২১—নর্ত্তকী নিকী।

নিকী সে-যুগের বিখ্যাত মুসলমানী বাঈজী। ফ্যানী পার্কস্ নামে এক ইংরেজ মহিলার ভ্রমণকাহিনী হইতে রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়ীতে নিকীর নাচগানের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মহিলাটি লিখিয়াছেন :—

1823, May.—The other evening we went to a party given by Ram Mohun Roy, a rich Bengallee baboo; the grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed.

In various rooms of the house nach girls were dancing and singing...The style of singing was curious ; at times the tunes proceeded finely from their noses ; some of the airs were very pretty ; one of the women was Nickee, the Catalani of the East.—*Wandering of a Pilgrim*, etc., by Fanny Parkes, London, 1850, i. 29-30.

১৮২৩, ১৫ই মার্চ রাত্রে মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগানবাড়ীতে নাচগানের এক বিরাট্ মজলিস হয়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত এই মজলিসের বিবরণ বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণাল' (অক্টোবর ১৮২৩, পৃ. ৩৮৮-৮৯) পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পাঠে আমরা সেকালের আরও দুই জন নামজাদা মুসলমান নর্ত্তকীর নাম জানিতে পারি ; তাঁহারা বেগম জান্ ও হিঙ্গুল। ইহা ছাড়া সে-যুগের সংবাদপত্রে নান্নিজান্ ও সুপন্‌জান প্রভৃতি আরও কয়েক জন মুসলমান নর্ত্তকীর নাম পাওয়া যায়।

১৮১৫ সনে কলিকাতায় ধনি-গৃহে শারদীয় পূজায় নাচগানের বিরাট্ মজলিস হইয়াছিল। সংবাদপত্রে তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আরও কয়েক জন বাঈজীর নাম পাওয়া যায়। বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> We had no oppertunity on Monday eveningof discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who are engaged by Neel Munnee Mullik and Raja Ram Chunder are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, who belongs to Benares, performs at the house of Budi Nath Baboo, in Jora Sanko.
>
> Report speaks highly of a young damsel, named Fyz. Boksh, who perfoms at the house of Goroo Persad Bhos. (*Asiatic Journal*, Aug. 1816, "Asiatic Intelligence—Calcutta." pp. 205-06.)

পৃ ১২৫—ভবানীপুরে নলদময়ন্তী যাত্রা দল।

প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রামমোহন বসু নলদময়ন্তী যাত্রার গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪) "৺রাম বসু" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

> "কলিকাতার নিকট দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী গানের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"কেনগো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু
করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন॥"

তথা।

"নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল; কি অনল,
কি সেই, কুল-মজানে কামানল্॥"

পৃ. ১২৬—প্রাচীন কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রাচীন কবিগণের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে-সকল কবিতা ও গান আমরা নানা সংগ্রহ-পুস্তকে দেখিয়া থাকি, তাহার পনর আনাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহ। আমরা 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় এই সকল প্রাচীন কবির জীবনী ও রচনাবলীর সন্ধান পাইয়াছি :—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	...	১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০।
রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	...	১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র ১২৬১।
রাম [মোহন] বসু	..	১ আশ্বিন, ১ কার্ত্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী	...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
কেষ্টা মুচী, লালু নন্দলাল, গোঁজলা গুঁই	...	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
হরু ঠাকুর	...	১ পৌষ ১২৬১।
রাসু, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস	...	১ মাঘ ১২৬১।

'সংবাদ প্রভাকরে'র এই সংখ্যাগুলি সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে মিলিবে। ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' পুস্তকেও হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতির গানের কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে—১২৪৪ সালে (ইং ১৮৩৭) তাঁহার কতকগুলি সঙ্গীত 'গীতরত্ন' নামে প্রকাশিত হয়। ১২৬৩ সালে "তদাত্মজ" জয়গোপাল গুপ্ত এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশ

করেন। ইহাতে নিধুবাবুর "সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত" সংযোজিত হইয়াছে। এই জীবনী পাঠে জানা যায়, ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্তা গ্রামে তাঁহার জন্ম, এবং ২১ চৈত্র ১২৪৫ (২ এপ্রিল ১৮৩৯) তারিখে ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ পাঁচালি-কার দাশরথি রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ১৬ অক্টোবর ১৮৫৭ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী ২৩-এ (শুক্রবার) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—"সম্পাদক মহাশয়! আমি গভীর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া মহাশয়ের পাঠকপুঞ্জের বিদিতার্থে প্রকাশ করিতেছি যে মোং বাঁদমুড়া নিবাসি গুণরাশি পরম ধর্ম্মপরায়ণ, কবিকুলাগ্রগণ্য, বিজোত্তম, বিপ্রকুলদীপ দাশরথি রায় মহাশয় গত ১ কার্ত্তিক শুক্রবাসরে সজ্ঞান পূর্ব্বক ৺ভাগীরথী তীরে এতন্মায়ামণ্ডিত ভৌতিক দেহ পরিহার পুরঃসর যোগ্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। আহা! সম্পাদক মহাশয়, এতদিনে বঙ্গভূমিকে শোকরূপ তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথি রায়ের প্রকাশিত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অলঙ্কারযুক্ত কবিতা রূপ শশাঙ্ক অস্তাচলে গমন করিলেন।..."

পৃ. ১২৮—বীরনৃসিংহ মল্লিক।

ইনি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৪৯, ২৩এ জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর-দিন 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—"আমরা খেদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাতরিয়াঘাটা নিবাসি বাবু বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় গত কল্য বেলা দুই প্রহর পরে গঙ্গাতীরে নীরে মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

পৃ. ১৩১ - কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয়।

এই চিকিৎসালয় স্থাপনের বিবরণ ১৮১৮ সনের আগষ্ট মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে মুদ্রিত "New Asylum for Lepers" প্রবন্ধে (পৃ. ৯১-৯৯) পাওয়া যাইবে।

পৃ. ১৩২, ২১০—স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্।

সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্ণাল' সে-যুগের একখানি উঁচু দরের ইংরেজী সংবাদপত্র ছিল। ইহাতে এমন কতকগুলি লেখা বাহির হয়, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহারই ফলে সংবাদপত্র-শাসনের জন্য ১৮২৩ সনের ৪ এপ্রিল প্রেস-আইন জারি হয়। এই আইনানুসারে বাকিংহামকে এদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাকিংহামের পর তাঁহার সহকারী স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্ 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। আরনট্ও সরকারের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন এবং অল্প দিন পরে তাঁহাকেও কলিকাতা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়।

বাকিংহামের ন্যায় আরনট্ও রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে রামমোহনের একটি অবৈতনিক স্কুল ছিল। এই স্কুলে আরনট্ কিছু দিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। সরকার যখন আরনট্কে বিলাতে নির্ব্বাসিত করাই সাব্যস্ত করেন, সেই সময় এই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুগণ আরনট্কে এদেশে অবস্থান করিতে দিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া ১৩ অক্টোবর ১৮২৪ তারিখে

সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদন-পত্রে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় (রামমোহনের ভাগিনেয়), লালা কিষেণচাঁদ, হরচন্দ্র ঘোষ, রায় কৃষ্ণমোহন মিত্র, বিশ্বনাথ ঘোষ, বেচারাম সেন, রূপচাঁদ কুণ্ডু ও রামচন্দ্র বিশ্বাসের স্বাক্ষর আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

We the undermentioned patrons and friends of a Seminary of education for the gratuitous instrution of native youth, beg leave most respectfully to represent to your Lordship in Council, that this institution having existed for nearly three years during which a portion of the pupil have made such a degree of proficiency as urgently requires increased ability in their teachers—a want which till lately we found it impossible to supply in the beginning of June last, Mr. Sandford Arnot immediately on his arrival here from Bencoolen and while in expectation of being permitted to remain in the country, engaged, as a means of subsistence, to superintend the education of the pupils under our charge agreeably to the wish we had long entertained of procuring the assistance of a competent European teacher......(Cited in *J. B. & O. R. S.*, Vol. xvi. Pt. II, pp. 162-63.)

বলা বাহুল্য, ইহাতে কোন ফল হয় নাই, আরনট্‌কে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

রামমোহন রায় ১৮৩১ সনে বিলাতে পৌঁছেন। সেখানে তাঁহার একজন প্রাইভেট সেক্রেটরীর প্রয়োজন হইলে পুরাতন বন্ধু স্যাণ্ডফোর্ড আরনট্ এই পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ সনের নবেম্বর মাসে বিলাতে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইলে ঐ মাসের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' তাঁহার এক সুদীর্ঘ জীবনী প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, সেগুলিতে তাঁহার এক জন পুরাতন সাহেব-বন্ধুর যথেষ্ট হাত আছে। ১৮৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে এই প্রসঙ্গে স্যাণ্ডফোর্ড আরনটের একখানি দীর্ঘ পত্র 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ২৮৮-৯০) মুদ্রিত হয়। তাহাতে প্রকাশ, বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহনের চিঠিপত্র ও রচনাদি আরনট্‌ই লিখিয়া দিতেন; এমন কি, ভারতবর্ষে অবস্থানকালেও তিনি রচনাকার্য্যে রামমোহনকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সনের প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সরকারের নিকট যে আবেদন-পত্র পাঠান—এমন কি, শেষে বিলাতে যে আপীল করেন, সেই আবেদনপত্র দুইখানি ও 'রামদাস'-স্বাক্ষরিত পত্রাবলী প্রভৃতিও আরনট্ তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। আরনটের এই দাবি সকলে সত্য ও ন্যায্য বলিয়া মনে করেন না। ডাঃ কার্পেণ্টার উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা যে হীন উদ্দেশ্যপ্রসূত, এই কথা হোরেস হেম্যান উইলসন লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৩ সনের ২১এ ডিসেম্বর তারিখে দেওয়ান রামকমল সেনকে লিখিত একখানি পত্রে উইলসন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

In a letter I wrote to you I mentioned the death of Rammohun Roy...Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary importuned him for the

payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Rammohun, if not paid, to do what he has done since his death, claim as his own writing all that Rammohun published in England. In short, Rammohun got amongst a low. needy, unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late which preyed upon his spirit and injured his health. (Peary Chand Mitra : *Life of Dewan Ramcomul Sen*, pp. 14-15.)

ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, আরনটের উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবে আরনটের চরিত্র সম্বন্ধে উইলসনের যে উচ্চ ধারণা ছিল না, এবং সেজন্য তিনি যে তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আরনট্ ঠিক কি দাবি করিয়াছিলেন, তাহাও দেখা আবশ্যক। এই কারণে তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

I claim no merit whatever for this ; I did no more than, I suppose every other secretary does ; that is, ascertains from his principal what he wishes to say or prove on any given subject, receives a rough outline, and works it out in his own way, making as many points, and giving as much force of diction, as he can ......

I beg here to quote some extracts from the accompanying document, explaining the nature of my labours in behalf of the Rajah.

"It must have been quite impossible for a foreigner, however able and learned, to get through such a mass of business, besides paying visits and attending parties almost every day in the week, as was the case for a long period, without the aid of the pen of a practised writer. The mode in which it was accomplished was as follows : the Rajah explained to Mr. Arnot, as the conversed, walking, backwards and forwards in his drawing-room, his idea of any given subject. Mr. A. then sat down and wrote a paragraph, or a page or two, or, if it were letter, wrote it off at once ; then, having read this over and conversed further he would write a page or two more. Thus the book on the revenue and judicial systems, &c. was written in a few weeks, chiefly while the Rajah lived in Regent's Park ; a thing extraordinary considering his usually slow and scrupulously careful habits of composition. The letters were sometimes draughted by Mr. Arnot, and then copied by the Rajah's own hand at his leisure ; and sometimes, for the sake of greater despatch, he wrote them at once

under Mr. Arnot's instructions as to the laguage and expressions to be used."

In addition to this, I think I may safely appeal to the internal evidence of the productions themselves. At least, notwithstanding the mystery in which we involved them, his intimate friends, who knew his abilities best, have often hinted to me that there was something in the texture of these composition that shewed either the warp or the woof to be European. That this was the general notion, is also confirmed to me by the remarks once made in a debate at the India House, on the probable authorship of his appeal to the Supreme Court of Calcutta against the new law for the press in Bengal, passed in 1823; or his memorial, on the same subject, to the King, I forget which. All mystery on the subject is now useless. On these occasions, also, I acted in the same manner, as his secretary. Others may, if they please, call it amanuensis. I do no injury to his fame in stating these things; on the contrary, I protect it: as the effect of concealment was, that many attributed his productions to more important persons. This I have been told by men of all parties, first by a particular friend of the deceased, and a great opponent of the East-India Company; afterwards a gentleman in the highest office but one, connected with India, told me that he believed his evidence or remarks on the affairs of India to be the joint production of the leading Indian reformers in this country. My assurance to the contrary I evidently saw to be unavailing, as I offered no explanation of the mode in which they were drawn up. I could equally explain the history of the writings of RÂM DOSS, an imaginary personage, mentioned by Dr. Carpenter, and SHIVA PRUSAD SURMA, of which all the former and part of the latter passed through my hands......

ইহা ব্যতীত আরনট্ কিছু তথ্যপ্রমাণও দিয়াছিলেন। সেগুলি পড়িয়া 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

We have perused the document referred to, entitled "Statement of the Services rendered to Rajah Rammohun Roy by Mr. Arnot," which appears fully to confirm what is above stated.—Editor.

সেক্রেটরী ও প্রভুর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময়ে রচনায় প্রভুর হাত কতটুকু, সেক্রেটরীর হাত কতটুকু, তাহা বলা কঠিন। সেজন্য আরনটের দাবি মিথ্যা কি সত্য, তাহা জোর করিয়া বলা সম্ভব নয়।

তবে এ-কথা হয়ত বলা যাইতে পারে, আরনটের উক্তিকে একেবারে অসম্ভব বা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ নাই। রামমোহন অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন; তিনি যদি ইংরেজী রচনায় কোনও ইংরেজের পরামর্শ ও সহায়তা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিন্দা বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তাহা ছাড়া এ-কথাও বলা যাইতে পারে, ইংরেজী ভাল জানিলেও সেক্রেটরীর সাহায্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত হইত না। ভাষা ছাড়া অন্য ব্যাপারেও সেক্রেটরীর সহায়তা প্রয়োজন হইতে পারে। রামমোহন জীবনে নানা বিষয় লইয়া তর্কবিতর্কও করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সাময়িক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে "পোলেমিক্স" বা বাদানুবাদ-জাতীয়। সুতরাং এই সকল রচনার মোটামুটি ভাব ও যুক্তি তাঁহার নিজস্ব হইলেও মুসাবিদা আংশিকভাবে তাঁহার না-হইতে পারে।

পৃ. ১৫৮—পরাণচন্দ্র বাবু।

পরাণচন্দ্র বাবু বৰ্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ভগিনী কমলকুমারী ও পরে কন্যা বসন্তকুমারী তেজচন্দ্রের সহিত বিবাহিত হন। প্রাণচন্দ্রের অষ্টম পুত্রকে তেজচন্দ্র পোষ্য পুত্র লইয়াছিলেন; ১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর এই পোষ্য পুত্রই মহতাবচন্দ্র নামে বৰ্দ্ধমানের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

দেওয়ান প্রাণচন্দ্র মহারাজ তেজচন্দ্রের আদেশে একখানি সুবৃহৎ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ইহার নাম 'হরিহর মঙ্গল সংগীত'। সমগ্র গ্রন্থটি গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত। প্রত্যেকটি কবিতায় রাগ-রাগিণী দেওয়া আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনেকটা অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের ধরণের। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রহীন একটি খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২৪; রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানা ধাতু-খোদাই চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৮৩১ সনে রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই 'হরিহর মঙ্গল সংগীত' প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশকাল গ্রন্থশেষে এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—"ইত্যেক শ্রীহরিহর মঙ্গলসংগীত। আরম্ভ সমাপ্তি কাল তাহা কহি কিঞ্চিত॥ ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কর অবলম্ব। এই সনে প্রথম বৈশাখে গ্রন্থারম্ভ॥ বেদগুরু চন্দ্রবাণ পণ গণ্ডা ছয়। কর কড়া ভুজক্রান্তি পাতনানিশ্চয়॥ বামভাগে পুরিলে যতেক অঙ্ক হয়। এই সন মাঘে গ্রন্থ সাঙ্গ সমুচ্চয়॥ মন্বন্তর দিবা তিথি শীতদশমীতে। সূর্য্য সুত বারে নিশি প্রহর একেতে॥ হরিহর মঙ্গল পরমগীতবন্ধ। ভাষাছন্দে আনন্দে কহেন প্রাণচন্দ্র॥"

গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় তেজচন্দ্রের জমিদারী বৰ্দ্ধমানের একটি বর্ণনা আছে; বর্ণনাটি এইরূপ:—

"রাগিণী পুরবী॥ তাল ধামার॥ ত্রিপদী॥ জমিদারী বৰ্দ্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজশ্চন্দ্র যার পতি। মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥ বৰ্দ্ধমান চাকলার যত দূর অধিকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার। দক্ষিণের সীমা তার কাঁসাই নদীর ধার পূর্ব্বসীমা পশ্চিমে গঙ্গার॥ উত্তরে রাজ্যের সখ্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে। পশ্চিমে গণনা এই পঞ্চ কূট পূর্ব্ব যেই

এই চতুঃসীমার গণনে॥ ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অভয়া আপনি অধিষ্ঠান। শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরূপার গড় বাড়ী শ্রীযুত ধীরাজে কৃপাবান॥ বাঘা মুজঃফর শাহী হাবেলী আজমত শাহী গোপভূম চাম্পাই নগরী। স্বয়ম্ভুরে সর্ব্বক্ষণে পুজে যথা চাঁদ বেণে চাঁদ সহ দ্বন্দ বিষহরি॥ বারড়া মনোহর শাহী সমর শাহী নলহি ইন্দ্রাণী পাটুলী জাহিরাবাদ। রণীহাটী রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগড়ি চেতো শাহাবাদ॥ আরসা আর আমুয়া বামুন ভূম বালিয়া চন্দ্রকোণা চৌষহা ঘাটাল। খণ্ডঘোষ পরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বারহাজারি পাণ্ডুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল॥ জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দূরাদূর ভুরশিট আদি মণ্ডলঘাট। অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধাওয়া যথা যুগাদ্যার পাট॥ বর্দ্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্ব্বমঙ্গলা যেই পুরে। রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ যার ঘরে॥”

পৃ. ১৮৮-৯১—নেটিব হাসপাতাল, ধর্ম্মতলা।

এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চার্লস লাশিংটনের ***The History, Design...*** পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এই হাসপাতালের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ জোড়াসাঁকোর রাজপরিবার প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে জানা যায়, ১৮২৫ সনের ২৩এ ডিসেম্বর রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা, এবং ১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহার দুই ভ্রাতা—শিবচন্দ্র রায় ও নরসিংহচন্দ্র রায় কুড়ি হাজার টাকা ন্যস্ত করেন।

পৃ ১৯২-২২৪ সম্ভ্রান্ত লোক।

এই যুগের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লোকনাথ ঘোষের ***The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc. (1881)*** গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পৃ. ১৯৪-৯৫—লালা বাবু।

শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘লালাবাবু’ নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। যোরেনো সাহেবও লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (***Bengal : Past & Present.*** Octr.—Decr. 1926)। কিন্তু এগুলিতে প্রধানতঃ জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পই স্থান পাইয়াছে। মাসিক ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রের ১৮২০, জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ১৯৯-২০৩) লালাবাবুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। ভারত-গবর্মেণ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন-প্রবাসের ইতিহাস ১৯২৭ সনের ***Bengal : Past & Present*** পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ১৯৫—দেওয়ান রামলোচন ঘোষ।

দেওয়ান রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ও জোড়াবাগানের ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেডী হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র থাকায় তিনি হেষ্টিংসের দেওয়ান বলিয়াও পরিচিত ছিলেন।

পৃ. ১৯৫, ২১১—ব্লাকিয়র।

ব্লাকিয়ার সাহেবের মৃত্যু হইলে, ১৮ আগষ্ট ১৮৫৩ তারিখের 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'য় এই অংশটি প্রকাশিত হয় :—

We regret to perceive an announcement of the death of Mr. W.C. Blaquiere, the oldest European resident in Calcutta. Mr. Blaquiere was in the ninety-fifth year of his age, having been born in 1759, three years after the battle of Plassey. He arived in this country we believe in 1774, while Hastings was still quarrelling with his Council, and though there is now no one living, who saw "the factory swell to a kingdom," he at least watched the kingdom swelling into an Empire. For half a century Mr. Blaquiere was a Police Magistrate in Calcutta, and his knowledge of the natives, their language, and their habits was almost unsurpassed in India. He retained his faculties, it is said, to the last.

১৬ আগষ্ট ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করেন :—

"খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি আমারদিগের নগরের পূর্ব্বতন শান্তিরক্ষক ও সুপ্রীমকোর্টের দ্বোভাষী বিবিধ বিদ্যা বিশারদ মহামান্য প্রাচীনবর মেং ব্লাকিয়ার সাহেব গত দিবস প্রাতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন।"

পৃ. ১৯৬—জয়কৃষ্ণ সিংহ।

ইনি জোড়াসাঁকো সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র, নন্দলাল সিংহের পিতা, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ।

পৃ. ১৯৯—নীলমণি মল্লিক।

নীলমণি মল্লিক জীবনে বহু সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৬০) দ্রষ্টব্য। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই নীলমণি মল্লিকের পোষ্য পুত্র।

পৃ. ১৯৯-২০০—রুস্তমজী কাওয়াসজী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পুস্তকে রুস্তমজী কাওয়াসজীর চরিত কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃ. ২০৯—রাজকৃষ্ণ বাহাদুর।

রাজা রাজকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। ১৮১৫ সনে তিনি 'কুলপ্রদীপ' নামে একখানি পুস্তিকা পয়ার ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১৮৩২ সনে উহা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪ ; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

কুলপ্রদীপঃ। অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নবকুলবিশিষ্টাদানপ্রদানাংশ ক্রিয়াদি নানা আংশিক ঘটক

কুলীন সজ্জন সম্মত ৺মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিরচিত শোভাবাজারস্থ যন্ত্রে তৎ পুত্রেণ রাজ শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রকাশিতঃ। শকাব্দাঃ ১৭৫৪

The KULA-PRUDEEPA, or The accounts of Kuleens, belonging To The Kaystha Composed by the late Maha-Raja Raj-Krishna Bahadur, and published by his son Raja Kalee-Krishna Bahadur. From the Sobha Bazar Press. 1832.

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকারের নাম ও রচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে :—"সিন্ধু বহ্নি সিন্ধু শশী শাক তিথি ত্রিয়োদশী পূর্ণ শশী পঙ্কশশীবার। নভঃ পঞ্চ বিংশদিন পুর্ব্ব নব্য মতাধীন কুলপ্রদীপ গ্রন্থ গ্রন্থসার॥ নবকৃষ্ণ মহীপতি যশেতে পুরিত ক্ষিতি গোষ্ঠীপতি তাহার নন্দন। মহারাজা রাজকৃষ্ণ নবকুলে মহাতৃষ্ণ এই গ্রন্থ করিল রচন॥"

পৃ. ২২৪—আগা হাজী করবুলাই মহম্মদ।

১৮৫৬, ২৮এ জুলাই তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইঁহার মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এতন্নগরীয় প্রসিদ্ধ মোগল ধনী সদাগর অশীতিরপবৃদ্ধ হাজী করবলাই মহম্মদ প্রাচীন অবস্থার পীড়াতে গত রবিবার পঞ্চত্ব পাইয়াছেন উক্ত করবলাই মহম্মদের তুল্য সম্পদ মুসলমানে এখানে কাহার ছিল না, ইনি স্বদেশ হইতে ৩৫ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার সহিত এতন্নগরে আসিয়া বৃহদ অট্টালিকা নির্ম্মাণ পুর্ব্বক বাস করেন নবাব সুবার ন্যায় বহুপ্রকার দাস দাসী বহু প্রতিপালক ছিলেন, এবং স্বজাতীয় মোগল অনেককে প্রতিপালন করিতেন তজ্জন্য তদ্দলে অতিমান্য ছিলেন, মোগল দল ঐ সকল আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল, কাহার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে সহস্র মগল দাঙ্গাস্থলে গিয়া ঐ করবলাই মহম্মদের কথায় মস্তক দিতে যাইত এমনি বাধ্য ছিল, জাতীয় দোষ কিছু রাগী স্বভাব ছিল উক্ত আগা করবলাই মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মানুসারে প্রতিবৎসর মহরমের পর্ব্বাহ উপলক্ষে প্রতিবৎসর আহার ব্যবহার আতিথ্য আলোকাদি নানা বিষয়ে ৫।৭ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন তাঁহার বাটীর অদ্ভুত আলোকাদি সুসজ্জ দর্শনে ইংরেজ বাঙ্গালি মুসলমানাদি সর্ব্বজাতি ঐ পর্ব্বাহের কয়েক শর্ব্বরীতে লোকারণ্য হইত এবং রাজপথে বাহির কালীন পদে ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত স্বর্ণ, রজত, পাঞ্জা, পতাকা, বাণ, ডঙ্কা, বিচিত্র শোভাতে রাজপথে কোন পথিকের পাদ বিক্ষেপের সাধ্য থাকে না, ঐ মোগল দল প্রধানের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নাই কয়েক কন্যা তাহারাই পিতৃ বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেক না, কৃষ্ণপক্ষের এক পুত্র আছে সে ব্যক্তি মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে ধনাংশী হইবেন।"

পৃ. ২৩১—বারএয়ারি পূজা।

বারএয়ারি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের মাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (মে ১৮২০) এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

…a new species of Pooja which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called *Barowaree*,……About thirty years ago, at Goopti-para near Santi-poora, a town celebrated in Bengal for its numerous Colleges, a

number of brahmuns formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounding villages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many, according to current report, have never returned. Having thus obtainde about 7000 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such splendor, as to attract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindoo ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognized by the Shastras. They obtained the most excellent singers to be found in Bengal, entertained every brahmun who arrived, and spent the week in all the intoxication of festivity and enjoyment. On the successful termination of the scheme, they determined to render the pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity.

A way having been thus opened for the gratification of the senses in addition to those regular festivals which tneir books enjoin, the example was imitated in other parts of Bengal......Within a few miles of the metropolis, more than ten of these subscription assemblies are annually formed. The most renowned are those at Bulubh-poora, Kon-nugura, Ooloo, Goopti-para, Chugda, and Shree-poora. At Ooloo, where it is celebrated with extraordinary shew, ***patres conscripti*** of the town have passed a law that any man who on these occasions refuses to entertain guests, shall be considered infamous and expelled from society......("On the present celebration of the Hindoo Poojas" pp. 129-30.)

পৃ. ২৩১—রামরত্ন মল্লিক।

রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহে (ফেব্রুয়ারি ১৮২০) বর্দ্ধমানের প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (২০ জানুয়ারি ১৮৫৪) বিবাহ-সভার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

৺প্রাপ্ত বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভা, যাহার তুল্য সভা কলিকাতা নগরে আর হয় নাই, ৺মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ছদ্মবেশে সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সভার অগ্নিকোণে নীচলোকদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহার সামান্য টুপী হইতে এক হীরক নক্ষত্রের ন্যায়

উদয় হইয়াছিল, ৺প্রাপ্ত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর বরপাত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া রামরত্ন বাবুকে ডাকিয়া কানে২ কহিলেন তুমি কি সভার অগ্নিকোণে এক কৃত্রিম নক্ষত্র স্থাপন করিয়াছ, রামরত্ন বাবু কহিলেন আমি ইহা জানি না, সূর্য্যকুমার বাবু কহিলেন তবে তুমি তোমার বালকের সম্মুখে বসিয়া অগ্নিকোণ দিগে নিরীক্ষণ করতো, রামরত্ন মল্লিক বাবু তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকুমার বাবুর সাক্ষাতে বসিয়া অগ্নিকোণে দেখিলেন খালাসিদিগের মধ্যে একটা নক্ষত্র উঠিয়াছে, তখনি রামরত্ন বাবু ও সূর্য্যকুমার বাবু এবং অন্যান্য সভ্যেরা মশালাদি আলোক সহিত ঐ নক্ষত্র মুখে গেলেন এবং খালাসি সকলকে দূরীকৃত করিয়া ঐ টুপীধারিকে ধৃত করিলেন তিনি খালাসির ন্যায় সকল পরিধান পরিয়াছিলেন কেবল মস্তকে একটি সামান্য টুপী ছিল এবং দুই হস্ত পরিমিত ছোট চাবুক যাহা কেবল হীরকময় বহুমূল্য, অশ্বারোহণ এবং পদব্রজে ভ্রমণকালীন তাহা হস্তে রাখিতেন তাহাই বগলে রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যকুমার বাবু ঐ ছদ্মবেশি খালাসিকে সভামধ্যে আনিয়া এক উত্তম সুখাসনে বসাইলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ক্ষণকাল সেইস্থানে থাকিয়া বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্র বরকে এক হীরাকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পৃ. ২৫৭—সহমরণ রহিতকরণে বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র দান।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আইন দ্বারা সহমরণ রহিত করিলে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার জন্য ১৮৩০ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রাজা রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী, হরিহর দত্ত প্রভৃতি গবর্মেণ্ট হাউসে উপস্থিত হন। তথায় কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রথমে বাংলা ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করেন; পরে উহার ইংরেজী তর্জমাও পঠিত হয়। দুইখানি অভিনন্দনপত্রই ১৮৩০, ১৮ই জানুয়ারি তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দনপত্র রামমোহন রায়ের রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহার ইংরেজী অংশ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বাংলা অংশ কোথাও মুদ্রিত হয় নাই।

একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাপারে যোগদান করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশ,—

We regret to say that on account of the death yesterday [15 Jany. 1830] morning of Radanath Tagore, Dwarkanath Tagore his brother, and several members of that respectable family were prevented from being present on the occasion.—*Bengal Chronicle* for Jany. 19, 1830.

লোকনাথ ঘোষের *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.* গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭) গুরুপ্রসাদ বসুর পিতা দানবীর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে; উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

He celebrated the *Rath* of *Jagannath* at Mahesh with great splendour, and the annual festival in connection with it is still continued by his present descendants; established the idols *Madan Gopal Jew* in Jessore and *Radhaballabh Jew* in Birbhum and endowed to the Brahmins of those places with sufficient lands for their support; dedicated temples to the *Sivas* in different parts of Benares and one to *Mahadeva* now to be seen upon the largest and most beautiful hill situated in the centre of the river Ganges bordering Jehanghira, a village in the District of Bhaugulpore, for the support of which the necessary provisions were also made; constructed a road from Tara to Mothurabati in the Hughli District which is known after his name as *Kristo Jangal* and erected stairs over the hill, called *Ramsila* in Gaya, upon which the Hindus now easily ascend to offer *Pindas* to their deceased ancestors; planted mango trees on both sides of the road leading from Cuttack to Puri, comprising a distance of about twenty *croses* or fifty miles with a view to afford shelter to the pilgrims to *Jagannath* and other travellers from the scorching rays of the sun and to supply them with fruits; excavated a large tank on the outskirt of Puri near the entrance to the sacred shrine of *Jagannath*; and lodged a sufficient sum of money with the Raja of Puri to cover annually the three big cars of *Jagannath*, *Balaram*, and *Suvadra* during the grand festival of *Rath Jattra*.

কৃষ্ণরাম বসুর নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে।

পৃ. ২৬৩—রামদুলাল দেব।

রামদুলাল দেব স্বনামধন্য আশুতোষ দেবের (সাতু বাবুর) পিতা। রামদুলাল সম্বন্ধে ১৮৫৬ সনের ২১ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সংবাদটুকু আছে :—

"কলিকাতা নগরবাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্ত করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিকদিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত-বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন,..."

রামদুলাল জীবনে বহু সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি সৎকর্ম্মের উল্লেখ করিতেছি। ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা' পুস্তকে প্রকাশ :—"স্বর্গগত পরোপকাররত

রামদুলাল সরকার মহাশয় কিঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারোহ-পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।"

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত রামদুলাল দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষের *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও দেব-পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পৃ. ২৬৪—আশুতোষ দেব।

আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) রামদুলাল দেবের পুত্র। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ তারিখে তাঁহার বিবাহ হয় (পৃ. ২৩৯ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, শুক্রবার) এই শোক-সংবাদ প্রচার করেন :—

"...গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,... ঐ সাংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েক মাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল,...এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।...হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায়? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না,...যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার একরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন,

এবং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিভানুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত আনক গীত প্রচলিত এবং উত্তমোত্তম তাঁহার ভাব, রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,...বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল...।

পৃ. ২৬৫—আত্মীয় সভা।

আত্মীয় সভা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে (এপ্রিল ১৯৩৫) আমি এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

পৃ. ২৬৫—ব্রজমোহন ও কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র ব্রজমোহন মজুমদার ছিলেন রামমোহন রায়ের এক জন বন্ধু ও শিষ্য। ১৮২০ সনে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সনে তত্ত্ববোধিনী সভা 'পৌত্তলিক প্রবোধ' নামে ইহা পুনঃপ্রকাশ করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রচিত বলিয়া ব্রজমোহনের পুস্তকখানি মিশনরী-মহলে অতিরিক্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। পাদরি Deocar Schmid ১৮২১ সনে ও পাদরি মর্টন ১৮৪৩ সনে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২১ সনের এপ্রিল মাসে ব্রজমোহনের মৃত্যু হয়। জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী :—১৭-সংখ্যক 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' দ্রষ্টব্য।

ব্রজমোহনের ভ্রাতা কৃষ্ণমোহনও রামমোহনের এক জন ভক্ত ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভা বা ব্রহ্মসভার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন" গীতটি সুপরিচিত।

পৃ. ২৭৪—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস।

খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁহার পিতা রামহরি বিশ্বাস নোয়াখালির সল্ট এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। ১২১২ সালের আষাঢ় (জুন-জুলাই ১৮০৫) মাসে রামহরির মৃত্যু হইলে তাঁহার অগাধ বিষয়-সম্পত্তির মালিক হন তাঁহার দুই পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহন। ১২২৩ সালের ৯ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮১৭) জগমোহন একমাত্র শিশুপুত্র কৃষ্ণানন্দকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ('ক্যালকাটা জর্ণাল,' ১৫ এপ্রিল ১৮২২, পৃ. ৪৮৫ দ্রষ্টব্য)

দানাদি বহু পুণ্যকার্য্যে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের জীবন সমুজ্জ্বল। তিনি বহু পণ্ডিতের সাহায্যে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করাইয়া সেগুলি নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া বিনামূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি। পত্র সংখ্যা ৯১।

ইহা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মোপযোগী জ্যোতিঃসংগ্রহ ; ১৭৪০ শকে জয়নগর-নিবাসী নয়নসুখ মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত। ইহা পুথির আকারে ছাপা। গ্রন্থশেষে রচনাকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"শকাব্দাঃ ১৭৪০···শ্রাবণস্য ষোড়শ দিবসে···প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি লিপিরিয়ং"।

(২) প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধি। পত্র-সংখ্যা ১৭১

১৭৩৭ শকে নবদ্বীপের ৫ ক্রোশ উত্তরে বহির্গাছী (বহির্গচ্ছক) গ্রামনিবাসী রঘুমণি [বিদ্যাভূষণ ইহার রচনা আরম্ভ করেন। গ্রন্থে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

(৩) প্রাণতোষণী।

১৭৪৩ শকে রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার এই তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮২৩। ১৮২৫ সনে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র (তৃতীয় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৬১১-৩১) 'প্রাণতোষণী' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ,প্রাণকৃষ্ণের বংশপরিচয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ :—

"Pran-toshuna ; a Compilation of the precepts and doctrines of the Tantras, pp. 616.—Calcutta, 1823."

(৪) প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী।

নিজ পুত্রদের উদ্‌যোগে ১৭৩৭ শকে বাংলা ভাষায় প্রাণকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রচিত। ইহার ভূমিকা সংস্কৃতে।

(৫) প্রাণকৃষ্ণ ভস্মকৌমুদী।

(৬) প্রাণকৃষ্ণীয় সাবর।

(৭) প্রাণকৃষ্ণবৈষ্ণবামৃত। পত্র-সংখ্যা ৫+১৩৪।

ইহা বৈষ্ণব তন্ত্রের নিবন্ধ। ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ১৭৪৮ শকের মাঘ মাসে (=১৮২৭ সন) এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। ইহাতে পূর্ব্বপ্রচারিত গ্রন্থগুলির নাম এবং প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়।

(৮) রত্নাবলী।

পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"In 1833 the *Ratnabali* or Medical Manual was published by Prankrishna Bishwas, of Kharda."

১৮৩৬ সনে প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে ৫ মার্চ ১৮৩৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার গুণাবলী ও কীর্ত্তির কথা লিখিত হইয়াছিল। ১৩৩১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পৃ. ৩০৪—ঠিকা বেহারা ও পাল্কী-ভাড়া সম্বন্ধে আইন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের *Government Gazette*-এ এই আইন মুদ্রিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

কলিকাতা পোলিস আফিস ১২ মে সন ১৮২৭—

শহর কলিকাতার মধ্যে ঠিকা পালকি ভাড়া ও ঠিকা বেহারার রোজ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত যে আইন জারি হইয়াছে তাহা অনুযাই সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ১ জুন তারিখ অবধি কলিকাতার দুই জষ্টীস সাহেবানের দস্তখতি লাইসেন্স ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি ঠিকা পালকি কেরায়া দিতে ও ঠিকা বেহারাগিরি করিতে পারিবেক না—

এই মাসের ২০ তারিখ অবধি পোলিস আফিসে দরখাস্ত করিলে লাইসেন্স পাওয়া যাইবেক।

ঠিকা বেহারা ও ঠিকা পালকির কেরায়া সাহেবান জষ্টিস নীচের লিখিত মত স্থির করিয়াছেন—

পালকি—

সমস্ত দিন ফি পালকি—।০ চারি আনা

ইঙ্গরেজি ১৪ চৌদ্দ ঘড়িতে একদিন গনা যাইবেক—

অর্দ্ধদিন অর্থাৎ ইঙ্গরেজি এক ঘড়ির অধিক পাঁচ ঘড়ির কম—৵০ দুই আনা।

বেহারা—

সমস্ত দিন ফি বেহারা—।০ চারি আনা।

১৪ চৌদ্দ ঘড়ির দিন ইতি মধ্যে বিশ্রাম ও জলপানের সমুচিত ছুটি দিতে হইবেক।

অর্দ্ধ দিন—৵০ দুই আনা।

ইংরেজী এক ঘড়ির অধিক ও পাঁচ ঘড়ির কম—

ইংরেজী এক ঘড়ির কম হইলে ফিঃ বেহারা এক আনা ও ফিঃ পালকির ভাড়া এক আনা পাইবেক—

এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে আইন মোতাবেক সাজা হইবেক—

সাহেবান জষ্টিস আজ্ঞা প্রমাণ—

পৃ. ৩০৫—লটারি কমিটি।

কলিকাতা লটারি কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস W. H. Carey-লিখিত *The Good Old Days of Honorable John Campany* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩০৭—কালীপ্রসাদ পোদ্দার।

১৮৪৯ সনের এপ্রিল মাসে যশোহরের দানবীর কালীপ্রসাদ পোদ্দারের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই 'সম্বাদ ভাস্করে' (২৪ এপ্রিল ১৮৪৯) তাঁহার সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়; উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"খেদজনক মৃত্যু।—আমরা অকূল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যশোহরের অন্তঃপাতি বগচরনিবাসি গুণরাশী রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় গত ৩০ চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্ন কালে পরমেশ্বর নামোচ্চারণ করিতে২ শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহ তথা তুলসী বৃক্ষাদি সম্মুখে স্থিতি করিয়া স্বীয় ইষ্ট

দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত বাবুর মৃত্যু শ্রবণে অত্র জিলাস্থ প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবতেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার দয়া ধর্ম্ম নম্রতা বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, মিথ্যা বাক্য প্রবঞ্চনাদি তাঁহার জীবনাবধি কখনও নিকটস্থ হইতে পারে নাই, কি ভদ্র, কি নীচ, সকলেই উক্ত বাবুর সহিত মিষ্টালাপে পরম হর্ষচিত্ত হইতেন, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাদালাপ করিয়াছেন তিনি উক্ত মহাশয়ের সৌজন্য কদাপি ভুলিতে পারিবেন না, যথার্থ দাতৃত্ব শক্তি এবং পরোপকারিত্ব চরিত্র উক্ত বাবুতেই ছিল, কেননা তাঁহার অপেক্ষা এই জিলায় এবং অন্য২ স্থানে অনেকানেক ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আছেন কিন্তু রায় বাবু যাবজ্জীবন পরোপকারে রত থাকিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধনের প্রায় অধিকাংশ কেবল সদ্ব্যয়ে দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে… ১৮৪৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে ঐ মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইয়াছিল কোর্ট আফ ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক সম্মানসূচক রায় উপাধি ও পরিচ্ছদাদি খেলয়াৎ গোসহরা, ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, ঐ মহাশয় এই২ সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তি নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণার্থ ৫০০ টাকা।

নীলগঞ্জের ঐ পুলের ঘাটের জন্য ৫০০ টাকা।

যশোহরের জঙ্গল কাটাই জন্য ৩০০ টাকা।

পশ্চিম দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৫০ টাকা।

অত্র জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের সাহায্য কারণ ৭৫০ টাকা।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক চাঁদা ২ টাকা।

নবদ্বীপের অন্তঃপাতি বনগ্রাম হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত এক পরিসর রাস্তা এবং ছায়াতে পথিক লোকের বিশ্রাম কারণ বৃক্ষাদি এবং ঐ রাস্তার মধ্যে স্থানে২ সেতু ৩৫টা এবং ঐ রাস্তার বৎসরীয় রাজস্ব ইত্যাদি কারণ ২০০০০ টাকা।

চূড়ামন কাটী হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কারণ ২৪০০০ টাকা।

তথায় দুইটা সেতু নির্ম্মাণ কারণ ২১০০ টাকা।

অগ্রদ্বীপস্থ শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর ইষ্টক নির্ম্মিত দুই গৃহ ও আশান নগর দিগরেতে ৪টা পুষ্করিণী খনন জন্য ৫০০০ টাকা, তথায় মানব সকল বারি অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেন।

৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনীয় পথিমধ্যে আঠারো নালা নামক স্থানে যাত্রি লোকের বাস জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ কারণ ২০০০ টাকা।

৺জগন্নাথ দেবের পূজার কারণ বাৎসরিক ৩৬০ টাকা।

জিলা চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্দিরের দ্বার দালান নির্ম্মাণ কারণ ৬০০ টাকা।

তথায় পর্ব্বতের উপর গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণ হেতুক ১০০০ টাকা।

অত্র জিলার অন্তর্গত দাইতলা ও নীলগঞ্জের সেতু ও পথিকদিগের থাকিবার এক এক বাসস্থান নির্ম্মাণ কারণ ৪৫০০ টাকা।

এই জিলার অন্তঃপাতি ঝিকরগাছা নামক স্থানে লৌহ সেতু প্রস্তুত কারণ ৯০০০ টাকা।

যশোহর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক রাস্তা ও তন্মধ্যে ২ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত কারণ ১৭০০০ টাকা।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি মোং বনগ্রামের পুল কারণ ২০০০০ টাকা।

উপরিউক্ত রাস্তা সকল মেরামত জন্য স্বীয় সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দান ৩০০ টাকার নিমিত্ত মোনকার নামক এক তালুক গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ।

উক্ত মহাত্মা স্বর্ণবণিক কুলোদ্ভব হইয়াও এমত২ অনেক মহৎ কীর্ত্তি করিয়াছেন, এরূপ সৎস্বভাব মনুষ্যের জন্য পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও খেদোক্তি করিবেন।—যশোহর নিবাসিনঃ কস্যচিৎ যথার্থবাদি জনস্য।

পৃ. ৩১৪—রামমোহন মল্লিক।

ইনি নিমাইচরণ মল্লিকের পঞ্চম পুত্র। মল্লিক-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of Indian Chiefs* etc. পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১৮৬৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর রামমোহন মল্লিকের মৃত্যু হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পরবর্ত্তী ২৩এ ডিসেম্বর (বুধবার) তারিখে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, বড়বাজার নিবাসী পরম ধার্ম্মিকবর বহু গুণ সম্পন্ন শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় গত শুক্রবার দিবসে ভাগীরথী নীরে শরীর নিমজ্জন পুর্ব্বক পরিপূর্ণ জ্ঞানে পরমেষ্ট দেবতার নাম পুনঃ২ উল্লেখ করিতে২ মর্ত্যলীলা সম্বরণ পুর্ব্বক স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৫ বৎসর হইয়াছিল, তিনি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও প্রপৌত্র পুত্র ইত্যাদি বহু পরিবার এবং অতুল সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের ৺পুত্রের মধ্যে বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় জীবিত ছিলেন, এইক্ষণে পারায়ণ ও গঙ্গা তীরে ঘাট নির্ম্মাণ করতঃ পিতৃ সত্য প্রতিপালন পুর্ব্বক, তিনিও পরলোক গমন করিলেন। রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা আমরা লিখিয়া অধিক কি ব্যক্ত করিব এই বঙ্গদেশ মধ্যে বিশেষরূপেই প্রকাশ আছে।"

অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের সূচী

এই পুস্তকে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের বাংলা সংবাদপত্র হইতে রচনা সঙ্কলন করা হইয়াছে। বাংলা ভাষার রূপ এখন হইতে তখন কিছু স্বতন্ত্র ছিল—খাঁটি সংস্কৃত এবং আরবী-পারসী শব্দ অধিক প্রচলিত ছিল। প্রচলিত বাংলা ভাষায় তাহার অনেকগুলিই বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হয় না, দুই একটি শব্দের অর্থান্তর প্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। আমরা সেইরূপ অপ্রচলিত ও অর্থান্তরপ্রাপ্ত শব্দগুলির একটি তালিকা (অর্থ সহ) এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। অর্থ-নির্দ্ধারণে তৎকালপ্রচলিত অভিধানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে অপ্রচলিত কয়েকটি বাক্যাংশও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন,ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপে এবং বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের রূপভেদে প্রায় সর্ব্বত্রই তখন 'ক' ও 'র' প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বে হইবেক, দিবেক, তাঁহারদিগের, বালকেরদিগের, আপনকার ইত্যাদি রূপ ছিল; বর্ত্তমানে আমরা হইবে, দিবে, তাঁহাদিগের, বালকদিগের, আপনার ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। হওনের, দেওনের, হইবাতে, দিবাতে প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমরা এখন হইবার, দিবার, হওয়ার, দেওয়ার ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। আমরা এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র দিয়া ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও বিশেষ্যের প্রাচীন রূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিলাম না।

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
অতিথি	গোচর	১২০
অতুর	আতুর	১৯৪
অদালত	বিচার	১৭১
অনিবৃত্তি	অশান্তি	১১৪
অনৌপাধিক	বেতনভোগী	৪০
অপবাদি	অপবাদযুক্ত	৩৪২
অবধি	হইতে	২৪
অবীরা	পতিপুত্রহীনা	১৩
অভরণ	আভরণ	৯৭
অভ্যুক্ষণ	জলের ছিটা দেওয়া	২৪০
অসমন্বিত	অসম, সমাজচ্যুত	২৩১
অসুলায়	অকুলান	১০৪
অষাধ্যায়	অনধ্যায়	২৪
অস্মদাদির	আমাদের	৫৮
আইলে	আসিলে	৬৪
আইসাতে	আসাতে	৯৯
আকুঞ্চন	পরিশ্রম	১১
আক্রমণ	আয়ত্ত	৩৭
আখবার	সংবাদ-পত্র	৩৩৪
আগ্ বাড়ান	অভ্যর্থনার জন্ত অগ্রবর্ত্তী হওয়া	২১০
আগতমাত্র	আসামাত্র	৫১
আঘাতী	আঘাতপ্রাপ্ত	১৩০
আজোরা	বেগার, যে-সব কুলীকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লওয়া হইত	১৫৪
আটক	বাধা	৩১১
আটহত্তরি	আটাত্তর	২০
আঁটি	আঁট, বন্ধন	২৬৫

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
আড়গড়া	ঘোড়া রাখিবার নিমিত্ত কাঠ দিয়া ঘেরা ঘর	১০০
আড়ার	কর্ম্মা ভাঁজের	৬৩
আচাই	আড়াই	৬
আদর্য্য	আদরণীয়	৯৬
আমল	অধিকার	৩২৮
আমলকারণ	অধিকার বা রাজত্ব করিবার জন্ম	৮৪
আমলাছায়	আমলা	৮৮
আয়িন	আইন	১৫০
আরামবিত্তা	চিকিৎসাশাস্ত্র	৮
আসনা	মিহি সূতা কাটিবার যন্ত্র	১৫৭
আসামী	নাম	২১
ইনডিএ	ইণ্ডিয়া	৩৬
ইস্তাহাম	পরীক্ষা	৫
ইস্তেহাম	ঐ	৩০
ইমতিহান	ঐ	৩১
ইমারহ	ইমারৎ	৩৪
ইত্তক লাগাইদ	এই পর্য্যন্ত	৩৫
ইহার পর	ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	৮১
উত্তর ক্রিয়া	শেষ কর্ম্ম	১৭১
উদাসীন	অসম্বন্ধ, অসংলগ্ন	৭৬
উদ্বন্ধিত	ঊর্দ্ধে বাঁধা	৩০০
উদ্যুক্ততা	উদ্যোগ	৭
উন্দুরু	মূষিক, ইঁদুর	২৯৩
উপনিধি	গচ্ছিত দ্রব্য-বিষয়ক	৪৬
উপনীত বার্ত্তাপুস্তক	হাজিরা-বই	৪৫
উম্মেদওয়ার	উমেদার	৮৯
একলাই চেলি	এক দিকেপাড়-বসান চেলি	১০১
উনই	উৎস	৪৩
একাকার	এক প্রকার	৬১
একুটির	একুইটির	১৬০
এতাবান	এই পর্য্যন্ত, এত	২০৪
এমতে	এই সর্ত্তে	১৬৫
এঁহারা	ইহারা	১২
ঐরলণ্ডীয়েরদের	আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদের	৮৬
ঐর্লণ্ড	আয়ার্ল্যাণ্ড	৩২
কজাই	বিচারকার্য	১১৯
কয়াটর ভাউলে	কোয়ার্টার ভাউলে	১০২
করণ	করা, আচরণ	৮২
করণের কারণ	করিবার জন্ম	৫১
করিবাতে	করাতে	২৫৮
কলগা	পাগড়ির অলঙ্কার	২১৫
কাং	কর্নেল	২৩
কাজিয়া	ঝগড়া	১৭২
কারণ	নিমিত্ত	৩, ৪
কালাকুইস	*Colloquies*, 'কলোকুইজ'	৬৫
কিনারা সিলাই	মুড়ি-সেলাই	১৪
কিমিয়া বিদ্যা	কেমিষ্ট্রি	১৯
কেতাবখানা	পুস্তকালয়	১৭৪
কেরেয়া	ভাড়া	১৭৯
কুণ্ডর	কুমার	২১৫
কোণ্ডর	ঐ	১৯৬
কোমেটী	কমিটি	৫
কৌন্সিল	কাউন্সিল	২২
কৌন্সিল	ঐ	৪২
ক্রেয়া	ক্রয় করা	১৪৫
কার্টো	কোয়ার্টো	৬৯
খড়িভাষা	খাড়িবোলী	৫৯
খবরদারি	তত্ত্বাবধান, পর্য্যবেক্ষণ	২৯৩
খরিতকী	বিক্রয়কবালা	১৭৬
খাওয়াস	খাসভৃত্য	২৪৫
খাতাং	দলে দলে	২৯
খিদ্যমান	দুঃখিত	৪৩
খিরদের যোড়	ক্ষীরোদ, এক জাতীয় সাদা রেশমের কাপড়	২৩৪
খুজরা	খুচরা	১৫৩
খুক্কা	ট্রে	২১১
খুসকী পথে	পদব্রজে	২৩৬
খেদপূর্ব্বক	দুঃখের সহিত	৫২
খেদিত	খেদপ্রাপ্ত	৪২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
খেলাৎ	পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত বিশেষ পোষাক	১৯৬
খোদ	নিজে	১৯৬
খোসনবীসী	লেখার কাজ	৪২
খ্যাতাপন্ন	খ্যাতিমান্	৫৪
খ্যাত্যাপন্ন	খ্যাতিমান্	৪১
গঙ্গাজলী	গঙ্গাজলের রং, শুভ্রবর্ণ	২৩৪
গজগিরি	পাকা গাঁথনি	২৮১
গঞ্জ	বাজার	১৫৯
গড়া কাপড়	মোটা কাপড়	১৯০
গণেরদিগের	গণদিগের, দলান্তর্গত ব্যক্তিদিগের	২৬৫
গহরি	বিলম্ব	৩০০
গহেরা	গহ্বর, গভীর	৩০০
গাটমিট	গ্যাট ম্যাট	৯৯
গাথক	কবি বা গায়ক	১২৮
গুজরাণ	নির্ব্বাহ	১৫৪
গৃহগ্রন্থন	গৃহনির্ম্মাণ	৭৩, ৭২
গোঁয়ারা	মহরমের রোদন-রাত্রির শবাধার লইয়া উৎসব	১৭০
গোসআরা	পুরুষের কর্ণাভরণ	২১২
গোসবারা	ঐ	২১৩
গৌণ	বিলম্ব	৯৯
গ্রহণকরণে	গ্রহণ করিতে	৮৫
গ্রন্থকারক	গ্রন্থকর্ত্তা	৫৩
গ্রিজার	গীর্জ্জার	১৫
চালু	চাউল	১৩৮
চিনায়েদের	চীনাদের	১৪২
চুম্বক	সার, সংক্ষেপ	১৭২
চৌকরা	চতুষ্কোণ অলঙ্কার-বিশেষ	১৯৬
চৌকীতে	সভাপতির আসনে	২০৭
চৌপাড়ী	চতুষ্পাঠী	১৮
চৌবাড়ী	ঐ	১০৪
ছাকনায়২	দলে দলে	৩২২
ছাতারের নৃত্য	ছাতার পাখীর মত নৃত্য	৯৯

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
ছাপা	ছিপা, গোপন	৫২
ছাপাকরণের	মুদ্রণের	৮২
ছাপা করিয়া	ছাপাইয়া	৬৩
জরিপানা	অর্থদণ্ড	১৭০
জাতি বর্দ্ধন	বংশবৃদ্ধি	৮
জায়	তালিকা, ফর্দ্দ	৭৩
জাহির	প্রকাশ	১১৯
জ্ঞানাপন্ন	জ্ঞানপ্রাপ্ত	২২
জিগা	পুরুষের শিরোভূষণ	১৯৬, ২১৩
জিলাদার	জেলার কর্ত্তা	২০
জিম্বা	দায়িত্ব	৩৫
জীবৎ	জীবিত	৬৮
জুমলা	মোট হিসাব	১৬, ১৪২
জেলদ	জিলদ, বই বাঁধা	৫৯
জেলেদ	ঐ	৬১
জো	সুযোগ	৩২
জোরাবরী	জোর করিয়া, বলপ্রয়োগ	২৫৬
ঞিহাকে	ইহাকে	১০৮
ঞিহার	ইহার	২৬
টৌনহাল	টাউন হল	৫, ২০০
ডাক বাঙ্গি	ডাক লইয়া যাইবার গাড়ী	১৫৬
ডামর	ধুনা জাতীয় আঠা	১৪২
ডেকসিয়ানরি	ডিকশনরী	৪২
ডেলা সেলামী	এককালীন সেলামী	১১৩
ডৌল	আকৃতি	২৯৯
ঠেঠ	ঠেট হিন্দী, গ্রাম্য হিন্দীভাষা	৫৬
তজবীজ	অনুসন্ধান	১১৯,১৭১
তঙ্ক	ঠক	১০৭
তত্ত্ব	অনুসন্ধান	১০৯
তত্ত্বাবধারক	তত্ত্বাবধানকারী	৭
তদভাববিশিষ্ট	তাহার অভাববিশিষ্ট	৫১
তফসীল	তপশীল, হিসাব	১৫৪
তয়ফা	নর্ত্তকী, নর্ত্তকীর দল	২৪২
তরদ্দুদ	সম্পাদন, আরম্ভ	৩৪১

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
তহকীয়ত	অনুসন্ধান	১১৯
তাড়িয়া	তাড়াইয়া	২৭৩, ২৯৩
তাবৎ	সম্পূর্ণ	৬৩
তাবৎকে	সকলকে	৯৮
তাবে	অধীনে	১৬
তামজান	তাঞ্জাম	২১০
তাম্ব	তামা	১৪২
তায়ফা	নর্ত্তকী, নর্ত্তকীর দল	১২১
তাহাদিগ্‌গে	তাহাদিগকে	২৫৮
তিরস্কার	উপশম	৪৬
তেঁহ	তিনি	৩৮
তেজারত	ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪৬
তৈনতীর	সম্পন্ন করার	৩০০
তোরদিগকে	তোমাদিগকে	২৭৩
ত্র্যবান্তরে	তেপান্তরে, মাঠে	২৯৯
থাকনে	থাকায়	১৭৮
দরপেস	সম্মুখে হাজির করা	২৫৯
দরমাহা	মাসিক বেতন	৩২
দরিয়াপ্ত	মনে মনে পোষণ করা	৮০
দর্শান	দেখান	১৩০
দর্শে	দৃষ্ট হয়	৫৬
দর্শায়ন	দর্শান, দেখান	৫৭
দস্তক	ছাড়পত্র	১৫৩
দস্তখতী	স্বাক্ষরিত	১৭৪
দস্তাবেজ	দলিল	১৫৬
দাওয়া	দাবি	১৭৬
দাঙ্গাদার	দাঙ্গাকারী	১৭২
দায়ের	উত্তরাধিকারের	৪৬
দিক	বিরক্ত	১০০
দিগ্‌দর্শি	বহুদর্শী	৫২
দিবাতে	দেওয়াতে	১৬৫
দিবায়	দেওয়ায়	১২৮
দীনদুনিয়া	পার্থিব সম্পত্তি	১৬১
দুর্ব্বিধ	অখ্যাত	৯৮
দৃতি	চর্ম্ম	২০১
দেউল্যা	দেউলিয়া	১৭৬
দেও	দেবতা	৩২৭
দেওড়	একযোগে বন্দুকের আওয়াজ (volley)	৩২৫
দেওন	দেওয়া	৮৩
দেওনার্থে	দিবার জন্য	২৬০
দেওনের	দিবার	১৭৩
দোকান	আয়োজন	৯৭
দোপাটা	দুই পটাতে নির্ম্মিত উত্তরীয়-বিশেষ	২৪৫
দোয়াব	গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ	১৩৬
দ্রবিণহীন	ধনহীন	১৩৫
ধারা	আইন, নিয়ম	৮
নওয়াব	নবাব	৩৪৪
নমুদ	সূচনা	৩২০
না অর্শিবে	বর্ত্তিবে না	১৭৬
নাচ কাচের	মুখস পরিয়া নাচের	৩৫০
না ছিল	ছিল না	১৪৫
নাবালগী	নাবালক ভাব	১৯৬
নামাল	নীচু	৩০৬
না হইল	হইল না	১২১
না হওনের	না হইবার	৮৯
নিবন্ধ	পুস্তক	৩
নিমকপোক্তানী	লবণ প্রস্তুতের কার্য্য	১৫৩
নিমাস্তিন	আধ-হাতা পাঞ্জাবী	২১২
নিরাবিল	নির্ম্মল	৫৩
নির্ঘাব	নিশ্চয়, "নিজ্জস"	৫৬
নির্য্যাস	নির্দ্ধারণ	৯০
নিশা	ক্ষতিপূরণ	৭৯
নেগাহবান	প্রহরী	২৫১
নেড়ী	বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত গায়িকা	১০০
নেড়িকবি	ঐ	১২৭
পঞ্চাউজুড়	পঞ্চকী জমা, পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক ধার্য্য জমা	১৭৫
পত্তন	বসতি	৩১২
পলটনীয়	পল্টনের	২০

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
পাঁচাহত্তরি	পাঁচাত্তর	২৭৪
পাজিয়ারা	পঞ্জিকাদির সাহায্যে ব্যবস্থাকারী ভাট	২৪৫
পাছড়ি	চাউল-বিশেষ	১৪৪
পাঠকরণে	পঠনে, পড়াতে	৮৩
পাঠাওনের	পাঠাইবার	৩২৮
পাণ্ডুলেখ	নক্শা	১৮
পাত্র	সমর্থ, যোগ্য	৫২
পাথরীয় ছাপাখানা	লিথো প্রেস	৭২
পারক	সমর্থ	২৮
পারন্সের	পারস্তের	৫৭
পার্চা	বস্ত্রখণ্ড	১৯৬
পালিস	বীমার পলিসি	১৫৬
পাশ্চিমাত্য	পশ্চিমদেশবাসী	৯০
পিনীষ	পানসি, নৌকা-বিশেষ	১০২
পীনাস	ঐ	২০১
পুরুপ	প্রুফ	৪২
পুষ্টি	সমর্থন	৯
পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা	ইতিহাস	১৯
পেঁতে	বচন	১০৭
পেঁতের বৈদ্য	মূর্খ (বাক্সর্ব্বস্ব) চিকিৎসক	১০৬
পেশোর	পেশোয়ার	২৭২
পোতা	মেঝে, ভিত	২৯৮
প্রচরদ্রূপ	প্রচলিত প্রথা	৪১
প্রজারদিগ্‌গে	প্রজাদিগকে	২৫৭
প্রতিপন্ন	সম্মানিত	৪৮
প্রার্থক	প্রার্থী	৪৫, ১৭৭
ফএর	ফায়ার	২০৬
ফরসা	ফাঁকা, লটারির যে-টিকিটে কিছু উঠে না	৩০৫
ফর্দ্দ	কাগজের তা	৬১
ফল সম্পত্তি	ফলপ্রাপ্তি	৫২
বকম	কাষ্ঠ-বিশেষ, যাহা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়	১৪৩
বজবজিয়ায়	বজবজে	২০৯
বজরাদিগর	বজরা প্রভৃতি	১৬৩
বড় অদালত	সুপ্রীম কোর্ট	২০১
বন্দুয়ান	বন্দী, কয়েদী	১৭১
বন্দুয়ান চোর	ধৃত, বন্দী চোর	৩০৮
বন্দুয়ানেরদিগকে	বন্দীদিগকে	৩০২
বয়ান	ব্যাখ্যান	২০০
বরযাত্রিকেরদের	বরযাত্রীদের	১১৬
বরাওর্দ্দ	বরাদ্দ	২০
বরোবর	বরাবর	৮৬
বর্ণ ভেদ	বর্ণের বিভিন্নতা, বর্ণাশুদ্ধি	৫২
বহাদর	বাহাদুর	১৭
বাঁকা হাযরা	সম্মুখস্থ পথিককে হুসিয়ারকারী	৯৮
বাঁকীদার	ঋণী	১৫৫
বাউটি	হস্তাভরণ	২৩৪
বাকুল	বাড়ী	১১২
বাঙ্গালি	বাঙ্গালা	৬১, ৮৭, ১১০
বাঙ্গালী	ঐ	৬৪
বাজারভাও	বাজার দর	১৪৪
বাজু	বাহুভূষণ	২৩৪
বাজে স্কুল	যে স্কুল নিয়মিত বসে না	৫
বাঢ়াইবার	বাড়াইবার	১৫৮
বাপাজী	বাবাজী	১০৮
বাবা লোক	হিন্দো ও খ্রীষ্টানী ভাষায় ইউরোপীয় জাতির পুত্রকন্যাদি	১৮
বারএয়ারি বারওয়ারী বারোএয়ারি	বারোয়ারি	২৩১
বারির	জলের	৩০৩
বার্ত্তাবিদ্যা	আয়ব্যয়-বিষয়ক বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র, ইকনমিক্স	১০
বালাম	ভল্যুম, খণ্ড	৬২
বাস্তু প্রস্তর	foundation stone	২৫
বাহাজী	ডাকবাজী, ডাকগাড়ী	৩০৩
বাহ্য বিদ্যার্থিদিগের	day scholars	২৪
বিকার শাস্ত্র	চিকিৎসাশাস্ত্র	৪৬
বিগর	বেগর, ব্যতীত	১২৭

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
বিজটা	হস্তাভরণ	২৩৪
বিতথা	বৈতথ্য, অসামঞ্জস্য	৩৪৯
বিধায়ক	সপক্ষে সভ্য	১১
বিবরিয়া	বিবরণপূর্ব্বক	৯০
বিবেচক	বিচারক	১২৮
বিলায়তের	বিলাতের	১৫৩
বিলি	ব্যবস্থা	২০০
বিশেষতো	বিশেষতঃ	১৩৩
বীজ	বীজগণিত	১৮
বুজরুকি	ক্ষমতা	২৮৫
বুরুল	বুড়া আঙুলের বিস্তার পরিমাণ, প্রায় এক ইঞ্চি	২৯৯
বেওরা	বিস্তৃত বিবরণ	২৬৯, ৩২২
বেকাননি	বেআইনী	৩৩০
বেগার	জোর করিয়া কাজ করাইয়া যাহাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না	২৮০
বেরদি	বের্দি (পর্তুগীস verde) সবুজ রং	১৪২
বেলাতে	বিলাতে	১৪৬
বৈয়র্থ্যহওনে	ব্যর্থ হওনে	৫৬
বোলমাত্র	বাক্য মাত্র	১০৫
ব্যাঁতে	বেঁতে, মুখে	১১২
ব্যক্তির শৈর্য্যেদ্বারা	ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য দ্বারা	৮০
ব্যামোহ	অসুস্থতা	২১৯
ভরোসা	ভরসা	৬০
ভাউলিয়া, ভাউলে	নৌকা-বিশেষ	২২৮
ভাগ্যবন্ত	সম্ভ্রান্ত, ধনী	৩
ভাগ্যবান	ঐ	৫
মকরর	নিযুক্ত	২০৫
মজুত	প্রস্তুত	১৭১
মটরাদার শাড়ী	রেশমী শাড়ী	২৩৯
মনাজন	মহাজন	৯৬
মলঙ্গীয়দের	লবণপ্রস্তুতকারক কুলীদের	১৫৮
মশালচিদীগর	মশালধারী প্রভৃতি	৩০৩
মসলন্দে	রাজাসনে, গদীতে	২১৯
মহকুপ	মোকুব, রহিত	২৯৪
মহাপা	পাল্কী-বিশেষ	২৬১
মহারাগতো	অত্যন্ত ক্রুদ্ধ	১০৭
মহীমনসিংহ	মৈমনসিংহ	১৬৭
মাগু	ভার্য্যা	১২৯
মাড়	ভেলা	২৪৬
মাদারি	অধীন	১৮৬
মামুর মত	প্রচলিত মত	২৪৬
মারি	আঘাত	১৭১
মাল	সফল, লটারীতে যে-টিকিটে কিছু উঠে	৩০৫
মাসতিতো	মাসতুত	১০৮
মাস্তর	মাষ্টার	২৮
মাহার	মাসের	১৫৫
মিসিল	সেসন, অধিবেশন	৩
মুসব্বর	জোলাপ-বিশেষ	১৪২
মেং	মিষ্টার	৫
মেট্যা তৈল	কেরোসিন	১৪২
মেজা	টেবিল	২৯
মেষ্টর	মাষ্টার	৩৫
মোং	মোকাম	৫
মোকরর	প্রতিষ্ঠিত	৪
মোকাম	বাড়ী	৪২
মোক্তারকার	কর্ম্মচারী, প্রতিনিধি	১৭৪
মোড়চা	মারোচা, মুসলমানী আমলে প্রবর্ত্তিত বিবাহের উপর শুল্ক	১১৩
মোতালক	অন্তর্গত	১১৪
মৌসুফ	উক্ত, উল্লিখিত	২১৯
যদিস্তাৎ	যদিচ	১৭৪
যবনেরদের	মুসলমানদের	৭৬
যর জন	যত জন	১৭৩
যাওনে	যাওয়ায়	৪৭
যাডি	জোট	২৯৪
যাপ্য	গোপনীয়	১১৯
যেহেতুক	যেহেতু	১২৮

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
বোত্রহীন	অবস্থাহীন, দেউলিয়া	২২২
বোত্রাপন্ন	অবস্থাপন্ন	২২৯
রচনা হইয়া	রচিত হইয়া	৭৯
রফ্‌ত	রপ্তানী	৩৪৫
রসুম	ফি, পারিশ্রমিক	১৭৩
রাখহ	রাখ	৯৬
রিবহু	রেভিনিউ	২১
রীতিবর্ম্ম বিদ্যা	আচারব্যবহার-বিষয়ক জ্ঞান	২১
রেউচিনি	রেবনচিনি, rhubarb	১৪২
রোগরাজেরদিগের	রোগরাজদিগের	১৮৬
রৌশনাই	আলোকসজ্জা	২৩৭
লওনহেতুক	লইবার জন্য	৩৬
লওনে	গ্রহণে	৭৭, ৮৩
লওয়াজিমা	প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র	১৬৬, ১৮০
লাগাদ	নাগাদ, পর্য্যন্ত	১৯৬
লাঘবতা	ন্যূনতা	১৭৯
লিখহ	লেখ	২২
লেখক	সেক্রেটরী	১২
লেটা	ঝঞ্ঝাট	১৮০
শব্দ পাঠ	বোঝানো, আবৃত্তি করানো	৭২
শরা	শরীয়ৎ	১১৮
শাটীন	সাটিন(বস্ত্র)	২৬১
শালিআনা	বাৎসরিক আয়	১৬
শাস্তারদিগের	শাস্ত্রসকলের	৪৬
শাস্ত্রাশয়	শাস্ত্রের অভিপ্রায়	৪৭
শিক্ষিতেছে	শিখিতেছে	৩০
শিরপা	শিরোপা, উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ	১২৯
শিরপেচ	পাগড়ি, পাগড়ির অলঙ্কার-বিশেষ	২১২
শিশু প্রামাণিক	আদর্শ শিশু	১০১
শুশ্রূষা	শুনিবার আগ্রহ	৮৬
শোক	সখ	১০২
ষড়্‌বর্গ	কাম, ক্রোধ প্রভৃতি	১৬৯
সংজ্ঞান	সংজ্ঞা, নাম	১২৩
সকৃৎ	একবার	১০
সত্তরি	সত্তর, ৭০	১৫৩
সনাত টাকা	কোম্পানীর আমলের ফরাক্কাবাদী টাকা	২১
সমন্বয়	সমান করা, সমাজে গ্রহণ	২৩১
সমবধান	সংগ্রহ	১৮
সমসের	তলোয়ার	২১৫
সমাজ	সমিতি	৮
সম্প্রদায়	সমিতি	৩
সম্বাদাবগত	সংবাদ অবগত	৫২
সরপেচ	শিরপেচ, পাগড়ি, পাগড়ির অলঙ্কার-বিশেষ	১৯৬
সরবরাহকারের	জোগানদারের	১৯৬
সর্ব্বমুদ্দা	সর্ব্বসমেত	৬
সরহদ্দ	সীমানা	১৭৩
সরাফি কর্ম্ম	টাকা জমান, ভাঙান ও পরীক্ষা করার কাজ	১৪৮
সহমানে সমান	সমানে সমান	১৬২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
সাদর	প্রচার	৩৬
সাপন	কাষ্ঠ-বিশেষ, যাহা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়	১৪২
সাবাসিং	সাবাস সাবাস, ধন্য ধন্য	১২৯
সাবুদ	প্রমাণ	১০৯,৩১৯
সামান্য	সাধারণ	৮
সালিয়ানা	বাৎসরিক আয়	৩৩
সাহেবান	ভদ্রলোকেরা	১৪৮
সিক্কা	মুদ্রার ছাপ	২৪০
সিফাহিয়দের	সিপাহীদের	৩২
সুখোষিতত্ব	সুখে বাস করা	৩৪৯
সুধারা	সুব্যবস্থা	৫
সুলুপ	sloop, নৌকা-বিশেষ	১৬৩
সুসার	সুযোগ, সাহায্য	১০৮
সুর্ত্তি	লটারি	২৩০
সেক্রটরি	সেক্রেটরী	২৫
সেনটেরেল	সেন্ট্রাল	১৬
সেপর	ঢাল	২১৫
সেলা তণ্ডুল	শালিধানের চাল	১০৪
সৈন্তীয়	সৈন্ত-সম্বন্ধীয়	১৬৯
সোপর্দা	তত্ত্বাবধানে রাখা	৯৮
সোয়াক	সখ	১২৬
সোয়ারি	যান	১৭১
সোর	গোলমাল	২৬৯
স্ত্রীরদের	স্ত্রীলোকদের	২৫৪

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
স্থিরানুসারে	নির্দ্ধারণানুসারে	৪
স্থুল	কঠিন	৩৩৪
স্বার্থ	স্ব-অর্থ=নিজ অর্থে	৬৩
হইবাতে	হওয়াতে	২৭
হইবায়	হওয়ায়	১২৮
হইবার অন্তে	হইবার পর	৭৯
হইয়াবধি	হইয়া অবধি	৪৮
হইলেন নাই	হইলেন না	২৫৯
হওত	হইয়া	৯৬
হওনার্থে	হইবার জন্য	১৫৯,৩৪৪
হওনোদ্যোগ	হইবার উদ্যোগ	২৯৮
হওয়ালী শহরের	শাসনান্তর্গত শহরের	২৩৪
হজুরে	হুজুরে	২৫৯
হজুরের	হুজুরের	১৭৩
হয়	প্রস্তুত হয়	৮৫
হর রকম	নানা প্রকার	১৪৮
হাড়ি	হাড়িকাঠ	২৩৩
হাপ বজরা	হাফ বজরা, নৌকা-বিশেষ	১০২
হামরাও লোক	খ্যাতনামা লোক	২১২
হালালখোরেরা	মেথরেরা	১৯১
হাসিল	কাষ্টম ডিউটি, বন্দরশুল্ক	৩০১
হাসীল দপ্তরখানা	বোর্ড অব কাষ্টমস	১৪৫
হুনরি	দক্ষতার সহিত প্রস্তুত	১৭
হুপ	hope, সাহস	১০৩

বিষয় সূচী

/০

৶৹

বিষয়-সূচী

।০

বিষয়-সূচী

।৶০

বিষয় সূচী

শব্দ | পৃষ্ঠা